

INDEX

Date	Page
The 26th March, 1974.	
1. Questions ...	1
2. Ruling of the Speaker ...	20
3. Calling Attention ...	21
4. General Discussion on Budget Estimates for 1974-75. ...	22
5. Papers laid on the table ...	73
The 27th March, 1974.	
1. Questions ..	1
2. Motion of No-confidence in the council of Ministers ...	19
3. Calling Attention .	19
4. General Discussion on Budget Estimates for 1974-75 ...	21
5. Papers laid on the table ...	73
The 28th March, 1974.	
1. Questions .	1
2. Allotment of time for discussion on No- confidence Motion ...	18
3. Statement made by the Chief Minister regarding purchase of Rajlaxmi Tea Estate ...	23
4. Calling Attention ...	26
5. General Discussion on Budget Estimates for 1974-75 ...	28
6. Papers laid on the table ...	71
The 29th March, 1974,	
1. Questions ...	1
2. No-confidence motion against the Council of Ministers ...	15
• 3. Papers laid on the table ...	18

Date		Page
The 1st April, 1974.		
1	Questions	1
2.	Calling Attention	19
3.	Ruling of the Dy. Speaker regarding Motion for censure to the Council of Ministers	23
4.	Calling Attention	24
5.	Presentation of Committee Report	26
6.	General Discussion on Budget Estimates for 1974-75	26
7.	Papers laid on the table	70
The 2nd April, 1974.		
1.	Questions	1
2.	Ruling of the Speaker regarding the position and the functions of the Secre- tary of Assemblies	18
3.	Calling Attention	20
4.	Voting on Demands for grants for 1974-75	20
5.	Papers laid on the table	69

**PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE
ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS
OF THE CONSTITUTION OF INDIA.**

Tuesday, March, 26th, 1974.

The House met in the Assembly House (Ujjwayanta Palace), Agartala at 12-30 P. M. on Tuesday, the 26th March, 1974.

PRESENT

Shri Manindra Lal Bhowmik, Speaker in the Chair, 4 Ministers, 2 Deputy Ministers, Deputy Speaker and 46 Members.

QUESTION

Mr. Speaker :—To-day in the list of Business are the following questions to be answered by the Ministers concerned. Starred Question—Shri Bidya Ch. Deb Barma.

Shri Bidya Chandra Deb Barma :—Question No. 155.

Shri Manuranjan Nath :—Question No. 155.

প্রশ্ন

- ১) বর্তমানে কমলপুরে সর্বদা ম্যালেরিয়া জ্বরের যে প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়াছে তাহা সরকার অবগত আছেন কি ?
- ২) যদি জানিয়া থাকেন তবে তাহা প্রতিরোধের কোন ব্যবস্থা করিয়াছেন কিনা বা এই রোগে কোন লোক মারা গিয়াছে কিনা ?
- ৩) এই ব্যাপারে স্বাস্থ্য সংক্ৰিস্ট বিভাগের মন্ত্রী মতাদেয় নিকট কোন দরখাস্ত আসিয়াছে কিনা ?

উত্তর

- ১) কমলপুরে সর্বদা ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব দেখা দেয় না। অরাকান্ড রোগীও সংখ্যা যদি পাইলেও সকলে যে ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগিতেছে তাহা ঠিক নতে। মোট অরাকান্ডদের মাত্র ১০-২০ জন ম্যালেরিয়ায় ভুগিতেছে।
- ২) ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাবের প্রশ্ন উঠেনা। জাতীয় ম্যালেরিয়া নির্মূলকরণ কর্মসূচী বাস্তবায়ন প্রচলন করা চাইয়াছে। এই ব্যাপারে ভারত সরকারের অনুমোদিত ব্যয় বরাদ্দ ২০৬৭ লক্ষ টাকা উপরে ত্রিপুরা সরকার সমগ্র ত্রিপুরায় ডি, ডি, টি, প্রেরণ করার জন্য ১৩০ লক্ষ টাকা মজুদ করিয়াছে। ম্যালেরিয়ার জীবাণু পাওয়া গিয়াছে এমন কোন রোগীও মৃত্যুর খবর পাওয়া যায় না।

৩. কমলপুর মহকুমার গঙ্গানগর ও সিংগড় অঞ্চলে ম্যালেরিয়া রোগের প্রকোপ ঘটিয়াছে, এই মর্মে জেলা শাসকের নিকট চাইতে স্বাস্থ্য আধিকারিক নিকট গও সেপ্টেম্বর মাসে একটি চিঠি আসিয়াছিল এবং চিঠি পাওয়ার সংগে সংগে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে। জরাজীর্ণ বোগীর সংখ্যা এক পাঁচিলেও সকলে যে ম্যালেরিয়া জরে ভুগিতেছে তাহা ঠিক নহে। সিংগড় অঞ্চল চাইতে মোট ৫৩ জন জরাজীর্ণ বোগীর নিকট চাইতে রক্ত নেওয়া হইয়াছে। তন্মধ্যে মাত্র একটিতে ম্যালেরিয়ার জীবাণু পাওয়া গিয়াছে। এবং সংগে সংগেই তাহাকে নিয়মভাৱে চিকিৎসা করা হইয়াছে। গঙ্গানগর অঞ্চল চাইতে ২৫ জন জরাজীর্ণ বোগীর নিকট চাইতে রক্ত নেওয়া হইয়াছে। তন্মধ্যে মাত্র ১টিতে ম্যালেরিয়ার জীবাণু পাওয়া গিয়াছে ও তাঁহার চিকিৎসা হইয়াছে।

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মণ :— মাননীয় মহাশয় জানাবেন কি এই যে ৫৩ জনের মধ্যে এক জনের রক্তে ম্যালেরিয়ার জীবাণু পাওয়া গিয়াছে কিহঁতী আর বাকী লোকগুলির কি রোগ ছিল ?

শ্রীমনোজ্ঞান নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যাদের রক্ত ছিল তাদের হাড় টেস্ট করে দেখা গিয়াছে এবং এদের মধ্যে একজনের ম্যালেরিয়ার জীবাণু পাওয়া গিয়াছে।

শ্রীঅনিল সরকার :— মাননীয় মহাশয় বলছেন কমলপুরের সকল ম্যালেরিয়া নেই। কিন্তু কোন কোন জায়গায় ম্যালেরিয়া আছে সেই খবর পেয়েছেন কি ?

শ্রীমনোজ্ঞান নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সত্য নেই। 'সিংগড়' এবং 'গঙ্গানগর' এই দুটি জায়গায় কথা উল্লেখ করা আছে।

শ্রীঅনিল সরকার :— মাননীয় মহাশয় বলতে চান এও দুটি জায়গা হাড়া কমলপুরের আব কোথাও ম্যালেরিয়া নেই ?

শ্রীমনোজ্ঞান নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ১৯৭৩ সালে জর আছে। এতরকম প্রাচ্য কালে কাল হইতে ১,২০৭ জনের, তার মধ্যে ৪,৬৭টি হাড় টেস্ট করা হয়েছে এবং ৩৭ জনের হাড় পজেটিভ পাওয়া গিয়াছে।

শ্রীঅনিল সরকার :— এটা কি সমগ্র হিন্দুস্তানের কমলপুরের ?

শ্রীমনোজ্ঞান নাথ :— কমলপুরের।

শ্রীবিদ্যা দেববর্মণ :— মাননীয় মহাশয় জানাবেন কি কমলপুর থেকে মাননীয় মহাশয়ের নিকট যে দরখাস্ত এসেছিল তার মধ্যে কোথায় ম্যালেরিয়া ছিল উল্লেখ আছে কি ?

শ্রীমনোজ্ঞান নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মহাশয়ের নিকট দরখাস্ত দেওয়া হয় নাট, ডি, এটচ, এস'র নিকট দরখাস্ত দেওয়া হয়েছিল।

শ্রীকালীপদ শানার্জী :— মাননীয় মহাশয়, ৭ কাজারের মত প্রাচ্য কালে কাল হইতে, কিন্তু পরীক্ষা করা হয়েছে মাত্র ৪ কাজার সামগ্রিক কিন্তু বাকীগুলি পরীক্ষা করা হল না কেন ?

শ্রীমনোব্রতন নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়- ডিসেম্বর পর্যন্ত যে ব্রাড কালেকটেড হয়েছে তার খরচা রিপোর্ট এসেছে ৪ লাজার সামগ্রি এবং বাকী প্লাইউডগুলির রিপোর্ট এখনও এসে পৌছায়নি।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— ৭ লাজার সামগ্রি ব্রাড কালেকশান হয়েছে কিন্তু ৪ লাজার সামগ্রি পরীক্ষা করা চল কেন? বাকীগুলি পরীক্ষা চল না কেন?

শ্রীমনোব্রতন নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ব্রাড কালেকশান হয়েছে ডিসেম্বর পর্যন্ত ৭,২৯৭ টার মধ্যে ডিসেম্বর পর্যন্ত ৪,৫৯৭টি টেষ্ট করা হয়েছে। আর বাকীগুলি পরবর্তী স্টেজে টেষ্ট করা হবে।

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস :— মাননীয় সন্ত্রী মশাই উত্তরে বলেছেন যে কমলপুরে সিংগড় এবং গংগানগর এষ্ট দুটি জায়গায় ম্যালেরিয়া পাওয়া গিয়েছে। তাহলে এষ্ট দুটি জায়গা কেভীল ইনফেক্টেড এবং এষ্ট দুটি জায়গা থেকে সারা কমলপুর বাদার সমগ্র ত্রিপুরায় ম্যালেরিয়া ছড়িয়ে পড়তে পারে। সেটি যাতে না হয় তার জন্য ক্যান্সনেল ম্যালেরিয়া প্রেরিতকেন্দ্র প্রণাম অনুযায়ী সেখানে কি এক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে সেটা মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি?

শ্রীমনোব্রতন নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেজ্ঞা ডি, ডি, টি, স্ট্রেক করা হচ্ছে এবং স্যানিটাইজেশন ওয়াকাররা বাড়ী বাড়ী গিয়ে ব্লাড নিচ্ছেন এবং রক্ত পরীক্ষা করা হচ্ছে এবং এটি ম্যালেরিয়া মেডিসিন দিচ্ছে।

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস :— রক্ত নেওয়া হচ্ছে তাহলে কি যাদের জ্বর আসে নাও তাদেরও রক্ত নেওয়া হচ্ছে?

শ্রীমনোব্রতন নাথ :— যারা জ্বর আসে তাদেরও রক্ত নেওয়া হচ্ছে।

মি: স্পীকার :— শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা :— টাউ কোয়েশান নাথার ৬৩৬

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— কোয়েশান নাথার ৬৩৬

প্রশ্ন

উত্তর

১) কি ভিত্তিতে দুর্গম এলাকায় কমরত সরকারী কর্মচারীদের দুর্গম ভাতা দেওয়া হয়?

২) তাহা কি সত্য যে সরকারী কর্মচারীদের কিয়দংশ জলাইয়া, চাদমাংদেল পাড়া, বতন সর্দার পাড়া, পেখি-ছাকি, আলাতলা, আতলমাড়া, পাগোছড়ি, আকাময়পাড়া এবং কোজাচড়ি এলাকায় কমরত আতল ওয়াগা দুর্গম ভাতা পাঠিয়েছেন না?

তথ্যাদি সংগ্রহকারীরা আছেন।

৩) যদি না হয়ে থাকে তার কারণ?

শ্রী অমরেন্দ্র শৰ্মা :—স্বাৰ, মাননীয় মন্ত্ৰ. বলেছেন তথ্যাদি সংগ্রহাধীন আছে ?

মি: স্পীকার :—মাননীয় মন্ত্ৰ. বলেতে পারেন তথ্যাদি সংগ্রহাধীন আছে।

শ্রী অমরেন্দ্র শৰ্মা :—এট সেশনে পারা কৈ স্বাৰ ?

মি: স্পীকার :—একটিং টু কল পাবেন। শ্রীপূৰ্ণমোহন ত্রিপুরা।

শ্রী পূৰ্ণমোহন ত্রিপুরা : কোয়েন্টান নাংখাৰ ৭১৫।

মি: স্পীকার :—৭১৫

শ্রী দেবেন্দ্ৰ কিশোৰ চৌধুৰী :—কোয়েন্টান নাংখাৰ ৭১৫

শ্রুত

১) কুমারখাট পানিয়াছড়া কাৰ্পেৰ উদ্বাস্তদের কি নালকাটায় পুনৰাসনের ব্যবস্থা
কৰ্ছে ?

২) ইতা কি সত্য যে নালকাটা টাউনেল অধ্যায়ত এলীকা ?

৩) যদি সত্য হয় তবে, এড উদ্বাস্তদের আসাম আগরতলা বোৰা ৩৪ ১০ মাইলের পিনকট
বোৰেডের পশ্চিম পাড় পুনৰাসন দেয়া কৰ্ছে না কেন।

উত্তৰ

১) হা।

২) ইতা সত্য নহে

৩) শ্রুত উত্তৰ না।

শ্রী নৃপেন্দ্ৰ চক্ৰবৰ্তী :—মাননীয় মন্ত্ৰ. মশাহি জনাবেন কি যে সেখানকার উদ্বাস্তরা কোণ
বিকল্প জায়গায় পুনৰাসন দেওয়াৰ জন্ত কোন বিপ্রেজেন্টেশন দিহেছে কি না ?

শ্রী দেবেন্দ্ৰ কিশোৰ চৌধুৰী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা কয়েকটি জায়গা
দেখেছি, এটা জায়গাটাই গাটেবল বলে মনে কৰ্ছে।

শ্রী নৃপেন্দ্ৰ চক্ৰবৰ্তী :—স্বাৰ, আমাৰ জবাব দেলাম না। মাননীয় মন্ত্ৰ. মশাহি অবগত
আছেন কি না যে সেখানকার উদ্বাস্তরা বিকল্প কোন জায়গায় তারা পুনৰাসন চায় এটা বকম কোন
দয়স্থান্ত কৰেছেন কি না ?

শ্রী দেবেন্দ্ৰ কিশোৰ চৌধুৰী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, দৰখাস্ত ঠিক নয়, আমি
গমানে গিয়েছিলাম, ওয়া বলেছিল কুমারখাটের কাছাকাছি তাদের পুনৰাসন দেওয়া যায়
কি না ?

শ্রী নৃপেন্দ্ৰ চক্ৰবৰ্তী :—মাননীয় মন্ত্ৰ. মহাশয় এটা স্বীকার কৰবেন কি, যে তারা বিজনেস
লোন পাচ্ছেন ?

শ্রী দেবেন্দ্ৰ কিশোৰ চৌধুৰী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তাদের যে লোন দেওয়া কৰ্ছে,
তায় একটা অংশ ব্যবসা বাণিজ্য দেওয়া কৰ্ছে।

শ্রী নৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, যেখানে তাদের পুনর্বাসন দিচ্ছেন, সেখানে কোন ব্যবসা কেন্দ্র আছে কি না ?

শ্রী দেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, অগতঃ গিয়েও তারা ব্যবসা করতে পারে ঠিকানা দিবেন। তারপর তাদের যে টাকা ব্যবসার জন্য দেওয়া হয়েছে, আমরা দেখেছি যে সেটা ব্যবসার উপর নিভর করে তারা বাঁচতে পারবে না। অন্যভাবে—যারা কৃষি কার্য করে, তাদের সেটা ব্যাপারে সহায়তা করে, ন না কাজে তাদের সহায়তা করে, গ্রামের সংগে যোগাযোগ রেখে তারা যাতে বাঁচতে পারে, সেসব দিক লক্ষ্য করে তাদের সে জায়গায় বন্দোবস্ত করা হয়েছে।

শ্রী নৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি তাদের যেখানে পুনর্বাসন দেওয়া হচ্ছে সেটা টি, ডি, ব্লকের অন্তর্ভুক্ত কি না ?

শ্রী দেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছি এটা কোন ব্লকের অন্তর্ভুক্ত নয়, থাসের জমি।

শ্রী নৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, যে জায়গায় তাদের পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে, সেটা টি, ডি, ব্লক —যেটাকে চামড়া ব্লক বলা হয়, সেটার অন্তর্ভুক্ত কি না ?

শ্রী দেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— সেটা তথ্য আমি এখন দিতে পারছি না।

শ্রী নৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি, কি ভিত্তিতে এটা ট্রাঙ্কবেল এলাকা নয়।

শ্রী দেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এর নিকটবর্তী কোন ট্রাঙ্কবেল ভিলেজ নেই।

শ্রী নৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি সে এর কাছাকাছি ট্রাঙ্কবেল কলোনী আছে কিনা, জমিয়া কলোনী আছে কি না ?

শ্রী দেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এক মহিলার মতো অন্তর্ভুক্ত নেই।

শ্রী নৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে এই সমগ্র এলাকাটাই ট্রাঙ্কবেল এলাকা এবং ১.২ মাইলের মধ্যে বাড়ালী বাড়ী বা বস্তি নেই ?

শ্রী দেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তার পাশেই বাড়ালী বস্তি আছে।

শ্রী নৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, সেখানকার পারিবারিক কলোনীর উদ্বাস্তরা সেখানে যেতে আপত্তি কর সত্ত্বেও তাদের ট্রাঙ্কবেল অপরিসীম এলাকায় পাঠান হয়েছে ?

শ্রী দেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে যখন নাকি আমরা পুনর্বাসন দেব, তখন এক এক জনের এক একটা জায়গা পছন্দ থাকতে পারে কিন্তু ব্যক্তিগত পছন্দের উপর নিভর করে জায়গা স্থির করা সম্ভব নয়।

শ্রী নৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন শুধু ব্যবসার উপর ভাড়া নিষেধ করবে না। আমি জানতে পারি কি তাদের কতটুকু করে জম দেওয়া হয়েছে ?

শ্রী দেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেখানে -০ একর করে এস্টেটের জমি জায়গা দেওয়া হয়েছে, ভবিষ্যতে লক্ষা লাখা হচ্ছে যাতে আরও জমি চাহদের দেওয়া যেতে পারে।

শ্রী নৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি ভাড়া কাছাকাছি কোথাও জম আছে কি না, নদী বা চড়া কতদূর ?

শ্রী দেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বাংলাদেশের যুদ্ধের সময় দেখছি সেখানে ১০ কজার উদ্বাস ছিল, তাদের জমি জলের ব্যবস্থা করা সহজ ছিল, তাছাড়া এমন একটা জায়গা আছে, যেখানে একটা বড় লেক করে দেওয়া যেতে পারে।

শ্রী নৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানানবেন কি, এত এলাকা ছাড়াও ৮৮ মাইলের একটা বিরাট এলাকা আছে, যা নিলে পরে পুনরায় সেখানে পক্ষে ভাল জম। এজার সামনে, নদী সামনে, সেখানে ভাল ব্যবসা বাণিজ্য করতে পারবে, ভাল জমি আছে এবং সেখানে কাজার কাজার বাংলাদেশের পরগণা ছিল, সে জায়গাটা না দিয়ে ট্রান্সমিলদের বুকেব উপর তাদের বসানোর কি উদ্দেশ্য আছে ?

শ্রী দেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সমস্ত কিছু লক্ষ্য রেখে, জলের দিকে লক্ষ্য রেখে, ভবিষ্যতে তাদের সহায়তা করা যায় কি না, নতুন ব্রিকিউজদের জম কন্ট্রিবিউশন লাগে আছে কি না, তা দেখে সহায়তা করা হয়েছে।

শ্রী স্পীকার :— শ্রী আভরাম দেবদেয়া

শ্রী অভিযান দেবদেয়া :— কোয়েন্টান নাথার ১-৫।

শ্রী মনোজেন নাথ :— কোয়েন্টান নাথার ১-৫ আর।

প্রঃ

উত্তরঃ

১) যে সমস্ত প্রাথমিক স্কেল একক প্রাসঙ্গিক হলে
গাড়ী নেই, তার নাম

যে সমস্ত কেজে একক
গাড়ী নেই তাদের নাম—
টাকারজলা, প্রাইমারী হেলথ
সেন্টার, ব্রিসিংগড প্রাইমারী
হেলথ সেন্টার, কল্যাণপুর
প্রাইমারী হেলথ সেন্টার,
সানামুড়া, কদমতলা, পেঁচা
খল, পানিসাগর, ফটিকবাড়ি,
কাঁকড়াবন, নেতালনগর,
শান্তিবাজার, ঝামুখা, শিলা-
ছড়ি, গড়াছড়া, আম্পা,
নতুনবাজার।

২) যে সমস্ত প্রাসঙ্গিক এবং প্রাথমিক স্কেল
কেজের গাড়ী নেই, সেগুলিতে গাড়ী
দেওয়ার কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ?

যে সমস্ত কেজে গাড়ী নেই,
সেই সমস্ত কেজে ইন্টেনসিফ
কইতে গাড়ী পাওয়া গেলে
দেওয়া হইবে।

ক্রিপেজ চক্রবর্তী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোন ভাসপা ভালে নেই, তা বলা হয় নি।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—সমস্ত ভাসপা ভালেই এম্বুলেন্স দেওয়া হয়েছে।

ক্রিপেজ চক্রবর্তী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, খোয়াং ভাসপা ভালে এম্বুলেন্স দেওয়া হয়েছে কি?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, খোয়াং ভাসপা ভালে এম্বুলেন্স দেওয়া হয়েছে।

ক্রিপেজ চক্রবর্তী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই তথ্য অসত্য।

শ্রীঅনিল সরকার :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় জানাবেন কি কবে দেওয়া হয়েছিল?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ১৯৭৩ খ্রিঃ সনে দেওয়া হয়েছে।

শ্রীশশীল রঞ্জন সাহা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় জানেন কি, নতুন বাজার প্রাথমিক স্কুলের সেটারে কিছু দিন আগে ইউনিসিসফের একটা গাড়ী ছিল কি না?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছি যে এখানে কোন গাড়ী নেই।

শ্রীশশীল রঞ্জন সাহা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় জানাবেন কি, যে নতুন বাজার প্রাথমিক স্কুলের সেটারে কিছু দিন আগে একখানা ইউনিসিসফের গাড়ী ছিল কি না?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, নতুন বাজারে কোন গাড়ী এখন নেই।

শ্রীশশীল রঞ্জন সাহা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যেখানে আগে নতুন বাজারে একখানা ইউনিসিসফের গাড়ী দেওয়া হয়েছিল স্থানের পরিবর্তন করে, যেখানে আজকে ভারত সরকারের কাছ থেকে, দিল্লী সরকার থেকে কোটি কোটি টাকা খরচ করা হচ্ছে ডব্লু.নগরে সেখানে বড় সরকারী কনস্ট্রাক্টর আছেন এবং আশেপাশে শিলাচড়িতে একটা প্রাথমিক স্কুলের সেটার আছে, নতুন বাজারে আছে, অনেক দূর এবং উপজাতি অধ্যুষিত এলাকা সেখানে উনি কিছুদিনের মধ্যেই একখানা এম্বুলেন্স দেওয়ার উচ্চ বিবেচনা করেন কি না?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ইউনিসিসফের গাড়ী প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র-গুলিতে দেওয়া হয় এবং তাদেরকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে প্রকৃত পক্ষে নিম্নলিখিত সীটে কেন্দ্রের উচ্চ গাড়ী অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে—টাকরুজলা, নবসিংগড়, কলাগুপ্ত, শিলাচড়ি, সোনাঘড়া, কুমুদলা, অরুণাখ এবং নতুন বাজার।

ক্রিপেজ চক্রবর্তী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় জানাবেন কি যে টোটেল এম্বুলেন্সের সংখ্যা আমাদের কত এবং ইউনিসিসফের গাড়ী আমরা কত পেয়েছি এবং তার মধ্যে কতটা প্রেস করা হয়েছে এবং কয়টা আগরতলায় থাকে?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এম্বুলেন্সের সংখ্যা এই তথ্য এখন আমার কাছে নেই। সেপারেট কোয়েস্টান করলে আমি দিতে পারি।

শ্রীমদ্রক্ষ চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রীশায় জানাবেন কি যে এক গাড়ী আগরতলাতে থাকে এবং সেইগুলি বোর্গা টানবার জগা কি হয় ওয়া এইগুলি অগ্নিকাজের জন্য ব্যবহার করছে এমন কি যারা ডাক্তার নয় এবং মেডিকেল ডিপার্টমেন্টের লোক নয় তাদেরকে সমস্ত গাড়ী তৈরি করা হয় হুটনিসিপের গাড়ী এবং অগ্নিকাজ গাড়ী ?

শ্রীমদ্রক্ষ নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আর্থ লেন্স যেগুলি আছে তা ট্রিক ক্যাগায়ট আছে এবং কিছু হসপিটালে আছে এবং যদি রিপেয়ারিং এর প্রয়োজন হয় তাহলে আগরতলাতে আসে।

শ্রীমদ্রক্ষ চক্রবর্তী :—সাপলিমেন্টারি স্তরে, মাননীয় মন্ত্রীশায় জানাবেন কি যে কত প্যানেট অব দি আর্থ লেন্স হসপিটালে আছে, খারাপ হয়ে আছে, হসপিটাল মানে মাত্রের হসপিটাল নয় গাড়ীর হসপিটাল ?

শ্রীমদ্রক্ষ নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এখানে কত প্যানেট আছে আমি বলতে পারি না।

শ্রীমদ্রক্ষ চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রীশায় এইটা কি অঙ্গীকার করবেন যে এত প্রতিবাদলে কেনি সেড পর্যন্ত নেই। এইরকম অবস্থায় বি, এস, এফের অফিসের সামনে ঘুমিয়ে থাকে দিন রাত্রি এবং এখন গলেও মাননীয় মন্ত্রীশায় পোজ পারবেন যে একটা সাধারণ সেড পর্যন্ত সেখানে দেওয়া হয় না ?

শ্রীমদ্রক্ষ নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কনডেমড করা গাড়ী বি. এস, এফের অফিসের নিকটে, বি, এস, এফ, হসপিটালের কাম্পাউন্ডের মধ্যে আছে।

শ্রীমদ্রক্ষ চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রীশায় জানাবেন কি যে কতগুলি গাড়ী আছে আজকে এই পর্যন্ত ?

শ্রীমদ্রক্ষ নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এত তথ্য আমার কাছে এখন নেই এবং সেপারেট কোয়ালিফিকেশন করে আমি দিতে পারি।

শ্রীকালীপদ বানার্জী :—ব্যাংক যেখানে আর্থ লেন্স আছে, এইগুলি কত চলে ?

শ্রীমদ্রক্ষ নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আর্থ লেন্সগুলি যদি কোনরকম ভাবে ডিফেক্ট হয় বা দিস—অর্ডার হয় তখনই আগরতলাতে আসে।

শ্রীকালীপদ বানার্জী :—আগরতলাতে আসার কথা আমি বলিনি। আমি বলছি যে পেট্রল দেওয়া হচ্ছে না, সেটজর গাড়ী চলতে পারে না—এই কথা সত্যি কি না ?

শ্রীমদ্রক্ষ নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এমন কোন তথ্য বা কম্প্লেইন এখন আমার কাছে নেই।

শ্রীকালীপদ বানার্জী :—আমি তো কম্প্লেইন করছি, সাক্ষর থেকে এসেছি, আমি লম্বা ডাক্তার ব্যপ্ত আমাকে বলেছেন পেট্রল নেই, আমি কি করবো, বোর্গা আগরতলায় পাঠানো যাচ্ছে না।

শ্রীমদ্রক্ষ নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এইটা আমি তদন্ত করে দেখবো।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মন্ত্রী কতকগুলি প্রাই-মারী স্কুলের সেন্টারের নাম বলেছেন যেগুলিতে আ্যাপুলেন্স নেট আর বাকীগুলিতে বুঝা যায় আ্যাপুলেন্স আছে। জিরাণীয়া প্রাইমারী স্কুলের সেন্টারে আ্যাপুলেন্স আছে কি?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যেগুলিতে নাহ আমি আগেট বলেছি, প্রত্যেক কোন প্রাইমারী স্কুলের সেন্টারে আছে কি নাই সেটি প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মন্ত্রীমশায় যখন পড়লেন যে এটি প্রাইমারী স্কুলের সেন্টারে আ্যাপুলেন্স নেট তখন জিরাণীয়া প্রাইমারী স্কুলের সেন্টারের কথাটা ছিল না তাই উত্তরে বুঝা গেল যে জিরাণীয়া প্রাইমারী স্কুলের সেন্টারে আ্যাপুলেন্স আছে কিন্তু সেখানে সত্যিই আছে কি না মাননীয় মন্ত্রীমশায় জানাবেন কি?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—একটা জাপ আছে।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, জাপ আর আ্যাপুলেন্স অনেক পার্থক্য। জাপ এটিটা টেকর টেকর করে চলে, সেটাইতে লোক উঠতে পারে না, এটিটার কথা আমি বলছি না। আমি বলছি আ্যাপুলেন্স আছে কি না? না থাকলে বলবেন নাট, এতে নজর কি আছে?

শ্রীকালীপদ বানার্জী :—মাননীয় মন্ত্রীমশায় জানাবেন কি যে ইউনিসিসফ থেকে কিছু গাড়ী হিপুরা সরকার পেয়েছেন কি না। ইদানিং মাস খানেকের মধ্যে ইউনিসিসফ থেকে হিপুরা সরকার কোন গাড়ী পেয়েছেন কি না?

মিঃ শ্রীকার :—ওটার উত্তর হয়নি। আপনি বসুন, পরে বলবেন।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, জিরাণীয়ার কথা বলা হয়েছিল, আমি আগেট বলেছি যে একটা জাপ গাড়ী আছে। আ্যাপুলেন্স নেট।

শ্রীকালীপদ বানার্জী :—আমি জানতে চেয়েছিলাম যে মাস খানেকের মধ্যে সরকার ইউনিসিসফ থেকে কোন আ্যাপুলেন্স পেয়েছেন কি না?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাস খানেক হয়েচে কি না আমি ঠিক বলতে পারছি না। তবে কিছুদিনের মধ্যে গতি গাড়ী পাওয়া গিয়েছে।

শ্রীমৃণেন্দ্র চক্রবর্তী :—সার্বিসেন্টারি গ্রা, কোন কোন প্রাইমারী স্কুলের সেন্টার বা সপিন্টালে আ্যাপুলেন্সগুলি খেচ করা হয়েছে?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—সেই গাড়ীগুলি কোন কোন জায়গাতে প্রেস করা হয়েছে একটি মতপট, ২৫ বাজার এবং কুলার।

শ্রীহংসরাজ দেওয়ান :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোথায় কোথায় প্রাইমারী স্কুলের সেন্টার আছে মাননীয় মন্ত্রীমশায় বলেছেন কিন্তু কাকনপুরে প্রাইমারী স্কুলের সেন্টার আছে কি না সেই সম্বন্ধে উনি কিছু বলেন নাট। এটিই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় সেখানে যে প্রাইমারী স্কুলের সেন্টার আছে সেটিটা জানেন কি না?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কাকনপুরে প্রাইমারী স্কুলের সেন্টার আছে এবং সেখানে একটা ইউনিসিসফের গাড়ী আছে।

শ্রীসুধা দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রীমশায় বলবেন কি যে মন্ত্রীদেব যে পুরানো গাড়ী সেটাকে কি কম্পিটালের আস্থালেক হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে কি না ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মন্ত্রীদেব কোন গাড়ী আস্থালেক করে ব্যবহৃত হয়েছেন কি না আমার জানা নেই।

শ্রী বি. দাস :—মাননীয় মন্ত্রীমশায় :—নং প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন যে গাড়ী পাওয়া গেলে দেওয়া হবে। সেট গাড়ী পাওয়ার কি ব্যবস্থা করেছেন এবং কবে পর্যন্ত পাওয়া যাবে ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলছি যে ইউনিসেফ আটটি গাড়ী অগ্রিমোদন করেছে এবং সেট গাড়ী আসলে পরে আমরা দিতে পারবো।

শ্রী বি. দাস :—মাননীয় মন্ত্রীমশায় প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন যে জিরাগীরা গাড়ীমারী হেলথ সেন্টারে যে জীপ গাড়ী আছে সেটাতকি কি রোগী বসন করা হয় ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রয়োজন হলে রোগী নিয়ে এসে থাকে।

শ্রীঅনিল সরকার :—ওটা দিয়ে লাকড়ী বসন করা হয়, রোগী বসন করা হয় না।

শ্রীমতী কুমার মজুমদার :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মন্ত্রীমশায় জানাবেন কি যে উনি দেখেছেন কি না যে গাড়ীখনি যেটাতে রোগী বসন করতে পারা যায় না ? লাকড়ী চাড়া রোগী বসন করা যায় না তার।

শ্রীঅনিল সরকার :—সানিটোরাই প্রা. মাননীয় মন্ত্রীমশায় বলবেন কি যে সেট জীপ গাড়ী দিয়ে যে রোগী আসে, আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই যে রোগী বসে আসে না অথবা আসে ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ইউনিসেফ থেকে যে গাড়ী ভাল এসেছে সেগুলি জীপ আকারের।

শ্রীমুন্সে চক্রবর্তী :—সানিটোরাই প্রা. মাননীয় মন্ত্রীমশায় কি বলতে চান যে ইউনিসেফের গাড়ী, সেগুলি জীপগাড়ী ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে সব প্রাথমিক হেলথ সেন্টারে সুপারভিশন করার জন্য ইউ, এন, সি, ডি, এফ-এর গাড়ী দেওয়া হয়, তাই করে কম্পিটালের রেকর্ডের আসতে পারেন।

শ্রীসমর চৌধুরী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, সোনামুড়া প্রাথমিক হেলথ সেন্টারে কোন গাড়ী না দিয়ে ইউ, এন, সি, ডি, এফ এর গাড়ী এস, ডি, ওকে ব্যবহার করতে দেওয়া হয়েছে, তার কারণটা জানাবেন কি ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই কথা আমার জানা নেই।

শ্রীসমর চৌধুরী :—আমি বলছি যে প্রতিমারী হেলথ সেন্টারে কোন গাড়ী দেওয়া হয় নি, অথচ এস, ডি, ওকে ইউ, এন, সি, ডি, এফের গাড়ী ব্যবহার করতে দেওয়া হয়েছে, এটা আপনি খেয়াল করে দেখবেন কি ?

শ্রীমোহন নাথ :—ইউ, এন, সি, ডি, এফের গাড়ী এস, ডি, ও যদি ব্যবহার করে থাকেন, তাহলে আমি সেটা তদন্ত করে দেখব।

অনিরঞ্জন দেব :- মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি সে এত বছরের মধ্যে টাকার জমা প্রাপ্তি হওয়া সম্ভব হবে কি না ?

অনিরঞ্জন নাথ :- হ্যাঁ, আমি এই প্রশ্নের উত্তর আগেই দিয়েছি।

শ্রীমদ্রাধা দেববর্মা :- স্টাড কোয়েস্টান নম্বর ১৭১।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :- স্টাড কোয়েস্টান নম্বর ১৭১ হ্যাঁ।

এর

১) ভারত সরকারের ২১-৫-৬৫ ইং তারিখের নির্দেশ অনুসারে প্রায়শই এ পর্যন্ত মোট কতজন উদ্বাস্তুর মরণ মুকুব করা হয়েছে এবং মোট কত টাকার মরণ মুকুব করা হয়েছে ?

২) বাকী কতজন উদ্বাস্তুর মরণ এখনও মুকুব করা হয় নাই ?

৩) কত মরণ মুকুবের জন্য সরকার উদ্যোগ নিচ্ছেন 'কনা' ?

উত্তর

১) ভারত সরকারের ২১-৫-৬৫ ইং তারিখের নির্দেশ অনুসারে প্রায়শই মোট ১১০ জন উদ্বাস্তুর মরণ মুকুব করা হয়েছে এবং মোট ২,১৭,৪০৯.৬৫ টাকা মরণ মুকুব হয়েছে।

২) বাকী ৬০,১২০ জন উদ্বাস্তুর মরণ এখনও মুকুব হয় নাই।

৩) গা, মহালয়া।

অনুপেক্ষা চক্রবর্তী :- মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, জানাবেন কি সে এত নির্দেশ কতটুকু পর্যন্ত মরণ মুকুবের কথা ছিল ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :- মাননীয় অধিক মহোদয়, এত নির্দেশে এক হাজার টাকা পর্যন্ত মরণ মুকুবের নির্দেশ ছিল।

অনুপেক্ষা চক্রবর্তী :- মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, ক'বলতে চান এক হাজার টাকা পর্যন্ত মরণ মুকুব করে দেবেন, তাদের সংখ্যা উনি যেটা এখানে 'দিলেন', তার চাপেই অনেক বেশী ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :- মাননীয় অধিক মহোদয়, তার সংখ্যা অনেক বেশীই আছে।

অনুপেক্ষা চক্রবর্তী :- কত সংখ্যা আছে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :- হ্যাঁ, এত সংখ্যাটা এখন আমার কাছে নাই। কারণ ১ হাজার টাকা মরণ মুকুব করার নির্দেশের পর আর একটি নির্দেশ আমরা পাচ্ছি যে ২ হাজার টাকার অতিরিক্ত যেটা আছে সেটা মুকুব করার জন্য।

অনুপেক্ষা চক্রবর্তী :- মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি সে কবে দ্বিতীয় নির্দেশটি পেয়েছেন এবং সেটা পাওয়ার পর এখন পর্যন্ত কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :- দ্বিতীয় নির্দেশটি কবে পেয়েছি, সেও তারিখটা এখন দিতে পারছি না। তবে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। কারণ আমরা ৩৬,০০০ জন এর ২,৬৭,১০,৯৯৮.৬০ পর্যন্ত মরণ মুকুব করার কাগজপত্র রেডি করছি এবং তার দলিলাল এফবাল তে আর বেশী দেবী নাই। আর বাকী ৬০,১২০ জন আছে, তারও পেমেন্ট আমরা রেডি করছি।

ত্রীনপেঙ্গ চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই কি দাঁকার করবেন যে দাঁকা সময় নেওয়ার ফলে এই সমস্ত উদ্যোগ যাদের লাভ মটিগেজড আছে, যার জন্য তারা সেই লাভ দিয়ে অজানা স্বার্থ নিয়ে পারছে না? এবং এভাবে তারা অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—শ্রাব, এটা যত শীঘ্র সম্ভব হয় তার জন্য ব্যবস্থা করা হচ্ছে। আর দেয়, করলে যে তাদের অসুবিধা হবে, এটা আমাদেরও জানা আছে।

ত্রীনপেঙ্গ চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই কি বলতে পারেন না যে এই নির্দেশটি ৫ বছর আগে পেয়েছেন না ১ বছর আগে পেয়েছেন? কারণ তারা যে তাড়াতাড়ি করেছেন, সেটা আমরা কি করে বুঝব?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—শ্রাব, ১৯২৭ সালের গোপারস্কেট করেছি আমি বলেছি। এভাবেও আমাদের কতগুলি নির্দিষ্ট ব্যবস্থা আছে, সেগুলিও আমাদেরকে জানতে হয়, বিশেষ করে বিভিন্ন মতকুমা থেকে সেটা সব তথ্য সংগ্রহ করতে হয়। কাজেই এই সমস্ত বিষয়ে অনুসন্ধান করতে একটি সময়ের দরকার হবে বৈকি।

ত্রীনপেঙ্গ চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাচ্ছেন কি যে যারা - চাকার টাকার বর্ষা স্বেচ্ছা নিয়েছে, সেটা স্বেচ্ছা মুকুব করার জন্য এখানকার সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে কোন চিঠি লিখেছেন কিনা যে তাদের স্বার্থ মুকুব করা হউক?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—শ্রাব, আমি আগেই বলেছি যে - চাকার টাকার অতিরিক্ত যারা স্বেচ্ছা নিয়েছে, তাদের সেটা স্বেচ্ছা মুকুব করা হবে এবং সেজন্য কংগ্রেসের রেডি করা হচ্ছে।

ত্রীনপেঙ্গ চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে চাকার টাকার স্বেচ্ছা, সেটাও এর অন্তর্ভুক্ত কিনা যাদের জন্য কংগ্রেসের রেডি করা হচ্ছে?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—হ্যাঁ, শ্রাব।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এদেশের কথা বলছেন—কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ সম্পর্কে, সেই নির্দেশটি কোন কমিশনাল নির্দেশ ছিল কিনা বলতে পারেন কি?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—শ্রাব, স্বেচ্ছা মুকুব করার আবার কমিশনটা কি, আমি বুঝতে পারছি না।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—যদি এটা হয় যে - চাকার পর্যাপ্ত স্বেচ্ছা ছিল, সেটা স্বেচ্ছা মুকুব হয়ে যাবে, তাহলে আপনি যে বলছেন তথ্য সংগ্রহ করতে হয় মতকুমা থেকে, স্ববর আনতে হয়, এটা তো লাগে না। কারণ আমরা তো মনে হচ্ছে যে ভারত সরকারের নির্দেশটিতে এমন লেখা আছে যে এটা পর্যাপ্ত যারা স্বেচ্ছা নিয়েছে, তাদেরকে মুকুব করে দেওয়া হউক। সেই নির্দেশে কি তথ্য সংগ্রহের কথা ছিল? যার জন্য এত দেয়া হচ্ছে?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তথ্য সংগ্রহ না করে কিভাবে দেওয়া যায়, আমি বুঝতে পারছি না। প্রথম ১ চাকার টাকা মুকুব হয়েছে তারপর আবার বলছে যে - চাকার টাকার উপর সেটা আয়ছ, সেটাও মুকুব হবে। তাহলে এটা - চাকার টাকার উপর কতজন স্বেচ্ছা নিয়েছে, সেটার স্টেটিস্টিক্স তো প্রত্যেক সাংবিভাগ থেকে আনতে হবে।

শ্রীকালীপদ বানার্জী :— কথা হচ্ছে যে গভর্নমেন্টের যদি নিকেশ থাকে—যা যা দিতেছে—অন্য দিচ্ছে ভারত সরকার—এখন ভারত সরকার যদি বলে থাকেন যে রাজ্য টাকা পছন্দ যা যা অন্য দিচ্ছে, তাহলে তার মুদ্রণ হবে দাঁড়, তাহলে পর স্টেটটিকস কালেক্ট করার কোন দায়কার নাই।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার মনে হয় মাননীয় সদস্য বলতে চাইছেন যে শুধু গেস্জেট নটিফিকেশন করে দিলেই চলবে কিছু ঠিক জানয়। এক একটা কেস আছে, যার মধ্যে এমন লোক আছে যে এই অর্থ বাজেট অন্য অর্থ থেকে দেওয়া হয়েছে। আমাদের এসব খুঁটিনাটিও দেখতে হচ্ছে।

শ্রীকালীপদ বানার্জী :—স্বাঃ, আমি গেস্জেট নটিফিকেশনের কথা বলিনি। আপনি যে স্টেটটিকসের কথা বলছেন তাতে যে কত মুগ্ধ লাগবে, তা একমাত্র ঈশ্বরই জানেন। তবে এখন যেটা দুশ্চিন্তা তাতে সেট নিকেশের মধ্যে কণ্ঠস্থান ছিল—যদিও আপনি বলছেন যে কোন কণ্ঠস্থান ছিল না। এখন অর্থ মুদ্রণ করতে এত দেরী হচ্ছে কেন, এটার আমি জানতে চাই।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছি কোন কোন ব্যবস্থাগুলি আমাদের গ্রহণ করতে হবে। আর ট্রান্স বলছেন ঈশ্বর জানেন তবে এক অর্থ মুদ্রণ হবে। আর আমি বলছি যে ঈশ্বরের না জানলেও চলবে হিন্দুরা সরকার জানলেও অর্থ মুদ্রণ হয়ে যাবে।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—হিন্দুরা সরকারের জানা সত্ত্বেও অর্থ ১০ বছরের অর্থ মুদ্রণ করেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় দয়া করে জানাবেন কি এত যে অর্থ তাদেরকে দেওয়া হয়েছে, তাদের কোন রেজিস্ট্রি আগরতলা অথবা সাবডিভিশনে আছে কিনা যদি সাবডিভিশনে থাকে, সেটগুলি আগরতলাতে আনা হয়েছে কিনা? সেট রেজিস্ট্রীগুলি কোথায়?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ৩৫৬০ ফর্মিলার পেত্রাস অলরেডি তৈরি করে ফেলেছি এবং সেটা কার্যকরী করতে পারব এবং বাকী ৩০৯৩টি ফর্মিলার কাগজপত্র রেডি করছি। সুতরাং আমাদের যে লিষ্ট আছে, সেটা সন্তোষের দৃষ্টি যায়।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার প্রশ্ন ছিল রেজিস্ট্রীটা কোথায়, মকঃপলে না আগরতলাতে?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছি অন্যান্য মকঃমা থেকে সংগৃহীত হয়ে এখন দেখা যায় সেটা আগরতলাতে এসে পৌঁছেছে কারণ আমবা যেখানে ৩০ রাজ্য এবং ৩০ রাজ্যের হিসাব বলতে পেরেছি, তাতে দেখা যায় সেটা আগরতলাতে এসেছে।

মিঃ স্মীকার :—শ্রীতড়িৎমোহন দেববর্মা।

শ্রীতড়িৎমোহন দেববর্মা :—কোয়েন্টান নাথার ৭৮২।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—স্বাঃ, স্টাউ কোয়েন্টান নাথার ৭৮২।

প্রশ্ন

১) অমরপুরের কবচক প্রাচীর ভাঙাওয়া বা অলংকরণ সীমিত যে সকল সরকারী কর্মচারী কাজ করেন তাদের সংখ্যা : ১। তথাকথিত ১০ মাসের ছুটি ও মিলে ছুটি থেকেও ছুটি : ২। যদি তাই হয় তবে এটি এটি এলাকার কর্মচারীদের ছুটিম এলাকা ভিত্তি না দেয়ার কারণ কি ?

উত্তর

মিঃ স্পীকার :—জীনপেজ চক্রবর্তী।

জীনপেজ চক্রবর্তী :—কোয়েন্সান নাথার ৮০২।

জীননোরজন নাথ :—কোয়েন্সান নাথার ৮০২।

প্রশ্ন

১) আগরতলায় কতি কতি য়েদের চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপনের কাজ কি বাধা করা হচ্ছে :

২) দেহী ওঠলে উত্তর কারণ :

উত্তর

১) চতুর্থ পল্লব বিকাস বাকরনাথ লে একটি ককট প্রাচীর চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাব দেওয়া হয় এবং এক জন ডাক্তার ও একজন ল্যাবরেটরি টেকনোলজিস্টকে যোগ দেওয়ার পদ্ধতি সম্পর্কে ট্রেনিং দেওয়া হয় এবং তা প্রয়োজিত ককটিকে কাজ শুরু করেছে।

২) প্রশ্ন উঠে না।

মিঃ স্পীকার :—জীনপেজ চক্রবর্তী।

জীনপেজ চক্রবর্তী :—কোয়েন্সান নাথার ৮০২।

জীননোরজন নাথ :—কোয়েন্সান নাথার ৮০২।

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরা সরকারের শিক্ষা অস্ত্রায় (ত্রিপুরা সরকার) কাজে সফলত্রে বাংলা ভাষা সরকারী ভাষা হিসাবে চালু করতে বাস্তবে কোন অস্ত্রবিদ্যার সম্মানিত হচ্ছে কি ?

২) যদি কোন অস্ত্রবিদ্যার সৃষ্টি ওঠে থাকে তবে সেটি অস্ত্রবিদ্যার মিলি কি কি এবং সেটি সমস্ত অস্ত্রবিদ্যার দূর করিতে সরকার কি কি বাধা অবলম্বন করিয়াছেন ?

উত্তর

১) তাই।

২) বাংলায় টাচপ করা হয় এবং টাচপের অস্ত্র। ওঠপের বাংলা পরিভাষা কমিটির সুপারিশ সম্পূর্ণরূপে সমাপ্ত হয় নাও এবং সেসু সুপারিশ সরকারী সকল বিভাগে এখনও বন্টন করা হয় হয় নাও। সরকারী কাজে সফলত্রে বাংলা ভাষা চালু করিতে ওঠলে সফলত্রে পরিভাষা কমিটির পূর্ণ সুপারিশ-এর প্রয়োজন। এই সকল অস্ত্রবিদ্যার দূর করিতে সরকার সফলত্রে পরিভাষা কমিটিকে উত্তর পূর্ণ সুপারিশ সফলত্রে দায়িত্ব নির্দেশ দিয়াছে। বাংলা টাচপের কথচারী নির্দেশের বাধ্যতাই এখন করায় নির্দেশ দেওয়া ওঠেছে এবং সমস্ত স্টেনোগ্রাফারদের ও অন্যতম কর্মচারীদের বাংলায় টাচপ করিবার শিক্ষা নিতে নির্দেশ দেওয়া ওঠেছে।

শ্রীকালিঙ্গাঙ্গী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এনবেন কি, পরিভাষার জ্ঞান কোন কমিটি গঠন করা হয়েছে কিনা এবং করা হইয়া থাকিলে সেহ পরিভাষা কমিটি কেবল রিপোর্ট দেবেন ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কমিটি গঠন করা হয়েছে, এবং সেহ কমিটিকে সহর রিপোর্ট দাখিল করার জ্ঞান নিদেখ দেওয়া হয়েছে।

শ্রীভিৎমোহন দাস শঙ্কর :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বললেন যে বাংলা ভাষা চালু করিতে অন্তবিধার সম্মুখীন হইয়াছেন। বাংলা ভাষা পরিপূর্ণভাবে চালু করার মগন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, এমন কি এই অন্তবিধার কথা চিন্তা করেছিলেন, বাংলা ভাষা পরিপূর্ণভাবে চালু করিতে অন্তবিধা থাকা সত্ত্বেও বাংলা ভাষা পরিপূর্ণভাবে চালু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া যুক্তি কি ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা আশঙ্কি যে রিপোর্ট পেরেছি তার দ্বারা যে সমস্ত ব্যবসায়নদেন্স বা অন্যান্য কান্ডগুলি করা সম্ভবপর, এটা আর এটা প্রকটিক) বলা স্টেটগুলি করার নিদেখ দিয়েছি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে দেশে জাতিগোষ্ঠী থেকে সরকারী কাজ সমস্ত পর্যন্ত যে বাংলা ভাষা চালু হয়েছে বলে বক্তা বর্ণিত মাননীয় মন্ত্রী বা অধীন মন্ত্রী দিয়েছেন কিনা ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছি যে এটা আর এটা প্রকটিক) বলা বাংলা ভাষায় আফিসের কাজ কম করার জ্ঞান নিদেখ দিয়েছি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে চান যে সেহ বিবরণিতে একটা 'চল' বা 'অমর' যতটুকু পারি ততটুকু চালু করব ? সেহ বিবরণীটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এহি হাউসের সম্মুখে উপস্থিত করবেন কি ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—আমার সতটুকু শ্রমের অংশে হতে মনে হয় আমি 'সতটুকু' সমস্ত একতাকটি এহি কথাটা বলেছি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—সেহ বিবরণী হাউসের সম্মুখে উপস্থিত করবেন কিনা ? মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, উনি যে স্টেটমেন্ট দেবার করেছেন, এহি হাউসের সাতটি আছে সেহ স্টেটমেন্টের কপি দাবী করা। উনি বলুন যে পাবলিক ইনটারেস্টে এখানে উপস্থিত করবেন না। নতুবা উপস্থিত করতে হবে।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি রিটর্ন কে ন স্টেটমেন্ট দেই নাই, বিধান সভায় আমি স্টেটমেন্টের বাণী রাখছি।

শ্রীভিৎমোহন দাস শঙ্কর :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মন্ত্রী যে স্টেটমেন্ট দিয়েছিলেন এটা কি ত্রিপুরা সরকারের স্টেটমেন্ট না বাঙালি স্টেটমেন্ট ? যদি ত্রিপুরা সরকারের স্টেটমেন্ট হয়, তাহলে সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় পড়ে শোনাবেন কি ?

শ্রীমোহন নাথ :—মন্ত্রী সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী একজিকিউটিভ অর্ডার দ্বারা বাংলা ভাষা চালু করা হয়েছে। আইনগতভাবে বাংলা ভাষা চালু করিতে হইলে ১৯৬৫ সালের ত্রিপুরা সরকারী ভাষা আইন (ত্রিপুরা অফিশিয়েল ল্যাংগুয়েজ অ্যাক্ট, ১৯৬৫ সালের ৫নং আইন) প্রয়োগ করা প্রয়োজন। নানা অসুবিধার জন্য মন্ত্রীসভা একজিকিউটিভ অর্ডার দ্বারা বাংলা ভাষা চালু করিতে সক্ষম করিয়াছেন। আশা করা যায় যে প্রাথমিক বাধাসমূহ অপসারিত হইলে এবং সরকারের কার্যে বাংলা ভাষার ব্যৱহারে সকল বিভাগ অভ্যস্ত হইলে ত্রিপুরা সরকারী ভাষা আইন চালু করা হইবে।

শ্রীমুপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানানেন কি এত যে নির্দেশনা সেটা কোন তারিখের? একজিকিউটিভ অর্ডার যেটা বললেন সেটা কোন তারিখের? মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় সেটা পড়ে শোনাবেন কি?

শ্রীমোহন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মেমোরেণ্ডাম ভেন্ট্রাডাকশন অব (ইন্টাপলান)

মি: স্পীকার :—তিনি উত্তর দিচ্ছেন মনে হচ্ছে।

শ্রীমুপেন্দ্র চক্রবর্তী :—আচ্ছা স্যার, আমার প্রশ্ন মেমোরেণ্ডাম আর একজিকিউটিভ অর্ডার কি একই? স্যার, আমার প্রশ্নের জবাব তো আমি পাব না কি? স্যার, উনি কি বলতে চান যে মেমোরেণ্ডাম আর একজিকিউটিভ অর্ডার একই—স্যার, এর আগে উনি একটা একজিকিউটিভ অর্ডার পড়েছেন এখন একটা মেমোরেণ্ডাম পড়ছেন। আমি জানতে চাইছি মেমোরেণ্ডাম আর একজিকিউটিভ অর্ডার কি একই? দুটো এক কি না?

শ্রীমোহন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি মেমোরেণ্ডামটা পড়ে নিচ্ছি, তারপর (ইন্টারপলান)

শ্রীমুপেন্দ্র চক্রবর্তী :—স্যার, আমি আপনার তেলপ চাইছি—

মি: স্পীকার :—মাননীয় সদস্য প্রশ্ন করছেন মেমোরেণ্ডাম আর একজিকিউটিভ অর্ডার এক কি না?

শ্রীমোহন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে মেমোরেণ্ডাম আছে এটা পড়লে পরিষ্কার হয়ে যাবে বলে আমার মনে হয়।

শ্রীমুপেন্দ্র চক্রবর্তী :—স্যার, আপনি একটা উনাকে তেলপ করুন, উনি বুঝতে পারছেন না আমার প্রশ্নটা।

মি: স্পীকার :—আমার মনে হচ্ছে এত মেমোরেণ্ডামটার মধ্যেটা একজিকিউটিভ অর্ডার আছে।

শ্রীমুপেন্দ্র চক্রবর্তী :—তাকলে বলতে আপনি কি? উনি বলুন যে একই জিনিস। উনি সেটি বলছেন না কেন যে আমি যে একজিকিউটিভ অর্ডার পড়েছি আর এই মেমোরেণ্ডাম একই। এত কথা বলতে অসুবিধার কি আছে? স্যার, আমি আবার বলছি উনি একটা একজিকিউটিভ অর্ডার এখনে পড়েছেন এখন আবার বলছেন আমি একটা মেমোরেণ্ডাম পড়ছি। আমার প্রশ্ন

হচ্ছে একজিকিউটিভ অর্ডার যদি আলাদা হয় তার ডেটটা জানতে চাইছি। ঠ্যা. উনি যেমো-
রেগান পড়ুন কিছু একজিকিউটিভ অর্ডার যদি আলাদা হয় তাহলে আমি ডেট জানতে চাই।

শ্রীমদ্রঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি যেমোরেগানের একটুকুট কাউন্সে
বাংলায় পড়েছি, এখন যেমোরাক্ষাট পড়ছি।

MEMORANDUM

Sub :—Introduction of the Bengali language
for official work.

The question of introducing Bengali for official works in Tripura was being considered by the Government for quite a long period and the Cabinet has given a decision that this should be done with effect from the 21st January, 1974. It has been decided by the Cabinet that the Bengali language should be used as far as practicable in Official work for official correspondence, notings and orders with effect from the aforesaid date within the State of Tripura.

2. The introduction of the Bengali language for official use would necessitate some preliminary works such as purchasing of Bengali type-writers, training up the employees in such type-writers etc. All departments and offices are, therefore, requested to make the preliminary arrangements for purchasing Bengali type-writers and training up the employees in Bengali type-writings as well as stenography in Bengali so that official works within the State of Tripura may start on and from 21st January, 1974, as far as practicable in Bengali language.

3. As regards the Bengali synonyms of English words commonly used in official works, a Paribhasa Committee was set up by the Government and the Committee has submitted a report. The Bengali synonyms are being collected by the Law Department and they will be sent to all Departments in due course for facilitating the use of Bengali in official works.

Dated 1st January, 1974.

শ্রীমদ্রঞ্জন নাথ :—স্যার, একজিকিউটিভ অর্ডারের তারিখটা মাননীয় বিরোধী দলের
নেতা জানতে চেয়েছিলেন সেটি আমরা এখনও পেলায় না।

মি: স্পীকার :—আমার মনে হচ্ছে একজিকিউটিভ অর্ডারের সাবস্ট্যান্স এই যেমোরেগানেই
আছে।

শ্রীমদ্রঞ্জন নাথ :—স্যার, এটা কি আপনার কালিং হল? একটা আগে উনি পড়েছেন
তার তারিখটা জানাবেন না?

মি: স্পীকার :—আমার মনে হচ্ছে (ইনটারপান)

প্রেজ চতুঃমুখী :—তারিখ জানাতে আপত্তি কি? মাননীয় মন্ত্রী মশাই স্বীকার করবেন যে আমাদের লোককে কনফিউজড করার জন্য উনি বক্তৃতা করে বেড়াচ্ছেন। কারণ যেমো-রেণ্ডামে দেখা যাচ্ছে অনেক কিছু করার পর বাংলা ভাষা চালু হচ্ছে। আমাদের হেলেরা ট্রেণ্ড হবে আমাদের দেশের টাইপ রাইটার আসবে, আমাদের এখানে পরিভাষা হবে। কাজেই উনি যে বক্তৃতা মারছেন সেটি আমাদের দেশের জনসাধারণকে কনফিউজড করার জন্য। এটা স্বীকার করবেন কিনা গভর্নমেন্টের সিক্রাটের বাইরে মন্ত্রী মশাই বক্তৃতা করছেন জনসাধারণকে কনফিউজড করার জন্য এটা স্বীকার করবেন কি না?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি কখনও জনসাধারণকে কনফিউজড করার জন্য এই কথা বলি না। আমি আগেও বলেছি, এখনও বলছি, এজ ফার এজ প্রেক্টিকেবল আমি এই কথাটা (ইন্টারপ্যান)

শ্রীমধুসূদন দাস :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই আত্মসংগিক যে সব অসুবিধার কথা বললেন—টাইপ রাইটার, পরিভাষা ইত্যাদি ছাড়া অন্য কোন অসুবিধা আছে কি না?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে সমস্ত অসুবিধা আছে তার কথা প্রথমেই আমি বলেছি।

শ্রীভদ্র মৌহন দাসগুপ্ত :—স্যার, এই যে শব্দটা লেখা হল এজ ফার এজ প্রেক্টিকেবল এটাকে দিয়ে সরকার কতদূর পর্যন্ত বাংলা ভাষা চালু করেছেন সেটার কোন সিক্রাট সরকার নিয়েছেন কি? এই এজ ফার এজ প্রেক্টিকেবল কথাটা দ্বারা কোন সিক্রাট সরকারের কাছে আছে কি না এবং থাকলে সেটি কি এবং কতটুকু বাংলা ভাষা আমাদের দিলেন সেটি জানাবেন কি?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি যে মেনোরেণ্ডাম পড়েছি সেটাতে লিখা আছে করসপেন্ডেন্স, নোটিংস এণ্ড অর্ডারস।

শ্রীমধুসূদন দাস :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি যে সরকারী নির্দেশ ছিল কি না যে সব নন-বেঙ্গলী অফিসারকে ৬ মাসের মধ্যে বাংলা ভাষা শিখতে হবে, যদি না শেখেন তাহলে তাদের ত্রিপুরা ছেড়ে চলে যেতে হবে?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—ত্রিপুরা ছেড়ে যেতে হবে এমন কোন অর্ডার আছে কি না এটা আমার জানা নাই।

শ্রীমধুসূদন দাস :—তাহলে কিরূপ ছিল? স্যার, অর্ডার কি রকম ছিল?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—নন-বেঙ্গলী অফিসার যারা আছেন তাদের বাংলা শিখার জন্য ইন-ট্রাকশন দেওয়া হয়েছিল।

শ্রীমধুসূদন দাস :—কতজন শিখেছেন (ইন্টারপ্যান)

শ্রীকালীপদ বানার্জী :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই কজনকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে তোমাদের বাংলা ভাষা শিখতে হবে এবং তাদের মধ্যে কজন শিখেছে?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কজন বাংলা ভাষা শিখেছে সেই কথা এখন আমার কাছে নেই।

শ্রীমূপেন্দ্রচক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি তাদের সার্ভিস কন্ডিশনে এটা আছে কি না যে তাদের বাংলা ভাষা শিখতে হবে বাধ্যতামূলক ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তাদের সার্ভিস রুলসে আছে কি না সেটা আমি এখন বলতে পারছি না।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যে সর অফিসার পার্মিক সার্ভিস কমিশান মারফত রিক্রুমেণ্ট হয় তাদের রিজিওন্যাল ল্যান্ডস্কেজ জানতে হবে এমন কোন সরকারী নির্দেশ আছে কি না ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বাংলা ভাষা কম্পলসারী জানতে হবে সার্ভিস রুলে এই রকম কন্ডিশান আছে কি না আমার জানা নেই।

কালীপদ ব্যানার্জী :—আমি বলছি রিজিওন্যাল ল্যান্ডস্কেজ, রিজিওন্যাল ল্যান্ডস্কেজ (ইন্টারাপশান)

শ্রীমূপেন্দ্র চক্রবর্তী :—পাবলিক সার্ভিস কমিশনে নির্দেশ রাখতে হবে যে সেই স্টেটের ল্যান্ডস্কেজ জানতে হবে, নতুবা he is not bound to learn the state language.

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—এই রকম ছিল কি না ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—নাহি, আমি আগেই বলেছি।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—স্বাঃ, তাহলে কি দিয়ে উনি বাংলা ভাষা চালু করবেন ? যারা বড় অফিসার তারা বাংলা ভাষা জানেন না, মধ্যম বাংলা জানেন না (ইন্টারাপশান)

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য মহাশয় বাংলা জানেন ন ইংরেজী জানেন না এটা কথা ঠিক নয় (ইন্টারাপশান)

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—আমার বক্তব্য হচ্ছে কি দিয়ে বাংলা ভাষা চালু করবেন। রাজ্যের বড় বড় অফিসাররা বাংলা জানেন না, তাদের জানার জন্য কোন ব্যবস্থা নেই। এহ রাজ্যে বাংলা ভাষা চালু হবে এটা কি রকম কথা ? তাহলে (ইন্টারাপশান)

মিঃ স্পীকার :—উত্তর দিচ্ছেন (ইন্টারাপশান)

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—উনি কোন উত্তর দিচ্ছেন না (ইন্টারাপশান)

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছি যে সমস্ত নন-বেঙ্গলী অফিসার আছেন তাদের ইনস্ট্রাকশান দেওয়া হয়েছিল অবিলম্বে তাদের বাংলা ভাষা শিখতে হবে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল এহ নির্দেশের ফলশ্রুতি কি ? তার ফল কি হল ? (ইন্টারাপশান)

শ্রীমূপেন্দ্র চক্রবর্তী :—বে-আইনী নির্দেশ তারা কেন মানবে ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বে-আইনী কোন নির্দেশের কথা বলি না। তাদের সার্ভিস রুলে এমন কোন কন্ডিশান নেই।

শ্রীষতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়...

মিঃ স্পীকার :— :—মাননীয় সদস্য কালীবাণুর সার্ভিসেটারী শেষ হয়নি।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—তাইলে মাননীয় মন্ত্রী মশাই যে বলেছেন—যেহেতু গ্যামে এঁরাও বাংলাভাষা চলু করার জন্তু শ্রিলিখিতারা এরকমের কবর জম্বা বলা হয়েছে—এর কোন অর্থ হল ? এতে এই বাঙা বাংলা ভাষা এল ? (উদ্গারাপশান)

শ্রী : স্পীকার :—প্রশ্নের উত্তর উনি দিয়েছেন (উদ্গারাপশান)

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—উত্তর তো উনি দিচ্ছেন না (উদ্গারাপশান)

Mr. Speaker :—Hon'ble Members' question hour is over...Ministers may lay on the table of the House the replies to the Unstarred Questions and also to the Starred Questions which were not answered orally.

RULING OF THE SPEAKER

Mr. Speaker :—Yesterday during supplementaries to Starred Question No. 107, Hon'ble member Shri Nripendra Chakraborty requested the Chief Minister to place on the Table of the House the letter of the West Bengal Government Chief Secretary, gist of which was stated by the Chief Minister in his reply. The Hon'ble Member Shri Nripendra Chakraborty insisted that the letter of the Chief Secretary, which was referred to by the Chief Minister during the reply to supplementaries should be placed on the Table of the House which the Chief Minister declined on the ground that it would be inconsistent with public interest. There after Shri Chakraborty requested me to call for the file and see if the matter was secret and satisfy myself.

Here I would like to point out to the Member that the procedure regarding laying of paper clearly states that if the Minister claims privilege of refusal to lay such state papers on the Table on the ground that it would be inconsistent with public interest but gives a summary in his own word or a gist, it would be sufficient. However, Chief Minister every kindly made the file available to me and I find that the summary and the gist given by the Chief Minister is substantially correct. From the records on the file I find that the party to whom the property belonged demanded a price of Rs. 24.65 lakhs. Valuation assessed by the Government of West Bengal for the land, building and additional compensation came to Rs. 20, 56, 493/- which is exclusive of the valuation of electrical appliances, fixtures etc. The value of these electrical appliances etc. was assessed by Chartered Surveyor and valuer, M/S Talbot Company, to be Rs 65,550/- inclusive of the 15% additional compensation as per rule. The total Value of the building with appliance and fixtures etc. therefore comes to Rs. 21,22,000/- approximately. Government on negotiation paid Rs. 21.25 lakhs as stated by the Chief Minister during the reply against the demand of Rs. 24. 65 lakhs by the owners.

Here I would like to mention that this case may not be cited as precedent for future on which the Members can demand that the Chair should

examine Government documents where the Minister concerned claims privilege of refusal as per procedure by giving a summary or a gist of the state papers. Further, regarding laying of papers on the Table of the House I would draw the Hon'ble Members' attention to my Ruling dated 5. 4. 73.

CALLING ATTENTION NOTICE.

Mr. Speaker :—I have received Calling Attention Notice from Hon'ble Member Shri Madhusudan Das on the subject—

‘বিগত ২২শে মার্চ কলকাতা টিলাব গান্ধী স্কুলের নিকট ফায়ার সার্ভিস কর্মীদের উপর হাযলা সম্পর্কে।’

I have given consent to the Motion of Shri Madhusudan Das today. I would request the Hon'ble Minister-in-charge of the Department to make a statement today. If the Hon'ble Minister is not in a position to make a statement today, he will kindly give me a date when the Calling Attention Notice will be shown on the order paper for a statement.

শ্রীশৈলেশ চক্রসোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি ২২শে মার্চ টেটমেন্ট করব।

শ্রীমধুসূদন দাস :—অনেক দেরী হয়ে যায় তার।

Mr. Speaker :—I would request the Hon'ble Minister to make a statement tomorrow.

শ্রীমদ্রাজ চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার, তার. আমি হাউসের দুটি একটা বিষয়ের উপর অ্যাকশন করতে চাই। সতরহল্লীতে চাল কলের জন্য রাজলক্ষী চা কোং লিমিটেড এর একটা জমি এই সরকার ক্রয় করতেন বলে আমরা খবরে পড়েছি, দুই একদিনের মধ্যে তার পেমেন্ট শুরু হবে এবং এটা লাগ লাগ টাকার ব্যাপার। রাজলক্ষী চা কোং লিমিটেড এর যে জমি, তার যে মালিক সে চা বাগান করার জন্য লাগু রিকর্ম এ্যাক্টে একজাম্পান পেয়েছে। লাগু রিকর্ম এ্যাক্টে আছে যে চা বাগান করার জন্য জমি নিয়ে, কেউ যদি সেই চা বাগান না করে সেই জমি গভর্নমেন্টে ভেঙ্গে দেবে। কাজেই আমি মনে করি এটা জমি সরকার টাকা দিয়ে কেনার কোন কারণ নেই। দ্বিতীয়তঃ হচ্ছে এটা রাজলক্ষী চা কোং একটা লিমিটেড কোম্পানী এবং তার ডাইরেক্টর বেশ কয়েকজন লোক। আমি যত্নবূ জানতে পেরেছি, অন্যান্য সমস্ত ডিরেক্টরকে ফাকি দিয়ে শ্রী অমরেন্দ্র মুখার্জী বলে এক ভদ্রলোক, উনি বনমালীপুরের বাসিন্দা, তিনি এটা জমি নিজের কুক্ষিগত করে, গভর্নমেন্টের কাছে বিক্রী করে বেশ কয়েক লক্ষ টাকা গভর্নমেন্ট থেকে নেবার ব্যবস্থা করেছেন। আমি চাইব মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর অঙ্গপন্থিত্তিতে তিনি মিনিষ্টার-ইন-চার্জ, তিনি এই সম্পর্কে একটা বিবৃতি হাউসের সামনে দিন।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী হাউসে অ্যাকশন লিখিত।

শ্রীমদ্রাজ চক্রবর্তী :—ওঁরা বলতে পারেন, মিনিষ্টার-ইন-চার্জ বলতে পারেন সে পরে দেবেন।

শ্রীশৈলেশ চক্ৰ সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিরতি দেওয়া হবে কিনা আমরা বলতে পারছি না। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যদি মনে করেন বিরতি দেওয়া হবে, তাহলে কবে দেবেন সেটা জানিয়ে দেবেন।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—শ্রী, পরিস্কারভাবে আমি জানতে চাইছি যে মন্ত্রীসভার যদি সিদ্ধান্ত থাকে, তাহলে মন্ত্রীসভার অন্যান্য মন্ত্রীরাও বলতে পারেন যে বিরতি দেওয়া হবে, মুখ্যমন্ত্রী আসলে পরে বিরতি দেবেন। অথবা পাবলিক ইন্টারেস্টে দেওয়া হবে কি হবেনা সেটাও বলতে পারেন। এভাবে প্রশ্ন আনা হলে অত্যন্ত বিরক্তিকর।

শ্রীশৈলেশ চক্ৰ সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিষয়টা আমরা মুখ্যমন্ত্রীর গোচরে দেবো এবং এত সম্পর্কে তিনি সভাপতি জানাবেন।

মি: স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, এই কথা আমি আপনাদেরকে বলছি যে মুখ্যমন্ত্রী আজ ঠাউরে উপস্থিত নেই আপনারা যে বিষয়টা উত্থাপন করলেন এটি বিষয়টা আমি উনার সঙ্গে আলাপ করে দেখবো যদি তিনি ষ্টাটমেন্ট দিতে রাজী হন তাহলে দেবেন।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—ঠিক আছে তাহলে কালকে আপনি ঠাউসকে জানাবেন। পরে তার সঙ্গে আলাপ করে জানাবেন।

মি: স্পীকার :—আমি আলাপ করে জানাবো।

Mr. Speaker :—Next business of the House is the general discussion on the budget estimate for the year 1974-75. Hon'ble members who are going to start general discussion on the budget estimate for the year 1974-75 on the recommendations of the Business Advisory Committee total 15 Hrs. has been allotted for such discussion of which according to the sight of the House opposition members are entitled to play 6 hrs, for the Ruling Party's members 9 hrs. But I have decided to give 7 hrs. to the opposition and 8 hrs. to the Ruling Party. To-day at our disposal there are 2-30 minutes of which I like to allot 1.25 minutes to the opposition and 1.05 minutes to the Ruling Party.

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার শ্রী, আমাদের ১৮ জন মেম্বর, আমার অগেণ করতে ভোঁ আমার সময় লাগবে।

মি: স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, আমার বক্তব্যটা শেষ হয় নি। আমি আমার আরও বক্তব্য রাখছি যে— I would request the Whips of both the parties to present the names of the members willing to take participation in the discussion allotting the time at their disposal against each. In this connection, I would like to mention that any member if found to be absent on call for he may not get chance frequently or on subsequently if time cannot be found out. Therefore, I request all the members to be remained present in the House while budget discussion going on. Now I would request the Hon'ble Leader of the opposition to open the discussion on the budget estimate for the year 1974-75.

ক্রীতভিত্ত মোহন দাসগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার ভাৱ, এই যে বাজেটটা ডিস্কাশন হচ্ছে তাতে তো ফাইনেল মিনিষ্টাৰ থাকিব কথা।

শ্রীৰূপেন্দ্ৰ চক্ৰবৰ্তী :—আই অ্যাম নট ইনসিসটিং আপন ইট! ওয়া একজনও না থাকলে চলে, তথা, এইটা হচ্ছে পাৰ্লামেন্টাৰী প্রেক্টিসেস বড় কথা যে লীডাৰ অব দি হাউস মাষ্ট বি প্রেজেন্ট। আৰ সেখানে দেখা যাচ্ছে যে লীডাৰ অব দি হাউস নেই, যিনি মিনিষ্টাৰ ইন-চাৰ্জ তিনিও নেই। ছোটজ মিনিষ্টাৰ-ইন-চাৰ্জ?

মি: স্পীকার :— অমাবোৰাল লীডাৰ অব দি অপোজিশন, আই এগ্রি উইথ ইউ, হি সোড বি প্রেজেন্ট ইন দি হাউস।

শ্রীৰূপেন্দ্ৰ চক্ৰবৰ্তী :—কাজেই সেইজন্য বলছি যে এই হাউসের একটা পাৰ্লামেন্টাৰী পদ্ধতি ওয়া আগাগোড়া মানছেন না তা আমি দেখছি বিলের ব্যাপারে হোক আৰ যে কোন ব্যাপারে হোক, পাৰ্লামেন্টাৰী প্রেক্টিসেস ওয়া একেবারে মানছেন না, গণতন্ত্ৰের কবৰ এখানে বচনা হচ্ছে।

মাননীয় স্পীকার ভাৱ, এখানে ১৯৭৪-৭৫ সালের একটা বাজেট উপস্থিতি করা হয়েছে এবং সেইটা উপস্থিতি করেছেন অর্থমন্ত্রী একটা ভাষণের মধ্যে দিয়ে। এই বাজেট কি যে এবং এই বাজেট বাইরের লোকের কাছে নয়, এমন কি মন্ত্রীদেৱ কাছে কতখানি উৎসাহ, কতখানি আশা, কতটা ভবিষ্যতের চোঁকচোঁক ভুলে ধরেছে সে আমি ওদের কনক্লেসনে যা বলেছেন পেজ ১৫, পেজ ২৯ ওয়া বলেছেন এইটা আইরন, এত কাজ কয়লায় আৰও অনেক কাজ বাকী আছে, যা অচিস্তনীয় এবং মনে হচ্ছে যে বাজেটের লক্ষ্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সেকশন-৯ যা বলেছেন আমি দেখছি যে প্লেনিং কমিশনের স্তৰভাৱে ওদের মাথা ঘুরছে বলি হচ্ছে। একজনের মাথা ঠিক থাকলে এই বকম আবুলতাবুল কথা লিখতে পারে না। একটা প্যাৰাগ্ৰাফে তা নেই। রিডাকশন ইন কোয়ালিটি রিমোভিং প্রোপার্টি টি, ডেভেলাপিং বেকওয়ার্ড ক্লাসেস, ইকোনমিক সেল্ফ হিলিয়েল, ডাইভারসিটি সট ইকনমিকেল আকটিভিটিস, মেকসিমাইজিং এমিনিউজ, এইখানে কোন কথা আৰ বাদ নেই, সমস্ত কিছু তাৰ সংগে বাস্তব জীবনের কোন সম্পর্ক নেই। ত্রিপুরার স্বৰ্ণনাতিতে সংগে কোন সম্পর্ক নেই আজকের দিনের জনজীবনের সংগে কোন সম্পর্ক নেই। আকাশকুসুম এইখানে তলিয়ে ধরা হচ্ছে যে আমরা এই যে ১৯৭৪-৭৫ সালের বাজেট আমরা সবকিছু করতে যাচ্ছি। এইটা হচ্ছে সেই পাগলা মেতের আলীৰ মতন ফলীলকি, নিজের কাছে নিজে বলছেন মানুষের কাছে বলার জন্ত এই বাজেট না, নিজেকে বুক দেওয়ার জন্ত পাগল যেমন রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে ঘুরে কাকে বলে বুঝতে পারা যায় না কিন্তু নিজের কাছে বলছে কেন আজকে সমস্ত সরকারী এই যে অঙ্ক গলিতে এসে ঢুকে যাচ্ছে, ২৫২৬ বছর পর? এর কারণ হচ্ছে যে তারা কোন পথে যাচ্ছে এর মৌলিক কারণগুলি কি? আজকের সংকটে যে সংকট আমাদের ত্রিপুরার মানুষের একাৰ সৃষ্টি নয়, কারণ ত্রিপুরা তো ভারতবর্ষ থেকে আলাদা নয়। ভারতবর্ষে একটা সবচেয়ে পশ্চাদপদ, সবচেয়ে অনগ্রসর একটা এলাকা। কাজেই সংকট যদি সমস্ত ভারতবর্ষে হয় তাহলে ত্রিপুরায়ও সেইটা হবে। কাজেই সেই সংকটের কারণ খোঁজতে গিয়ে কখন তারা বলছেন চীনের সংগে যুদ্ধ, পাকিস্তানের সংগে যুদ্ধ, কখন বলছেন

বাংলা দেশের জন্ম এত কর্তে হয়েছে, কখন বলছেন থাৰা আর আজকে বলছেন ট্রাইক লক-আউট, পেক্ট্রল, যা সামনে আসছে তাকে দায়ী করছেন। পৃথিবীতে এমন দেশ নেই এত রকম সমস্তার সম্মুখীন হয় না। প্রত্যেক দেশেরই সমস্যা থাকে। ভিত্তিভূমিতে দেখছি যুদ্ধের সময়, সম্ভূত: ১৩১৪ বছর আমেরিকার সংগে তাদের লড়াইতে হয়েছে, তার আগে জাপানের সঙ্গে লড়াইতে হয়েছে, তারও আগে ফরাসীদের সংগে লড়াইতে হয়েছিল। আমাদের দেশের সমস্তার ভুলনায় তাদের দেশের সমস্যা অনেক বেশী। কারণ আমরা তো ইংরেজ আমলে কিছু ইণ্ডাস্ট্রি পেরেছি, ইংরেজ আমল থেকে আমাদের এখানে কিছু বাস্তবচিহ্ন পেয়েছি, ইংরেজ আমল থেকে আমরা কিছু লেখা পড়া শিখেছি। কিন্তু ভিত্তিভূমিতে 'ভাঙ' নেই। সেখানে ১০০ মধ্যে ১০০ লোক লেখাপড়া শিখেছে। যুদ্ধের মধ্যে দাঁড়িয়েও তাদের এই সব করতে হয়েছে। কিন্তু তারা পারে, আর আমরা পারি না। তারা খরাকে দায়ী করে না, তারা যুদ্ধকে দায়ী করে না, তারা তত্ত্বিক বা প্রাকৃতিক দুর্ঘটনাকে দায়ী করে না। কারণ তাদের লক্ষ্য সম্পর্কে ত্রুটি ধারণা রয়েছে। এবং এটি কথা ঠিক নয় যে সমাজবাদ পৃথিবীতে চলতে এবং তারতবর্ষের মধ্যে চলছে, কাজেই ত্রিপুরাতেও চলছে। মাতৃশব্দে 'নিষ্কর' করে দিয়ে যদি এই কথা বল' হয়- তাহলে মাতৃশব্দে সমস্তার বিরুদ্ধে লড়াইতে পারবে না, বরং তাকে সমস্তার বিরুদ্ধে লড়াই করার সংকল্প থেকে বিচ্যুত করা হয়। তাকে সমস্তার শিকার করা হয়, তাকে ভিকটিম করা হয় এবং সেটা একটা দেশের পক্ষে অত্যন্ত মারাত্মক। এটি কথা ঠিক যে সমাজ-তাত্ত্বিক দুনিয়ার দিকে তাকালে দেখা যায় যে সেখানে যখন যুদ্ধ হয় তখনও এত রকম সংকট দেখা যায় না। এবং যখন মার্কি সমগ্র পৃথিবীতে অর্থ সংকট বাড়তে তখনও সেখানে উৎপাদন বাড়ছে, তখনও সেখানে বেকার সমস্যা নাটক বা জিনিষপত্রের দাম বাড়ছে না। কাজেই এটা ঠিক নয় সমস্তা বিন্ধ্য ব্যাপী সমস্তার একটা অংশ হচ্ছে আমাদের ভারতবর্ষ-এর সমস্যা। এবং সেটা ত্রিপুরার পক্ষেও একটা সংকট। এটি সংকটের মূল কারণ হচ্ছে ধনতাত্ত্বিক পথ। এটি ধনতাত্ত্বিক পথে আমরা যদি দেখি যে আমাদের সরকারের নীতিগুলি, সেটা জমিতে হটক আর সেটা কলকারখানাতে হটক বা জিম্মি পত্রের দর ইত্যাদির ক্ষেত্রে হটক তার সমস্ত পথই হচ্ছে গণতান্ত্রিক পথ যে পথ সৃষ্টিময় লোককে সাহায্য করে, শোষণ করে, লুণ্ঠন করে দেশের সংখ্যা গরিষ্ঠ জনসাধারণের উপর এবং তাদের উপর শোষণের রাজস্ব কাসেম করে। আজকে জমির ক্ষেত্রে দেখছি শতকরা ৮০ জন লোক জমির উপর বা কৃষির আয়ের উপর নির্ভরশীল। আমাদের অর্থমন্ত্রী বলেছেন আমরা কৃষকের উন্নতির জন্য অনেক কিছু করেছি। কি করেছেন? না হ্যাঁ ইন্ডিং ডায়ালিটিক ইত্যাদি আমরা করেছি। তাই ইন্ডিং ডায়ালিটিক করেছেন, ভাল কথা, সীড্‌স দিয়েছেন, ইম্পুট দিয়েছেন, বুঝ ভাল কথা। আমি যদি বলি পাঞ্জাবে শুধু সীড্‌স আর ইম্পুট নয়, সেখানে লক্ষ লক্ষ ট্রাক্টর এসেছে। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে চাষ ভারতবর্ষের মধ্যে যদি কোথাও হয়ে থাকে, তাহলে সেটা হয়েছে পাঞ্জাবে। সেটি পাঞ্জাবের গম তো দিল্লীতে ২ টাকা কে, জিতে পাওয়া যায় না, তার জন্মও বন্ধ পালন করতে হয়। আজকে আমার প্রশ্ন হচ্ছে গমের উৎপাদন বাড়ছে কিনা? পাঞ্জাবে অকুরন্ত গম হচ্ছে, সেটি গম দিল্লীতে আসে না কেন? সেটি গম দিল্লীর মাতৃশব্দে ২ টাকা কে, জিতে খেতে হয় কেন? ধনতাত্ত্বিক পদ্ধতিতে আগনার এলাকাও বেথেই ফসল উৎপাদন করতে পারেন এবং

সেই উৎপাদিত ফসল আমাদের গরীব মানুষ অল্প দামে পাবে কিনা, অথবা সেই ফসল গোলামে পড়ে পঁচবে। আমেরিকাতে দেখা গিয়েছে, গম যে বছর বিক্রি হয় না, তারা সেগুলি সমুদ্রে ফেলে দেয়, তাতে কিছু যায় আসে না। কারণ গমের দর যদি বাড়াতে হয়, তাহলে, সমুদ্রে ফেলেতে হবে এবং সমুদ্রে ফেলেও গমের দর বাড়াতে হবে। গম মানুষের পেল কি পেল না, সেই প্রশ্ন নয়, আমার দেশের গম অল্প দেশে পাঠিয়ে যদি মুনাফা করতে পারি, সেই মুনাফা আমি কবব। কারণ মানুষের জন্ত সেই গম তৈরী করছি না, মুনাফার জন্ত করছি— প্রডাক্সন অফ প্রফিট যাকে বলে। উৎপাদন মুনাফার জন্ত, মানুষের জন্ত নয়। যে পরিকল্পনার লক্ষ্য মুনাফার জন্ত উৎপাদন, সেই উৎপাদন মানুষের কোন সমস্তার সমাধান করে না। মাননীয় স্পীকার স্ত্রী, আমরা দেখলাম সেজন্ত তাঁর বক্তৃতার মধ্যে ল্যাণ্ড রিফর্মেশনর একটি কথাও নেই, একটি শব্দও নেই। কারণ এটা তো আমাদের অর্থ মন্ত্রীর কাছে কোন সমস্তাই নয়। কৃষকেরা ভূমি পাবে কিনা, ভূমিহীনরা জমি পাবে কিনা এবং কি করে পাবে বা জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ হবে কিনা অথবা কতটুকু উচ্ছৃত্ত জমি আমি কৃষককে দিতে পারব জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ করে, সেট চিন্তা নাই। জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের জন্ত আইন করা হয়েছে, গ্র্যামেগুমেন্ট করা হয়েছে, তিনি জানতেন না, এমন নয়, করতে জানতেন। কিন্তু তিনি এই কথাও জানেন যে এগুলি হচ্ছে মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্ত, ভূমিহীনদের বিভ্রান্ত করার জন্ত। আসলে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ হবে না। কারণ আমি এমন ভাবে আইন তৈরী করেছি যাতে একজনকার বেশী জমি ওয়ালা মালিক তার জমি ঠিকভাবে রাখতে পারে। কাজেই সেই প্রশ্ন আমার অর্থ মন্ত্রীর চোখের সামনে নাই যে উচ্ছৃত্ত জমির কি হবে? সেগুলি বিল বটনের জন্ত আমরা কি টাকা লাগাতে পারি, কি ভাবে সেটাকে আমি করতে পারি, সেই জিনিষ তাঁর বক্তৃতার মধ্যে আশা করা দেখা। কারণ ওরা হচ্ছে জমিদার, জোতদার আর মহাজনের সর্বস্ব। মাননীয় স্পীকার স্ত্রী, জমি যদি সব কৃষকের হাতে থাকে, তাহলে এটা কি জমির সমস্তার সমাধান না এটা জিপ্লুরাতে খাণ্ড সমস্তার সমাধান। প্রত্যেকটি কৃষকের হাতে যদি ১০/১২ একর করে জমি থেকে ফসল উৎপাদন করবার জন্ত, তাহলে সে যে উৎপাদন করছে, সেটা কার জন্ত? উৎপাদন করছে নিজের জন্ত? তাহলে তো দেখছি যে সেই খাণ্ড অল্প লোকের হাতে আসছে না, সমস্ত লোকের হাতেই আসছে, সেই খাণ্ড চোরা বাজারীদের জন্ত নয়, সেই খাণ্ড মানুষের নিজেদের খাওয়ার জন্ত। এই যে একটা রূপান্তর, যদি আমি এটার ব্যবস্থা করতে পারতাম যে ত্রিপুরাতে যে রায়ত আছে তারা নিজেরা চাষ করতে পারবে, নিজেদের গোরাঁকীর ব্যবস্থা যদি নিজেরাই করতে পারে এবং এমন জমি যদি তাদের হাতে থাকে তাহলে চোরা বাজারী বন্ধ করার জন্ত বড়ারে বাঁশ রাখবার প্রয়োজন হয় না। কারণ খাণ্ড তো তখন ঘরে ঘরে ছড়িয়ে থাকবে, এক জায়গাতে মজুত হবে না। কারণ জমি এক জায়গাতে মজুত হলে খাণ্ডও এক জায়গাতে মজুত হবে, এটা তো সাধারণ কথা। এটা গ্রামের কৃষক যে অ, খা, ক, খ জানে না বা সে অর্থ নীতির পণ্ডিত না, সেও বোঝে যে জমি যার হাতে থাকবে খাণ্ডও তার হাতে যায়। জমি যদি একজনের হাতে না যায়, খাণ্ডও একজনের হাতে যাবে না, খাণ্ড ব্লক করার সমস্তা থাকবে না, বাঁশের সমস্তা থাকবে না এক্টিউয়মেণ্টের

জন্ম বিভিন্ন জায়গাতে খুঁটি উত্তার দরকার হবে না। কিন্তু তা কি আজ হচ্ছে? কাজেই খাজ সমস্তর সমাধান করা হচ্ছে আমলা/কর্মচারী দিয়ে, আইন দিয়ে এবং কি করা হচ্ছে? না আমি বাজার থেকে খাজ কিনব যখন ফসল উঠে। আমি নিজে সমগ্র ত্রিপুরার বিভিন্ন জায়গা ২/৩ মাস ঘুরে দেখেছি, যখন বাজারে খাজ উঠে তখন কিনবার লোক থাকে না, সবারই ১/২ কাণি জমি, সেও নিজের খোঁরাকীটা খায়। যখন কিনবার লোক নাই, তখন একটা বাঁশ ফেলেছেন। আর যখন বাইরের লোক কিনলো ঐ ২/৪ কাণির জমির কৃষক দুইটা পয়সা পেত ঠিক সময়তে বাঁশ। কেন? না গভর্ণমেন্ট সস্তায় কিনবে বলে। কৃষক যাতে নাযামলা না পায়, কারণ ২/৪ কাণির জমির মালিক সেও ফসল আনবে বাজারে তার সেই ফসল কিনবার মতোও যদি না দেখে সরকার যে আগে যদি কিনত পারত তাহলে সস্তায় কিনতে পারত কিন্তু তা না করে তারা দালালদের দিয়ে আর কম দরে কেনার ব্যবস্থা করল অর্থাৎ কৃষকদের আরও বেশী করে কীচ দেওয়ার জন্য সেখানে কর্ডনের ব্যবস্থা করা চল। আর আমরা যখন বলেছিলাম যে যাতে দেশী জমি আছে, তাদের কাছ থেকে নাও। তখন ওরা বলেন, ক্ষমতায় প্রধানদের বলেছি, ওরা কোটা করে দেবেন। অর্থাৎ যাদের ৪/৫ হাজার মণ ধান পায়, তাদের থেকে ৫/১০ মণ করে কোটা করে দেবে আর বাকীটা আমি বলেছি গ্রামাঞ্চলে গভর্ণমেন্ট থেকে ঠান্ডার করে দিয়ে গেল যে এগুলি তোমাদের কাছে মজুত থাকল ব্রেক করার জন্য, দুই দিন পরে বাজারে চাউলের দাম যখন বাড়বে, আমরা যখন বাঁশ খুলে দেব, তখন তোমরা এ দিয়ে অল্প ব্যবসা করতে পারবে। আমার কথা অল্প কয়েক দিনের মধ্যে সত্য হয়েছে যে মুজর্জে ঐ গরীব মানুষের সামস্ত চাল বিক্রী হয়েছে অথবা সরকার জোর দ্বারা সস্তা করে সমস্ত গ্রাম থেকে এমন কি জুমিয়াদের ঘর থেকে ধান চাল নিয়ে নিল তখন সরকার বলল যে এই বার বাঁশ উঠে গাক। আর যারা চোরা কারবারী আছে আনন্দ যারা মজুতদার আছে ওরা তাদের অব্যবহার করতে দিচ্ছি। কারণ গরীবের হাতে ধান নাই ওরা ওরা যাতে ঠিকমত দামটা পায়। আমি কোন জায়গায় দেখি নাই কোন অর্থনীতিবিদকে বলতে দেখি নাই যে—কর্ডন যেখানে দেশী ধান হয়েছে সেটাকে কাট আপ করার জন্য মশাই বললেন আমরা কর্ডন করছি কি জন্য—না বেশী ধান হয়েছে সেগুলিকে কর্ডন করতে হবে। আমরা দেখেছি অশোক মিত্র কমিটি বলেছেন যারা উত্পাদন করে না তাদের কর্ডন আপ কর, সরকার উত্পাদন করে না বড় বড় বন্দরগুলি উত্পাদন করে না চা বাগানগুলি উত্পাদন করে না তাদের কর্ডন আপ কর। এখানে যদি চাল ধান আসতে না পারে তাহলে গ্রামের লোকেরা ধান চাল পাবে। তাহলে সস্তায় ধান চাল পাবে গ্রামের ঘরে এখন ধান চাল আছে বাধ্য হবে তারা সস্তায় ধান চাল বিক্রী করতে। ঐ খোঁয়াই ঐ ধম্মনগর ঐ কমলপুরে ঐ সমস্ত জায়গায় ২ টাকা আড়াই টাকা করে চাউলের কে, জি, দামের কথা নয়। চালতো সেখানে আছে কিন্তু গভর্ণমেন্ট তাদের কাজ কর্ডন রাখল না। বললেন যে কর্ডন চুলে কেল। উরা গ্রামের লোককে না খাইয়ে মারবে—চা বাগানগুলির জন্য নিয়ে আসতে পারবে বন্দরের দ্বারা নিয়ে আসতে পারবে মহরের চোরা কারবারীদের জন্য নিয়ে আসতে পারবে। এবং উরা যে ধান চাল নিয়ে আসছেন—উরা নিজেরা বলছেন যে ১৫ লক্ষ

লোকের জন্য নাকি রেশন কার্ড আছে। উরা তিসল দিয়েছেন এখানে আমাদের লোক সংখ্যা হচ্ছে ১৬ লক্ষ। আর ১৫ লক্ষ লোকের জন্য রেশন কার্ড আছে। কিন্তু আজকে গভর্নমেন্ট নিজে দাম বাড়িয়েছে ১০০ পয়সা। সেই দামে কি রেশন দিতে পারবে? বলতে পারবে গভর্নমেন্ট যে টাকা রেশন হয়েছে আমরা সেখানে রেশন পাঠাব তোমাদের, অসম্ভব কোথায় পাবে পেট্রল, কোথায় পাবে ডিজেল কোথায় পাবে গাড়ী যেখান থেকে এনেছে ঐ ছাঁদ, ছেলেরা সেখানে আবার সেট পান পাঠিয়ে দেবে? আমরা আগেই বলেছিলাম যে ধান ভোগার সংগ্রহ করত, এলাকায় রাখ। পক্ষায়েত মারফত রাখ। তোমাদের টানতে হবে না তোমাদের ডিজেল লাগবে না পেট্রল লাগবে না গাড়ী লাগবে না ক্যারিং কন্ট্রিকটার—উরা যে লক্ষ লক্ষ টাকা নিচ্ছে সেটি লাগবে না। কারণ সেটা তো উদের পলিসি নয়। উদের দিয়ে ঘাটে ঘাটে দালাল রাখতে হবে উদের খুঁটি রাখতে হবে। সেই কন্ট্রোলিকে টাকা দিতে হবে, ক্যারিং কন্ট্রিকটার বলুন এডেনটি বলুন এবং তা করতে গিয়ে সমগ্র গ্রামের গরীব অংশের মানুষকে নিঃশব্দ করে তাদের পান চাল এনে দাম বাড়িয়েছে। তার কোন প্রতিশ্রুতি আছে আজ পর্যন্ত যে তারা রেশন পাবে কোন প্রতিশ্রুতি নেই। আজকে খাণ্ড নীতির চরম বার্থতায় ডিভিফের কিনারায় আমরা গ্রামাঞ্চলের লোকদের নিয়ে এসেছে। আমরা জানি গভর্নমেন্ট চাইলেও সেটি হবে না। গ্রামাঞ্চলের লোক এরা নিজেরা না খেয়ে সেখানকার এক দানী ধান চাল বাইরে নিতে দেবে না। যদি জোর করে রাখতে হয় তাহলে তাহঁত করবে। এবং সেট গ্রামে যারা ১০০ পয়সায় গভর্নমেন্টের কাছে বিক্রী করেন এবং আজকে যারা চোরাকারবারে বিক্রী করতে চায় তাদের সেখানে বাধ্য করা হবে এক টাকা বিশে বিক্রী করতে। যারা মজুত-দার যারা জোতদার যারা ধানের গোলা নিয়ে বদে আছে তারা ভেনে রাখুন আগার গ্রাম থেকে এক দানী ধান চাল আসবে না এবং গ্রামের লোক এক টাকা বিশ পয়সায় সেখানে তাদের বাধ্য করা হবে যে দামে সরকার নিয়েছে কৃষকের পান সেট দামে বিক্রী করতে বাধ্য করবে। অবশ্য সহরের লোক নিশ্চয়ই চাঁৎকার করবে। কারণ বাশটা উঠে গেলেই সহরে কম দামে পাবে না। আমার সন্তোষ আছে তাদের জন্য। কিন্তু তাদের আমি অজুবোধ করব যে সহর এবং গ্রামের মধ্যে যে বিরোধ লাগাবার সরকার চেষ্টা করেছে সেই বিরোধে আপস করা যাবেন না গ্রামকে মেরে সহর বাচতে পারে না। কাজেই সহরের মানুষকে বলতে হবে আমাদের পুরো রেশন দিতে হবে। যদি তোমার গোদামে খাদ্য না থাকে তাহলে তোমরা কেন্দ্রের কাছে চাও—সরকার খাওয়াতে বাধ্য। আমাদের রেশন চালু করার জন্য দরকার হলে কেন্দ্রের কাছে থেকে খাদ্য আনতে হবে। এবং সরকার নিজেও জানেন না তার খাদ্য উদ্ধৃত না তার খাদ্যে ঘাটতি। আমি বাইরে চলেছি কয়েক জবাব পাঠিনি। এখানে তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে আমাদের মা দরকার তার চেয়ে বেশী আমরা উত্পাদন করেছি। আবার কাগজে দেখছি দুখময় বাব ২২ হাজার টন চাল এবং গম দিল্লীর কাছে চয়েছেন। অথচ পত্রিকায় দিয়েছেন পশ্চিম বাংলা—আমরা তোমাদের আরও খাদ্য দিতে পারি আমাদের এত উদ্ধৃত আছে। আমাদের দিল্লীতে যেতে হবে না। শুধু চালের জন্য নয়, এমন কি সর্ষের তেলের জন্যও আমাদের বাইরে যেতে হবে না এত সর্ষের তেল, এত চাল আমার এখানে

এয়েহে তারপর আবার কেন্দ্রের কাছে যাওয়া কেন। তবু গভর্ণমেন্ট জানে না যে তার খাতি পৰিস্থিতি কি তার প্রয়োজন কি তার কতটুকু বাটতি কি আমাকে বাইরে থেকে আনতে হবে। এবং আমি অর্থ মন্ত্রীর বক্তৃতার মধ্যেও সেই জিনিষ দেখলাম না যে আমার খাতি পরিস্থিতি সত্যি সত্যি কোথায় আছে। মাননীয় স্পীকার সার, খাতি সমস্তার সংগে জমির সমস্তাও জড়িত। জমি যদি আমি দিতে পারি তার পরবর্তী সমস্তা জলের সমস্তা। এটা দুই চার লক্ষ বা কোটি টাকার বাপার নয়। ক'টা সিজকাল বাঁধ দিলাম ক'টা কন্ট্রাক্টরকে টাকা দিলাম। বছরের পর বছর ১০ লাখ ১৫ লাখ ২০ লাখ দিচ্ছি। ক'টা চিপ টিওব ওয়েল বিং ওয়েল বসিয়ে দিলাম সমস্তা তা নয়। আমি আগেই বলেছি যদি কৃষি আমাদের মূল সমস্তা হয়ে থাকে তবে জলের সমস্তা হচ্ছে জমির সমস্তার পরবর্তী সমস্তা। এবং সেই জল ত্রিপুরাতে আছে। হুড়াতে আছে নদীতে আছে মাটির নিচে আছে অক্ষরন্ত জল আছে। তার কোন পরিকল্পনা আছে? কোন মাষ্টার প্ল্যান আছে? আমি বলছি না একদিনে করা যায়। আমি বলছি না ৫ বছরে করা যায়। তোমরা তো ২৬ বছর রাজত্ব করেছে তোমাদের প্রাণেনতো সেই কথা নেই। আজ আমরা ৩০ কোটি টাকা খরচ করব বা বছরে ১০ কোটি টাকা খরচ করব অথবা বছরে ৫ কোটি টাকা খরচ করব। কিন্তু পরিকল্পনা নিয়ে করব। ঐ খোয়াই নদীতে কোন কোন জায়গায় বাধ দেব ঐ মত নদীর কোন কোন জায়গায় বাধ দেব। কোথায় কোথায় ড্রেন পুটে নিয়ে বাব কোথায় কোথায় কোন ছড়াতে বাধ দেব তাতেতো শুধু জলের সমস্তা নয় একটা বেরাট বেকার সমস্তা—গ্রামের মিটে যাবে। লক্ষ লক্ষ লোক তাতে কাজ করতে পারে। যাদের আমরা কাজ দিতে পারছি না সেই সমস্ত লোককে আমরা সেই সমস্ত বাধের কাজে সেই সমস্ত ইরিগেশানের কাজে ব্যবহার করতে পারি। পরিকল্পনা নেই। গভর্ণমেন্টের একটা অনগ্রসর এলাকার একটু বাস্তব পরিকল্পনা আছে? এখানে বিশাল একটা শিল্প কারখানা উত্থাপিত করব যা সম্পূর্ণ ভাবে বাইরের উপর নির্ভরশীল, আমরাই করতে পারি। আমরা নিজের সেখানে বলছি যের বাতি জলে না পেট্রোলের অভাবে ইলেকট্রিকের অভাবে আমরা যাতায় চলতে পারে না পেট্রোলের অভাবে যেখানে আমরা নিজে বলছি যের চুলা জলে না কয়লার অভাবে সেখানে শিল্পায়নের কথা যন্ত্রকে বুঝানার চেষ্টা করছি? কিন্তু কৃষক যদি না ভমিতে থাকে কোথায় যাবে সেতো গ্রামেই আসবে সে বেকার হয়ে আসবে। গ্রাম থেকে সে সহরে এসে ভির করবে। সহরে বেকার সমস্তা কেন বাড়ছে? যে ছেলেরা কোন নয় সহরে আসেনি তারা আজকে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ নাম লেখাচ্ছে। তারা ক্লাস নাইন বা টেন-এ পড়লেই যে তাকে চাকরীর দত্ত খুঁজতে হবে এমন কথাতো নয়। সেতো গ্রামেই কৃষক হতো, ভাল কৃষক হতো। তারপর ভাল বাজ মান, সার বিভিন্ন ভাবে ব্যবহার করার ক্ষমতা আরও হতো। ভাল কৃষক যারা হবে তাদের বেকার করে সহরে আমরা দাঁড় করিয়েছি। কেন আমরা গ্রামে কৃষি ভিত্তিক পরিকল্পনা এর মধ্যে দেখছি না। মাননীয় স্পীকার সার, খাতি সমস্তার কোন সমাধান নেই। শুধু জিনিষ পত্রের দাম—প্রথমে বৃদ্ধিতে হবে কেন জিনিষ পত্রের দাম বাড়ি। কেন জিনিষ পত্রের দাম বাড়ি তার একটা কারণ আমি এখানে উপস্থিত করব। আমি বিস্মৃত বলব না। ট্যাক্স—ট্যাক্স বসান হচ্ছে এবং সেটি পরোক্ষভাবে। প্রত্যক্ষ

নয় পরোক্ষ ট্যাক্স। বছরে ৫ কোটি টাকা কম পকে এবং সেই ট্যাক্স আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষে বসান হয়। কেন বসান হয়? প্রত্যক্ষ হলে লোক থেকে কম টাকা উঠবে। আর পরোক্ষ হলে সমস্ত মানুষকে দিতে হবে এবং সমস্ত মানুষের পকেট থেকে সেই টাকা আদায় করার পদ্ধতিই হল পরোক্ষ ট্যাক্স। এবং সেটি প্রতি বছরেই বাড়ছে। রেলের ভাড়া বৃদ্ধি পেট্রোলের দাম বৃদ্ধি। পেট্রোলও যুদ্ধের জন্ত নয় একসাইস ডিউটির জন্ত। এক টাকা করে একসাইস ডিউটি এবং আজও বলছেন আরও পেট্রোলের দাম বাড়বে। তার অর্থ হচ্ছে পেট্রোলের ট্যাক্স বাড়তে পারে এই অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে। রেলের ভাড়া, পেট্রোলের ভাড়া এটাও গাড়ীর নালিকেরা দেয় না। এর দাম দিতে হয় যারা মাল টানে দোকানদার ট্রাকে মাল টানায়। সেই দোকানদার সেই টাকা ভুলে নেয় জিনিষ পত্রের দাম বাড়িয়ে। যে মুহুর্তে বাজেট পাশ হল সেই মুহুর্তেই জিনিষ পত্রের দাম বাড়তে আরম্ভ করল। মাননীয় স্পীকার স্মার, তারপর আমরা দেখাচ্ছি ডেফিসিট ফিনান্স ট্যাক্স বসিয়ে হয় না। মানুষ ক্ষেপে যায় দীর্ঘদিন পর্যন্ত পোষ্ট কার্ডের উপর ট্যাক্স বসান নি। এবার আট কোটি টাকা লোকসান হবে বলে চিংকার করেছিলেন। আমরা তখনই বুঝেছি যে পোষ্ট কার্ডের দাম বাড়বে। মানুষ ক্ষেপে যায়—গরীব হটানোর কথা বলছেন, আর গরীবের পোষ্ট কার্ডের উপর দাম বাড়ানো হচ্ছে—কাজেই কি করতে হবে না, পকেট মার তেতে হবে। এমনভাবে কাটতে হবে যাতে মানুষ না চিনতে পারে। দিস ইজ কল্ড ডেফিসিট। নোট ছেপে দাও, নাস'ক প্রেসে কেউ রাখে না। এবং বাঙলা দেশের শরণার্থীর সময় ৬শ' কোটি টাকার নোট ছাপা হয়েছে, আগামী বছর অর্থনীতিবিদরা বলছেন ১৫ শ' কোটি টাকার নোট ছেপেও আগামী বছরের বাজেট ঘাটতি পূরণ করা যাবে না। এই নোট যে ছাপছে তার সংগে ধরতে হবে ব্যাংক যে সমস্ত ক্রেডিট দিচ্ছে, সেটাও একটা সার্কুলেশনে থাকে টাকা এবং তার ফলে ইনফ্লেশন হচ্ছে, তার ফলে জিনিষের দাম বাড়ছে, কারণ জিনিষটা বাড়ছেনা, টাকা বাড়ছে। জিনিষ যদি না বাড়ে তাহলে জিনিষের দাম বাড়বেনা? বাঙারের দুইটি জিনিষ আছে, আপনায় পকেটে আগে ১০ টাকা ছিল, এখন ২০ টাকা, কিন্তু জিনিষতো একই আছে। কাজেই ইনফ্লেশন হচ্ছে, জিনিষের দর ক্রমশঃ বেড়ে যাচ্ছে। যে মুহুর্তে জিনিষের দাম বাড়তে থাকে, সেই মুহুর্তে ব্যবসায়ীরা, কাল টাকা দিয়ে জিনিষ আটকে দেয়, তাকে বলে ব্ল্যাক মার্কেট কাল টাকা, যে টাকা ব্যাংকে যায়না, কারণ ট্যাক্স দিতে হবে। সেই টাকা সার্কুলেশনে থাকে, জিনিষ মজুত রাখার জন্ত। কাজেই জিনিষ আছে, কিন্তু পাওয়া যায় না। আপনি দোকানে যান, টাকা দিলে পাবেন, টাকা না দিলে পাবেন না, যে টাকা চাইবে, সেই টাকা দিয়েই জিনিষ কিনতে হবে, তা না হলে পাবেন না—বা জিনিষ পাওয়ার জন্ত গভর্নমেন্ট-এর কোন লোক পাবেন না। অসুস্থ জিনিষ বাজারের মধ্যে ছড়িয়ে থাকলেও, দোকানদার সেইসব জিনিষ লুকিয়ে রাখে কারণ দোকানদার জানে যে ইনফ্লেশন হচ্ছে। যার টাকা আছে, ব্যাংক থেকে ভাঙেই টাকা দেখ, সেই সমস্ত ব্ল্যাক মার্কেটয়ারদের টাকা দেয়, যারা ব্ল্যাক মার্কেটে সমস্ত জিনিষ পাঠাচ্ছেন। এবং যখন জিনিষের দাম বাড়তে থাকে, তখন গভর্নমেন্ট সেটাকে লিয়ালিটজ করেন। তখন গভর্নমেন্টের কাজ হয় কি? গভর্নমেন্ট তখন কি করেন? ধরুন

৬ টাকা সর্বের তেলের লিটার ছিল, এখন সেটা ১২ টাকায় উঠেছে, গভর্ণমেন্ট বললেন আচ্ছা আমি সেটা ১০ টাকা করে দিলাম, কি চমৎকার? যেহেতু ব্ল্যাক মার্কেটিয়াররা ১২ টাকায় তুলেছে দাম, সেইজন্য ত্রিপুরা সরকার ১০ টাকা তার দাম ফিক্স করে দিলেন। ওয়া যখন ১৬ টাকায় তুলবে দাম, তখন সরকার ১২ টাকা স্থির করে দেবেন। অর্থাৎ ব্ল্যাক মার্কেটিয়াররা যা বলবে সরকার তাই শুনবেন। চিনির দাম দেখুন, ডালদার দাম দেখুন, বিভিন্ন নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম দেখুন, প্রতিটি জিনিসের দাম ব্ল্যাকমার্কেটিয়াররা ডিকটেড করছে, আর কংগ্রেস সরকার সেটাকে আইনসংগত করছেন। মুন্সিফা নির্ধারণের জন্য কোন আইন নেই। গত বছর পার্লামেন্টে বলা হয়েছে ভূমি আইন করে দাও শতকরা দুই টাকার বেশী কেউ মুন্সিফা করতে পারবেনা, কিন্তু করেছেন? বড় বড় খারা—টাটা, বিড়লা থেকে শুরু করে—টাটা বিড়লা আমাদের দেশের শিল্প সম্পদের ১৬ ভাগের এক ভাগের মালিক হচ্ছে এই দুইটি পরিবার, আর তিন ভাগের এক ভাগের মালিক হচ্ছে মাত্র ১০টি পরিবার, এম এ এই ১০টি পরিবার তারা কোটি কোটি ঙ্গার মুন্সিফা করে, সেই মুন্সিফাকে সীমিত রাখার কোন আইন এই সরকারের কাছে নেই এবং তাই আমরা দেখি যে এটা হচ্ছে একটা কারণ, যে কারণে জিনিষের দাম বাড়ে এবং সবচেয়ে বড় এবং উল্লেখযোগ্য হচ্ছে আজকের দিনে এক্সপোর্ট ড্রাইভ দাপ্ত। কেন? না আমাদের আয়ের মত টাকা দিচ্ছে না ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, আমার পরিকল্পনা কি করে চলছে? কাজেই আমাদের যে সমস্ত জিনিস তৈরি হয়, তার অসিকান্শন হচ্ছে কৃষিজাত জিনিস। তদানীং মাত্র শিল্পের কিছু কিছু জিনিস তৈরি হচ্ছে; আমরা সেগুলি বাইরে চালান দিয়ে বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহ করব। আমাদের জান করা হয়েছে, আমরা সেক্টর উৎপাদন চারপাশ, পাচপাশ বাড়ান। কিন্তু সে বাড়ানোর জরুরি কি? কম্পিউটার এয় প্রস্তুত আছে, বাতাস বললেই বাড়ানো যাবে না, বাজারের বেকলেই আমাদের জিনিস নেবেনা কম্পিউটারে সম্ভা করতে চলে, দস্তা করতে চলে কৃষিজাত জিনিষের দর কমানো চলে, পাটের দাম কমিয়ে পাটজাত জিনিষের দাম সম্ভায় দিতে হবে। না আমার দেশে কি করতে চলে? চায়ের দর কমানোর জন্য, চা শ্রমিকদের গলা কাটতে হবে, সেইভাবে চায়ের দর কমিয়ে কমিয়ে বা শিল্প এয় সংগে কম্পিউটার এ যাতে আসতে পারে তার জন্য চা মজুরদের গলা কাটা হচ্ছে। আমার চিনি আমাদের দেশের লোক পায় না। দেড় টাকায়, দুই টাকায়, আর দশ আনা কে, জি বিজী হচ্ছে আমেরিকার কাছে। আমার বাসমতি চাল যাচ্ছে ইরানে, আমার সিমেন্ট যাচ্ছে সমস্ত আফ্রিকার মধ্যে। আমার রেলের জিনিষপত্র যাচ্ছে আফ্রিকায়, আর আমার দেশে, আমার ত্রিপুরাতে রেল আসে না। উৎপাদন বাড়ানো ফর এক্সপোর্ট, দেশের লোকের জন্য। কাপড় এয় উৎপাদন বাড়ানো দেশের লোকের জন্য নয়, চিনি দেশের লোকের জন্য নয়। এমনও বলা হচ্ছে যে আমার দেশের কাপড় মিলের থেকেই বাইরে চলে যাবে যাতে করে আমাদের দেশের মায়েরা, বোনরা লেংটা থাকে, যাতে করে মুন্সিফা বাজীদের পয়সা কামাবার জন্য পরিকল্পনা হয়, এবং তার উপায়নের জন্য, প্রডাকশন ফর এক্সপোর্ট, এই হচ্ছে আমার সরকারের প্ল্যান এবং তার ফলে সমস্ত কর্মচারী, সমস্ত শ্রমিক আজকে ঘুঁকে ঘুঁকে যাবে।

মাননীয় স্পীকার, শ্রাব, এটা তো বলা হয় না যে বাইরে থেকে আমাদের লাক্সারী গুডস আসবে না, আমাদের বড় লোকের দেশ নয়, 'বদেশ থেকে প্রসাধনের জিনিস আসতে দেব না, সে কথা তো বলা হয় না? আমার গরীব দেশ, যেখানে পেট্রলের জন্য তাকার কোটাটাকা খরচ করতে হয়, কোথায় এ কথাতো মন্ত্রীরা বলেন না যে কেউ গাড়ী ব্যবহার করতে পারবে না, অফিসারদের ছেলে মেয়েদের স্কুলে পাঠানোর জন্য গাড়ী ব্যবহার করতে পারবে না, আমাদের এখানে একমাত্র ডাক্তার ছাড়া আর অন্যান্য কাউকে গাড়ী ব্যবহার করতে দেওয়া হবে না। সমস্ত প্রাইভেট গাড়ী বন্ধ করে দেব, একথা তো বলছেন না। একথা তো বলছেন না যে সিমেন্ট যখন বাইরে পাঠাতে হবে, ঐ সমস্ত বড়লোক, যারা দোস্তালকে, ভিন তলা করছেন, তাঁদের সিমেন্ট পাওয়া বন্ধ করে দিচ্ছি। কোথায় সেই সরকারী সিদ্ধান্ত? না গরীব মেয়ে, গরীবকে বঞ্চিত করে, আমার দেশের লোকাক অল্প পরিসায় মজুর করে, ক্রীতদাস করে, আমার এই জিনিস করা হচ্ছে এবং তারপরও আমার দেশের উৎপাদন ষ্টি হয় না। তখন কি করতে হবে? তখন আমেরিকার কাছে যেতে হবে। আমেরিকার ধনকুপদের কতকগুলি মালটা জাশনাল কর্পোরেশন আছে একটা দুইটা নয় সমগ্র পৃথিবীতে ছড়ানো আছে কর্পোরেশন। সেখানে আমাদের এখানকার যিনি প্রতিনিধি সরকারের জন্য তিনি গিয়ে বসছেন যে আপনাদের তো অন্ততঃ পক্ষে দুইশো কারবার আছে ভারতে প্রচুর মুনাফা হবে আপনারা মূলধন নিয়ে আসুন এবং সেখানে যে আমেরিকার সংগে বিরোধ ছিল সমস্ত মিটিয়ে ফেলছে। পি, এল, ৪৮০ মিটিয়ে ফেলছে এবং আমরা আপনাদের সংগে আর ঝগড়া করতে চাই না। আমেরিকাকে আজকে খুশা করার জন্য এমন কি সেখানকার যিনি নাকি, আমেরিকার যিনি সবচেয়ে দোষমন সমগ্র পৃথিবীতে যিনি যুদ্ধের চেত্ন সেই নিকসন সরকার তাকে পর্যান্ত আজকে ত্যোয়াজ করা হয়েছে। মাননীয় স্পীকার শ্রাব, আমি দেখছি যে তার জন্য নন-আলায়েন্স কনফারেন্স আলভিরিয়া থেকে যে সমস্ত প্রস্তাব এসেছিল কম্বোডিয়াকে স্বীকৃতি দেওয়া তা পর্যান্ত তখন নাই। কারণ যদি আমেরিকা চটে যায়, যদি টাকা এইখানে লগ্নী না করে- এক দিকে টাকা বিসলাকে বলা হচ্ছে অনগ্রসর এলাকায় তামরা যাও আরও মূলধন বিস্তৃত কর আর একদিকে আমেরিকাকে ডাকা হচ্ছে যে তোমার এই সমস্ত বেসরকারী যারা নাকি শিল্পপতি আছে, মালটি হাশনেল কম্বাইণ্ড যে গুলি আছে তারা আনুক মূলধন নিয়ে এই কথা বলা হচ্ছে। মাননীয় স্পীকার শ্রাব, আমাদের দেশের স্বাধীনতা আজকে বিপন্ন হয়ে গেছে। আজকে পাকিস্তানকে আমেরিকা সশস্ত্র করছে, আজকে ইরানকে সশস্ত্র করছে, আজকে বাংলাদেশের মধ্যে ভারত বিরোধী জিগীর সেই আমেরিকার দালালরা তুলছে, ভারত এবং বাংলাদেশের মধ্যে যে বন্ধুর গড়ে উঠেছিল স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় থেকে সেই বন্ধুকে ফাটল ধরাবার জন্য আমেরিকার চক্রান্ত আমার বাংলাদেশের বুকের মধ্যে পর্যন্ত হচ্ছে। ভারত সরকার সেট সম্পর্কে আজকে কোন নড়র না দিয়ে তারা আজকে আমেরিকাকে হুতন করে এখানে রাখবার চেষ্টা করছে। সেই সমস্ত কথা কুরিয়ে গেছে যে এক চেটিয়া পুঞ্জির বিরুদ্ধে আমেরিকার বিরুদ্ধে যে সমস্ত কথা বলে শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী গদিতে বসেছিলেন সেই সমস্ত কথা সমস্ত তুলে গিয়ে আজকে খোলা ময়দানে করে দিচ্ছে এই সমস্ত শোষকদের জন্য।

মাননীয় স্পীকার স্তর যদি খনতর না ঢাকা যায় তাহলে বেকারত্ব ঢাকা যাবে না এই কথা আমি বলেছি, আমি বিস্তৃত বলতে চাই না, যে সমস্ত পরিকল্পনার কথা বলা হয়েছে এইগুলি এইখানে তারা নিতেরাও জানেন এটগুলি হবে না কিন্তু যাকনা যেত সেটটা তারা করছেন না। আমার এখানে যেগুলি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, আমি আবার বলছি যে চা বাগান বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, তার জন্ত কোন পেট্রল লাগে না, কোন ডিজেল লাগে না চা বাগান চালু করার জন্ত কোন ইস্প্রস ট্রাকচার লাগে না, চা বাগান চালু করার জন্য এখানকার সরকারের কি দৃষ্টি আছে কিছ নেই। ১২টা চা বাগান সম্পূর্ণ বন্ধ। অন্তত আরও বিশটা আনইকোনমিক বা চলছে না বা যা চলবে না। শ্রমিকের দ্বৈ কাজ বিনা পরসায় কাজ করার মত যে কাজ করছেন কিন্তু সেট অবস্থাতেও সরকারের দৃষ্টি নেই। অ্যালোমিনিয়ামের কারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, তার জন্য কি লাগে? কাচা মালের জন্য এক হয়ে যাচ্ছে। ছোট ছোট যে সমস্ত শিল্প ছিল তাঁত বা অনাগুল সেটগুলি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, অগংখ্য মানুষকে আমাদের এখানকার যে সমস্ত কাচামাল আছে সেই সমস্ত কাচা মালে দিয়ে তাদেরকে প্রতিষ্ঠিত করা গেল না। অনেক ইণ্ডাস্ট্রি করা যায়, ফরেস্ট বেসড ইণ্ডাস্ট্রি করা যায়, বিভিন্ন পরপের আমাদের কাজ দেওয়া যায় এবং আমার এখানে শিক্ষার সম্প্রসারণ করে বেকার সমস্তার সমাধান করা যায়। আরও দশ হাজার প্রাইমারী স্কুল নেওয়া যায়। আমার এখানে শিক্ষার দিক থেকে আমি কি দেখছি? আমার এখানে কয়েকজন মাত্র ৩০ জন অক্ষর জানী হয়েছে এক জন করে বছরে অক্ষর জ্ঞান বাড়ে। প্রাইমারী শিক্ষা শুধু নয় কলেজের শিক্ষা ক্ষেত্রেও, এই কাউন্সের সামনে যে তথ্য দিয়েছেন গত তিন বছরে ১১১ জন না দশজন কলেজে হাত বাড়ছে। তিন বছরে ১১১ জন কলেজে হাত বেড়েছে। কি করে বাড়বে? কলেজ কত? কলেজ হয় না, হাই স্কুল হয় না, প্রাইমারী স্কুল হয় না। তারপর হচ্ছে দাখা আমনিগিটায়স। আমি এক বছরের ট্রেনিং এ ডাক্তার চাই, প্রত্যেক গ্রামে গ্রামে ডাক্তার চাই। এক বছরের ট্রেনিং এ যদি সেই ডাক্তার বলে যোগী হচ্ছে কঠান, তিনি অ্যান্ডুলেনসে সেট যোগীকে নিয়ে ভর্দি করবেন, প্রাইমারী হেলথ সেটোর ভর্দি করবেন কিন্তু অল্প ঐষদিয় গ্রামের মধ্যে অল্প ট্রেনিং নিয়ে আমি কি কয়েক হাজার ডাক্তার, কয়েক হাজার নার্স যারা মেয়েদের চিকিৎসা করতে পারে, শিশুদের স্বাস্থ্য দেখতে পারে এই রকম ছেলে মেয়ে কি আমি কয়েক হাজার গ্রামের মধ্যে দিতে পারি না? আমার এইখানে কত ছেলেমেয়ে, কত ২০ হাজার, ২১ হাজার, ছেলেমেয়ে যারা লেখাপড়া শিখছে, ৫ বছরের মধ্যে ২০ হাজার ছেলে মেয়েকে কাজ দেওয়া যায় যদি আমি মনে করি যে আমার দেশে, আমার মানুষকে কাজ দিতে হবে। লেখাপড়া অন্ততঃ ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত পড়াতে হবে তাহলে বিশ হাজার মানুষের জন্ত অফুরন্ত কাজ আছে এই ত্রিপুরাতে তাদেরকে সেই সমস্ত কাজে নিয়োগ করা যায়। এই জন্য চটকল লাগে না, এই জন্য স্ত্রীকল এট জন্য লম্বা লম্বা কথা ৬ বছর ধরে বলে আসছেন আজকে সেই বস্তাচা কথা এইখানে বলতে হয় না। আজকে মানুষকে রিলিফের কথা, এইখানে কি করতে পারে আজকে আগাকে চাকরী দিতে হবে, আমাকে ওনানো হচ্ছে কাগজের কল হবে বট পরিকল্পনায় তার জন্য আমি সারতে করছি, আমি অল্প কেম্পানীকে লক্ষ টাকা দিয়েছি, কে আজকে আপনার এই সমস্ত গল্প ওনবে? আজকে আমার কাজ

চাই, আজকে আমার চাকুরী চাই। আমি একটা হিসাব করে দেখছি স্ত্রী, সরকারী কর্মচারীরা বেতন বৃদ্ধির দাবী করছে, আমি সেই দিন বলেছি, সরকারী কর্মচারীদেরকে আমি বলেছি যে আপনাদের প্রত্যেকের ঘরে ২/৩ জন করে বেকার আছে এই গভর্ণমেন্ট যদি শুধু বেকার ভাতা দিত আমি এসে আপনাদের কাছে বলতাম হয়তো জোর করে বলতাম যে আপনারা বেতন বৃদ্ধির দাবী করবেন না আপনার ভাইয়ে একশো টাকা পাচ্ছে, আপনার বোন একশো টাকা পাচ্ছে তাহলে দুইশো টাকা তো গভর্ণমেন্ট আপনাদেরকে দিচ্ছে, আমি বলতাম। কিন্তু এই বেকারদেরকে সরকারী কর্মচারীদের বিরুদ্ধে লাগিয়েছে আর বলেছে যে তোমাদেরকে দিতে পাচ্ছি না, কেন না এই সরকারী কর্মচারীরা সব নিয়ে যাচ্ছে। বেকারদের যে ভাতা এমন কি বুজুয়া দেশগুলিতে পর্য্যন্ত দেয়, বিলাতে দেয়, জার্মানীতে দেয়, আমেরিকায় দেয়, কিন্তু এখানে সেই ভাতাটুকু পর্য্যন্ত দেওয়া হয় না এবং তারপর গল্প শুনায যে এই দেশ কর্মচারীরা তোমাদের সব টাকা নিয়ে যাচ্ছে কাজেই আমরা তোমাদেরকে চাকুরী দিতে পারি না। মাননীয় স্পীকার স্ত্রী, আমি দেখছি যে চাকুরী দেওয়ার ক্ষেত্রেতে এই হাউসের সামনে যে তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে, সেটটা অসত্য, এই হাউসে বলা হয়েছে যে অ্যামপলয়মেন্ট অ্যাক্সেসেজ-এর মাধ্যমে ১৯৭৫ জন ইন্টারভিউ দিয়েছিল তার মধ্যে ২৫৬৫ জন চাকুরী পেয়েছে ১৯৭১—৭৪ সালের মধ্যে, দুই বছরের মধ্যে। আর এখানে মন্ত্রীদের না বিবৃতিতে দেখান যে ৫ হাজার না ৬ হাজার লোকের চাকুরী তারা দিয়েছে। কোনটা সত্যি, এই ভাবে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে ॥ চাকুরী বা সুযোগসুবিধা পরিকল্পনাকে ভিত্তি করে যদি করতে চান সম্পূর্ণ একগুয়ে জনসাধারণ হত্যাশ করেন, এই পরিকল্পনা হচ্ছে একটা সবচেয়ে বড় ফোপ। এই ত্রৈদিনও বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ মীনাশ যিনি প্র্যানিং কমিশনের নীচের তলার লোক না, এক লীডিং মেম্বর ছিলেন, তিনি বলেছেন যে এতবড় ধাপ্পা হয় না কারণ ওরা তো প্র্যান হালিডের ব্যবহা করছে, প্র্যানকে দুটি দেওয়ার ব্যবহা করছে নতুনরা কিন্তুতে পারছে না যে আমরা যে দুইশো কতকোটি টাকার জ্যানি আর সেখানে ৭৬১ কোটি টাকা দিয়েছে ৭৬১ কোটি টাকার ইনটার্গেস অব রিয়েল ভ্যালু হচ্ছে তার তিন ভাগের এক ভাগ। তার অর্থ হচ্ছে যে আমরা তৃতীয় পরিকল্পনায় যা খরচ করেছি তার চেয়েও কম। কাজেই প্র্যান হালিডের ব্যবহা হচ্ছে। মাননীয় স্পীকার স্ত্রী, এই প্র্যানের মধ্যে থেকে ওরা একটা প্র্যান করার চেষ্টা করছেন সেই পরিকল্পনাতে দেখছি কেজুয়ালটি কোন কোন দপ্তর, আঘাত সব চেয়ে বেশী কোন কোন দপ্তরে এসেছে, গলাকাটা থাকে বলে, প্র্যানের গলা কেটেছে। শিক্ষা দপ্তরে কত ১৪ কোটি আর দিয়েছে ৫ কোটি টাকা, ব্যাকওয়ার্ডদের অনগ্রসর এলাকার উন্নতির জন্য ১১ কোটি টাকা চেয়ে পেরেছেন ২ কোটি। স্বাস্থ্যে ২৬ কোটি চেয়ে ৫ কোটি।

মিঃ ডিপুটি স্পীকার :—The House stands adjourned till 2 P. M. The member speaking will have floor.

মিনুপেন্স চক্ৰবর্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি বলছিলাম যে হাটায়ের খড়গ সেটা কোথায় এসে প্রথম পড়েছে, না ঐ শিক্ষা দপ্তর, স্বাস্থ্য দপ্তর এবং অনগ্রসর যারা, তাদের উন্নতির জন্য যে টাকা, তার উপর হাটায়ের খড়গ এসেছে। অর্থাৎ ওয়েলফেয়ার যে বাজেট, কল্যাণমূলক

যে বাজেট, সেই কল্যাণমূলক বাজেট হচ্ছে প্রথম আক্রমণের লক্ষ্য। এতেই বুঝা যায় একটা গভর্ণমেন্ট কি লক্ষ্যে হাচ্ছেন যখন তাদের আক্রমণের লক্ষ্যমূল হচ্ছে কল্যাণমূলক বাজেটের উপর। যে টাকা এখানে বরাদ্দ করা হয়েছে, আমরা যদি বাজেট খুঁজে দেখি তাহলে দেখব, বাজেটের অধিকাংশ টাকা যাচ্ছে কোথায়? অধিকাংশ যাচ্ছে কনট্রাক্টারের পকেটে, অফিসার আমলাদের পকেটে তাদের গাড়ী কেনার জন্য, তাদের গাড়ী মেঝামেজের জন্য এবং তাদের গাড়ীর তেলের জন্য, এই ধরনের বিভিন্ন পারকিউসিট কেনার জন্য। এবং এটার পরও যেটুকু থাকছে সেটা যাচ্ছে করাপট প্রেক্টিসের মধ্যে। মাননীয় স্পীকার সাহাব, যদি কোনও লোককে ১৯১০ টাকা ঋণ মঞ্জুর করা হয়, তাহলে সে পাবে ৫০০ টাকা, বাকীটা করাপট প্রেক্টিসের মধ্যে চলে যাচ্ছে। কাজেই আমি এখানে যে টাকার বাজেট বরাদ্দ দেখছি, আমার সেই আশ্চর্য্য বিনোবা ভাবের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে—পারকিউলেশান থিওরী, কতটুকু পারকিউলেশন করবে, উপরতলা থেকে নীচের তলাতে গিয়ে জনসাধারণের কাছে এই টাকা যাবে, এক বিন্দুও যাবে কিনা, তাতে আমার সন্দেহ আছে, এক ছিটে ফোটা টাকাও নীচের তলায় যাবে কিনা তাতে আমার সন্দেহ আছে। তার কারণ উপর তলাতেই টাকাটা খেয়ে ফেলেছেন এবং তারই জন্য এই বাজেট এখানে। নতুবা করাপট প্রেক্টিসের কথা তো ছুই একটা এখানে থাকতো। পণ্ডিত নেহেরু যখন ভারতবর্ষের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন, তখন তিনি কিছু কথাবার্তা বলতেন। অবশ্য কি করতেন না করতেন, সেটা আমি এখানে তুলছি না। এর জন্য কমিটি হয়েছে, শাস্তনাম কমিটি তাদের রিপোর্ট দিয়ে গিয়েছেন এবং কি ধরনের করাপট প্রেক্টিস ধরার জন্য কিন্তু আমাদের মন্ত্রীদের বক্তৃতায় কি কোন কথা আছে বা রাজ্যপালের বক্তৃতায় কি তার কোনও কথা আছে? অথচ আমরা এই হাউসে দেখছি যে শত শত কেস যাচ্ছে ডিজিলেন্সের কাছে। কিন্তু কয়টা কেস ধরা পড়েছে? কারণ মানুষ তো জানে যে এখানে কেস দিয়ে কোনও লাভ হয় না। কিন্তু তারপরেও তো কেস যায় এবং কি রকম করাপট হচ্ছে নীচের তলা থেকে উপর তলার মন্ত্রী পর্যন্ত, সেটা তো আমরা পশ্চিম বাংলাতেও দেখেছি—ভূমি কেলেংকারীতে। আর সেই ভূমি কেলেংকারী তো শুধু পশ্চিম বাংলার জন্য মনোপলি নয়, সমস্ত রাজ্যেই এই ভূমি কেলেংকারী হচ্ছে এবং ভূমিতে যারা ভূমিতে যারা ভূষণ করে রেখেছেন তাদের সবকিছু একটা কথাও নেই এখানে। মে আমরা একটা স্কিন এন্ডমিনিষ্ট্রেশন চালাবার চেষ্টা করছি। তবে কথা থাকলেই যে তারা করবে, তা নয়। কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয় যে গভর্ণমেন্ট তাদের রাস্তা খোলে রেখেছে যারা পুঁজি করতে চায় এবং সরকারী কর্মচারীদের সম্পর্কে আশ্চর্য্যের কথা যে তাদেরকে দীর্ঘদিন ধরে একটা প্রতিশ্রুতির পাহাড় এখানে রাখা হয়েছে এই হাউসের সামনে এবং তারজন্য সেল থেকে আরম্ভ করে এখন তাদের জন্য পে-কমিশন ইত্যাদি করা হচ্ছে। অথচ ওয়েষ্ট বেঙ্গল চালু রাখা হবে, এই প্রতিশ্রুতি তাঁরা বার বার এই হাউসের সামনে দিয়ে আসছে এবং সেটা এই বাজেট বক্তৃতার মধ্যে নেই কেন যে তাদের এনামলিজগুলি দূর করতে পারলাম না। এই কথাও বলা হয়েছিল যে পে-কমিশন কাজ করার আগেই আমি তাদের এনামলিজগুলি দূর করে দেব, এই প্রতিশ্রুতি তো হাউসের সামনেই দেওয়া হয়েছিল। কৈ এখানে তো কিছু বলা হল না যে কেন তাদের এনামলিজগুলি দূর করতে পারলাম না এবং আজকে যখন নাকি আমি দেখি যে

সরকারী কর্মচারীদের একজন এল, আই, সির পিওন বা একজন ব্যাংকের পিওন যে ক্লাশ ফোর গ্রামপ্রায় ৩০০ টাকার উপর বেতন পায়। আর, গ্র্যাকজাক্ট ফিগার যদি চান তাও আমি দিতে পারি। একজন সেনট্রাল গভর্নমেন্টের ক্লাশ ফোর গ্রামপ্রায়, তিনি প্রায় ২০০ টাকার উপর বেতন পান। আর আমার এখানে আমি দেখি তার চাইতেও তারা অনেক কম পান আর তারা যখন আন্দোলন করে, তাদের সামনে যখন প্রতিশ্রুতির পাহার দেওয়া হয় কিন্তু তাদের বাঁচার মত নিয়তম যে মজুরী যেটা তারা হিসাব করে দেখেছেন সরকারী তথ্যের ভিত্তিতে ২৫০ টাকার কমে আর হয় না। সেই ২৫০ টাকার মজুরীর ব্যবস্থা তাদের জন্য করতে হবে। তারা তো ৩০০ টাকা চায় না যেটা দেওয়া উচিত ছিল ভারতবর্ষের মধ্যে কিছু গ্রামপ্রায় ৩০০ টাকা পায়। এমনকি চট কলের যে শ্রমিক তারাও প্রায় ৩০০ টাকার মত পাচ্ছে লড়াই করে, তারা সেটা আদায় করেছে। আর সেখানে আমাদের কর্মচারীদের বলা হচ্ছে যে তোমাকে দড়ি দিয়ে বেধে ঐ ইন্ক্রেশনের সমুদ্রের মধ্যে ডুবিয়ে দেব এবং তোমাকে সমুদ্রে ডুবিয়ে মারব। এবং কি স্বকম, এই হাউসের সামনে তথ্য পরিবেশিত হয়েছে। আমাদের মাথা পিছু আয় কত? মাথাপিছু আমাদের আয় ১২৬০ সালের হিসাব অনুযায়ী আজকে আমাদের মাথাপিছু আর হচ্ছে ২৪০ টাকা। মাসে ২০ টাকা। আর, আমি এখানে একটু তুল তথ্য পরিবেশন করেছি—আমি শলেছিলাম প্রোভাটি লাইনের নিচে শতকরা ৭০ জন। আজকে সকালে এই হাউসে তথ্য পরিবেশিত হয়েছে সেই তথ্যে দেখলাম এই হাউস বলাহে, এই সরকার বলাহে যে শতকরা ১০০ জন দারিদ্র্য সীমার নীচে। আমার ত্রিপুরাতে ১০০ জনের মধ্যে ১০০ দারিদ্র্য সীমার নীচে। কারণ ২০ টাকা খরচ করতে পারে মাসে। মাসে ২০ টাকা খরচ করতে পারে ত্রিপুরার মানুষ। ১২৬০ সালের দাম যদি আমরা দেখি—আজকে সরকারী কর্মচারী, যাদের জগৎ বলাহি—বেতন বাড়ানোর জগৎ নয়। বেতন ঠিক রাখার জগৎ। বেতন কাটা হচ্ছে তাদের যে বেতন মাসে দেওয়া হচ্ছে জিনিষের দাম বাড়লেই তাদের বেতন কমে। এক টাকার জিনিষ তিন টাকায় কিনতে হচ্ছে তাদের। কাজেই তিন টাকা মজুরী যাদের—মানে হচ্ছে এক টাকা মজুরী তাকে দেওয়া হচ্ছে। এটা বাড়ানো নয় এটা বাড়ানোর কথা যারা বলেন তারা তুল ব্যাখ্যা করেন। এক টাকা মজুরী যেটা তারা আগে পেতেন সেটা এখন তারা এক টাকা পাননা। তারা এখন সেটা পাচ্ছেন ৫ আনা ৬ আনা। কাজেই কংগ্রেস সরকার কি করছে, এই যে পরিকল্পনা এই যে ধনতাত্ত্বিক পথে দেশের সমগ্র ক্ষেত্রে শ্রমিক, কৃষক, কর্মচারী সমস্ত অংশের মানুষকে শোষণ করে তাদের নিঃসর করে দিচ্ছে। আর টাকাওয়ালা লোকদের জমি দারদের হাতে তারা কোটি কোটি টাকা মুনাফা করতে পারে তার পথ করে দিচ্ছে। আর, এক খাদ্যে দাম বাড়িয়ে এক হাজার কোটি টাকা এক বছরের মধ্যে শ্রীমতি গান্ধী ঐ বড় বড় জোতদারদের দিয়েছেন। এক হাজার কোটি টাকা—আরও নাকি খাদ্যের দাম বাড়বেন। এবং আজকে এই পরিস্থিতিতে নিশ্চয়ই মানুষ বিক্ষুব্ধ! সরকারী কর্মচারীরা সারা ভারতবর্ষে ধর্মঘটের নোটিশ দিয়েছে। আমাদের এখানেও দিয়েছে। উপায় কি! জনসাধারণ বিক্ষুব্ধ, বন্ধ করছে, মিছিল করছে, মিটিং করছে। কাজেই পুলিশের বাজেট বাড়তে হবে। একটি মাত্র বাজেট যেখানে দেখলাম ১৯৭১-৭২ সালে যেখানে ছিল এক কোটি আশি লক্ষ টাকা

১৯৭১-৭২ সালে। আজ ১৯৭৪-৭৫ সালে তিন কোটি ৭২ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ পুলিশ বাজেট বাড়তে হবে। ইমারজেন্সী ১৯৬২ সাল থেকে চলছে। কেন চলছে, কোন বিদেশী আক্রমণের সম্ভাবনা? সেই যখন পাকিস্তান ছিল তখন বরং বলতে পারতো। এখন তো আমাদের প্রত্যেকেরই সব রাষ্ট্রই বন্ধ রাষ্ট্র। এমন কি চীনকে বলা হচ্ছে তার সংগেও বন্ধুত্ব করতে চায়। কাজেই ইমারজেন্সী কার জন্ম? ইমারজেন্সী বাইরের শত্রুর জন্ম নয়। ইমারজেন্সী রেল-কর্মচারীদের জন্ম ইমারজেন্সী সরকারী কর্মচারীদের জন্ম ইমারজেন্সী কল কারখানার কর্মচারীদের জন্ম ইমারজেন্সী দেশের মানুষের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য। এবং সেইজন্যই পুলিশ, মিলিটারী, সি, আর, পি, ইত্যাদির খরচ বাড়ছে এবং আমাদের ত্রিপুরাতেও বাড়ছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি দেখছি একটা নতুন টি. এ. পি, ব্যাটেলিয়ান এখানে গঠন করা হচ্ছে। শুনেছি ত্রিপুরার পুলিশে এ কাজার পৌক নিয়োগ করা হবে। আর সমগ্র ত্রিপুরার এখন পুলিশ আছে কত? এই ঠাউসের সামনে তথ্য পরিবেশিত হয়েছে ৪ কাজার হচ্ছে সমগ্র ত্রিপুরার বর্তমান পুলিশ। আর সেখানে আরও ৩ কাজার পুলিশ—তার মানে হচ্ছে যে পুলিশ আছে তার ডাবল করা হবে। একনা উচ্চ পর্যায়ের একজন পুলিশ অফিসারকে এনে বসান হয়েছে। রিঅর্গানাইজেশনের তিনি সাজেস্ট করবেন। এর অর্থ কি? রিঅর্গানাইজেশন ট্রি, ডাকাকতি বন্ধ করা? যা আমি দেখতে পাচ্ছি, ক্রমঃ বাড়ছে! না, ট্রি ডাকাকতি বন্ধ করার জন্য নয়। প্রায় মৌজা ভিত্তিক পুলিশ কাম্প হবে। আমি যা শুনেছি রিঅর্গানাইজেশনের যে পরিকল্পনা হয়েছে প্রায় মৌজা ভিত্তিক পুলিশ কাম্প এবং সেজন্য পুলিশের সংখ্যা ডাবল করতে হবে। আমার এখানে সি, আর, পি, আছে দুই ইউনিট, বি, এম, পি, এক ইউনিট, বি, এস, এফ, এবং আমার টি, এ, পি তারপর পুলিশ এবং তার সংগে হোমগার্ড। হোমগার্ডকে বলা হয় ভলান্টিরী সার্ভিস। আর এমন কাজ নেই যা হোমগার্ডকে দিয়ে না করা যায়। কত টাকা বেতন? ২০ টাকা বেতন। ২০ টাকার দাম হচ্ছে ৩০ টাকা। যে ২০ টাকায় ৭ দিন ১০ দিনের ষোণাকীর বেশী একটা মানুষের তেতে পারে না। সে ২০ টাকা দিয়ে উরা মানুষকে কাজ করছে। আমাদের এখানে যারা আর্মড পুলিশ, সাধারণ পুলিশ উরা রেশন পায় না। ডেপুটেশন ভাতাতেও দূরের কথা। রেশনের পয়সা পায় না। রেশন পায় যারা বাইরে থেকে আসে তারা। আমার এখানে মানুষের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য সৈন্য তৈরী করা হচ্ছে। এই পুলিশ কারা, উরাতো আমাদের কৃষকের ঘর থেকেই এসেছে। উদের ঘরে তো ক্ষুধা, উদের ঘরে তো জমি নাই উদের ঘরে তো লবন ভাত নেই। উরা জানেনা, কাদের রাজত্ব করছে।

কাদের স্বার্থে এই রাজত্ব? উরা জানে না, যে এই সরকার কাদের সরকার? তিল তিল করে যাচ্ছে। একটা রাজ্যে এক বছরের মধ্যে স্ট্রাইসাইড হয়েছে ৩২৬টা। ১৯৭২-৭৩ সালে আত্মহত্যা করেছে ৩২৬ জন। আর মাননীয় মন্ত্রী ঠাউসের সামনে বলেন যে চাঁদার জন্ম তারা আত্মহত্যা করেছে! মানুষ খেতে পায় না, আত্মহত্যা করছে কোন ভবিষ্যত দেখতে পায় না আত্মহত্যা করছে নিজের জিনিস থেকে বঞ্চিত সেজন্য আত্মহত্যা করছে। আমরা উদের আত্মহত্যা করতে বলব না লড়াই করে মরতে বলব? মানুষ নিজের ঘরের মধ্যে আত্মহত্যা

করে মরা সেটাতো কাপুরুষতা! আমরা বলব যে সরকার তোমাকে খেতে দিতে পারে না তার বিরুদ্ধে লড়াই করার অধিকার তোমার আছে। জীবন দেওয়ার অধিকার রক্ত দেওয়ার অধিকার তোমার আছে। সেই শিক্ষাই আমরা দিচ্ছি। সেই শিক্ষা আপনাদের পুলিশও পাবে। ঐ হোমগার্ডও পাবে। যাদের বাড়ীতে রেখেছেন গার্ড করে। তারা দেখছে না, বাবুরা কিভাবে থাকেন। তাদের পর্দা, তাদের ডানলোপিলো তাদের বাড়ীতে কি ভাবার যাচ্ছে উদের চোখের উপর দিয়ে। উরা আমাদের কাছে এসে বলে কি বলব ১০ টাকা বেতনে আমাদের। আর অফুরন্ত সুযোগ অফুরন্ত সুবিধা অফুরন্ত ভোগ সমস্ত কিছু সেখানে আছে। আর আগাদের তিল তিল করে মেরে ফেলছে; আঙন জ্বলছে উদের পুকের মধ্যে। সিকিউরিটি! আড়াই লাখ টাকার সিকিউরিটি। মন্ত্রীরা হিসাব দিয়েছেন যেখানে শচীনবাবুর সিকিউরিটি ছিল ৮০ হাজার টাকা সেখানে স্ত্রীময় বাবুর সিকিউরিটি হচ্ছে আড়াই লাখ টাকা। বুঝা যায় না, জনসাধারণ থেকে বিচ্যুত হলে মাত্রয় কত আতঙ্কিত হয়? নিজের জীবনের মায়াকতখানি হলে—কার সিকিউরিটি? জীবনতো দেশের জন্ত মানুষের জন্ত সেই জীবন কেড়ে নেবে কেন আপনার? কেন সাহস হয় না তাদের কাছে গিয়ে বলার, কেন সিকিউরিটির জন্ত আড়াই লাখ টাকা খরচ করতে হবে? শুধু আছে, পুলিশ আছে, সিকিউরিটি আছে, তবুও রাত্রিতে দুঃখ দেখেন—এই সরকার থাকবে কি না এই সরকার টিকবে কি না। মানুষের ক্রোধ, মানুষের দুঃখ, মানুষের অসন্তোষ সমস্ত কিছু ফেটে পড়ছে। রক্ষা করতে পারবেন? পুলিশ বাজেট করে তাকে রক্ষা করতে পারবেন? মাননীয় স্পীকার স্মার, সারা ভারতবর্ষে সেই বিক্ষোভ চলছে। এটা শুধু গুজরাটের কথা নয়, এটা শুধু বিহারের কথা নয়, এটা শুধু মাদ্রাস দাঁড়িয়ে খারা লড়াই করে তাদের কথা নয়, এমন কি এই কংগ্রেস সরকার ভোটের বাস্তবের কথা বলছেন যে, ভোটের বাক্সের লড়াই। সেখানে গণতন্ত্রের পরীক্ষা হয় না। যেখানে এই সরকার সমস্ত রকমের হুন্সীতির সুযোগ রেখেছেন সরকার যে ভোটের বাক্সের কথা বলছেন, সেই ভোটের বাক্সের চেগারা, যেখানে গণতন্ত্রের পরীক্ষা হয়, যেখানে সরকার হুন্সীতির সুযোগ রেখেছেন বড় বড় গণিকল্পনার কথা বলে, মোট সৃষ্টি করে, সমস্ত যন্ত্রকে কৃষ্ণগত করে, সমস্ত হুন্সীতি করেও, যে উত্তর প্রদেশের মধ্যে এর আগের ভোটে শতকরা ৪৬টি প্রদত্ত ভোট কংগ্রেস পেয়েছিল, এবার কত? এবারে শতকরা ৩২টা পেয়েছেন। এবার অন্য একটি দলকে ক্রাচ করে, একটা খোড়া মানুষ-এর যেমন একটা ক্রাচ লাগে, তেমনি আজকে কংগ্রেস সরকার সারা ভারতবর্ষে একটা লাঠি পায় কি না, যাকে ভর করে টিকে থাকতে পারেন তার চেষ্ঠা করছেন। সেই উত্তর প্রদেশের বলুন, কেরলাতেই বলুন, কি উড়িষ্যায়ই বলুন, আর উত্তর পূর্ব এলাকাতেতো প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছেন। এখনও ওঁরা বুঝতে পারছেন না। ওঁদের পরিকল্পনা, ওঁদের এই বাজেট, ওঁদের ঐ মোট সৃষ্টি করা, ওঁদের ঐ আতংকের সৃষ্টি করা, ওঁদের এই পুলিশের বিরাট যন্ত্র, কোনটাই কাজে লাগছে না। সমস্তই আজকে ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে এবং তার জন্য আমরা দেখি উপজাতির উপর আক্রমণ, এখন আমরা দেখি যে তাদের শেষ জায়গাটুকুও কেড়ে নেওয়া হচ্ছে, তখন আমাদের মনে বাগতে হবে, এটা কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, সমগ্র মানুষের উপর এই আক্রমণ, সমগ্র শ্রমজীবির উপর এই আক্রমণ। সমস্ত শোষণের বুঝা, সমস্ত সংকটের

দুখী, দেশে যারা পরিশ্রম করে গায়, তাদের উপর চাপিয়ে দিয়ে, অল্প কিছু লোক তাঁরা মজীহ করবে, তাঁরা কন্ট্রাক্টারী, ঠিকাদারী করবে, তাঁরা শিল্প নগরী গড়ে তুলবে, তাঁরা মুনাকার কাল টাকার রাজহ কয়েম করবে এবং এটাকে পুলিশ পাহাড়ায় রাখবে, সেটা ভারতবর্ষের মানুষ মানতে পারে না, মানবেনা, ত্রিপুরার মানুষ মানবেনা। ঐ পাহাড়িদের উপর আক্রমণ যাতে বিচ্ছিন্ন করে দখা না হয়, এটা দেশের মানুষের উপর আক্রমণ। আমরা দেশের মানুষকে বলব একে প্রতিরোধ করার জন্য ঐক্যবদ্ধ হউন। তাহাড়া এই বাজেটের উপর মানুষ আর কোন জবাব দেবে না, আমরাও দেবনা। এই বলে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— শ্রীমধুসূদন দাস।

শ্রীমধুসূদন দাস :— মাননীয় ডিপুটি স্পীকার, শ্রাব, আজকে মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে বাজেট এখানে পেশ করেছেন, আমি সেই বাজেটকে সমর্থন করছি এবং এই বাজেটের উপর আজকে যে বিরোধী দল নেতা আলাপ আলোচনা করেছেন, আমি তার উত্তর প্রত্যোত্তরে কয়েকটি কথা এখানে রাখতে চাই। আজকে বাজেট বরাদ্দের উপর আলোচনা করতে গিয়ে তিনি স্বাস্থ্যের উপর, বেকারীর উপর যে কিছু মন্তব্য করেছেন, সেটা একদিকে যেমন বিভ্রান্তিকর, অতৃদিকে তেমনি অবাস্তবও বটে। কোন সরকার যখনই প্রকিউরমেন্টে নামেন, সেই প্রকিউরমেন্টের সংস্ক চাল, ধান একটা নির্দিষ্ট এবং নিরাপদ স্থানে—গো-ডাউনে রাখতে হয়, সাধারণ মানুষের বিপদের সময় যাতে এই চাল ধান রেশানের মাধ্যমে সমভাবে বণ্টিত হতে পারে। এখানে তিনি বললেন যে বিভিন্ন শাবডিভিশানে এই প্রকিউরমেন্টের চাল ধান রাখার জরুর। বিভিন্ন শাবডিভিশানে যদি ধান চাল অরক্ষিত অবস্থায় রাখা হত, তাহলে দেখতাম উনারাই সাধারণ মানুষকে প্রকাশন, এখন যেমন বলছেন যে জোতদার, জমিদারদের ধান চাল দিতে সরকার নিষেধ করেছেন, সরকারকে দোষারূপ করছেন, সেই অরক্ষিত অবস্থায় ধান চাল রাখলে, সাধারণ মানুষ যদি তা ভাত হা ভাত করে চিংকার করত, সাধারণ মানুষ যদি ভাতে মারা যায়, তাহলে উনারাই বলতেন যে সরকারের লোক ধান চাল লুণ্ঠ করেছে, বিধান সভায় এসে বলতেন যে বিভিন্ন কৃষক থেকে সরকার ধান চাল সংগ্রহ করে এনেছেন, এবং অরক্ষিত অবস্থায় রেখেছেন, সেই ধান চাল, কংগ্রেস গুণ্ডারা লুণ্ঠ করে নিয়ে গেছেন এই হচ্ছে তাঁদের সুবিধামূলক বক্তব্য। আজকে যদি বেকার ভাতা সরকার চালু করতেন, তাহলে ঘুরে ঘুরে কি বলতেন কংগ্রেস সরকার মোটামুটি ভাল? কংগ্রেস সরকারের পক্ষে উনারা উত্থাপিত করতেন, সেটা কি কেউ বিশ্বাস করবেন? উনারা যখনই আমাদের ত্রিপুরা সম্পর্কে বা ভারত বর্ষ সম্পর্কে কথা বলেন, তখনই তাঁরা আমেরিকা, ব্রিটেন, রাশিয়া, জার্মান, ফ্রান্স এই নিয়ে তাঁরা টানা হেঁচড়া করেন, কিন্তু তাঁদের দোস্ত চীন, গানের আজকে দোস্ত বলে ভাবতে উনারা ভয় পাচ্ছেন, অপমানিত বোধ করছেন, তাদের সম্পর্কে তো টু শব্দটি বিধান সভার বাইরে বা ভিতরে করেন না। তার কারণ চীনের সংগে যে গোপন মিত্রানী সেটা একবার ১৯৬২ সনে ভেঙে ছিল সত্য, এবং তাঁদের অনেকের নামই তখন দেশদ্রোহী বলে চিহ্নিত হয়ে আছে, সেই নাম যদি আবার চাঙা হয়ে উঠে, যদি সরকার দেশদ্রোহীদের তালিকা থেকে খোঁজে বের করেন, তাই আপাততঃ মাও-সে তুঙের নাম না বলে কোনরকমে বেঁচে থাকতে পারেন, তবে সুযোগ বুঝে আবার মাও-সে

জিন্দাবাদ বলে পশ্চিমবঙ্গের সাইবাড়ী এবং অন্যান্য কংগ্রেস নেতাদের বাড়ীতে আক্রমণ করতে হুবিধা হবে। আমি একটা কথা তাঁদের জিজ্ঞাসা করতে চাই, তাঁরা যখন পশ্চিমবঙ্গে সরকার গঠন করেছিলেন তখন কি তাঁরা বেকার ভাতা চালু করেছিলেন বা তখন কি ভাল কাজ করেছিলেন? যদি তাঁরা ভাল কাজ করতেন, তাহলে পশ্চিমবঙ্গের জনতা তাঁদের ড্রেইনে নিক্ষেপ করল কেন? আজকে তিনি বললেন যে উত্তর প্রদেশে ২৫ ভাগ ভোট এবার পেয়েছে কংগ্রেস আর এর আগের বারে কংগ্রেস ৪৮ ভাগ শতকরা পেয়েছিল এবং কংগ্রেস লেডা, খোঁড়ার মত গুঁড়িয়ে গুঁড়িয়ে চলছে লাঠি ভর করে। কিন্তু কংগ্রেসের লাঠি হওয়ার জন্য শ্রীরামমূর্তি ইন্দিরার দরজায় ধর্গা দেননি? ডাঙেকে সরিয়ে, গোপালন কি ইন্দিরার শাড়ীর আঁচল ধরার চেষ্টা কি কোন কম করছেন? এবার তিনি কেরলার কথা বলেছেন যে কেরলায় কংগ্রেস খোঁড়া। আমি বলব বিরোধী দল নেভা বোধ হয় খোঁড়া, অন্ধ, উনার ভাল লোকের সম্পর্কে ধারণা নাই। কেরলাতে যদি কংগ্রেস খোঁড়া হয়, তাহলে নাস্তুদিপাদ কি লেডা? তাহলে নাস্তুদিপাদের নামও এখানে টেনে আনা উচিত ছিল, কিন্তু বিরোধী দল নেভা তা বলেন নাই। ওপু'তাই নয়, কেরলা, পশ্চিম বঙ্গ বা পশ্চিমবঙ্গ থেকে সি, পি, আই (এম)কে সাধারণ মানুষ এমনভাবে ডাঙিয়ে দিয়েছে, যার জন্য আজকে ত্রিপুরাতে এসে তাঁরা একটু আশ্রয় নিয়েছেন। ত্রিপুরায় বিরোধী দল হিসাবে...

শ্রীসমর চৌধুরী :— পয়েন্ট অব অর্ডার। বাজেটের উপর বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি কেরলা সম্পর্কে বলেছেন। (গুণগোল)

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— উনারা যদি বাজেট বক্তৃতায় ত্রিপুরা থেকে আমেরিকা পর্যন্ত যেতে পারেন, আমরাও মাত্র কেরলা পর্যন্ত গেছি।

শ্রীসমর চৌধুরী :— ভারতবর্ষের অর্থনীতির পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা এবং তার পটভূমিকা ত্রিপুরার বাজেট। উনি এইসব কি বলেছেন?

শ্রীমুন্সজন দাস :— তিনি ত্রিপুরার পরিকল্পনার কথা বলতে গিয়ে বলেছেন যে ত্রিপুরা সরকার ত্রিপুরার যা বোনেদের লেডটা রাখার ব্যবস্থা করেছেন। কই তিনি হে সেদিন চার পাঁচ হাজার লোকের একটা মিছিল এখানে এনেছিলেন, সেখানে কাউকেতো লেডটা দেখি নাই। সবাই কাপড় পড়া ছিল। তিনি কি একটা লোককেও লেডটা করে আনতে পারেন নাই। প্রায় ১০১২ হাজার লোক সেদিন মিছিল করে এসেছিল, তাদের মধ্যে মা বোনও অনেক ছিল; তাদের তিনি লেডটা করে আনতে পারলেন না? এই হাউসের মধ্যে মা বোনদের লেডটা বললে তারা শুনবেনা, কিন্তু বাইরে যদি বলেন তাহলে মা বোনরা এই অপমানের কথা সত্য করবেনা, কাঁটাশিটা করবে, তাই এখানে এসে এইসব অবাস্তব কথা তাঁরা বলেছেন। অবাস্তব কথা ছাড়া এটা আর কিছুই নয়।

সাধারণত: আমরা যখন বাস্তবাস্ট্রে পাগল দেখি, পাগলের পরনে ছেড়া কাপড় দেখি। ভাল মানুষ তো হুয়ের কথা কাণ্ড সরকার যে পরিকল্পনা নিয়েছেন সেই পরিকল্পনার ভেদে তাদের পাটি নেতার মাথা গরম হয়ে রয়েছে। কারণ এই পরিকল্পনার যদি বাস্তবে রূপায়িত হয় তাহলে

তাদের অবস্থা পশ্চিমবঙ্গ, কেরালা'র মত ধারণ করবে কোন সন্দেহ নাই। যেমন একবার ধারণ করেছিল সবে ধন নীলমণি যাত্রা জুইটি প্রদীপ জ্বলোছিল ৬০এর ইলেকশনে। এইবার আমরা বিরোধী পক্ষের যে আত্মপাতিক সংখ্যা দেখেছি তাতে আমরা ভেবেছিলাম যে বিরোধীদের যে গণতন্ত্র তাদের যে সমালোচনা, সেই সমালোচনা গণতন্ত্রকে প্রানবন্ত করে তুলবে। আর আমরা এখানে দেখছি সেই সমালোচনা গণতন্ত্রকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছে।

তারপর বাজেট আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বাজেটের বাইরে কেরালা, উত্তর প্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যা, ইত্যাদি টেনে এনে যে সব কথা বলেছেন সেটা ঠিক বাজেটের কথা নয়। সেটা সেটা বাজেনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে তিনি এইমত লম্বা চণ্ডা কথা বলেছেন। কিন্তু সাধারণ মানুষ এই লম্বা চণ্ডা শ্রবণ কর্পাত করবে না। মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে বাজেট এখানে উপস্থিত করেছেন সেটা নিশ্চয়ই ত্রিপুরার পক্ষে একটা গৌরবান্বিত বাজেট এবং এই বাজেটের অর্থ যদি আনরা ঠিকঠিক ভাবে ব্যয় করতে পারি তাহলে ত্রিপুরার আমল পরিবর্তন হয়ে যাবে বলে আমার বিশ্বাস। জয়হিন্দ। ৭

মি: ডেপুটি স্পীকার :— শ্রীভদ্রমণি দেববর্মা।

কক্ বস্কক

শ্রীভদ্রমণি দেববর্মা :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় অর্থমন্ত্রী বর্তমান বছরনি বাণ্ডই যে বাজেট পেশ খাইমানি, অ বাজেট গরীব কৃষক, জনসাধারণনি উন্নতি খাইনানি কোন দৃষ্টিভঙ্গি কুরুই। এই যে তিনি সরকার, প্রতিটি বছর, গোটা ২৬টা বছর অঙণা, শাসক গোষ্ঠিনি চক্রান্তনি ফলে তিনি জনসাধারণনি তাম অবস্থা অঙণা আব ছানানি মতয়া। কিন্তু প্রত্যেকটি বছর-ন লক্ষ লক্ষ রাও বিভিন্ন ঋতে চণ্ডনুগ। কিন্তু আজকে গ্রামনি জনসাধারণনি যে সমস্তা, প্রতিটি গ্রামনি যে সমস্তা ঋণ কোনদিন স্রবাহা অঙণিয়া। প্রতিটি বরকনি বিচিত্র অ তিনি হাতাকার ফাই ছকফাইকা, বরগ তিনি খাচিনানি নাইঅ। কিন্তু বরগনি খাঙনানি যে একমাত্রা লামা, অ কৃষিনি ব্যাপারে সরকার তিনি উন্নতি খপটকা ছিহুই চুঙ ছিহুই মায়া। কাজেই কৃষিনি ব্যাপার তিনি, বিভিন্ন এলাকা অ তিনি, বর্তমান যে সমস্তা অ সরকার ব্লক উন্নয়ননি মাধ্যমে জনসাধারণনি কোন সমস্তা সমাধান খাঙ মায়া। তিনি আগরতলা টাউননি বড় বড় ব্যবসায়ী দালালগনি পকেট ভারী অঙখাঙিন, আর বড় বড় দালাল পাকি অঙখাঙিন দেশনি সমস্তা সমাধান অঙণিয়া, এই কক্-ন সরকার ছাঅই মান-না নাওগাহু। তিনি আর আগরতলা দুধান কেন্দ্র স্থাপন অঙণা। কিন্তু অ দুধ সাধারণ গরীব জনসাধারণনি ছেলেমেয়ে মাচানানি কোন পথ কুরুই। যারা গ্রাম এলাকা অ তঙনাই, গরীব কৃষকনি বৃহারণ বরগ অ দুধ ন মাচানানি উপায় কুরুই। অথচ তিনি অর হাজার তাজার লক্ষ লক্ষ বাঙ বরাদ্দ নুগ।

কৃষিনি ব্যাপারে ব ঐ একই অবস্থা। তিনি গত বছরনি খয়ানি ফলে গ্রাম এলাকানি কৃষকগনি অবস্থা আহাই অঙণা যে বরগ মধ্যজনগনি খানি ঋণ জর্জরিত অঙনানি বাধ্য

অঙখা। মতাজননি অগুন পরিশোধ খাইনানি বাগুই বরগ নকনি মাতুই খুন্তুই, মুছক তক ফালনানি বাধ্য অঙখা। অথচ, মুছক ন একমাত্র কুসকনি সম্বল। মুছক কুরুই অঙমানি ফলে সাধারণ কৃষকনি কৃষি খাইনানি পথ বন্ধ। একদিকে তিনি হাজার হাজার মুছক বাংলা দেশ পাচার অঙগ। আৰনি কোন বেকত খানারগ কুরুই। তিনি বিভিন্ন এলাকা, বিশেষ করে মোহনপুর এলাকা প্রত্যেকদিন বাংলাদেশ মুছক পাচার অঙগুই তঙগ। খানানি পুলিশ দারোগা আৰনি কোন বাবস্থা খাইমা কুরুই। যদি কেউ মুছক থকজাঙউ থানা থবর রিঅই পুলিশ তদন্ত ভূপুথে উল্টা দারোগা পুলিশ ন গাড়ী ভাড়া তাই রাঙ ঘুষ রিঅই মা বহর। কিন্তু মন্ত্রীমণ্ডলীরগ আৰন কোন গোল নায়া। বরগ তিনি ছাঅই মান যে গ্রামে গ্রামে আছুক তিনি মাই মাচায়া অঙ তঙমানি থবর আব অপপ্রচার। কিন্তু বরগ গ্রাম এলাকানি গরীব অসহায় বরক-বরগ যে দলে দলে কৃষি দাদন নি বাগুই ব্লক অফিস বরগ, আগরতলা ফাই অই দণ্ডা রিফাইঅ। আব বরগ, এই মন্ত্রীমণ্ডলীরগ হাই মান। কিন্তু এই ১০/২০ টাকা দাদন থয়রাতিনি বাগুই জনসাধারণ যে বুদ্ধক হয়রানি অঙনা নাঙ তঙ আব অ মন্ত্রীমণ্ডলী নজর নারিগুয়া। কুসিলোন, বাকি, তাই অভার ক্রো রিমা থাঙখানি ব ব্লক-বরগ বিশেষ করে মোহনপুর ব্লক তাম ব্লক? সাধারণ গ্রাম প্রধাননি মারফতে বরগ উ চামুঙ খাইঅ। কিন্তু ই থামুঙনি বেশীর ভাগ রাঙ অ গাঁও প্রধান নি এবং কংগ্রেসী দালালবরগ পকেট থাঙগ। যাংফলে জনসাধারণ আসল উপকার কোনদিন অ ব্রকনি মারফতে অঙ মায়া। অ হুঁতি সম্পকে ব্লক কোন অভিযোগ রিখাই ব আৰনি কোন তদন্ত অঙগিয়া। হুঁ গ্রাম এলাকা বেগানে তুইনি অভাব। আৰনি বরকবরগ বাকি পাম্পসেট, অভারফোন বাগুই বঙ দরগাস্ত খাইকা ব্রক। এমনকি মাননীয় কৃষি মন্ত্রীনি থানি বঙ দরখাস্ত বরগ রিখা কিন্তু আর অ ব্রকনি কমচারীবরগ আৰন কোন তদন্ত খাইঅই আৰনি তুইনি বাবস্থা খাইয়া। তদন্ত খাইব যখন তুইনি দরকার আফুরু খাইয়া অই দুইমাস, তিনমাস পরে যখন তুইনি প্রয়োজন পাউ থাঙগ আফুরু বরগ অমানি তদন্ত খাইনা থাঙগ। আবতুই এই ব্রকনি কর্মচারী বরগ চরিব্র। এই অবস্থা যদি চলি তচখাই, সাধারণ গরীব কৃষকনি কোন উন্নতি এই সরকারনি বাজেত বাউ অঙগুলাক,— গরীব-বরগ তেব অবনতি কালানাই আব চুঙ চাই মান। আছুক ছাঅইনি তিনি-নি আনি বক্তৃতা শেষ খাইকা।

বজান, বাকি

শ্রীতদ্রুগনি দেববর্মা :- মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় অর্থমন্ত্রী বর্তমান আর্থিক বছরের জন্য যে বাজেত পেশ করেছেন, এই বাজেতে গরীব কৃষক ও সাধারণ মানুষের উন্নতি করার জন্য কোন নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী নেই। প্রত্যেকটি বছর, গোটা ২৬টা বছর যাবত এই শাসক গোষ্ঠী সরকারের চক্রান্তের ফলে আজ সাধারণ মানুষ কি অবস্থা হয়েছে, সেটা বলার নয়। কিন্তু প্রত্যেকটি বছরেই লক্ষ লক্ষ টাকা বিভিন্ন খাতে আমরা দেখি। অথচ আজকে গ্রামের জনসাধারণের যে সমস্যা, প্রত্যেক গ্রামের যে সমস্যা, সেগুলির কোন সুরাহা হচ্ছে না। সাধারণ মানুষের মধ্যে হাতাকার দেখা দিচ্ছে—ভারা আজ শুধু নিজেদের বাঁচাতে চায়। কিন্তু সাধারণ মানুষের বাঁচার একমাত্র পথ যে কৃষিকাজ, সেই কৃষি ব্যবস্থাকে বর্তমান সরকার যে

উন্নতি করেছে সে কথা আমরা বলতে পারি না। বিভিন্ন এলাকায় কৃষি ব্যবস্থা উন্নয়নে যে সমস্ত সেটা সরকার রকের মাধ্যমে কোন সমাধান করতে পারছে না। ফলে সাধারণ মানুষের সমস্কারও সমাধান হচ্ছে না। আজ আগরতলা শহরের বড় বড় বাবসায়ীদের পকেট ভারী হটলেই এবং এখানে বড় বড় দালানবাড়ী গড়ে উঠলেই দেশের সমস্ত সমাধান হয়ে যায় না— এই কথা সরকারকে বুঝতে হবে। আজকে এই আগরতলায় দুধের কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। কিন্তু সাধারণ গরীব মানুষের ছেলেমেয়েদের জন্য এই কেন্দ্র থেকে দুধ পাওয়ার কোন সুযোগ নেই। গ্রামের গরীব কৃষকের ছেলেমেয়েরা এই দুধ খেতে পারবে—সেই সুযোগ নেই। অথচ বাজারে এর জন্য হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় দেখতে পাই।

কৃষির ব্যাপারেও ঐ একই অবস্থা। গত বছরের খরার ফলে গ্রাম এলাকার কৃষকদের অবস্থা এই রকম শোচনীয় হয়েছে যে তারা মহাজনী মণে জর্জরিত হতে বাধ্য হয়েছে। মহাজনের মণ পরিশোধ করার জন্য তারা গ্রহস্থালী জিনিষপত্র, গরু, ছাগল বিক্রয় করতে বাধ্য হয়েছে। অথচ গরুই কৃষকদের একমাত্র সঞ্চল। গরুর অভাবে সাধারণ কৃষকের কৃষি কাজের পথ বন্ধ হয়েছে। একদিকে আজ হাজার হাজার গরু বাংলা দেশে পাচার হচ্ছে— সেটার কোন রেকর্ড থানাগুলিতে রাখা হয় না। আজ বিভিন্ন এলাকায়, বিশেষ করে মোহনপুর এলাকা থেকে প্রত্যেকদিন বাংলাদেশে গরু পাচার হচ্ছে। থানার দারোগা-পুলিশ এর প্রতিবোধের কোন ব্যবস্থা নিচ্ছে না। গরু চুরির তদন্তের জন্য যদি কেউ পুলিশ আনে উঠে তাকে দারোগা পুলিশের গাড়ী ভাড়া এবং খুশ দিতে হয়। কিন্তু রাজ্যের মন্ত্রী মণ্ডলী এতসবের কোন খোঁজ রাখেন না। তাঁরা বলে থাকেন যে গ্রামে গ্রামে এত যে অনাচারে থাকার খবর সেটা অপপ্রচার। কিন্তু গ্রাম এলাকার যে গরীব, অসহায় মানুষ যে কৃষি দাদন ইত্যাদির জন্য ব্লক অফিসগুলিতে দলে দলে ধর্না দেয়—সেই খবর এই মন্ত্রী মণ্ডলী নিশ্চয়ই রাখেন। কিন্তু ১০।২০ টাকা দাদন খয়রাতির জন্য সাধারণ মানুষকে কতটুকু হয়রানি হয় সেদিকে মন্ত্রী মণ্ডলী নজর রাখেন না। আর কৃষিলোন, বাঁপ এবং অভ্যর্থনা দিতে গিয়ে রাজ্যের ব্লকগুলিতে বিশেষ করে মোহনপুর ব্লকে আমরা কি দেখি? সাধারণতঃ গাও প্রাধানদের মাঝেতে তারা এই কাজগুলি করেন। কিন্তু এই কাজে বরাদ্দকৃত টাকার বেশীর ভাগ এই গাও প্রাধান এবং কংগ্রেসী দালালদের পকেটে যায়। যার ফলে জনসাধারণের প্রকৃত উপকার কোনদিন এই ব্লকগুলির মাধ্যমে হতে পারে না। এই দুর্নীতি সম্পর্কে ব্লকে কোন তদন্ত হয় না। দুই গ্রাম অঞ্চল, যেখানের জলের অভাব, সেখানকার জনসাধারণ বাঁধ, পাম্পসেট, অভ্যর্থনার জন্য একে বহু দরখাস্ত করেছে। এমনকি মাননীয় কৃষি মন্ত্রীর কাছেও তারা বহু আবেদন করেছে। কিন্তু এই ব্লকের কর্মচারীরা সেগুলি তদন্ত করে সেখানকার জলের কোন ব্যবস্থা করেন না। তদন্ত করলেও, যখন জলের প্রয়োজন, তখন তদন্ত না করে দু'মাস তিন মাস পরে যখন জলের প্রয়োজন নুরিয়ে যায় তখন তদন্ত করতে যায়। এই হলো ব্লকের কর্মচারীদের চরিত্র। এই অবস্থা যদি চলতে থাকে, সরকারের এই বাজেতের দ্বারা সাধারণ গরীব কৃষকের কোন উন্নতি হবে না; এই গরীব মানুষদের আরো অবনতি হবে—এটা আমরা নিশ্চিত জানি। এই বলেই আজকের অগার বক্তৃতা শেষ করলাম।

বিঃ ডেপুটি স্পীকার :— শ্রীমংচা বাই মগ ।

শ্রীমংচা বাই মগ :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, ১৯৭৪-৭৫ সনের আমাদের অর্থমন্ত্রা যে বাজেট পেশ করেছেন সেইটা এই বংসরের তুলনায় স্তম্ভ চিন্তা করে পেশ করা হয়েছে সেইটা বাস্তবিক পক্ষে অত্যন্ত আনন্দের কথা । প্রথমে আমি বলছি এখানে যে বংসরের শেষ হতে চলেছে সেই সব দিকে বিশেষ স্তবধার বংসর ছিল না, এইটা মাননীয় অর্থমন্ত্রী মশায় বর্তমান বংসরের অবস্থা সম্বন্ধে উনি ওয়াকিবখাল ছিলেন । এই ওয়াকিবখাল অবস্থায় ত্রিপুরার ইতিহাস ত্রিপুরার ভৌগোলিক দিক দিয়ে চিন্তা করে যে বাজেট পেশ করা হয়েছে সেইটা অনুকরণীয় । আমি বলতে চাই বর্তমান বংসরে দেশের খাদ্য, পণ্য সরবরাহ অবস্থা মাননীয় মন্ত্রীর নিশ্চয়ই অজানা নেই । তা জানেন বলিয়াই আজকে যে বাজেট পেশ করা হয়েছে সেইটা বিরোধী দলের সদস্যরা যে ধরনের সমালোচনা করেছেন স্তম্ভ যুক্তি, কি করলে কি ধরনের চাষ করলে সেইটা আরও ভাল হবে এই ধরনের কোন যুক্তি আমি শুনলাম না । কাজেই আমি আশা করছি আমার পরে বিরোধী দলের আরও সদস্য বনবেন তখন তাদের কাছ থেকে আমরা ভাল যুক্তি পাব । একটা দিক দিয়ে গত বংসর যখন পরা ছিল সেই খরার সময়ে যখন আমরা এই নিদান সভায় অধিবেশনে বসি তখন ত্রিপুরা রাজ্যের আনাচে কানাচে চাউলের দর, খাদ্যদ্রব্যের দর ছিল সেইটা এই বংসরের তুলনায় কিছু কম ছিল । এখন এই অধিবেশন চলাকালে আমাদের এখানে ২-২.৩০ পাঃ চাউলের দর হয়ে গেছে । যেখানে গত বংসর লবণের দর ৪০ পয়সা ছিল এখন এই কিছুদিন আগে লবণ চম্পাপা হয়, সেইটা একটাকা পর্য্যন্ত উঠলো । কিন্তু সরকার সচেতন ওয়াকিবখাল অতিদ্রুত দ্রুতভাবে বিভিন্ন রেশন সোপের মাধ্যমে ৩১/৩১ পয়সা দরে লবণ বিতরণ করা হয়েছে জনসাধারণকে । হয়তো মাঝে মাঝে হুষ্ প্রাপ্য হয় এইটার কারণ সম্বন্ধে হয়তো বিরোধী সদস্যরা অবগত নয় । আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে যোগাযোগের অনেক অসুবিধা । ধর্ম্মনগর পর্য্যন্ত রেল, এঁখান থেকে উত্তর ত্রিপুরা থেকে দক্ষিণ ত্রিপুরা আনতে বিভিন্ন সময়ে বাহত হয় । তারজন্তু আমাদের নিতী প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি হুষ্ প্রাপ্য হয় কিন্তু সরকার সচেতনভাবে ভিতর দিয়ে, আমি দেখেছি, আমি শুনেছি আগরতলার এসে, কেরোসিন গত শুক্রবার থেকে শনিবার পর্য্যন্ত হুষ্ প্রাপ্য । আমাদের কুলাই সমগ্র এলাকায় কেরোসিন রেশন সোপের মাধ্যমে বন্টন করা হয়েছে । এই দিক দিয়ে চিন্তা করতে গেলে আমাদের সাভাবিক ভাবে জীবন যাত্রার যে পরচ বেড়েছে সেইটা অস্বীকার করা যায় না । এই দিক দিয়ে মাননীয় মন্ত্রী মশায় যে বাজেট এনেছেন সেই দিক দিয়ে আলোচনা করে আগামী বছরে আমাদের জীবন যাত্রার মান যাতে আরও উন্নত হতে পারে, গরীব মানুষের জীবনে যাতে আরও কষ্ট না হয় এই দিক দিয়ে সচেতন ওয়াকিবখাল আছে । যেহেতু আমি যদি আমার এলাকার কথা বলতে চাই যে কাঞ্চনপুর এবং আমবাসা এই সমস্ত স্থানের গরীব শ্রেণীর জনসাধারণ, একজন একদিন বাশ কাটলে ৫০টা বাশ পাওয়া যায় সেই ৫০টা বাশের দাম তিন টাকায় বিক্রী হয়, এই তিন টাকায় বিক্রী করে আজকে ৫ জন বিশিষ্ট একটা পরিবারের তিন টাকা দিয়ে খুব বেশী এক কে, জি চাউল নিয়ে যায় আর অস্ট আনা দিয়ে অল্পাল্প ভাবে পরচ করতে হয় । তাই সন্ধ্যার পরে এই গরীব জনসাধারণ লাকড়ী ঘারা বিক্রী

করে, পাশ যারা বিক্রী করেছেন তারা বিক্রী করে এষ্ট তিন টাকা নিয়ে কিভাবে সংসার পরিচালনা করবে এই দিক দিয়ে চিন্তা করতে হবে। গত বছরের তুলনায়, তরতো খরা হলো, ঝড় হলো, পাহাড় অঞ্চলে উপজাতিদের মধ্যে পাট, তিল এবং কার্পাস প্রচুর পরিমাণে পেয়েছিল তারা যথেষ্ট দাম পেয়েছিল। একমণ তিলের দাম একশো টাকা। এষ্ট বৎসর তিল আমদানী হয় নাহ, কার্পাস খুব নেই, মেস্তা খুব হয়েছে বটে এবং ২৮, ৩০ টাকা মেস্তার দর। আজকে উপজাতি এলাকায় যে সমস্ত ১৮ মুড়াতে, বড় মুড়াতে, লংখরাতে যারা আছেন তাদের যে কি ভৌমিকায় জীবনের দিকে তাকালে পরে অবাক লাগার কথা। কিং-দিন আগে উপজাতিদের আমার সংগে আলোচনা করেছি এখানে ঈর্ষদাস রোয়াজার পাড়া তার উপরে বাগানের সংগে তাদের সম্পর্ক অনেক দিনের সেখানে কোন কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা নেই, টেট্ট রিলিফের কাজ সেখানে নেই নাহ, জানি না কর্মচারীরা, অফিসাররা নিয়ম আছে শুনেছি অন্ততঃ পক্ষে বিভিন্ন চূর্ণম জায়গায় যেখানে মানুষের জীবনের সংগে মানুষের সভ্যতার সংগে কোন সম্পর্ক নেই এখানে গিয়ে তাদের অকৃত্য নিরীক্ষণ করা। কিন্তু আমি জানি না এষ্ট সমস্ত পাড়াড়ের উপরে উপজাতিদের অবস্থা কোন অফিসার গিয়ে তদন্ত করেছেন কি না এষ্টটা অবস্থা আমার জানা নেই। আমার মনে হয় এখানকার লোকেরা যেরকমভাবে তারা তাদের মনের অবস্থা বলেছেন এটা বাস্তবিক অবাক লাগে। অতি সম্বর এষ্ট সমস্ত উপজাতি এলাকায় ব্যাপক ভাবে টেট্টরিলিফের কাজের মাধ্যমে তারদিকে পাঁচিয়ে যদি না রাখা যায় তাহলে ভবিষ্যতে ভৌমিকায় অবস্থা পারণ করতে পারে। এষ্ট দিক দিয়ে মধ্য-মশায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বিশেষ করে যেখানে ত্রিপুরা রাজ্যে কৃষকদের গেল প্রথমে প্রয়োজন আছে এষ্ট যে ভূমি সংস্কার আইন এখানে যে কতকগুলি সংশোধনী প্রস্তাব পেশ করা হয়েছে সেট ভূমি সংস্কার আইনের বলে আমরা মনে করি গত ১৯৬২ ইংরাজীতে ত্রিপুরা রাজ্যে ভূমিসংস্কার আইন কমলপুরে চালু করলে তখন জমির পরিমাণ বর্তমানে যে পরিমাণ আছে তার চেয়ে অনেক বেশী ছিল। এষ্ট জমির পরিমাণ করতে গিয়ে কত জমি বড় বড় জোতদারদের কাছ থেকে সরকার নিতে পারলেন, এষ্ট জমিগুলি কত পরিমাণ ভূমিষ্টমকে কত পরিমাণ তারা নাকি ছোট জোতদার তাদের মতো বিলি বন্টন করা হয়েছে সেটটা সরকারের কাছ থেকে কোন হিসাব আমরা পেলাম না। এষ্টবার যে সিলিংটা করানো হয়েছে এষ্ট দিক দিয়া আমি আনন্দিত। বড় বড় জোতদারদের জমি, মাঝারি এবং ছোট কৃষকদের মাঝে, বিতরণ করার যে ব্যবস্থা সরকার করেছেন সেটটা অন্ততঃ পক্ষে এখানে এষ্ট জিনিসটা থাকার প্রয়োজন ছিল মনে হয়। এষ্ট যে ভূমিসংস্কার বিলটা সংশোধনী বিলের যে সমস্ত আলোচনা হচ্ছে সংশোধনী বিলে যে সমস্ত সিলিং করা হচ্ছে এষ্ট সিলিং-এর মধ্য থেকে কত পরিমাণ জমি বড় বড় জমিদার জোতদার থেকে আমরা পাব এবং সেট জমি কত ভূমিকান পরিবারকে আমরা দিতে পারব, এষ্ট ধরনের একটা আভাস যদি এখানে দেওয়া হয়, তাহলে আমাদের বুঝার পক্ষে একটু সুবিধা হয় বলে আমার মনে হয়। বিশেষ করে যখন ১৯৬২ ইং সনে এষ্ট ভূমি সংস্কার আইন পাশ করা হয়েছে এবং এখনও সেই আইন কার্যকরী করা হয় নি। কেন হয় নাহ, সেটা আমি যতটুকু জানি এষ্ট ভূমি সংস্কার আইনে লেখা ছিল যে সমস্ত মহল অর্থাৎ আয়ের

অংশ যখন ১ হাজার টাকা হবে তার ৩০ শতাংশ পরিমাণ ক্ষতিপূরণ দিয়ে সরকারকে সেটা নিতে হবে এই সব জমিদার এবং জোতদারদের কাছ থেকে। এখনও ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে নিলোনিয়াতে বা কমলপুর মহকুমাতে যে সমস্ত চান্দিয়ানা মহল বা বাজারগুলি আছে, সেগুলি এই জমিদার বা জোতদারদের হাতেই রয়ে গেছে। কাজেই ভূমি সংস্কার আইন যেটা করা হয়েছে, সেটা পরিপূর্ণ হয়েছে বলে আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। যেমন কুলাই বাজারের জমি, একজন জোতদারের জমি, তাকে এখনও সেটার জগা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়নি যার জগা সরকার সেটাকে নিজ হাতে গ্রহণ করতে পারেননি। এভাবে বাজারগুলি বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ যেখানল হওয়ার কথা, সেগুলি এখন পর্যন্ত হচ্ছে না এবং তাতে জনসাধারণের অনেক বকম অসুবিধা হচ্ছে। অথচ আমরাও সেই জনসাধারণের অসুবিধার কথাগুলি এখানে বলতে পারছি না বা সেগুলি দূর করার জগা দাবীও রাখতে পারছি না। এদিক দিয়ে আমার মনে হয় এই ভূমি সংস্কার আইন-এর মাধ্যমে জমির যতটুকু সম্ভব গরীব কৃষকের কাছে দেওয়ার জগা সরকার থেকে আরও সূক্ষ্ম ব্যবস্থা গ্রহণ করার দরকার আছে। বিশেষ করে যেখানে ভি, এল, ডবলিউ, আছে—যেমন আমার কমলপুর মহকুমাতে মাত্র ১০ জন ভি, এল, ডবলিউ, আছে, এত কম সংখ্যক ভি, এল, ডবলিউ দিয়ে সমস্ত এলাকাটা কভার করা যায় না। কাজেই সেখানে যাতে আরও বেশী সংখ্যক ভি, এল, ডবলিউ নিয়োগ করে বিভিন্ন সেক্টরে মাধ্যমে গ্রামের জন-সাধারণের সংগে সহযোগিতা ক্রমে কৃষির উন্নতি হতে পারে, সেই ব্যবস্থা আমাদের করা দরকার আর সেজন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আর চিকিৎসা সম্পর্কে এখানে ১৯৭৪-৭৫ সালে আদিবাসী অধিস্থিত অঞ্চলে নতুন প্রাইমারী হেলথ সেন্টার খোলা, একটা প্রাইমারী হেলথ সেন্টারকে ৩০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালে পরিণত করা এবং আর নতুন ১০টি ডিসপেন্সারী খোলার ব্যবস্থা করা হবে। ত্রিপুরা রাজ্যের প্রায়মুহুর্তে সার্বস্বত্ব সম্পর্কে এত উন্নত ব্যবস্থা করা হবে, এটা আগে আমরা কোন দিনই কল্পনা করতে পারি নাই। কাজেই স্বাস্থ্য সম্পর্কে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্য যে ক্রমশঃ উন্নতির দিকে গাচ্ছে, এতে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকতে পারে না। তারপরে আমি জানি যে কমলপুর মহকুমাতে কুলাই হাওয়ার যে স্বাস্থ্যকেন্দ্র আছে, সেটা যদি গংগানগর থেকে কমলপুর মহকুমাতে আসা যায় তাহলে দেখা যাবে, সেটা কমলপুর মহকুমায় এক সীমার মধ্যেই আছে। কারণ একদিকে আঠারঘুড়া অন্যদিকে লংগরাই আসাম—আগরতলা রোডে যখন বিভিন্ন ধরনের এ্যাক্সিডেন্ট হয়, তখন জনসাধারণকে এই কুলাই প্রাইমারী হেলথ সেন্টারে আসতে হয় চিকিৎসা করা। তবে এটা একটা আনন্দের কথা যে কুলাই প্রাইমারী হেলথ সেন্টারে নাকি একটা এম্বুলেন্স দেওয়া হচ্ছে, মাননীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রী মহোদয়, এই কথা আমাকে জানিয়েছেন। কাজেই, এই দিক দিয়ে নজর রেখে এই বাজেট ইয়ারের মধ্যে যাতে কুলাই প্রাইমারী হেলথ সেন্টারটি একটি ২০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালে পরিণত হয়, সেজন্য আমি মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তারপরে আর একটা চুংখের কথা এখানে না বলে পারছি না, সেটা হচ্ছে আমার কমলপুর মহকুমা হাসপাতালে যে রোগী হয়, তার চাইতে অনেক বেশী রোগী রাখা হয় আমার কুলাই প্রাইমারী হেলথ সেন্টারে। সেখানে অবস্থা দুইজন ডাক্তার আছেন। কিন্তু একটা মাত্র কোয়ার্টার আছে

এবং সেট একটি কোয়ার্টারে দুইজন ডাক্তার থাকি কখনও সম্ভব নয়। আমি শুনেছি যে সেখানে আর একটা কোয়ার্টার করার জন্য গত বছর নাকি টেন্ডার কল করা হয়েছিল, কিন্তু সিমেন্ট না পাওয়ার জন্য নাকি কোয়ার্টারের কাজ হচ্ছে না। কাজেই এই বকম একটা অন্তর্বিশা থাকার জন্য ডাক্তারবাণীকে আমবাঁসাতে থাকতে হয় এবং সেখানে থেকে তাকে যাওয়া আসা করতে হয়। আমি জানি না ব্যয় সংকোচনের জন্য এটি কোয়ার্টারটির কাজ করতে অন্তর্বিশা হচ্ছে কিনা, যদি হয়, তাহলে আমি অনুরোধ করব সরকারকে যে এই ছেন একটা কল্যাণমূলক কাজ যাতে দেবী না হয়, সেজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা চবে। তারপর হচ্ছে শিক্ষা এবং কর্ম সংস্থানের কথা। আগে আমাদের ত্রিপুরাতে বিশেষ করে সাবকর্ম মহকুমাত্তে এবং কর্মপূর মহকুমাত্তে এক একটা করে যষ্ট শ্রেণী পর্যন্ত স্কুল ছিল। এখন অবস্থ সেখানে হাই এবং জায়ার-সেকেন্ডারী স্কুল দুটিই আছে। তাছাড়া এখন দিনের পর দিন হাই ও জায়ারসেকেন্ডারী স্কুলের সংখ্যা বাড়ছে। কারণ এটা স্বাভাবিক যে আমাদের জনসংখ্যা বাড়ার সাথে সাথে আমাদের স্কুলের সংখ্যাও বাড়বে এবং চাত্রের সংখ্যাও বাড়বে। কাজেই ইচ্ছাছাত্রীদের লেখা পড়া শিক্ষা করার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। সেই শিক্ষার মাধ্যমে তাদের বাচার বা তাদের চিন্তা পরিবর্তন করার জন্য কতটুকু করা হচ্ছে। সেটা আমি জানি না। কেন না আজকাল দেখা যাচ্ছে যে ছাত্ররা যখন ক্লাস টেন বা টেলিভেন ক্লাস পাশ করে তখন তাদের চিন্তা হয় চাকুরী পাওয়ার, বিশেষ করে সরকারী চাকুরী পাওয়ার জন্য তারা চপল হয়ে উঠে। কিন্তু আমি একটা কথা বলতে চাই, সেটা হচ্ছে এই লেখাপড়া শিখে যদি শুধু চাকুরী করবে, এই মানসিকতা যদি তাদের মনো সৃষ্টি হয়, তাহলে পর তাদের চাকুরী দেওয়ার সমস্যার সমাধান করা কোন দিনই সম্ভব হবে না। কাজেই এই দিক দিয়ে আমাদের বিশেষ ভাবে চিন্তা করার দরকার আছে। কারণ শিক্ষার অঙ্গরূপে বেসিক শিক্ষার যে ব্যবস্থা করার প্রয়োজন, যেমন মাটি দিয়ে পুতুল বানানো, বেত দিয়ে নানা রকমের জিনিসপত্র বানানো অথবা অন্যান্য কাজ যগুলি আমাদের জুনিয়র বেসিক স্কুলগুলির মতো শিক্ষা দেওয়ার কথা, সেটা আমরা এখনো ত্রাৎ ক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছি না। তারপর তারা যখন জায়ার সেকেন্ডারীতে যাবে তখন তারা সেখানে কি শিখবে? তাদের বাচার মত কি শিক্ষা তারা সেখানে পাবে? কাজেই শিক্ষাটা শুধু মাত্র চাকুরীর জন্য না করে তারা যাতে অন্য উপায়ে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে এবং নিজেদের জীবিকা অর্জনের ব্যবস্থা করতে পারে, সেইভাবে আমাদের এখানে শিক্ষা দেওয়ায় ব্যবস্থা করা দরকার বলে আমি মনে করি। মাননীয় মন্ত্রী মশাই এখানে যে ফিগার দিয়েছেন—সেটা হচ্ছে ১৯৭২-৭৩ সালে মোট ২,২৭৪ জনের কম সংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে আর ১৯৭৩-৭৪ সালের জানুয়ারী পর্যন্ত ৫,৩০৩ জন শিক্ষিত বেকারকে চাকুরী দেওয়া হয়েছে। এটা খুবই আনন্দের কথা। কিন্তু একটা কথা তল সাধা ত্রিপুরা রাজ্যের কথা যদি আমরা চিন্তা করি, তাহলে দেখব যে ত্রিপুরা রাজ্যের সব জায়গাতে সবভাবে শিক্ষিত নাই। আজকে আগরতলা শহরে, উদয়পুর শহরে, বিলোনিয়া বা কৈলাশপুরে যেখানে যেখানে কলেজ আছে, সেখানে শিক্ষার যে সুযোগ আছে তাতে শিক্ষিতের সংখ্যা বেশীই হওয়ার কথা। কিন্তু যেখানে এই সমস্ত সুযোগ নাই, সেখানে শিক্ষিতের সংখ্যা কমই হবে। কাজেই এই পর্যন্ত কর্ম সংস্থানের জন্য যে

ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং এই ধরনের একটা সম্ভেদ আমরা না করে পারছি না। এই ব্যাপারে অবশ্য এই বিধান সভাতেই অনেকগুলি প্রশ্ন—উত্তর হয়েছে। কাজেই এই দিক দিয়ে চিন্তা করে ভবিষ্যতে এমন ক'খ পদ্ধতি নেওয়া দরকার যাতে করে সমস্ত এলাকার মানুষের মনের আশা আকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণরূপে পূরণ না হলেও অন্ততঃ আংশিকভাবে যাতে পূরণ করা সম্ভব হয়। তারপরে পি, ডবলিউ, ডি, সম্পর্কে বলতে গিয়ে আমাদের বলতে হচ্ছে ত্রিপুরারাজ্যের বাজেটের মোট বরাদ্দকৃত অর্থের অধিকাংশই খরচ হয়, এই ডিপার্টমেন্টের মাধ্যমে। কিন্তু এখানেও যে কত ঘেরাকল হয়, অথবা লোকে সেটা দেখতে পায় না তবে শুনে এবং সেটা অনুসন্ধান করলে পর আমাদের মত পিছনে পরা এম, এল, এদের পক্ষে অনেক সময় বুঝা সম্ভব হয় না। এখানে শুধু বড় বড় কন্ট্রাক্টারের কন্ট্রাক্টরাই করবেন, ছোট কন্ট্রাক্টারদের কোন জায়গা হয় না। এটা যে কিম্বের ভোয়ে অথবা কিভাবে হয়, এটা আমি জানি না। কাজেই এই দিক দিয়ে একটা কড়া দৃষ্টি রাখার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি। কেন না, তাদের হাত দিয়ে কি পারমাণ টাকা খরচ হচ্ছে, সেটা আমাদের সবাই জানা দরকার আছে। এখানে দেখা যাচ্ছে ৩টা গ্রুপে কাজ হচ্ছে। ৩/৪ লাখ টাকা করে এক একটা গ্রুপে কন্ট্রাক্ট দেওয়া হচ্ছে। যেমন আমবাসা থেকে মরাছড়া পর্যন্ত যে কাজ হচ্ছে, সেই সম্পর্কে আমি গভ্বারেও বলেছিলাম। বলেছিলাম উত্তর ত্রিপুরাতে যে সমস্ত কাজ হচ্ছে, তাতে আমার এলাকার স্থানীয় কন্ট্রাক্টারদের পক্ষে সেখানে যে সব বড় বড় কন্ট্রাক্টার আছে তাদের সংগে কম্পিটিশন করা সম্ভব ব্যাপার। সেখানে যে সব কাজ হচ্ছে, সেজন্য ৪/৫ লাখ টাকা দিয়ে আসাম থেকে বা কাছার থেকে বড় বড় কন্ট্রাক্টারদের নিয়ে আসছে এবং ঐ সব কাজ করার জন্য অনেক লেবারও ঐ সব অঞ্চল থেকে সাথে করে নিয়ে আসতে এবং সেই সমস্ত লেবারেরা আমার এখানকার খাওয়া খাচ্ছে। তাদের জন্য কম করে হলেও হাজার হাজার মন চাউল খরচ করতে হচ্ছে। অথচ ঐখানকার স্থানীয় যে সব উপজাতি বা আউপজাতি শ্রমিক আছে তারা তাতে কাজ করতে পারছে না। কাজেই ছোট ছোট গ্রুপে যদি ১ লাখ টাকার কাজ আমাদের সাধারণ কন্ট্রাক্টারকে দেওয়া হয়, তাহলে তারা সেই সব কাজ করতে পারে, কিন্তু তা করা হচ্ছে না। কাজেই আমি অনুরোধ করব আমাদের স্থানীয় কন্ট্রাক্টারেরা যাতে কাজ পায়, সেজন্য যেন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। কারণ তাহলে আমরা এখানকার উপজাতি, আউপজাতি শ্রমিকেরা কাজ পাবে এবং তার ধারা তাদের জীবিকা নির্বাহ করা যাবে। তাছাড়া আমার এখানকার শ্রম আমার মানুষেরাই খেতে পাবে। এই সম্পর্কে আমি চীফ ইঞ্জিনিয়ারকেও বলেছি, কিন্তু সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নি। তারপর আমার এলাকার কুলাই হাওয়ার অঞ্চলে প্রায় ৪০ হাজার লোকের বসবাস, অথচ আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি ২৬ বছর গত হতে চলল, তবুও সেখানে একটা সলিং করা পি, ডবলিউ, ডির রাস্তা আছে বলে কেউ বলতে পারবে না। জানি না কি কারণে হচ্ছে না। এই সম্পর্কে আমি গভ্ব বাজেট অধিবেশনেও বলেছিলাম। কুলাই বাজার থেকে হরিণমার পর্যন্ত রাস্তা, সেই রাস্তা দিয়ে প্রতিদিন হাজার হাজার যণ কৃষকের উৎপাদিত জিনিষ চলাচল করে, যেমন—তিল, কার্পাস অন্যান্য জিনিষ পত্র। তাছাড়া ঐ রাস্তা দিয়ে হাজার হাজার মানুষ চলাফেরা করে।

ঐ বাস্তাটা সোলিং করার জন্য আমি অনুরোধ করেছিলাম। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে এবং চাঁক ইঞ্জিনীয়ারকেও বলেছিলাম। রাখালভারি থেকে ডলুছড়া-খাসীয়া কলোনী পর্যন্ত যেখানে উপজাতি জমিয়া কলোনী আছে, রিফিউজি কলোনী আছে, আঠারমুড়ায় সেখানে বহু উপজাতি জমিয়া আছে। সেখানে জয়ন্তী ভিলেজ একটা গঠিত হয়েছে। ঐ বাস্তা ৪ মাইল বাস্তা, সুল্লর বাস্তা। চারদিকে জমি ঐ বাস্তাটা সোলিং করার জন্য আমি একজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ারকে অনুরোধ করেছিলাম। কিন্তু সেখানে নন-প্ল্যান বাজেটে টাকা নাই জানিনা এই বাজেটেও টাকা থাকবে কি থাকবে না। আমি কোল্ড শুনেছি আমার এলাকা থেকে—মাতুষ সরাঁসরি না হলেও ভিতরের কথা শুনেছি। আমরা যে জন প্রতিনিধি হয়ে এসেছি, আমরা যোগা প্রতি-নিধি কি না এমন তারা সন্দেহ করবে। আমারও মাঝে মাঝে মনে হয় এই সমস্ত দাবি তাদের নায্য দাবি এইগুলি না হলে হয় না। অন্তত পক্ষে এইগুলি যদি না হয়, এইগুলি যদি না করতে পারি আমারও সন্দেহ হয় আমাদের যোগাজ্ঞা আছে কি না। যদি জনসাধারণ বলে যে তোমাদের যোগাজ্ঞা নাই বাধ্যতামূলক ভাবে আমাদেরও মানতে হবে। সেটিকে চিন্তা করে যাতে ভবিষ্যতে গ্রামের উন্নতি হয়, এলাকার উন্নতি হয়, নায্য অনায্য বিবেচনা করে সমস্ত কিছু লক্ষ্য করার জন্য মাননীয় মন্ত্রীদের লক্ষ্য করা উচিত। বিশেষ করে দিপুরা রাজ্যে যেরকম একটা অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে—আজকে জিনিষ পত্রের দাম বেড়েছে সামনে কি হবে? সরকার আজ চাল ১.৫০পঃ করে দিতেছে সেটি আধ সের করে দিতেছে। বিশেষ করে সেটি আরও বাড়িয়ে দেওয়া উচিত বিশেষ করে আমি এই কথা না বলে পারছি না—গত বছর ১৯৭৩ ছিল এখন ১৯৭৪। ১.৫০পঃ হলে কি হবে, গত বছর কাড় অনুসন্ধানের জন্য যখন ইনকোয়ারী করা হয়েছিল—যাদের কাড় হয়নি তাদের কি দিয়ে দিত? এসেনসিয়েল কমডিটিজ কাড় করে—গরীবরা চিনি পাবে, তেল পাবে, লবন পাবে। তারা চাল পাবে না, গম পাবে না। সেটি তহে পাবে না। পঞ্চায়েতের মাধ্যমে ধান কালেকশন হচ্ছে পঞ্চায়েত আমাদের সাহায্য করেছে। পঞ্চায়েতের মাধ্যমে গাঁওসভাতে কত ধান দেবে সেটা ঠিক করা উচিত। কিন্তু বেশানের দোকানে কত বস্তা চিনি গেল, কত টিন তেল গেল, কত টিন ভাল তেল গেল সেটার কোন ইনফর্মেশন পঞ্চায়েতের কাছে আসে না। কাজেই বেশান সপে কি হচ্ছে না হচ্ছে তা দেখার কোন সুযোগ পঞ্চায়েতের নাই। কাজেই কোন বেশান সপে কি হবে না হবে, কিভাবে চলছে তার ইনফর্মেশন দিয়ে জনসাধারণের সুবিধা হয়। গত বছর বেশান কাড় দিয়েছিল তহশীলদার। এইবার করা হয়েছে, কাড় দেবে পঞ্চায়েত সেক্রেটারী। এই বছর এক নিয়ম, অন্য বছর আরেক নিয়ম। হয়তো আগামী বছর হবে এম, এল, এ'রা বেশান কার্ডের পার্মিশান দেবে। এই করলে কি মাতুষের মনে বিভ্রান্তি হবে না? এই জিনিষটার দিকে চিন্তা করে পঞ্চায়েত প্রধান কিম্বা সেক্রেটারী সত সকলে মিলে যদি বেশান কার্ড দেওয়ার ব্যবস্থা হয় তাহলে ভাল হয়। এই দুই বছরের মধ্যে আমরা এলাকার মধ্যে কোন জবাব দিতে পারছি না। আমি লালকে সাদা করে এসেছি। কাজেই আমি আর কিছু বলতে চাই না। মাননীয় স্পীকার শ্রী, শুধু ঐ দিকে লক্ষ্য করে যে বাজেট আমাদের সামনে এনেছেন সেই বাজেট যাতে ঠিক ঠিক কার্যকরী করা হয় তার জন্য অনুরোধ রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— শ্রীরাধারমণ দেবনাথ ।

শ্রীরাধারমণ দেবনাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছেন এই বাজেট হচ্ছে গরীব মারার বাজেট । এই বাজেটে কৃষকের উন্নতির কোন ব্যবস্থা নেই । যে ত্রিপুরার শতকরা ৯৯ জন কৃষক তাদের কৃষি কণ্ঠের জন্য তাদের শেঁচের কোন ব্যবস্থা নাই তাদের কৃষি ক্ষণের ব্যবস্থা নাই । তাদের কোন বাধের ব্যবস্থা নাই তাদের উন্নতির কোন পরিকল্পনা এই সরকারের নাই । যারা ফসল উৎপাদন করবে—এই বছরই দেখেছি কৃষকেরা ফসলের নাষা দাম শেল না । সেখানে এই মন্ত্রী সভা কি করলেন তারা গ্রামে গিয়ে ধান সংগ্রহ করল—যারা গরীব কৃষক তাদের ধান জোর করে আনলেন । যারা বড় বড় জোতদার, মজুতদার, মুনাফাগোব তাদের কাছ থেকে ধান সংগ্রহ করলেন না । তাদের কাছ থেকে ধান সংগ্রহ করলেন না আমরা দেখেছি । বিজয় নগরের কৃষকের ধান সেথানকার বি, ডি, ও, -মোহনপুরের বি, ডি, ও, থানার পুলিশ নিয়ে লুণ্ঠ করে আনলেন । জগন্নাথ স্তম্ভের বাড়ীতে আস্তান লাগিয়ে দিলেন সিগারেটের আস্তান দিয়ে । কৃষকেরা যখন পাট উৎপাদন করে তারপর তারা পাটের নাষা দাম পায় না । আর যখন তারা ধান উৎপাদন করে তখন বাজারে ধানের দাম কম থাকে । ধান চাল কৃষকের কাছ থেকে চলে যায় এ চোরাকারবারী, মজাভানদের কাছে । তখন ধানের দাম বাড়ে । আর এই ২৬ বছর পরেও এ উন্মিরা সরকার এবং ত্রিপুরায় যে তৃণময় সরকার কৃষকদের উন্নতি করতে পারলেন না । সেখানে জাতির যেকোনও কলেন কৃষক । যদি কৃষকের উন্নতি করা না যায় যদি কৃষক না পাঁচতে পারে তাহলে দেশ পাঁচতে পারে না । সেখানে আমরা দেখছি কৃষক যা উৎপাদন করে তার দাম নাই আর অন্য দিকে কৃষকের জিনিস পত্রের বেশী দাম দিয়ে তাকে কিনতে হয় যেমন ডাল, তেল থেকে আরম্ভ করে লবণ ইত্যাদি অল্পাল্প নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস । যে লবণের জন্য মহাত্মা গান্ধী—তাদের নেতা লবণ আইন অমান্য করেছিলেন আর আজকে এই কংগ্রেস রাজত্ব দেড় টাকা দুই টাকা লবণের কে, জি, লবণ বিক্রী করেন কারা ? এ কংগ্রেসের পেটোয়া লোক যারা তারা নির্বাচনের সময় কংগ্রেস ফাড়ে লক্ষ লক্ষ টাকা দান করেন । আমরা দেখেছি যারা বড় বড় ব্যবসায়ী, যারা মজুতদার যারা মুনাফাগোব তাদের কংগ্রেস রক্ষা করে । আমরা দেখেছি অনেক সময় তারা বলেন যে মাত্র বড়ছে সে জন্য জিনিস পত্রের দাম বাড়ছে এটা মিথ্যা কথা । যদি জিনিসের অভাব হতো তাহলে বেশী দাম দিলে জিনিস কোথা থেকে আসে ? তিন টাকা দাম দিলে কেরসিন পাওয়া যায় দেড় টাকায় লবণ পাওয়া যায় । বাজেট জিনিস পত্রের অভাব নাই । আজকে দুই বছর হল তৃণময় বলুর মন্ত্রী সভা গঠিত হয়ে ৬ এই ৬ই বছরে টুরি ডাকাতি অনেক বেড়েছে । আজকে আমরা দেখছি জিনিস পত্রের দাম সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চলে গেছে । সাবান, তেল, সোডা থেকে আরম্ভ করে নিত্যপ্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিস পত্রের দাম বাড়ছে । সরিষার তেল ১০ টাকা থেকে ১৫ টাকা হয়েছে । একদিন দুটিস আমলে কংগ্রেসীরা বলেছিলেন যে কংগ্রেসী রাজত্ব দিয়াশলাইয়ের দাম বাড়বে না আর এখন একটা দিয়াশলাইয়ের দাম ২০ পয়সা । সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে । যে পেট্রল ৬০ পয়সা ছিল সেই পেট্রল তিন টাকা হয়েছে । কিন্তু পেট্রলের দাম

বাড়ার সাথে সাথে গাড়ী ভাড়া বেড়েছে। আমরা দেখেছি মোহনপুর থেকে আগরতলায় আসতে গেলে এখন লোকের ৫ টাকা খরচ হয়। মন্ত্রীরা আমলাতান্ত্রিক সরকারী গাড়ী করে পরিভ্রমণ করেন। আমরা মোহনপুর দেখেছি যে সেখানে ভাসপাতালের জুড় কোন এক্সপ্লোরেশন ব্যবস্থা নাই। আর ঐ দিকে মন্ত্রীরা বড় বড় আমলারা তাদের বাতায় করার জুড় গাড়ীর ব্যবস্থা থাকে। আজকে ২৬ বছর হল আজকে জুঁগিয়াদের আজকে ভূমিহীনদের পুনর্বাসন ব্যবস্থা হল না। যারা গরীব, যারা ভূমিহীন, যারা ক্ষেত্র মজুর, যাদের বাড়ী নাই, আজ পর্যন্ত তাদের বাড়ীর ব্যবস্থা করতে পারলেন না এত কংগ্রেস সরকার তাঁর এত ২৬ বছরের রাজত্বে। এত মন্ত্রী সভার কাছে আমরা আশা করেছিলাম যে তাঁরা এর ব্যবস্থা করবেন কিন্তু আজকে দুই বছর হল এই মন্ত্রীসভা হল, আজ পর্যন্ত এত জুঁগিয়াদের—ভূমিহীন জুঁগিয়াদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে পারেন নাই। আমি একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি জুঁগিয়া পুনর্বাসনের টাকা কিভাবে মন্ত্রী এবং আমলাদের পকেটে ঢুকে। মংকড়ি দেবী, পতি—কৃষ্ণ দেববর্মা, রাজকাবরাপাড়া, তার স্বামী মারা যাওয়ার পর তার নামে ৬০০ টাকা মঞ্জুর হয়েছিল, তার মপে সে পেয়েছে মাত্র ১০০ টাকা। আমি মন্ত্রীদের কাছে বলেছি এবং আমলাদের কাছেও বলেছি কিন্তু আজ পর্যন্ত তার কোন প্রতিকার হয় নাই। কারণ মন্ত্রীদের থেকে আরম্ভ করে সর্বোচ্চ ডেজাল চলছে।

শিক্ষা বিভাগ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে, আমি বলব যে সেখানে একটা অরাজকতার রাজত্ব চলছে। সদর উত্তর অঞ্চলের একটা স্কুলে শিক্ষক মাসে একদিন, বা দুই মাসে একদিন যান। শিক্ষাবিভাগে জানানো সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত তার কোন প্রতিকার নাই। সুরলাসিং এর মাস্টার বছরে দুই তিন বার স্কুলে যায় কিনা সন্দেহ আছে। আমি শিক্ষা বিভাগে বলেছিলাম, কিন্তু শিক্ষা বিভাগ বলেছে যে আমাদের বলে কি হবে, তারা শিক্ষা মন্ত্রীর লোক, সেইজন্যই এত অবস্থা। জগৎপুর স্কুলে স্কুল খর পড়ে গেছে, আজকে পর্যন্ত সেই ঘর উঠানোর ব্যবস্থা নাই। সেখানে মাত্র একজন শিক্ষক, ছাত্র হল ৩০০। ভাবপুর স্কুলে পাঁচ শ ছাত্র স্কুল খর নাই, ছাত্রদের বসবার জায়গা নাই, দাঁড়িয়ে ছাত্রদের পড়তে হয়। কারণ শিক্ষা মন্ত্রী নিজে দুর্নীতি পরায়ণ। কিছুদিন আগে আমরা দেখেছি (১৯৬৭-৬৮ তে তারিখে) শিক্ষা মন্ত্রীর ছেলের নামে কোর্ট থেকে ওয়ারেন্ট বেরিয়েছিল, সেই ডি, আর, চক্রবর্তীর কোর্ট থেকে সেইজন্য সেই ডি, আর, চক্রবর্তীকে নির্দোশনে যেতে হয়েছিল। শিক্ষা মন্ত্রীর ছেলের নাম দেবাশীষ সোম। মর্যাদার মধ্যে কি চলছে, তার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। আরেকটা কথা এই প্রশংসে বলতে হয়। আমাদের মোহনপুরে সিধাই বি, ও, পি, সেখানকার একজন কলাগাছিয়ার একজন কৃষক নিষারণ দেববর্মা, তার বাড়ীতে গরু চুরি হল, সে সিধাই থানায় এজাহার দেওয়ার পর, বাংলা দেশে বাওয়ার অসমতি চাইল। তাকে তখন বলা হল যে তুমি সিধাই বি, ও, পি-তে যাও। সে সেখানে যাওয়ার পর তাকে সেই বি, ও, পি, ইন চার্জ তাকে যাবতীয় করলেন, এর পকেট থেকে টাকা নিলেন একথা আই, জি, পি, কে আমি জানালাম, কোন প্রতিকার হল না। একটা নয়, আমি সাজট চিঠি দিয়েছি, কোন প্রতিকার নাই। মন্ত্রী থেকে আরম্ভ করে আই, জি, পি সকলেই দুর্নীতিপরায়ণ। এখানে পুলিশ বাজেটে টাকার

বরাদ্দ বেশী রাখা হয়েছে। কেন রেখেছেন? দুর্নীতি, দুষ্খোর, অজ্ঞায়কে চাপা দেওয়ার জন্ত। এখানকার যারা বি, এম, পি, যারা সি, আর, পি, তাদের জন্ত রেশনের ব্যবস্থা আছে, আর আমাদের ত্রিপুরা পুষ্টিশ যারা, তাদের জন্ত রেশনের কোন ব্যবস্থা নাই। হোমগার্ডদের বেতন হচ্ছে মাসে ২০ টাকা। শুনলে আশ্চর্য হয়ে যাবেন যে সিধাই থানায় কি চলছে। সেখানে দাসত্ব প্রথা চলছে। সেখানকার ও, সি নির্মূল বর্ষণ কি করছেন? তিনি সেখানকার যারা হোমগার্ড তাদের দিগ্নে বাসার কাজ করান, তার গরু রাখার কাজ করান, তার প্রমাণ আমার পকেটে আছে। আমি ফটো তুলে রেখেছি। আমি চ্যালেন্স দিচ্ছি এই মন্ত্রীকে, ঐ হোমগার্ড দিগ্নে তার স্ত্রীর কাপড় কাচা থেকে আরম্ভ করে গরু রাখার কাজ করান। ঐ সিধাই থানার ও, সি, । যদি ঐ হোমগার্ড ও, সি'র বাসায় কাজ না করে, তাকে মাসে ৬০ টাকা বেতন দেন, আর একদিন কাজে না গেলে তার থেকে চার টাকা কেটে রাখেন। আরেকজন হোমগার্ড ক্রীস্টনাল রক্ষিত, সে ও, সি'র বাসায় কাজ না করার, তাকে অত্যাচারে যেতে হয়েছে। যারা হোমগার্ড আছে, তাদের দিনে রাতে খাটতে হয়, কিন্তু মাসিক বেতন তাদের ৫০ থেকে ৬০ টাকার বেশী নয়। আরেকজন লোক বেণুলাল ঘোষ, তাকে ও, সি'র বাড়ীতে দেয়া খাটতে হয়, রাজতন্ত্রের মত। (বেড লাইট)। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, শ্রীর, আমাদের আরেকটি সমস্যা দিতে হবে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— আপনি বাজেটের উপর বলুন।

শ্রীরাধাক্রমণ দেবনাথ :— মাননীয় ডিপুটি স্পীকার, শ্রীর, আমরা গতবারে বাজেটেও দেখেছি, এবারের বাজেটেও দেখছি, এই বাজেট গরীব মারার বাজেট। এই ও, সি-কে কোটে পর্যন্ত যেতে হয়েছে মানবানির কেসে। কাজার কাজার গরু বাংলা দেশে পাচার হচ্ছে, তারা গরু রক্ষা করতে পারে না। সদর উত্তর অঞ্চলে এমন বাড়ী নাই, বাড়িতে গরু চুরি না হয়। পত্রিকায়ও দেখা যায়। সিধাই থানায় একাধার দিলে, সিধাই ও, সি, গাড়া ভাড়া বাবদ ৮০ টাকা থেকে ১০০ টাকা দাবী করে, তার প্রমাণ আমার কাছে আছে।

মাননীয় ডিপুটি স্পীকার, শ্রীর, কংগ্রেসের পায়ের নীচের মাটি সরে গেছে। গুজরাটে আমরা দেখছি যে ঐ কংগ্রেস এম, এল, এদের মাথা মুড়িয়ে, গায়ে আলকাতির মাখিয়ে, গাধার পিঠে চড়ায়। আজ গুজরাট থেকে বিহার, বিহার থেকে উত্তর প্রদেশ, উত্তর প্রদেশ থেকে মধ্যপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ থেকে সারা ভারতবর্ষে কংগ্রেস রাজত্বের নমুনা আমরা দেখছি। পশ্চিম বাংলায় কি চলছে? পশ্চিম বাংলায় চলছে সেই ডাক্তার, ইন্ডিয়ানদের ধর্ষণ, অধ্যাপক অধ্যাপিকাদের ধর্ষণ। তাঁদেরকে সরকার ভয়কী দিয়েছেন, কিন্তু তাতেও তাঁরা পিহপা হয় নাই। আজকে আবার পত্রিকায় দেখলাম বাস ধর্ষণ ঘটবে। এইবারকার বাজেটে সাধারণ মানুষের উন্নতির কথা কোন উল্লেখ নাই।

শিল্প সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলতে হয়, ত্রিপুরার প্রধান শিল্প হচ্ছে চা, কিন্তু আজকে সমস্ত চা বাগানগুলি ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এককুণ্ড, সিমলাছড়া এবং কৃষ্ণপুর, আরও অনেক চা বাগান বন্ধ হয়ে গেছে, কই সেট বাগানগুলির উন্নতি করার জন্ত এই সরকারেরতো কোন

পরিচালনা নাহি। এই সরকারতো ব্যাংক জাতীয়করণ করেছেন। সেই ব্যাংক থেকে টাকা কে পেয়েছে? কয়জন বেকার যুবক টাকা পেয়েছে? কেউ পায় নাহি। পেয়েছে ভিক্ষুরা গাঙ্গীর ছেলে ঐ মাক্কাভী ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা করার জন্য পাঁচশ কোটি টাকা এবং আরও আড়াইশ কোটি টাকা তাকে দেওয়া হয়েছে। যদি ঐ কারখানার মোটর গাড়ী বিক্রী না হয়, তাহলে সরকার সেটা কিনে নেবেন। আমাদের দেশে বেকার যারা, যারা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, যারা কৃষক, তাদের জন্য এই ব্যাংক থেকে অণের কোন ব্যবস্থা নাহি।

মি: ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনার টাইম শেষ হয়ে গেছে।

শ্রীরাধারমণ দেবনাথ :— আর পাঁচ মিনিট আর।

মি: ডেপুটি স্পীকার :— আপনার অলরেড ১৫ মিনিট শেষ হয়ে গেছে।

শ্রীরাধারমণ দেবনাথ :— আর পাঁচ মিনিটের মধ্যে শেষ করে দেব আর। যেটি ৪১ কাজার বেকারের মধ্যে তাঁরা দুই কাজার বেকারকে চাকুরী দিয়েছেন। বলছেন। কিন্তু এত দুই কাজার কারা?

চিকিৎসা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে দেখছি এখানে চাটু একটা ডিসপেন্সারী আছে সেখানে ডাক্তারের ব্যবস্থা নাহি। কম্পাউন্ডার আছে ঐমত নাহি। গোপালনগর একটা ডিসপেন্সারী আছে, সেখানে ঐমত আছে কিনা সন্দেহ, কম্পাউন্ডার থাকেনা। এখানে আজকে ২৬ বছর পরেও গ্রামে গ্রামে চিকিৎসার ব্যবস্থা নাহি। গ্রামে কোন ডাক্তারের ব্যবস্থা নাহি। স্কুলের ব্যবস্থা নাহি। গত মাস্ত মাসে মোকনপুর চাটু মৌজায় তুইসয়া গ্রামে সাড়ে তিনশ লোক বেগুন কাট পাওয়ার জন্য দরখাস্ত করেছিল, আজকে ১৯৭৪ সালে মার্চ মাস, আজকে পর্যন্ত সেই সাড়ে তিনশর মধ্যে ৫০জন কাট পেয়েছে কিনা সন্দেহ। কারণ হিন্দুরায় য় রাজহ চলেছে যুনে ধরা রাজহ। মন্ত্রী থেকে আরম্ভ করে আমরা পর পর্যন্ত সমস্ত শাসক গোষ্ঠির ভিতর যুনে ধরা, তাঁরা সবাই তুন্নীতিগ্রস্ত। আমি এক ভূমিহীন কলোনিয় কথা এখানে উল্লেখ করতে চাই সেটা হল মোকনপুর এরকম চক্রাশানগর ভূমিহীন কলোনি। আজ পর্যন্ত সেখানে জলের ব্যবস্থা নাহি। সেখানে ভূমিহীনদের যে টাকা দেওয়া হয়েছিল তাদের নামে ১৯শ, কত টাকা করে মঞ্জুর হয়েছিল, তার মধ্যে কেউ ১ শ, কেউ দেড় শ, কেউ দুই শ, কেউ তিন শ, পেয়েছে। সেখানকার ভূমিহীন কলোনির নেতা হলেন কংগ্রেসের একজন লোক **শ্রী** চিত্ত দেবনাথ নামে একজন গুজলোক।

দিনের ব্যবস্থা সেখানে করা হয়েছিল। কিন্তু আজ পর্যন্ত সেখানে দর উঠে নি। আজ পর্যন্ত সেখানে জলের ব্যবস্থা হয় নি। সেখানে তাঁরা দুই কেন্দ্র করার জন্য গরুর চাষ করবে বলেছে। ভাল কথা। কিন্তু তার জন্য সেখানে ১২০০ লোককে উচ্ছেদ করার পরিচালনা চলছে। অনরপুর থেকে ট্রাউবেলকে উচ্ছেদ করে সেখানে বিছাতের প্রকল্প করছেন যারা গরীব অংশের মানুষ তাদের উচ্ছেদ করে। এবার কাজেটে লিখেছে দুই কেন্দ্র সম্বন্ধে। যে দুই উৎপাদন হয় তা বড় বড় অফিসার এবং যারা কংগ্রেসের লোক তাদের বাড়ীতে যায়। তার প্রমাণ আছে। বাংলা কথা বলে গাইও বুড়া বিয়ানো শেষ। কংগ্রেসের রাজহ ও শেষ হয়ে

আসছে। কারণ আজকে কংগ্রেসে দেখছি দলাদলি। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, এবার যে বাজেট সেই বাজেটে পশুপালন সঞ্চয় বলতে গিয়ে আমাকে বলতে হচ্ছে যে গ্রামে পশু চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা নাই। সেখানে হাজার হাজার গরু চিকিৎসার অভাবে মারা যাচ্ছে। আজকে ২৬ বছর পরেও গরু চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা নাই। পশু মন্ত্রীর হেঁদিকে নজর দেওয়া উচিত।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পশুমন্ত্রী নয় পশুপালন মন্ত্রী।

শ্রীরাধারমণ দেবনাথ :—একই কথা। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, এটো যে নলকপ খনন করা চাইছে, আমি দেখছি আমাদের মোহনপুরে একটা নলকপ খনন করা হয়েছে। সেখানে জল আসে কোনদিন ঘোলা, কোনদিন আসে কোনদিন আসে না। সেখানে পানীয় জলের ব্যবস্থা নাই। আজ ২৬ বছর পরেও গ্রামে গ্রামে জলের অভাব। অনেক গ্রামে এখনও জলের ব্যবস্থা নাই।

মি: ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, আপনার সময় শেষ হয়ে গেছে।

শ্রীরাধারমণ দেবনাথ :—শেষ করছি। আজকে দেখছি রাস্তার সেতু সম্বন্ধে। এখনও ত্রিশুরার অনেক জায়গা আছে এপার থেকে ওপার যাওয়ার ব্যবস্থা নাই। কারণ সেখানে সাত ডিবা থেকে এসেছে একটা রাস্তা কুমলগরে। সেখানে রাস্তার জন্তু অভিযোগ করা হয়েছে। যারা মন্ত্রী তাদের বাড়ীর কাছে রাস্তা ঠিকই হয়। কিন্তু গ্রামের লোকেব জন্তু রাস্তার কোন ব্যবস্থা নাই। কাজেই আমি এটা বাজেটকে গরীব মারার বাজেট আখ্যা দিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

মি: ডেপুটি স্পীকার :—আই উড নাও কল অন ক্রীমিনে প্র দেবনাথ।

শ্রীমনোজ দেববর্মণ :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, বাজেট আলোচনায় প্রথমতঃ আমার মনে হয় গতবারও আমি যা টিক মাস্ট মাসেই বাজেট অধিবেশন করেছি, এবারও আমাদের মার্চ মাসেই বাজেট অধিবেশন বসেছে। এবার যে বাজেট উপস্থিত করা হয়েছে সেটা অত্যন্ত অন্তঃসারস্বপ্ন। কেন আমি এটা কথা বলছি, কারণ গতবার বাজেট অধিবেশনে কৃষি বা শিল্প, মেডিকেল ইত্যাদি অনেক কিছুই উন্নতি করার জন্য মাননীয় মন্ত্রীরা একটা বাজেট অধিবেশন করেছিলেন এবং বলেছিলেন যে আমরা ত্রিশুরাকে আরও অগ্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাব। আজকে আমরা কি পরিবর্তন দেখছি? মোটেই নয়। স্বাভাবিকভাবে একটা কথা মনে হয়, য বর্তমান বছরের মার্চ মাস গণন এল, এক বন্ধু আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে মার্চ মাস এসেছে, এবার বাজেট অধিবেশন হবে। আমি বলছি হ্যাঁ, হ্যাঁ। কিন্তু শচীন সিংহের আমল থেকে শুনে আসছি একটা পরিবর্তন হয়ে যাবে। কিন্তু পরিবর্তন তো উন্নতির দিকে যাওয়া দূরের কথা কংগ্রেসের শাসনের ফলে গরীব মানুষের অবস্থা খারাপের দিকে যাচ্ছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কৃষি সম্বন্ধে বলতে গেলে আমরা দেখব যে মাননীয় মন্ত্রীরা সব সময় বলে থাকেন এ রাজ্য কৃষি প্রধান দেশ, এই রাজ্যের কৃষককে যদি আমরা উন্নত না করতে পারি তাহলে এ রাজ্যের কিছুতেই উন্নতি করতে পারব না। কিন্তু এটা তো মায়া কাল্পনিক। তাই কথায় যা

বলে কাজে কি তারা তা করে? মোটেই নয়। গতবার যখন ফাড হয়েছিল গোয়াটতে তখন গকুলনগর এবং উত্তর দ্বীপাভিল নামে জায়গায় দ্রোণ দেড়েক জায়গায় বালি পড়ে কসলের অন্ত-পশু কুরে বেপেছে। সেটা টেই রিলিফের মাধ্যমে সেই সমস্ত জায়গা যাতে চাষযোগ্য করে তোলা যায় তার জন্য বি, ডি, ও, এর কাছেও গিয়েছি। আমি বলেছিলাম যে টেই রিলিফের মাধ্যমে রাস্তার কাজ না করে কৃষির যাতে উন্নতি হয় সেখানকার ১০।৫ কানি জমির মালিকেরা যাতে কসল ঠিক মত কলাতে পারে তার জন্য রাস্তার কাজ না করে সেখানে টেই রিলিফের মাধ্যমে অন্ততঃপক্ষে বালি সরবার দরকার, এই কথা আমি বলেছিলাম। এস, ডি, ও, সাহেব, বি, ডি, ও, সাহেবরা উনারা বলেন যে আমরা তাদেরকে একশো টাকা, দেড়শো টাকা দিয়ে দেবো। একশো টাকা দিয়ে কি এই সমস্ত জায়গায় বালি সরানো যাবে? এইটা কি যুক্তির কথা হলো? কাজেই মন্ত্রী মহাশয়রা যুগে যাকাত বলেন না কেন, যা চিন্তা করেন না কেন রাজ্যের জনসাধারণের জন্য যত অল্প যত কামা যত কিছু ফেলুক না কেন আজকে জনসাধারণ তাদের যুগোল খুলে দিয়েছে। তাদের অবস্থা আজকে রাজ্যের সমস্ত জনসাধারণ আজকে দৃষ্টিতে পেরেছে। কেন না, কেন বুঝবে না? আমরা তিন বছর আগে তেল কি দরে বেয়েছিলাম, তিন বছর আগে কাপড় আমরা কি দরে কিনেছিলাম, তিন বছর আগে আমরা অত্যাশ্রিত জনসম্পদ লবন বা নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কি দরে আমরা ক্রয় করেছিলাম। সেত দিক থেকে যদি আমরা লক্ষ্য করি তাতলে তো উন্নতি অবনতির কথা আমরা চিন্তা করতে পারি। শুধু কি তাই? এই যে অনেকগুলি এলাকা আছে যেমন বৃষ্টির প্রয়োজন হয় না। পাম্প মেশিনের দ্বারা জলসেচ করলে হাজার হাজার জমিতে জলসেচ করা যায় এবং মনে হয়, গ্রামাঞ্চলে এমন কতগুলি হুড়া আছে যেখানে বাপ দেওয়া সম্ভব নয়। সেখানে পাম্প মেশিন কিট করলে পর বা পাম্প মেশিন দ্বারা জলসেচের ব্যবস্থা করলে হাজার হাজার জমিতে আজকে ৭৫ কসল করতে পারবে। কাজেই আজকে এই ২৬ বছর কংগ্রেস শাসনে পরিবর্তন কি কিছু হয়েছে। কত টাকা ব্যয়ের জন্য ধরা হয়েছে কত টাকা ব্যয় করা হয়েছে সেই সমস্ত টাকা যায় কোথায়? আমরা কি দেখি না? কনট্রাক্টর, মন্ত্রীদের গাড়ীচড়া টি, এ, ডি, এ, বড় বড় অফিসারদের বেতন গাড়ীতে ঘুরে ঘুরে সব শেষ হয়ে যায়। কাজেই এই জনসাধারণ খোয়া কপাল যাদেরতা আর কুলে না। তারপর শিক্ষাক্ষেত্রে তার, গ্রামাঞ্চলে যে সবস্ত সিনিয়র বেসিক স্কুল আছে প্রাইমারী স্কুল আছে, কোন কোন এলাকায় এমন আছে তিন চার বছর হয়েছে স্কুল ভেঙে গেছে, স্কুল হয় না, মাষ্টার মশায়ের আসতে হয় না, মাষ্টার বাড়ীতে বসে বসে বেতন নিচ্ছে। আর কোনখানে স্কুল থাকলেও কোন ফাণিচার নেই, সেখানে ছেলেদের বসার কোন ব্যবস্থা নেই, এমনি নাম কুলসতে একটা সিনিয়র বেসিক স্কুল থাকে, সেখানে মাস্টার মহাশয়দের বসার কোন ব্যবস্থা থাকবে না, এমন কি একথা লাইব্রেরী মেই, এমনকি একটা অফিস ঘর তার কোন ব্যবস্থা নেই। শুধুক তাই আজকে ভারতবর্ষের জনসাধারণ হাজার হাজার আজকে আমরা যদি হিসাব করি শতকরা ৯৫ জন আজকে গরীব সাধারণ বাইরে অর্থাৎ গরীব অংশের লোক তারা আজকে নিজেদের ছেলেমেয়েকে শিক্ষিত করে যদি তুলতে হয় তাতলে তাদের সেই সুযোগসুবিধা পাওয়া দরকার। আমরা ট্রাইবেলদের

সুযোগসুবিধা বাড়ানোর জন্য বারবার বলেছি কিন্তু তারা তো সেটটা করলেন না। কাজেই এটা যে বাজেট অরিবেশন হলো আমরা প্রত্যেকটা নাও মাসে আমরা বসি এটটা তেজ্জ্ব একটা নিয়ম রক্ষা মাত্র। কাজেই ত্রিপুরা রাজ্যের জনসাধারণ যে একটা আশা বা উন্নতির যে একটা আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ হবে আজকে রাজ্যের কোন অংশের মানুষ সেটটা চিন্তা করতে পারে না। মেডিকেলের ক্ষেত্রে, স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে যদি আমরা বিচার করি আমরা গত তিন বছর যাবত আমরা দেখছি বিভিন্ন এলাকাতে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র খোলার জন্য দাবী এটা বিধান সভায় এসেছে কিন্তু গৃহীত করে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র খোলা তো দুবের কথা যেসব জায়গায় খোলা হয়েছে সেখানে ডাক্তার থাকলে ঠিক নেই, অথবা ডাক্তার থাকলে ঘর থাকবে না, স্ত্রীপার থাকবে না, নার্স থাকবে না, আচ্ছা উইন্ডলিভো বাদ দিলাম। কোন কোন এলাকায় মেডিকেল অফিস দরকার। গ্রামাঞ্চলে মেডিকেল দরকার। কারণ একটা প্রস্তুতি যদি একটা সন্তান প্রসব যদি তার একটা ব্যাঘাত ঘটে ভলন ২২২৩ মাইল পর্যন্ত ঘুরাও আনতে হয়। খোয়াইর অবস্থা যদি আমরা বিচার করি তাহলে তেলিয়ামুড়া থেকে কৈলাসহর, কৈলাসহর থেকে খোয়াই এটা হলো মেটন রোড। তাহলে এই পশ্চিম দিক থেকে পূর্ব দিকে যদি আমরা বিচার করি তাহলে কত মাইল আমরা-দেবকে আসতে হবে? তার জন্য সেই মানুষটার জীবন রক্ষা করতে গিয়ে আনতে আনতে ঐ রাস্তায়ই তার প্রাণ শেষ হয়ে যায়। এটা রকম একটা ঘটনা ঘটেছে। তাহলে গ্রামাঞ্চলে স্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলার প্রয়োজন নাই? নিশ্চয়ই প্রয়োজন আছে। কিন্তু সেটটা তারা করবে না। পশু চিকিৎসালয়ে আমরা কি দেখছি, পশু চিকিৎসালয় যেগুলি শরৎকালে আছে সেই সমস্ত জায়গায় তারা বসিয়ে রাখছে। পশু চিকিৎসার জন্য যেখানে সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন গ্রামাঞ্চলে প্রত্যেকটা গাওসভা ভিত্তিতে সেটটা তারা করবে না। কারণ সেই সমস্ত গাওসভার জন্য এই মন্ত্রী সভার, এটা কংগ্রেস সরকারের কোন টাকা থাকবে না। এটা সরকারের বাজেটে টাকা থাকবে না। আজকে এইখানে গ্রামাঞ্চলে যে সমস্ত পশু চরতে কোন কোন সময় এই রকম হয় যে নানা রোগে অনেকগুলি গরু মরে যায় তার থেকে রক্ষা করতে তৎক্ষণাত্ কবাব কোন সুবিধা নাই। এইদিকে ফরেস্ট জ্বলন যেভাবে আরম্ভ করা হয়েছে, আজকে হাজার হাজার জুমিয়া জঙ্গল কেটে জুম চাষ করে তাদের বিকল্প কোন জমির ব্যবস্থা না করে আজকে হাজার হাজার জুমিয়াদের নামে কেস জুলানো হচ্ছে এবং কোন কোন জায়গায় বা কোন কোন এলাকাতে জুমিয়াদের জুম কাটার অপরাধে দণ্ড পঞ্চাশ ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। তাহলে এটা সবকিছু কি জনসাধারণের রক্ষা না তারা জনসাধারণকে ধ্বংস করার যন্ত্র। কাজেই এই ত্রিপুরা রাজ্যের গরীব অংশের মানুষ তাদের উপর কোন আস্থা রাখতে পারে না এবং রাগছেও না। তার জন্য তারা গ্রামাঞ্চলে যাওয়ার সাহস তাদের নাই। আজকে এই রাস্তার মুড়ে গিরেই তাদেরকে আসতে হয়। আমাদের মাননীয় উপজাতী উন্নয়ন মন্ত্রী যিনি তিনি খোয়াই করেদবার গিয়েছেন। উনি কি ভিতরে গেছেন কোন সময় ভিতরে যান নি। রাস্তার যেখানে গাড়ী যায় এবং লগে যে সমস্ত স্কুল আছে এই সমস্ত জায়গায় গিয়ে বলে কি এইখানে হাইস্কুল হবে, আরেকখানে গিয়ে বলেন যে এইখানে হাইস্কুল হবে এইভাবে বলে বলে মানুষকে বিভ্রান্ত করছেন এবং এক দৃষ্টের সৃষ্টি করেছেন। করণী স্কুল ওয়া করে দিয়েছেন আমাদের জানা আছে এবং যদি মহিলা সমিতি গঠন কর,

মহিলা সমিতি গঠন করলে পরে তোমাদের সব সুযোগ সুবিধা হয়ে যাবে। সুভা পাবে, তাঁত পাবে, এই পাবে সেই পাবে। আজকে এই কংগ্রেস রাজ্যে ট্রাইবেলদের এবং মণিপুরীদের যে সামান্যতম কুটীর শিল্প সেইটা আজকে ধ্বংস হতে চলেছে, তারা জায় দরে সুভা পাওয়ার মত কোন ব্যবস্থা তারা রাখছে না এবং উপজাতি একচেটিয়া কনট্রাক্টার বা বেকারদের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশে সেইটা পাচার হচ্ছে আমরা জানি না? এই সমস্ত আলোচনা করতে গিয়ে একজন এম, এল, এ, এগনিকার মাননীয় সদস্য বলেছেন যে, কালকে তো বিরাট একটা সভা হয়েছে কিন্তু লেঙ্গটি পড়ে তো কেউ আসে নাই। উনি মানুষ হিসাবে এইটা চিন্তা করেছেন কি না আমি জানি না। উনি কি গ্রামে যান, গ্রামের চিত্র কি উনি দেখেন। আমার ভো মনে হয় না উনি কি গ্রামে যান। কাজেই এই যে বাল্ফট এইটা অত্যন্ত অন্তঃসার। তাছাড়া মনে হচ্ছে যে আমরা অপোজিশন পাটি আমরা বিরোধী পক্ষের সদস্য যে নকুর কথা আমি বলেছিলাম উনি বললেন আপনারা হলেন বিরোধী পক্ষের সদস্য আপনারা তেঁকে কিছু করতে পারবেন না জানি তার কারণ হলো যত প্রশ্নবাহু ভো সরকার পক্ষের লোক তিনি তো কিছু করতে পারলেন না। উনার সাংগকাংগ চলাচামুগা তারাতো চাকুরীর জন্য দাপলাফি করেছিল কিন্তু তাদের তো চাকুরী হলো না। কথাটা আরেক দিক দিয়ে এইটা বুঝতে হবে সার, সেইদিন রোড ট্রেন্স-ফোর্টের চাকুরীর ব্যাপারে তিনি একটা রাগান্বিত হয়েছেন একটা সাপলিমেন্টারী করেছিলেন, তিনি বলেছিলেন যে খোয়াই থেকে কতজনকে নেওয়া হয়েছে এবং এইখান থেকে রিফাই করা হলো ১১ জনকে নেওয়া হয়েছে। যতবাহু আবার সাপলিমেন্টারী করলেন যে এই ১১ জনের এড্রেস কি খোয়াইতে না আগরতলাতে, তারা আরগতলার লোক খোয়াইর ঠিকানা দিয়ে চাকুরী নিয়েছে। মন্ত্রী মশাই কিন্তু এটার কোন উত্তর দিতে পারেন নি। কাজেই এর থেকে বুঝা যায়, যতবাহু যা বলেছেন, সেটাই ঠিক। কাজেই এর থেকে ত্রিপুরা রাজ্যের জনসাধারণের উন্নতি করতে করতে এমন একটা স্তরে নিয়ে গিয়েছে যে এখন লবন থাকছে না, তেল থাকছে না, কেরোসিন থাকছে না, কাপড় থাকছে না এভাবে কিছুই থাকছে না এমন কি সিমেন্ট পর্যন্ত থাকছে না। কিন্তু থাকছে শুধু মন্ত্রীদের খাওয়া-লওয়া আর গাড়ী হাকাবার ব্যবস্থা। আর থাকছে বড় বড় কন্ট্রাক্টারদের লুঠি করার সুযোগ সুবিধা। আজকে কৃষক বা সাধারণ মানুষের কি অবস্থা? আজকে জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে, কিন্তু কৃষকদের উৎপাদিত যেমন পাটের মূল্য বা ধানের মূল্য অথবা তাদের অজাগ উৎপাদিত জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে না। যখন ধানের লেভী করা হল, তখন গ্রামাঞ্চলে ধানের দাম কি ছিল? রেশনে তো গত বছরে মাভু ১২৬ পয়সা জায়মুলো চাউল কিনে পেয়েছে কিন্তু আজকে সেই জায়গাতে জায়মুলের দোকানে চাউলের কে, জি, প্রতি দাম হচ্ছে ১৫০ পয়সা। লেভিতে তারা ধান বিক্রি করেছে ৯০ টাকায় এক কুইন্টাল আর এখন তারা নিজের প্রয়োজনে কিনে থাকে ১৩০ টাকায়। কাজেই আমি বলব রাজ্য এর জন্ত এখানে বাজেট উপস্থিত করে লম্বা লম্বা বই লিখে মানুষের সামনে সেটা পড়ে শুনানোর যে মোহ, সেটা সৃষ্টিকার সময় এখন আর নাই। আজকে সারা রাজ্যের মানুষ বুঝেন যে যারা কংগ্রেসী করে তারা কি করেন, অন্ততঃ তারা সেটা তাদের অনুভূতি দিয়ে বুঝবার চেষ্টা করছেন।

আমরা কমিউনিষ্ট করি বলে শুধু বেশী দায় দিয়ে কিনতে হচ্ছে তামর, তাদেখ তো সেই দামই দিতে হচ্ছে। আর তারইজন্ত দেখা যাচ্ছে যে মন্ত্রীসভার মধ্যে একটা উলট পালট চলছে, এই উলট পালটই শেষ নয়, একটা আরও বলতে থাকবে। কারণ রাজ্যের জনসাধারণ যখন জানবে বা তারা যখন বুঝতে পারবে যে তারা আমাদেরকে ভাঙ তা দিয়ে তুলিয়ে রাখছে, তখন মন্ত্রী সভার পতন অনিবার্য। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এই কথা বলে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রী শিবরূপ ভূষণ ব্যানার্জী :— মাননীয় তেপুটি স্পীকার, স্যার, আজকে এই কাউন্সে মাননীয় অর্থ মন্ত্রী মহোদয় ১৯৭৪-৭৫ সালের যে বাজেট পেশ করেছেন, সেই বাজেটের প্রতি আমি আমার সমর্থন জানাচ্ছি। এই বাজেট ত্রিপুরার সাধারণ মানুষের প্রতি লক্ষ্য রেখে রচনা করা হয়েছে এবং এই বাজেটের মধ্যে অল্পমত পঞ্চাদশদশ বার্ষিক এবং দেশ ও জাতিকে অর্থনীতিতে দাবলদ্বী করে তোলবার জন্য তাদের চিন্তা রেখেছেন। এই বাজেট সমাজবাদ প্রতিষ্ঠার দিকে লক্ষ্য রেখেছে, এই বাজেট বিভিন্ন দিক দিয়ে লক্ষ্য রেখে ত্রিপুরার মানুষের যে অবস্থা সেদিকে দৃষ্টি রেখে ত্রিপুরাকে অগ্রসর করে নেওয়ার জন্য তার অর্থনীতির বুনিয়েদিকে দৃঢ় করে তোলবার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সমবেশিত করা হয়েছে। এই বাজেট ভাষণের মধ্যে মাননীয় অর্থ মন্ত্রী মহোদয় যে বক্তব্য রেখেছেন তাতেও তার দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। গণতান্ত্রিক দেশে বাজেট রচনার বিভিন্ন ব্যাপারে গণতান্ত্রিক চিন্তাধারা এর মধ্যে রয়েছে। কিন্তু বিরোধী দলের যে ভূমিকা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনার মধ্যে, সেই ভূমিকা তারা যথাযথভাবে এখানে রক্ষা করতে পারেন নি। গণতান্ত্রিক দেশে বিরোধীদলের ভূমিকা কি, তখনো তারা তা জানেন না। তাদের না জানারও কারণ আছে যে তারা গণতন্ত্রে পরিপূর্ণ বিশ্বাসী নয়। কাজেই তাদের এই অবিবাসী মন নিয়ে গণতান্ত্রিক বিরোধী দলের ভূমিকার যে কঠিন দায়িত্ব-বোধ সেই সময়ে তারা তাদের যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারেন নি। তাই এই বাজেটের সমালোচনা করতে হয়, তাই তারা সমালোচনা করেছেন। কিন্তু সমালোচনা করতে গিয়ে এই জিনিষটা করার দরকার ছিল, বা এই জিনিষটা হওয়া উচিত ছিল, এই রকমের কোন সাজেশন তারা এখানে রাখতে পারেন নি। আমি নুপেনবাবুর বক্তৃতার মধ্যে এক জায়গাতে দেখতে পেয়েছি তিনি বলেছেন যে আমরা যদি কৃষিতে একটা বিরাট বিপ্লব ঘটাতে পারতাম তাহলে আমাদের বহু লোকের কর্ম সংস্থান হত। তিনি আরও বলেছেন যে আমরা যদি উৎপাদন বাড়াতে পারতাম তাহলে আমাদের দেশের এই যে অভাব অনটন বার জন্ত দেশের মধ্যে বিরাট একটা অংশের মানুষ হুঃখ দৈন্যে জর্জরিত হচ্ছে, তার থেকে আমরা তাদেরকে মুক্তি দিতে পারতাম। কিন্তু কি ভাবে সেটা সম্ভব, তা তিনি বলেন নি। কেন বলেন নি? বলেন নি এই কারণে যে তাদের প্রয়োজন ছিল বিরোধীতা করার এবং তারা জানে যে এই এই বিরোধীতার ভূমিকা নিয়ে তারা মাঠে ঘাটে যে বক্তৃতা দেন, আমাদের ত্রিপুরার মানুষ অসহায়, হুঃখ দরিদ্র এবং ক্ষুধার মধ্যে আছে, তাদের হুঃখ দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে তাদেরকে সুখবোচক কথা বলেন। বাকচাতুর্য ও তাদের বক্তৃতামালার দ্বারা এই অসহায় মানুষকে টেনে এনে তারা তাদের পার্টির যে উদ্দেশ্য, সেটাকে রক্ষা করার জন্য তাদের যে দৃষ্টিভঙ্গি

গণতান্ত্রিক বিরোধী দল হিসাবে, সেই কর্তব্য ও দায়িত্ববোধ সম্পর্কে তারা ততটা সচেতন নয়। তারাই জ্ঞাত তারা যে স্বর্গরাজ্য গড়ে তুলবেন তাদের কল্পনায়, সাধারণ মানুষের কাছে এই রকম বাকচাতুর্য্য তারা রাখেন চটুলতার জ্ঞাত। কিন্তু এখানে এসে তারা যে কথাগুলি বলেন তাতে সরকারের যে ক্রটি বিচ্যুতি বিভিন্ন ভাবে দেখিয়ে দেওয়ার যে সীটম্যান যাতে সরকারের চিন্তাধারাটা বাস্তবায়িত হতে পারে, সেদিকে লক্ষ্য রেখে তাদের কোন প্রকার সহযোগিতা নাই। কাজেই বিরোধী দলের বিরোধীতা করতে হবে এগুলি তাদের বাচনভঙ্গিমার মধ্যে, তাদের শব্দ যোজনার মধ্যে আমরা দেখতে পাই। মাননীয় ডিপুটি স্পীকার স্যার, আমি দেখেছি যখন সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে খরা পরিস্থিতি চলছে এবং সরকার যখন ত্রিপুরার জনসাধারণের ভবিষ্যতের দিকে চিন্তা করে ব্যাপকভাবে ত্রিপুরা সফরে বাস্তব যাতে কৃষক সাধারণের মধ্যে একটা বৈপ্লবিক চিন্তাধারা আসে যে এই দেশ ভোমরা, এই দেশের এই অবস্থার তোমাকে বাঁচতে হবে, তোমাকে লড়াই করতে হবে যেই কৃষির জমিতে, এই অল্পকৃতি নিয়ে আমরা যখন ফিল্ডে কাজ করছিলাম তখন তো কোন সুস, পি, এম কর্মী বা বিরোধী দলের লোকদের সেই লক্ষ্যে এগিয়ে এসে কাজ করতে দেখলাম না। তাহলে তাদের আসল ভূমিকা কি? তাদের ভূমিকা যখন এখানে যাবে তখন তারা কৃষককে বলবে, তোমরা ত জমি চাষ করছ, কিন্তু তোমাদের তো ধানের দাম বাড়ছে না, এটা শুধু আমার কথা নয়, এটা হয়তো আপনাদের সবাই উপলব্ধি করতে পারবেন। তারাই আবার শহর জীবনে যারা চাকুরী করে তাদের কাছে বলবে যে ধান চাউলের দাম যদি বাড়বে, তাহলে তোমরা কি করে বাঁচবে, কাজেই ধান চাউলের দাম বাড়বে না বাড়বে, সেজন্য তোমরা আন্দোলন কর। এটা বড় চমৎকার ব্যবস্থা। এই কীকি তারা কাকে দিচ্ছে, তারা এই কীকি দিচ্ছে নিজেদেরকে এবং দেশকে তাদের দারিদ্র্যের স্তরোন্নয়ন নিয়ে অজ্ঞতার স্তরোন্নয়ন নিয়ে তাদের অসহায়কে স্তরোন্নয়ন নিয়ে তাদের চিন্তাকে তারা পর্দা দস্ত করতে চায়। যখন তারা জাতির প্রতি দরদী মন নিয়ে না আসে তারা তখনই তা পারেন। যখন তারা বিদেশীর হাতে শুল্কলাবদ্ধ অবস্থায় নাচতে থাকে তাদের কথার ইংগিতে দেখে যেটা শব্দ করে তখনই এই মনোভাব নিয়ে দেশের মধ্যে তারা প্রচার কৃষিগায় নামতে পারে। আমরা দেখেছি প্রতিবার যখন ভারতবর্ষে বিপদ দেখা দিয়েছে জাতির একটা চরম অবস্থার বার বার আমরা দেখেছি তাদের ভূমিকা। কাজেই তাদের সেই ভূমিকা সম্পর্কে জনতা সজাগ এবং সজ্ঞানই নির্বাচনের সময় ত্রিপুরার মানুষ সেই সজাগ দৃষ্টি রেখেই তারা ভোটা দিয়েছে। হ্যাঁ, ১০ বছর ধরে আপনাদের কৃষিকার কথাই বলছি। মাননীয় স্পীকার স্যার, কাজেই বিরোধী দলের কর্তব্য এবং দায়িত্ব সম্পর্কে আরও যতখানি গণতান্ত্রিক হওয়া প্রয়োজন ছিল সেই চিন্তা তাদের নেই। মাননীয় স্পীকার স্যার, তারা প্রায়ই বলে থাকেন যে ২৫ বছর ২৬ বছর-এর রাজত্ব। এই ২৫ বছর ২৬ বছরে কংগ্রেস রাজত্ব দেশ অংগের হচ্ছে কি না সাধারণ মানুষ বুঝতে পারে সেই কারণে যখন ধর্মনগর থেকে আগরতলার যোগাযোগ ছিল না আর এখন? সেদিন ত্রিপুরায় স্কুল ছিল ক'টা আর আজকে ত্রিপুরার দিকে লক্ষ্য রাখুন। তারা বুঝতে পারে নব্বুতম বিজ্ঞান ভিত্তিক যখন কাজ চলছে দেশের মধ্যে তা দেখে তারা বুঝতে পারে এই ২৫ বছর ২৬ বছরে ত্রিপুরার কোন পরিবর্তন হয়েছে কিনা। তাদের

চিকিৎসার ব্যাপারে সরকার সচেতন হয়ে গ্রাম এবং গ্রামান্তরে সেই সুযোগ সৃষ্টি করছে যা পূর্বে ছিল না। কাজেই ২৫ বছরে ২৬ বছরে কংগ্রেস রাজত্বের পরিবর্তনটা কি এটা মানুষ বুঝতে পারে। এটা তাদের বক্তৃতার মাধ্যমে বুঝাতে হয় না বাস্তব অবস্থা থেকেই মানুষ বুঝতে পারে। সেটা সাধারণ মানুষ বুঝতে পারে। কাজেই ফাঁকি মানুষকে দেওয়া যায় না এই ফাঁকি নিজেকেই দেওয়া হচ্ছে। জনতাকে দেওয়া হচ্ছে। মাননীয় স্পীকার স্ত্রী, তারা গরীবের বন্ধু। আমরা দেখেছি কৃষকের বন্ধু, আদিবাসী ভাইদের বন্ধু। এই কতকালের আলোচনায় আমরা দেখেছি তাদের বুক ফাটা আর্তনাদ। দেখেছি তাদের মায়া কান্না। কান্নার জন্তু কান্না রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের জন্য অথচ কোন দিকে তাদের লক্ষ্য নাই। তাই আমরা দেখছি ত্রিপুরার মানুষ ত্রিপুরা যাদের জন্মভূমি তাদের নিয়ে তাদের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় কৌশল আমরা দেখেছি। আমরা দেখেছি ঐ অসহায় মানুষকে দিয়ে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে কিভাবে তারা ধাপে ধাপে উপরে উঠতে পারে। তাদের দিকে লক্ষ্য রেখে ঐ শ্রেণীর অর্থনৈতিক বিনিয়াদ যাতে শক্ত হয় সেই দিকে তাদের দৃষ্টি নেই। যদি সেই দৃষ্টি থাকতো তাহলে সরকার কলোনী করতে চায়—তাদের জুম চায় করে ত্রিপুরায় বাচা সম্ভব নয় এই পরিস্থিতিতে সরকার যখন সেটেল্‌মেন্ট দিতে চায় সেখানে তাদের আর্থিক চিন্তা দিয়ে তারা খেলছে। সেখানে তোমরা যাবে না তাহলে সরকারের গোলাম হবে তোমরা এই অর্থ নিও না বা অর্থ নিলেও আবার তোমরা সরে যাও। আশ্চর্য্য ব্যাপার। কাজেই তাদের দরদী মনের অবস্থা বক্তৃতার মাধ্যমে বুঝতে চাই না বাস্তব দেখেই সাধারণ মানুষ জানে সরকার কি কাজ করছে। কাজেই বাজেটে তাদের বক্তব্যও এই রকমই হবে। এই বাজেটে তারা সমালোচনা করবে কিন্তু কোন গঠনমূলক সমালোচনা—এই এই করা দরকার, করলে ভাল হবে এই রকম কোন সাজেশন তারা দিতে পারেনি। মাননীয় স্পীকার স্ত্রী, আমি দীর্ঘ সময় নেব না। তবে এই বাজেট রচনা ত্রিপুরার সাংবিদ্য উন্নতির জন্তু। এই বাজেটের মধ্যে ত্রিপুরার সাধারণ মানুষ, কৃষক যারা তাদের উন্নতির দিকে লক্ষ্য রেখেই বাজেট রচনা প্রতি বছর করা হয়। কিন্তু বাজেটের উদ্দেশ্য এবং তার অর্থ যাতে যথাযথ ভাবে ব্যয় হয় তার জন্য মন্ত্রীদেব দৃষ্টি রাখতে আমি আবেদন রাখব। কারণ আমাদের পরিকল্পনা রচনা করি পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনাকে রূপ দিতে চাই দেশকে ধাপে ধাপে এগিয়ে নেওয়ার জন্য। আমরা এর মধ্যে কর্মসংস্থান করব এবং টাকা আমরা ব্যয় করব যাতে এই টাকার বিনিময়ে আমাদের উৎপাদন বাড়ে এবং এই টাকার ত্রিপুরার জনসাধারণের আর্থিক উন্নতি লাভ হয়। এই বাজেটের মধ্যে প্রত্যেকটি খাতে ব্যয় বরাদ্দ আছে এবং কি কি কাজ করা হবে সেই সম্পর্কে মাননীয় অর্থমন্ত্রীর ভাষণও আছে। আমি এখানে একটা কথা তুলে ধরব স্বাস্থ্য বিভাগের। সেটি হচ্ছে স্বাস্থ্য পরিকল্পনা সম্পর্কে যে কথা বলেছিলেন সেটি হচ্ছে টি, বি, রোগ সম্পর্কে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, টি, বি, রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য এই বাজেটে লিখা আছে। টি, বি, সাধারণ গরীব মানুষ যারা তারাই আক্রান্ত হয়। আমি দেখেছি সাধারণ কৃষক মানুষ এবং আদিবাসীর মধ্যেই টি, বি, রোগের ব্যাপকতা আমি দেখেছি। হাউসে বিগত ১৯৬৮-৬৯ সালের বাজেট ভাষণের মধ্যে তৎকালীন অর্থমন্ত্রী বলেছিলেন যে টি, বি, চেষ্টা ক্লিনিক ধর্মনগরে একটা হবে। কিন্তু আজ পর্যন্ত তা হয়নি। আজ

ধর্মনগরের একটা রোগী তার টি, বি, হয়েচে কিনা সেটি পরীক্ষা করতে আগরতলা আসতে হবে। ২০০ কিলোমিটার দূর থেকে তাকে আসতে হবে গাড়ী ভাড়া দিয়ে তার সঙ্গে লোক নিয়ে এসে এখানে হোটেলে থাকতে হবে খাওয়া দাওয়া সব কিছু খরচা করে তারপর চেষ্টা ক্লিনিক চেষ্টা পরীক্ষা করাতে হবে। তারপর যদি ঠিক হয় তার টি, বি, আছে তাহলে সে ঐখান পাবে। যদি কঠিন অবস্থা হয় তাহলে এখানে সিট পাবে। সাধারণ গরীব মানুষ যারা ত্রিপুরার, সেটি কি সম্ভব তাদের পক্ষে? এই জন্যই আমি বার বার বলছিলাম যে ঐদিকে একটা টি, বি, চেষ্টা ক্লিনিক করার জন্য। বাঙালি প্রাভিশিয়ান রাখা হয়েছিল বলা হয়েছিল ভাষণে। আজকে আমি বলছি যে তাদের দিকে লক্ষ্য রেখে যেহেতু জাতির কল্যাণকামী চিন্তা নিয়ে এই বাজেট রচনা করেন সেই বাজেটের উদ্দেশ্য যাতে যথাযথ ভাবে রক্ষা যে অর্থ আছে তা যাতে ঠিক ঠিকভাবে ব্যয় হয়—আমি দেখেছি এই বন্ধা বেগুণীরা একটা পরিবার মা বাবা দু'জনেরই টি, বি,। এটা শিশু সন্তান তাদের। তাদের অসহায় অবস্থা নিয়ে আগরতলা এসে টিউমেন্ট করাতে সেই সুযোগ তাদের নেই। আর একদিকে লক্ষ্য করেছি যে সাধারণ গরীব যারা—এখন ব্যবস্থা করা হয়েছে যারা উষ্ম এবং ট্রাইবেলদের তাদের কিছু সুযোগ আছে। কিন্তু আর্থিক অবস্থা খুব খারাপ যাদের তাদের কোন সাক্ষ্যের ব্যাপারে কোন সুযোগ নাই। এই গরীব দেশে এই গরীবের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রেখে—আজকে যে নূতন অভিযান চলছে তাতে আমি মনে করি এখানে যারা অসহায় চিকিৎসার সুযোগ নিতে পারে না তাদের জন্য বাজেটে প্রাভিশিয়ান রাখা দরকার। শুণ্ড উষ্মদের জন্য নয় শুণ্ড আদিবাসীদের জন্যই নয় যারা আর্থিক অবস্থায় পশ্চাত্তপদ দৈনন্দিন খোরাকী জোগাতে পারে না তাদের দিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। যদি তারা সুচিকিৎসা না করতে পারে তাহলে যক্ষার নিয়ন্ত্রণ এর কিভাবে সম্ভব? ব্যাপকভাবে চলছে। কাজেই আমি বলব মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আবেদন রাখব, আগরতলায় মত যন্ত্রা রোগের পরীক্ষা নির্দীক্ষা করার জন্য অত্রতঃ যাতে সুবিধা থাকে তার ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা দেখেছি কৃষিতে এই বৎসর আমাদের যা চিন্তা ছিল, তার উপর ফসল ফলাতে পারব। কারণ এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের ভাষণে আছে, যেখানে খাদ্যশস্য তিন লক্ষ মেট্রিক টন এর কথা ছিল, সেখানে তিন লক্ষ ১২ হাজার মেট্রিক টন হবে বলে আশা করা যায়। কাজেই খাদ্যে এ যে এই বছর ঘাটতির কথা ছিল, তার চেয়ে কম হবে। স্বাক্ষর প্রয়োজন ভিত্তিক যে খাদ্যে অগ্রসর হওয়া এবং আরও বেশী ফসল ফলানো তার দিকে আমাদের দৃষ্টি আছে, সেই দৃষ্টিটাকে আরও ব্যাপকভাবে করা দরকার এবং সারা ত্রিপুরা রাজ্যে সমানভাবে অগ্রসর হওয়া দরকার। আমি কেন একথা বলছি? কেউ হয়তো বলতে পারেন যে আমি আকলিক চিন্তা করছি। কিন্তু আমি যে জায়গায় থাকি, সেই অঞ্চলের কথাই বলতে হয়, সেই ধর্মনগর, সেটাকে কেউ বলত ইউজেন, আবার কেউ বলত ত্রিপুরা রাজ্যের প্লেনারী, কিন্তু আজকে যদি হিসাবে দেখি, কত প্রকিউরমেন্ট এবং বর্তমান বাজার, তাহলে দেখব সেই প্লেনারী আর নাই। লোক সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে ইরিগেশানের যতটুকু ব্যবস্থা করা দরকার ছিল, ততখানি হয় নাই। নূতন ভাবে ডিপ টিউব ওয়েল বসানো হয়েছে,

যার জন্য আশা করা যায় কিছু ফসল পাবে, কিন্তু আরও কিছু সেখানে করা দরকার ছিল। ধর্ম্মনগরে বড় বড় মঠ, খরার উপর বা নদীর উপর নির্ভর করে বসে না থাকে ১২ মাস যে কোন আবহাওয়ার মধ্যে যেগুলি যদি কৃষিযোগা করে তুলতে পারি, তাহলে আশা করি ধর্ম্মনগর আগে যে ইউক্রেন ছিল, আবার সেটা ইউক্রেন হতে পারবে। আমি বলব সেইদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখবার জন্য।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এখানে পশুপালন বিভাগ সম্পর্কে বলছি। আমরা কী ভিলেজ বলে থাকি। কিন্তু এই কী ভিলেজের অর্থ কি? কী ভিলেজ হল গ্রামের চাষি, মানে গ্রামের যে অর্থনৈতিক অবস্থা, তাকে ফিরিয়ে দেবার জন্য, সেটা খুলে দেবার জন্য এটা চাষি। এই দেশের মানুষ, যারা এই বিজ্ঞানের যুগেও লাভস হেড়ে যেতে পারেনি, তার গরুই হল প্রধান সম্বল এবং যে কৃষক এক জোড়া বলদের উপর নির্ভর করে সারা দেশের এবং তার নিজের খোঁরাকী উৎপাদন করে, কৃষকের সেই বলদ যদি মারা যায়, চিকিৎসা না পেয়ে, তাহলে কৃষকের এই অসহায় অবস্থায়, সারা দেশের পক্ষে ক্ষতিকারক। সেই হিসাবে চিকিৎসা কেন্দ্র আমাদের দেশে আরও বাড়ানো দরকার। আমি দেখছি এই বছর কিছু রকি পাবে, আমি পশুপালন মন্ত্রীর কাছে আবেদন রাখব যে ধর্ম্মনগর কতগুলি অঞ্চলে গরুর চিকিৎসা কেন্দ্র না থাকায়, তাদের হালের গরু মারা যায়, তাদের গাভী যখন মারা যায়, তখন তারা অত্যন্ত অসহায় হয়ে পড়ে। দুর্ভাগ্যী চিকিৎসালয়ে তাদের রুগ গরু নিয়ে যাওয়া অসম্ভব অথচ এটা গরুর চাষীদের এক জোড়া গরুই মাত্র সম্বল, তাকে উপেক্ষা করতে আমরা পারি না, যাতে গ্রামের মধ্যে আরও চিকিৎসা কেন্দ্র থোলা হয়, কৃষকের যে অমূল্য ধন গরু, সেই গরু যাতে বিনা চিকিৎসায় মারা না যায়। আর তা নাহলে আমরা কৃষকের জন্য দরদ দেখাতে পারি কিন্তু বাস্তবের সংগে তার কোন মিল থাকবেনা।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আধুনিক প্রযায় কৃষির উন্নতি করতে হলে, তার জন্য জল এবং সারের দরকার। শিল্প এবং কৃষি পুরস্কার নির্ভরশীল এবং কাঁচামাল যদি আমরা না যোগাতে পারি তাহলে শিল্প গড়ে তোলা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। অন্যদিকে শিল্পে কতগুলি জিনিষ আছে যেগুলি কৃষিতে যোগান, না পেলে কৃষিতে বৈজ্ঞানিক প্রথা চালু করা সম্ভব নয়। ধর্ম্মনগরে আমি দেখতে পাই যে সেখানে সিঙিলা বলে একটা জলা ছিল, সেটা বহুদিন আগে বাজেটে দেখেছি প্রতিশন ছিল। সেটা সংস্কারের জন্য টাকা ধরা হয়েছিল। আরেকটি বামনিয়া-ছড়া, সেটাতে যদি বাঁধ দেওয়া যায়, এবং এটাকে যদি পুনরায় রিক্রিমেশান করা যায়, তাহলে কয়েক শত একর জমি উন্নতি লাভ করবে এবং ফসলও বাড়বে। অথচ বর্তমান অবস্থায় সেই অঞ্চলের কৃষক এত অসহায়, কত কত জমির মালিকরা অত্যন্ত অসহায় কারণ তারা প্রকৃতির সংগে লড়াই করার মত শক্তি তাদের নেই। যদি সরকার এদিকে দৃষ্টি রাখেন, তাহলে ছোট ছোট কৃষকদের উন্নতি হবে এবং জিপুয়ার প্রো মোর ফুড কৃতকার্য হবে। এদিক দিয়ে বামনিয়াছড়া এবং সিঙিছড়ায় বাঁধ দেওয়ার জন্য ইতিপূর্বে বাজেটে প্রতিশান ছিল, কিন্তু আজ পর্যন্ত সেটা কার্যকরী হয়নি। বিগত সেশনে আমরা দেখেছি বিরোধী দল নেতা নৃপেন বাবু

আজকে তিনি এখানে নাই, থাকলে আমি উনাকে বলতাম। বিগত সেশানে কুঠির একটি নালী সংস্কারের জন্য সেই অঞ্চলের উপকার হয়েছে, সেই জায়গায় কৃষক এবং জনসাধারণ এতে অত্যন্ত খুশী হয়েছে, সরকারী পরিকল্পনা যতটুকু রূপায়ন হয়েছে, তারই মধ্যে কিন্তু সেদিন নুপেন বাবু সেখানে ষাধ দেবার সময় কতিপয় লোকের কথায় যেভাবে আক্রমণ করেছিলেন, সেই আন্দোলনের পরিস্ফুটনে আমি আজকে বলব যে সরকার যা করেছেন, তাতে মাতৃশ্রমের মঙ্গল হয়েছে কি না? বিরোধীতা করা এক জিনিষ- আর দেশ গঠন করা আরেক জিনিষ। তবুও বলব এই জিনিষটা যদি সরকার আরও আগে নিতে পারতেন, সেই সময়ে যদি বাধ হত, তাহলে লক্ষ লক্ষ টাকা যে ক্ষতি হয়েছে সেটা হত না। আমরা জনপ্রতিনিধি, আমরা অনেক কথা বলি, যাদের উন্নতির জন্য লক্ষ্য করে বলি, যথাসময়ে যদি সেইগুলি প্রতিপালিত হয়, তাহলে অর্থ অপব্যয় অনেক কম হয়, এবং উৎপাদনও ব্যক্তি হয় না। কেন আমি একথা বললাম? কারণ সেদিন যদি এটা করা হত তার যে খরচ, আর আজকে করতে গিয়ে যে খরচ বহন করতে হয়েছে, তা অনেক অংকের কোঠায়, অনেক বড় অংক খরচ হয়েছে, তাছাড়া আগে করলে কৃষকও উপকৃত হত, আমাদেরও অনেক গুণ লাভ হত। কাজেই দীর্ঘ ৬ বছর আমরা ফাটল করেছি, মাত্র বিগত বৎসরে সেটা হল। এইভাবে জনজীবনের অনেকগুলি প্রয়োজনীয় কাজ আছে, যেগুলি করলে পরে অনেকদিক দিয়ে কৃষকের উন্নতি আমরা করতে পারি। কৃষি বিভাগকে আমরা প্রশংসা করতে বাধ্য যে টেম্পারারী ছোট ছোট বাধের মাধ্যমে যে কলসেচের ব্যবস্থা করা হয়েছে, তাতে কৃষক খুব খুশী, যদিও ফ্রাডে সেই সমস্ত বাধ নষ্ট হয়ে যায়, কিন্তু নষ্ট হলেও অনেক কৃষকের উপকারে লেগেছে এটা আমরা বাস্তব ক্ষেত্রে দেখতে পাই। এট যে ত্রিপুরার কৃষক অভ্যন্তর, অর্থনীতি অনেক পেছনে পড়ে আছে, আজকে সরকার তাদের জন্য অনেক করেছেন, কিন্তু আমি বলছি তাদের জন্য আরও করা দরকার এবং যারা গরীব কৃষক, গতবার তাদের যেভাবে সাহায্য দিয়েছে, খরচ পরিস্থিতিতে ত্রিপুরা রাজ্যে শস্ত্র উৎপাদন করার জন্য যে আবহাওয়া তৈরী করেছেন, এটা অন্ততঃ তাঁদের বিচক্ষণতার পরিচয় এবং মাতৃশ্রমকে যেভাবে সার; বীজ দিয়েছেন এবং কর্গচারীরা যেভাবে খেটেছেন, সেটা অত্যন্ত আনন্দের কথা কিন্তু বিরোধী দল থেকে একটি বারও সেকথা বলেন নি।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি ইণ্ডাস্ট্রী সেক্টরে কয়েকটা কথা বলব। শিল্পে আমরা অনগ্রসর। ভারী শিল্প ত্রিপুরাতে কতটা গড়ে উঠবে আমি জানি না। কাগজের কল এখানে হতে পারে। কাগজের কল করতে আমাদের যতটা সম্পদ দরকার তা ত্রিপুরাতে আছে। এখনও সেটা পুরোপুরি অজুযতি পায় নি। তবে আমাদের মন্ত্রীমহোদয়কে বলব জোর চেষ্টা করতে। কারণ ত্রিপুরা শিল্পে অনগ্রসর এবং ত্রিপুরার লোকের বেকারত্ব শুধু চাকুরীতে বা কৃষিতেই খুঁচানো সম্ভব নয়। কাজেই আজকে যদি আমরা আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণ করে কৃষির কাজেই লাগাতে পারি তাহলে কৃষির বেকার যারা আছে তাদের অনেক সুবিধা হবে। কাজেই কৃষি বিপ্লব জানা দরকার। সাথে সাথে যারা শিক্ষিত, অর্ধ-শিক্ষিত বেকার আছে তাদের পক্ষেও এই শিল্প গড়ে উঠলে ত্রিপুরার বহু লোক বীচার পথ পাবে। কাজেই ত্রিপুরার সমস্ত বিশেষ-

বিলম্বের মত সময় এখন নাই। কিন্তু ত্রিশবার ক্ষেত্রে সমস্যা আছে এবং সেক্টরাল গভর্নমেন্ট আশা করি এই দিকে নজর রাখবেন। কিন্তু গ্রামীণ ইণ্ডাস্ট্রী আমাদের করা দরকার। কারণ আমরা যদি সকলেই শহরযুখী হয়ে যাই তাহলে গ্রামীণ লোক যেখানে বেশী সেখানে শুধু ইণ্ডাস্ট্রী করে উন্নতি করা সম্ভব নয়। কাজেই গ্রামীণ শিল্প কিভাবে করা যায় তার দিকে আরও জোর লক্ষ্য রাখা দরকার। এখানে তাঁত শিল্প গড়ে তোলা যায় কিনা সেটা লক্ষ্য রাখা দরকার। ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এন্ট্রি ধর্মনগর করার জরু আমি বহুবার বলেছি। সেখানে যোগাযোগের সুযোগ আছে। এবার আমরা দেখেছি বাজেটে এবারও ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এন্ট্রি করা হবে। ধর্মনগর করবে সেটা বার বার লেখা থাকে। কিন্তু যদি আমরা ইণ্ডাস্ট্রীতে অগ্রসর হতে চাই তাহলে এত দেরী লাগবার কথা নয়। কাজেই শিল্প বিভাগের আরও প্রয়োজন ছিল সেই দিকে লক্ষ্য রাখা। সাধারণ একটা ব্ল্যাকস্মিথ ইউনিট ছনের ঘরে চলছে। যদি একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয় তাহলে কত টাকা লোকসান হবে? বাজেটে তাঁরা টাকা রেখেছেন। কিন্তু জনতার সরকারের কার্য তারা রূপায়িত করছেন না। সেহ দিকে দৃষ্টি থাকা দরকার। আর বিরোধী দলের একমাত্র উদ্দেশ্য হল তাহলে আমি বলব যে দেশকে গড়ে আগে দরকার। সেখানে সরকার চাই-ছেন দেশকে গড়ে তুলতে সেখানে উদ্বলতা এনে রাষ্ট্রের কাজকে পিছিয়ে দেওয়ার মধ্যে বিরোধীতা থাকতে পারে কিন্তু দেশপ্রেম আছে বলে মনে করা যাবে না কাজেই যারা দেশপ্রেম দেখাতে চায় তারা যে যেখানে আছে সেখানে থেকেই কাজ করা দরকার। গণতান্ত্রিক দেশে শুধু সরকার পক্ষ নয় সমমর্যাদায় তারাও আসতে পারেন। কাজেই তাদের দায়িত্ব থাকা দরকার এবং তাদের এগিয়ে আসা উচিত। আজকে যে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি করেছে তাতে মন্থনের যে কষ্ট হচ্ছে সেটা অবর্ণনীয়। সেটা চাকরী যে করে তার পক্ষেও যে করে না তার পক্ষেও। চাকরী যে করে তার একটা কুজি আছে। কিন্তু যার জায়গা জমি নেই, চাকরী নেই তার পক্ষে কত কষ্টকর। যদি তেলের দাম, লবণের দাম বেড়ে যায় তাহলে তার উপর অবর্ণনীয় হুর্দশার আসে। কাজেই এই বাজেটে যে লক্ষ্য আছে সেই লক্ষ্য থেকে বিরোধী দল বা কর্মচারীরা কেউই যেন সেই লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত না হয়। কাজেই এই আবেদন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—শ্রীকালীদাস দেববর্মা।

কক-বরক

শ্রীকালীদাস দেববর্মা :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমার বক্তব্য আমি কক-বরক ভাষায় রাখবো। এই যে ১৫ই মার্চ যে অর্থমন্ত্রী বাজেটনি উপরে আনি আলোচনা খাইনানি প্রয়োজন ততগুই আও তিনি আলোচনা খাইনানি বাঙাই আও নাই-অ। এই যে বাজেটনি উপরে আলোচনা খাইনানি খাঙখানি যে বাজেটনি বই-ন পড়ি নাইমানি ফলে তিনি অনেক রাওনি খুব বিভিন্ন ভূগ। কিন্তু এই রাও বিবিধ কাজ ফানাঙনানি খাঙনাইবগ কিংবা যারা মন্ত্রী-মন্ত্রীরগ ই রাওন যে অপব্যয় খাইমানি ফলে এবং ব্যর্থতা অতগুই খাঙমানি ফলেন আনি

প্রয়োজন তিনি অব আলোচনা খাইনানি ফাই হুকফাই-অ। বার ফলে এই যে বাজেতনি মধ্যে যেটা তিনি এই যে, সারা ত্রিপুরানি যারা উপজাতি মহিলা অথবা মণিপুরী মহিলা নিজিনি তাঁতবাই বি তৈয়ার খালাই-অই যারা বিন ব্যবহার খালাই মাননাইরগ বরগনি যে দরকার খুড়ুনি ই প্রয়োজন তঙমানি ফলে সারা ত্রিপুরানি যারা মহিলা সমিতিরগ ব্যাপকভাবে এই যে ত্রিপুরা সরকারনি থানি অনেক আবেদন নিবেদন খাইমানি ফলেব তিনি ই ত্রিপুরা সরকার ই ত্রিপুরা-অ খুড়ু বিলি বটন খাইনানি ব্যাপারে এই যে বাজেতনি বই-অ অব কিছুই উল্লেখ ফাই হুক-ফাইয়া। কারণ, এই যে যারা কলিং পাটিনি মাননীয় সদস্তরগ যে বক্তব্য নারিখ তঙমানি ফলে এই বাজেত-ন খুব খে ধন্তবাদ কু-অই খাঙগ। কিন্তু আঙতো যে বাজেত-ন ধন্তবাদ রিমানি ফলে আঙ সম্পূর্ণ বনি ব্যর্থতা মুগ। কোনদিন বই বাজেতনি ধারাই সাধারণ মানুষ, গণতান্ত্রিকনি মানুষ কেবন উপার্জন খাইনানি কোন লেখাব অব ফাই হুকজাক ফাইয়া। কোনদিন সাধারণ মানুষ, যারা কৃষক মানুষ ই বাজেতনি ধারা সমস্তা সমাধান খাই খাঙ মানগালাক। অব আঙ বর্তমান তুতভোগী—অব আং ছিঅ। নিজি বর্তমান এলাকার্নি যে বরকনি কি অবস্থা তঙ কুরুই আং আনি সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা তঙগ। কাজেই-ন এই যে বাজেতনি ধারা যারা বড় বড় ব্যবসায়ী, যারা বড় বড় জোতদার, বড় বড় ধনী ছাড়া এং বাজেতনি লেখানি মতে, যে ই বাজেত লেখা অকনি মতে কোন দিম-ব লাভ অঙনানি কোন পথ কুরুই। যারা এই যে যারা এই ত্রিপুরা মহিলা সমিতি হিহুই হয়তো মাননীয় মহামণ্ডলী পক্ষ থেকে, উপজাতী উন্নয়ন মন্ত্রী পক্ষ থেকে সারা ত্রিপুরা হয়তো ডাক রিখা—এই যে মহিলা সমিতি যদি গঠন খাটকা হিনকাই, তিনি কংগ্রেসনি কাজ খাইকা হিনকাই প্রত্যেক ঘরে ঘরে, প্রতিটি পাড়ায় পাড়ায় ই সূতা বিলি বটন খাইনা হিহুই। এই উপজাতি মহিলায়-ন এই বাজে কুক বি-অই, দীর্ঘদিন এই যে ভাঙতা বিঅই, যে অনুরত জাতিনি, মহিলায়-ন যে ভাঙতা রিমানি—আব আঙ সম্পূর্ণ ছি-অ। এই যে মহিলা সমিতি গঠন খাইকা হিনকাই, সূতা মাননাই—এই যে পাড়াড় অঞ্চল ঘরে ঘরে হৈ চৈ অবস্থা—এই যে অবস্থা আব ভাঙতা ছাড়া কিছুয়া। এত ২৬ বছর ধরিয়া কংগ্রেসনি পরিচালিত যে সাধারণ বরকনি উপর যে নির্ধ্যাতন খাই ফাইমানি ফলে ই বাজেতনি আনি প্রয়োজন ফাই হুকফাইঅ সমালোচনা খাইনানি। প্রয়োজন ফাই হুকফাইঅ আনি তিনি আলোচনা খাইনানি। এই অবস্থায় যদি এই বাজেতন পরিচালিত খাই তঙমানি ফলে কোন দিন-ব সাধারণ বরকনি বক্ষা কাই হুক-ফাইগালাক, কোনদিন সাধারণ মানুষনি উপকার ফাই হুক-ফাইগালাক। তিনি যদি ঠিক ঠিক সারা ভারতবর্ষ গণতন্ত্র যুগ-ন যদি পরিচালনা খাই তকম তঙখা হিনকাই, কত গণতন্ত্রনি অধিকারতো কোথাওব মায়া। সেই-সেই অধিকার তিনি, সেই মুক্তনি খাইকা সাধারণ বরকরগ সম্পূর্ণ বকিত অঙ তঙ। এই বকিত-নি খাইকা কোনদিন মুক্তনি পথ কুরুই। কিভাবে এই বকিতনি খাইকা মুক্তনি পথ কুরুই? এই সাধারণ পিয়ন খাইকা মন্ত্রীমণ্ডলী পর্যন্ত ঘূষখোর অঙ খাঙমানি ফলে সাধারণ বরকনি কোনদিন মুক্তনি পথ হুকফাই-গালাক হিহুই আঙ নিজি মনে খালাই অ। যদি সারা ভারতবর্ষ যদি এই ঘূষখোরনি খাইকা মুক্ত খালাহ মন যদি বিবিয়া হিনকাই ভারতবর্ষ-অ সাধারণ মানুষনি কোন দিন-ব মুক্ত কাই হুক কারারু হিহুই অঙ-আখা খায়া। বার ফলে সাধারণ পিয়ননি হুইতে

মন্ত্রীমণ্ডলী পর্যাপ্ত ঘূষণের অভাবানি আরম্ভ অণুখ। আমলাতন্ত্রনি মধো-অ ঘূষণের চলি-
নানি আরম্ভ অণুখ। এই যে ঘোষণার পরিচালিত অর্থমনি ফলে সাধারণ বরকানি দিনের
পর দিন এই যে অবনত পাওনা মা কালোইখ। যার ফলে গরীব অভাবানি বাধা কামলক অণুখ।
যারা পাঁচ কাণি কেহ তড়ানাইরগ সেই মালিক সামগ্রী অঙ্গুষ্ঠ থানানি বাধা কামলক
চকফাই-অ। যার ফলে, এত যে ঘূষণেবনি শ্রমিকনি থাই মায় ছা পর্যাপ্ত কোনদিন-ব
সাধারণ বরকানি উক ব অভাবানি কিছুই আও আশা থালাইখ। যোগত ৭৩ মালনি ১১ ডিসেম্বর
তাবিখ এই যে চিনি সি, পি, এম নি পক্ষ পাঠকা মাঝ নিপুবা বক্ষ যোদিন ৭৬ ডাক রি-অ -সেই
দিন কংগ্রেসনি পরিচালিত চিনি সি, পি, এম, নি নিপুবা বক্ষ ডাক-ন বানচাল থাইনানি
চেছা থাইমনি ফলে সেইদিন সারা আর্থিক গ্রাম প্রচার থাইমনি কিভাবে প্রচার থালাই? যারা
এলাকানি কংগ্রেসনি দালাল থালাই-নাইরগ সেই প্রচার থাইমনি অত্যন্ত দুঃখজনক।
সেইদিন মিছিল ফার যারা মিছিলবগ যোগদান থাইকা চিনকাই, পশোকটি যারা মিছিল
যোগদান থাইকাই বরগ খুড়ুও বাকিল ব বাকিল মায়ুই থানাই -এভাবে বরগ প্রচার থাই-অই
সেইদিন মিছিল থাইনানি চিফ, হাজা ব কাকারে বরক ফাইলনা কিছুই- অও নিজনি মকল
থাই মগ। কিন্তু গ্রাম অকল এইভাবে ভাগুতা রি-অই পরিচালিত থাই-অই সাধারণ বরক-ন,
যারা নিরীক তড়ানাইরগ-ন এইভাবে দিলাস্ব যদি পাঠকা চিনকাই এই বাজেত ভাগুতা ছাড়া থাই
কিছু-অ। এই কংগ্রেস শাসন তড়ানাই কোনদিন-বই ভাগুতা ছাড়া সাধারণ বরকানি থানি
পচার থাইমনি মগ-ইখ। এত যে বর্তমানে তড়াক এই ত্রিপুরানি অপর্যাপ্ত ধরনি অও তড়খ।
যেহেতু নিজি মন্ত্রী অণুখই, নিজিনি বাতাহুরী ক্ষুধকনা পাঠখানি ই প্রেরা রাকানি গরীব কক্ষকনি
অবস্থা কি ধরনি অও তড়খ। -আব বরগ ছাঅই মানগালাক। ই যে পক্ষ মনি পু, তে মাই মোতি
থাই-অই, যে সংগ্রহ থাই-অই সরকার ছুঁব ফাইমনি ফলে ধরে ধরে অনাচার অভাবানি শুরু
অও ফাইকা, শতকরা ৯৫ জনানি নগন অনাহারি অণুখই ফাইকা তড়াক বর্তমনি এই মাস থরা
চলে নাহমনি ফলে। কিন্তু কোন দিন ই সরকার আবন নজর থালাই গলাক। কিন্তু নিজিনি
বাতাহুরী ক্ষুধকনা পাঠই ধরে ধরে সাধারণ বরকানি থানি। মানিকনি থানি মাই ত্রিপুরা ই তড়ুই
ফাইমনি ফলে তড়াক গ্রামে গ্রামে অনাচারি তড় অও ফাইকা, অনাচারি দখা ক-অই তড়খ।
কিন্তু তড়াক গ্রামে বেশন দোকান যে জাগা তড়খানি সে বেশন দোকান টিক টিক মতে সাধারণ
সাধারণ বরক-রগ কোন দিন-ব গায়া মূল্য ম টরুও মাননানি পক্ষ কুরুই। যার ফলে, সাধারণ
বরক এই মাইকুও দুই টাকা, অড়াই টাকা থে পাঠ চাননি বাধা কামলক চক-ফাই-অ। ই
২৬ বছর কংগ্রেসনি শাসননি ফলে সাধারণ বরকনি কিভাবে নিযাতনে কালাই তড়, কিভাবে
উৎপাড়া ফাই তড়-অব সম্পূর্ণ নিজিনি মকলবাহুক থাইমনি। অব সম্পূর্ণ আনি নিজিনি
থানি ফাই চকফাই থানি বাণ্ডই-ন ই আলোচনা-ন থাইনানি ফাই চকফাই-অ আনি থানি।
এই যে নিজিনি ই বাতাহুরি ক্ষুধকই বরক ছাকা—ত্রিপুরা-অ মাইকুও বাইরেনি কইতে তুগই
ফাইনানি থাই প্রয়োজন নাঙগালাক, ই ত্রিপুরানি গত বছরনি যে মাইকুও ই মাইকুওনি
ধাড়াই-ন ত্রিপুরানি সমস্ত সমাধান অণুগাহু। এই যে প্রচার বরকনি থানি ই যে প্রচার থাই
অই, যে কক-কাহাম কাহাম যে ছা-অই থানাকথানি ই কক সম্পূর্ণ বাণ্ডতা ফাই চকফাই-অ,

সম্পূর্ণ দার্পিতা হই বরকনি থানি ফাই কুকজাক ফাই-অ। কোনদিন ই ভাস্ততা দ্বারা, ই ককনি দ্বারা ই শেখীদিন ইড মানগালাক ই সরকার। দিনের পর দিন বরক ছিচাই ফাই-অ, দিনের পর দিন গুগ এঃ যে ২৬ বছর পঠরা কংগ্রেস'ন যে পরিচালিত অড তডমানি, এই ভাবে সাধারণ বরকনি উপরে যে নিখাতন চলি তডমানি অব সম্পূর্ণ সাধারণ বরক তিনি ছাউই মানগা কাবন বরক ছিচাই ফাই-অ অঃ অঃ আঃ।

এই যে গ্রাম অফল .ম পুল, গ্রাম অফলনি পুল'ন অবস্থাক পরগে অড তডখা অব সরকার নজর থাই নাগা। বর্ধমান বছর ই সদরনি পুলনি কক-ন অঃ উপপন খাইয়াত। এই সদরনি পুলনি অবস্থান উপপন থাইনা থাইখি। মাঝা ত্রিপুরানি একই অবস্থা অডগালু তলুই থাই পরগা থাই-অ। কোনদিন সদরনি পুল তি মা ই ঘটনা ঘট মানগালাক -মাঝা ত্রিপুরা-অ-ন ই ঘটনা ঘট তর্কিত। এই যে মান্দাই বাজার সিনিয়র-বেসিক পুলনি অবস্থা-ছাই যোগেই, পঃর তডগ। আর ছাত্র মতে মাষ্টার কোনদিন বঃমানি কুই, কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্য-অ হাজাং হাজাং বেকার কালিই তডগ। ত্রিপুরা-রগনি উপরে বরগ ই ভাস্ততা বঃ যে এই বেকার-রগনি চাকর। বিননি কোন জায়া কুই। কিন্তু যোগেই গ্রাম অফল বেড়াই নাই-থা তনকই বঃ এঃ যে ১৩১ পুল ৮/১০ জন মাষ্টার ত্রাপক-ন বিননি উপপন তডমানি। ই অবস্থা যদি থাই তডমা তডখাই, ই ভাবে বেকার সমস্যা সমাধান তড-নানি কোন পথ তডগালক। কাজেই এই পথ মুকমানি কুই। যদি ই হাজাং হাজাং যারা ত্রিপুরা-অ বেকার তডনাইবগ হাতে হাতে বী আগলার-ন ঘুস রিই মানগা হিনকই তিনি নাইথে পুনান নিশ্চয়ই-ন চাকর অঃ ন। মাঝা বিননি থাইয়া য় বরকনি কোন দিন চাকর অঃলাক। চাকর-ন আশায় আত্মক মা তডনাই, যারা পুগ রিঅই, যারা হাতে হাতে ঘুস রি-অই থাই মানাই সঃ বেকার তিনি চাকর। নাইথে খুনান বনি চাকর নিশ্চয়ই অঃলাক। ই ভাবে থালাই-অই ই ত্রিপুরা রাজ্যনি অবস্থা, একই ধরনি অঃগুই বর্ধমান ই কংগ্রেস সরকারনি কর্যকলাপ পরিচালিত।

যে অবস্থা অঃথা—ই আলোচনা তঃ থাঃগ দুধনি সববাহনি ব্যাপারি। যে ত্রিপুরা-অ দুধনি সববাহ খাইনানি ব্যাপারি আলোচনা থাই থাঃমানি হেঃ যে যদি দুধনি কেন্দ্র থোলাকথা থাই ত্রিপুরানি বরক-রগনি দুধনি কোন দিন অভাব তঃগালক। এই কক-ন সরকার প্রচার থাইমানি কলে যারা বড় বড় লোক, বড় বড় ধনী, বড় বড় ব্যবসায়ী, যারা বড় বড় চাকরী থাইনাই-রগ পুং আশা থাই-অই পুং খুশী অঃগ। বরগনি ধারণা, এই যে দুধ সববাহ খাইকই ত্রিপুরা-অ ঘি, দুধ, মাখন কোন দিন অভাব অঃগালক। এই যে আশা থালাই-অই যারা বড় বড় চাকরী থাইনাই-রগ আশা থাই তঃগ—এই মন্ত্রী মণ্ডলী ভাবক-ন অঃ অবস্থা থালাইনাই থা। আশা কতরগা। ওই যে, ওই ত্রিপুরা-অ দুধনি প্রচার থাইঅই হেঃ হেঃ ফানাও তঃমানি ফলে বরক একটা কতর আশা থালাই তঃগ। কিন্তু দুধ চাই-অই তো বরকনি প্রান কোন রক্ষা অঃগিয়া। বরকনি প্রান রক্ষা অঃগ একমাত্র মাই যোগার থাই মান থাই। মাই-ন উৎপাদন থাই মানগে তারপরে ই বরকনি প্রান রক্ষা অঃনানি ব্যবস্থা অঃগ। কিন্তু এই যে ওর্গা চৌধুরী মন্তন দুধ কেন্দ্র থোলাকনানি পরিকল্পনা নাথানি ফলে

হাজাৰে হাজাৰে বৰক আৱনি উচ্ছেদ অণ্ড থানানি বাৰা ফাই ছক ফাইছ। কিন্তু সেই এলাক নি কৃষকৰগ মন্ত্ৰীমণ্ডলৰগনি থানি যথেষ্ট আবেদন দিবেনন খাটক, যাব ফলে মন্ত্ৰীমণ্ডলৰগ আৰাস ৰিঅ, মন্ত্ৰী মন্ত্ৰী ই কক ছাঅ চা, নবক কংগ্ৰেচী খাট '৩৬৩৩৩, নবক কংগ্ৰেচ অণ্ড তঙহাই বাহাটেক কংগ্ৰেচ ছাত্ৰত 'তাণনা নাটনানি 'বৰোপা না খাট : বাং, যাবা এলাকানি কংগ্ৰেচী নটনাইবগ তিনকে কয়তো ব নাযা অণিকার দাবা পাটনা খাট'পান কয়তো ব উত্তোৰ্গী অণ্ডখা অ মন্ত্ৰীমণ্ডলৰগ কক খুনাই তো কোনদিন দাবা পাটনানি পাট মাণলিয়া। খুব কন্দৰ কক-ন কাল'ট-খ। কাজেত, য়ে কংগ্ৰেচ খাটকা '৩৬৬-৬ কংগ্ৰেচ য়ে নিজিগনি দাবা পাট- নানি বাপাৰে খাট মায়া ফন। যাবা এলাকা ন কংগ্ৰেচী খাট তঙনাটবগনি কক-ন চিহ্না পাট- অটন কয়তো আৱ মাননীয় উপজাতি উন্নয়ন মন্ত্ৰী দ্ব পন ঘন খাটগ 'কুই আট নিজি বদমান খুনা-অ। আৱ খাট'৩৩ বৰগ ছাঅ চা, নবক যাবা কংগ্ৰেচী খাট তঙনাটবগনি জাগান চুড নাগালাক, যাবা সি, পি, এম- খাট তঙনাটবগনি জাগান চুড অৱ একোৱাৰ পাট 'তালাট'খাট। ই কক ছাযানি ফলে তাৎক যাবা কংগ্ৰেচী খাট তঙনাটবগ, কংগ্ৰেচনি দালাল পাট তঙনাটবগ বপুগ্ৰ ভাবুক খনন নিবব। এই সে অদস্তা, কয়তো আৱ সি, পি, এম-বগনি জাগা 'কিট'দা 'তালাট খাট ছা-অই মায়া। কয়তো শেষ পৰ্যন্ত আৱনি কংগ্ৰেচীনি জাগান সরকার কয়াকারট- দা বিন আৱ ছাঅই মায়া। আৱ যদি পাটমানি 'তঙখা তিনকা তিনকাই তিনি তিপ্ৰানি যাবা মন্ত্ৰীমণ্ডলী, বৰগনি কাষাকলাপ আত্ৰক চুড 'চিনি মকল প'ৰক্ষৰ নাট ভাসি নায়াগ, ই পৰিস্থিতি যুগত চুড বদমান ছিওয়াহ। তাই এত যে কংগ্ৰেচ সরকার গৰাব কৃষকনি যে চাতিদা, গৰীব কৃষক-ন পাটনানি য়ে বাজেত তুই ফাটমানি জাংক চুড পৰিস্থাৰ ভাবে এট কংগ্ৰেচ সরকারনি পৰিচালনা-ন ককনাট 'কিটুই আট আৱ খালাট-খ। য়ে অৱস্থা এটভাবে কংগ্ৰেচনি চক্ৰাক য়ে ফাট চক কাইমানি ফলে ই এলাকানি যাবা কংগ্ৰেচী খাট'৩৩ তঙনাটবগনি য়ে পৰিচালিত অণ্ড তঙমানি আৱ অতান্ত চাম-কয় 'কিটুই-ন খাট বদমান চুগ। আৱ নিজি ভুজিতোগী বৰক, এই এলাকাঅ আট নিজি বদমান ঘূৰি-অট তঙমানি জাগা, নিচি এয় উদ্ভাৱী উদ্ভাৱন মন্ত্ৰী আৱনি বাপাৰি কোনদিন ছাঅই মানগালাক— ই এলাকা বপুগ্ৰট কৃষিক নাট'৩৩ তঙখা। খাটগাথ গাটী, ফাটগাথ গাটী বাট—ষতটুকু লাখা কাঠাম তঙটুকু-ন খাটগ। মন্ত্ৰীমণ্ড খাটকাথে ওয়াক-তক ভোজনথে চাই ফাইমানি পৰ্য্যন্ত—কিন্তু ই য়ে ইয়াট'৩ বাই তিমুজতো কোনদিন ব এলাকানি অভিজ্ঞতা তঙগালাক। আৱ য়ে কুৰুট আট বদমান ছিঅ। এট অৱস্থা এট য়ে বনবিভাগনি সম্পৰ্কে ... এট য়ে দান্ধাট এলাকানি যাবা বসবাস খালাট তঙমান, আৱ তাৎক নটন ৰিজাভ খালাচনা নাইমানি ফলে আৱনি সম্পূৰ্ণ গনবস্তা আৱনি বিচিডগন—ট বিজ্ঞাপ থে 'তালাট'৩৩ ফাট'৩খা। সাধাৰণ বেকাৱ সৰ্কাৰা বৰক ওয়া-চন দ্বাৰাট-ন বা'চি-অই তঙমানি অৱ সম্পূৰ্ণ তাৎক আৱনি খাটকা বক্ষিত অণ্ড'৩৩ই এলাকানি বৰকৰগ ওয়া-ছন তান-নানি সম্ভব অণ্ডলিয়া, ছন কঙহা বানানি সম্ভব অণ্ডলিয়া। এই অৱস্থাকে এলাকানি বৰকনি উপৰে এই য়ে নিৰ্ঘাতন, ফ'ৰেসটনি মাধ্যমে য়ে নিৰ্ঘাতন চলি তঙখা এই অৱস্থায় কংগ্ৰেচনি নেতাৱগনি বুখুং বক্ষতা পানাজ য়ে বৰক মাছাব মাই মাচায়া থিটনানি মায়া। আয়াঙলে, বজ্জতা কাহাম কাহাম

ছকফাইয়া। এই কারণেই এই যে ১৫ই মার্চ যে বাজেত পেশ অভ্যর্থনা এই বাজেত-ন সম্পূর্ণ বিরোধিতা পালাই-অতঃপাৎ মন আলোচনা থাইন। ফাঃ ছকফাই-আতীন! তানি আঃ বাজেতনি বইনি উপরে বিরোধিতা পালাই অতঃপাৎ শেষ থাইকা।

१३३, २, १५

শ্রীকালীদাস দেবদত্তা :— মাননীয় সঙ্গীত পরিষদ, আমি অসহায় বঙ্গীয় কক বরক দায়ার রাখবো। এত যে গত ১৫ই মার্চ অর্থনৈতিক বজেট পেশ করেছেন, সেটার উপর আলোচনার প্রয়োজন আছে—বাজেট আর আমি এটার উপর আলোচনা করতে চাইছি। এত যে বাজেটের উপর আলোচনা করতে গিয়ে বাজেট বইটি পড়ে দেখলাম যে বিভিন্ন খাতে অনেক টাকা বরাদ্দ আছে। কিন্তু বিভিন্ন কাজে এই টাকা সদস্যগণের করার দায়িত্ব থাকবে। তাতে গুরুত্বপূর্ণ কাজের মর্যাদা থাকবে। এই টাকা অপব্যয় করার ফলে যে বর্ণাশ্রম দোষা দিচ্ছে সেটা কারণেই আজকে এখানে এটার উপর আলোচনা করা প্রয়োজন মনে করি। সমন, সারা ত্রিপুরার উপজাতী মতিলা অথবা মণিপুরী মতিলা যারা নিজস্ব ভিত্তি কপাড় তৈরী করে ব্যবসায় করতে পারে তাদের যে প্রয়োজন সন্তান, কিন্তু সেই সন্তান কখনো নিজেদের সম্মিত মর্যাদা ত্রিপুরা সরকারের কাছে অনেক আবেদন-নিবেদন থাকা সত্ত্বেও ত্রিপুরায় সন্তান বিলি বন্টনের সম্পর্ক এত বাজেটে কোন উল্লেখ নেই। অথচ কলিং পাইট মাননীয় সদস্যগণ বঙ্গীয় রাষ্ট্রে গিয়ে এই বাজেটকে সমর্থন জানাচ্ছেন। কিন্তু আমি তো দেখছি বজেট আলোচনার সমর্থন করা হয়ে থাকে, শুধু বর্ণাশ্রম আর চাথে পড়ে। সাধারণ মানুষ, গণতান্ত্রিক মন্ত্রণের কাজ বোঝা দেবে কোন উপর এই বাজেটে নিন্দিত করা হয় না। সাধারণ মানুষ যারা কৃষক যারা তাদেব যে সমস্ত, সন্ত সমস্ত সমাধান এই বাজেটের মাধ্যমে কোনদিন হবে না। একজন কৃষক ভোগী হিসেবে এটা আমি জানি। আমার নিজের প্রকার সাধারণ মানুষ কি অবস্থায় আছে না আছে এ সম্পর্কে পূর্ণ আভ্যন্তরীণ আমার আছে। বাজেট, যারা বড় বড় ব্যবসায়ী, বড় বড় কোম্পানী, বড় বড় দল এটা এ বাজেটে উল্লেখ করা থাকবে অর্থ দিয়ে আর কেউ উপকৃত হবে—সেটার কোন পথ নেই। সমস্ত সমাধানের কোন পথ নেই। মাননীয় মন্ত্রী মন্ত্রণার পক্ষ থেকে এবং মাননীয় উপজাতী উন্নয়ন মন্ত্রণার পক্ষ থেকে ডাক দেওয়া হয়েছে যে মতিলা সম্মিত গঠন করা হলে এবং কংগ্রেসের কাজ করা হলে প্রত্যেক ঘরে ঘরে, পাড়ায় পাড়ায় সন্তান বিলি বন্টন করা হবে। এই কথা বলে উপজাতী মতিলাদেরকে এবং অগ্রস্ত সমাজের মতিলাদেরকে যে দাবীদার ভাঙতা দেওয়া হচ্ছে—সে সম্পর্কে আমি জানি। এই মতিলা সম্মিত গঠন করলে, কংগ্রেস কামটি করলে সন্তান পাওয়া যাবে এই প্রচারের কলে যে পাড়া অঞ্চলের ঘরে ঘরে হৈ-চৈ অবস্থা সৃষ্টি করা হয়েছে এটা ভাঙতা ছাঁড়া কিছুই নয়। ১৯ বছর ধরে কংগ্রেসী শাসনে সাধারণ মানুষের উপর যে নিষাধন চলছে তার কারণেই এই বাজেটকে সমালোচনা করার প্রয়োজনীয় এসে পড়েছে। তাই আজ আমাকে এর সমালোচনা করতে হচ্ছে। এই অবস্থা যদি চলতে থাকে তাহলে সাধারণ মানুষকে বন্ধ করা কোন মতেই সম্ভব হবে না এবং গুরু বাজেট তৈরী করে সাধারণ মানুষের উপকার কোনদিন করা যাবে না। আজ সারা ভারতবর্ষে গণতান্ত্রিক শাসন ঠিক ঠিক ভাবে চলছে কিনা জানি না, যেহেতু মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার

কোথাও দেখিনি। সেই অধিকার থেকে, সাধারণ মানুষ সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত হয়ে আছে। সেই বন্ধন থেকে সাধারণ মানুষের মুক্তির কোন পথ নেই। কিভাবে বন্ধন থেকে মুক্তির পথ নেই? এই যে সাধারণ পিয়ন থেকে মধ্যমশ্রেণী পর্যন্ত ঘুষখোরে পরিণত হওয়ার ফলে সাধারণ মানুষের কোনদিন মুক্তি আসেনা বলে আমি মনে করি। সারা ভারতবর্ষকে যদি এত ঘুষখোরের কবল থেকে যদি না মুক্ত করা যায় তাহলে সারা ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষের মুক্তি কোনদিন আসবে বলে আমি আশা করতে পারিনা। সাধারণ পিয়ন থেকে মধ্যমশ্রেণী পর্যন্ত ঘুষখোর হতে শুরু হয়েছে। আমলাতন্ত্রের মধ্যে ঘুষখোর ঢুকেছে। এত ঘুষখোর দ্বারা পরিচালিত হওয়ার ফলে সাধারণ মানুষ আদনের পদ 'দিন অর্থাৎ ৩০ পৃথ' এগিয়ে চলেছে। যার ফলে গরীব মানুষ আরো গরীব হয়েছে। যারা ন্যূনতম কৃষি জমির মালিক তারা স্বহারা হতে বাধ্য হয়েছে। কাজেই এত ঘুষখোর নাশ্তি সত্ত্বেও দিন না পরিবর্তন হচ্ছে ততদিন সাধারণ মানুষের উন্নতির কাজ হবে বলে আমি আশা করতে পারিনা। গত ১৩ সালের ১৪ঠা ডিসেম্বর তারিখে আমাদেব সি, পি, এম-এর বৃক্ষ থেকে সসারার ত্রিপুরা বর্ক-এর কৃষক দেওয়া হয়েছিল, সেটাকে বানচাল করার জন্য গ্রামে গ্রামে প্রচার করা হয়েছিল; কিভাবে প্রচার করা চালানো হয়েছিল? যারা এলাকায় কংগ্রেসের দালালী করে, তাদের সেদিনের প্রচার অভিযান দুঃজনক। আমি নিজের চোখে দেখেছি যে কাজের কাজের মানুষেরো করে মিটিং করার জন্য তারা সেদিন প্রচার করেছিলেন যে মতলারা যারা সেদিন মিটিংয়ে 'মিটিং' যোগদান করবে তাদের প্রত্যেককে বাঙালি বাঙালি সূতা পাঠিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু গ্রামাঞ্চলের সাধারণ মানুষকে যদি এভাবে ভাবিতা দেওয়া হয়, নিরীহ জনসাধারণকে যদি এভাবে বিভ্রান্ত করা হয়, তাহলে আমি বলব এত বাজেট ভাণ্ডার ছাড়া আর কিছুই নয়। এত কংগ্রেসের এতদিনের শাসন কালে ভাণ্ডার ভাড়া অরকেন, বকম প্রচার আমারা দিগিনি। বস্তুমানে 'হুগুরার' অবস্থা কোন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে? হয়তো নিজেরা মধ্য হওয়ার পর তারা বাহ্যিক দেখাতে পারেন কিন্তু ত্রিপুরা বাজারের গরীব রুসক সাধারণ মানুষ কি অবস্থায় আছে সে সম্পর্কে তারা কিছুই বলতে পারেন না। এটি যে পক্ষীয়েরের খুঁতে ধান লেভি করে সরকার নিয়ে আসার ফলে ঘরে ঘরে অনাহার শুরু হয়েছে, বস্তুমান এত খরচের মাসে শতকরা ১৫ জনের পরিবারে অনাহার অবস্থার সন্মুখীন হয়েছে, কিন্তু এত সরকার কোনদিন সে দিকে দৃষ্টি দেন না। কিন্তু নিজেরদের বাহ্য-তারা দেখানোর জন্য সাধারণ মানুষের ঘরে ঘরে গিয়ে বান সংগ্রহ করে আনার ফলে এখন গ্রামে গ্রামে অনাহার শুরু হয়েছে। অথচ গ্রামাঞ্চলে যেখানে সরকারী রেশন দোকান আছে, সেগুলি থেকে সাধারণ মানুষ কোন দিন সময় মত ন্যায় মূল্যে চাউল পায় না। যার ফলে সাধারণ মানুষ দুই টাকা, আড়াই টাকা করে চাউল কিনতে বাধ্য হচ্ছে। এত ২৬ বছরের কংগ্রেসী শাসনে সাধারণ মানুষের উপর কিভাবে নিষাভন, উৎপীড়ন চলেছে সেটা নিজের চোখে দেখে আসছি। নিজের চোখে দেখা বলতে আমাকে আজ সমালোচনা করতে হচ্ছে। এই যে নিজের বাতাহুরী প্রচারের জন্য তারা বলেছিলেন ত্রিপুরাতে যার বাইরে থেকে চাউল আনার প্রয়োজন হবে না। ত্রিপুরায় গত বছরের যে পরিমাণ চাউলের উৎপাদন তারা দেখিয়েছিলেন, সেই চাউল দিয়েই ত্রিপুরার মানুষের খাত সমন্য মিটে যাবে। এই যে সাধারণ মানুষের

কাছে যে প্রচুর এবং ভালো ভালো কথা বলা হয়েছিল, এটা যে বাণী, সেটা সাধারণ মানুষ দেখেছে। এই রকম ভাণ্ডা দিয়ে এই সরকার বেশীদিন টিকে থাকতে পারবে না। মানুষ দিনের পর দিন ভেগে উঠেছে। তারা দেখে দ্ব্যত্নে শিগেছে। এই যে ২৬ বছর কংগ্রেসী শাসনে সাধারণ মানুষের উপরে যে নির্যাতন চলেছে সেটা তারা দ্ব্যত্নে পেরেছে। কারণ, মানুষ আস্তে আস্তে জেগে উঠেছে।

এই যে গ্রামাঞ্চলের স্কুলগুলি, সেগুলি কি অবস্থায় পর আছে সরকার খোঁজ করে দেখেন না। সদর বিভাগের স্কুলগুলির কথাই আমি এখানে তুলতে চাই। কারণ এই সদর বিভাগের স্কুলগুলির অবস্থা এবং যারা ত্রিপুরার অতীত স্থানের স্কুলগুলির একটি অবস্থা বলে আমার ধারণা। সদর এলাকার স্কুলগুলিতে যে অবস্থা চলছে, সারা ত্রিপুরার স্কুলগুলিতেও সেই অবস্থা চলছে। এই যে মাস্টার বাজার সিনিয়র বেসিক স্কুলের অবস্থা—প্রচুর ছাত্র সেই স্কুলে। সেখানে ছাত্র সংখ্যা অনুযায়ী শিক্ষক দেয়া হচ্ছে না। অথচ ত্রিপুরা রাজ্যে ছাত্রের হাজার হাজার বেকার পড়ে আছে। বেকারদের তারা ভাণ্ডা দিয়ে চলেছেন যে এত বেকারদের চাকুরী দেয়ার জায়গা নেই। কিন্তু গ্রামাঞ্চলে ঘুরে দেখলে দেখা যায় যে এক একটা স্কুলে ১০০ জন শিক্ষক এখনই নিযুক্ত করা যায়। সরকারের বর্তমান এই নীতি যদি চলতে থাকে তবে বেকার সমস্যা সমাধান আদৌ সম্ভব হবে না। কাজেই এই সমস্যা সমাধানের পথ দেখি না। এই ছাত্রের হাজার হাজার বেকারদের মধ্যে যদি কেউ হাতে-নাতে ঘুষ দিতে পাঠে তাহলে আজ চাইলে কালকেই সে নিশ্চয় চাকুরী পেতে পারে। যারা ঘুষ দিতে অপারগ তাদের কোনদিন চাকুরী হবে না। চাকুরীর আশায় তাকে বসে থাকতে হবে। এই ত্রিপুরা রাজ্যে এবং সারা ভারতবর্ষে কংগ্রেস সরকারের শাসন এইরূপ কার্যকলাপের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে।

যে রকম অবস্থা চলছে, আলোচনা করতে গিয়ে দুধ সরবরাহের কথাও এসে পড়ছে। ত্রিপুরায় দুধ সরবরাহ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে তারা বলেছেন যে যদি দুধ উৎপাদন কেন্দ্রে খোলা যায় তবে ত্রিপুরার মানুষের দুধের অভাব আর কোনদিন হবে না। সরকার এই কথা প্রচার করার ফলে যারা পট লোক, ধনী, বড় বড় ব্যবসায়ী, বড় বড় চাকুরীয়া তারা খুশি খুশী। তাদের ধারণা, এই দুধ সরবরাহ কেন্দ্র স্থাপন করা হলে দি, দুদ, মাছনের অভাব হবে না। এই যে বড় বড় চাকুরীয়া যারা, তারা আশা করছেন যে এই মন্ত্রীমণ্ডলী শীঘ্রই এই পরিকল্পনা কার্যকরী করছেন। বিরাট আশা। এই যে ত্রিপুরাতে দুধ প্রকল্প সম্পর্কে কৈ চৈ করে সরকারের প্রচারের ফলে মানুষ বিরাট একটা আশা নিয়ে বসে আছে। কিন্তু শুধু দুধ খেয়ে তো মানুষ বাঁচতে পারে না। একমাত্র ভাত যোগার করতে পারলেই মানুষ বাঁচতে পারে। এবং মানুষের প্রাণ রক্ষার ব্যবস্থা হয় যদি সে পান উৎপাদন করতে পারে। কিন্তু এই যে দুর্গা চৌধুরী পাড়ায় নতুন দুধ কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা গৃহীত হওয়ার ফলে ছাত্রের হাজার হাজার মানুষ সেখানে থেকে উচ্ছেদ হয়ে যেতে বাধ্য হবে। সেই এলাকার কৃষকরা এই ব্যাপারে মন্ত্রীদের কাছে বত আবেদন নিবেদন করেছে। যার ফলে মন্ত্রীমণ্ডলী আশ্বাস দেন এবং এই কথা বলেন—“হ্যাঁ তোমরা কংগ্রেসের কাজ করছ; তোমরা যদি কংগ্রেসী হয়ে থাকো তাকলে কিভাবে কংগ্রেসের কাজকে বিরোধীতা করো” চমৎকার কথা! এলাকার যারা কংগ্রেসী আছেন তারা হয়তো গায়া অধিকার দাবী করার জগা খোগী হয়েছেন এই মন্ত্রীদের কথা শুনে তারা আর এগিয়ে আসতে পারছেন না। কাজেই, কংগ্রেসের কাজ করলেই নাকি সে নিজের নাশা দাবী দাওয়া করতে পারে না। যারা এলাকার কংগ্রেসী, তাদের কথা চিন্তা করেই হয়তো আমাদের মাননীয় উপজাতী উন্নয়ন মন্ত্রী এবং আমাদের মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী সেই এলাকায় ঘন ঘন যাওয়া আসা করেন—এই ধরনের আশি পাঠ। সেখানে গিয়ে তারা বলেন—“হ্যাঁ, তোমরা যারা কংগ্রেসী করছো, তোমাদের জায়গা আমরা নিচ্ছিনা;

যারা সি, পি, এম, করছেন, শুধু তাদেরই জায়গা আমরা একোয়ার করে নেব। এই কথায় যারা কংগ্রেসী করছেন, যারা কংগ্রেসের দালালী করছেন—এখন তারা সবাই নীরব। এই অবস্থায় আমি জানি না, সি, পি, এম,দের জায়গা বলেই এটা নেওয়া হচ্ছে কিনা। আমি জানি না, শেষ পর্যন্ত কংগ্রেসীদের জায়গা সরকার ছেড়ে দেবেন কিনা। শেষ পর্যন্ত নিপুতার যারা মন্ত্রী, তাদের কার্যকলাপ আমরা সচক্ষে পরিষ্কার দেখব এবং আমরা সমস্ত পরিস্থিতি জানতে পারবো। এত যে কংগ্রেস সরকার দাবী করছেন যে গরীব কৃষকদের চাতিদা মটানোর জন্য এবং গরীব কৃষকদের বাঁচানোর উদ্দেশ্যে এই বাজেট আমি ভয়েতে এত দাবীর সার্বিকতা সেই সময় পরিস্থিতি দেখতে পারবো বলে আমি আশা রাখি। এভাবে কংগ্রেসের চক্রান্তের ফলেই এলাকার কংগ্রেসীরা যে রকম কার্যকলাপ চালাচ্ছেন সেটা অত্যন্ত খারাপ বলেই আমি মনে করি। আমি নিজেকে ভুক্তভোগী, কারণ আমি নিজে এই এলাকার ঘুর ফেরা করি। উপজাতি মন্ত্রী করতে বলতে পারবেন না—এলাকায় কিরপ ডেভেলপ অবস্থা চলছে। তিনি গাড়িতে যাওয়া আসা করেন সতটুকু ভাল রাখা ততটুকু পর্যন্ত তিনি যান। মন্ত্রী এলাকায় গেলে তার জুয়েল, মুগুয়া মাংস দিয়ে জুজু ভাল থাওয়া-দাওয়া করে আসেন; কিন্তু পায়ে কেটে কান্দান তারা এলাকার পল্লীগ্রামের হাবা নেন না। এলাকা সম্পর্কে তাদের যে অজ্ঞতা যে মন্ত্রী সেটা আমি জানি। তাদের বন বিভাগ সম্পর্কে আলোচনা করছি। এই যে মানচিত্র এলাকায় সম্পূর্ণ বন বসতিপূর্ণ গ্রামগুলির ভিতরের বনগুলিকে বিভাজিত করার উদ্দেশ্যে বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়েছে। সাধারণ মানুষ মাছুষ যারা এই বনের দাঁশ, ছন বিকী করে বেঁচে আছে, তাদের সেই ক্ষেত্র থেকে বঞ্চিত হলো। এলাকার জনসাধারণ দাঁশ, ছন সংগ্রহ করতে পারছেন না। ফরেস্ট রিজার্ভের মাধ্যমে এভাবে জনসাধারণের উপর নির্যাতন চালানো হচ্ছে। এই অবস্থায় কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে বক্তৃতা শুনি যে একজন মানুষও না থেকে মরতে দেয়া করেন না। এই দিকে ভাল ভাল বক্তৃতা দেওয়া হয়, কিন্তু ফরেস্ট রিজার্ভের মাধ্যমে মানুষের উপর কিভাবে নির্যাতন চালানো হচ্ছে, তাদের সেই কার্যকলাপ কোনদিন তাদের বক্তৃতায় কিংবা প্রবক্তিকায় প্রকাশ পায় না। এখন কেউ জুম কাটতে পারছেন না। যদি এখন জুম কাটতে পারা না যায় তাহলে যারা সমস্যাটা ক্রম-ক্রমে পক্ষে এক মুঠো বন রোপন করা সম্ভব হবে না। যদি এখন জুম কাটা সম্ভব হয়, তাহলে সামান্য খোঁষার্কী সংগ্রহ করা সম্ভব হবে এবং পক্ষে সম্ভব হবে। কিন্তু সঠিক সম্ভাবনা, সে আশা সম্পূর্ণ শেষ হয়ে গেছে। এই যে অনেক দিনের বন এলাকায়, এই ফরেস্ট রিজার্ভ গঠন চাওয়াব অনেক আগে থেকেই যে গ্রাম ভুল, এই গ্রামবাসীরা তাদের নিজেদের খাম কাঠালের ফল ভোগ থেকেও বঞ্চিত হচ্ছে—এই অবস্থা বর্তমানে চলছে। তারা এর প্রতিরোধ করতে চায় তাদেরকে মিথ্যা মামলায় ফুলিয়ে দেয়া হয়, এলাকার জনসাধারণকে এইভাবে ভুক্তভোগ করা করতে হচ্ছে। এই মিথ্যা মামলায় তাদেরকে জড়িয়ে পড়তে বাধ্য করা হচ্ছে। কিন্তু যারা জবলে কাজ করে বেঁচে আছে তাদের উপর উপাধীন করার যে হুমুয়া হচ্ছে সেদিকে সরকার, এই কংগ্রেস সরকার কোনদিন নজর রাখেন না। যার ফলে, যারা কবেটার আছে, তারা ঘুঘু নিয়ে, মিথ্যা মামলায় ফুলিয়ে দিয়ে জনসাধারণের উপরে উপাধীন চালিয়ে যাচ্ছেন। অতএব এই মন্ত্রী-গুলী এখানে তদন্ত করার কোন প্রয়োজন মনে করেন না গরীব কৃষক, তাহারা সাধারণ মানুষের মুক্তির পথ তারা কোনদিন দেখাতে পারেননি।

দেখাতে পাবেন নি। কাজেই আজ তাদের ২৬ বছর শাসনের ব্যর্থতা সম্পর্কে কেবল আলোচনার প্রয়োজন হবে না? নিশ্চয়ই প্রয়োজন আছে। এহঁ যে কৃষি সম্পর্কে বাণনিয়মে যদি ভাল আটকানো যায় তাতলে কৃষি করার মত যথেষ্ট উপযুক্ত জায়গা আছে। কিন্তু মন্ত্রীরা সেট সৰ্বজায়গায় গিয়ে কোনদিন সে ব্যবস্থা করেন না। এহঁ ব্যবস্থা করার জন্য যদি কেউ আবেদন করেন তখন তারা বলেন “তোমরা কংগ্রেসী না হলে, কিভাবে তোমাদেরকে বাঁধ দিব?” চমৎকার! খুব গুল্লর কথা। এটা গরীব বাচার কথাই বটে। মন্ত্রীকে যদি অনুৰোধ করা হয়, তারা উপদেশ দেন—তোমরা কংগ্রেস কমিটি কর। তাতলে তোমাদেরকে বাঁধ দেয়া হবে, অভ্যর্থনা, ঘর বাড়ী দেয়া হবে।” এহঁভাবে কংগ্রেস সরকার যে নিৰ্যাতন চালাচ্ছে সেটা দেখে আর সহ্য করা যায় না। এহঁ যে গত ডিসেম্বর মাস থেকে অভ্যর্থনা প্রকল্পে মান্যমে দেয়া হচ্ছে এহঁ অভ্যর্থনা দেয়ার ব্যাপারে সরকারের নীতি কি? একটা অভ্যর্থনা নিজে তলে ১০০ টাকা ৫০ টাকা, ৪০ টাকা করে দিতে হয়। এহঁ যে এহঁভাবে ঘূষের রাজত্ব চলছে, সে খবর মন্ত্রীদের কাছে কোনদিন নাও আসতে পারে। কাজেই দিনের পর দিন আরো দুর্নীতি বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা এসে যায়। দুর্নীতিকে দমন করে সমাজ থেকে সম্পূর্ণ বহিস্কার না করে এহঁ দুর্নীতি করার আরো সুযোগ দেয়ার ফলেই ২৬ বছরের পরে সারা ভারতবর্ষের মানুষ অন্যভাবে মরতে বাধ্য হচ্ছে। সাধারণ মানুষের গরীব কৃষকদের এহঁ নিৰ্যাতন দেখার ফলে আমি এহঁ বাজেট বহুট পড়ে দেখেছি। কিন্তু এহঁত সম্প্রদায়দের বাচার কোন ব্যবস্থা এবং তাদের রক্ষা করার কোন ব্যবস্থা দেখলাম না এহঁ কারণেই ১৫ই মার্চ তারিখ যে বাজেট এখানে পেশ করা হয়েছে, এটার উপর আলোচনা করে এহঁ বাজেটের বিরোধিতা করে আমার বক্তৃতা শেষ করলাম।

মিঃ ডেঃ স্পীকার:—আর কেউ বলবেন? (একটু পরে) The House stands adjourned till 12-30 P. M. on Wednesday the 27th March, 1974.

PAPERS LAID ON THE TABLE

Annexure—‘A’

STARRED QUESTION NO. 269.

By Shri Bidya Chandra DebBarma

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Health and Family Planning Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

- ১) চলতি আর্থিক বছরে খোয়াই বেহালা বাড়িতে কোন প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলার সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি?
- ২) থাকিলে কোন সময় হইতে খোলা হইবে?

উত্তর

- ১) না।
- ২) প্রশ্ন উঠেনা

STARRED QUESTION NO. 718.

By Shri Purna Mohan Tripura

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Planning Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

- ১) ১৯৭৩-৭৪ আর্থিক বৎসরে কৈলাসহর বিভাগের মস্ত প্রাথমিক হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা বাড়ানোর পরিকল্পনা আছে ?
- ২) যদি থাকে তবে তাহা কায্যকরী করা হয়েছে কি ?

উত্তর

- ১) হ্যাঁ। পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ চলিতেছে।
- ২) প্রয়োজনীয় নিষ্পত্তির কাজ প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছে। যোগ্য ভিত্তি এখনও আরম্ভ হয় নাই।

STARRED QUESTION NO. 863

By Shri Ajoy Biswas

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Finance Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

- ১) কতজন ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী বেতনের সর্ব উচ্চ সীমায় (বেতনতালিকার) পৌঁছে বসে আছেন। কতজন কত বৎসর যাবৎ কোন ইনক্রিমেন্ট পাচ্ছেন না।
- ২) উপরোক্ত কর্মচারীগণকে কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের ন্যায় এডহক ইনক্রিমেন্ট মঞ্জুর করার কোন প্রস্তাব সরকারের আছে কি ?

উত্তর

- (১ এবং ২) তথ্যাদি সংগ্রহাধীন আছে।

STARRED QUESTION NO. 903

By Shri Bajuban Ruyan

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

- ১) ভূমিহীন উপজাতি পুনর্বাসনের করণ পাইলট প্রজেক্ট স্বীকৃতি ১৯৭৩-৭৪ আর্থিক সন পর্যন্ত মোট কত পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়া হইয়াছে ? এবং
- ২) পুনর্বাসন প্রাপ্ত উপজাতিদের মধ্যে কত পরিবার কলোনী ছাড়িয়া অস্ত্র চালিয়া গিয়াছে ?
- ৩) করণ পাইলট প্রজেক্ট নামে উপজাতি পুনর্বাসনের কোন স্বীকৃতি নাই। তবে অমরপুর পাইলট প্রজেক্টের অন্তর্গত করণ প্রামে ১৯৭৩-৭৪ আর্থিক সন পর্যন্ত মোট ১৭২ (একশত উনআশী) পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়া হইয়াছে।
- ৪) মোট (নয়) টি পরিবার এই কলোনী হইতে অস্ত্র চালিয়া গিয়াছে।

STARRED QUESTION No. 929

By Shri Benode Behari Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Planning Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) আগরতলা ডি, এম, হাসপাতালের মেটাব্রনিটি ওয়ার্ডে ১৯৭২ ইং সনের ১লা ফেব্রুয়ারী হইতে ১৯৭৪ ইং সনের ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত (গত দুই বৎসর) কতটি সিজারিয়ান সেকশান অপারেশন করা হইয়াছে?

২) অপারেশনের ফলে মৃত্যুর হার কত?

উত্তর

১) মোট ২৫৯টি।

২) অনুমান শতকরা ৩.১৬

PAPERS LAID ON THE TABLE

ANNEXURE— 'B'

UNSTARRED QUESTION NO. 325

By Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Planning Department be pleased to state :—

১) সোনামুড়া মহকুমার অন্তর্গত ৮ বর্গমাল উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলের দুইটি কেন্দ্র মনাই পাথরে ও তুউবাঙ্গাল গ্রাম সমূহে দুইটি চিকিৎসা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ উপজাতি উন্নয়নের নির্দিষ্ট কর্মসূচীতে প্রণয়ন করা হইয়াছে কি না?

২) এই অঞ্চলের উপজাতি জনগণের চিকিৎসার তুলনামূলক প্রয়োজন পূরণে সরকারের চিকিৎসা বিভাগের নিকট কি কি প্রস্তাব রাখা হইয়াছে?

৩) যদি না রাখা হয়ে থাকে তার কারণ?

উত্তর

১) না।

২) উন্নয়নে একটি ডিসপেন্সারী স্থাপনের ব্যাপারটি বিবেচনা করার জন্য সোনামুড়ার মহকুমা শাসকের নিকট হইতে একটি চিঠি পাওয়া গিয়াছে। চান্দুল এবং গাও প্রধানও এই অঞ্চলে একটি দাতব্য চিকিৎসালয়ের জন্য দরখাস্ত করিয়াছিলেন।

৩) স্বাস্থ্য দপ্তর জ্ঞাত নহে।

UNSTARRED QUESTION NO. 437

By Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Jail Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) গত পাঁচ বছরে জেলে বিভিন্ন শিল্প ও কৃষিক উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ (মূল্যের হিসাব বৎসর ভিত্তিক হিসাব)

২) এই সমস্ত উৎপন্ন দ্রব্যের কি পরিমাণ বাজারে পণ্য হিসাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে এবং বিক্রয় হয়েছে (বৎসর ভিত্তিক হিসাব)

উত্তর

	শিল্পজাত টাকা	কৃষিক টাকা
১৯৬৮-৬৯	১০,৫৮০.০০	১৮,৭০০.০০
১৯৬৯-৭০	১৪,৯৩০.০০	১৭,২৭৫.০০
১৯৭০-৭১	১১,৬৭০.০০	১৪,৩৪০.০০
১৯৭১-৭২	৬৭,৫৪০.০০	২০,৯৬৯.০০
১৯৭২-৭৩	৫১,৭৬৮.০০	৫১,৩৯২.০০

১) ১৯৬৮-৬৯ সনে কিছু কৃষিজাত দ্রব্য ছাড়া আর কোন কৃষিজাত বা শিল্পজাত দ্রব্য বাজারে পণ্য হিসাবে উপস্থিত করা হয় নাই। উক্ত সনে জেটলে উৎপন্ন কৃষিক দ্রব্য বিভিন্ন মাটি মূল্য ২,২৫০ টাকা আদায় হইয়াছে। জেটল উৎপন্ন কৃষিক এবং শিল্পজাত দ্রব্য জেটল গাইডেড সলিড বিক্রয় করা হইয়া থাকে।

UNSTARRED QUESTION NO. 438

By Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Jail Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

- ১) জেলের নিজস্ব কোন ছাপাখানা আছে কি?
- ২) যদি থাকে তবে মূল্যের হিসাবে এই ছাপাখানার মোট সম্পদ কত?
- ৩) জেলের বাতিঘরের কোন কাজ এই ছাপাখানায় করা হয় কি?
- ৪) গত পাঁচ বছরে কত টাকার কাজ করা হয়েছে, বৎসর ভিত্তিক হিসাব?

উত্তর

- ১) আগরতলা কেন্দ্রীয় কারাগারে নিজস্ব ছাপাখানা আছে।
- ২) এই ছাপাখানার মোট সম্পদ ৪৭,০৭৬ টাকা ৫৪ পয়সা মাত্র।
- ৩) বাতিঘরের কাজও করা হইয়া থাকে।
- ৪) গত পাঁচ বৎসরে নিম্নরূপ কাজ করা হইয়াছে।

১৯৭৮-৬৯	৬,৩৬৯.০৯
১৯৬৯-৭০	৬,৫৮২.৪২
১৯৭০-৭১	৯,৮৫৯.৬৪
১৯৭১-৭২	৪,৮৬০.৯৪
১৯৭২-৭৩	৮,৮৮৩.২৬

UNSTARRED QUESTION NO. 640

By Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health & Family Planning Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

- ১) ১৯৬৮ সালের ফায়েসী আইনের বিধান অনুসারে ফাট রেজিষ্ট্রারের অধীভুক্ত হতে যোগ্যতা কি কি নির্ণীত হয়?
- ২) ১৯৭২-৭৩ বৎসরে ফাট রেজিষ্ট্রারে পঞ্জীভুক্ত হতে কত সংখ্যক আবেদন পাওয়া গিয়েছিল এবং তাদের মধ্যে কত সংখ্যক পঞ্জীভুক্ত হতে সমর্থ হয়েছে?

উত্তর

- ১) আইনের বিধান অনুসারে নিম্নলিখিত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা থাকা প্রয়োজন।
 - ক) ভারতীয় কোন বিশ্ব বিদ্যালয়ের বা কোন রাজ্য সরকারে প্রদত্ত Chemistry Pharmaceutical Chemistry বা Chemists & Druggists এর Diploma বা Degree বা সমতুল্য স্বীকৃত যোগ্যতা অথবা
 - খ) Chemistry, Pharmaceutical Chemistry ইত্যাদির পরিবর্তে অন্য কোন বিষয়ের Degree এবং ৩ বৎসরের অধিক সময়ের অভিজ্ঞতা অথবা,
 - গ) রাজ্য সরকার কর্তৃক কম্পাউণ্ডারের অধ্যয়নিত কোন Diploma পাশ অথবা,
 - ঘ) হাসপাতাল বা অন্য কোন স্থানে সেখানে নিয়মিত ঔষধ তৈরী ও সরবরাহ করা হয় এমন স্থানে অন্ততঃ ৫ বছরের কম্পাউণ্ডিং-এর কাজের অভিজ্ঞতা,
- ২) ১৯৭২-৭৩এ আর্থিক সনে কোন দরখাস্ত পাওয়া যায় না।

UNSTARRED QUESTION NO. 643

By Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health & Family Planning Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

- ১) ১৯৭২-৭৩ এবং ১৯৭৩-৭৪ সনের বর্তমান সময় পর্যন্ত কি কি প্রযুক্তি পরীক্ষার জন্য পাবলিক এনালিটের নিকট পাঠানো হয়েছে।
- ২) পাবলিক এনালিটের নিকট থেকে ভেজাল ত্রুটিবিশিষ্ট কয়টি প্রকারের পরীক্ষার রিপোর্ট পাওয়া গেছে?
- ৩) পরীক্ষায় প্রমাণিত হওয়ার পর অভিযুক্ত ব্যক্তিদের কয়জনকে কি কি শাস্তি দেওয়া হয়েছে?

উত্তর

- ১) ১৯৭২-৭৩ সালে পাবলিক এনালিষ্টের নিকট কোন Sample পরীক্ষার জ্ঞান পাঠানো হয় না। ১৯৭৩-৭৪ সালে নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি পরীক্ষার জ্ঞান পাঠানো হইয়াছে।
সরিষার তৈল, নাঃ তৈল, ডাল, আটা, ময়দা, সূজি, সাশু, চা, দুধ, মশলা, মিষ্টি
কাবক ছবা, ডালডা ও খুত, সম্মোট ৩৫৪টি।
- ২) ২২টি পরীক্ষিত নমুনার রিপোর্ট পাওয়া গিয়েছে (ফেব্রুয়ারীর শেষ পর্যন্ত) তাহার
মধ্যে ৮৮টি ভেজাল বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।
- ৩) কেইসগুলি আদালতে বিচারের জন্য দাখিল করার কাজ শুরু হইয়াছে।

UNSTARRED QUESTION NO. 657

By Shri. Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health & Family Planning Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

- ১) গত ৫ বৎসরে আগরতলা শহরকে মশার উপদ্রব হইতে রক্ষা করার জন্য কি কি মশক
কীট নাশক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে?
- ২) ইতিমধ্যে যে গত ৫ বৎসরে কোন কীটনাশক তৈল সংগ্রহ করা হয় না এবং তাহার
জন্য কার্যক্রম অনুযায়ী কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় না।
- ৩) যদি সত্য না হয়, তাহা হইলে কি পরিমাণ তৈল সংগ্রহ করা হইয়াছে এবং কি পরি-
মাণ ব্যবহার করা হইয়াছে।

উত্তর

- ১) মশার জন্ম ও বংশ বিস্তার রোধ করা এই সংস্থার কাজ। সাধাব্যতঃ অপরিষ্কার
নালা, নর্দমা, কচুরিপানামুক্ত দোবা ও পুকুরে মশার জন্ম ও বংশ বিস্তার হয়। যদিও
বিগত ৫ বৎসর যাবৎ Malarial পাওয়া যায় না। তথাপি আগরতলা শহরকে
মশার উপদ্রব হইতে মুক্ত করার জন্য আগরতলা Municipal এলাকার মধ্যে Mos-
quito Controll Scheme এর কর্মীদের দ্বারা পুকুর হইতে কচুরিপানা পরিষ্কার করা,
নালা সংলগ্ন অগাছা পরিষ্কার করা ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমাট জলের গর্ত নাটি দ্বারা ভরাটি
করা হইয়া থাকে।
সরকারের পক্ষ হইতে অনেক চেষ্টা করিয়াও Niatariol (মশার জীবাণু নষ্টকারী তৈল)
সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না। কারণ A. O. C উক্ত তৈল উৎপাদন বন্ধ করিয়া দিয়াছে
অনেক চেষ্টার পর ইদানিং গাড়ী পাঠাইয়া I. O. C গাঁহাটি হইতে মশার তৈল আনা
হইয়াছে এবং কাজ আরম্ভ হইয়াছে।
- ২) অনেক চেষ্টা সত্ত্বে যদিও মশার তৈল (anti-larval) পাওয়া যায় না। তথাপি ইতি-
মধ্যে যে এই পরিকল্পনা কার্যকরী করা যায় না। ইদানিং মশার তৈলও পাওয়া
গিয়াছে।
- ৩) এই বৎসর ১০০০ লিটার তৈল সংগ্রহ করা হইয়াছে।

UNSTARRED QUESTION NO. 846

By Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Finance Department be pleased to state—

প্রশ্ন

- ১) রাজ্য সরকার পঞ্চম ফিন্যান্স কমিশনের নিকট কি কি প্রস্তাব রেখেছিলেন তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ।
- ২) পঞ্চম ফিন্যান্স কমিশন ত্রিপুরা সম্পর্কে যে সকল সুপারিশ করেছেন তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

উত্তর

- ১) ত্রিপুরা সরকার পঞ্চম ফিন্যান্স কমিশনের নিকট কোন Memorandum বা প্রস্তাব পেশ করে নাই।
- ২) প্রশ্ন উঠে নাই।

UNSTARRED QUESTION NO. 673

By Shri Radha Raman Deb Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

- ১। ১৯৭২-৭৩, ১৯৭৩-৭৪ সালে মোহনপুর ব্লকে কত জন জুমিয়াকে পুনর্বাসন দেওয়া তইয়াছে,
- ২। প্রতি জুমিয়াকে কত কানি করে ভূমি এবং কত টাকা করে নগদ দেওয়া তইয়াছে ?

উত্তর

- ১। সদর মহকুমাবান মোহনপুর সমষ্টি উন্নয়ন ব্লকে নিম্নলিখিত সংখ্যক জুমিয়া পরিবারকে ১৯৭২-৭৩ এবং ১৯৭৩-৭৪ তং সনে পুনর্বাসন দেওয়া তইয়াছে।

১৯৭২-৭৩ইং সনে	১৪০ পরিবার
১৯৭৩-৭৪ইং সনে	১২ ,
- ২। উপরোক্ত প্রতি পরিবারকে ৪ (চার) একর ভূমি এবং প্রথম কিস্তিতে ৩৫০ (তিনশত পঞ্চাশ) টাকা করে নগদ আর্থিক অসহায়তা দেওয়া তইয়াছে।

UNSTARRED QUESTION NO. 807

By Shri Radha Raman Deb Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Planning Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

- ১। মোহনপুর গ্রামীণী হাসপাতালে বিদ্যুৎ সংস্কারণ করার পরিকল্পনা আছে কি ?
- ২। থাকিলে, কখন করা হবে ?

উত্তর

- ১। হ্যাঁ।
- ২। বিদ্যুৎ সংস্কারণের জন্য এটিমেন্ট পাঠাতে পূর্বে বিভাগকে অস্বৈরোধ করা হইয়াছে। এটিমেন্ট পাওয়া গেলেই উক্ত বিবেচনা করা হইবে।

UNSTARRED QUESTION NO. 770

By Shri Sudhanwa Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Statistical Department be pleased to state—

প্রশ্ন

- ১। স্ট্যাটিস্টিকেল দপ্তরের কর্মচারীদের নাম এবং পদবী
- ২। ইতি কী সত্য যে কর্মচারীদের অধিকাংশের কোন কাজ থাকে না,
- ৩। সত্য হলে তার কারণ,
- ৪। ১৯৭৩এ এই দপ্তর থেকে যে সব পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছে তার নাম।

উত্তর

- ১। পরিসংখ্যান বিভাগের কর্মচারীদের নাম এবং পদবী সংশ্লিষ্ট কাগজে ('A' চিহ্নিত) হুটবা।
- ২। ইতি সত্য নহে।
- ৩। অপ্রযোজ্য।
- ৪। ১৯৭১এ পরিসংখ্যান বিভাগ হতে যে সব পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছে তা'দের নাম সংশ্লিষ্ট কাগজে (B চিহ্নিত) হুটবা।

**Names Designation of employees of Statistical Department
as on 1-1-1974**

Sl. No.	Name of Employees	Designation
1.	Shri Jyoti Lal Saha	Senior Statistical Officer
2.	„ S. R. Chaudhury	Statistical Officer.
3.	„ K. N. Deb	Superintendent, N. S. S.
4.	„ H. L. Nath	Statistical Assistant.
5.	„ P. Deb Roy	-do-
6.	„ K. K. Chakraborty	-do-
7.	„ U. C. Saha	-do-
8.	„ S. Chatterjee	-do-
9.	„ B. Chakraborty	-do-
10.	„ S. K. Nandy	Scrutiny Inspector.
11.	„ M. R. Deb Nath	-do-
12.	„ R. N. Saha	Supervisor

Sl. No.	Names of employees.	Designation
13.	,, T. P. Sen Gupta	Inspector
14.	,, S. R. Roy	-do-
15.	,, D. N. Rakshit	-do-
16.	,, R. Baidya Roy	-do-
17.	,, A. Rakshit	-do-
18.	,, S. K. Gupta	-do-
19.	,, A. Chakraborty	-do-
20.	,, A. Bardhan	-do-
21.	,, R. R. Das	-do-
22.	,, P. R. Ghosh	-do-
23.	,, P. K. Mahalanabish	-do-
24.	,, N. M. Sinha	-do-
25.	,, M. C. Debnath	-do-
26.	,, U. C. Das	-do-
27.	,, H. P. Roy	Progress Assistant
28.	,, N. Nath	-do-
29.	Shri B. C. Paul	-do-
30.	,, A. R. Roy	-do-
31.	,, P. P. Deb	-do-
32.	,, D. Sen	-do-
33.	,, S. Chakraborty	-do-
34.	,, N. K. Bhowmik	-do-
35.	,, S. K. Ghosh	-do-
36.	,, B. Dey	-do-
37.	,, H. K. Sarkar	-do-
38.	,, P. B. Saha	-do-
39.	,, H. Chakraborty	-do-
40.	,, B. K. Saha	-do-
41.	,, H. Dutta	-do-
42.	,, D. C. Debnath	-do-
43.	,, B. K. Bhowmik	-do-
44.	,, T. K. Dutta	Senior Computer
45.	,, B. B. Bhowmik	-do-

Sl. No.	Name of employees.	Designation
46.	Shri J. K. Kar	Senior Computer
47.	„ K. Y. Jacob	do
48.	„ B. B. Sarkar	-do-
49.	„ S. K. Paul	-do-
50.	„ S. K. Acharjee	-do-
51.	„ P. C. Dey	Tabulator
52.	„ D. C. Foy	Accountant
53.	„ R. R. Chatterjee	Accountant
54.	„ R. K. Baidya	Librarian
55.	„ B. K. Sinha Roy	L. D. Clerk
56.	„ S. R. Deb	Typist
57.	Shri S. Deb Barma	Typist
58.	„ N. G. Deb Nath	Typist
59.	„ P. K. Chakraborty	Compiling Clerk
60.	Smt. Manjusree Saha	Punch/Verifier Operator
61.	Shri M. Saha	-do-
62.	„ A. K. Baidya	-do-
63.	„ B. B. Deb Barma	-do-
64.	„ D. Deb Roy	-do-
65.	„ D. Saha	-do-
66.	„ P. C. Chakma	Computer (Jr.)
67.	„ B. B. Acharjee	-do-
68.	„ N. C. Datta	-do-
69.	„ A. K. Majumdar	-do-
70.	„ R. B. Deb	-do-
71.	„ T. K. Bandopadhaya	Assistant Investigator
72.	„ S. C. Saha	-do-
73.	„ P. G. Basak	-do-
74.	„ P. K. Nag	-do-
75.	„ R. K. Choudhury	-do-
76.	„ K. D. Barari	-do-
77.	„ A. K. Nandy	-do-
78.	„ C. Chakraborty	-do-

Sl. No.	Name of employees	Designation
79.	„ A. K. Deb Barma	Investigator
80.	„ H. Paul	-do-
81.	„ C. M. Roy	-do-
82.	„ A. L. Bardhan	-do-
83.	„ M. L. Das	-do-
84.	„ M. Majumdar	-do-
85.	„ S. R. Bhattacharjee	-do-
86.	„ D. D. Chakraborty	-do-
87.	„ N. D. Das	-do-
88.	„ S. P. Chakraborty	-do-
89.	„ S. B. Choudhury	-do-
90.	„ P. Deb	-do-
91.	„ J. Chakraborty	-do-
92.	„ S. Chakraborty	-do-
93.	„ C. R. Saha	-do-
94.	„ B. B. B. Roy	-do-
95.	„ R. P. Bhattacharjee	-do-
96.	„ S. K. R. Choudhury	-do-
97.	„ J. K. Sinha	-do-
98.	„ B. B. Majumdar	-do-
99.	„ S. R. Chakraborty	-do-
100.	„ S. C. Das	-do-
101.	„ B. B. Saha	-do-
102.	„ J. K. Roy	-do-
103.	„ H. P. Das	-do-
104.	„ R. C. Choudhury	-do-
105.	„ M. I. Bhattacharjee	-do-
106.	„ P. K. Basak	-do-
107.	„ N. C. Saha	-do-
108.	„ S. Das	-do-
109.	„ G. C. Choudhury	-do-
110.	„ H. Deb Roy	-do-

No.	Name of employees.	Designation
111.	Shri Shib Kr. Roy	Investigator
112.	„ S. R. Saha	-do-
113.	„ P. Sen Gupta	-do-
114.	„ Gopesh Talukdar	-do-
115.	„ Psamatha Rn. Roy	-do-
116.	„ M. L. Ghosh	-do-
117.	„ A. K. Kar	-do-
118.	„ N. N. Sen Gupta	-do-
119.	„ N. Majumdar	-do-
120.	„ M. Choudhury	-do-
121.	„ S. Das Sarma	-do-
122.	„ A. Bhattacharjee	-do-
123.	„ M. Roy Choudhury	-do-
124.	„ A. Das Gupta	-do-
125.	„ S. Das Gupta	-do-
126.	„ J. B. Sen	Driver
127.	„ Haridhan Dey	do-
128.	„ S. C. Deb	Orderly
129.	„ B. C. Debnath	Peon
130.	„ C. M. Roy	-do-
131.	„ A. Ch. Roy	-do-
132.	„ A. Ch. Majumdar	-do-
133.	„ S. Ch. Choudhury	-do-
134.	„ G. N. Mallik	-do-
135.	„ Kanulal Sarkar	-do-
136.	„ R. C. Sukladas	-do-
137.	„ Ranjit Ch. Deb	-do-
138.	„ S. R. Das	Watchman
139.	„ A. Kr. Das	-do-

APPENDIX "B"

Names of Booklets which Statistical Department have published in 1973.

1. Bulletin of Tea Statistics, 1969 (Annual Publication)
2. Statistical Abstract, 1969 —do—
3. Statistical Outline, 1970 —do—
4. Quarterly Bulletin of Economics & Statistics.
3rd Quarter of 1970, 4th quarter of 1970, 1st and 2nd quarter
(Combined) of 1971.

UNSTARRED QUESTION NO. 908

By Shri Purna Mohan Tripura

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Planning Department be pleased to state—

QUESTION

- ১। কৈলাসহর বিভাগের মহাকুমা হাসপাতাল, প্রতিটি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও ডিসপেনসারীগুলিতে বর্তমানে কতজন ডাক্তার ও নাস আছেন?

ANSWER

প্রতিষ্ঠানের নাম	ডাক্তার	নাস
১) কৈলাসহর হাসপাতাল	৪	৯
২) ফটিকবায় পি, এইচ, সি,	২	৩
৩) মল্ল (উত্তর) ,, ,, ,,	১	৪
৪) কুমারঘাট ,, ,, ,,	১	৩
৫) ছাওয়ল ডিসপেনসারী	১	×
৬) চৈলেংটা	১	×
৭) মাহলিহড়া ,,	১	
৮) কাঞ্চনবাড়ী ,,	১	
৯) ধুমাহড়া ,,	১	

**PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY
ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE
CONSTITUTION OF INDIA.**

27th March, 1974.

The House met in the Assembly Chamber, Agartala at 12-30 P. M. on Wednesday, the 27th June, 1974.

PRESENT

Shri Manindra Lal Bhowmik, Speaker in the Chair, Chief Minister, 4 Ministers, Deputy Speaker, 2 Deputy Ministers and 44 Members.

Mr. Speaker :—To-day in the List of Business are the following Questions to be answered by the Ministers concerned— Shri Madhusudan Das, absent, Shri Jatindra Kr. Majumder.

Shri Jatindra Kr. Majumder :—Question No. 914.

Shri Sailesh Ch. Shome ;— Mr. Speaker. Sir, Question No. 914.

প্রশ্ন

- ১) ১৯৭২ ইং সন ৩ইতে ১৯৭৩ ইং সনের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত পঞ্চায়েত বিভাগে (পঞ্চায়েত রাজ ডিপার্টমেন্ট) কতজন প্রোগ্রাম অফিসার, ইনভেস্টিগেটর ও সহকারী পঞ্চায়েত সেক্রেটারী নিয়োগ করা হইয়াছে এবং
- ২) তাঁহাদের চাকুরীর ম্যায়াদ কত দিন ?

উত্তর

- ১) ভারত সরকার বিশেষ কর্ম সংস্থান এক্সে ১৯৭২ ইং সনে অক্টোবর মাসে ১৭ জন ইনভেস্টিগেটর ও ১৮ জন অ্যাসিস্টেন্ট সাময়িকভাবে নিযুক্ত করা হয়। তদুপরে ৮ জন কৃষি স্বাতন্ত্র্য কৃষি বিভাগে ১৯৭৩ ইং সনের আগষ্ট মাসে নিয়মিত চাকুরী পাইয়া চলিয়া যাওয়ায় তাঁহাদের স্থলে ১৯৭৩ ইং সনের ডিসেম্বর মাসে ৫ জন পঞ্চায়েত প্রোগ্রাম অফিসার সাময়িকভাবে নিযুক্ত করা হয়। উক্ত সময়ের মধ্যে কোন সহকারী পঞ্চায়েত সেক্রেটারী নিযুক্তির প্রশ্ন আসে না কারণ এই বকম কোন পদ নাই।
- ২) ভারত সরকার কর্তৃক উক্ত এক্সের মেয়াদ বৃদ্ধি না হওয়ায় তাঁহাদের চাকুরীর মেয়াদ ১৯৭৪ ইং সনের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত বলবৎ আছে।

শ্রীযুক্তীজ কুমার মজুমদার :— সান্নিধ্যেটারী তার, তাদেরকে ভারত সরকারের অনু-মোদিত একটা ফীম অনুযায়ী নেওয়া হয় সেইটাতে ভারত সরকারের নির্দেশ ছিল কি যে তাদের চাকুরীর মেয়াদ এতদিন থাকবে ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এইটা এই সময়ের জন্ত নির্দিষ্ট ছিল।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :— সাপ্লিমেন্টারী শ্রী, তাদেরকে কিসের ভিত্তিতে নেওয়া হয়েছিল?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেইটা খুব টেমপোরারী চাকুরী অ্যানগেজমেন্ট এই কাজ যারা প্রোগ্রাম অফিস এবং ইনভেস্টিগেটরস তাদেরকে এজুয়েট দেখে নেওয়া হয়।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বলেছি তাদেরকে কি ইন্টারভিউ নিয়ে নেওয়া হয়েছে না, এ্যামপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ থেকে নাম চেয়ে তারপর তাদেরকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়েছে?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এইটা অ্যানগেজমেন্ট এইটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট নয় রেগুলার, স্তব্ধ বা রেগুলার হিসাবে অ্যাপয়েন্টমেন্ট, দিতে হলে তার রিক্রুইটমেন্ট রোলস থাকে, এইটা পিউরলি অ্যানগেজমেন্ট তার জন্য সেভাবে নেওয়া হয়।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— অ্যানগেজমেন্ট এবং অ্যাপয়েন্টমেন্টের মধ্যে কি বেশ কম আছে এছাড়া মাননীয় মন্ত্রী মশায় বলতে পারেন?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— রেগুলার অ্যাপয়েন্টমেন্টের মধ্যে তার রিক্রুইটমেন্ট রোলস থাকে টেমপোরারী অ্যানগেজমেন্টের মধ্যে এই সমস্ত রোলস নেই।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— সাপ্লিমেন্টারী তার, ২ বছরের জন্য নিযুক্তি করা হলো দুই বছরের জন্য চাকুরী রাখা হয়েছে, দুই বছর পরে যারা চাকুরী করে তাদেরকে বাদ দিয়ে যাকে ইচ্ছা তাকে নিতে পারে সরকার?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তার জন্য একটা গিগেকশন বোর্ড হয়েছে।

শ্রীনপেন্দ্র চক্রবর্তী :— সাপ্লিমেন্টারী তার, মাননীয় মন্ত্রী মশায় জানাবেন কি যে ম্যান-পাওয়ার একটা দপ্তর আছে তাদের সংগে কনসালট করা হয়েছিল কিনা?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ম্যানপাওয়ার আছে এবং যারা অ্যাপয়েন্টড হয়েছে তাদের প্রত্যেকের নাম ম্যানপাওয়ার থেকে এসেছিল।

শ্রীভাগস দা :— সাপ্লিমেন্টারী তার, হাফ-মিলিয়ন জবের জন্য কত জন দরখাস্ত করেছিল?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কত জন দরখাস্ত করেছিল এই তথ্য আমার কাছে নেই।

শ্রীসুধা দেববর্মা :— সাপ্লিমেন্টারী তার, মাননীয় মন্ত্রী মশায় বলবেন কি যে এই যে লোক নেওয়া হয়েছে তাতে সিডিউল ট্রাইবস আর সিডিউল কাস্টের সংখ্যা কত আছে?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই তথ্য আমার কাছে নেই।

শ্রীমুপেন্দ্র চক্রবর্তী :— সাগ্রিমেন্টারী স্তার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে এই সিলেক্ট কমিটিতে কে কে ছিল তাদের নাম বলতে পারেন কি ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সিলেকশন বোর্ডে জেলা পঞ্চায়েত অফিসার, পঞ্চায়েত অধিকর্তা এবং ডিপুটি ডেভেলপমেন্ট কমিশনার এই কমিটিতে ছিলেন ।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে বেঙ্গলার আপ্যুয়েটমেন্ট দিতে গেলে রিক্রুইটমেন্ট রুলস দরকার হয় তাহলে পঞ্চায়েতে যে সমস্ত কর্মচারীরা আছেন বেঙ্গলার আপ্যুয়েটমেন্ট তাদের জন্য কি রিক্রুইটমেন্ট রুলস আছে ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, রিক্রুইটমেন্ট রুলস তাদের জন্য আছে ।

শ্রীভাপস দে :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পঞ্চায়েত কনভেন্সটিগেটরস এবং আপ্যুয়েট অফিসার যাদেরকে নিয়োগ করা হয়েছে তাদের ভবিষ্যত সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় চিন্তা করছেন কিনা ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এইগুলি টেম্পোরারী আপ্যুয়েটমেন্ট এবং টেম্পোরারী চাকুরী তাদের জন্য বিশেষ কোন চিন্তা এখন পর্যন্ত করা হয় না ।

শ্রীভাপস দে :— সাগ্রিমেন্টারী স্তার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি বলবেন এই যে ঠাকএমিলিয়ন জবএর চাকুরী কি না, এইটা ঠাকএমিলিয়ন জব স্কীমের চাকুরী কিনা ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা আদালা একটা স্কীম ।

শ্রীভাপস দে :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি কেন্দ্রীয় সরকার যে বিশেষ কর্ম-সংস্থানের প্রকল্প নিয়েছেন সেটার কি নাম ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রক্টা আমার কাছে ক্রীয়ার নয় ।

শ্রীভাপস দে :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে স্কীমে তাদের এনগেজমেন্ট দিয়েছেন টেম্পোরারী, এটা কোন স্কীমের আওতায় ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছি যে স্পেশাল রিক্রুইটমেন্ট স্কীমে সেটা দেওয়া হয়েছে ।

শ্রীমুপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে এই যে যাদের টেম্পো-রারী নেওয়া হয়েছিল, তাদের চাকুরীটা যাতে কন্টিনিউড হয়, তার জন্য ইউট গভর্ণমেন্ট কেন্দ্রীয় সরকারকে চিঠিপত্র লিখেছেন কি না ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করা হয়েছিল এই স্কীম চালু করার জন্য ।

শ্রীমুপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, কি বেসুপল পাওয়া গেছে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কেন্দ্রীয় সরকার আর এটা কন্টিনিউ করতে চান না ।

শ্রীকালিপ্রহ ব্যানার্জী :— এই প্রোগ্রাম অফিসার কি কাজ করেছেন মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পঞ্চায়েতে যে গাঁওসভা আছে, যে ইউনিট আছে, তার মধ্যে এ্যাগ্রিকালচার্যাল ডেভলপমেন্ট প্রোগ্রাম সম্পর্কে তিনি তথ্যবান করে থাকেন।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :— দুই বছর যারা চাকুরীতে ছিল, তারা এই দুই বছরের মধ্যে কোথাও ইন্টারভিউর সুযোগ পেয়েছে কি, না পেলে তাদের অবস্থা কি, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোথাও এই দুই বছরের মধ্যে ইন্টারভিউর সুযোগ পেয়েছিল কি না বা ইন্টারভিউ দিয়েছিল কিনা এটা এই প্রশ্নে আসে না।

শ্রীমূপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি, অল্পত এ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়ার সময়ে, তাদের যদি রিকুইজিট কোয়ালিফিকেশন থাকে তাদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে কি না ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা এ্যাপয়েন্টমেন্টের কথা নয়। অতীতে যারা টেম্পোরারী এ্যাপয়েন্টমেন্ট পেয়েছিল, তাদের অগ্রাধিকার দেওয়া সম্পর্কে চিন্তা করা হয়।

মিঃ শ্যাকার :— শ্রীমূপেন্দ্র চক্রবর্তী।

শ্রীমূপেন্দ্র চক্রবর্তী :— কোয়েন্টান নাথার ১৬৪।

শ্রীএস. এম. সেনগুপ্ত :— কোয়েন্টান নাথার ১৬৪ স্তার।

প্রশ্ন

- ১) ধর্ম্মনগর এক্স-সার্ভিসম্যান এসোসিয়েশন থেকে ২৫/৮/৭৪ ইং সরকার হাপলংছড়াতে এক্স-সার্ভিসম্যানদের পুনর্গমন দেওয়ার জন্য কোন স্মারকলিপি পেয়েছেন কি ?
- ২) যদি পেয়ে থাকেন উক্ত স্মারকলিপি এবং এ সম্পর্কে সরকারী সিদ্ধান্ত কি হয়েছে ?

উত্তর

- ১) মাননীয় রাজ্যপালকে লেখা ধর্ম্মনগর এক্স সার্ভিসম্যান এসোসিয়েশনের ২৫/৮/৭৪ ইং তারিখের স্মারকলিপির একটি প্রতিলিপি ২রা মার্চ, ১৯৭৪ ইং তারিখে সরকারের হস্তগত হইয়াছে।
- ২) উক্ত স্মারকলিপিতে ধর্ম্মনগরের প্রাক্তন ও কর্মরত সৈনিকগণকে ধর্ম্মনগর মহকুমার হাপলংছড়া মৌজার অন্তর্গত ১ নং ও ৪১ নং সার্ভে প্লট অন্তর্ভুক্ত খাস জমিতে জমি বন্টন ক্রমে ও ক্ষুদ্র শিল্প রূপায়নের মাধ্যমে পুনর্গমনের আবেদন জানানো হইয়াছে। এত সঙ্গে সেখানে চিকিৎসা, শিক্ষা, বিনাশায়ে ট্রেনিং প্রদান এবং ক্ষুদ্রশিল্পের জন্য সাহায্যদানের আবেদন রাখা হইয়াছে। বিভিন্ন বিভাগের সঙ্গে আলোচনাক্রমে উক্ত স্মারকলিপির বিষয়বস্তু পরীক্ষা করিয়া দেখা হইতেছে এবং এখনও কোনরূপ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় নাই।

শ্রীমূপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, যে কারগাটাতে পুনর্গমন চাচ্ছেন; সে কারগাটা গভর্নমেন্ট খাস ল্যান্ড হিসেবে পতিত আছে কিনা ?

শ্রীএস. এম. সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ধর্ম্মনগর মহকুমা শাসকের রিপোর্ট অনুযায়ী প্রকাশ পায় যে ধর্ম্মনগরে ১৮১১৬ একর গোচারণ ভূমি হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

শ্রীমূপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় অবগত আছেন কি, এই জায়গাতে হাজার হাজার বাংলাদেশের শরণার্থী থাকার ফলে জংগল উত্থাদি পরিকার করে আবাসযোগ্য হয়েছে?

শ্রীএস. এম. সেনগুপ্ত :— কিছু কিছু লোক সেখানে দখল করে আছে, এখানে কম্পোজিট লাইফ টেক কার্য করার কথা ছিল, কিন্তু গ্রামবাসীদের ডিসপিউট থাকার সেটাকে রূপ দেওয়া যায়নি।

শ্রীমূপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে হিসেব আছে কি, ধর্ম্মনগর এক্স-সার্ভিসম্যান কত পুনর্বাসন পেয়েছে এবং কত পুনর্বাসনের জন্য অপেক্ষা করছেন?

শ্রীএস. এম. সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, নাশারটা আমার ঠিক জানা নেই। তবে এই পর্যায় বলা যায়, তাদের অলটারনেটিভ জায়গা দেওয়া হয়েছিল কিন্তু সেখানে তারা যেতে চাননি।

শ্রীমূপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি একথা স্মৃতি রাখবেন যে শুধু ধর্ম্মনগরে নয়, প্রায় এতোক সাবডিভিশ্যনেই এই এক্স-সার্ভিসম্যানদের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাদের কোনরকম পুনর্বাসন এই গত দুই বছরের মধ্যে হয়নি?

শ্রীএস. এম. সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, অন্ততঃ আমাদের হিসেব অনুযায়ী ১৮৪ জনকে দেওয়া হয়েছে।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন কি, এক্স-সার্ভিসম্যান এসো-সিয়েশন থেকে যে আরকলিপি দেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে যে জ্ঞাপনার কথা বলা হয়েছে, সেখানে যেভিনিউ ইন্সপেক্টার গিয়ে ইন্সপেকশন করে লিখেছেন যে এটা পুনর্বাসনের উপযোগী জমি?

শ্রীএস. এম. সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছি যে এই জায়গাটা সম্পর্কে অনেকগুলি ডিসপিউট আছে এবং প্রাক্তন সৈনিকদের বিষয়টা বিবেচনামূলক উপযোগী আছে।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন যে এক্স-সার্ভিসম্যানদের ধর্ম্মনগরে জায়গা দেওয়া হয়েছিল, সেখানে তারা যায় নাই, কোথায় সেই জায়গাটা নাম বলবেন কি?

শ্রীএস. এম. সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার যতটুকু মনে পড়ছে সেটা খেদাইডায়।

শ্রীমূপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি এক্স-সার্ভিসম্যান উপজাতি না অ-উপজাতি?

শ্রীএস. এম. সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এক্স-সার্ভিসম্যানদের উপজাতি, অ-উপজাতি হিসেবে করে দেখা হয় না।

শ্রীমূপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি স্বীকার করবেন, খেদাছড়া বা:লাদেশ সীমান্তে একটা উপজাতি অধ্যুষিত এলাকা এবং এখানে এক্স-সার্ভিসম্যানদের পুনর্বাসনের কথা বলনাও করা যায় না ?

মি: স্পীকার :—অন্যায়বল মেম্বার, ইট ইজ এ কোয়েস্টান অব অপিনিয়ন।

শ্রী এস. এম. সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তাকলে সীমান্ত এলাকা বলে সব এলাকা ছেড়েই লোক চলে আসতে পারে।

শ্রীমূপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি অবগত আছেন, যে ঐ এলাকায় বহু উপজাতি ভূমিহীন জমিয়ার পুনঃকাসন দেওয়া যায়, তা না দিয়ে ধর্ম্মনগর থেকে এক্স সার্ভিসম্যানদের দেওয়া হচ্ছে কেন ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—সব দিকে বিবেচনা করে সেটা ঠিক করা হয়েছে।

শ্রীমূপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় স্বীকার করবেন কি, উপজাতি অধ্যুষিত এলাকা ভাঙবার উদ্দেশ্য নিয়েই ধর্ম্মনগর থেকে আ-উপজাতিদের নিয়ে পুনর্বাসিত দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে।

শ্রী এস. এম. সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা কার্গনিক সাজেশন।

মি: স্পীকার :—শ্রীনরেশ চল্ল রায়।

শ্রীনরেশ চল্ল রায় :—৮৮৬।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোয়েস্টান নম্বার ৮৮৬।

প্রশ্ন

১) আগরতলা হটতে সেকেরকোট পর্য্যন্ত ১৯৭৪ ইং মধ্যে টাউনবাস সার্ভিস দেওয়ার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

উত্তর

১) প্রয়োজনীয় সংখ্যক বাসগাড়ী পাওয়া গেলে আগরতলা হটতে সেকেরকোট পর্য্যন্ত টাউনবাস সার্ভিস চালু করা হবে।

শ্রীনরেশ চল্ল রায় :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় জানান কি যে কয়েক বছর আগে সেখানকার জনসাধারণ সরকারের নিকট একটা আবেদন করেছিল সেখানে বাস সার্ভিস চালু করার জন্য, তার ফলাফল কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই প্রশ্নের জবাব আমি দিয়েছি।

শ্রীশ্রীশাল রঞ্জন সাহা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে তিনি বলেছেন প্রয়োজনীয় সংখ্যক বাস পাওয়া গেলে, সেটা আমরা কবে নাগাদ পাব ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—এটা নির্ভর করে ফ্যাক্টরীর উপর।

শ্রীতাপস দে :—নর্থ ডিষ্ট্রিক্টে যে টি, আর, টি, সি বাস চলার আগে যে প্রাইভেট বাসগুলি চলাচল করত সেগুলি কি এখন টাউনবাস হিসাবে কাজে লাগানো যাবে না ?

শ্রী এস. এম. সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, নর্থ ডিষ্ট্রিক্টের যে বাসগুলি ছিল সেগুলি সাউথে চলে এসেছে এবং তাদের যে টাইম বা যে ধরনের ট্রিপ দেওয়া হচ্ছে তাতে টাউন বাস দেওয়ার মত প্রয়োজনীয় সংখ্যক বাস নাই।

শ্রীশ্রীল রত্ন সাহা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে সেকেরকোট টাউনবাস দেওয়ার জন্য গত সেশনেও কথা হয়েছিল। এ সম্পর্কে তিনি বাস মালিকদের সংগে কি আলোচনা করেছেন ?

শ্রী এস. এম. সেনগুপ্ত :—বাস মালিকদের কাছ থেকে বাসের পারমিটের জন্য আবেদন পত্র আহ্বান করা হয়েছে।

শ্রীতাপস দে—আমতলী পর্য্যন্ত যে টাউন বাস সার্ভিসটা চালু আছে সেটা সেকেরকোট পর্য্যন্ত দেওয়া হবে কিনা ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—এটা টাইমিং এর দরকার। যে টাইমিং আছে তাতে টাইমিং এর অনুবিধা হয়ে যাবে বলে সেটা সম্ভব নয়।

শ্রীতাপস দে :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি আর কত সংখ্যক গাড়ী চলে পর সেকেরকোট পর্য্যন্ত গাড়ী দেওয়া যেতে পারে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—বাসের নাশ্বাব বাড়ালেই সেটা সম্ভব হতে পারে।

শ্রীশ্রীল রত্ন সাহা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে ভূতন রুটের পারমিটের জন্য কত দরখাস্ত সরকারের কাছে আছে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—সংখ্যাটা আমার কাছে এখন নাট।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে তাদের বাসের পারমিট দেওয়া হচ্ছে না কেন ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—পারমিট দেওয়া হচ্ছে না ঠিক নয়। তাদের আবেদন করতে বলা হয়েছে। আবেদন করলেই সেটা দেখা হবে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলছেন যে আবেদন করেছে। কত সংখ্যক আবেদন করেছে তিনি সেটা বলতে পারেন না। যদি একটাও আবেদন করে থাকে তাহলে সেটা ডিসপোজাল করা হচ্ছে না কেন ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—আবেদন আহ্বান করা হয়েছে বলা হয়েছে।

শ্রীমরেশ চন্দ্র রায় :—দূরত্বের দিক দিয়ে আগরতলা থেকে নরসিংগড় এবং আরতলা ডেকে মোহনপুর যতটুকু দূর আগরতলা থেকে সেকেরকোটও ততটুকু দূর বা আরও কম হবে এবং আগরতলা থেকে আমতলী পর্য্যন্ত একই সংখ্যা দেওয়া হচ্ছে। সুতরাং আমি বুঝি না যে আগরতলা থেকে সেকেরকোট পর্য্যন্ত কেন যে আগরতলা থেকে সেকেরকোট পর্য্যন্ত বাস সার্ভিস একস্টেনশান করা যাচ্ছে না। সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একটু উদ্বুদ্ধ করে দেখবেন কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—আগরতলা থেকে আমতলী যে সার্ভিসটা যায় তার দূরত্ব যদি আরও বাড়ানো যায় তাহলে যে টাইমিংটা আছে তাতে গোলমাল হয়ে যাবে।

শ্রীমরেশ চন্দ্র রায় :—এই টাইমকে মেনটেন করে একই সংখ্যক বাস আগরতলা থেকে মোহনপুর পর্য্যন্ত চলতে পারে। তাহলে আগরতলা থেকে কি একই সংখ্যক বাস সেকেরকোট পর্য্যন্ত চলতে পারে না ? এতে টাইমিং এর কি গোলমাল হতে পারে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—এখন পর্য্যন্ত যে সিস্টেম রয়েছে সেই সিস্টেমে টাইমিং এর গুণগোল হয়ে যেতে পারে। সে জন্য আগরতলা থেকে সেকেরকোট পর্য্যন্ত বাড়ানো যাচ্ছে না। যদি সম্ভব হয় তাহলে বিবেচনা করে দেখা যেতে পারে।

মুশীল রঞ্জন সাহা :—এটা কি সত্য যে বাসের মানিকগণের স্বার্থ জড়িত আছে বলেই হুতন বাসের পারমিট দেওয়া হচ্ছে না ?

শ্রী শ্রী স্বর্গময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কার স্বার্থ জড়িত আছে জানি না। তবে চেসিসেয় তত্তাব্ধের জন্যই বাস বাড়ানো যাচ্ছে না, সরকারেরও চেসিসের অভাব রয়েছে।

শ্রী নৃপেন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানানবেন কি যে সেকেরকোট থেকে একজন লোকের আগরতলা আসতে এখন কত পয়সা লাগে এবং টাউন বাসের হিসাব মতন কত পয়সা লাগে এবং তার ডিফারেন্স কি ?

শ্রী স্বর্গময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বাসের সংখ্যা ঐ লাইনে যা আছে তা আমি দিচ্ছি।

আগরতলা—বিশালগড়	গাড়ীর সংখ্যা—২০টি
আগরতলা—উদয়পুর	,, ,, —১৬টি
আগরতলা—সোনামুড়া	,, ,, —১৬টি
আগরতলা—সাগুয়া	,, ,, —৪০টি
আগরতলা—বিশোনায়া	,, ,, —৪০টি

আর আগরতলা—বিশালগড়ের ভাড়া ৬৫ পয়সা এবং আগরতলা—সেকেরকোট ৫০ পয়সা।

শ্রী বাজুবন স্ক্রিয়াং :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানানবেন কি এই ৪০টি গাড়ীতে সেকেরকোটের পেসেঞ্জারদের আসা যাওয়ার ব্যবস্থা আছে কি ?

শ্রী স্বর্গময় সেনগুপ্ত :—সেখানে বাস থামাবার ব্যবস্থা আছে।

শ্রী নৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানানেন কি যে অর্ধকাংশ যাত্রীকে সেকেরকোট থেকে আগরতলায় জোপে আসা-যাওয়া করতে হয় এবং সেজন্য তাদেরকে কম পক্ষে ১৫০ পয়সা ভাড়া দিতে হয় ?

শ্রী স্বর্গময় সেনগুপ্ত :—এটা আমার জানা নাই।

শ্রী বাজুবন স্ক্রিয়াং :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তদন্ত করে দেখবেন কি যে যাবার সময় এবং আসবার সময় কোন সময়েই যাত্রীরা বসে আসা-যাওয়া করতে পারেন না ?

শ্রী স্বর্গময় সেনগুপ্ত :—এই সম্পর্কে তদন্ত করার কোন কিছু নাই, যেহেতু যাত্রীদের মধ্যে কেউ বসে আসতে পারেন আবার কেউ দাঁড়িয়ে আসতে পারেন।

শ্রী নৃপেন্দ্র চন্দ্র স্ক্রিয়াং :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানানেন কি যে আগরতলা থেকে বিশালগড়ের যে ভাড়া, আগরতলা থেকে সেকেরকোট যেতে হলেও যাত্রীদের সেই ভাড়াই দিতে হচ্ছে, অথচ আগরতলা থেকে বিশালগড়ের যে ডিষ্টেন্স আগরতলা থেকে সেকেরকোটের ডিষ্টেন্স অনেক কম ?

শ্রী স্বর্গময় সেনগুপ্ত :—কিন্তু আমার কাছে যে তথ্য আছে, তাতে দেখা যাচ্ছে যে ডিষ্টেন্সের ডিফারেন্স আছে।

শ্রী নিরঞ্জন দাস :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আগরতলা থেকে বিশালগড়ের বাস ভাড়া হচ্ছে ৬৫ পয়সা, কিন্তু কত বছর আগে এই ৬৫ পয়সা বাস ভাড়াটা ছিল, তা জানানবেন কি ?

শ্রীমুখ্যমন্ত্র সেনগুপ্ত :— আমারতো সরকারী হিসাবটাই জানা আছে।

শ্রীভূতিত মোহন দাশগুপ্ত :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এট যে বক্তিত ভাড়াটা নেওয়া হচ্ছে তার জন্য সরকার থেকে কোন অনুমোদন নেওয়া হয়েছে কিনা বা সরকারী অনুমোদন নিয়ে ভাড়াটা বাড়ানো হয়েছে কিনা অথবা তার জন্য সরকারের কাছে কোন আবেদন করেছিল কিনা, আমাদেরকে জানাবেন কি ?

শ্রীমুখ্যমন্ত্র সেনগুপ্ত :— এত সম্পর্কে তারা একটা আবেদন করেছিল। কিন্তু সেটা বিবেচনা করা হয় নি। কাজেই আগের ভাড়াটাই চলছে।

শ্রীনিরঞ্জন দেব :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় গণ্ডা নিয়ে দেখবেন কি যে আগরতলা থেকে বিশালগড় পর্যন্ত টার্মি ভাড়া নেওয়া হয় ২ টাকা আর জুঁপ ভাড়া নেওয়া হয় ১১ টাকা অর্থাৎ যার কাছ থেকে যেন নেওয়া যায়, তেমনই নেওয়া হচ্ছে ?

শ্রীমুখ্যমন্ত্র সেনগুপ্ত :— আমি যেটুকু বলতে পারি, সেটা হচ্ছে বাস-ওয়ালারা আবেদন করেছেন ভাড়া বাড়াবার জন্য, কিন্তু এখন পর্যন্ত সেটা কন্সিডার করা হয় নি। কাজেই আমাদের হিসাব মতো আগের ভাড়াই চলছে।

শ্রীভূতিত মোহন দাশগুপ্ত :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যদি ইনকোয়েরী করা দেখা যায় যে সরকারী অনুমোদন ছাড়াই বাস মালিকেরা যাত্রীদের কাছ থেকে বেশী করে ভাড়া আদায় করছেন, তাহলে সরকারের প্রচলিত সে আইন আছে, সেট আইন এর দ্বারা তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা জানাবেন কি ?

শ্রীমুখ্যমন্ত্র সেনগুপ্ত :— এত দরপের কোন অভিযোগ আমাদের নোটিশে এলে পরেই আমরা সেটা দেখতে পারি।

শ্রীকালিদাস অ্যানার্জি :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে ত্রিপুরাতে মোট কয়টা বাস সেণ্ডিকেট আছে, যারা বাসের ভাড়া বাড়াতে বলেছেন, না কি একটা সেণ্ডিকেটই আছে ?

শ্রীমুখ্যমন্ত্র সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যত জায়গায় যত গাড়ী আছে, প্রত্যেক জায়গাতেই একটা করে সেণ্ডিকেট আছে। মংসলও আছে—যাকে এ্যাসোসিয়েশন বলা হয়ে থাকে এবং তারা সবাই বাসের ভাড়া বাড়াবার জন্য বলেছে।

শ্রীনিরঞ্জন দেব :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আপনি দয়া করে একবার আগরতলা-বিশালগড় সার্ভিসের বাস চাড়ে দেখবেন কি ?

শ্রীমুখ্যমন্ত্র সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটেক্ষনের দায়িত্বটা যদি মাননীয় সদস্য নেন, তাহলে আমার কোন আপত্তি নাই।

শ্রীতাপস দে :— হার্ড কোয়েস্টান নম্বর—৮১৫ (শ্রীমণ্ডন দাস)

শ্রীমুখ্যমন্ত্র সেনগুপ্ত :— হার্ড কোয়েস্টান নম্বর—৮১৫, তার।

এস

১) ত্রিপুরা সরকারের অধীনে চাকুরীকৃত কতজন কর্মচারীর বিরুদ্ধে সি. বি. আর্ট এর তদন্ত চলিতেছে ?

- ২) ১৯৭১-৭২ সালে যে তদন্ত চলিতেছিল, তার কোন রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে কি ?
- ৩) যদি প্রকাশিত হইয়া থাকে, তবে উক্ত রিপোর্ট ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীর সংখ্যা কত এবং তাদের কি কি শাস্তি দেওয়া হইয়াছে ?

উত্তর

- ১) আমাদের রেকর্ড মতে ৪ জনের বিরুদ্ধে সি, বি, আই-এর তদন্ত চলিতেছে।
- ২) জনস্বার্থের খাতিরে কোন রিপোর্ট প্রকাশ করা হয় না। তবে ১৩ জনের সম্পর্কে রিপোর্ট পাওয়া গিয়েছে।
- ৩) ১৩ জনের সম্পর্কে যে রিপোর্ট পাওয়া গিয়েছে তার মধ্যে ১ম শ্রেণীর ১ জন, ২য়, শ্রেণীর ৪ জন এবং ৩য় শ্রেণীর ৮ জন। ১৩ জনের যে রিপোর্ট পাওয়া গিয়েছে, তার মধ্যে ৪ জন কোর্টে বিচারধাম আছে, ৬ জনের বিরুদ্ধে বিভাগীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে আর ২ জনকে বিভাগীয় তদন্ত চলার পর সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে।

প্রীতাপস দে :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি যে ৪ জনের বিরুদ্ধে তদন্ত চলিতেছে, তাদের নাম কি কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যেহেতু সি, বি, আই-এর রিপোর্ট প্রকাশিত হয় না, কাজেই তাদের নাম এখানে বলা যাবে না।

প্রীতাপস দে :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি কোন্ কোন্ পদের কত জন ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোন্ ডিপার্টমেন্টের এটা আমি পরে দিতে পারি।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জি :—স্বার, যে ৪ জন অফিসারের বিরুদ্ধে সি, বি, আই-এর তদন্ত চলছে, তারা কি কি পদে আছেন, এটাই আমরা জানতে চাইছি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—এটাও আমি পরে দেব।

প্রীতাপস দে :—এই পরেটা কবে, মাননীয় মন্ত্রী মশাই দয়া করে জানাবেন কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—আর একবার নোটিশ দিলে পর।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জি :—কেন, তার উনি বলেছেন যে ৪ জনের বিরুদ্ধে তদন্ত হচ্ছে। তাদের নাম বলতে হয়তো উনার অনুবিধা কিন্তু তারা কে কোন্ পদে কাজ করছেন, সেটা তো বলতে পারেন, যেহেতু উনি ঐ ডিপার্টমেন্টের ভরাপ্রাপ্ত মন্ত্রী ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যেহেতু নাম প্রকাশ করা সম্ভব নয়, সেহেতু সমস্তটাই গোপনীয় রয়েছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—স্বার, তিনি একটু আগে বলেছেন যে পরে দেওয়া হবে, আর এখন বলেছেন যে দেওয়া হবে না। এর মধ্যে পরে দেওয়া হবে সত্যি, না পরে দেওয়া হবে না সত্যি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—স্বার, আমি ডিপার্টমেন্টের নাম পরে দেব।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—পদের নাম আপনি দিবেন, বলেছিলেন ? মাননীয় মন্ত্রী মশাই

জানবেন কি যে সি, বি, আই-এর ইনভেস্টিগেশন সময়েতে স্টেট গভর্নমেন্ট তাদেরকে কোন এ্যাডভাইস করেন কি না ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা সি, বি, আই-এর ব্যাপার। সি, বি, আই যখন ইনকোয়ারী করেন, তখন তারা স্বাধীন ভাবেই করে থাকেন।

শ্রীপেঙ্গু চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি এই সি, বি, আই ইনভেস্টিগেশন সম্পর্কে স্টেট গভর্নমেন্ট থেকে কোন এ্যাডভাইস করা হয় কি না ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা সি, বি, আইর ব্যাপার, সি, বি, আই ইনকোয়ারী স্বাধীনভাবেই তারা করে থাকেন।

শ্রীপেঙ্গু চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি কোন কোন কেইস সম্পর্কে স্টেট গভর্নমেন্ট সি, বি, আইকে কোন চিঠি লিখেছেন কি না ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যদি সি, বি, আই গভর্নমেন্টের কাছে কোন ইনকোয়ারি জানতে চান তাহলে জানান হয়েছে।

শ্রীপেঙ্গু চক্রবর্তী :— স্যার, আমিতো সেট কথা বলছি না। যে ক'টা কেইস সম্পর্কে এখানে তোলা হয়েছে কি লিখেছেন তা আমি জানতে চাইছি না, যে সমস্ত কেইস সি, বি, আই, ইনভেস্টিগেশন করছে সেগুলি সম্পর্কে সি, বি, আই'র রিকোয়েস্টেট ইউক বা স্টেট গভর্নমেন্ট অন ডিজ স্কোর কোন চিঠি লিখেছেন কি না—সেটি আমি জানতে চাইছি।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই রকম কোন ঘটনা আমার জানা নাই।

শ্রীপেঙ্গু চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মশাই কি স্বীকার করবেন কোন কোন কেইস যাতে ড্রপট হয় সেজন্য স্টেট গভর্নমেন্ট সি, বি, আইকে রিকোয়েস্ট করেছেন ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোন কোন কেইস তদন্ত করার জন্য আমরা চিঠি দিতে পারি যে অল্পক অল্পক কেইস আমাদের সম্মুখে হচ্ছে। তারপর সি, বি, আই'র তদন্ত আরম্ভ হয় তখন আমাদের সংগে আর কোন যোগাযোগ থাকে না। তারা স্বাধীন ভাবেই করে থাকেন।

শ্রীপেঙ্গু চক্রবর্তী :— তদন্ত করার কথা বলছি না, তদন্ত না করার জন্য লিখা হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী মশাই এটা স্বীকার করছেন কি না যে তদন্ত না করে ড্রপট যাতে হয় সেজন্য সি, বি, আইকে লিখা হয়েছে এই কথা মাননীয় মন্ত্রী স্বীকার করতে পারবেন ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সি, বি, আইর কাছে পাঠানোর পর এই ধরনের ঘটনা ঘটে না।

শ্রীপেঙ্গু চক্রবর্তী :— আমি আরারও বলছি আমরা কোমিশনারের রিপোর্ট কাটিগরী-ক্যাল বলা হচ্ছে না। পাঠানোর পরে নয় আগেও নয়। কোন কোন কেইস সম্পর্কে ইনভেস্টিগেশন যাতে ড্রপট হয় সেজন্য কোন চিঠি লিখা হয় নাই, মাননীয় মন্ত্রী মশাই এই কথাই কি বলতে চান ?

ক্রীতখয়র সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটি পরনের পটনা আমার জানা নাট।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— স্যার, যে ৪ জনের কথা যে পোস্টারুলির কথা উনি বলছেন এখানে। যে ৪ জন অফিসারের বিক্রেত তদন্ত করবে সি, বি, আর্চ, তারা কি পোস্টে আছে সেটি আমি জানতে চেয়েছিলাম। তিনি একবার বলছিলেন পরে দেবেন আর আবার বলছেন যে দেওয়া যাবে না, এমন কি উনি এগুলি দেবেন?

ক্রীতখয়র সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যদি দেওয়া যায় যে পোস্টারুলি লোকের করার সংগে সংগে নামটি প্রকাশ হয়ে যাবে, তাকলে সেক্ষেত্রে নাও দেওয়া হতে পারে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— স্যার, আমি আবারও বলছি উনি একবার বলছেন পরে দেবেন। আমার মনে হয় মিনিস্টার যে কোন ওরার দিতে আসেন তখন নিশ্চিতভাবে সব কিছু জেনেই আসেন। তবে এখন এই কথা বলছেন যে পোস্টারুলি প্রকাশ হলে নামগুলিও প্রকাশ হয়ে পড়বে। এর অর্থ কি?

ক্রীতখয়র সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বুজিচ্ছি যে আমি মেম্বারদের আমার কথাটা ঠিকমত বুঝতে পারি নাট। আমার কথা ছিল পরে যেটি দেব সেটি ডিপার্টমেন্ট সম্পর্কে (ইন্টারপোল)।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— না, আমি ডিপার্টমেন্টে কথা জানতে চাই নাট। মাননীয় মন্ত্রী 'নভে' স্টি প্রস্টার করছেন। তিনি ডিপার্টমেন্টের নাম বলবেন—আমরা কি জানি না তারা ক'রা ক'রা? আমরা কি জানি না? কিন্তু কিসের জনস্বার্থ—যারা হুম্মিতপরাহণ তাদের নাম প্রকাশ করলে কি ক্ষতি হবে? যাদের বিরুদ্ধে কোর্টে কেইস গিয়েছে সেটি ৪ জনের নাম ত'রা করা? (ইন্টারপোল)।

ক্রীতখয়র সেনগুপ্ত :— এটা ওপেন, কাজেই এই সম্পর্কে কোন স্পষ্ট উল্লেখ পারেন না।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— আমি জানতে চাই—আমি একজন এম এল এ হিসাবে জানতে চাই (ইন্টারপোল) আমি এখানেই চাই যাদের বিরুদ্ধে কেইস আছে তাদের নাম জানতে চাই।

ক্রীতখয়র সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোর্টে যে যুক্তি গিয়েছে, যে যুক্তিতে কোর্টের অস্বত্ব হতে পারে তখন সেটা ওপেন, সেটা যে কোন লোক জানতে পারে। (ইন্টারপোল)।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— স্যার, এটা হাউসে আমি জানতে চাই। এটা কি উনি সাধারণ ঘটনা বলতে চান, তার, এটা হয় না, এটা হয় না, (ইন্টারপোল)।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— অনেক জিনিষ আমরা বাইরে থেকে জানতে পারি। দিস ইজ নট দি পয়েন্ট হাউস ডিসাঙ্ক করেছে আপনি যদি পারেন তাকলে দেবেন নতুবা বলুন যে দেব না। স্যার, উনি একথা বলতে পারেন না যে আমরা বাইরে থেকে জানতে পারি।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সম্মুখে মেম্বাররা আগের থেকে জানতে পারতেন যে আমরা এঁই ভিনিষটা শুনেছি। এঁই এঁই ভিনিষ আমরা জানতে চাই এটা সত্যি কি না, এঁই বকম প্রশ্ন করতে পারতেন, এঁই কথাটা বললে আমি বলতে পারতাম। কিন্তু এটা ওপেন আছে। যেটা পাবলিকলী চলছে সেখানে এঁই ধরনের প্রশ্ন না আসলেই ভাল চলে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— না না না—মাননীয় মন্ত্রী এটা কথা বলতে পারেন না। আমার প্রশ্ন মাননীয় স্পীকার ডিসগ্রাউ করেননি। আমার প্রশ্ন হচ্ছে কোটে মামলা গিয়েছে ৪ জনের বিরুদ্ধে সেই ৪ জন কারা কারা ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এঁই সম্মুখে যা বলেছি এঁর বেশী আমি বলতে পারছি না।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— তার অর্থ হচ্ছে আপনি বলছেন যে আপনি বলবেন না।

Mr. Speaker :— Hon'ble Member, you cannot force him to give reply.

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— না, উনি বলছেন যে কোটে রয়েছে—তাহলে আমি বুঝতে পারছি সেটি কোটেও যায় নাও, এটাও জনসাধারণের জন্য চাপা থাকছে। কোটে গেলে নাম বলতে অস্বাভাবিক কি? ভিনিষটা এ কথা বলতে পারেন না আপনারা কোটে গিয়ে জেনে আসুন।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে মুহূর্তে এঁই এমেন্ডমেন্টে দাঁড়িয়ে আমি বলেছি যে কোটে গিয়েছে সেই মুহূর্তে পরে নিতে হবে যে সেটি কোটে গিয়েছে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— আমার নাম জানার অধিকার আছে সেই অধিকার মতেই আমি জানতে চাইছি হারা কারা কারা।

Mr. Speaker :— According to Rule 41, clause 7—it shall not require information set forth in accessible documents or in ordinary works of reference...

Shri Kalipada Banerjee :— Sir, এটাতে এডমিট করার ব্যাপারে। আপনি যে কলটা কোট করেছেন সেটাতে এডমিট করার ব্যাপারে (ইন্টারপেশান) আপনার কাছে আমি যদি কোন কোয়েস্শন করি (ইন্টারপেশান) তার, এটা হয় না, এটা হয় না, এটা হয় না...

মিঃ স্পীকার :— আপনিতো আপনার কথাই বলে যাচ্ছেন। আপনিতো আমার কথা শুনেছেন না (ইন্টারপেশান) উনি যা বলছেন—কল হচ্ছে যদি একসেসিবল ডকুমেন্ট থেকে যেটি জানা যায় অথবা ইন অর্ডিনারী ওয়ার্কস অব রেফারেন্স থেকে যদি জানা যায়—তার উত্তরেই আমার মনে হয় মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন it is open to accessible documents...

Shri Kalipada Banerjee :— Sir, এটা কি বিধান সভা? এটা কি? এটা বিধান সভা কি না—বিধান সভায় মাননীয় মন্ত্রীকে বলতে হবে। মন্ত্রী কোন ডিসিশান দিতে পারেন না—কোটে যাও। মন্ত্রী একথা বলতে পারেন না, তোমরা কোটে যাও, সেখানে গিয়ে নাম দেখে আস...।

মি: স্পীকার :— আপনার কথা রিসাউণ্ড হয়ে আমার কানে এসে লাগছে, আমি আপনার কথা বুঝতে পারছি না (ইন্টারপাশান)

শ্রীমদ্রাজ চক্রবর্তী :— তাহ, যে কলটা আপনি কোট করলেন—উটাকে কোয়েস্টান করছি না। যেটা ইজিলি আমরা পতে পারি সেটি এই হাউসে আনা উচিত নয়। জাট ইজ একসেসিবল—এটা কলে আছে। কিন্তু যেকোন একটা কোয়েস্টান আপনি এডমিট করেছেন সেজন্য আমাদের পক্ষের। আপনি যদি বলতেন যে উট ইজ নট এডমিসিবল তাহলে আমরা কেউ বলতাম না। আপনি এডমিট করেছেন..

মি: স্পীকার :— জাট ইজ পয়েন্ট অব কোয়েস্টান...

শ্রীমদ্রাজ চক্রবর্তী :— একজেক্টল—যেকোন আপনি এডমিট করেছেন সেজন্য মন্ত্রী মন্ত্রীকে হয় বলতে চান নতুবা একটা কারণ দেখাতে হবে যে আমি এই কারণে বলতে পারব না অথবা সময় নিতে হবে। তিনি কোন কারণও দেখাবেন না, সময়ও নেবেন না, বলবেনও না—আমাদের মনে হয় অন্যের বল দেয়ারকে তিনি স্বীকার করছেন না। একটা এডমিটেড কোয়েস্টান—আপনি যেটি বলছেন সেটি কোয়েস্টানের এডমিসিবিলিটি সম্পর্কে সেটি আমরা বুঝি, সেটি কলসে আছে। কিন্তু once a question as admitted, Hon'ble Minister must give some reason why he is not willing to answer.

শ্রী অমর সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে মাননীয় বিরোধী নেতার মাঝে আমার একটা মন্তব্যের কারণ রয়েছে। এডমিসিবিলিটি আর ডিকোমেন্টস একসেসিবিলিটি—এডমিট হতে পারে একটা কোয়েস্টান আসতে পারে। কিন্তু এমন একটা সাপ্লিমেন্টারী আসতে পারে যেটা ওপেন আছে—একসেসিবল টু অল সেটা না বললেও চলে। (ইন্টারপাশান)

Mr. Speaker :— I will request Hon'ble Member Tarit Mohan Das Gupta to sum up his supplementary...

Shri Tarit Mohan Dasgupta :— It is not a question of sum up. accessible documents বলে যে তিনি বলতে পারবেন না সেটি কোন পয়েন্ট নয়। তিনি যদি মনে করেন যে পাবলিক ইন্টারেস্টে আমি এই এই পয়েন্টস দেব না then he has got every right to say এটা public interest এ আমি জানতে পারছি না। এবং সেখানে মন্ত্রীর সেই প্রিভিলেজ আছে। পাবলিক ইন্টারেস্টে তিনি না জানাতেও পারেন।

শ্রী অমর সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোটে যে মুহূর্তে গিয়েছে সেটি পাবলিক ইন্টারেস্টে কোটে দেওয়া হয়েছে। এই সম্পর্কে (ইন্টারপাশান)

শ্রীকালীপদ স্ব্যামাজী :—এ ভয় না হ্ৰ। আমার বক্তব্য হচ্ছে—আমরা এখানে বিধান সভায় দাঁড়িয়ে কথা বলছি। আমরা জানতে চাই মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন ৪ জনের বিরুদ্ধে কোটে কেইস গিয়েছে সেট ৪ জন কারা। এটা না বললে কি কথ্য হবে? তাহলে মুখ্যমন্ত্রী যদি বলেন যে আমি কোন কথাই বলব না তাহলে আমার বলার কিছু নাই। আমি মুখ্যমন্ত্রীকে অন্তরোধ করব এই বিষয়ে এডামেন্ট না হয়ে নামগুলি বলবেন।

শ্রীমুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এই সম্পর্কে যথেষ্ট আলোচনা করেছি। আমার দিক থেকে যা বলার ছিল তা বলেছি। তাতেও যখন মাননীয় সদস্যেরা পীড়াপীড়ি করছেন জানানোর জন্য যেটা উনারা অগ্ৰ ভাবেও পেতে পারেন—আমি নামগুলি পড়ছি:— (১) শ্রীবীৰ হরিদ (২) শ্রীদীপেন চন্দ্র চক্রবর্তী (৩) শ্রীকমিকেশ সরকার (৪) শ্রীকুমার পাল (৫) শ্রী বজেন্দ্র চক্রবর্তী...

শ্রীনিরেন্দ্র চন্দ্র সায় :—সাপ্রিমেন্টারী হ্ৰ, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর জানাবেন কি সে ৪ জনের বিরুদ্ধে কোন সময়েতে তদন্ত শুরু হয়েছে?

শ্রীমুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বারংকাজ শুরু হয়ে গেছে তবে তদন্ত হয়েছিল না হয়েছিল এই সম্পর্কে প্রশ্ন আসে না।

শ্রীশীল ব্রজেন সাহা :—মাননীয় স্পীকার হ্ৰ, আমি স্টার্ট কোয়েস্টান নং ৮২৮ এ টারেসটেড।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, স্টার্ট কোয়েস্টান নং ৮২৮।

প্রশ্ন

- ১) ত্রিপুরার রাজ্যের বিভিন্ন গাঁও সভার গাঁও প্রধান এবং সদস্যদের বেতন ভাতা দেওয়ার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না?
- ২) যদি থাকিয়া থাকে তবে কবে পর্যন্ত দেওয়া হইবে?
- ৩) যদি না থাকিয়া থাকে তবে তাহার কারণ কি?

উত্তর

- ১) গাঁও সভার প্রধান এবং সদস্যদের সরকার কর্তৃক বেতন ভাতা দেওয়ার কোন পরিকল্পনা নেই।
- ২) প্রশ্ন আসে না।
- ৩) ত্রিপুরার প্রচলিত পদ্ধতিতে আটনে গাঁও প্রধান ও পঞ্চায়েত সদস্যদের ভাতা দেওয়ার কোন বিধান নাই।

শ্রীশীল ব্রজেন সাহা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর জানাবেন কি যে এই যে গাঁও সভার প্রধানরা বিভিন্ন মিটিংএ আন্টেও করার জন্য আসেন, উনারা ডেইলি অ্যালাউন্স কত পান বা এই-যে আসা যাওয়া বাবদ কত পান।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বি. ডি, সির মিটিং আন্টেও করার জন্য তাদের আসা যাওয়ার যে ভাড়া সেইটা সাধারণতঃ দেওয়া হয়ে থাকে একটা ফ্ল্যাট রেটে।

শ্রীশ্রীল রতন সাহা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই যে সাধারণতঃ কথাটা বলছেন এই সাধারণতঃ কত ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে প্রশ্ন হয়েছিল যে গাঁও প্রধানদের এবং সদস্যদের ভাড়া সম্পর্কে। গাঁও সভার সদস্যরা যখন বি. ডি. সির মিটিং এ আটেণ্ড করেন তখন এটা কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট ব্লকে এইটা আসে সুতরাং প্রশ্নটা এই যে সান্টিমেন্টারীগুলি এইগুলি এই ডিপার্টমেন্টের আওতায় সাধারণতঃ আসে না এই জগৎ এইটা এখানে নেই।

শ্রীশ্রীল রতন সাহা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যেখানে বলেছেন আমি যাওয়ার যে খরচ লাগে সেইটা দেওয়া হয়, তিনি সেখানে এতটুকু বলতে পেরেছেন, আমি শুধু আমায় উল্টো জানতে চাই কত করে দেওয়া হয় ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, উল্টো সঠিক আমি বলতে পারবো না তবে দেওয়া হয়ে থাকে এবং একটা ফ্রাট বেটে। মাইল থেকে হিসাব করে যেটা দেওয়া হয় সেইটা নয়।

শ্রীশ্রীল রতন সাহা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, আমি জানি তাদেরকে ৫ টাকা করে দেওয়া হয়, সেই ৫ টাকা দিয়ে একটা লোকের আসা যাওয়া এবং যাওয়া খরচ হয় কি না এই সম্বন্ধে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় সরকারের দৃষ্টি, কারণ তাদের কোর্টেলে থাকতে হবে, কাজেই তাদের ভয় কিনা এইটা বিবেচনা করে দেখবেন কি না ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই টাকাটা যেকোন কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট থেকে দেওয়া হয়, এই দপ্তরের কাছে অগ্ররোধটা করলে মনে হয় ভাল হয়।

শ্রী বাজুবান রিয়াং :— সান্টিমেন্টারী প্রার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে গাঁও প্রধানরা তাদের দায়িত্ব পূরণের পালন করার জন্য তাদের ভাড়া এবং বেতন দেওয়ার প্রয়োজন মনে করেন কি না ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রয়োজনটা হচ্ছে রিলেটিভসের কথা সুতরাং এখানে এইভাবে ভাব দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

শ্রীমদুন্দুদন দাস :— সান্টিমেন্টারী প্রার, গাঁও প্রধানদের ভাড়া এবং বেতন না দেওয়ার জন্য এলাকার উন্নয়নমূলক কাজ ঠিক ঠিক ভাবে হচ্ছে না এই সম্পর্কে মন্ত্রী মহাশয়ের মতামত কি ?

মিঃ স্পীকার :— এটা কোয়েশনে নেই, আপনি বসুন।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :— সান্টিমেন্টারী প্রাজ, মাননীয় উপমন্ত্রী বলেছেন যে এই কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট থেকে তাদেরকে দেওয়া হয় যা ভাড়া প্রের খরচটা, এখানে পক্ষায়েত দপ্তর এইটা সম্পর্কে তাদের অভিমত কি এবং কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট দপ্তরকে বলবেন কি যে পক্ষায়েত প্রধানরা যখন ব্লকে যায় তাদেরকে কিছু ভাড়া বাড়ি দেওয়ার জন্য ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যখন পক্ষায়েত প্রধানরা কমিউনিটি ডেভেলপমেন্টের মধ্যে ব্লকে ডেভেলপমেন্ট কমিউনিটির মেম্বর সুতরাং তাদের ভাড়া সম্পর্কে এই ব্লক ডেভেলপমেন্ট কমিউনিটিতে তারা নিজেরা সেই কথাটা বলতে পারেন।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :— নো, নো, পক্ষায়েত দপ্তরের কি এতে কোন দায়দায়িত্ব নেই পক্ষায়েত দপ্তর যাদেরকে বেশন দেয়, প্রধানদেরকে বেশন দেয়, সেখানে পক্ষায়েত দপ্তরের কোন দায়দায়িত্ব নেই, অন্যের দায়ের উপর চাপিয়ে সব কিছু হয়, নাকি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি এইটা বলতে চান ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি পূর্বেই বলেছি যে যেহেতু ওরা নিজেরা পক্ষায়েত প্রধানরা ব্লক কমিউনিটির মেম্বার এবং এই ব্লক ডেভেলপমেন্টের কমিটি যেহেতু এইগুলি নির্ধারণ করেন কাজেই তারা নিজেরাই ভোটা একটা নির্ধারণ করে নিতে পারে।

শ্রীমূপেন্দ্র চক্রবর্তী :— সার্মিয়েন্টারী তার, মাননীয় মন্ত্রী মশায় জানাবেন কি যে এই যে ১৯৭৪-৭৫ সনের বাজেট, পক্ষায়েতের বাজেট, পক্ষায়েত প্রধানদের জন্য ২৫ টাকা ফ্লাটবোর্ডে এই ঘাতাত্ম্যাতের খরচের বরাদ্দ আছে কি না ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— যেহেতু এইটা এখন পর্যন্ত প্রাংশন হয় নাই এই বাজেটটা করা হয় নাই সুতরাং আমি এটা সম্পর্কে কিছু বলতে পারবো না।

শ্রীমূপেন্দ্র চক্রবর্তী :— বরাদ্দ আছে কি না সেইটা আমি জানতে চাচ্ছি ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— সেইটা বাজেটে প্রভিশন ধরা হয়েছে।

শ্রীযজ্ঞবন রিয়াং :— মাননীয় মন্ত্রী মশায় জানাবেন কি যে যেসব গাঁও প্রধানরা ট্রেনিং এ গিয়েছিলেন তাদেরকে কত করে টি, এ দেওয়া হচ্ছে ?

মি: স্পীকার :— দিস হুড বি এ সেপারেট কোয়েস্চন।

শ্রীমূপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মশায় বলেছেন সে বাজেটে ১৯৭৪-৭৫ সালের জন্য একটা টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে ২৫ টাকা মাসে। মাননীয় মন্ত্রী মশায় সীকার করবেন কি যে এর জন্য পক্ষায়েত প্রধান বিভিন্ন এলাকা থেকে এই মিটিং এ আসবেন এবং তার যে অন্যান্য সদস্যরা বলেছেন বিভিন্ন খরচ টাউনে, হোটেলে খাওয়া খাওয়া ইত্যাদির জন্য তাতে ২৫ টাকায় তাদের চলতে পারে কি না ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এইটা দূরত্ব এবং দিনের উপর নির্ভর করে, এখন জিরানীয়া ব্লকের হেডকোয়ার্টারে যে প্রধান আছেন বংকিমগর ওর যাওয়ার আপেক্ষে সেখানে থাকা খাওয়ার এই প্রশ্ন আসে না। সুতরাং বারা যতখানি দূর থেকে আসবেন তার উপর সব তৈরি করবে।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :— এখানে যেটা প্রভিশন আছে বলেছেন মাননীয় উপমন্ত্রী মশায় ২৫ টাকা করে যেটা রাখা হয়েছে বাজেটে সেইটা বাইরের কথা কিন্তু এইটা কি ভাতা, না অন্য কিছু, এইটা অ্যালাউন্স কি না, ডেইলি অ্যালাউন্স কি না ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এতদিন পর্যন্ত পক্ষায়েত প্রধানদেরকে প্রতি মাসে ১৫ টাকা কনটিনেনেন্সি থেকে দেওয়া হয়েছে সেইটা এখন ২৫ টাকা করে আলাদা করে দেওয়া হয়।

শ্রীমুখীল রঞ্জন সাহা :— ওয়ান সার্মিয়েন্টারী ব্লক, মাননীয় মন্ত্রী মশায় জানাবেন কি যে আগে যে ১৫ টাকা করে দেওয়া হতো সেইটা কাগজে কলমের বা তাদের অফিসের খরচের জন্য দেওয়া হতো। এখানে যে ২৫ টাকা করে দেওয়া হবে এইটা কি তাদের নিজস্ব ব্যয়ের জন্য না তারা যে অফিস চালাবে সেই অফিসের কাগজ পত্রের খরচের জন্য দেওয়া হবে ?

ক্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কথাটা তা নয়, ১৫ টাকা হচ্ছে কনটিনজেন্সির টাকাৰ জন্য আর ২৫ টাকা যেটা সেইটা কনভেন্সানস ইত্যাদির আদার চার্জের জন্য। এইটা কোন অ্যালাউন্স নয়, তাদের ভাতাও নয়।

শ্রীপূর্ণমোহন ত্রিপুরা :— মাননীয় মন্ত্রীশায় জানাবেন কি যে যারা না কি ট্রেনিং এর জন্য গাঁও প্রধানরা আগরতলায় আসিয়া ট্রেনিং দিল তাদের মধ্যে জিহানীয়া ব্রকের জন্য ২৫ আবার কাকমপুর সাক্ষর্যের জন্যও ২৫ টাকা এইটা কি রকম আইনে আছে আমাকে জানাও।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেইটার আলাদাভাবে টাকা দেওয়া হয়, যেভাবে এবং থাকার জন্য।

মিঃ স্পীকার :— আই থিংক পিনিসড আওয়ার কোয়েশ্চন টু-ডে।

শ্রীসম্বর চৌধুরী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার যেসমস্ত প্রশ্ন ছিল তার ভিতরে গত তিন চার দিনের মধ্যে আমি প্রায় ৪০টির মত প্রশ্ন ফেরত পেয়েছি।

মিঃ স্পীকার :— একটু অপেক্ষা করুন দেয়ার ইজ আনাদার কোয়েশ্চন, বলুন ১/২ মিনিট সময় আছে।

শ্রীমধুসূদন দাস :— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চন নং ৮২৪।

ক্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় স্পীকার স্যার, সর্টার্ড কোয়েশ্চন নং ৮২৪

প্রশ্ন

উত্তর

১) যোগেন্দ্র নগর কো-অপারেটিভ সোসাইটি সরকার থেকে কোন ঋণ গ্রহণ করিয়াছে কি?

১) যোগেন্দ্রনগর কো-অপারেটিভ সোসাইটি নামে কোন সমবায় সমিতি নাই। তবে যোগেন্দ্রনগর সর্পার্থ সাপক সমবায় সমিতি লিং নামে একটি সমবায় সমিতি আছে যাহা বর্তমানে লিকুইডেশনে। যোগেন্দ্রনগর সর্পার্থ সাপক সমবায় সমিতি সরকার হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়াছিল।

২) যদি করিয়া থাকে, তবে সেট আণের পরিমাণ কত?

২) ঐ সমিতি সরকার হইতে মোট ৭৫,৫৩৫ টাকা ঋণ গ্রহণ করিয়াছিল।

৩) সরকার সেট আণের টাকা পুনরায় ফেরত পাউয়াছেন কি? এবং

৩) সরকার সেট আণের টাকা ফেরত পান নাই।

৪) যদি না পাওয়া থাকেন তবে তাহা আদায় করার জন্য কোনরূপ চেষ্টা করা হইতেছে কি?

৪) সমিতি লিকুইডেশনে যাওয়ায় লিকুইডিশনে আইন অনুযায়ী সরকারী আণের টাকা আদায়ের ব্যবস্থা করিতেছেন।

Mr. Speaker :—Question hour is over. Ministers may lay on the table of the House the replies to the Unstarred questions and also the Starred Questions which were not answered orally.

শ্রীসমর চৌধুরী :—শ্রাব, আমার যেসব প্রশ্ন দেওয়া হয়েছিল—টার্ড কোয়েস্টান, আন-টার্ড কোয়েস্টান, তার ভেতর গত কয়েকদিনে আমি প্রায় গোটা ৪০টি প্রশ্ন ফেরত পেয়েছি, আমি সমস্ত প্রশ্নগুলি ভাল করে পরীক্ষা করে দেখেছি, কিন্তু আমি অধে'ক প্রশ্নেরও কারণ খুঁজে পাচ্ছি না কোথায় তার গতগোল।

Mr. Spaker :—মাননীয় সদস্য, আপনি যে বিষয়ে কথা বলছেন, সে বিষয়ে আমার সংগে আমার চেম্বারে আলাপ করলে আমি সুখী হব। আজকে একটা ইম্পরটেন্ট মোশান আছে, আমি সেই মোশনটা ঠাউদের সামনে জানাচ্ছি।

✓ I would like to inform the House that I have received a motion of no-confidence in the Council of Ministers from Shri Nripendra Chakraborty Leader of the opposition, today. 'The Motion is that the Tripura Legislative Assembly expresses want of confidence in the Council of Ministers headed by Shri Sukhamoy Sen Gupta.' Now I would request those members who are in favour of the leave being granted to raise in their seats.

Number of Hon'ble Members who are in support of this motion is 17 (seventeen). The Leave is granted. I will fix up the date and time for discussion and announce the same in the House in due course.

শ্রীপেঙ্গু চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার, শ্রাব, আমি গতকাল রাজলক্ষী চা বাগানের ভূমি ক্রয়ের ব্যাপারে বলেছিলাম...

মি: স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, এই বিষয় আমার কনসিডারেশনে আছে, আমি আগামীকাল জানাব।

শ্রীঅনিল সরকার :—শ্রাব, আমার একটা কলিং এ্যাটেনশান ছিল।

মি: স্পীকার :—আপনার কলিং এ্যাটেনশান নাটিশ আজকে ১২-১০ মিনিটে পাওয়া গেছে, আগামীকাল সেটা বিবেচনা করা হবে।

CALLING ATTENTION.

Mr. Speaker :—There is one Calling attention Notice to which the Minister concerned agreed to make statement to-day, the 27th March, 1974. I would request the Minister in-charge of the Home Department to make a statement on the Calling Attention Notice of Shri Madhusudan Das on—

'বিগত ২২শে মার্চ কলেজ টিলায় গান্ধী স্কুলের নিকট ফায়ার সার্ভিস কর্মীদের উপর হামলা সম্পর্কে।'

শ্রীহুমায়ুন সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ঘটনার বিবরণ।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে এফ, আই, আর যুগে প্রাপ্ত গত ২২/৩/৭৪ ইং তারিখে বেলা ২-১৫ মিনিটের সময় ফায়ার সার্ভিস অফিসে গান্ধী মেমরিয়েল স্কুলের পেছনে এক বাড়ীতে আগুন লাগিয়াছে যম্মে ফোনে খবর পাওয়ার সংগে সংগে দুইটি দমকল গাড়ী টি, আর, এল ১৮৬০ এবং টি, আর, এল ১৮৬৪ উক্ত বাড়ীর দিকে ধাবিত হয়। পথে তাদেরকে ভুল নির্দেশ দেওয়ায় গন্তব্যস্থলে বাইতে ১০ মিনিট সময় লেগে যাওয়ায়, দুর্ঘটনায় লে পৌঁছার সংগে সংগে শ্রীহরিপদ সাহা'র নেতৃত্বে আরও ছয় জন লোক লাঠি, লোহার ডাণ্ডা,

ধারালো বাঁশ, ইট পাটকেল লইয়া অগ্নি নির্ধাপক কর্মীদের উপর আক্রমণ করে। ফলে ড্রাইভার শ্রীনারায়ণ মজুমদার এবং ফায়ারমেন সর্বশ্রী রূপন কুমার মজুমদার, দেবানন্দ মহাতিয়া সামান্য আহত হন। এই রূপ আক্রমণের ফলে একটা গাড়ীর সামনের কাঁচ এবং অগ্নাজ্বলন্ত সামগ্র্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অগ্নি নির্ধাপক কর্মীগণ তাদের জীবন বিসর্জ করিয়া অগ্নি আয়ত্বে আনেন। আগুন লাগার কারণ জানা যায় নাই। ক্ষতির পরিমাণ ৫৫০০ টাকা। উপরোক্ত আক্রমণের খবর ঘটনাস্থল চাইতে ফায়ার সার্ভিস হেড কোয়ার্টারে জানান হয়, এবং তথ্য চাইতে পুলিশ খবর দেওয়া হয়। পুলিশ খবর পাইয়া ঘটনাস্থলে যায় এবং তদন্ত করে। কিং কাহাকেও গ্রেপ্তার করা সুবিধা হয় নাই। কোতোয়ালী থানাতেও এই তারিখে উপরোক্ত ঘটনার উল্লেখে একজাতার রাত্রি ৮-১৫ মিনিটে দেওয়া হয় এবং ৪০/৩/৭৪ ইং এ মকদ্দমার নথিভুক্ত হয়। মকদ্দমাটি তদন্তাধীন আছে এবং কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই। উক্ত মকদ্দমা পুলিশ তদন্তাধীন থাকায় আরও অধিকতর বিবরণ দেওয়া সুবিধা চাইল না।

৭

শ্রীমধুসূদন দাস :—গয়েট অব কলারিকেশন :—বগরিয়ায় যুগ্ম যে ঘটনা ঘটল, অনুরূপ ঘটনা তার পূর্বে ঘটেছে কি না ?

মি: স্পীকার :—আপনি এই সেটমেন্টের উপর প্রশ্ন করেন।

শ্রীমধুসূদন দাস :—চরিপদ সাক্ষার নাম যে এখানে বললেন, সেই চরিপদ সাক্ষার এখনও গ্রেপ্তার না করার কারণ জানতে পারি কি ?

শ্রী এস. এন. সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পুলিশ সৌজ খবর নিয়ে তাদের দেওয়া যাচ্ছে না বোধ হয়।

শ্রীমধুসূদন দাস :—চরিপদ সাক্ষার সংগে আরও কয়েকজন আছে, তাদের নাম জানাবেন কি ?

শ্রী এস. এন. সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যেহেতু পুলিশ তদন্তাধীন এটা সত্যক হয়ে যাচ্ছে না তার, সেটকজ নাম প্রকাশ করা গেলনা।

শ্রীমধুসূদন দাস :—চরিপদ সাক্ষার কথা যে মর্দা মহোদয় এখানে বললেন, ইতি পূর্বে আশা কোন ঘটনার জন্ত—সমাজ বিরোধী বা সমাজদ্রোহীতা, এই রকম কোন ঘটনার জন্ত থানাতে তার নামজারী করা আছে কি না ?

মি: স্পীকার :—ইট ইজ নট রিলিভেন্ট।

শ্রী নৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—সার, রিলিভেন্ট বলছি আমি এটুকু যে সে সিরিয়াস ক্রটিম করেছে দেখা যাচ্ছে। চার মিনিটের নিজে নামগুলি পর্যন্ত বলেছেন যারা করেছে এবং সেট হচ্ছে, একটা লোকও এই সম্পর্কে গ্রেপ্তার হয়নি এবং যদি তারা ক্রিমিন্যালস হয়ে থাকে, তাদের সম্পর্কে আগে কোন রেকর্ড থেকে থাকে, তাহলে পরে ইট ইজ সিরিয়াস চার্জ এগেইনিস্ট দি মিনিটার যে ইচ্ছা করে শেলটার দেওয়া হচ্ছে ক্রিমিন্যালসদের।

শ্রী স্বধ্বজ সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পুলিশ তদন্তাধীন আছে যখন, তখন এদের সম্পর্কে ওয়ড রেকর্ড আছে কি না, তাও তদন্ত করে দেখবেন। গ্রেপ্তার হওয়ার পর এই বিশেষ আলোচনা সম্ভব।

শ্রীমতী চক্রবর্তী :—পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি কয়জন এই সম্পর্কে জড়িত বলে পুলিশ রিপোর্ট করেছেন, এবং তার মধ্যে কয়জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে?

শ্রীমতী সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছি, আমার এখানে রিপোর্ট আসা পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করা হয় নাই।

শ্রীমতী চক্রবর্তী :—কয়জন সম্পর্কে রিপোর্ট আছে?

শ্রীমতী সেনগুপ্ত :— ৬/৭ জন।

শ্রীমতী চক্রবর্তী :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন। মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে কয়টার সময় ইনফরমেশন পাওয়া গিয়েছিল এবং কয়টার সময়ের মধ্যে গাড়ী ওখান থেকে স্টার্ট করেছিল এবং ঐ জায়গাতে যেতে কত সময় লাগে?

শ্রীমতী সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই এই সম্পর্কে বলেছি যে খবর পাওয়ার সংগে সংগে পেরা ২-১৫ মিনিটের সময় খবর পায়, সংগে সংগে ফায়ার ব্রিগেডের গাড়ী রওয়ানা হয়ে যায়, কিন্তু পথে মিস ডাইরেকশন দেওয়াতে লেট হয়ে যায় ১০ মিনিট। তারপর সেখানে যেয়ে পৌঁছে। আমি যতটুকু খবর পেয়েছি আশুন ছড়িয়ে পড়তে পারে নি তার বাওয়ার পর, একটা বাড়ী ভয়ানক হয়েছে যেটাতে আশুন লেগেছিল। এই অন্তর্বিহার পরও কর্মীরা প্রাণপন চেষ্টা করে অগ্নি আরহে নিয়ে আসে।

শ্রীমতী সেনগুপ্ত :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, অগ্নি লাগার কারণ কি ছিল এবং সেই তথ্য জানবার জন্য সরকার থেকে চেষ্টা করা হয়েছিল কি না?

শ্রীমতী সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা তদন্তের ব্যাপার।

শ্রীমতী সেনগুপ্ত :— আশুন নেভাতে গিয়ে যারা এইভাবে আকস্মিক সন্দেহজনক ভাবে দমকল কর্মীদের নিরাপত্তাভীততা অনুভব করেছেন কি না এবং তাদের নিরাপত্তা সম্পর্কে সরকার কোন ব্যবস্থা করেছেন কি না?

শ্রীমতী সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে গোলমাল আরম্ভ হওয়ার সংগে সংগে ওয়ারলেসে ইনফরমেশন দেওয়া হয় এবং পুলিশ উপস্থিত হয়েছে।

শ্রীমতী সেনগুপ্ত :— আমার প্রশ্ন ছিল তারা এইভাবে আশুন নেভাতে গিয়ে তাদের হুমত দেরী হতে পারে। কিন্তু এইভাবে মারধোর হলে তাদের মনে সন্দেহ দেখা দিতে পারে এবং তাদের নিরাপত্তার জন্য সরকার কি ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন?

শ্রীমতী সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা পাবলিক কো-অপারেশনের প্রশ্ন। আমি বলেছি পুলিশ গিয়েছে। যদি পাবলিক অপিনিয়ন গ্রো করা না যায় তাহলে সোশাল ওয়ার্কারের মত যারা কাজ করে, সেই অবস্থায় হয়ত কোন ঘটনা ঘটে যেতে পারে। কিন্তু যদি পাবলিক অপিনিয়ন ঠুং থাকে তাহলে এই ঘটনা ঘটে না।

Mr. Speaker :— Now, next Business of to-day is general discussion on the Budget Estimates of 1974-75. Now, I would like to draw the attention

of the Hon'ble Members that the time at our disposal today is 225 minutes. Out of which Opposition will get 90 minutes. Now I would request the Whips of both the parties to allot time for the members. There is no indication received for the allotment of time for each member. Now I would request the Hon'ble Member Shri Anil Sarkar,

Shri Anil Sarkar :— I shall take 20 minutes.

শ্রীঅনিল সরকার :— মাননীয় স্পীকার, শ্রাব, ১৭ই মাস মাননীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীচৌধুরী যে বাজেট পেশ করেছেন তাতে যে জিনিষটা আমরা লক্ষ্য করেছি যে বিগত দিনের বাজেটগুলির মধ্যে কলিং ক্রাসের যে চেতনা এবং যেখানে ত্রুটি সেই বাজেটের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে এই লক্ষ্যটাই তাঁরা প্রধানতঃ রেখেছেন যে কি করে ভারতবর্ষে এ. বাজো বাজো দনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার পথ অগ্রসর হওয়া যায় এবং সেই সুযোগ জোতদার জমিদার এবং কোটিপতিকে দেওয়া যায় এবং মাত্র যখন এই শাসন এবং শোষণের মধ্যে বিচ্ছিন্ন হয় তখন এই রাজত্বকে রক্ষা করার জন্য তাঁর প্রত্যাখ্যান ক্ষমতাকে শক্তিশালী করার জন্য পুলিশ, জেল এন্ড প্রভৃতির উপর সব সময়েই নজর দিয়েছে। ত্রিপুরার এই বছরের অর্থিক বাজেটেও আমরা লক্ষ্য করেছি পুলিশ জেল, বন দপ্তর, প্রচার দপ্তর ট্যাক্স, পরিবার পরিকল্পনা, জমিদারদের ক্ষতিপূরণ এবং মন্ত্রীসভার তাদের গভর্নরের ভাতা প্রভৃতি মিলিয়ে যে টাকা তাঁরা খরচ করেছেন পাশাপাশি জনস্বাস্থ্য, সাধারণ শিক্ষা, শিল্প সম্প্রসারণ, তপশালি জাতি, উপজাতি, মাতনের উন্নয়ন, বিশেষ করে খাদ্য পুষ্টি এবং চক্ষু প্রকল্পে যে ব্যয় করেছেন সেটাও সবটা মিলে পুলিশ, জেল এবং প্রচার দপ্তরের জন্য যা খরচ করা হয়েছে তাও হয়নি। এর মধ্যে যে ক্রাস ক্যাবিনেটের রিকন্সিডারেশন হয়েছে তাতে আমি লক্ষ্য করছি যে ত্রিপুরার জনগণের যে মূল সুইচটিকে লক্ষ্য নাহি। সাধারণ শিক্ষা সম্প্রসারণের জন্য ৩৭ এই বছর খরচ করেছেন সে স্কুল-সরদাকুলো দেখা যায় ১০০ প্রাথমিক বিদ্যালয়, কয়েকটা মিডল স্কুল, তার জন্য ১২ লক্ষ ২৩ হাজার টাকা আর পরিবার পরিকল্পনা একটা হুইসেল ট্রাক্সর জন্য তাঁরা যা খরচ করেছেন সেটা ২৭ লক্ষ টাকা। তপশালি জাতির কল্যাণের জন্য তাঁরা যা খরচ করেছেন সে মাত্র ১৫ লক্ষ টাকা। ত্রিপুরায় তপশালি জাতির সংখ্যা হবে ২ লক্ষ। তাদের জন্য যা খরচ করেছেন সেটাও পরিবার পরিকল্পনাকে ছাড়াতে পারে নি। শিল্প সম্প্রসারণ, শিল্প সম্প্রসারণ নয়, শিল্পের জন্য তাঁরা বাজেটে রেখেছেন ০.৯ লক্ষ টাকা এবং বিশেষ পুষ্টির জন্য ১১,৪০৭ হাজার টাকা রেখেছেন। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, শ্রাব, আমি এখানে বলতে চাই ২৬ বছরের কংগ্রেস রাজত্ব এদেশের ফল যেটা ইন্ডিয়ান কন্সটিটিউশন অব মোডিফায়েড রিচার্স ১৯৭২ এর যে রিভিউ, তাঁরা যে রিপোর্ট দিয়েছেন তাতে তাঁরা বলেছে শতকরা ৬০ ভাগ শিশু এদেশে অপুষ্টিজনিত রোগে ভুগছে এবং এক থেকে ৬ বছরের শতকরা ৫০ জন শিশু প্রোটিন এবং খাদ্যে ক্যালোরীয় অভাবে ভুগছে। এর মধ্যে দেখা যায় ভিটামিন 'এ' এর অভাবে আড়াই কোটি শিশু অন্ধ হয়ে যেতে পারে। আমার ত্রিপুরায় এই শিশুরাই আছে এবং তাদের উদ্দেশ্য কি? হয় তাদের ১০ ভাগ, ত্রিপুরায় এর চেয়ে বেশী হবে, তারা অপুষ্টিতে ভুগছে। ভিটামিনের অভাবে একটা বড় অংশ অন্ধ হয়ে যেতে

পারে। একটা ফিউচার জেনারেশন, তাদের জন্য অপুষ্টির প্রশ্ন আসে। কিন্তু এখানে দেখা যায় পুষ্টি, খাদ্য ইত্যাদির জন্য তারা ১০ লক্ষ টাকা খরচ করেছেন এবং হৃদয় প্রকল্পের জন্য তারা করেছেন, দুধ আয়ককে শিশু খাদ্যের মধ্যে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। বড় ষারা খার এটা এখন আর সাধারণতঃ কাউন্টেবল নয়। সেখানে ১৮ লক্ষ টাকা তারা ধরেছেন। কিন্তু এই বাজেটের মধ্যে তুলনামূলকভাবে যেটা আমাদের বলতে হয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী, তিনি যেমন শুধু বাজেট করেছেন পরিবার পরিকল্পনার জন্য। কাজেই সবটা দৃষ্টিভঙ্গী যদি আমরা খুব গভীরভাবে লক্ষ্য করি তাহলে এদেশের এক একটা মানুষের জন্য, শিক্ষার জন্য, মাইনর ইরিগেশনের জন্য যদি আমরা লক্ষ্য করি সেখানেও দেখি যে তুলনামূলক ভাবে বাজেট খুব কম। ১১ লক্ষ ৮৩ হাজার টাকা মাইনর ইরিগেশনের জন্য, অথচ আমাদের মাটির নাচে সোনার মত দামী জল আছে এবং সেই জলকে আমরা আমাদের কৃষিতে ব্যবহার করতে পারছি না। কাজেই এই সব দিক দিয়ে মাইনর ইরিগেশনকে যে প্রকল্প দেওয়ার দরকার, সেটা এই মন্ত্রী সভা দিচ্ছেন না। অথচ পাশাপাশি জেলখানার জন্য প্রচুর বাজেট, পুলিশের জন্য প্রচুর বাজেট, জেলখানার জন্য ৩ কোটি ৭১ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। আর টুরিস্টজম, প্রচার এবং তথ্য বিভাগের জন্য তারা খরচ করেছেন ৬ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। কিন্তু কি তার পরিকল্পনা, কি তার কার্যক্রম? সাধা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ আজকে একটা হুমকি অবস্থার মধ্যে পড়ে আছে। এই অবস্থার মধ্যেও আমরা শুনেছি যে ত্রিপুরার রূপকারেরা যা ভাবছেন এবং ত্রিপুরার রূপকারেরা যখন মধ্য দেখছেন তখনই আমরা ত্রিপুরাতে দেখেছি পরা দুর্ভিক্ষ বা মধ্যাহ্ন। গোটা ভারতবর্ষের মধ্যে তাদের গতি ২৫ বছরের রাজত্বের পরেও জরায়, বামি, মৃত্যু এবং অনাহার যেন একটা স্বাভাবিক ঘটনা। আজকে যখন পত্রিকার হেডলাইনগুলি দেখা যায়, গোটা ভারতবর্ষের মধ্যে কোথাও গুলি হচ্ছে, কোথাও বিক্ষোভ হচ্ছে আর কোথাও বা বিদ্রোহ হচ্ছে, এমন কি এ্যাসেম্বলীর লবীতে পর্যন্ত সেদিন বিজ্ঞাপন গুলি চালানো হয়েছে। আজকে এমন একটা পর্যায়ে এসে গেছে যে সব জায়গাতে যেন একটা অস্থিরতা। সারা দেশের মানুষ খাওয়ার জঙ্ক রিভল্ট করছে, খাওয়া দাওয়া হচ্ছে। এই অবস্থার মধ্যে আমরা এখানে লক্ষ্য করছি তারা ঐ ২৬ বছর পর প্রমোদ ভ্রমণের জন্য বিজ্ঞাপন তাদের নিজস্ব কোটারীর মধ্যে যারা তাদের উজ্জনা করে, সেই সমস্ত পত্রিকাওয়ালকে বিজ্ঞাপন দিয়ে ভারতে প্রচারক নিয়োগ করে টাকা খরচ করছে আর ত্রিপুরা রাজ্যে মধ্যে যে সমস্ত ছোট ছোট পত্রিকাগুলি ঐ বিজ্ঞাপনের অভাবে যখন নাকি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে তখনই দেখা যাচ্ছে তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় ঐ বোধেতে, ঐ মাদ্রাজে ঐ কলকাতাতে কত নারী নারী পত্রিকার মধ্যে তাদের বিজ্ঞাপনের টাকা চড়াইনো হচ্ছে। অথচ জনগণের জন্য যে পরিকল্পনা দেখিছে তাদের দুটি নাহ। তারপর আমরা লক্ষ্য করেছি অর্থমন্ত্রী যেখানে তাঁর ভাষণ রেখেছেন, সেখানে তিনি কম বলেন নি। বাজেটটা মূল্যবান না হতে পারে কারণ সেটা যে কাগজে মোড়ানো—গত বারের চাইতে পরিবর্তন এইটুকু যে দফায় দফায় তিনি কথাগুলি বলে গিয়েছেন, এর চেয়ে আর খুব বেশী অগ্রসর হতে পারেন নি। এবং শেষে বাজেট বই এর ২১ অনুচ্ছেদে গিয়ে বলেছেন যে আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নতির জন্য ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত। সমাপ্ত প্রায় চতুর্থ যোজনাকালে ঐ রাজ্যের জনগণের কল্যাণের জন্য বতটা কাজ করা হয়েছে আর কখনও বোধ হয় ঐ পরিমাণ কাজ করা হয় নি। উনি বলেছেন যে আমরা যে

কাজ করেছি, সেটা অতীতের সমস্ত বছরগুলিকে টেকা দিয়েছে এবং এখনও আমাদের সামনে বিশাল কর্মবজ্র রয়ে গেছে। প্রথমে তিনি গুরু করেছিলেন অনেক কাজ করার ছিল, কিন্তু সেগুলি করতে পারেন নি, বন্যা, ধর্মঘট, খরা, লকআউট এবং তেল সংকট ইত্যাদির জন্য আর শেষে গিয়ে বলেছেন যে তুমি আমরা আশাবাদী। আস্তন আমরা আশা নিয়ে ভবিষ্যতকে মোকাবিলায় সংকল্প করি এবং দৃঢ় সংকল্প ও ঐশ্বর্য সহকারে এখন সংকল্প ঘোষণা করি। আমরা গত দুই বছরের বাজেট বখন দেখেছি তখন আমরা আমাদের বক্তব্য রেখেছি ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নয়নের জন্য। তখন ট্রেডারী বেঞ্চ থেকে বার বার এই কথা বলা হয়েছে যে পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী আসছে। হাসপাতালের কথা, নতুন সীটের কথা বলা হয়েছিল, কিন্তু তখনও বলা হয়েছে পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী আসছে, কৃষির উন্নতি, তার পঞ্চম পঞ্চ বার্ষিকী আসছে, শিক্ষা—তাও পঞ্চম পঞ্চ বার্ষিকী আসছে। কিন্তু এবার বখন গতি পঞ্চম পঞ্চ বার্ষিকীর প্রথম বছর এর ঐকনমিক কর্ম-মূল্য বখন আমাদের কাছে এলো, তখন আমরা কি দেখছি? তার পঞ্চম পঞ্চ বার্ষিকীর জন্য ২১৮ কোটি টাকা চেয়েছিলেন, তারপর পেয়েছেন মাত্র ৬৭ কোটি টাকা—এ যেন নাক চেয়ে নরুন পাওয়ার মত। তার পরেও দেখা যাচ্ছে অর্থ মন্ত্রী আশাবাদী, আস্তন আমরা আশা নিয়ে কাজ করি, এসব কথা বলে যাচ্ছেন এবং এখানেও আমরা লক্ষ্য করছি যে পঞ্চম পঞ্চ বার্ষিকীর এত আশা, এত স্বপ্ন এত কিছু করবেন, ত্রিপুরাকে সোনা দিয়ে মুরিয়ে দেবেন—এই দরপের স্বপ্নের বেগ তাদের সামনে রয়েছে। কিন্তু এখানেও লক্ষ্য করছি, যে যা নিয়ে এত সপ্নকে সফল করা যেতে পারে সাধারণ মানুষের শিক্ষার ক্ষেত্রে, সেটার কি দেখছি, দেখছি এর জন্য মোট ১০৩ কোটি টাকা চতুর্থ পঞ্চ বার্ষিকীর শেষ বাজেট ইয়ারে বরাদ্দ ছিল, সেখানে খরচ করেছেন মাত্র ৪১ কোটি টাকা। চিকিৎসার ক্ষেত্রেও সেটা কমে গিয়েছে, জনস্বাস্থ্যকে রক্ষার ব্যবস্থা, সেটাও কমে গিয়েছে, আর অ-উন্নত সম্প্রদায়ের কল্যাণের জন্য ছিল ৭ লক্ষ টাকা রত বছরে, এবার সেখানে ৫০ লক্ষ টাকা করেছে। কাজেই এই অবস্থার মধ্যে আমরা যেটা লক্ষ্য করছি যে জন-গণের জন্য যেখানে শিক্ষার সম্প্রসারণের যেখানে জনস্বাস্থ্য, তপশিলী অ-উন্নত সম্প্রদায়ের উন্নতির জন্য এসব ক্ষেত্রে দেখছি পঞ্চম বার্ষিকীতে পঞ্চ হত্যা করতে চলেছেন। এখানে বিরোধী দলনেতা নৃপেন চক্রবর্তী মহাশয় কালকে বলেছেন যে বজ্র ঐকনমিক একজন দেশান্তা ওরা থাকে মনে করেন মিনার। তিনি বলেছেন যে এই বছরের ১লা এপ্রিল থেকে আসছে পঞ্চম পঞ্চ বার্ষিকীর দুটির বছর শুরু হল এবং তিনি সেখানে দেখিয়েছেন যে এখন আর পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা করা যাবে না, এটা টোটালা ফল্স। কারণ যে দেশে প্রতি বছর দ্রব্যমূল্যের দাম শতকরা ৩০ ভাগ বাড়ে, সেই দেশে ৫ বছরের জন্য কোনও ঐকনমিক করা যায় বা কোনও প্লেন করা যায় না, অন্ততঃ টাকার দাম যেখানে কমে যাচ্ছে। কাজেই কালকে যে আইরন অথবা বিদ্যুতের দাম থাকে, আগামী দিনে তার দাম আরও বেড়ে যায়, এই বকম অবস্থার মধ্যে পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা হয় না বা চলতে পারে না। কাজেই এখন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে পঞ্চ বার্ষিকীর এক একটা বছর করতে হবে। সেজন্য তিনি বলেছিলেন যে ১লা এপ্রিল থেকে পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনার দুটির বছর শুরু হবে—মোট কথায় সমাজবাদ, পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা এবং গরীবি হঠানোর, এসবের এপ্রিল ফুল হয়ে যাবে। আমরা সেটিকে বাজি

না—যেখানে জওহরলাল নেহেরু কি বলেছিলেন, গান্ধীজী কি বলেছিলেন বা লাল বাতাজুর শাস্ত্রী কি বলেছিলেন। আজকে সেই সোসালিস্টিক পেটার্ণ অব সোসাটিটির কি হল? ঐখানে যাওয়ার কোন দরকার নাই। কারণ ১৯৭১ সালে দিল্লীর সেই ভদ্র মহিলা যে কথাগুলি বলেছিলেন যে আমরা গরীবি ঠাণ্ডাব, সেটারই বা কি হল? কাজেই এই পরিকল্পনার মাধ্যমে গরীবি ঠাণ্ডানোর দিক দিয়ে যদি আমরা লক্ষ্য করি, তাহলে দেখব যে এই বছরটা টোট্যাল পঞ্চ বার্ষিকীর কাট ইয়ার। সবকিছু কেটে যাচ্ছে। কোথায় ১৯৭১ সালে দিল্লীর মহিলা তাঁর পিতাজীকে তার মানিয়ে অনেক আসন পেয়েছিলেন ঐ লোক সভাতে, সেই গরীবি ঠাণ্ডানোর জন্য গোটা ভারতবর্ষের মানুষ খানিকটা মুগ্ধ হয়েছিল, তারা ভেবেছিল বোধ হয় এবার আলাউদ্দীনের প্রদীপ হাতে নিয়ে তিনি আসছেন। কিন্তু ১৯৭৪ সালে আমরা লক্ষ্য করছি—কুজরাট থেকে বিহার, উড়িষ্যা, উত্তর প্রদেশ যেখানে যেখানে কংগ্রেসের মন্ত্রী সভার স্থায়িত্ব ছিল, সেগুলি ভেঙ্গে যাচ্ছে অথবা তারা নিজেরা নিজেরা মারামারি করছেন—মোট কথায় সব জায়গাতে একটা অস্থিরতা চলছে। কেন এই অস্থিরতা? এই অস্থিরতা রয়ে গিয়েছে ধন তান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার সংকটের মধ্যে আজকে সারা দেশের মধ্যে সেই ধনতান্ত্রিক গোষ্ঠী বুঝতে পারছে যে ধনতন্ত্রের মধ্যে যে সংকট চলছে এবং সেই ধনতন্ত্র হচ্ছে কেন্দ্রীয় ওয়ার্ডের পেশাট, সেখান থেকে তার কোন মুক্তি নাই। কিন্তু আমি তো গত ২৫ বছর ধরে একটা দেশের রাজনৈতিক ক্ষমতায় আছি, আমাকে আরও ক্ষমতা নিয়ে আকড়ে থাকতে হবে এবং তা করতে হলে আমাকে কিছু ভাল কথা বলতে হবে। অর্থাৎ আগুনে বল্‌সে যাওয়া চামড়ায় আমি কিছু প্রাস্টার লাগাব না? তা না হলে যে জনগণ আমাদের মাথা কামিয়ে দোল চেপে আলকাতরা মাথিয়ে দেবে, কাজেই কিছু কিছু সুন্দর কথা আমাদের বলতেই হবে। একটা তো হিটলারকেও সমাজতন্ত্রের কথা বলতে হয়েছে, মসোলিনীকেও সমাজতন্ত্রের কথা বলতে হয়েছিল—কাজেই আমাদের দেশেও দিল্লীর সেই ভদ্র মহিলা অনবরত সেই সব কথা বলে যাচ্ছেন, তাঁর বাবার চাইতেও অনেক বেশী করে। কিন্তু সমাজতন্ত্রে যে জিনিষ পত্রের দাম বাড়েনা, এটাতো গরীব মানুষও বুঝতে পারে। ভারতবর্ষের সমাজতন্ত্রের ২৬ বছর পর গরীবি ঠাণ্ডানোর স্বর্ণযুগে গত তিন বছরে আমরা কি লক্ষ্য করছি। আমরা লক্ষ্য করছি যে গত তিন বছরের মধ্যে প্রতি বছরই জিনিষ পত্রের দাম শতকরা ১০ ভাগ করে বেড়ে যাচ্ছে এবং প্রতি মাসে ওয়ান পারসেন্ট করে সেই জিনিষ পত্রের দাম বেড়ে যাচ্ছে। এই অবস্থায় ১৯৪৭ সনে আমরা জিনিষ পত্রের যে দাম দেখেছিলাম যেখানে গমের দাম প্রতি কে, জি, ৩০ পয়সা ছিল, এখন সেটা ১০০০ পয়সা হয়েছে। তখন দুগের দাম অবশ্য ত্রিশুবারে ৫০ পয়সা লিটার হয় নি, কিন্তু আজকে সেই দুগের দামও দেখছি প্রতি লিটার ২ টাকা হয়ে গিয়েছে। দুগরীর ডাল ছিল ৮০ পয়সা, এখন হয়েছে ২৮০ পয়সা। আর চিনি তখন ছিল ৬২ পয়সা, আজকে দেখছি রেশনে সেই চিনি ২০১৬ পয়সা অথচ বাজারে হচ্ছে ৪০১৫ পয়সা। তারপর ৪ আনার গুড় এখন হয়েছে ৩/৪ টাকা। লবন ১৯৪৭ সালে এক আনা ছিল, হয় পয়সা ছিল। ১৯৩১ সালে মহাত্মা গান্ধী এক পয়সা লবনের দাম বাড়ানোর জন্য আন্দোলন করেছিলেন। আর আজকে খোলা বাজারে লবনের অবস্থা কি? এক টাকার নীচে খোলা বাজারে লবন পাওয়া যায় না। মফঃস্বলগুলিতে দেখা যায় ৩ টাকা, জিরানীয়াতে কদিন আগেও দুই টাকা আড়াই টাকার

লবন পাওয়া যায় নি। কাজেই এই সংকটে গরীব মানুষের কি চলে? শতকরা ৯৫ জনের কি চলে? কাজেই গরীব হটানোর যে বুলি গোট হল মন্ত্রীসভা চালান যারা কংগ্রেস করেন যারা এর মধ্যে টপ লিডারশীপে যারা আছেন তাদের চলতে পারে বাড়ী গাড়ী হাঁকিয়ে। তাদের চলতে পারে তারা বিভিন্ন জায়গা থেকে উপরী পাওনা পান তাদের চলে যায়। কিন্তু গরীব মানুষের চলে না। কাজেই আজকে তাদের মূলগত প্রশ্ন যে তোমরা কি করেছ? ওরা এক ধরনের একটা গৌজাগিল দিয়ে মিক্সড ইকনমি চালাবার চেষ্টা করেছিল এবং সেখানে বলেছিল গরীবের উন্নতি করা হবে মানুষ তার অধিকার ফিরে পাবে। কিন্তু ২৫ বছর ২৬ বছর দেখা গেল বাঘ আর ছাগলের মধ্যে মিল হয় না। ভারতবর্ষের মধ্যে সেই বীরেন মুখার্জী, টাটা বিড়লারা অনেক বড় হয়েছে। কাজেই এই সংকটের মধ্যে মানুষের আর দ্বিতীয় রাস্তা নাই—বিক্ষোভ এবং বিদ্রোহ করা ছাড়া। যেটি আমরা লক্ষ্য করেছি ঐ গুজরাটে কংগ্রেসের মধ্যে ভেংগে চুরমার হয়ে যাচ্ছে। সেখানে মার্ক্সবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি আন্দোলনে নেতৃত্ব দিচ্ছে না। কংগ্রেসের মধ্যে বিভেদ এবং জনগণের চাপে কংগ্রেসী আজ কংগ্রেসীর বিরুদ্ধে লেগেছে। সব জায়গায় আজ কংগ্রেস ভেংগে চৌচির হয়ে যাচ্ছে। কংগ্রেসের সেই সোনার সংসার, পুরানো দিনের সেই সুখী পরিবার আর এখন নেই। কারণ এটা সংকটের আঘাত—ভারতবর্ষে জমিদার, বুর্জোয়া ধনতন্ত্রকে তৈরী করার জন্য যে পথে কংগ্রেস অগ্রণী হচ্ছে সেই পথে বেশী দূর অগ্রসর হওয়া যায় না। প্রথম বাজেটে সেনগুপ্ত মন্ত্রীসভা যখন ক্ষমতায় এলেন তখন তাদের মুখের চেহারা তাদের উজ্জলতা এবং তারা বলেছিলেন আমরা শচীনবাবুর কংগ্রেস নয়। এর যত্ন বেরিয়ে গিয়েছে। কিন্তু সেদিনকার সেই বেগ আজ কোথায়? কাজেই অর্থমন্ত্রী আজকে যে সব কথা বলছেন তিনি আর নতুন করে কিছু বলতে পারছেন না। সেই পুরানো কথাগুলির মধ্যে কিছু রং পালিশ করে নতুন করে কথাগুলি বলতে চাইছেন। যেন নতুন বোতলে পুরানো মদ ঢেলে দেওয়ার মত অবস্থা। প্রসংগত শিল্প সম্পর্কে আমি কিছু বলতে চাই। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার শ্রী, ত্রিপুরার গ্রামাঞ্চলে শিল্পের কত বাধা যারা বেকার হয়ে আছে। ৪১ হাজার বেকার তার মধ্যে ২০ হাজারেরও বেশী আছে শিক্ষিত বেকার। তাদের ভবিষ্যত তাদের বৈচে থাকা সবটা নির্ভর করে ত্রিপুরায় শিল্প সম্প্রসারিত হবে কি না তার উপর। এই ২৬ বছর আমরা অনেক শুনেছি আমরা রেলের জন্য দাবি করেছি। রেল ওরা আনতে পারেনি। রেল ওরা আনবে কি না সন্দেহ। আমরা শিল্পের কথা বলছি—তখন বলা হচ্ছে রেল নেই অতএব ভারী শিল্প এখানে হতে পারে না। গত বাজেট সেশানেও মুখ্যমন্ত্রী আমাদের কাগজের কলের কথা শুনিয়েছেন। কাগজের কল হয়ে যাচ্ছে। লেটার অব ইন্ডেন্ট এসে যাচ্ছে। এখানে কুমারঘাটে কাগজের কল হল বলে। কিন্তু আজকে আমরা শুনেছি কাগজের কল হবে না। এবং জানি প্ল্যানিং কমিশনে রাজ্য মন্ত্রী সভার প্রতিনিধিদের সংগে আলোচনা করেছিলেন তার মধ্যে সেখানে ফিনাজ মিনিষ্টার সেখানে ছিলেন। তারা বলেছেন যে ত্রিপুরায় কাগজের কল হবার মত ভাইএবিলিটি আছে কি না সেটি আগে বিবেচনা করে দেখা দরকার। প্রথমে ছোট একটা কমিটি হউক তারপর ওরা দেখবে কাগজের কল হতে পারে কি না তারপর যদি এমন বুঝা যায় যে কাগজের কল দেওয়া যেতে পারে তাহলে পূর্বাঞ্চল দেওয়া যেতে পারে। কাগজের কল—কিন্তু সেটি কোথায় হবে ত্রিপুরায় হবে কি না সেই

সম্পর্কে কোন গ্যারান্টি নেই। সে কথা তারা বলেননি। অথচ সেদিন তিন লাখ টাকা খরচা হয়ে গেছে। পাটকল—সেখানে যথাবীতি প্রস্তুত—শিলালিপি স্থাপন করা হয়েছে। তারপর রাজ্যপাল এসে বললেন এখানে সম্ভব নয়। অতঃপর দেখা যাবে। কিন্তু এখন শুনছি পাটকলকে কেন্দ্র করে জমি বিক্রী সম্পর্কে অমরেন্দ্র মুখার্জী সম্ভবতঃ তাকে বাতে কিছু টাকা পাইয়ে দেওয়া যায় সেজন্য লক্ষ লক্ষ টাকা লেন দেন যাতে হয়—কংগ্রেসী মন্ত্রীরাও জড়িত—সেই সুযোগ হচ্ছে। পাটকল হবে কি হবে না এই গ্যারান্টি নাই। কিন্তু সেই নামে টাকা কি করে মেরে দেওয়া যায় সেই গোড়াকলটা পরিষ্কার করার জন্ত ওরা চেষ্টা করছেন। শিল্পনগরী সকল জায়গায় অবস্থিত। ঐ উদয়পুর শিল্পনগরীতে সি, আর, পি, সেখানে বাস করছে। একটার পর একটা শিল্পনগরীর বাতি নিভে যাচ্ছে। তখন আমরা শুনেছি আর একটা শিল্পনগরী হবে। এটা কত নতুন ধাপ্পা আমরা বুঝি না? শিল্পকে নিয়ে এই ধরনের প্রহসন চলছে। শিল্প করার জন্ত কংগ্রেসের মধ্যে যারা অগ্রবর্তী টাউট তারা অনেক ক্ষণ নিয়েছেন। কিন্তু সেই সম্পর্কে কল কারখানা করার দরকার নেই। সেই টাকা অপব্যয় করা হয়েছে। সেই টাকা নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। সেই টাকার কোন হিসাব নেই। লক্ষ লক্ষ টাকা নষ্ট হয়েছে। স্মল স্কেল কর্পোরেশন করা হয়েছে একটা বলা হয়েছে যে সমস্ত কাচা মাল দরকার শিল্পের জন্ত ওরা সেসব এনে দেবে। এবং ত্রিপুরায় উৎপাদিত দ্রব্যের বাজার বাইরে যাতে ভৈরী করা যায় সেজন্য তারা চেষ্টা করবে। ত্রিপুরা গ্রাস ওয়ার্কস—সেখানে তারা সরকার থেকে ৫০ লাখ টাকা ঋণ নিয়েছিল তারাও দেড় লক্ষ টাকা ইনভেস্ট করেছে। কিন্তু ফার্নেস অয়েলের জন্ত এটা বন্ধ হয়ে আছে। ফার্নেস অয়েল পাওয়া যাচ্ছে না। ত্রিপুরার ফল থেকে—পাইন এপেল থেকে প্লাস্টাস হতে পারে। গোটা ভারতবর্ষের সব চাইতে উন্নত মানের আনারস ত্রিপুরাতে হয়। কিন্তু সেখানে তারা সেই লেভি চিনি পাচ্ছে না। আজ যে তারা ফ্রুট প্রিজার্ভ করবে তার জন্ত তারা চিনি দিতে পারে না। সেটি দিলে এখানকার ইণ্ডাস্ট্রি অনেক সাহায্য হয়। কিন্তু সেখানে লেভি চিনি তাদের দেওয়া হয় না। বাজার থেকে ব্রাকে তাদের চিনি কিনতে হয় এবং সেটি অনেক তরবারী। অথচ এই শিল্প ত্রিপুরাতে হওয়ার সম্ভাবনা সব চাইতে বেশী সেটি আজকে হচ্ছে না। এবং যার বাজার ভারতবর্ষের সর্বত্র। সেই শিল্প আজকে প্রায় মরে যাওয়ার অবস্থা—ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। সেজন্য তাদের কোন কেয়ার নেই। অথচ বলছেন আমরা শিল্প করব। যে ইণ্ডাস্ট্রিগুলি আছে সেগুলি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। এবং ৭৮ লক্ষ টাকা দিয়ে কোন শিল্প হয় না। একটা ভারী শিল্প আমরা যদি একটা প্রডাকটিভ সেক্টরে একজন লোককে নিয়োগ করতে চাই সেজন্য ৩৭ লাখ টাকার দরকার হয়। এবং কটেজ ইণ্ডাস্ট্রিতে এবং মাঝারী ইণ্ডাস্ট্রিতে যদি একজন উৎপাদক শ্রমিককে ব্যবহার করতে হয় সেজন্য ৮ থেকে ১৬ লক্ষ টাকার দরকার হয়। ৭৮ লক্ষ টাকায় ক'জনকে নিয়োগ করতে পারবে। কাজেই শিল্প হবে না; অথচ শিল্পের জন্ত ধাপ্পা দিতে হবে মইলে আমরা ক'দিন আমাদের মন্ত্রী সভাকে টিকিয়ে রাখতে পারব? আমাদের রাজ্য কতদিন চলবে? কারণ সমস্তা, কংগ্রেসী সমাজতন্ত্রের সংকট আরও গভীরে। কাজেই এখানে আমাদের শিল্প হচ্ছে না অথচ টাটায়া দেখা যাচ্ছে ঐ সিংকে তারা পাট শিল্প করছে ত্রিপুরায় পাট শিল্প হচ্ছে না। টাটায়া লাইসেন্স নিয়ে মালয়েশিয়ায় কিলোমিটার পাম্প মেশিন করছে। গ্রেট ব্রিটেনে কাপড়ের শিল্প করছে।

আমাদের দেশের মানুষ ত্রিপুরার অন্ততঃ পক্ষে ৪১ হাজার যুবক দেশের সম্পদ যারা বেকার দেশের যারা ভবিষ্যৎ তাদের জ্ঞান। আর আমার দেশের মানুষ, ত্রিপুরার অন্ততঃ পক্ষে ৪১ হাজার বেকার যুবক এ দেশের সম্পদ যারা, এদেশের যারা ভবিষ্যৎ তাদের জ্ঞান ভারতের যারা মনোপলিট তাদেরকে বাধা করতে পারছে না এই সরকার। কারণ ওদের কলকিতে যারা গাজা খান তাদের কোন অধিকার নেই, ওদের বাড়িতে যারা দারোগ্যানগিরি করেন, তাদের সাধ্য নেই ওদের বিরুদ্ধে কথা বলতে পারে। আমরা লক্ষ করেছি যখন বাজেট অধিবেশনের মধ্যে অন্তরত সম্প্রদায়ের কথা আসে তখন এমন একটা তারা সেক্সিমেন্টেল হয়ে যান যে সমস্ত অপরাধটাকে একটা আয়গায় এনে যেন চুকাতে চান যে সমাজের মধ্যে যারা অন্তরত, সমাজের মধ্যে যারা তপশিলী, হরিজন, উপজাতি তাদের স্বার্থ যদি রক্ষা না হয় তাহলে সব বরষাত হয়ে যাবে। অর্থমন্ত্রী এইখানে বলেছেন যে গোটা অগ্রগতির কোন মানে হয় না যদি হরিজনদের, তপশিলী এবং অন্তরত সম্প্রদায়ের উন্নতি না করা যায়। আর পঞ্চম পরিকল্পনার যে প্রথম বৎসর ওটার মধ্যে লক্ষ্য করেছি গত বৎসর ৬০ লক্ষ টাকা যেখানে ছিল সেখানে এখন ৫০ লক্ষ টাকা রাখা হয়েছে তাদের উন্নতির জন্য। তারা কি করছেন আমি একটা কেটাগরিকেল বলতে চাই। এই বাজেটে প্রতি বৎসর একটা খরচ আমরা লক্ষ্য করে এসেছি, এই দুপল অংশের জন্য ওদের লিগেল থাপু একেবারে মামলা মোকদ্দমায়, কারণ ওরা অন্তরত সম্প্রদায়ের ওরা আমাদের মানুষ, ওরা ইকোনমিকেল ব্যাকওয়াড ওরা আর্টন কম বুকে। ভারতের ১২ কোটি তপশিলী, হরিজন, এবং ট্রাইবেল আছে যাদের মধ্যে লোকেরা ৯৯ জন বুকে না তাদের জন্য সংবিদানে কি কি লিগা আছে কি অধিকার আছে। সেইজন্য তাদেরকে আর্টন দেখি দিতে হবে এই জন্য প্রতিবৎসর আমরা লক্ষ্য করে আর্টন করা হচ্ছে যে তপশিলীদের জন্য ৭ হাজার টাকা, উপজাতির জন্য ২ হাজার টাকা। ল-মিনিটার সম্বন্ধে যদি মাগায় ডিলক দেন আর্টন খরচ দিয়ে তাহলে ওরা এক বৎসর এই টাকা কুঁড়িয়ে পাবে। চিকিৎসার জন্য ওদের যাতে তপশিলীদের জন্য তাদের টি, বি, পেনশেন্ট, কেন্দ্রের পেনশেন্ট এড জন্য দুই হাজার টাকা। উপজাতির জন্য ৬ হাজার টাকা। শিক্ষার জন্য তপশিলী জাতির শিক্ষার জন্য ৩ লক্ষ ৩৮ হাজার টাকা। উপজাতির জন্য দুই লক্ষ ২৮ হাজার টাকা। এটা অন্ততঃ দুই। শির, তপশিলীজাতির মধ্যে শির সম্প্রসারণ করতে চান তারা সেই জন্য ৫ হাজার টাকা। আই, টি, আর্টন জন্য টি, ইপেণ্ড দিবেন, আই, টি, আর্টন ট্রেনিং এর মানে কি? যে ট্রেনিং দিলে সরকারে কাছে দাম নাও, বাজারের কোন কিছুতে লাগে না। কাজেই বলতে হবে আমরা তপশিলী জাতির জন্য করছি এবং তারা এবার গান্ধী থেকে শুরু করে শ্রীমতা গান্ধী পর্যন্ত বলে আসছেন এই সব কথা। অর্থাৎ আমরা লক্ষ্য করেছি গত ২৬ বৎসরে গোটা ভারতবর্ষে তপশিলী জাতি হরিজনদের উপরে এইটুকু আমি বলতে পারি লিং'চং আয়েবিকার কৃতদাসদের তারা যদি প্রতিবাদ করতো সাদা চামড়ার বিরুদ্ধে তবে যে প্রতিবাদ করতো সেই অন্যায়ের জন্য তাকে আগুনে দিয়ে জলন্ত শিখা দিয়ে জলন্ত লোহা দিয়ে, শিখা দিয়ে তারা আনন্দ ভোগ করতো, কাঁসি দিয়ে তত্তা করে, সেই কাঁসির দড়ি স্পর্শ করার জন্য পূণ্য বোধ করতো। গত ২৬ বছরে হরিজনদের উপরে যে অত্যাচার হয়েছে সেই টিভিহাস অত্যন্ত ক্লেশ। ১৯৭১ সালে পুন্ডিয়া জেলায় সে পটনা ঘটে গেল সেই তো হরিজনদের সমস্তা তপশিলীদের সমস্তা, ক্ষেত যজুরের

সমতা, ওরা শতকরা ১০ জন ক্ষেত মজুরী ওরা ভাগ হাস করতে গিয়েছিল, ক্ষেতে চাষ করতে গিয়েছিল সেই গুণারা এসে ওদেরকে আক্রমণ করলো, ওদের ঘর জালিয়ে দিল এবং স্পটে তারা ১০ জনকে হত্যা করলো এবং তারপর যার, নিহত হলো ওদেরকে সেই জমিদারের ট্রাক্টরে করে খুসাই নদীর চড়ে তাদেরকে কবর দেওয়া হলো। তারপর সেখানে রিপোর্ট বেরোল সিডিউল কাষ্ট কমিশনা রের যে রিপোর্ট সে মন্তব্য করেছে যে ওয়ার ওয়াটেড অ্যালিভ। জীবন্ত তাদেরকে কবর দেওয়া হলো। তাদের কি অপরাধ ছিল ওখানে ক্ষেত মজুরীরা বলে- ছিলেন যে মজুরী বাড়াপ সে জন্য ৪০ টা মাতুষকে শিক্ত রকমকে ধরে কি করলো পুড়িয়ে হত্যা করলো। গত বছর বিচারের ব্যয় বেড়িয়েছে। যে জমিদার বন্দুক দিয়ে ওদের খুন করলো সেই কোর্ট থেকে যায় বেরোল হ্যাঁ, সেখানে হরিজনদেরকে পুরিয়ে যারা হয়েছে সত্য, গুণারী হয়েছে সত্য, কিন্তু আমরা বিশ্বাস করতে পারি না যারা অভিজাত, যারা সেখানে বর্ণ হিন্দু, জমিদার, তারা এত নীচে নেমে গেছে যে তুলি করে হাত্তমকে হত্যা করবে। অভিজাত রক্তের যারা মালিক তারা হরিজনকে হত্যা করতে পারেন না। অথচ ১৯৭০ সনে ৫ জন তরি- জনকে জীবন্ত পুড়িয়ে হত্যা করা হয়েছে এবং গত বছর সেই লোকসভার রিপোর্টের মধ্যে বেড়িয়েছে যে সবচেয়ে হরিজনরা আক্রান্ত হয়েছে বেশী উত্তর প্রদেশে শ্রীমতী গান্ধী যেখানে থেকে নির্বাচিত হয়েছেন সেখানে। কাজেই হরিজনদের সম্পর্কে ওরা একটু সেন্টিমেন্টেড হয়, এই জায়গায়, এই চরম জায়গায় কথা বললে হয়তো আমাদের সব দাগটা খুলে যাবে। কিন্তু আমরা এই প্রিপারার অভিজ্ঞতায় প্রচুর পাঠ্যীদের উপর সেই ভূখণ্ড প্রকল্প নিয়ে তাদের সংরক্ষণ অধিকার ইত্যাদি নিয়ে ওরা যা করেছে এই অভিজ্ঞতায় আমাদের এই কথা বলে তারা মুখে এই কথাগুলি বলে তারা এত বন জুড়ে যে তারা রিজার্ভেশনের জন্য টাকা খরচ, হাতী পোষার জন্য যে টাকা খরচ করে কিন্তু প্রত্যাশী জাতি, উপজাতির জন্য ভারতের সংবিধানে যে রিজার্ভেশন আছে, সংরক্ষণের জন্য আছে সেগুলি একটার পর একটা তারা কেটে দিচ্ছে অথবা মুছে ফেলছে। কারণ ওরা স্লেভ বগার, যারা নাকি সমাজের নীচের তলার মানুষ, যারা দুগ দুগ ধরে স্লেভের ক্ষত বেঁচেছে, তারা যদি মাথা হুলে গুলে তাদের যে মালিক ওদের প্রভু টাটা, বিড়লা, জোতদার, জমিদার ওদের আসন নড়ে যাবে। তাই নীচের মাটিটা তারা ধরে রেখেছে। কাজেই নীচের তলার দিকে কোন লক্ষ্য নেই। তলার দিকে কত বেশী স্লেভ জমানো যায়, এই দিকেই তাদের লক্ষ্য। একটা দেশের ইকোনমিকের মধ্যে এদেরকে টিকিয়ে রেখে রেখে এদেরকে যদি কেনা বেচা হত্যা করা যায়, যা ইচ্ছা তাই করা যায়। কাজেই আমেরিকার নিগ্রোদের উপর যেমন অত্যাচার করা হচ্ছে, আফ্রিকার সেই বোডেশিয়ার আজকে নিগ্রোদের উপর যে ট্রিটমেন্ট করা হচ্ছে আজকে ভারতের ১২ কোটি হরিজন, উপজাতি, তাদের উপরই ঠিক একই রকম টাচার এখানে করা হচ্ছে। হরিজনরা আজকে হরিজন হতে পারলো না এবং এই বাজেটের মধ্যে, মাননীয় স্পীকার স্যার, হরিজনদের জন্য যেটুকু বাজেটে রাখা হয়েছে যেটুকু অব্যবহৃত করা হয়েছে এইটা তুচ্ছ নগণ্য, ২৬ বছর রাজত্ব করে বাবে তার জন্য কিছু বলবো না, কারণ ওরা সাতাষা করবে কেন, এই ঠাকটাকে বাতাস করার জন্য বাজেটে এইগুলি রাখা হয়েছে। কাজেই এই বাজেট দামী বাজেটের যে বয়ান, দামী আট পেপার মোরানো হয়েছে

কিন্তু চক্ চক্ করলেইতো সেইটা সোনা হয় না। এর ভিতরে যত পুরোণো সেই এমন সব মাল তার যে পাঁচা দুর্গন্ধযুক্ত এবং বিদ্যায়ী ক্ষয়িষ্ণুদের যে সমাজ ব্যবস্থা, বুজুয়া ধনতন্ত্র, জমিদারতন্ত্র, তার ছায়ার মধ্যে আর কিছু লক্ষ্য করা যায় নি, কাজেই আমি এই বাজেটের বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— শ্রীতড়িং মোহন দাসগুপ্ত।

শ্রীতড়িং মোহন দাসগুপ্ত :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এইখানে যে বাজেটে মাননীয় অর্থমন্ত্রী সে বক্তব্য রেখেছেন তার উপর দুইদিন ধরে সমালোচনা হচ্ছে প্রত্যেকেই যার যার দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সমালোচনা করার অধিকার আছে কিন্তু সেই অধিকারকে রূপ দিতে গিয়ে যদি এমনভাবে কিছু অপব্যাখ্যা করা হয় তাহলে সম্ভবতঃ তার উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে। কাজেই সেই দিক থেকে আজকে বাজেটকে দেখতে হবে। আমি দেখলাম যে বাজেটের সমালোচনা করতে গিয়ে আমাদের যে অর্থনীতি তাকে ধনতন্ত্রের অর্থনীতি বলে আখ্যা দিয়েছেন; আর অন্যান্য জায়গায় উনারা যা বলেছেন যে আজকে থেকে ৩০ বৎসর আগে বা ১৯৪৭ সনে গুড়ের দাম ছিল কত, চিনির দাম ছিল কত ইত্যাদি। কিন্তু তার সঙ্গে এই কথাটা বলছেন না যে ১৯৪৭ সনে যারা চাকুরী করতো। এই ত্রিপুরায় যারা চাকুরী করতো তারা বেতন পেতো কত, কত বেতন তাদের সেইদিন ছিল? সেইদিন যারা ত্রিপুরা রাজ্যে চাকুরী করেছেন সকলের চাইতে যিনি বেশী বেতন পেয়েছেন মন্ত্রী ছাড়া ডাক্তাররা ৫০/৭৫ টাকা বেতন পেতেন। কেরানী যারা ছিলেন ১৫ টাকা থেকে আরম্ভ করে ৩০ টাকায় শেষ হয়ে গেছে। অনেকেই বেতন ১০ টাকা থেকে আরম্ভ হতো। পুলিশের বেতন ৫ থেকে আরম্ভ করে ১০ টাকায় গিয়ে শেষ হতো। কাজেই স্বাধীনতার পর অর্থনীতিটা কি হয়েছে, দেশে কংগ্রেস সরকার আসার পর অর্থনীতিতে তারা কি পরিবর্তন তারা আনতে চেয়েছেন সেটাকে দেখতে হবে। সেটাকে দেখতে গিয়ে যদি এক কথা বল দেওয়া হয় এইটা ধনতন্ত্রের অর্থনীতি তাহলে বুঝবে যে গোড়াতে, বিষমিলায় গঙ্গদ। এইটাকে গণতন্ত্রের দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে দেখতে হবে। আর সেটায় সীমানা একটা নীতি আছে সেটটা অর্থনীতির নীতি, কাজেই এটা বুঝতে হবে ধনতন্ত্রের অর্থনীতি বলতে কি বুঝায় বা সমাজতন্ত্র বলতে কি বুঝায়? তাঁরা যদি মনে করেন কোন জায়গায় কণ- করে টাকা এনে দিয়ে ধনতাত্ত্বিক হয়, তাহলে বলার কিছু নেই। কিন্তু ধনতন্ত্র দিয়ে এটা যদি মীল করতে চান যে আজকে ভারতবর্ষের যে সরকার, তাঁরা ধনীদেব পুষছে, বা ধনীদেব জন্য এই পরিকল্পনা রচনা করেছেন, তাহলে তাঁরা চুল করছেন এবং অপব্যাখ্যা করছেন। কাজেই আজকে সেখানে দেখতে হবে আজকে এই পরিকল্পনা কি মূল লক্ষ্য নিয়েছে? কংগ্রেস সরকার স্বাধীনতার পরে কি মূল লক্ষ্য নিয়েছে। তাঁরা সমাজবাদের দিকে ধাপে ধাপে এগিয়ে যাওয়ার জন্য কতকগুলি মূল লক্ষ্য বেছে নিয়েছে এবং পরবর্তী পর্যায়ে সমাজতন্ত্র নিয়েছে এবং তারই জন্ম প্রতিটি পরিকল্পনা তার মধ্যে রূপদান করতে পেরেছেন।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, সেইদিক থেকে দেখতে হবে আমাদের ব্যবস্থাটা সমাজতাত্ত্বিক হয়েছে কি না, প্রকৃত অবস্থায় সমাজতন্ত্রের দিকে যাচ্ছে কি না, এবং সমাজতন্ত্রের দিকে যাওয়ার

চেট্টা আমরা করছি কিনা; আমাদের পুরুষাণ্ডির সংগে যদি দেখা যায়, আমরা দেখতে পাব তখনকার অবস্থার সংগে মিলে যেতে মিলিয়ে পারে। তাহলে স্বাধীনতার পর আমাদের সমাজতন্ত্রের নীতি হলেও আমাদের যে নীতি সেটা হচ্ছে পরিপূর্ণ গণতন্ত্রের নীতি। এই নীতির সংগে সমস্ত মানুষের মনোর, মতের এবং ইচ্ছার সংগে সংগতি রেখে, আমরা আমাদের সমাজতন্ত্র করছি। এর আগে যারা সমাজতন্ত্র করে অধিষ্ঠিত হয়েছে, তাঁরাও একধরনের সমাজতন্ত্র করেছেন, এক ধরনের অর্থনীতি করেছেন। রাশিয়ার মত দেশ, তাঁদের আমি প্রশংসা করি কিন্তু তারা যে পথে গিয়েছেন, আমরা সেইপথে পুরোপুরি যাচিনি। তারা তাদের নীতির মধ্যে করেছেন যে দেশে একটা মাত্র দল থাকবে, একটা দল দেশকে শাসন করবে এবং তারা যে নীতি নির্ধারণ করে দেবে, সেই নীতির বিরুদ্ধে বলার মত দেশের মধ্যে কোন লোক নেই, থাকবেনা। যদি থাকে, তাহলে কণ্ঠকে বোধ করে দেওয়া হয়। কিন্তু তারাও একতাবে পরিকল্পনা করেছেন এবং তাদের পরিকল্পনা আরম্ভ হয়েছে ১৯২৯ সালে আর আমাদের করতে হয়েছে ১৯৫২ সালে। কাজেই তাদের যে চেতনা, তার যে পরিণতি তার মধ্যে তফাত থাকবে। তারা সেই সময়ে একটা নির্দিষ্ট নীতি নিয়েছেন যে প্রথম পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনার ভিতর দিয়ে একটার উপর জোর দিয়ে অর্থনীতিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার এবং ১৯২৯ সালের অবস্থায় সেটা সম্ভবপর হয়েছিল। আমরা যেভাবে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে গণতন্ত্রের নীতি, প্রতিটি লোকের সংগে আমাদের সংগতি রাখতে হবে। কাজেই যখন যুক্তিতে মিলেছেন, তখনই কুতর্ক করার চেট্টা করা হচ্ছে, যখনই মিলবে না, তখনই গোঁজা মিলের প্রয়োজন হয়। পরিকল্পনাটাকে আমাদের সেখানে দেখতে হবে যে পরিকল্পনায় কোন ভুল হল কি না? কাজেই আমাদের পরিকল্পনার অর্থনীতি আমরা প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছি এবং প্রকাশ্যে জনমত নেওয়া হয়েছে যে আমাদের পরিকল্পনায় সমস্ত কিছু বাস্তবায়ন থাকবেনা, ব্যক্তির যে অধিকার সেটা স্বীকার করে আমরা নিয়েছি। কেন নিয়েছি? কারণ আমাদের দেশ বিরাট, রাশিয়া সাক-সেসমূল হয়েছে তাঁর নীতিতে তার কারণ তাঁর যে দেশ, তার যে লোকসংখ্যা আমার চেয়ে আর্দ্রক এবং তার যে জমির পরিমাণ তা আমার চাইতে অনেক বেশী, তার যে প্রকৃতিক সম্পদ, ত্রৈধ, আমার ভারতবর্ষে প্রাকৃতিক সম্পদ থাকলেও রাশিয়ার তার চেয়ে অনেক বেশী। আমার দেশে পেটল পাওয়া যায় না, আর তার দেশে পেটলের অসুস্থ ভাণ্ডার। কাজেই আমার সেই অবস্থার দিকে লক্ষ্য রেখে আমার পরিকল্পনাটাকে দেখতে হবে। তাদের দেশের নীতি হচ্ছে সমাজের জন্য ব্যক্তি আর আমার দেশের নীতি হচ্ছে ব্যক্তির জন্য সমাজ। কাজেই এই যে নীতিগত প্রভেদ, সেটা হল আমাদের যে ব্যক্তি স্বাভাব্য এবং ব্যক্তির যে সব। সেটা সমাজের মধ্যে স্বীকৃত হয়েছে এবং সেটা রাখতে হবে এবং তার জন্য প্রতিটি লোকের তার অভিন্ন ব্যক্তিকার অধিকার আছে। আমাদের যে পরিকল্পনা করা হয়, সেই পরিকল্পনার প্রত্যেকটি ধাপের সংগে জনমতের সংগে সংগতি রাখা হয় এবং তাদের ইচ্ছাকে পূরণ করা হয়। কাজেই সেই-দিক থেকে দেখলে সরকারে বা কিছু অর্থ এবং যে অর্থটা বাইরে থেকে আনতে পারা যায়, সেটা সমস্তটাই সমাজের উন্নতির জন্য খরচ করা হয়। প্রথমে যে তারা পরিকল্পনা নিয়েছিলেন সেটা হচ্ছে যে কৃষির দিকে জোর দিতে হবে, শিল্পের দিকেও আমাদের জোর দিতে হবে। কারণ শিল্পের উপর যদি জোর না দেওয়া হয়, পরবর্তী পর্যায়ে বাইরের থেকে শিল্প সম্ভার আমাদের আনতে হবে। কাজেই মূলগত কি ইণ্ডাস্ট্রিগুলি আমাদের করা উচিত যাতে আমাদের দেশের পরিপূরক জিনিষগুলি আমাদের দেশ থেকেই পাওয়া যায়। তারা যে অন্য দেশের কথা বলেন, আমার সময় থাকলে পরে তার উত্তর দেব। আমাদের পরিকল্পনায় আমরা কি দেখছি?

আমাদের মূলগত যে ইচ্ছা বা শিল্প তার উপর আমরা জোর দিয়েছি এবং সেটাকে সৃষ্টি করতে চেয়েছি কিন্তু সেটাকে সৃষ্টি করতে গিয়ে একেবারে আমাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ হয়েছে, তা নয়। যেটা সীমিত, সেটা কংগ্রেস সরকারকে দেশের সকলের সংগে স্বীকার করে নিতে হবে এবং সরকারও সেটা স্বীকার করেছেন। ষ্টিক সীমিত ধারায়, যে তারিখের মধ্যে সেটা হওয়া উচিত ছিল, অনেক ক্ষেত্রে সেটা হয়নি। সেটার বাস্তবগত অসুবিধা ছিল যেটা পরবর্তী সময়ে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। আরেকটি জিনিষ হচ্ছে যে আমাদের দেশে যদি শ্রমিক বা কৃষিকারী, তাদের বেতন যদি কম হয়, তাহলে তাদের অধিকার আছে, ট্রাইক করতে পারে। কিন্তু অন্য দেশে তাদের ট্রাইক করার অধিকার নাই। কাজেই আমাদের অন্যান্য দেশের সঙ্গে তুলনা করে দেখতে হবে, আমি কাউকে ঘণা করিনি যেমন রাশিয়া, সেই দেশে এটী সময়েতে কোনদিন ট্রাইক হয়নি, এটা দেশের একটা অবস্থা সৃষ্টি করেছে, আমি তাদের নিন্দা করছি না। কিন্তু আমার দেশে সেই অধিকার আছে, কাজেই যেহেতু অধিকার আছে, সেইজন্য কোথাও কারণে কোথাও অকারণে ট্রাইক হচ্ছে তার জন্য আমার পরিকল্পনা ব্যতীত হচ্ছে। কাজেই যে সময়ে সেই উৎপাদন হচ্ছে পারন্ত সেই সময়ের মধ্যে কত পারছে না। মজুরির বন্ধির জন্য তারা দাবী করছে, তাদের দাবী যদি জারসঙ্গত হয় তাহলে তাদের দিতে হচ্ছে, দাবী পূরণ করতে হচ্ছে। আরেকটা জিনিষ হচ্ছে সব দেশের অর্থনীতি এক নয়। যে কোন ডেভেলাপমেন্ট কান্ট্রির অর্থনীতির সঙ্গে মূল্যমান অংগাংগী ভাবে জড়িত, সেটা অস্বীকার করা যায় না। এবং দেশের সংগতির সঙ্গে সেটা সীমিত রাখতে হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমরা দেখছি যে যখন কর্মচারীর বেতন কম ছিল সেটাকে খখনই বাড়ান হচ্ছে যতবতঃই দল্যমানের উপর চাপ পড়বে। একটা ডেভেলাপিং কান্ট্রি যখনই দেশের মধ্যে আরও ঐশ্বর্য বাটবে থেকে এনে দেবে, সেইসব অর্থে শ্রমিকেরা কাজ করবে, তাদের কাছে টাকা আসবে এবং পরবর্তী পর্যায়ে বাজারে যদি চাহিদা অনুপাতে জিনিষ না থাকে, তাহলে জিনিষের দাম বাড়বে। প্রতিটি দেশেই তা কস বেশী বাড়ছে। তবে সেটা কঠোর যদি বেড়ে যায়, তাহলে সেটা দেখতে হবে। মূলগত দিক দিয়ে যদি দেখা যায় তাহলে দেখা যাবে যে উৎপন্ন যে অর্থ, তা ট্যাক্স করে নেওয়া যাচ্ছে তা নেওয়া হচ্ছে। যদি বলেন যে সমাজবাদে তাঁরা ধনীদের থেকে ট্যাক্স বসিয়ে নেয়, ধনীদের উপর ট্যাক্স বাড়তে, গরীবদের উপর ট্যাক্স এত বেশী পড়েনা। কিন্তু সরকার টাকা পাবে কোথায়? তবে রাশিয়ায় এত ট্যাক্স হয় না। তার কারণ তাদের সমস্ত কিছু সরকার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে কাজেই সেখানে জিনিষের মূল্য বন্ধির প্রদর্শনই, সেখানে সরাসরি পণ্যের উপর ট্যাক্স নিতে হচ্ছে কিন্তু আমাদের এখানে প্রাতিভেট উৎপাদন আছে। কাজেই সেই অর্থনীতি নেওয়া হয়নি, সেটা আমাদের লোকেরা স্বীকার করবেন না। সেখানে সমস্ত ফসল কৃষককে হুঁলে দিতে হচ্ছে সরকারের জাতে কিন্তু আমার দেশে আমরা সেটা গ্রহণ করিনি। আমরা সেখানে কতটুকু জমির ফসল কৃষকের হাতে হুঁলে দেবে সেই নীতি গ্রহণ করেছি।

Mr. Deputy Speaker :—The House Stands adjourned till 3 P. M. The Member speaking will have the floor.

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :—মাননীয় উপাধায়ক মহোদয়, আমি যা বলছিলাম যে আমাদের দেশে যে সমাজবাদ গ্রহণ করেছে সেখানে ব্যক্তিগত মালিকানায বা ব্যক্তিগত উদ্যোগে শিল্পায়ণ করার সুযোগ আমরা রেখেছি এবং বন্দীদের একেবারে খতম করে দেওয়া হয় নি। তাদের নিজেদের বুদ্ধিমত্তার বা ক্ষমতার দ্বারা যদি উৎপাদনে সাহায্য করতে পারে তাহলে তাদের উৎপাদনের সাহায্য এবং সহযোগিতা আমরা তাদের কাছ থেকে নেব। কিন্তু অতিরিক্ত আয় বা মুনাফা যেটা করবে সেটাকে সমাজের জন্য অর্থে নিয়ে আসব এবং তারি জন্য দেখা যাবে যে আমরা কোন মানুষকে কোতল করে শেষ করছি না। তার ব্যক্তিগত যে প্রভাব, ব্যক্তিগত যে বুদ্ধিমত্তা এবং ব্যক্তিগত যে উৎপাদন করার ক্ষমতা সমাজের মঙ্গলের জন্য সেটাকে আমরা নিচ্ছি। কিন্তু ট্যাক্সেশনের বেলায়, সার্ভিস ট্যাক্স ইত্যাদি যত বেশী মুনাফার দিগে যাচ্ছে সেটাকে আমরা কমিয়ে আনছি। এই দিকটা নিয়ে আমাদের পরিকল্পনাগুলিকে বিচার করতে হবে। কাজেই কারুর মনের মধ্যে যদি একটা প্রশ্নের দ্বারা থাকে তাহলে তিনি সেখানে ভুল করেন এবং ভারতবর্ষের গণতান্ত্রিক দিক অংগাংগিভাবে জড়িত যে সমাজ-প্রায়ে দুই দল এবং বহুদলের বক্তব্য এবং ক্ষমতা আছে এবং তাদের সঙ্গে তাদের উচ্চা, কর্ম বক্তব্য, সমস্তটার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সরকারকে চলতে হয়। কাজেই কেন একটা জিনিসকে জোর করে দেশের মধ্যে চাপিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। কাজেই বেতনের ক্ষমতা যখন স্থির রাখা যায়না, মূল্যমানও প্রায়ের জোরে স্থিতি রাখা যায়না। অর্থনৈতিক দ্বারের সঙ্গে সেটাকে সঙ্গতি রাখতে হবে। কাজেই সেটাকে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে এবং কর্মজীবনেও সেটা যখন আসে তখন তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আমাদেরও মূল্যমান বাড়তে হবে এবং সেটাকেও দাবী আলোচনা করতে গিয়ে সেই জায়গায় মধ্যস্থতায় তার উল্লেখ করেছেন এবং সঙ্গতভাবে সেটা তিনি উল্লেখ করেছেন এটাও আমাদের একটা কারণ। কিন্তু জিনিসের দাম বাড়ছে, সঙ্গে সঙ্গে দাবীরাতে যারা প্রমিত তৈরিও বলছে যে আমাদের মজুরী বাড়তে পারে এবং যেহেতু গণতন্ত্রের পারায় মধ্যে সেটা স্বীকৃত হয়েছে এবং সেজন্য গণতান্ত্রিক সরকার হিসাবে তারা নিজেদের ইচ্ছায় সেটা করছেন না, একটা কমিশন করে দিয়েছে এবং কমিশনের তরফ থেকে তারা এভাবে দাবীমালা বাড়লে কি দেওয়া হবে সেটাও একটা স্বীকৃত নীতি রয়েছে, কাজেই সেটাকেও সরকারের অর্থনীতির কঠোরতার মধ্যে স্বীকার করে নিতে হয়েছে। কারণ আমাদের যে দিকটা সেটা হচ্ছে গণতান্ত্রিক। এর ফলে যেমন মজুরী বাড়ছে পার্জার উৎপাদিত দাবী হয় ততগুলি আসছে না। কাজেই সঙ্গে সঙ্গে দাম বন্ধ হচ্ছে। কাজেই সেটাকে জনসাধারণের কাছে থেকে কোন দিন সরকার লুকিয়ে রাখেন না। সরকার যখন বলেন টাকার মূল্যমান কমছে তখন সরকারই প্রথম বলেন। কারণ কংগ্রেস সরকারের জনতার উপর বিশ্বাস আছে। তার ভাল দিকটাও যেমন আছে, কাজেই দিকটাও যেমন আছে জনতার সামনে সেটা ভুলে ধরা হচ্ছে বলেই জনতার দুঃখ থাকলেও বেদনা থাকলেও সেটাকে গ্রহণ করে। কাজেই কেন অর্থনীতিটা রচনাকারের ক্ষমতায় ছিল না তারও কারণগুলি আমাদের অত্যন্ত ইতিহাসের মধ্যে দেখতে হবে এবং সেটা যদি দেখি যারা পরিকল্পনা রচনা করেছেন তারা কিভাবে করেছেন? যে দিন ৬২ সালে একটা মুক্ত হল, তার আগে ভারতবর্ষের নীতি কি ছিল? তখন নীতি ছিল আমরা আমাদের প্রতিবেশীর সঙ্গে সদ্ভাব রেখে চলব। যেহেতু আমরা আমাদের প্রতিবেশীর

সঙ্গে স্বাভাবিক বেগে চলেছি, আমাদের প্রতিবেশীও সেই স্বাভাবিক বেগে আমাদের সঙ্গে চলবেন। কিন্তু ৬২ সালে আমাদের সেই বিশ্বাসের উপর একটা চরম আঘাত এসেছিল। তার ফলে এই যে নতুন একটা চাপ, প্রথম যারা পরিকল্পনা রচনা করেছিল তার মধ্যে তঁরা তার বায় বসাদ্দ ধরা ছিল না। কাজেই পরিকল্পনার বায় বসাদ্দটা বাস্তবের সঙ্গে বদলে যায় এবং তার ফলে, এই একটা ঘটনার ফলে আমাদের যে ডিফেন্স বাজেট সেটাকে বাড়িয়ে দিগ্বর্তন করা হয়েছে। কাজেই সেটাকেও জাহাজ লক্ষ্যের মধ্যে রাখতে হবে যাতে যতটা আমরা বলেছিলাম সেটা নির্দিষ্ট সময়ে পৌঁছতে পারে। আমরা সেই সম্বন্ধে সত্যিকার এবং এই ধরনের দেখলে আমরা দেখতে পাই পরবর্তী পথ দিয়ে পাকিস্তানের আক্রমণ আসে ১৬৫ সনে এবং তার পরেও কেউ বলছেন যে বাংলা দেশের বেল্লাস আমরা সাধা সাধারণ করেছি এবং সেটা আজকের দিনে যারা সমালোচনা করেছেন যে আমাদের যখন কিছু নই তখন আমরা বাইরে সাধা সাধারণ করছি কেন? কিন্তু তখন তখনমত এক ছিল। তখন তারাও কি বলেন নি যে আজকে আমাদের যারা প্রতিবেশী তাদের বন্দে আমাদের সামান্য কথা উচিত। তারা কি সরকারের কাছে দাবী রাখেন নি যে আমাদের এটা করা উচিত? কাজেই যদিও সরকার সেটা করেছে জনসাধারণের উচ্চারণ সংগত সংগত হয়েছে সেটা করেছে এবং সেটা বহুটা লক্ষ্য করেছে। সেই সময়ে আমরা দেখে যাচ্ছি যে সম্পূর্ণতা পেয়েছিলাম, ফসল ভাল হয়েছিল। কাজেই আমাদের দেশে প্রায় এক কোটি লোক আমরা সন্তোষের সাথে বসে বসে বসে। কিন্তু তার পরবর্তী পথ দিয়ে সেটা উৎপাদন কমে যায়। সন্তোষ পানের মধ্যে যদিও আমরা পরিকল্পনা করেছি কিন্তু পরিকল্পনার মধ্যে যে তার উৎপাদন ততটা উচিত ছিল অথবা জনস্বার্থের জন্য সেটা হয় নি। কাজেই এই জিনিষটা, যদিও পরিকল্পনা হয়েছে, অর্থনৈতিক একটা চাপ আসে, আয়ুজ্য এবং যে চাপ, সেটা এক দেশের চাপ আর এক দেশের মধ্যে এবং বিগত সনে অর্থনৈতিক যে পরিস্থিতি সেটা শুধু যে ভারতবর্ষে একা হয়েছে তা নয়। সমগ্র পৃথিবী জুড়েই সেটা হয়েছে এবং এক কালে সারা পৃথিবীতে সম্পূর্ণ ছিল আমেরিকার কাছ থেকে তাদেরও খাদ্য কিনতে হয়েছে। কাজেই এই পরিস্থিতি সেটা আমাদের অর্থনীতির উপর চাপ পড়েছে। কাজেই যেতেই আমাদের ফসল কম হয়েছে সেখানে বাসা হয়েছে আমাদের রাশিয়ার কাছ থেকে মিলে দেশের কাছ থেকে আনতে হয়েছে। কাজেই এই যে জিনিষগুলি আমাদের আনতে হবে সেগুলি আমাদের অর্থনীতির উপর চাপ সৃষ্টি করে এবং তার উপর পুরোপুরি কন্ট্রোল থাকছে না। তরুণ উন্নতি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তাঁর বাজেট স্পষ্ট দিয়েছেন এবং সেটা দিয়ে তিনি যে কি বল করেছেন, আমি সেটা বুঝতে পারছি না অথবা সেটাতে ধনতন্ত্রের কি রূপ আনল, আমি সেটা বুঝতে পারছি না। বরঞ্চ যেটা প্রকৃত সত্য সেটাকে তারা জনসমক্ষে তুলে ধরেছেন। কারণ শাসক দল যারা, তারাও এটা বিগত করে জনসাধারণের কি অনুরোধ আছে বা সুবিধা আছে, সেটাও তাদের দৈনন্দিন হবে। কাজেই আজকে দেশের মধ্যে যেমন অভাব আছে, যেমন দুঃখময় বাড়ছে, এটা লক্ষ্য করার বিষয় যে আজকে কোনও দেশে এটা ঠিক তে পায়ে না। মাত্র চল্লিশ তার প্রত্যেকটা জিনিষেরই সমপরিমাণ প্রয়োজন হয় এবং আমাদের দেশের লোক যা চাইছেন, একটা বিবিনয়ে আর একটা, কোন সময়ই আমাদের দেশের লোক এটা বলে

নি। আমাদের বিখ্যাত থাকতে হবে, আমাদের ডিফেন্স থাকতে হবে আমাদের কৃষির উন্নতি করতে হবে, সে সবকিছু আমাদের লাক্সারী শুভসেরও প্রয়োজন আছে। কাজেই সব জিনিষই আমাদের চাই এবং সরকারও সেটাই চিন্তা করে মত চান যে আমাদের অর্থনীতির মধ্যে কত দুর্ভিক্ষ সেটা করা যায় অথবা আমরা একটা দ্রব্য সম্পূর্ণতায় আসতে পারি। অথবা তার মধ্যেও একটা না একটা সেট বাকি হচ্ছে যেমন বিগত ১৯৭১ সনে খাদ্যে যে অসুবিধা হয়েছে খরা পরিস্থিতির জন্য, তার মোকাবিলা করতে হবে এবং যদিও যদি সরকার এর মোকাবিলা না করত হতোলে সমস্যা বলাভ যে এটা সরকার জনসাধারণের সরকার নয়। তাই সরকারকে আভ্যন্তরীণ অর্থ দিয়ে আর বিনিময়ে কোন উৎপাদন নাহ, এ দিয়েও খরাজনক পরিস্থিতির জন্য আমাদের লাভের কক্ষ সংস্থানের ব্যবস্থা করতে হয়েছে। কাজেই এ যে একটা উদ্ভূত অর্থ চলে গেছে, তখনকার সময়ে জনসাধারণের সমস্যা ছিল খরাকে মোকাবিলা করার সমস্যা এবং সেজন্য আমরা দেখছি যে প্রায় একটি তাকার মত ক্রিয়াকলাপে বাড়িত হয়েছে এবং সারা ভারতে এই সবকিছু একটা বিরাট আন্দোলনের ঢাকা এভাবে বাড়িত হয়েছে। তখন সরকারের নিজেরও অর্থ কোন উপায় ছিল না। আজকে যেমন আমাদের পরিকল্পনা কে রক্ষা করতে হবে, তখন আমাকে দেখতে হবে পরিকল্পনাটি আমাদের কাছে বড় কথা নয়, আমাদের কাছে বড় কথা হচ্ছে দেশের মানুষ এবং আজকে সারা এখানে সমাজবাদের কথা বললে, প্রাচীনতায় বা পরিকল্পনা নিয়ে আটকে থাকলে যে বড় পরিকল্পনাকে থকা করা হয় নি, আমরা তার জন্য কিছুই দেব না। কিন্তু আমাদের কাছে সমস্যা হচ্ছে মানুষকে নিজে, মানুষের পাঠার প্রসঙ্গে। কাজেই সেদিনকার আমায়ের লোকের যে প্রয়োজন, খরা পরিস্থিতিতে তাদের উচ্চমূল্য দিয়ে চাউল সংগ্রহ করতে হয়েছিল, খণ্ডিত তাদের কক্ষ সংস্থানের কোন ব্যবস্থা ছিল না সরকারকে দেওয়া তাদের কক্ষ সংস্থানের ভিত্তি দিয়ে তাদের জন্য একটা বিকল্প ব্যবস্থা করতে হয়েছিল। কিন্তু এই উদ্ভূত অর্থের কথা সেটা মূল্যায়ন সদস্যরা বলেছেন তখন এটা উদ্ভূত অর্থ না আসলে কোন উপায় ছিল না। সরকার সেটা আনতে হয়েছে মনস্তাত্ত্বিক কারণে, দেশের কারণে এবং তিনি বলেছেন তার জন্তু আজকে—এটা আমরাও দাঁকার করছি, সরকারও দাঁকার করেছেন কারণ যেটা বাস্তব সত্য সেটাকে সরকার দাঁকার করেছেন, সরকার সেটাকে অস্বীকার করতে পারেন না। আর তার জন্যই আমাদের মুক্তাধিকার অবস্থা ঘটেছে। তাহলেও আশাহত হওয়ার কোন কারণ নাই। তারা অবশ্য বলেছেন যে এটা কেন উল্লেখ করা হল না? তাকে সেটা করতে হবে। অর্থনীতিতে আমার দেশের লোক, আমার দেশের যে জনসাধারণ, তার অর্থনীতির দ্বারা কাথায়, সেটাকে দেখতে হবে এবং লেজিসলেচারে আমরা যারা আছি, আমাদেরকেও এই সমস্যাটাকেও পরিপূর্ণভাবে দেখতে হবে এবং তারই জন্য আভ্যন্তরীণতাব্যস্তভাবে বাজেটের ২.৪ পর্যায়ে একটুখানি উল্লেখ করা হয়েছে। এটা আভ্যন্তরীণতাব্যস্তভাবে করা হয়েছে। এর মধ্যে কি বাস্তব সত্য থাকতে পারে, আমি ঠিক সেটা বুঝতে পারছি না। আর একটা মন্তব্য বড় ফক্টর যেটা আমাদের পরিকল্পনায় এবং আমাদের আভ্যন্তরীণ অর্থনীতিতে আঘাত করেছে, সেটা হচ্ছে অল্প কয়েকদিন আগে ইজরাইল এবং আরবের মধ্যে যে যুদ্ধ হয়ে গেল তারফলে আরবেরা যেভাবে পেট্রোলের দাম বাড়িয়ে দিলেন তার জন্তুও আমা-

দের অর্থনীতির উপর একটা বিরাট চাপ এসেছে এবং তার জন্য পেট্রোলজাত সমস্ত দ্রব্যের দাম বেড়েছে। এটাও মনো লুপ্তানোর কিছু নাহ। কিন্তু এই ধরনের যে একটা ফেক্টার হবে, তা আমাদের আগে থেকে জানা ছিল না। আমাদের দেশে এখন যথেষ্ট পরিমাণ পেট্রোল হয় না, এটা আমরা জানি। কাজেই যতদিন না আমাদের চাহিদামত না হয়, ততদিন আমাদের বাহির থেকে আনতে হবে এবং আমাদের প্রয়োজন বোধে সেই পেট্রোলজাত জিনিষটাকে কমলা ভিত্তিকে কপান্তরিত করা যায় কিনা, সেটাও ভবে দেখা হচ্ছে। কাজেই কোন একটা বাঁধা ধরা বাঁচে অর্থনীতি চলে না যেমন আমাদেরও চলেছে না। আমেরিকা তো একটা বড় দেশ, তাদের দেশেও কিছুদিন আগে এই পেট্রোলের সমস্যার সমাধানের জন্য নতুন করে মূল্যায়ন করতে হয়েছে। আন্তর্জাতিক অর্থনীতির এই চাপ সেটা এক এক সময়ে এক এক দেশের উপর পড়ে এবং সেটাকে কারো অস্বীকার করার উপায় নেই। কাজেই তার ভিতর দিয়ে আমাদেরকেও যেতে হচ্ছে। আজকে ২০ বছর অতিক্রান্ত হল কিন্তু অর্থনীতির যে চাপ, সেটা ঘুরে ঘুরে আসছে। কমলা উৎপাদনের যে দারুণ এত সব পরিকল্পনা করা সত্ত্বেও কোন কোন সময়ে তার একটা এবং আমাদের সাপ্লাইস আসে, এটা পৃথিবীর অর্থনীতির যে দারুণ প্রভাবের সন্ধান যে কয়েক বছর হয়তো সীমিত রপ্তি হয় আবার কয়েক বছর হয়তো বা অতিরিক্ত রপ্তি হয় এবং তার জন্য যে চাপের সৃষ্টি হয়, সেটা কম বেশী পৃথিবীর সমস্ত দেশের উপরও পড়বে, এবং ২৬ বছরের মধ্যে সেটা ঘুরে ঘুরে চলেছে, সেটাকে আমাদের দেখতে হবে। কাজেই সেই যে জিনিসটা তার জন্য হিসাব করা থাকলেও পরিকল্পনা যারা করেছেন, তারা ঠিক করেছেন তাদের আংকের হিসাবের মধ্যে কোন ত্রুটি নেই নাহ। কিন্তু বাস্তবে সেটাকে যখন রূপদান করা হচ্ছে, তার মধ্যেও যদি কোন ত্রুটি বিদ্যমান থাকে, তাকলে আমরা সেটা মাপকেও আলোচনা করি। কিন্তু তারা যে মূল্যগত প্রভাৱ লেছেন, সেটা যে বৈজ্ঞানিকর সেটা এখনো বলাই হচ্ছে আমার উদ্দেশ্য। এবং সেটাবে উল্লেখ করে মাননীয় মুখামুখা কোন প্রকার ত্রুটি কাজ করেনি। কাজেই পরিকল্পনার রূপটাকে আমাদের কাজের মধ্যে দিয়ে অগ্রসর করে নিতে হবে এবং সেটা যদি মাঝে মধ্যে কোন ক্ষেত্রে পিছিয়ে গেলে, সেজন্য আমাদের চতাল ৩০য়ার কিছু নাহি। কাজেই এসব দিক আমাদের দেখতে হবে এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা কত দ্রুত তার সংগে এগিয়ে যেতে পারব। কাজেই বাজেটের মধ্যে সরকার যে সব কথা বলেছেন তা সত্যি ভাল কথা, সেটা হচ্ছে—*Apart from the various remedial measures that had been time to time to combat this situation it was felt that it was imperative that determined efforts should be made simultaneously to effect a appreciable reduction in the Government spending.* আমার কর্তব্য হচ্ছে এর যে সিরিয়াসলি এটাকে সরকারকে অত্যন্ত গভীরভাবে অনুধাবন করতে হবে এবং এটা যে কথার কথা নাহয়। কারণ এই যে পিছনের ঘটনাগুলির কথা আমি বললাম সেটাকে বাস্তবে রূপদান করতে হবে এবং পরিকল্পনাকে যারা রূপদান করেছেন তারা বলেছেন পঞ্চম পরিকল্পনাকে আমরা যেটা করছি, সেখানে অনেক ক্ষেত্রে ট্র্যাঙ্গলেন ইকনোমিক যেকার আমাদের নিতে হবে

এবং সে জিনিষটা যাতে পেশার মধ্যে পর্য্যবসিত না পাকে, বাস্তবে যাতে পরিপূর্ণ রূপদান করা হয়, সেটা মন্ত্রী মশাহকে বিশেষ ভাবে দেখতে হবে। মন্ত্রী মশাহকে এটাও দেখতে হবে যে সে সমস্ত ব্যয় বরাদ্দ নন-কন্সিড্রিং হবে না ভাল কথা—enforcing substantial reduction in the expenditure relating to contingencies, travelling, entertainment, purchase and use of motor vehicles and various other establishment expenses. এটা যে কথাগুলি বলে গেলেন, সেগুলিকে বাস্তবে রূপ দেওয়া তাদের উচিত। এটা শুধু একটা আদেশ দিয়ে নয়, নিজেরাও যাতে এটাকে বাস্তবে রূপ দেন, অর্থাৎ সমস্তকে কমানেন বা গেটা না করলে নয় সেটা পরনের প্রমাণও তারা করবেন, যাতে করে দেশের লোক মুখেতে পারে যে আমাদের ইকনোমি আসছে অথবা তার মধ্যে দ্রুতদেয় আসছে। এর জন্য প্রয়োজন বোধে দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে হবে। তত্বে সরকারী যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান আছে, বিশেষ করে যেগুলি নাকি বাবসামূলক, আমি এখানে টি, আর; টি, সি-র কথাটি বলব। তারা যখন একটা ব্যবসা করতে নেমেছেন, প্রাইভেট যারা করছে, তাদের কম বেতী লাভ হচ্ছে এবং সমস্ত তারা চাইছে যে তাদের বাবসাটা চালু থাকুক। কাজেই আমরা বলব যে সরকারী ব্যবসার মাধ্যমেও কিছু লাভ হতে পারে। কিন্তু এই পর্য্যন্ত যতটুকু কাজ হয়েছে, যদিও তার পুরো হিসাব আসে নি, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যেটা দিলেন, তাতে দেখছি লোকসান হচ্ছে। কেন সরকার করলে লোকসান হবে? আর প্রাইভেট মালিকেরা করলে লাভ হবে? আমরা যদি ইকনোমিক কথাই বলি, তাহলে যে ব্যবসা করণ, সেটার থেকে কিছু না কিছু বিটাগ আসা উচিত এবং সেটার আনার জন্য আমাদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার। আজকে দেখা যায় পেট্রলের দাম বেড়ে গেছে বা ডিজেলের দাম বেড়ে গেছে অথবা স্পাটিসের জন্য দাম বেড়ে গেছে, তাহলেও সরকারকে সংসারের সংগে সংগে সেটার মোকাবিলা করতে হবে। আর তা না হলে লোকসান হবে। কাজেই এই সমস্ত দিক দিয়ে আমরা যাতে সেলফ সার্বিসিংয়ে গতে পারি, প্রয়োজনীয় ইকনোমিক মেজাজ আমাদের নেওয়া উচিত। যে নীতিতে সংগ্রহ করা উচিত সেটি দৃষ্টান্ত সংগে গ্রহণ করতে হবে। যার ফলে এই ধরনের প্রচেষ্টা থেকে যেন তারা তাদের মূলধনকে গিয়ে ফেলে তাদের যে কর্মের বিচ্যুতি করার যে পলিসি রয়েছে—সেটি যাতে নষ্ট হয় এই জিনিষগুলি গভীর ভাবে দেখান প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি। প্রকিউরমেন্ট পলিসি সম্পর্কে সমালোচনায় দেখলাম যথেষ্ট সমালোচনা হয়েছে। ত্রিপুরা সরকার কি করতে পারতেন? চাল নামবে না? আমি নিজে দেখেছি যে আউস ধান যখন উঠল বাজারে দাম কমে যাচ্ছে। কৃষকেরা চিতকার কবছে আমরাও তাদের পক্ষে সংগে সংগে চিতকার করছি। সরকার ধান কিনে নেয় চাল কিনে নেয় নইলে পরিব্রাজন নেই। চালের দাম কমে যাবে। কাজেই সরকার অগ্রদর হয়েছে। এ ছাউসেই দেখেছি—কেন সময় যত কি না চল না একজন সমালোচনা হয়েছে। এইবার দাম যখন নেমেছে তখন সরকারের দেয়া হয়েছে বলে আমরা সমালোচনা করেছি। কেন ভোমরা আরও আগে কেননি তাহলে কৃষকেরা আরও দাম পেত। তাহলে দেখা যায় না করলে এক রকম বলা হয় আবার করলে অল্প রকম বলা হয় করবেটা কখন? কাজেই এবার যদি সরকার খরিদ না করত তাহলে মজুতদার যারা আছে তারা আরও কম দামে কেনে নিয়ে মজুত করত।

সরকার সিকিউরিটি ব্যাংক—সেটি যাতে করা যায় যেটি আমাদের দেশে যিশ্ব অর্থনীতি থাকার নলে চালের খোলা বাজার আছে। কাজেই ব্যবসায়ীরা নানা ভাবে চেষ্টা করে থাকিয়ে নিতে। কাজেই সরকার কর্তন করা ছাড়া আর কি বিকল্প ব্যবস্থা করতে পারতেন? কাজেই সেটি করেছেন এবং সেখানে বলতে গিয়ে বলেছেন আগে কেন করা হয়নি। হয়ত মহাজনদের কাছে যেতে পারে এবং সেটি বন্ধ করা সরকারের উচিত। কিন্তু যে প্রকৃষায় তারা করছেন কোন জায়গায় কিনতে গিয়ে চরতো দেবী কতে পারে তার জগৎ সমালোচনা হতে পারে কিন্তু সরকার ইচ্ছা করে মহাজনদের সুযোগ করে দিয়েছে। সঞ্চয় অতি বড় অসত্য এবং আদায় মনে হয় এটা না বলতে ভাল। সরকারী নীতির মধ্যে সেই জিনিস নাই। আমরা কি চাইছি এবং অপজিষ্টান্দ লগ্না বলছেন—কাজেই খাদ্যের জিনিস পৌছাতে হবে। কিন্তু কোথা থেকে পৌছালে ততলে সরকারকে সংগ্রহ করতে হবে। আমরা সংগ্রহ করব না সেক্ষেত্রে তারত সরকার কতদিন খাদ্য সরবরাহ করবে? আমরা বাজা চাই আমরা আমাদের লজ্জাসলচার চাই কিন্তু খাদ্যের যখন সংগ্রহ নীতি হবে তখন আমরা বলব যে আমাদের খাদ্য আমরা সংগ্রহ করব না আমাদের খাদ্য এখানেই থাকা আর অভাবের সময় আমরা তারত সরকারকে বলব যে আমাদের খাদ্য দত্ত কাজেই একটা সমাজবাদ দেশের অংশ হিসাবে এত দাবী আমাদের করা সাজে না। আমাদের যে কাঅর্ডিনেশন আছে সেটাতো আমাদের তুলতে হবে এবং সেটা যাতে ব্যবস্থা দ্বারা তাতে গিয়ে অতিরিক্ত মুনাফা না করতে পারে সেটাও আমাদের দেখতে হবে। কাজেই এই দিক দিয়ে সমালোচনা যা করা হয়েছে তার মধ্যে কোন বস্তু নাই। উদাহরণ বলতে গিয়ে বলেছেন যে চাল ডাল এল সেগুলি থেকে গ্রামে কি দেওয়া হবে? নিশ্চয়ই, সরকার যখন দাঁড়ান নিয়েছেন যখন অভাব পড়বে তখনই পৌছে দেওয়া হবে। যা বললেন সে কট্টাকটীদের শয়না দেওয়ার জন্য তখনই আসে নত—মালিশের একটা সোমা থাকা উচিত। কোথায় রাখা হবে? গ্রামে কি গোড়াউন আছে? আমাদের দেশ কি এতটাই ভাল হয়ে গিয়েছে গ্রামের মধ্যে ধানভাল বেগে আসলে সেই ধানভাল সেখানে থাকবে? দৈত্য বস্ত্রগুলির মধ্যে ধানের পরিবর্তে তুফ বা তুষে পরিবর্তে বালি এসে চুকবে না? কাজেই সরকারকে একটা সার্ভেশন দেওয়ার আগে যথেষ্ট ইন্টারপেশন দ্যা—সেটি নিজের উপর দিয়েই দেখতে পারবেন। আপনার উপর পরলে আপনি কি করেন তা দিয়েই তার প্রতিবন্ধ কি আসে না? গ্রামের মধ্যে ধানভাল বেগে আসবেন আর সেগুলি বেগে যাবে এই আশা করা আমাদের দেশে দুর্ভাগ্য বটে। যার যার চাইছে দেখেই বুঝতে পারবেন। আমাদের যখন সরকারী কাজ করতে হয় তখন আমরা দুপের হিসাব দিই তখন এক ঘটি করে জল চলে দিই এবং তার জগত এটা হয়েছে। কাজেই এত দিক থেকে এই প্রকিউরমেন্ট সম্পর্কে যে সমালোচনা হয়েছে তার মধ্যে কোন বস্তু আছে বলে আমার জানা নাই। কাজেই সেই দিক থেকে যে জিনিসটা তুলে হয়েছে তার মূল্য আছে এবং থাকবে বলেই আমি মনে করি। এত বলে আবার আমি একটা জিনিসের প্রতি বলব সেটি হচ্ছে এত—আজকের দিনে যে ইকনমির কথা তারা বলছেন—বাজারের অগাধ অংশের কাজকর্ম করতে গিয়েতা যাতে পরিপূর্ণ ভাবে সেটির উপর ব্যয় হয় অর্গাত যে জিনিসের জগৎ আনা হয়েছে সেটি যেন তাতেই ব্যয়িত হয় সেটা সরকার দেখবেন। এখানে তারা বলেছেন আমরা রিগ দিয়ে আমরা গ্রামে জল দেব। আমরা

ডিপ টিউব ওয়েল করব। আমি মনে করি ডিপ টিউব ওয়েল বসাবার আগে সয়েল ওয়াটার সার্ভে করা উচিত। কারণ আজকে প্রচুর টাকা খরচ হবে একটা ডিপ টিউব ওয়েল বসান হচ্ছে। কাজেই নীচে যদি জল না থাকে তাহলে দুদিন পরে এত মূলধন বিনিয়োগ সেখানে নষ্ট হয়ে যাবে। কাজেই এই ডিপ টিউব ওয়েল যে বসান হচ্ছে সেখানে তার জল আছে কি না এবং তার জল যে মূলধন বিনিয়োগ করা হচ্ছে সেটি কার্যকরী হবে কি না সেটি দেখতে হবে। এবং শেজ্ঞা ত্রিপুরার সাব-সয়েল ওয়াটার সার্ভে অত্যন্ত দ্রুততার সংগে করা উচিত। ত্রিপুরার কৃষির উন্নতির কথা যা বলা হয়েছে যা ত্রিপুরার উন্নতির ক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে নির্ভর করবে। তার সাব-সয়েল যে কথা তারা বলেছেন সেটি ভিত্তি করবে তাব এসেসমেন্টের উপর। আমরা যেমন ভেমন ভাবে বসিয়ে গেলাম তারপর যদি জল না পাওয়া যায় তাহলে যে পরিকল্পনা আছে সেটি পরিপূর্ণ ভাবে বায়ীত হবে না। অথবা হবে—কাজেই সেটি জিনিষটা সরকারকে দেখতে হবে। আজকে জল দেওয়ার ব্যাপারে প্রত্যেকটা জিনিষের পরিপূর্ণ সার্ভে মধো আনতে হবে এবং সেটি বিশ্লেষণ করার ব্যাপারে সমস্ত ত্রিপুরার চিত্ত বাণ্ডিতে হবে কোথায় ডিপ টিউব ওয়েল দেব কোথায় নদী থেকে পান্স করে জন দেব। কারণ ডিপ টিউব ওয়েল যদি হয় তার থেকে যে রিগটি হবে তার কষ্ট খুব বেশী হবে। যদি নদীর পাড়ে সেটি হয়—কথাটা অত্যন্ত কম ভালো সেটি প্রকৃত। কাজেই নদীর পাড়ে যদি হয় এবং যদি আমাদের কলেক্টর আছে তাহলে তার যে লিফ্টিং খরচ সেটি কম হবে যদি আমরা লিফ্টিং পান্স দেই। কাজেই সেটি সমস্ত কারণে নদীর পাড়ে যদি হয় তাহলে ডিপ ওয়েল না করাট ভাল। কাজেই সেটি ক্ষেত্রে আমরা ভিত্তিবে ডিপ ওয়েল নিয়ে যাওয়া উচিত যেখানে কোন একমুহুর জলকে ব্যবহার করা যায় না। কম্বাইনেশান সেটি শুধু আর্থিক ব্যাপারে কনসিডার হবে যা সেটি যাতে পরিপূর্ণ ভাবে বায়ীত হয় সেটাও দেখতে হবে। আমরা বন্ধবা হচ্ছে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে দেখতে হবে কি মূলধন খাতে কি উৎপাদনের ক্ষেত্রে গুণ কাগজে নয় এম্ বাতাবরণ এম্ অবস্থার সৃষ্টি করতে হবে। কি কৃষির ক্ষেত্রে কি শিল্পের ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি ব্যাপারেই যদি সেটি জিনিষটা আমরা করতে পারি যা সংগ্রে প্রয়োজন ত্রিপুরার ক্ষেত্রে যে সার্ভে প্রয়োজন। যার মাধ্যমে কৃষির পরিপূর্ণ উন্নতি করা যায়। ক্যাপিটেল চেডে কতটা কাজ করা যায় এবং কৃষি ইনিয়েশানের যে সুযোগ সেটি গ্রহণ কতটা দেওয়া যায় সেটি পরিপূর্ণ ভাবে করতে হবে। এবং এটাও সরকারকে করতে হবে—আজকে ত্রিপুরায় সার কৃষকের যতটা চায় ততটা সে পাচ্ছে না। কাজেই সারের যে দাবি যা যা প্রয়োজন আছে অনেক অ্যাগেই এটার জন্য পরিকল্পনা করে কৃষকের কাছে যাতে প্রয়োজনীয় সময়ে পৌঁছান যায় সেজন্য সরকারকে দেখতে হবে। তাহলেই খাদ্য স্বয়ংস্বতা যে কথা তারও বলেছেন সেটি আরও জোরদার হবে। কম্পলেক্স জুনা যদি আয়ত্তবিত্তা থেকে থাকে

তাহলে আমরা ভুল করব। অনেক কিছু আমরা করতে পারি না এই বিশ্বাস নিয়ে আমাদের আজকে আগামী বছরের জন্য এগিয়ে যেতে হবে। এটা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। এবং এখানে যে বাজেট এসেছে সেই বাজেটকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি।

মিঃ ডেঃ স্পীকার :— শ্রীপূর্ণমোহন ত্রিপুরা। আপনি দশ মিনিট বলবেন।

শ্রীপূর্ণমোহন ত্রিপুরা—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, গত ১০ই মার্চ অখমত্বে যে বাজেট এখানে পেশ করেছেন সেটা বাজেটে আমরা কি দেখি? দেখি যে গতবারও এই বাজেটে আমরা দেখেছি এই বাজেটে পল্লী গ্রামের যে জনসাধারণ তাদের জন্য এই বাজেট না। আমরা দেখেছি সারা কৈলাসতরে যে সমগ্র উপজাতি এলাকা সেখানে আজ পর্যন্ত কোন সুবিধা তাদেরকে দেওয়া হয় নি। কাজেই আমি গতবারও বলেছিলাম যে এই রকম এই যে বাজেট এটা জনসাধারণের বাজেট না সেটটা যুগ্মমেয় কয়েকজন সেট জমিদার, জুতদার তাদের বাজেট। কৈলাসতরে যে ছাওয়ান এক সেট একে আজকে পর্যন্ত এই ২৬ বৎসরে এটা ত্রিপুরা সরকার জলের ব্যবস্থা করে নাট কৃষকের জন্য। গতবার টিউবওয়েল দিয়েছে এবং টিউবওয়েল দিয়ে এক মাসের মধ্যে সেটা টিউবওয়েল তুলে নিয়েছে। সেটা বিরাট একটা চ্যালেঞ্জ। পাণ্ডুর সেট এলাকায় কোন জলের ব্যবস্থা নেই। আজকে শনিচুড়া মনুবাড়ার, আজকে দীর্ঘদিন পরে সেগানকার জনসাধারণ এটা মাসের পাশে একটা ছুটা ছিল কাবেরী, ছুটা সেট ছুটতে কাটা বাস করার জন্য সেট এস, পি, মুখার্জী, সেট চীক কমিশনারের আমল থেকে সেগানকার জনসাধারণ দাবী করছে কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন বাস হয় না। কাজেই এই ত্রিপুরা সরকার যদি জনসাধারণের সরকার হতো, গরীবের সরকার হতো তাহলে সেখানে বাস বা টিউবওয়েলের ব্যবস্থা হতো। শুধু কৃষকদের না এমন কি যে রাস্তাপাট আজকে দীর্ঘদিন পরে এই ২৬ বছরেও সেটা ছাওয়ান মনুবাড়ী থেকে যে ডামক রাস্তা আজকে পর্যন্ত সেটা রাস্তা ঠিক হয় না। এক দুই ফোটা পলি যদি আসে সেখানে এই রাস্তায় চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। আর মাণিকপুর থেকে ছাওয়ান সেট রাস্তা আজকের নতুন নতুন অনেক দিনের রাস্তা সেটা রাস্তার জন্য জনসাধারণ দাবী করে আসছে কিন্তু সেইটা আজ পর্যন্ত করা হয় না। এখানে পি, ডবলিউর আগারে রাস্তাটা নেওয়া হয়েছে বিনা আজ পর্যন্ত সেটটা করে না। এটা দীর্ঘদিন আজকে এটা গোবিন্দ পাড়া বা বাংলাদেশের সংলগ্ন সেখানে প্রায় এতোক দিন মিজোর আক্রমণ হচ্ছে সেগানকার জনসাধারণ উৎপীড়িত হচ্ছে সেখানে একটা রাস্তা আজ পর্যন্ত এটা ২৬ বৎসরে এই কংগ্রেস সরকার করে না। এটাদিকে তারা কৈলাসতরের মনুদীর সেটা পশ্চিম পারে ফটিকরায় এলাকায় আজকে কাজার কাজার লোক বাস করে সেখানে একটা রাস্তা আজ পর্যন্ত করে না। কাজেই এইজন্য আমি বলছি যে এই বাজেট জনসাধারণের বাজেট না এই বাজেট যুগ্মমেয় কয়েকজনের বাজেট।

কাজেই এখানে দেখছি সেই ছাওয়ান টি, ডি. ব্লকে সেই ব্লকে উপকৃতিরা সংখ্যা গরিষ্ঠ এই জন্য আশঙ্কে এই সরকার অফিস হবে কিন্তু এই সরকার সেখানে কোন উন্নতিমূলক কাজ করতে চায় না। আমরা দেখছি ২৬ বছরে এইটা নতুন কথা না সেখানে ভূমিহীন, ভূমিহীন যারা ভূমিহীন জাতি তাদের পুনর্বাসন হয় না এই আজ পর্যন্ত এই জিনিস কুটে কোন খানে যদি চলে গেছে। এবং এই সাবা ছাওয়ান ব্লকে ৫০-৬০ হাজার মানুষের সেখানে বাস সেখানে একটা মানবস্পিটাল। সেখানে ৬টা মিট। সেখানে যদি কোন উন্নতিমূলক, সেই ডেলিভারী কেচ যদি হয় সেখানে ডাক্তার কোন ব্যবস্থা করতে পারে না তাই তার কোন সরকার নাই সেখানে। তার কোন আস্থালেন না, তার কোন ব্যবস্থা না, কাজেই সেখানে থেকে রোগী আসতে হয় নার্মনগরে বা আগরতলায়, এ ছাড়া কোন ব্যবস্থা না। কাজেই এই সরকার, আমরা লক্ষ্য করেছি পান কালেকশানের বাপারে পুলিশ নিয়ে মানুষকে ভয়ভীতি দেখিয়ে তারা পান কালেকশান করছেন। সমস্ত গরীব অংশের মানুষের সেই পান, পান অংশের মানুষগুলো সেখানে পান সরকারকে দিচ্ছে? দেয় নি। সেখানে একজন নাম প্রতাপ কুমার চন্দ্র কদমাল তিনি যে তাঁড়ি পানিল বিক্রী করে যে পানটা সংগ্রহ করেছিলেন এই কংগ্রেস সরকার সেই পান মীচ করে নিয়ে গেছে। সেই পুলিশ এবং সি, আর, থাকে দিয়ে ভয় দেখিয়ে। আর দণ্ডভাঙতে শক্ত শব্দ মানুষের জমিদারের থেকে কিছু ভো নেয় নি নিয়েছে সেই সমস্ত গরীব অংশের মানুষের কাছ থেকে। নাছলিতেও তাই, সেই পান পানী অংশের মানুষের কাছ থেকে নেগনি নিয়েছে সমস্ত গরীব অংশের মানুষের কাছ থেকে। কাজেই এই বাজেটটা এইটা গঠনের বাজেট না এইটা হলো পানীদের বাজেট সেই বাজেটে রাস্তাঘাট সমস্ত আমবা যা দেখছি এই এলাকায় সমস্ত জনসাধারণের কোন সুবিধা হয় না। আমি এই জগ এই বাজেটকে সমর্থন করতে পারছি না এবং বিরোধীতা করেছি আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মি: ডে: স্পীকার :— শ্রীনিশিকান্ত সরকার।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে চাউসের সামনে যে ১৯৭৪-৭৫ সনের যে বাজেট মাননীয় অর্থমন্ত্রী রেখেছেন তাকে দণ্ডবাদ জানাচ্ছি। দণ্ডবাদ জানাচ্ছি এই কারণে যে ত্রিপুরার উন্নতির জগ পত্তোক পাতেই যেমনি সরকারী কর্মচারী যেমনি যোগাযোগ, পাস্তা বিভিন্ন বিষয়ে অর্থ রেখেছেন তাই আমি এই বাজেটকে দণ্ডবাদ জানাই। তবে প্রথমেই বলছি যে বিরোধী দলের যুক্তিগুলি বাজেট বলিষ্ঠা দিতে গিয়ে তারা যে সব সূক্তি দেখিয়েছেন এইটার এর সংগে কোন ভাল বেগে কথা বলা হয় না। এই যে যে কয়জন যেসব বক্তব্য দিয়েছেন এই ২৬ বছর কি না, একটা সদস্য বেশকম না এই ২৬ বছর উনবা কিছুই দেখতে পান না এই যে দৃষ্টান্ত বিরোধী দলের, সমালোচনা করার অধিকার আছে, একশোবার কিন্তু এক জায়গাতে যদি যুক্তিগুলি এক ধর্মনগর সাক্ষ্য এটা দেখছি রাস্তা। আর কিছু দেখছি না এবং ২৬ বছর আগে রাস্তার মধ্যে বন নালা ছিল কিনা সেইটা তারা বলেন না ২৬ বছর আগে চিনির দাম কত ছিল, তেলের দাম কত ছিল, সেটা ধরেছেন কি না? আজ ২০ বছর পর ৪২ হাজার বেকার চোখে দেখছেন। কিন্তু ২৬ বছর আগে বেকার ছিল কি না সেটা জানেননা, তার কারণ তাঁরা লোকালয়ে চলে ন, যোগাযোগ কম। কাজেই আজকে ২৬ বছর কংগ্রেস শাসন ক্ষমতায় এসে মানুষকে জাগিয়ে তুলেছেন, মানুষের শিক্ষা, দীক্ষা,

চাকরী থেকে শুরু করে ইন্ডাস্ট্রি পর্যন্ত এই কংগ্রেস সরকার সব কিছু করেছে। তার ভরত বহু বছর পরিকল্পনা চলছে। কাজ যদি হয়ে যাচ্ছে, এটা তাঁরা জানেননা। আজকে তাঁরা উপজাতি উপজাতি বলে চিৎকার করছেন; মজারকর আমলে উপজাতিদের মধ্যে শিক্ষক বলতে কেউ ছিলনা, সরকার চাকুরি কেউ ছিল না। আজকে উপজাতিদের মধ্যে শিক্ষক বাড়ছে, চাকুরিরা বাড়ছে, তাঁরাও দেখলেও দেখেন না, অফিস আদালতে গিয়ে দেখুন, প্রাথমিক স্কুলে গলে দেখতে পারেন যে উপজাতি ছাত্রছাত্রীরা লেখাপড়া করেছে, চাকরী তাঁদের হচ্ছে। ৬ বছর আগে যখন মজারকর উপজাতি স্কুলেমেয়েদের দুইজনকেও শিক্ষা দিয়ে যান নাট, সেখানে এত ৬ বছর কষ্টকর আর কখন? তার আজকে শিক্ষা বাড়তে বছর বছর অর্থ বাড়তে পুঁজি বাড়তে কিছু ছাত্রদের একটি লোকের একটা বন্ধন নাই যে এত ৬ বছরে এত হয়েছে। কাজেই জনসাদারণ তাদের মধ্যে নিয়েছে যে তারা কত অসহ্য কথা বলেন। যোগাযোগ সম্বন্ধে বলেছেন, তাঁদের বক্তব্য শুনে মনে হয় উনারা যা দিয়ে জানেন না, বা তাপ বুঝে চলে। তবে এটা দিক অনেক রকম। বিভিন্ন জায়গায় ময়দানত আরেক জন বলেছেন 'আজকে টি স্কল স্ট্রিক' হয়ে বিপুল রাজ্যে আমাদের মানুষ হল ১৫ লক্ষ থেকে ১৬ লক্ষ। সেই জায়গায় আজকে কোটি টুইন কাপায় পেলেন। আরেকটি কথা টুইন বলেছেন 'সাঁপের বলতে কিছু এখানে হয় না'। তাঁর বাণীরা দেখাচ্ছেন ভিত্তে নান্দ দেখাচ্ছেন, চীন দেখাচ্ছেন, কিন্তু ৬ বছর আগে এটা ভারতবর্ষে যখনে একটি সচ পয়স্ক দেওয়া হত না, সেখানে আজকে শুভ পয়স্ক দেওয়া হচ্ছে। তাহলে দেখুনতো আর তাঁরা কি কথা বলেছেন, টুইসের সামনে। হুঁসা অর্থ বলেছেন 'শিল্প নগরী সম্বন্ধে।' সরকারী কিনি নগরী 'নগরী'র কাজে রাখা হয় করেছেন? শিল্প নগরী কথা আছে রাজ্যের বেকারদের 'বিশিন্ন' বিষয়ে শিক্ষা দিয়ে, তারা যাতে চমকায়ের মাধ্যমে কাজ করতে পারে, তার জন্য অর্থ দিয়ে, ট্রেনিং দিয়ে, তাদের মেশিনার বণ্ডা করে। তাদের অর্থের ব্যবস্থা করে দিয়ে, তারা নিজেরা যাতে উন্নতি করতে পারে, এটাও সরকারের মূল নীতি ছিল। আজকে কংগ্রেস সরকারের চেহারা দেখুন নগর পদাংক বেস এসে গেছে, আর বাকী হতে চলেতো ১০ বছর লাগবে। আবার কি বলেছেন ৬ বছর পরে দেখে কোন ব্যবস্থা হয় না। তাহলে তার, অমরা বছর বছর যে মেশিনার ল দিচ্ছে, পাশে সেদিক ল দিচ্ছে সেদিক ল দিচ্ছে? এখানে আবার বক্তব্য দিচ্ছে 'মেশিন অল হয়ে গেছে।' এতসব যুক্তি কি আর কখনও জানা যায়? আবার বলছেন 'তার, অফিস, তাঁদের বক্তব্য ল দেখছি ওরা কি বলেন।' একদিকে বলেন 'সকলনাশ কেউ বাড়ীঘর করতে পারবে না, আবার অর্থাৎ বলেছেন যে মাড়র গুচ্চ ন যদি সে আজকে পাশা বাড়ী করতে চায়, তার অস্ত্রাদাটা কি? আবার অর্থাৎ বলেছেন যে বাড়ী সব দক্ষ কাম দাও, পাউন্ডেট বাড়ী থাকে পারবে না। ভালোক বাড়ী কিনবে টাকা দিয়ে, সে চড়ে পাগবে না, এ কিরকম যুক্তি? আবার বলেছেন সরকারী বাড়ী কেউ চড়ে পারবে না। পুলিশের যদি বাড়ী না থাকে, অফিসারদের যদি বাড়ী না থাকে, তাহলে চুরি, ডাকাতি বাহা-জান করতে তাঁদের সুবিধা হবে। পুলিশ অফিসার গম্বুজ হলে যেতে পারবে না। একজি-টি এটি ভক্তিনীয়ারের যদি বাড়ী না থাকে, এথিকালচার অফিসার'এর যদি বাড়ী না থাকে, তাহলে রাজ্যটা হবে কি করে, তাঁরা সেখানে মাঝে কি করে? পুলিশ হবে কি করে? কাজে

তাদের যুক্তির মধ্যে কি রাখেন, মাতৃশ্রমের সন্মানের কথা তারা রাখেন স্তর। অতএব কারণে মাননীয় সদস্য ভিত্তিবাসু যুক্তির মাধ্যমে অনেক কথা বলেছেন। আমি আর সেইদিক দিয়ে যাচ্ছি না। আরেকটা কথা তারা বলেছেন যে আজকে ২৩ বছরের মধ্যে কোথাকো জমিয়া পুনর্বাসন হয় নাই। তাহলে গতকাল কি করে বলেন যে ২০ হাজার জমিয়া পুনর্বাসন দিয়েছেন, আরও ২২ হাজার পরিবারকে দেওয়া হবে। এক সত্য এর মধ্যে আছে? ওরা বাজেট দেখতে চান না। এলেন, বলে গেলেন, এটা বিধান সভা, বলবার অধিকার আছে। উনারা একবার আমেরিকা বলেছেন, ভিয়েতনাম বলেছেন আমেরিকা থেকে যদি সাহায্য আনার প্রয়োজন পড়ে, বিনা সম্মতি তাদের ভাল জানি যদি আমরা ভরতবর্ষে অন্তর্ভুক্ত পাই তাহলে অসুবিধা কি আছে? ভিয়েতনামে অভাব নেই। আবার চানেকি কথা বলেছেন। চান দেশ থেকে যে মানুষ চলে যাচ্ছে, সে কথা বলেন না। হিন্দুস্তান থেকে নাকি মানুষ চলে যাচ্ছে, যদি কেউ মানবিক থেকে অন্তর্ভুক্ত যায়, বা কেউ যদি আশ্রিত হার আশ্রিত থাকে সেখানে যায়, তাহলে তার মধ্যে তারা দেখানোর কি আছে? অতএব কারণেও তাদের যুক্তি মানতে পারলাম না। আজকে যদি সমস্ত সম্পর্কে ভিত্তিবাসু বলেছেন। এটা প্রাসঙ্গিকভাবে উনারা বলেছেন যে এই ভারতীয় চাউলর কে, জি, ৫০ পরিশা, অমুক জায়গায় ৬০ পরিশা ইত্যাদি। আজকে সরকার যে দাম বেপা দিচ্ছেছেন, তার ফলে যাবতকম যে দাম পাচ্ছে গুস্তাইড়াও সে দাম পাচ্ছে, জামিনুতেও, সে দাম পাচ্ছে। আবার বলেছেন কনট্রাক্টারদের দিওনা, গ্রামে গ্রামে শুদাম দাও। গ্রামে গ্রামে শুদাম করলে পুত্রদাতা করতে সুবিধা হবে, টাকা পরিশা লাগবে না। এত বল তাদের যুক্তি। আবার বলেছেন যে পালিশ নিয়ে যেতে হয়। কিন্তু পালিশ কোন জায়গায় লাগে? যদি লক্ষ লক্ষ টাকা নিয়ে যেতে চল, সেখানে পালিশ নিয়ে যাবে না? এটা কোন সরকারের দায়? আমি বুঝি না স্তর। আবার বলেছেন জনতার সরকার নয়। আমিই তো জনতা। তাহলে এটা সরকারটা কার। কাজেই জনতা এটা শুদ্ধে চায় না। আমরা চাইছি জনতার নীতি, কংগ্রেসের নীতি। কংগ্রেসের নীতি হল জনতার উন্নতি করা। শিক্ষা দাওয়ায় সব বিষয়ে উন্নতি করক। তারা বলেছে যে হয় নাই কিছু। এটুকু বলে নাও গিয়েছে। তবে আরও দরকার। আরও বলেছে টি. বি. এর জন্ত এক হাজার টাকা রেখেছে আর ট্রাইবেলের জন্ত রেখেছে দুই হাজার টাকা। আমি বলছি স্তর, এটা টোকেন টাকা রাখা হয়েছে। যখন এটার প্রয়োজন হয় স্তর তখন সাহায্য করে এবং হাসপাতালে যাতে তার জন্ত সাঁট বাড়ি তার ব্যবস্থা করছে। কাজেই এই বাজেটের মধ্যে যা রাখা হয়েছে তার জন্ত আমি বনাবাদ জানাই। এমার খাজনা সংগ্রহে বেশী আদায় দিতে পারি নাই। পার্শ্ববর্তী রাজ্য পশ্চিম বংগে চালের দাম খুব বেশী। আমাদের ত্রিপুরায় শহরে হয়ত একটু বাড়ছে এবং মফসলেও আমরা চিন্তা করছি রেশন দেওয়ার জন্ত। কষ্ট হচ্ছে লোকের। কিছুদিন আগে লবনের দৈ চৈ খুব হয়েছে। তবে আমি জানি খাদ্য বিভাগ বেশ লবন নিয়ে এসেছে এবং আরও আসছে। কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যে যে লবন উৎপাদন হয় না বা সিমেন্ট উৎপাদন হয় না এই জিনিষটা তারা জেনেও এইসব বলেছেন। বলে তারা খাইরে গিয়ে বলবেন যে আমরা প্রাসঙ্গিকভাবে এটা বলেছি তাই সরকার এটা করেছে।

যাই হোক, এম বাজেটের দুই এক জায়গায় আমি কিছু বলব। যেমন সেচ। এখানে বলে-
ছেন সামাজিক দুশ্বল। আদিবাসী, সিডিউল্ড কাস্ট, সামাজিক দুশ্বল বলতে আমি এইটুকু বলছি
যারা খেটে খায় এবং একমাত্র নিম্নবর্ণের কৃষির উপর। আমি জানি যে আমার এলাকায় আদি-
বাসী অঞ্চল আচ্ছন্ন। এম হুড়োতে যদি আমরা একটি বাসিন্দা দিতে পারতাম তাহলে চন্দ্রপুর
গাঁওসভাতে ২২ মাস জল পাওয়া যেত। এটা হয় না, এটা হয় না দরকার। আর বেশ কিছু
বছর আগে মহারাজী হুড়োতে যাতে করা হয়েছিল। আমার মনে আছে অনিল সেন আমার সঙ্গে
আলাপ করেছিলেন এবং বলেছিলেন যে নিম্নবর্ণের বড় প্রকল্প করেন যেটা চিরস্থায়ী। উত্তর
বিলে নীচা থেকে মহারাজী হুড়ো পর্যন্ত চারদিকে আদিবাসী, মহারাজী হুড়োর লোকেরা এখন
জল পায় না। যদি এখানে ১৫ মাস জল পায়। সেখানে আমার একটা গ্রাম ছিল
কৈলচুকহুড়া মহারাজী হুড়োকে আমরা কন্ট্রোল করব। আজ পর্যন্ত হয় না। এম দারিকলা-
হুল যেখানে হুগুন এলাকা, যেখানে নারিক কোন কিছু ব্যবস্থা নকল সেখান মনে হয় যদি স্থায়ী-
ভাবে করতে হয় তাহলে অল্প এক বছরে কিছু হবে না, যেখানে আগে দরকার সেট দরকার
অল্পসংখ্যে করে কজ হয় সেই ব্যবস্থা করতে হবে। এখানে শিল্প সম্বন্ধে কথা হয়েছে। তবে,
চটকল হবে, শিল্প হবে, সবাকল্প হবে। কিন্তু এই বাজেটে দেখি না যে খুব একটা শিল্প
হবে। আমি এখানে বলে দেচ্ছি। আমাদের বিভিন্ন গ্রামে এইরকম গ্রাম আছে যে
১২০ কাউন্টের পর্যন্ত কাপড় তৈরি করতে পারে। আদিবাসীকে যদি আমরা সত্যি দিতে তাহলে
সেটা এইরকম করলে হবে না। (ব্রেড লাইট) তাহলে হয় কি আর? কিছুই হয় না।
আমার কথা হল এখানে বড় বড় শিল্প করতে আরও ৫০ বছর সময় লাগবে, কিন্তু গ্রামীন
শিল্প তৈরি করতে চলে এক দেড় বছরে পারা যায়। আমি বলছি না এমের মধ্যেই সমস্ত
কিছু করা। যেটা কাজ লাগবে সেটা যদি প্রত্যেকটা গাঁওসভাতে একটা করে তাঁতি সমিতি বা
তাঁতি কো-অপারেটিভ আদিবাসীদের দিয়ে করা হয়, তাহলে হবে কি না গ্রামের লোক কাজ
পাবে। আর মাহাঙ্গ থেকে আমাদের এখানে তাঁতের কাপড় আসে, সেটা আসা বন্ধ হয়ে
যাবে। আমার বাজার তাঁতিরা নকশা টকশা জানে, তবে যদি সরকার মাটার দেন তো,
অনেক ভাল কথা, তা নাহলেও আমাদের তাঁতিরা সব কাজই জানে। অথচ দেখছি এই
বাজেটের মধ্যে সেট রকম কিছু নাই। হয়তো বা মন্ত্রীরা বলবেন যে চ্যা রাখা হয়েছে। আর
এক দিক দিয়ে দেখতে গেলে, আমাদের অনেকগুলি সমবায় ব্যাংক আছে, তার মাধ্যমে কৃষকদের
লক্ষ লক্ষ টাকার ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। আমি এই কাউন্সে বলেছিলাম যে সমবায়টা
যখন কৃষক এবং গরীবের সংগে জড়িত, তাহলে তাদের টাইটেল কবুলত করা উটক, কেন
কবুলত করা হবে? না এটা যেন একটা কি রকম, অস্বাভাবিক যে সব সংস্থা আছে, তাদের
যে ক্ষমতা আছে, তাদেরকেও সেট রকম ক্ষমতা দেওয়া উটক। একটা গাঁও সভার মধ্যে যদিও
নিয়ম আছে যে বড় গাঁও সভা হলে দুইটি সমিতি হবে না হয়তো একটা সমিতিই হবে। আমি
বলেছিলাম যে প্রত্যেক কৃষকই সমবায়ী হতে চায়। সেজন্য আমাদের যেমন দায়িত্ব আছে
তেমনি কর্মচারীদেরও দায়িত্ব থাকতে হবে। আমি এই কথা বলছি এই কারণে যে যখন কৃষি
কর্ণের প্রয়োজন হয়, তখন দেখি সরকারী অর্থ কিভাবে নষ্ট হয়। আমি জানি যেহেতু আমি
নিজেও একজন সমবায়ের মেম্বর। আজকে হয়তো আমি সমিতির থেকে নিলাম ২ টাকা

টাকা আবার ব্যাংক থেকে নিয়ে গেলানও কাজের টাকা। এই টাকা নিয়েও আমার কাজ হচ্ছে না, জ্বার। এভাবে যারা সমিতির মেম্বর আছে, তারা একবার সমিতির থেকে কণ নিচ্ছে, আবার দেখা যাচ্ছে এস, ডি, ও, অথবা ডি, এম থেকে যে কৃষি কণ দেওয়া হচ্ছে, সেগান থেকেও নিচ্ছে। কিন্তু এস, ডি, ও অথবা ডি, এম যে কণ দিচ্ছে, তাতে তারা ২০০-০০ টাকার বেশী কণ দিতে পারে না। এই সমস্যা ক্ষেত্রে কণ নিতে কলে অনেক মুসকিল। আর ব্যাংকের কথা যেটা বলছেন, সেখানে গিয়ে আমার মত কৃষক আর আপনাব মত কৃষক তার থেকে কোন কণও পাব না। ব্যাংকের আদায় করণ কিশের জগ করা হয়েছে আমি জানি না, কারণ এই সম্পর্কে আমি বলব যে বড় বড় ব্যাংক থেকে বা ছোট ব্যাংক থেকে কয়টা কৃষক আর কিশের টাকা পাচ্ছে, তাদের যে নিয়ম বাতুল আছে, সেটা মেনে কোন কৃষকও এসব ব্যাংকের থেকে টাকা পাচ্ছে না। তাই আমি বলব এই ব্যাংক জাতীয় করণ করলেও অন্ততঃ গ্রামের বাজার কৃষকদের তাতে কোন উপকার হয় না তাদের কোন উপকারে আসে না। তাই আমি বলছিলাম যে যদি কো-অপারেটিভ করা হত তাহলে কৃষকেবা সমর্থিত হত থেকে কণ পেত এবং সেটা তাদের কৃষির উৎপাদনের জন্য কাজে লাগাতে পারত কৃষকেবা উৎপাদন বেড়েছে, এই কথা সত্যি এবং তার জন্য মন্ত্রীরা বাঁকবা নিচ্ছেন। কিন্তু আমি বলি যে জনতা কারা করছে? কাজেই উন্নত ধরনের ফসল করতে কলে বা ফসলের উৎপাদন বাড়তে কলে ঠিক সময় মত কণের টাকা পেতে হবে, তারপর সময় মত জমিতে লাঙ্গল দিতে হবে, চারা লাগাতে হবে, সার দিতে হবে, জল দিতে হবে। তা নাহলে পরে ফসলের উৎপাদন বেশী হবে না। কাজেই উৎপাদন যখন বেশী হচ্ছে, তার জন্য খরচও বেশী করতে হচ্ছে। অতএব করণ এস দিক দিয়ে নকর করলে এই টাকাটা কৃষকদের যে করেই দেওয়া উচিত না কেন, সেটা সময় মত দিতে হবে এবং তাহলে পরে আমি মনে করি যে কৃষকদের মজলদ হবে। আর এক দিক দিয়ে দেখতে গেলে শিক্ষা ক্ষেত্রে, স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে যাতে আমি বলব এমন অনেক এলাকা আছে যেখানে ১০-১২ মাইলের মধ্যে কোন হাইস্কুল নাহ। আমি একথা বলবার কারণ হচ্ছে, মন্ত্রীরা যখন বাজেট করেন, কোন করেন, সেটা আমরা জানি না। হয়তো বলতে পারেন, আমরা জানলে কি করতে পারি? আমি বলব যে তাহলে পর এটার একটা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে বুঝতে পারা যায়। আমার আগে থেকে জানলে এটুকু অশুভ; বলতে পারতাম যে এই এলাকার স্কুলটা আগে ধরুন এবং এটা দরকার গরীবের জন্য বা কৃষকদের জন্য যারা দুঃল গ্রামী তাদের জন্য। কাজেই এই বাজেটের মধ্যে এখানে যে সব কথা লেখা থেকে, সেটার সংগে আমরা যেটা আলোচনা করি, তার কোন মিলই থাকে না। অনেকে হয়তো শওরের কথা বলতে পারেন, আমি শওরের টা তো আগেই মিটমাট করতে হবে কিন্তু গ্রামের মধ্যে যে অনেক ছেলে মেয়ে আছে যারা ক্লাস ফাইভ অথবা সিক্স পঞ্চম পড়ে বসে আছে, তারা হাইস্কুল পড়তে পারছে না যেহেতু এ এলাকার ১৮ মাইলের মধ্যে কোথাও কোন হাইস্কুল নাহ। তাই বলি প্রত্যেকটা এলাকার তথ্য নিয়ে সেগুলি বিচার বিবেচনা করে যাতে স্কুলগুলি করা হয় অন্ততঃ আদিবাসী অঞ্চলে স্কুল করতে হবে, আর তা নাহলে আদিবাসী চলেমেয়েরা লেখা পড়া করতে পারবে না। এখানে বাজেটের মধ্যে যা বলা হয়েছে মন্ত্রী মশাইও বলেছেন যে তুলনামূলকভাবে আমরা কিছু কিছু রাখি, তাই আমরা সবাই

আমরা জানি এটি সরকার তাদের দুর্দশা টাকবার জন্য এই সব তারা বলছে। অর্থাৎও বলেছে আজও তারা বলেছে। আমরা একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি এবারের বাজেট—এই বাজেট থেকে জনতা আশা করতে পারে এমন নতুন কোন জিনিস নেই। একটা জিনিস আছে আমরা যারা মেথার আঁচি যারা কম লেখা শুভা জানি অর্থনীতি সম্পর্কে কম সচেতন আমাদের পক্ষে এই বাজেট বুঝতে একটি অসুবিধা হচ্ছে। আগে সে সিস্টেম ছিল সেটা পলিটান করেছিল তাই তাই এই বাজেটের অর্থাৎ মাপা থেকে পাঠ না। একটা নতুন জিনিস আমরা দেখছি। এবং আমরা জানি না এই বাজেট পক্ষ বাসিন্দা পরিবর্তন। রূপায়নের ১২ বছরে সেটি রূপায়ন করতে গিয়ে জনতা এই সরকারকে কবিয়ে ফেলল। আমরা লক্ষ্য করেছি এই পক্ষ বাসিন্দা রূপায়ন করতে গিয়ে এই সরকারের যে স্বাধীনতা শুরু করেছে এটা স্বাধীনতা—এসব-ল'তে আমরা দেখেছি যে তারা এই বাজেটের পক্ষে বক্তব্য রেখেছেন। কিন্তু নিজেদের দলীয় কেন্দ্রীয় কনিষ্ঠ অফিসার কব কথা শুনে কাজ করতে সেটি তারা ঠিক করতে পারেন না। এবং এই যে বিন্যাস কর্মচারীদের ক্ষেত্রে শুধু নয় এটা মাপা থেকে এই বাজেটের সৃষ্টি হয়েছে। মাননীয় অর্থ মন্ত্রণালয়, আমরা সময় কম জানি অর্থ মন্ত্রণালয় নয় না। আমাদের এই সরকার পি, ডাবলিউ, ডি, এবং নন্দনর উপস্থিতিতে ক্ষেত্রে টাকা বরাদ্দ করেছেন সেটা সম্পর্কে কিছু বলছি। আমরা লক্ষ্য করেছি এই সরকার পি ডাবলিউ, ডি, বদলির পালন করতে গিয়ে এই কমিউনিষ্ট রূপায়ন করতে গিয়ে গণতন্ত্র আমরা যেটি দেখেছি সেটি হচ্ছে অনেক টাকা ফেরত গিয়েছে। আমরা দেখেছি পলিটানে এই সরকার গত বছর ১০ কোটি টাকা পরিবর্তন করে বরাদ্দ করেছিল। সেটা ১০ কোটি টাকার মধ্যে ১০ ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ ১০ কোটি টাকা ফেরত গিয়েছে। সেটা ১০ কোটি টাকার মধ্যে ৪ কোটি টাকা নাকি পি ডাবলিউ, ডি, ফেরত গিয়েছে। অর্থাৎ আমরা কি দেখি মাঝে মধ্যে বাজেটের উন্নতি হচ্ছে না কনট্রোলশন বন্ধ হয়ে আছে। নতুন জিনিস গাড়ি থেকে ফেরত না। যেখানে হীজ জাঙ্গা ছিল সেটা হীজ এখনও জাঙ্গাই আছে। জনতা দাবি আমাদের জন্য দিনের পর দিন গণতান্ত্রিক উপায়ে লড়াই করে গাফে এবং সরকার অনেক ক্ষেত্রে স্বাধীনতা দিয়ে কিছু কিছু কনসিডারেশন দিচ্ছে। আমরা দেখেছি এই যে কাজটা কোন রূপায়ন করতে পারছে না—আমরা মনে হয় একটা বিরাট ফটো আছে এবং সেটা ফটোটা আমি এখানে বলতে চাই। সরকারের কোন কনট্রোলশন বা কোন বাস্তব উন্নতির ব্যাপারে একটা এন্টিমেন্ট করা হয়—গতকালে ক্ষেত্রে লক্ষ্য করেছি এন্টিমেন্ট অনুযায়ী কোন কাজ হয় না। ট্রেডার এখন কল করা হয় এন্টিমেন্টের ট্রেন্ডে ট্রেডার কল করা হয়। আর ট্রেডারে যে সময় সীমার থেকে এই সময় সীমার মধ্যে সেই কাজটি করা সম্ভব কি না গভর্নমেন্ট তার উত্তর দিতে পারবে না। কারণ আমরা জানি না। আমরা দেখেছি এই সরকার বাস্তব কাজ করতে গিয়ে বাস্তব মাটির ক্লাসিফিকেশন করে হেইট ঠিক করে দেন। এবং কন্ট্রোলিং—যারা এই সব কাজের জন্য কন্ট্রোলিং করেন তারা আমাদের বলেছেন যে সরকারী কর্মচারীদের কিছু পাসা ফেলে দিলেই নাকি 'এ' ক্লাস 'বি' ক্লাস করা যায় এবং 'বি' ক্লাস 'সি' ক্লাস করা যায়। অর্থাৎ ২৮ টাকার টা ৩৬ টাকা করা যায় ২২ টাকা করা যায় ১২ টাকা করা যায়। সেটাও একটা কারণ এন্টিমেন্ট অনুযায়ী কাজ না হওয়ার। আর সারা ভারতবর্ষে যে এন্টিমেন্টেট বেংক—সারা ভারতবর্ষে দুবছর আগে দিয়েছে তার সংগে এর কোন সংগতি নেই। এই সরকার আগেকার সেই প্রধানো হিসাবই চলাচ্ছেন। কাজেই

আমরা আশা করব আগামী বাজেট এটিমেটে এই দিকে লক্ষ্য রেখে এটার পরিবর্তন হবে। যদি না করেন আমরা এটাই বলব তারা ইচ্ছা করে নিজদের লোককে দিয়ে—সংস্কার থেকে চিংকার করছেন যারা আনএমপ্লয়েড, যারা শিক্ষিত বেকার এবং যারা শিক্ষিত ইনজিনিয়ার এবং যারা শিক্ষিত বেকার এবং যারা এল, আই, সি, আই পাশ করে আছেন তাদের কাজ দিবেন রাস্তার কাজ কনষ্ট্রাকশনের কাজ—আমরা এটাই বলব তাদের না দিয়ে যারা পুরানো বড় বড় কনষ্ট্রাক্টর এখানে আছেন তারা কংগ্রেস পার্টিতে যেটা টাকার চাঁদা দেওয়ার জন্য এই সরকার পুরানো যেটাই তাদের দিয়ে কাজ করাজেন। আমরা আবও লক্ষ্য করেছি এই ত্রিপুরাতে বহু কন্ডমিনি—কয়েকটা খুব বড় রাস্তা। আজকে বর্গাক-আমবাসা রোড এবং সেই বর্গাক-আমবাসা রোডে কাজ শুরু হয়েছে দশ দিন। সেই রাস্তার কাজ অনেক দিন আগেই শেষ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু একটা অংশের অমরপুর থেকে আমবাসা রাস্তার এই অংশে এখনও কাজ চলছে। কালাখাড়ি পাড়াতে এখনও চলছে। আমরা ক'দেগি সেই কালাখাড়ি পাড়াতে যারা রাস্তার কাজ করছে এরা কি আমাদের ঐশানকার লোক না কাছাড়-এর লোক না অথায়গার লোক সেটা আমরা জানি না। এই গভর্নমেন্টকে জিজ্ঞাসা করতে চাই আমাদের ঐশানকার লোকে কাজ পাবে না কেন? আমাদের ঐশানকার লোকেরা দুই দিন তিন দিন না গেয়ে কাজ না পেয়ে শেষে আছে বেকার অবস্থায়—আর আসাম আগরতলা এখানে কিছু লোক ছাড়া বাক্যের পাখক পড়া দেখলে মনে হয় আশা সামরিক গার্ডের লোক তাদের খুঁপি চাপে নিয়ে রাস্তার কাজ করতে দিচ্ছে। কিন্তু তাদের চেতারা দেখলে মনে হয় না তারা আমাদের ত্রিপুরার লোক। তাই মনে হয় ত্রিপুরা ক্ষেত্রে এই সরকার পক্ষপাতিত্ব করছেন। এজ্ঞ সেন্ট্রাল লেবার কোড এবং বড়ার ষোড অগ্ৰেনাইজেশন-এব ষ্টাফ ভিসিমে ত্রিপুরার কোন বেকারকে ত্রিপুরার কোন এমিককে নিয়োগ করতে না যদি তা করা হতে পারত ত্রিপুরার বেকার লোকেরা কাজ পেত। আমরা জানি কিছুদিন আগে আমরা পরিকায় দেগেছি ত্রিপুরা সরকার আগে যে সেমেন্ট সার্ভাই করতে পারতো এখন সেটি পারছে না এবং সেটি না করার ফলে ত্রিপুরার গুরুত্বপূর্ণ কাজ—যেমন গোমতী প্রজেক্ট যেমন বড় বড় নদীর উপর বীজ যেমন চেবীতে, দেওনদীর উপর, কুমারপাটে—ঐ সব কাজগুলি বন্ধ হয়ে আছে। শুধু কি তাই ত্রিপুরার বিভিন্ন জায়গাতে যেখানে প্রাথমিক সড়ক কেজগুলি রয়েছে এবং সেগুলি একষ্টেনশনের যে প্রস্তাব আছে ঐ সব কাজও সরকার করতে পারছেন না। আমি অত্যন্ত দুঃখের সংগে লক্ষ্য করেছি ঐ সিমেট-এর জনস্বার্থের পাতিরে গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলি করতে পারছে না আমাদের কোন কোন মন্ত্রী এবং স্পীকারের বাড়ী তৈরী করার ক্ষমতা আছে না। আমাদের এখানে সিমেট আছে আমাদের এই বিধান সভাতেও দেখেছি। আমাদের এই সরকারের পলিসি দারা বাস্তবাবে আমাদের অভাব হচ্ছে না। কিন্তু সমগ্র ত্রিপুরার উন্নতির ক্ষেত্রে যেটি কাজে লাগবে সেটি সরকার করছেন না। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এই বাজেট ভাষণে একটা তিনিলক্ষ্য করেছি মাননীয় অর্থ মন্ত্রী বড় বড় বীজ তৈরী করার ক্ষেত্রে ক'টি কথা বলেছেন। হালাচালির পসাই নদীতে জাফনগরের দেওনদীতে, ফটিকরায়ের, কৈলাসকরের—আগামী অর্থিক বছরে কাজ শুরু করা হচ্ছে। কিন্তু আমরা তাতে সন্তুষ্ট নই। এই সরকারের কাছে অনুরোধ রাখব ঐ সব রাস্তাগুলি এবং পুলগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সেটির সংগে সংগে বিলোনীয়া যাবার সুভরীন্দীর উপর পুলটা এবং অর্থপতিতে অর্থাৎ ছনগাপে অমরপুর থেকে তেলিয়াসুড়া যে রাস্তা এই বীজগুলিও কোনদিক থেকে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

নতুনবাজারের যে ব্রীজ, গত বছর যেটি ভেংগে গিয়েছিল এবং যেটি টেম্পারারী ব্রীজ করা হয়েছে, যেটি ভেংগে যেতে পারে যার বলে অমরপুর হাইডেল প্রজেক্টের কাজ একেই করতে পারে, এই সব ব্রীজ যাতে এই আর্থিক বছরেই তৈরি করা হয়—যদি এটি বাজেটে সম্ভব না হয় তাহলে আগামী সাপ্লিমেন্টারী বাজেটে যাতে টাকা ধরা হয় সেজন্য অনুরোধ রাখব। আমরা জানি আমাদের সরকার-এর লক্ষ্য কি—গ্রামের যেখানে দুর্গম এলাকা রয়েছে—কিন্তু আমরা দেখছি গ্রামের রাস্তাগুলি পড়ে আছে। যেমন, অমরপুর থেকে শিলাছড়ি পর্যন্ত যে রাস্তা সেখানে গাড়ী চলাচল করছে। কিন্তু রাস্তা পারাপ হওয়ার ফলে ভাড়া প্রায় তিন টাকার মত। অথচ রাস্তা অল্প একটু মাত্র। সেইভাবে দশদা থেকে আনন্দবাজার যাওয়ার যে রাস্তা, পতিছড়ি থেকে কামনপুর যাওয়ার যে রাস্তা, কাওয়ামারা থেকে নতুন বাজার যাওয়ার যে রাস্তা কালাছড়া বাগান হয়ে গোয়াই থেকে আগরতলায় আসার যে রাস্তা, প্রত্যেকটা রাস্তা একেজো হয়ে পরে আছে এবং গাড়ী থাকা সহিত ভাল গাড়ীর মালিকরা সেখানে যেতে চায় না। সেইজন্য পেসেনজাররা খুব কষ্ট পাচ্ছেন। অথচ এই সরকার এটি সমস্ত রাস্তার উন্নতির চেষ্টা না করে তারা করছেন ভাল রাস্তাকে কেটে তাকে পারাপ রাস্তা বানানো হয়েছে। আপনারা যাদের দক্ষিণ দিকে যাত্রায় কবে অভ্যাস আমি মাননীয় সদস্যদেরকে অনুরোধ করবো আগরতলা থেকে উদয়পুর যাওয়ার রাস্তায় সেখানে রিগ্রোডিং না কি করা হচ্ছে। আমার মনে হয় এই সব রাস্তাকে তৈরী করার চেয়ে গোয়াই থেকে কালাছড়া হয়ে যে রাস্তায় আগরতলা আসতে হয় এইখানে এই টাকা খরচ না করে যদি এটি রাস্তায় খরচ করা হতো তাহলে সেই টাকাটা জনসাধারণের কাজে লাগতো। তাই আমি অনুরোধ করবো যে আপনারা যা করেছেন এইখানেই এটটা বন্ধ করুন এবং এই রিগ্রোডিং করার আগে মালুম এই রাস্তা দিয়ে যেতে পারতো এবং তখন এটি রাস্তা হালিট ছিল। কিন্তু রিগ্রোডিং করার পর সেইটা আরও খারাপ হয়েছে। আমার নিজের কারিগরী বিদ্যা নাই তবে নিজের অভিজ্ঞতা থেকে আমি বুঝি সেটটা এখন খারাপ হয়েছে কেন খারাপ হয়েছে? আগে যে গ্লোপটা মিলানো ছিল তখন যেখানে গ্লোপ ছিল সেটা জায়গায় স্লোপ কমে গিয়ে আরেক জায়গায় স্লোপ হয়েছে বেশী করে, আগে যেখানে ডাউন ছিল এখন সেখানে আরও বেশী ডাউন হয়েছে, মাননীয় সদস্যরা যদি যান তাহলে আপনারাও কিছুটা উপলব্ধি করতে পারবেন। (রেড লাইট) আমাদের কিছুটা সময় দিতে হবে স্তার। মাননীয় ডিপুটি স্পীকার স্তার, পি, ডবলিউ. ডিপার্টমেন্ট আরও অনেকগুলি কাজ করেন যেমন প্যালাসাইডিং ওয়ার্ক। প্যালাসাইডিং মানে রিইটে যদি কোন রাস্তা ধ্বংস পড়ে, নদীর পার যদি ভাংগে সেখানে ওরা প্যালাসাইডিং কাজ করেন। আমরা কি দেখি এবং অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি যে প্যালাসাইডিং ওয়ার্ক মানে এই সরকার কেমন করে শ্রকৌশলে কেমন করে টাকা ঢেলে দেওয়া যায় এটটা একটা কৌশল। সেইজন্য ইঞ্জিনিয়ারদের এবং তাদের হাতে যে সমস্ত কন্ট্রাক্টার, বড় বড় নেতাদের, মন্ত্রীদের পকেটে যাতে টাকা দেওয়া যায় এটটা একটা কৌশল। আমরা দেখছি সোনামুড়ায় যে কতকগুলি এলাকায় প্যালাসাইডিং কাজ হচ্ছে এবং যা হয়েছে সেইটা গোমতীর জলে সেই টাকাটা চলে গেছে। উদয়পুর যে কাজ হয়েছে সেইটাও গোমতীর জলে টাকা ঢালা হয়েছে। অমরপুর থেকে উদয়পুর পর্যন্ত যে প্যালাসাইডিং-এর কাজ হয়েছে সেই টাকাটাও জলে গেছে। এটটা কেন হচ্ছে? তার কারণ প্যালাসাইডিং কাজের কতকগুলি স্পেসি-

ফিকেশন আছে কি ধরণের কাজ হবে, কি ধরণের মাটি দিবে, কতটুকু ড্রাইভ দেবে এই সমস্ত স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী কাজ হচ্ছে না। আমার এই ভাউসে গত সেশনের সময়ও আমরা ডিমাম্ব করেছি এবং মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ইনকোয়ারী করার জন্য কমিশন দিয়েছিলেন কিন্তু কি হলো, কিছুই করে নি। কারণ তারা জানেন যে ইনকোয়ারী করলে চোর ধরা পড়বে সেই টাকাটা হো চুরি করেছে। আমি শুনেছি এই সরকার থেকে বায় সংকূচের কথা বলা হচ্ছে। কাজেই আমি এই প্যালাসাইডিং-এর কাজ যাতে ভালভাবে হয় সেইজন্য এই সরকারের কাছে অনুরোধ করবো। মাননীয় উপদায়ক মহোদয় আমি বলতে চাই যে মাইনর ইরিগেশনের যে কাজ সেই মাইনর লিফট ইরিগেশন থেকে শুরু করে বিভিন্ন জায়গায় যে টিউবওয়েলের কাজ করানো হচ্ছে সেই টিউবওয়েলের কন্ট্রোলটুকু করানো সরকার ততটুকু চাচ্ছে না। এবং এইটার সংগে আমার এলাকার কয়েকটি রিপোর্ট আমি এখানে বসতে চাই। আমি যে এলাকা থেকে নিষ্কাশিত হয়েছি সেই জায়গাটা চাচ্ছে কিছু অংশ অমরপুরে আর কিছু অংশ পড়ুছ বিলো-নীয়ায়। সেখানে জনসংখ্যার দিক দিয়ে সেখানে উপজাতি বেশী এবং আর আছে বাংগালী। এবং সেখানে আমরা লক্ষ্য করেছি সেখানে ভাল রাস্তাঘাট কিছু নেই, ডাক্তারখানা নেই, স্কুল নেই, কিছু নেই। আছে কি ছোট ছোট কয়েকটা বাজার যে বাজারগুলির মধ্যে মতাজনদের শোষণের ক্যাম্প এবং আমি জানি চেলাগাং বাজার সেখানে মতাজনরা বছরের পর বছর সেখানে গরীব কৃষকদের উপর শোষণ করে যাচ্ছে। নতুনবাজার সেখানেও গরীবদেরকে বছরের পর বছর শোষণ করে যাচ্ছে। যখন এইখানে নতুনবাজার সেখানেও মতাজনী শোষণ হচ্ছে। অণ্ড আমরা জানি এই আমাদের ত্রিপুরাতে অনেক আগে বোম্বে আকুট চালু হয়েছে এই আইন অনুযায়ী না কি, আমরা জানি মতাজনরা লাইসেন্স ছাড়া ব্যবসা করেন সেই অপরাধ নাকি কগনিজিবল অপরাধ। অণ্ড সেই অপরাধ সংগে কোন মতাজন আমাদের এখান থেকে আজ পর্যন্ত শাস্তি পান নি। আমার মনে হয় এই মতাজনী ব্যাপার করার ক্ষেত্রে এই সরকারের যারা মন্ত্রী, যারা এম, এল, এ, এইটাতে কিছুটা ভাড়া তাদের সঙ্গে থাকতে পারে। আমাদের সেই এলাকাতে ভ্রমণ অভাব শুরু হয়ে গেছে এবং সেখানে ঘরে ঘরে চাউল নেই, ওরা খেতে পাচ্ছে না এবং অনেক যারা জুম করেছে, জুম যারা কেটেছে তাদেরকে এই হোমকী দিয়েছে যেন জুম পড়াতে পারবে না। হোমরা জুম পড়ালে তোমাদের বিরুদ্ধে কেজ দেবো-এইসব তারা করছেন। আপনার মাধ্যমে এই ভাউসে আমি অনুরোধ করবো যে জমির বিকল্প জায়গা তাদেরকে দিতে না পারা পর্যন্ত তাদেরকে জুম করার অধিকার এই সরকার আইন সংগত করে দিতে হবে। আমি জানি আমার এলাকাতে কয়েকটা বি, এস, এফ এবং সি, আর, পি, ক্যাম্প আছে। সেই বি, এস, এফ, এবং সি, আর, পি, ক্যাম্পগুলিতে প্রত্যেক বছর সেই বি, এস, এফ, এবং সি, আর, পি, বা এই এলাকার জনতাকে বিনা পরিসায় মজুর হিসাবে ওদেরকে পাঠাচ্ছে এবং এলডে যে তোমাদের এত জন আজকে আমার কাছে আসতে হবে এবং তাদেরকে দিয়ে কাজ করাচ্ছে এবং তাদেরকে জায়া মজুরী দেওয়া হচ্ছে না। কাজেই এই ব্যাপারে আমি এই সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

১১: ডঃ স্পীকার :-আই উড নাট কল অন অনারবল মেম্বর শ্রীমতুল বিশ্বাস। আপনারকে

আমি বলছি যে বোলিং সাইডে আরও ১ জন আছেন, স্তম্ভাংশ সবাইকে যদি বলতে হয় তাহলে আপনি অর্ধঘণ্টার মধ্যে শেষ করতে হবে।

শ্রীমতী বিমলা :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, বাজেটের উপরে আধ ঘণ্টার উপরে অনেকে বক্তব্য রেখেছেন। কাজেই আধ ঘণ্টা বললে এইটা আমরা মানবো না স্তম্ভাংশ, কাজেই আমরা কেন রাখবো না স্তম্ভাংশ, আমাদেরও তো অধিকার আছে।

মিঃ ডেঃ স্পীকার :—সকলের তো বলতে হবে, আচ্ছা বলুন।

শ্রীমতী বিমলা :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের অর্থমন্ত্রী যে বাজেট ভাষণ রেখেছেন সেটা আলোচনা করতে গিয়ে প্রথমেই আমি লক্ষ্য করেছি যে বাজেট ভাষণের পটভূমিকায় যে বক্তব্যগুলি রাখা হয়েছে সেটা হচ্ছে এই ভারতের বর্তমানে যে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি বিভিন্ন অঙ্গুলের ধর্মঘটের ফলে যোগাযোগের এবং সরবরাহের যে সমস্যা সেই সম্পর্কে যে আশ্বাস যে বক্তব্য এখানে রাখা হয়েছে তার সংগে রাখা হয়েছে আনুষ্ঠানিক ক্ষেত্রে তৈরি সংকটের মাধ্যমে আমাদের পক্ষ যোজনাকালে যে অর্থ নৈতিক রূপায়নের উপরে যে বিরাট আঘাত পড়েছে তার আভাষ আমরা তার বক্তব্যের মধ্যে পেয়েছি। এখন কথা হচ্ছে বিরোধীরা এর উপর বক্তব্য রেখেছেন, একথা রেখেছেন যে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, যোগাযোগের অসুবিধা, সরবরাহের সমস্যা, ইত্যাদির যে কারণ সেই কারণটা শাসকদলের ইচ্ছাকৃত। কিন্তু প্রকৃত অবস্থায় আমরা এটা দেখতে পাই যে কংগ্রেস সরকার আজকে ২৬ বছর ধরে রাজত্ব করছেন, জনসাধারণের সেবা করছেন। কংগ্রেস সরকার জনসাধারণের সেবামনের কথা, বা তাদের যে অভিযোগ সেটাকে তারা উপলব্ধি করতে পেয়েছেন, বুঝেছেন বলেই তারা তাদের সেবা করার সুযোগ ব্যবহার পাচ্ছেন। এখন প্রশ্ন উঠেছে, বিরোধী দল বলেছেন যে ২৬ বছরে কিছু হয় না? এটা মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে যারা বিরোধী পক্ষের আসনে বসে আছেন, তারা দীর্ঘ ২০ বছর ধরে যে বক্তব্য এখানে রেখেছেন তা দেখলে দেখা যাবে তারা এই বিরোধিতা করে আসছেন, আজকে টেপ রেকর্ড বাজিয়ে যদি শোনান যায়, তাহলে দেখা যাবে আজকে তারা যে বক্তব্য রেখেছেন সেটা একটা কথা, গত ২৫ বছর ধরে বলছেন কিছু হয় না, আগের ২৭ বছরেও বলবেন কিছু হয় না। এই ২৬ বছরের মধ্যে একবার নির্বাচন হয় না, বহুবার নির্বাচন হয়েছে, সেই নির্বাচনে কেন জনসাধারণ তাদের পাঠাল না। কাজেই মানুষের যে চাহিদা, মনের অভিযোগ তার উপলব্ধি করার ক্ষমতা কংগ্রেস দলের আছে এবং নেতৃবৃন্দের আছে এবং আছে বলেই তারা সাহস রাখেন। তারা বর্তমান সমস্যা এবং বর্তমান যে অসুবিধা, এই দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি এটা স্বীকার করেছেন। যেটা প্রকৃত, সেটা স্বীকার করতে আমরা ভয় করিনা। কারণ বাস্তবকে স্বীকার করার মত ক্ষমতা কারও নেই। হয়তো উনারা বাস্তবকে ভুলে গিয়ে চাঁদ, এর রঙীন স্বপ্ন দেখেন। ত্রিপুরা তথ্য ভারতবর্ষের বাস্তব যে প্রয়োজন, তার উপর লক্ষ্য রেখে কথা বলতে হবে এবং তারা তা বলেন বলেই আজকে এই ত্রিপুরার মানুষ তথা ভারতবর্ষের মানুষ আমাদের সেবার ভার দিয়েছেন। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি দেখছি এই বাজেট ভাষণে—যদিও আমাদের অর্থের চাহিদা অত্যধিক, ত্রিপুরার বর্তমান যে সংকট বা যে প্রয়োজন, সেই প্রয়োজনের অসুপাতে আমাদের

চাতিদা সাত্তাই অনেক বেশী, এটা অস্বীকার করার কারণ নেই। তবুও ফিনান্স কমিশন, অর্থ কমিশন যে হিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন সমস্তার দিকে লক্ষ্য রেখে তাঁরা আমাদের জন্ত যে বরাদ্দ করেছেন ত্রিপুরার জন্ত, সেটা আমরা স্বগত্বাদের সচিত্র গ্রহণ করছি। তবুও বর্তমান বছরের আর্থিক সংকটের জগা আমরা যে টাকা পেয়েছি সেই টাকার উপর মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে ডিস্ট্রী-বিউশান করেছেন, সেটা সত্যিই প্রশংসনীয়। বিশেষ করে আমরা দেখছি কংগ্রেস গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে, সমাজ বাদে বিশ্বাস করে এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই এই বাজেট রচনা করা হয়েছে। গণতন্ত্রে আমাদের লোকের চাহতে, প্রাইভেট লোকের চাহতে একটা অধিকার, একটা ক্ষমতা দেওয়ার প্রয়োজন এবং সেটিকে লক্ষ্য করলে এটা আমরা বুঝতে পারি যে এবারের বাজেট বিশেষ করে পল্লিয়েত্তের উপর অর্থের বরাদ্দ বেশী ধরা হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে এটি, আমরা গ্রামের মানুষদের, যাদের নির্যাত্তিত বলে আমরা বলি, গণতন্ত্র থেকে যারা অনেক দূরে পড়ে রয়েছে, তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া এবং তাদের উন্নত করে তোলার জন্ত পল্লিয়েত্তের উপর ত্রিপুরা সরকার বিশেষ জোর দিয়েছেন। সংগে আমরা দেখছি শিল্পের উপর অর্থের বরাদ্দ প্রচুর রয়েছে। গত বছর থেকে এবার অনেক বেশী, এটা একটা লক্ষণীয় বিষয়। ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের অর্থনৈতিক দুনিয়াদ খুব একটা লক্ষণীয় নয়, কাজেই সেই অর্থনৈতিক দুনিয়াদকে যদি সমাজ তান্ত্রিক পদ্ধতিতে শক্তিশালী করে গড়ে তুলতে হয়, সমাজতন্ত্রের মাধ্যমে দেশের উন্নতি সাধন করতে হয়, তার অগ্রগতির জন্ত প্রয়োজন সমবায়ের মাধ্যমে প্রতিটি মানুষের কাছে তাদের কর্মপদ্ধতি পৌঁছে দেওয়া। তাহলে প্রতিটি স্তরে আমরা দাগ প্রতিটি মানুষ সাবলব্দী হয়ে উঠবে, সেই কারণেই সমবায়ের উপর ত্রিপুরা সরকার যথেষ্ট আগ্রহী এবং সচাঙ্গভিত্তিক। কাজেই, আমরা দেখছি বর্তমান বছরে আমাদের যে বাজেট তাঁর গণমাননীয় অর্থমন্ত্রী দিয়েছেন তার মধ্যে গণতান্ত্রিক উপায়ে সমাজবাদের যে লক্ষ্য, সেই লক্ষ্যে অগ্রসর হতে হলে যে পরি-কল্পনার প্রয়োজন, এবং যে নিয়মের প্রয়োজন, সেইটুকু উনি এখানে চেঁচা রেখেছেন। যদিও প্রয়োজনের তুলনায় এটা যথেষ্ট নয়।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, শিল্প ক্ষেত্রে আমরা দেখছি, এখানে শিল্পের প্রসারের জন্ত সরকার তথা আমাদের অর্থমন্ত্রী যে বরাদ্দ রেখেছেন, সেটাতে মোটামুটিভাবে বলা যায় যে আমাদের আগামী দিনে অভিজ্ঞ লক্ষ্যে পৌঁছতে হলে এটা একটা বলিষ্ট পদক্ষেপ বলেই আমরা ধরে নেব এবং সেইজন্ত আমি একে স্বগত্বাদ জানাব। স্বগত্বাদ জানাব এই কারণে যে আগামী দিনে শিল্প ক্ষেত্রে ত্রিপুরা রাজ্য যে জুট মিল এবং সুগার মিলের অত্রমোদন তথা এটাকে প্রতিষ্ঠা করার চেঁচা সেই চেঁচাতে তারা অগ্রসর হয়েছেন সেজন্ত স্বগত্বাদ জানাচ্ছি। আমাদের অর্থমন্ত্রী যে অর্থের বরাদ্দ রেখেছেন বিভিন্ন দপ্তরে, সেটা অত্যন্ত প্রনিধানযোগ্য বটে, কিন্তু এই বরাদ্দের সংগে সংগে কতকগুলি প্রশ্ন আমাদের মনে এসে যাবে, সেই প্রশ্নগুলি হচ্ছে যে অর্থমন্ত্রী যে বরাদ্দ করেছেন, সেইগুলি রূপায়ণ সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন আছে। কারণ অতীত ইতিহাস সামনের দিকের প্রত্যাহা। পেছনের যে উদাহরণ, সামনের দিনের প্রতি আভাষ বলে যদি ধরে নেওয়া যায়, তাহলে আমরা দেখব যে এই মন্ত্রী সভার ভূমি স্বগত্বাদ সম্পর্কে অত্যন্ত সফলভূতি-শীল এবং এটাকে কার্যকরী করার স্বগত্বাদ সজাগ দৃষ্টি আছে। কিন্তু প্রশ্ন থাকে, সেটেলমেন্ট ব্যাপারে সরকারকে আরও সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। আমরা দেখছি ত্রিপুরা রাজ্যের ভূমি

রাজস্ব আরও বেশী আসত যদি সেটেলমেন্ট অপারেশন টিকভাবে হত। ১৯৬২ থেকে কয়েক বছর সেটেলমেন্ট অপারেশন হয়ে গেছে, তখন আমরা দেখেছি যে সেই সেটেলমেন্ট অপারেশন হওয়ার পর প্রচুর জায়গা খাস অবস্থায় পড়ে আছে। আজকে ১০ বছর হয়ে গেল সেই খাস জায়গা সম্পর্কে কি হবে সেটা সম্পর্কে সরকারী দপ্তরগুলি কিছু করেনি। তাহলে অনেক খাস জমি ত্রিপুরাতে রয়ে গেছে যেখানে মানুষ বসতে বাড়ী করছে। জায়গা জমি নিয়ে তারা উৎপাদন করছে, ঘরবাড়ী করছে এবং সেখানে খাস কতটা লোকের বাড়ী হিসাবে বন্দোবস্ত নিয়েছে সেই প্রশ্নই উঠে না। যদি বন্দোবস্ত হয়ে যেত তাহলে ভূমিরাজস্ব বাড়ত। তাহলে এই সমস্ত দিকে যদি সরকার নজর না দিয়ে থাকেন তাহলে অর্থমন্ত্রী যতই আর্থিক বরাদ্দ করুন না কেন কিছুই হবে না। আমরা দেখেছি এই বাজেট ত্রিপুরা রাজ্যে একটা সুন্দর অর্থনীতি গড়ার ব্যবস্থা রেখেছে। কিন্তু কাজের মধ্য দিয়ে যদি এটা করা না যায় তাহলে এই যে উন্নয়ন, এই ইতিহাসের জন্ত ত্রিপুরার মানুষ কি বলবে সেটা ভাবতে হবে এবং এহ ব্যাপারে যদি উনারা একটা বৈশী নজর দেন তাহলে আমরা মানুষের আরও কাছে যেতে পারব। বিশেষ করে একটা কথা মনে পড়ে। আমরা জানি আমাদের ভারতবর্ষের নেত প্রগতিশীল শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী গরীব মানুষের রোগান তোলেন। উনি বলেছিলেন দেশের মধ্যে যত গৃহহীন লোক আছে তাদেরকে গৃহ অবিসর্ষে দিতে হবে এবং সেই প্রকল্পে ত্রিপুরাও পিছিয়ে নেই। এটা আমরা স্বীকার করি এবং গ্রহণ করি যে ত্রিপুরা রাজ্যে যতটুকু এগোবার কথা ছিল সেটা পাবে নি। বিগত সরকারী বজার ফলে সরকারী মেশিনারী সমস্তটাই বাস্তব ছিল। যাঁহ তোক আমরা সেটেলমেন্টের ব্যাপারে বা গৃহ দেবার ব্যাপারে পারি না। কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যের কর্মচারীরা যদি বলে আমরা পারব না, সেটা আমরা স্বীকার করি না। কারণ যখন আমরা দেখলাম আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে ১৫ লক্ষ লোক এল বিগত বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ে তখন আমরা দেখেছি এই সরকারী কর্মচারীরা প্রশংসার সংগে বিরাট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে গেল। আমরা দেখেছি বিগত বজায় এবং খরচার সময়ে এই কর্মচারীরা প্রশংসার সংগে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। তাহলে এই কাজটা কেন তারা করতে পারবে না? আমরা জানি তারা যে কোন মুহূর্তে কাজটা সম্ভব করতে পারে। অথচ এই সমস্ত কাজের জন্ত যদি মেশিনারী যথেষ্ট না হয় শুধু একজন মন্ত্রী পক্ষে বা একজন এম, এল, এ-এর পক্ষে প্রত্যেকটা জিনিষ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। সেই দিকে আমি মনে করি সেটেলমেন্ট বন্ধ, ভূমি সংস্কার বন্ধ, জুমিয়া পুনর্বাসনের কথা বন্ধ, এটা শক্ত কাজ বলে আমি মনে করি না। কিন্তু কেন যে তারা পারবে না সেটা আমার প্রশ্ন। আমি দেখেছি যে তাদের কাজের বিচক্ষণতা আছে, এইগুলি হয় না কেন সেই প্রশ্নটাই আজকে দেখা দিয়েছে। ত্রিপুরার মানুষ বলছে, যখন বিরাট বিরাট সমস্যা ছিল তখন পারল এখন পারে না কেন? এখানে একটা কিন্তু রয়ে গেছে। সেটা হচ্ছে ত্রিপুরার মানুষের জন্ত, কৃষকের জন্ত, প্রত্যেকের জন্য কাজ করা সরকার। কর্মচারীদের বেতন পাওয়া সরকার আমরা স্বীকার করি। বর্তমান দ্রব্যমূল্য যা দাঁড়িয়েছে সেই দিক দিয়ে একটা সমস্যা ঠিকই করে বিশেষ-ততীয় শ্রেণী, চতুর্থ শ্রেণী এমন কি অফিসারদেরও বলতে শুনেছি যে এই অবস্থায় আমরা কি করে পারি? কিন্তু আমি স্বীকার করি যে অবস্থা রয়েছে সেটা সারা ভারতবর্ষের, শুধু ভারতবর্ষ

নয়, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এই সমস্যা চলছে। সেই দিক দিয়ে এই যে সাময়িক প্রবাসীরা যদি সাময়িক অসন্তোষের দিকে লক্ষ্য করে যদি সমাজের প্রতি জাতির প্রতি, যে কর্তব্য সেই কর্তব্যকে যদি অবহেলা করি তাহলে আত্মঘাতি হওয়া ছাড়া আর কিছু মনে করি না। আমি শুনেছি ত্রিপুরা রাজ্যে ধর্মঘট, লক-আউট ইত্যাদি হবে। কিন্তু এটাতো সাময়িক প্রশ্ন। তাহলে যদি তারা জাতির প্রয়োজনের কথা ভুলে যান তাহলে কি সমগ্র জাতি তাদের ক্ষমা করবে? কাজ করার ক্ষমতা তাদের আছে। এমনভাবে যদি তারা মানুষের কাজ করতে রাজী না হয় তাহলে আগামী দিনের কৃষক, শ্রমিক, সাধারণ মানুষ তাদের ক্ষমা করবে না। কাজে কাজেই আমি বলতে চাই সরকারের যে নীতি, কংগ্রেসের যে নীতি, সেই নীতিকে রূপায়িত করার জন্য সাধারণ মানুষ, কর্মচারী এবং মনুষ্যদের নলব অস্ত্রঃপক্ষে মানবতার প্রতিবে, বিবেকের প্রতিবে যাতে এইগুলি সংগঠিত হয় তার প্রয়োজন আছে।

শিল্প সম্পর্কে আমি আগেও বলেছি যে শিল্প সম্পর্কে ত্রিপুরা সরকার কতটুকু এগোতে পারছে। আমরা যতটুকু বড় বড় কলকারখানা করি, এটার প্রয়োজন রয়ে গেছে। কিন্তু যেটা নাকি আমাদের চাতুর্য কাজে ছিল সেগুলি সম্পর্কে আমাদের মন্ত্রীদেব দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন বলে বলছি যে ত্রিপুরা রাজ্যে হাজার হাজার তাঁত শিল্প সূতো পায় না, প্রয়োজনীয় ট্রেনিং পায় না। যার ফলে যখন তাঁত শিল্পগুলি ত্রিপুরায় ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। যেখানে শুধু সূতো সাপ্লাই দিলেই হয়, তাহলে চাতুর্য হাজার হাজার তাঁত কুটির শিল্প গড়ে তুলতে পারে সেখানে নজর দেওয়া প্রয়োজন। ১৯৭২-৭৩ সালে বাজেট অধিবেশনে তাঁত শিল্পের উপর বক্তব্য ছিল। কিন্তু এবারও আমি উল্লেখ করতে চাইছি যে শিল্পমন্ত্রী মহাশয় এটাদিকে নজর রাখবেন। কারণ বাজেটে এই কথা উল্লেখ না করার অর্থ এই নয় যে এটা হবে না। সেজন্য আমি তাঁতীদের স্বার্থ, কুমারদের স্বার্থ মন্ত্রী মহোদয়কে মনে করিয়ে দিব যাতে তারা প্রয়োজনে সূতো পায়, প্রয়োজনীয় মার্কেট পায়। তা না হলে কোন দিন বড় হওয়া সম্ভব হবে সেই দিকে তাকিয়ে থাকলে চলবে না। ৫/১০ বছর পরে হয়ত ঠিকানা স্ট্র হবে। তাহলে বেকার কমবে না, বেকার বাড়তেই থাকবে। স্ত্রীর, আমাকে আর একটা শব্দ দিতে হবে, কারণ আমার আরও কিছু বলার আছে। কর্ম-সংস্থানের ব্যাপারে আমরা দেখলাম যে এবার প্রচুর কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং আগামী দিনে অর্থাৎ পঞ্চম যোজনা কালে কর্ম সংস্থানের দিকে আরও বিশেষ ভাবে নজর দেওয়া হবে এটা সত্যিই বিশেষ প্রশংসনীয়। তবে আমি এই ব্যাপারে একটা কথা বলতে চাই, সেটা হচ্ছে আমাদের সংবিধানের দিকে লক্ষ্য রেখে তপশীল জাতি এবং তপশীল উপজাতিদের কর্ম সংস্থানের ব্যাপারে সংবিধানের ৩৩৫ নং আর্টিকলে আছে যে জনসংখ্যার অনুপাতে তাদের কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যে যি নিম্নোক্ত আমরা লক্ষ্য করছি, সেটা হচ্ছে ১৯৭১ সালের সেন্সাসে আছে, ত্রিপুরা রাজ্যের সিডিউলড কাস্টদের পক্ষে যদিও সেটা যানা যাবে না, কারণ ১ লক্ষ ২২ হাজার সামগ্রিক তপশীল জাতির লোক সংখ্যা ধরা হয়েছে। কিন্তু এ্যাকচুয়েল তাদের সংখ্যা হচ্ছে আরও অনেক বেশী। তবুও এই জনসংখ্যার মধ্যে আমি যেটা দেখছি তাদের জন্ত চাকুরীর পার্সেন্টেজ হচ্ছে মাত্র ১২.৪০ ভাগ আর তপশীল উপজাতির

জন্ম ২৯ পার্সেন্ট। সেট দিক দিয়ে সিডিউলড কাটের যে কোটা সেটা বর্তমানে ১০০০ ভাগ মাত্র, আমি মন্ত্রী মশাইকে বলব যে অন্ততঃ পঞ্চ সংবিধানের দিকে লক্ষ্য রেখে এবং তার উপর ভিত্তি করে তাদের জন্ম চাকুরীর কোটাটা যাতে আরও বেশী করা হয় এবং অবিলম্বে করা দরকার। আর না হলে পরে ত্রিপুরার সিডিউলড কাটের কাউকে খাতির করবে না। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এটা ব্যাপারে আমি আগেই বলেছিলাম এবং আশা করছি এটা সম্পর্কিত ডিমাপ্ত যখন আসবে, তখন এর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত আলোচনা করতে পারব। তারপর এখানে পে-স্কেল সম্পর্কে বলা হয়েছে। এটা সত্যি কথা যে কর্ম-চারীদের পে-স্কেলের মধ্যে কিছু বৈষম্য হয়েছে এবং সেগুলি সম্পর্কে সরকার বার বার বলেছেন ত্রিপুরা রাজ্যে বর্তমান অবস্থা, তার আর্থিক সংগতি এবং ক্রমায়ত ইত্যাদির সংগে মিল রেখে সেটা করা হবে এবং এটা যাতে শীঘ্রই করা হয়, সেজন্য আমি সরকারের কাছে অনুরোধ জানাচ্ছি। আবার এটাও সত্যি কথা যে ত্রিপুরা সরকারকে এবটা সৌগত অর্গের উপর নির্ভর করে তার কর্মচারীদের বিভিন্ন পে-স্কেল বিভাজিত করতে হবে এবং সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে দ্বারা নিয়ন্ত্রণে কাজ করেছেন তাদের পে-স্কেল যাতে বাড়ি, সেজন্যও সরকারকে চিন্তা করতে হবে এবং আগামী দিনে যে সেটা করা হবে, আমি সেট আশা রাখি। কারণ আমাদের সরকার শুধু কৃষকদের কথাই ভাবে না, শুধু শ্রমিকদের কথাই ভাবে না, সরকারী কর্মচারীদের কথাও তাদের ভাবতে হয়। এবং ভার বলেই ভারও আমাদের সঙ্গে ওত-প্রোতভাবে জড়িত আছে, এটা কথা আমি বিশ্বাস করি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আর বিশেষ কিছু বলব না, তবুও আমাকে বলতে হচ্ছে যে বিরোধী পক্ষের সদস্যরা তাদের বক্তব্য রাখার সময়ে নানা ভাবে সরকারী নীতিকে নিকৃষ্টরূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন, নতুন এটা কিছু তাদের আসল মনের কথা নয়। কারণ এটা তাদের এসেমব্লীতে এসে এসেই হবে, তাই বলে গিয়েছেন। প্রকৃত প্রস্তাবে আমাদের যে বাজেট রূপায়ন সেটাকে উন্নত দলগত দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে, দলের মোটে এর বিরোধীতা করেছেন। আর সেজন্য আমি উন্নতদের বক্তব্যকে এখানে স্বাগত জানাতে পারছি না। কারণ তারা তাদের দলের মোটে পড়ে এগুলির সমালোচনা করে গিয়েছেন। কাজেই তাদের বক্তব্য-এর উপর আমার কিছু বলার নাই। তাই আমি এটা বাজেটকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীঅনন্তহরি জমশতিয়া :—মাননীয় ডিপুটি স্পিকার মহোদয়, গত ১৫ই মার্চ মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয় যে বাজেট বরাদ্দ এখানে পেশ করেছেন তাকে স্বাগত জানিয়ে তার সমালোচনা করতে চাই। আমরা জানি যে এই মন্ত্রীসভা আসার পর থেকে নানারকম প্রাকৃতিক দুর্যোগ যথা ধরা, বন্যা এবং বর্তমানে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির মুখামুখি হতে চলেছে। তবে আমার গত কিছু দিনের অভিজ্ঞতার কথা যখনে নাকি আমাদের বাজেট পাশ হতে চলেছে এবং আমাদের সমস্ত কাজগুলি সুষ্ঠুভাবে ইমপ্লিমেন্টেড হয়, সেটা বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য আমি আলোচনা করতে চাইছি। যেমন সাধারণভাবে আমরা অভিজ্ঞতার কথা, আমি এখানে বর্ণনা করতে চাইছি। আমি প্রথমে ডব্লু প্রজেক্টের কথাই আলোচনা করব। ত্রিপুরা রাজ্যের ১৬ লক্ষ মানুষের প্রয়োজনে এই ডব্লু প্রজেক্ট অর্থাৎ রাইমা শর্তাতে যে হাইড্র ইলেকট্রিক প্রজেক্ট হচ্ছে, এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রয়োজন এবং আমরা জানি যে গত ৬৭ বছর

যে ঐখানে ও বন্ধ হতে চলেছে। তিন বা চার মাসের মানুষ সবাই জানে এবং সরকারও জানেন যেখানে ওদেরকে উচ্ছেদের নোটিশ দেওয়া হয়েছে তথাপি ঐ গত ৬৭ বছর পরে যেখানে তুলনামূলকভাবে তারা কোন ব্যক্তি দেখতে পাচ্ছেন এবং আমাদের দিক দিয়ে অনেক জটিল বিচারি থাকার ফলে তারাও বুঝতে পারে নাই যে সেখানে থেকে তাদের একপাশে উচ্ছেদ হতে হবে। এই অবস্থায় গত কিছুদিন আগে আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় আমি বলব যে সেখানে আমাদের মূলটি বিচারি অভ্যন্তরীণ দৃষ্টির কারণে গিয়েছে এই রকম আমাদের ত্রিপুরার উদ্ভব প্রকল্পের মত অন্যান্য জায়গায় কথাও আমরা শুনেছি। বড় বড় প্রকল্প করেছে এবং উচ্ছেদও হয়েছে। কিন্তু তাদের মনে একটা সাদৃশ্য আছে যাদের উচ্ছেদ করা হয়েছে—কেউ চায় না যে পিতৃ পিতৃমন্ডের ভিত্তি ছেঁড়ে চলে যাবে। এটা মানবিকতার দিক থেকেও বেঁটে চায় না যা তারা মনেতেও পারে না। এটা তাদের মনে সাদৃশ্য থাকতো যদি উপস্থিতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় তবে পারতাম তাহলে আমাদের মনে সাদৃশ্য থাকত। কিন্তু আমাদের মত বিচারির জন্য অনেক কিছু হয়েছে। আমি একটা কথাটি বলব আমি একটা জিনিস দেখেছি সেখানে তাদের শেষ দিকে যে নোটিশ দেওয়া হয়েছিল উচ্ছেদ করার জন্য, উদযুক্তের ডিস্ট্রিক্ট ম্যেজিস্ট্রেট এণ্ড কালেক্টরের অফিসে দখল হয়েছিল ২৯-১১-১৯৭৩ ইং এবং উচ্ছেদের শেষ নোটিশ যেটি দেওয়া হয়েছিল ৭-১-১৯৭৪ ইং অর্থাৎ ৭ দিনের মধ্যে। এটা কি করে সম্ভব? এতদূর দায়িত্বশীল অফিসার ডিস্ট্রিক্ট ম্যেজিস্ট্রেট জিনি এতটুকু অবিরোধের মত নোটিশ দিলেন যেটি আমি করণা করেও বুঝতে পারছি না। যাঁরা টপক, তাদের কাছে আমার একটা অনুরোধ থাকবে বর্তমানে যে সমস্ত জায়গায় তাদের জন্য কাম্প করা হয়েছে, যে সমস্ত জায়গায় তাদের জন্য একদিকে দেওয়া হয়েছে বা তাদের জন্য ঠিক করা হয়েছে সেই সমস্ত জায়গা—আমার সন্দেহ আছে বাস্তবিকভাবে তাদের এইসব জমিতে চাষাবাদের সুযোগ করে দিতে আমাদের অনেক সময় লাগবে সেজন্য আমি বিবরণ একটা সংক্ষেপিত দিতে চাই মাননীয় সরকারের কাছে। যেখানে—তিনবার যে কোন জায়গায় যদি তারা চাষযোগ্য বা খাদ্য তৈরি করার জন্য পাবে তখননা তাদের ওই সমস্ত জমিতে পারবে তাহলে আমি অনুরোধ করব মাননীয় সরকার বাজেট জি দায়িত্বে যেখানে অল্প সংখ্যক হলেও ছোট ছোট হলেও—প্রকল্পে আয়ের ন্যূনতম বা দিলেন। অন্ততঃ চাষযোগ্য ভূমি যদি কোথাও তারা পায় সরকারের দায়িত্বে যাতে যদি করে দেওয়া হয় এজন্য আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তারপর দেখছি উদ্ভব প্রকল্পটি—আমাদের সাথে ত্রিপুরার ১৬ লক্ষ মানুষের জন্য এটি প্রকল্প। কিন্তু দেখা যাচ্ছে আমার সম্ভাবন অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলছি—যদি দেখা যাচ্ছে যদি ট্রাইবেল বরাদ্দ থেকে টাকা খরচ করার ব্যবস্থা হচ্ছে। আমি অনুরোধ রাখব সাধারণ বাজেট থেকে এবং সমস্ত ডিপার্টমেন্ট থেকে তাদের প্রতি নজর রেখে শুদ্ধভাবে তাদের যাতে খাচার মত ব্যবস্থা করা হয় সেজন্য আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমি আশা করি আমাদের

এই সাধারণ বাজেট আলোচনায় মধ্যে মাননীয় মন্ত্রীর মিকট থেকে এটি সম্পর্কে বক্তব্য শুনেছি। আর একটা কথা হচ্ছে আমাদের উপজাতি উন্নয়ন দপ্তর সম্পর্কে আমার কতগুলি বক্তব্য আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকে সেটি বর্ণনা করছি। উপজাতি উন্নয়ন দপ্তর যে দপ্তর সমস্ত ত্রিপুরার আমাদের উপজাতি এবং তপশীলভূমি জাতিদের জন্য একটা দপ্তর, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর। অথচ সেই দপ্তরের এমন কোন ক্ষমতা নেই স্বাধীনভাবে একটা কিছু করতে অথচ আমি নিভাবে বলব ঠিক করতে পারছি না। যাঁরা ইউনিয়ন যে দপ্তর লাগ লাগ টাকা খরচ করতে পারে টাইটেল ওয়েলফেয়ার—পুনর্বাসনের জন্য উপজাতিদের পুনর্বাসনের জন্য তপশীল জাতিদের পুনর্বাসনের জন্য সেই দপ্তরের উপজাতি বিভাগ এলাকাতেও এক ক্রান্তি ভূমিও একজন ভূমিষ্ঠান উপজাতিদের দেওয়ার ক্ষমতা নেই। আমি উদাহরণ দিচ্ছি—মোজাই রিয়াং বালোনি যেখানে অমৃত খোয়াঙা পাড়াত একটা কলোনি আছে এবং তারা কিছু টাকাও পেয়েছে তারা বাগানও করেছে অথচ সেই বাগানের উপর ফরেস্টের বাগান হতে চলেছে। আরও দুইটি আছে গাং ১৫ বছর ২০ বছর ২৫ বছর ভূমিষ্ঠানও ভূমি দেওয়ার বন্দী হয়েছে যা লোন দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে একটি একটি সমস্যা ১০/১৭ হাজারের মত এটা বাগানের বন্দী হয়নি। অর্থাৎ তাদের নামে একটিকেই হয়েছে তারা কিছু টাকাও পেয়েছে আমি অনুরোধ রাখব এই গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়...

মিঃ ডেঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য সময় কম।

শ্রীঅনন্তহরী জমতিয়া : আমি অনুরোধ রাখব যাতে স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে এই ব্যবস্থা করবার জন্য। আর বন দপ্তর সম্পর্কে খুব সংক্ষেপে আমি আলোচনা করতে চাই। গত ২/৩ দিন আগে সার্বিকটোরী কোয়েস্টানে জানতে চেয়েছিলুম বন বিভাগের এমন কোন সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা আছে কিনা আমাদের ত্রিপুরাতে কতটা ক্ষমতে উনারা প্রগনটেশন করেন। যদি এই বন্য সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা থাকে তাহলে আমি একটা আগে যে কথাটা উল্লেখ করেছি যে টাইটেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট টাকা দিতে পারছে না বন দপ্তর থেকে রিলিজ হচ্ছে না সেজন্য। অর্থাৎ যদি নির্দিষ্ট থেকে এরিয়া তাহলে আমরা মনে হয় তারা তাদের সুবিধামত টাকা পেতে পারে। যার জন্য আমরা জানি আমাদের খোয়াঙা হেলিয়ামুড়া প্রকের অনেক লোবের নাম প্রস্তাবিত হয়ে আছে অথচ বন বিভাগ থেকে রিলিজ হচ্ছে না সেজন্য তারা টাকা পাচ্ছে না। আমার মনে হয় এইসব অতিরিক্ত উল্লেখ আমাদের ভূমিষ্ঠান কৃষকরা টাকা পাচ্ছে না অথচ টাইটেল অফিসের জন্য দেখা যায় আমাদের টাকা ফেরত যাবে। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যেমনটা আমি অনুরোধ রাখব বন বিভাগ থেকে টাইমমধ্যে একটা নির্দিষ্ট এলাকা—যে কোন মোজাই হটক একটা এলাকা ঠিক করা হয় সেজন্য আমি সংশ্লিষ্ট ডিপার্টমেন্টের মাননীয় মন্ত্রীকে অথবা দপ্তরটিকে যদি না এটা বক্তব্যের সময় এই প্রস্তাবনা রাখেন। শেষ পর্যন্ত আমরা এলাকার কথা বলছি.....

মিঃ ডেঃ স্পীকার :— অনুরোধ মেঘার ইউনিয়ন টাইম উক্ত ওভার।

শ্রীঅনন্তহরী জমতিয়া :— তাহলে আমি আর বলব না। এই বাণীটিকে সংকলন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

আজকে সর্বনিশা তারা করছেন আমি সেই দিকটা আলোচনা করবো। এবং এর থেকে প্রমাণ ভারতবর্ষে একটা ধনতাত্ত্বিক ব্যবস্থা ধনীদের স্বার্থে আজকে তারা ২৬ বছর বাস্তব করছেন। ১৯৫০ সালে তারা সংবিধান রচনা করেছেন সেই সংবিধান ভারতের প্রাথমিক কৃষক কর্মচারী সাধারণ মানুষের জগৎ কি ব্যবস্থার কথা তারা বলেছেন? তারা বলেছিলেন সংবিধানের ৪৩ ধারায় যে they shall endeavour to secure by suitable legislation on economic organisation or in any other way to all workers, Agriculture, Industry or otherwise works on a living wage conditions of works ensuring a decent standard of living. ১৯৫০ সালে সংবিধানে তারা বলেছে যে ভারতবর্ষের প্রাথমিক কৃষক কর্মচারী তারা যে অংশে কাজ করুক না কেন তাদের জগৎ লিভিং ওয়েজের ব্যবস্থা তারা করবে। সুপ্রীম কোর্ট রায় দিচ্ছে ক্রাউন অ্যালুমিনিয়াম ওয়াকস কোম্পানীর সংগে দেখানকার ওয়াকাররা যে কেস হয়েছিল রায় দিচ্ছে there is however one principle that admits no exception, no Industry at the right to exist unless it is reliable to pay at what pains at least their minimum wage. সুপ্রীম কোর্ট রায় দিচ্ছে যে কোন ইন্ডাস্ট্রি এর শ্রমিকদেরকে একদম তার ন্যূনতম মজুরীর ব্যবস্থা না করতে পারে এই ইন্ডাস্ট্রির টিকে থাকার কোন অধিকার নেই। আজকে ২৬ বৎসর পর আমরা জিজ্ঞাসা করতে চাই যে ভারতবর্ষের প্রাথমিক কৃষক কর্মচারীদের এই সংবিধানগতভাবে এবং এই সুপ্রীম কোর্টের রায় অনুযায়ী তারা কোথায় নিয়ে গেছে? এবং আমরা দেখছি যে আজকে যে সুপ্রীম কোর্টের রায় থেকে যে মিনিমাম ওয়েজ না দিলে এই ইন্ডাস্ট্রির টিকে থাকার কোন অধিকার নেই। তাহলে এই ২৬ বছর পরেও এই সরকার এক মুহূর্তও টিকে থাকার কোন অধিকার নেই, সুপ্রীম কোর্টের রায় অনুযায়ী। আমরা দেখছি যে তারা লিভিং ওয়েজের কথা সংবিধানে বলেছে যেটা তারা বাপা কনস্টিটিউশনেদি তারা বাধ্য। ১৯৫৭ সালে নিপক্ষায় বৈক বসেছিল সারা ভারতের প্রাথমিক কৃষকদের বেতন কাঠামো ঠিক হবে। কি ভূমিকা নিয়েছিল তারা? ১৯৫৭ সালে দেখেছিলাম পঞ্চমতম প্রাথমিক সম্মেলনে, প্রাথমিক পক্ষের টাটা, বিড়লা গিয়েছিল, সরকার পক্ষও বসে ছিল, প্রাথমিক প্রতিনিধিরাও এসেছিলেন টাটা বিড়লা প্রস্তাব দিয়েছিল এই সংবিধানের লিভিং ওয়েজ আমরা দিতে পারবো না। আমরা ব্যবস্থা করবো ন্যূনতম মজুরীর। সেই ব্যবস্থা কি হবে? যে আমরা পরিবারের তিনজন ধরবো। এই পাঁচ জনের বাবা, মা, ভাই এই পরিবার ধরলে হবে না। স্বামী, স্ত্রী আর দুই বাচ্চা এই তিন ইউনিট ধরে ব্যবস্থা করতে হবে। তারপর কাপড় ৭২ গজ ধরতে হবে যে কাপড় জামার কাপড় থেকে আরম্ভ করে লেপের উমার, মসারী এই ৭২ গজের মধ্যে করতে হবে। এই ব্যবস্থা তারা করলো। টাটা, বিড়লা মালিক যে প্রস্তাব দিল আজকে যারা বসে আছে ট্রেডাররা ব্যাংকে ১৯৫৭ গংরাজীতে তারা বললো এই সরকার পক্ষ, টাটা, এটটা হবে ভারতবর্ষের প্রাথমিক কৃষকদের ক্ষেত্রে। এই মানিয়েছিল ১৯৫৭ সালে এবং প্রাথমিকদেরকে বাধ্য করেছিল এখানে এইসব করতে ন্যূনতম মজুরী। কোথায় লিভিং ওয়েজ, কোথায় ন্যূনতম মজুরী এবং ১৯৫৭ সালে আগুনারা বলে দিয়েছেন যে আমাদের পরিবারে বাবা-মাকে আমরা ভরণ পোষণ করতে পারবো না এই সম্মেলনের

মাধ্যমে। বাবা মাকে বাদ দিয়েছে ১৯৫৭ সালে। ১৯৫৭ সালের পর সেই নৃত্যতম মজুরী এগ্রিমেন্ট করার পর একের পর এক তারা মালিকের স্বার্থে চালাচ্ছে। কেন? কারণ লিভিং ওয়েজ দিতে গেলে কারখানার প্রমিক যারা আছে তাদের যে মোটা পেট রয়েছে ওখানে হাত পৰবে। ওখানে হাত দেয়না, এত শ্রমীদের ওখানে না খেয়ে মরবে, তু এই মালিকদের পেটে হাত দেবো না, মালিককে দিতে হবে মুনফা থেকে। আর রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আজকে বলছে যে একটা জিনিস বিক্রী করলে আজকে মালিকরা ৫৫ পাসেন্ট তারা মুনফা করছে এবং ২০ পাসেন্ট ওয়েজ দিতে হচ্ছে। মুনফার অংশ নিয়ে যাবো মালিকদের কাছ থেকে তার কাছ থেকে আদায় করে শ্রমিকদেরকে কিছু দেবো না, সংবিধানে থাক এবং ১৯৫৭ সালে এই ব্যবস্থা করা হয়েছে। আরও চলে আসে গরিবী হঠাৎ ইন্দিরা গান্ধীর রাজত্বের ওখানে যাবো না, তৃতীয় পে কমিশন আপনারা পসিবে ছিলেন সেই তৃতীয় পে কমিশন কি বলেছে? তৃতীয় পে কমিশন বলেছে ১৯৫৭ সালে প ক্ষতি হয়েছিল সেই দুঃস্থ মজুরারা ৩০০ টাকা নিম্নস্বাক্ষর ওয়েজ এটাই দেন। কিন্তু আমরা ডাক্তার দিয়ে পরীক্ষা করেছি ভারতবর্ষের শ্রমিকরা তারা যে বেঁচে থাকা তার যে জীবন পারণ সেই জীবন কারণে তাকে এই নিরামিষ খেলে জীবনধারণ করতে পারে। মাংস, মাংস, ডিম না থাক, না পলেও তারা চলতে পারে। এট হচ্ছে গরিবী হঠাৎ সমাজতন্ত্রের কথা বলেছেন। এই তৃতীয় পে কমিশন ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে যে পে কমিশন হয়েছে সেখানে বলেছেন প প্রমিক কৃষি ন্যাতন মজুরা পাবে না, এই সংবিধানের কথা নয় এবং সেখানে বলেছেন মাংস, মাংস, ডিম, তপ খাওয়ার তোমার ব্যবস্থা নাট। ওটা বড় বড় লোকদের জগ কৃষি নিরামিষ খেলেও জীবন পারণ করতে পারো। কার স্বার্থে এটি রায়? এটি ধনিকদের স্বার্থেই এটি রায়। কারণ এটি রায় যদি ন্যাতন মজুরা দিত তাহলে এটি টাটা, বিড়লাকেও ন্যাতন মজুরা দিতে হতো। কিন্তু টাটা, বিড়লার গায়ে হাত দিবো না। এমন নীতি নেবো যে নীতি প্রমিক মারার নীতি, যে নীতি গরিব শোষণের নীতি। সেটজন্য বলি যে আজকে ভিডিংবাবু যে কথা বলেছেন প্রতিটি ক্ষেত্রে ধনতন্ত্রের ব্যবস্থা রক্ষা করার জন্য আজকে তারা পলিসি নিয়েছেন। এ ওয়েজ ডিটারমিনেশনের ক্ষেত্রেও এই গরিব শোষণের নীতি তারা চালাচ্ছেন এবং সেই ক্ষেত্রে আজকে আমরা দেখছি এটি তৃতীয় পে কমিশন তারা বলেছেন যে নিরামিষ কেবল নয়, আমরা ১৮৫ টাকা যেটা ধার্য আছে একজনের ওয়েজ কারণ একজন ১২৫ টাকায় চলতে পারে এই নিরামিষ খেয়ে। বলা হলো জিজ্ঞাসা করা হলো একজনের কেন করলে তার তো পরিবার আছে, তারতো স্বামী স্ত্রী আছে? ওরা বললো না ১৯৫৭ সালে আমরা বাবা মাকে পরিবার থেকে বাদ দিয়েছি আর তৃতীয় পে কমিশনের রায়ে তারা বলেছে যে বাবা, মা, স্বামী, স্ত্রী কেউ নেই আমরা একলা পরিবার। একলা তার জগ একজন একজনের ওয়েজ ঠিক করা হয়েছে ওরা বলতে চায় ১৯৭২ সালে গরিবী হঠাৎ এবং যুগে এসে একটা মাত্রা সে স্টেট টিউবে জন্মেছে তার বাবা, মা, কেউ নেই এই রায় কার স্বার্থে? নিশ্চয়ই মালিকদের স্বার্থে।

শ্রী অজয় বিশ্বাস :—এই পেন-কমিশনের দিকান্ত কার স্বার্থে গেছে, শ্রমিকদের স্বার্থে না মালিকের স্বার্থে, মালিকের স্বার্থে নিশ্চয়ই গেছে। সেটাজুই দেখি ত্রিপুরার আজকে কি অবস্থা? ত্রিপুরার চতুর্থ শ্রেণী পাচ্ছে ৬০ টাকা বেতন সব মিলিয়ে সেখানে ১৭০ টাকা। সংবিধান মতে সেখানে দাতব্য' মেধে ৮ শ' টাকা হয়, আর নতুন মজুরী চার শ' টাকা হয় সেখানে দিচ্ছেন মাত্র ১৭০ টাকা। মাস্টার বোলে যে সমস্ত শ্রমিক তারা পাচ্ছে ১২০, ১০ টাকা, হোমগার্ড পাচ্ছে ৯০ টাকা। চা বাগানের শ্রমিক ১.১৫ পয়সায় ডেইলা লেবার। কোথায় সংবিধানের স্বীকৃতি, কোথায় তাই কোর্ট, আজকে সমস্ত কিছু বাদ দিয়ে ধর্মীদের আরও ধনী করার চেষ্টা করা হচ্ছে, সারা ভারতবর্ষের আজকের চিত্র তাই। তাই আজকে সারা ভারতবর্ষে ঝুটিক চলছে। ঝুটিক শ্রমিকরা নিশ্চয়ই করবে, তারা সংগ্রাম করছে, লড়াই করছে, তারপর সেখান থেকে ছিনিয়ে আনতে পারছে। আজকে সংগ্রাম না করলে ওরা কিছু দেবে না। সেটাজুই আজকে দেখেছি এল, আই, সি'র চতুর্থ শ্রেণীর কমচারী সে ২৮৭ টাকা ঝুটিক করে নিয়ে গেছে। লোকো রানিং সারা ভারতবর্ষে তাদের ঝুটিক করেছে। তাদের দিনে ১৮ ঘণ্টা ইঞ্জিনের মধ্যে গাটান হয় ইন্দিরার বাড়িতে। জওহরলালের অমলে তারা আট থেকে দশ ঘণ্টা করার জুই আপোষ করতে চেয়েছিল, কিন্তু তা হয় নি। একটা রাজুই চলে গেছে, আপোষ করার চেষ্টা করা হয়েছে, কিন্তু হয় নি। উনারা গরীবী হটানোর কথা বলছেন, সমাজতন্ত্রের কথা বলছেন, কিন্তু সেট ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে তারা আপোষ চেয়েছিলেন কিন্তু আপোষ হয় নি। তাই তারা আজকে ধর্মঘটে গেছে। কারণ ধর্মঘট ছাড়া তাদের উপায় নেই। তাই ধর্মঘট করে, ঘারটি ধরে ঢুকি করে নিয়েছেন দশ ঘণ্টার। ২৬ বছরের মধ্যে তারা যেটা আপোষ করতে পারেনি, তা তারা ধর্মঘটের মধ্য দিয়ে করে নিয়েছে। শ্রমিকদের ধর্মঘট ছাড়া আর কোন পথ নেই। জুট শ্রমিকরা ১৯৬২ সালে ধর্মঘট করেছিল। ১৯৬৯ সন পর্যন্ত তারা কোন ধর্মঘট করেনি। দীর্ঘ ৩৫ বছর তারা ধর্মঘট করেনি, কিন্তু তাদের একটা টাকাও বেতন বাড়েনি। ৯০ হাজার শ্রমিক ছাড়াই চলে গেছে মালিক নতুন নতুন মেশিন এনেছেন, ১০ জনের কাজ চার পাঁচ জনে করছে, নতুন মেশিনের ফলে প্রতি দশ জনে ছয় জন ছাড়াই করে দিয়েছেন। কিন্তু ১৯৬৯ সনে যখন ধর্মঘটে তারা গেছে, তারা আজকে ১৭৫ টাকা বেতন করতে পেরেছে এবং তাদের ছাটাই বন্ধ করতে পেরেছে। আজকে ধর্মীদের সার্বে সরকার। কৃষকদের উৎপাদন বাড়ানোর কথা বলছেন। কিন্তু গত বছর কৃষক প্রচুর পাট উৎপাদন করেছিল, কিন্তু বাজারে যখন পাটের দাম পড়ে গেল তখন সরকার তাদের থেকে গোয়া দামে পাট কিনলেন না। কৃষক তার গোয়া দাম পেলনা, মালিকেরা সেই পাট সস্তায় কিনে নিয়ে, ১০০ টাকা বেশী মুনাফা করল। কাজেই কৃষকদের স্বার্থেই উৎপাদন বাড়ানোর কথা সরকার বলেন না, উৎপাদন বাড়ানোর কথা বলেন বিগ মালিকদের স্বার্থে—যারা কারখানার মালিক, ধনী মালিক আছেন, তাদের জন্য উৎপাদন বাড়ানোর কথা বলেন। স্ট্রাইকের কথা আমবা বলি এই জুই যে শ্রমিকদের এই একটা চাতি-য়ার মাত্র মালিকের বিরুদ্ধে, সেটাকেও কেড়ে নেব। তোমাকে শোষণ করতে হবে, এর বিরুদ্ধে আন্দোলন। কাজেই আজকে যদি ২৬ বছর ধরে ঐ ডিটারমিনেশানের কথা বলা হয়,

সারা ভারতবর্ষে একটা শ্রমিক কর্মচারীর কথাও যদি বলা যায়, তাহলে দেখা যাবে যে সুপ্রীম কোর্টের যে রায়, তার থেকেও সবে গেছেন এবং শ্রমিকদের বিরুদ্ধে মালিকের পক্ষ নিয়ে লড়েছেন কাজেই এই যে বাজেট সেটা শ্রমিক কর্মচারীদের মারার বাজেট। এই বাজেটে এনেছেন, তাতে শ্রমিক কর্মচারীরা উৎকর্ষ হতে পারেন। ত্রিপুরার ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে যখনই কোন শ্রমিক কর্মচারীর বেতন বাড়ার কথা বলা হয়, তখনই বলা হয়ে থাকে আমরা পে-কমিশন বসিয়েছি। মজুরের কথা বলুন, বলবেন পে-কমিশন বসিয়েছি সেই বালোয়ারী ডাক্তার খানার মত মাথা ধরা এবং ককট বাগে একটু বোতল থেকে ঔষধ দেওয়ার মত, সব ঔষধ একই বোতল থেকে যাচ্ছে। কোন কিছু বাজেট, গোল্ড, পে-কমিশন বসিয়েছি, হোম গার্ডের বেতন, পে-কমিশন বসিয়েছি। আমি আরেকটা কথা শুনিয়ে দিই বোকারদের চাকুরীর ব্যাপারে বলুন পে-কমিশন বসিয়েছি, কৃষকের বলায় বলুন পে-কমিশন বসিয়েছি সব জায়গায় পে-কমিশন লাগিয়ে দিন। আপনারা ধনীকদের দ্বারা যে নীতি গ্রহণ করেছেন, তার থেকে অল্প কিছু রায় বা অল্প কিছু ব্যবস্থা হতে পারে না। আমরা দেখাই একটা হোম গার্ড সে ৯০ টাকা বেতন পায়। তার ছোট ছোট বাচ্চা ভাত আছে, মা আছে, বোন আছে, সেই মা, বোন, ভাইকে সেই ৯০ টাকা দিয়ে গরুচ চালাতে হয়। আপনি যে এ্যালিমিনেশন ক্লব রাখেন, তার পেছনেও আপনিও তার চেয়ে বেশি গরুচ করেন। আর হোম গার্ডের কথা বললে বলেন যে তার সরকারী চাকুরী নয়। তার দৈনিক চোখের জল পড়ছে, তার মায়ের চোখের জল পড়ছে, মা বোনকে সেই কাপড় দিতে পাড়ছে না। আমি এটা কথা বলেই শেষ করব, যে বাজেট আপনারা এখানে রেখেছেন, সেই বাজেট ধনীদের দ্বারা, ত্রিপুরার জমিদারদের দ্বারা, ত্রিপুরার কালোবাজারী, মুনাক্ষোরদের দ্বারা, সারা ত্রিপুরাকে লুটে নিচ্ছে, তাদের গেজেট হিসাবে—বহরের গেজেট হিসাবে এটা করা হয়েছে, তাই দেখবে যে নতুন গেজেট এসেছে, নতুন আমাদের ফরমানা দিয়েছে আমরা কিভাবে লুট করব। ত্রিপুরার সাধারণ মানুষ, ত্রিপুরার শ্রমিক এটা বাজেট দেখে উৎকর্ষ হবে না, আনন্দিত হবে না, এটা বলে আমি বলব শেষ করছি।

মিঃ ডিপুটি স্পীকার :— শ্রী অজিত রঞ্জন দাশ। মাননীয় সদস্য আপনি পাঁচ মিনিট বলুন।

শ্রী অজিত চন্দ্র ঘোষ :— মিঃ ডিপুটি স্পীকার প্রাণ, এই চাইতে যে অর্থায়নী ১৯৭৪-৭৫ এর বাজেট পেশ করেছেন, আমি এটা বাজেটকে সমর্থন করি এবং সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। আগামী বছরে সরকার কি করবেন, সে সমস্ত কিছুই উল্লেখ এর মধ্যে আছে, তাই এই বাজেট গুরুত্বপূর্ণ। সকল শ্রমীর মাথার দিকে লক্ষ্য রেখে, আগামী বছরে ত্রিপুরা রাজ্যের সমাঙ্গান উন্নতি কিভাবে করা যায়, সেই চিন্তা নিয়েই এই বাজেট করা হয়েছে। বাজেটে অর্থ বরাদ্দ করলেই পরিকল্পনা সমুদ্র রূপায়ন করা যায় না। পরিকল্পনা রূপায়ন করার জন্য সকলের সহযোগিতা এবং সরকারী প্রদাসনের তৎপরতা। এটা বাজেট আলোচনা প্রসঙ্গে বিরোধী পক্ষেও সরকারী অনেকে কথা বলেছেন। উনারা বলেছেন এটা বাজেট গরীবের নয়, এই বাজেট

ঘনীভৱ জন্ম। কিন্তু আমাদেৱ দেশে কতজন ধনী আছে, উনৱা তথ্যটো সেটা লক্ষ্য কৰেন নি। ত্ৰিপুরা ৰাজ্যৰ শতকৰা ১০ ভাগ মাগুসই গৰীণা, সুতৰাং এটা বাজেট গৰীবেৰ জন্মই বাজেট। এই বাজেট আলোচনায় মাননীয় সদস্য নুপেন বাবু অনেক কথা বলেছেন। প্ৰত্যেক গাঁওসভাতে ধান সংগ্ৰহ কৰা হৈছে, সেইগুলি ঠা গাঁওসভাতে না বেখে কেন এক জায়গাতে ৰাখা হ'ল। কিন্তু আমাৰ প্ৰশ্ন হৈছে প্ৰত্যেক গাঁওসভাতে যদি ৰাখতে হয়, তাকালে চাট সংগ্ৰহশালা, চাট পুলিচ পাৰাডা, তাতে অনেক খৰচ, সুতৰাং এটা ধান সংগ্ৰহ কৰে, চাউল কৰে যদি একটা নিৰাপদ ন্যূন না ৰাখা হয়, তাকালে কিভাবে ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰা হ'বে আমি ঠিক বুঝতে পাৰছিনা।

কমিটিৰ সদস্য সপৰ্কে ব'ল ত গিয়ে নুপেনবাবু অভিযোগ কৰেছেন যে কৰ্মচাৰীদেৰ আমাৰা সব কিছু দিয়ে দিছি তাকালে বেকাৰদেৰ আমাৰা কি কৰে দেব এটা কথা নাকি কোন মন্ত্ৰী বলেছেন। কিন্তু এটা কথা কোন সময়েই অধ্যাদেব কোন মন্ত্ৰী বলেন নি। বেকাৰদেৰ জন্ম আমাৰা পৰি-কল্পনা কৰেছি এবং বেকাৰদেৰ চাকৰী দেওয়া হৈছে। বেকাৰ সমস্যা এক ৰাজ্যেই সমাধান কৰা যায় না। কোন কলকৰখানাও আমাৰা এখনও ঠিকমত কৰতে পাৰি নি। শুধু সরকারী চাকৰী দিয়ে এটা বেকাৰ সমস্যাৰ স্তৰতা কৰা যায় না। দুবামুলা কৈৰ কথা বলেছেন। এটা সত্যিটো যে দুবামুলা বেড়েছে। কিন্তু তাৰ সংগে সংগে জনসাধাৰণেৰ কতটুকু আয় বেড়েছে এই কথাটা তিনি বলেন নি। শুধু বলেছেন দুবামুলা বৃদ্ধি পেয়েছে। তাৰেৰে যে আয়, তাৰেৰে যে আয়, তাৰেৰে যে পাৰচেজিং পাওয়াৰ বেড়েছে এই কথাটা তিনি বলেন নি। মাননীয় সদস্য বলেছেন যে এটা সরকারী কিছু কৰে নি। আমি শুধু বলে দিতে চাতি যে ২০ বছৰ আগে এটা ত্ৰিপুরাতে কসেকটা গ্ৰামপাতাল ছিল, কয়টা ৰাস্তা ছিল, কয়টা পুল ছিল, কতগুণি ৰাস্তা পাকা ছিল উনৱা সেটা দেখেছেন কি। শিক্ষা খাতে আমাৰা দেখেছি ত্ৰিপুরাতে ১৩২২টা জুনিয়ৰ বেন্ৰিক স্কুল, ২০৫টা সিনিয়ৰ বেন্ৰিক স্কুল এবং ৮২টা হাই অগৰা ভায়াৰ সেকেণ্ডাৰী স্কুল আছে। ভাড়াডা ৫। ৬টা কলেজও আছে। তবে শিক্ষা ক্ষেত্ৰে উন্নতি কৰেছে ত্ৰিপুরা তাতে সন্দেহ নাই। তবে এামেৰ স্কুলগুলিৰ অবস্থা বিশেষ ভাল নয়। আমি এটা বিষয়ে মাননীয় শিক্ষা মন্ত্ৰীৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰেছি। কাৰণ আমি দেখেছি অনেকগুলি স্কুলে টেবিল বেঞ্চেৰ পৰ্যন্ত অভাৱ এবং ঘৰগুলি নষ্ট হয় যাতে ছেলেৰা সেখানে লেখাপড়া কৰতে পাৰে। আমাৰ মনে হয় ত্ৰিপুরাতে এৰকম অনেকগুলি স্কুল ৰথেছে। একটা কমিটি কৰে এটা কমিটি অনুসন্ধান কৰে প্ৰতিটো স্কুল কি কৰে উন্নতি কৰা যায় সেটা দেখাও জন্ম মাননীয় শিক্ষা মন্ত্ৰীকে আমি অনুৰোধ কৰছি। ৰাস্তা ঘাটৰ উন্নতি হৰেছে অনেক আমাৰা দেখতে পাছি। কিন্তু এামেৰ দিকে তাকালে দেখা যায় বিশেষ কিছু হয় নাই। তবে আমাৰ অনুৰোধ ৰইল যেন আগামী পক

বার্ষিকী পরিকল্পনায় আমরা ভিলেজ বোর্ডগুলির দিকে যাতে সরকার নজর দেন। ত্রিপুরা-তে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ১৯টা হাসপাতাল, ২৫টা প্রাইমারী হেলথ সেন্টার এবং ১৫৯টা এবং ১০৯টা ডিসপেন্সারী রয়েছে। চিকিৎসা ক্ষেত্রেও যথেষ্ট উন্নতি করেছে। কিন্তু তাই বলে আমাদের আরও অভাব রয়েছে এবং অনেক জায়গা আছে যাতে কোন ডিসপেন্সারী বা প্রাইমারী স্বাস্থ্য কেন্দ্র নেই। আমি এই প্রসঙ্গে বলতে চাই যে আমার মিন্‌চাচনী এলাকা যেখানে বহুলোক বাস করে এবং বিশেষ করে আদিবাসী অঞ্চল জুলায়ড়া ইত্যাদি অঞ্চলে চিকিৎসার কোন বন্দোবস্ত নেই। আমি দেখতে পাচ্ছি বাজ়েটে কয়েকটা ডিসপেন্সারী এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র তবে বলে উল্লেখ রয়েছে। আমি স্বাস্থ্য মন্ত্রীকে অনুরোধ করব যাতে অন্ততঃ একটা আমার এলাকার আগামী বছর দেওয়ার বন্দোবস্ত করেন। কৃষি ক্ষেত্রে আমরা যথেষ্ট উন্নতি করেছে। কিন্তু জলপেচ ব্যবস্থার আমরা উন্নতি করিতে পারি না। ত্রিপুরাতে অনেক নাল বা ডাড়া আমরা দেখতে পাই। এগুলিতে পারমানেন্ট বাঁধ করে জলের ব্যবস্থা করা যায়। যেমন আমার এলাকা মির্জাডা ধুপতলাতে প্রচুর জলের ব্যবস্থা আছে। সেখানে শুধু পারমানেন্ট বাঁধ দিয়ে সুবিধা করা যায় এবং নাগটা কদলের ব্যবস্থা করা যায়। বিবাহী পক্ষের সদস্যরা বলেছেন এই বাজ়েটে কিছু নেই। তারা চিবকালই এই বাজ়েটে সম্পূর্ণ এক কথাই বলে আসছেন। কিন্তু আমি দেখছি এই বাজ়েটে ত্রিপুরার গর্বের কৃষকদের উন্নতি হবে। এই বলে আমি অর্থমন্ত্রী যে বাজ়েট হাউসে পেশ করেছেন তাকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীশশীল রঞ্জন সাহা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে বাজ়েট পেশ করেছেন সেই বাজ়েটকে অভিনন্দন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি। আমার বক্তব্য শুরু করতে গিয়ে প্রথমে আমি বলতে বাধ্য ছিলাম যে আজকে বিবোধী দলের সদস্য যারা আজকে এখানে গণতন্ত্রের নাম করে বনতন্ত্রকে রক্ষার জন্য এসেছেন তারা শুধু এখানে সমালোচনা করার জন্য এখানে এসেছেন। তার কতগুলি দৃষ্টান্ত আমি দিচ্ছি। মাননীয় সদস্য অনিল সরকার মহোদয় পরিকল্পনার কথা বলেছেন যে এটা একটা হ্যাউসেন্ড ইস্যু। সেটাকে হ্যাউসেন্স ইস্যু কি করে বললেন আমি জানি না। আমার মনে হয় উনারা আজকে যে চীনের কথা কল্পনা করেন, যে চীনের মাও সেতুং মগজ পোলাইয়ের ব্যবস্থা রেখেছেন সেই চীনের দিকে লক্ষ্য রেখেই শ্রীসরকার এই কথাটা বলেছেন। সেজন্য তাঁরা এটাকে সমর্থন জানাতে পারেন নি। মাননীয় সদস্য অনিল সরকার বলেছেন যে ভারতের কোটি কোটি ছেলে শতকরা ৬০ ভাগ অপুষ্টিজনিত রোগে ভুগছেন। উনি এক দিকে বলেছেন আমাদের দেশে গাংগের অভাব; আমাদের দেশে প্রচুর লোক আবার অন্যদিকে বলেছেন পরিবার পরিকল্পনাকে হ্যাউসেন্স ইস্যু। এটা শুধু তাঁর মত লোকের পক্ষেই বলা শোভা পায়। তাই আমি এই কথা কলছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়,

উনি বলেছেন টারিজমের খাতে কোন টাকার প্রয়োজন নাই। দেশে ভাল কাজ হোক এটা তারা চান না। আজকে টারিজম হচ্ছে দেশকে আকর্ষণীয় কববার জ্ঞান, পরপরিচায় সেটাই উদ্দেশ্যে বিজ্ঞপ্তি দেওয়ার প্রয়োজন আছে। এখানে যদি ভাল ভাল আকর্ষণীয় জিনিষ থাকে, দেশ বিদেশ থেকে তাহলে লোক আসবে তাহলে আমরা গম্য অন্বেষণ করতে পারি। এবং দেশেরও আর্থিক দিক দিয়ে অনেক উপকার চলে পাবে। তারা আজকে দলগত দিক দিয়ে বলছেন সেইজন্য দলের কথা ছাড়া অত কিছু তারা বলতে পারছেন না, সেইজন্য তারা বলতে পারছেন না যে সরকার ভাল কাজ করছে। তারা যদি সরকারের কাজকে ভাল বলেন তাহলে তাদের অনসাধারণ ছুড়ে ফেলে দেবে। তারা দিনের পর দিন তারা আজকে কোণায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, উনারা আরও বলেছেন আজকে আমি লক্ষ্য করেছি মাননীয় সদস্য ভিডিং মোহন দাশরূপ যখন ভাষণ দিচ্ছিলেন কোন কোন সদস্য চীন কবে স্বাধীনতা পেল, চীনের অর্থনীতি কি সেটা বলতে চেয়েছেন। আমার প্রশ্ন চল উনারা যদি চীনের প্রতি এত আগ্রহী হন তাহলে আজকে ভারতে কেন? চলে যান না চীন দেশে। আজকে আমরা যেখানে গণতন্ত্রে বিশ্বাসী, আজকে ভারতবর্ষের জনসাধারণ যেখানে গণতন্ত্রে বিশ্বাসী এবং কংগ্রেস সরকারকে রায় দিয়েছে সেখানে আপনাদের এত উদ্বিগ্ন হওয়ার কথা নয়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে বিরোধী দলের সদস্যরা অনেক মলা বুদ্ধির কথা বলেছেন। মলা বুদ্ধির কথা বলতে গিয়ে কালোবাজারীকে সাভায়া করে এট সরকার এট কথা বলেছেন। 'গাউ আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই উনারা কি লক্ষ্য করেছেন যে আজকে গুপ্ত ত্রিপুরাতে নয়, শুধু সারা ভারতবর্ষে নয়, সারা পৃথিবীতে মলা বুদ্ধি হচ্ছে। টাকার ঘাম কমে গেছে। এটাতো উনারা বলেন না, বলতে পারেন না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা আরও লক্ষ্য করেছি মাননীয় সদস্য অনিল বাবু বলেছেন যে পুলিশ খাতে ৩,১৭,৩০,০০০ টাকা দেবেছেন এবং সেটা দেশে তিনি আউটকে উঠেছেন। উনাদের ভয় যদি পুলিশ বেড়ে যায় তাহলে উনাদের গুণ্ডামী চলবে না, উনাদের লুটতরাজ চলবে না। উনারা ভয় পেয়ে যান পুলিশ খাতে বেশী টাকা দেথলে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পুলিশ খাতে যদি আমরা কিছু টাকা ইউটিলাইজ করতে পারি তাহলে ত্রিপুরার যদি একটা নিজস্ব ব্যাটেলিয়ান গড়ে তোলা যায় তাহলে বচ ছেলের চাকরী হবে। কষ্ট, সেকথাতো তাঁরা বলেন নি। শুধু পুলিশ বেথলেই তাঁরা আউটকে উঠেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা আরও লক্ষ্য করেছি মাননীয় সদস্য অনিল বাবু পুলিশ খাতে ৩ কোটি ৭৪ লক্ষ্য ৯৩ হাজার টাকার বরাদ্দ রাখা হয়েছে দেখে, আউটকে উঠেছেন। উনাদের ভয় হচ্ছে যদি পুলিশ বেড়ে যায়, তাহলে আর উনাদের গুণ্ডামী করা চলবে না, লুটতরাজ করা চলবে না কাজেই উনারা ভয় পচ্ছেন এই পুলিশ খাতে বেশী টাকার বরাদ্দ দেখে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা আরও লক্ষ্য করেছি আজকে উনাদের বিভিন্ন বক্তব্যের মধ্যে যে উনারা ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে যে সমস্ত তপশীলি জাতি ও তপশীলি উপজাতি আছে তাদের জন্য দরদে তাদের এক ফেটে যাচ্ছে। আমরা যদি লক্ষ্য করে থাকি, তাহলে দেখব, এট যে তপশীলি জাতি এবং তপশীলি উপজাতির উন্নতির জন্য আমাদের সরকার প্রচুর টাকা বাজেটে রেখেছেন। আমরা দেখছি পক্ষন যোজনাকালে তাদের

উন্নয়নের জন্য মোট ২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার অনুমোদন পেয়েছেও আর কেন্দ্রীয় খাতে তাদের উন্নয়নের জন্য আরও ১০ কোটি ১০ লক্ষ টাকা রাখা হয়েছে। এবং ১৯৭৪-৭৫ সালের জন্য এই উন্নত সম্প্রদায়ের কল্যাণের জন্য আরও ৫০ লক্ষ টাকা ধরা হয়েছে। তাছাড়া এই খাতে কেন্দ্রীয় স্বাক্ষরগুলির বাবতে আরও ১ কোটি ৩১ লক্ষ টাকা রাখা হয়েছে। তাই আমরা দেখতে পাচ্ছি, এই অ উন্নত সম্প্রদায়ের ভাইরা যারা আমাদের তুলনায় কিছুটা পিছিয়ে আছেন, তাদের জন্যও আমাদের এই কংগ্রেস সরকারের চিন্তা আছে যাতে করে তাদেরকে আমাদের সমতালে উন্নত করে নিতে আসা যায়। এই চিন্তা যদি আমাদের সরকারের না থাকত ততলে তারা ভবিষ্যতে আমাদের একটা বোঝা হয়ে দাঁড়াতে। এই প্রসঙ্গে কবিশঙ্কর বসীন্দ্র নাথের একটা কবিতার কথা আমার মনে পড়ে যাচ্ছে—সেটা হচ্ছে, আমরা পাদনকে পশুচাতে ফেলে আসছি তাই আবার আমাদেরকে পশুচাট্টে টানবে। এটা লক্ষ্য রেখেই এই কংগ্রেস সরকার তাদের উন্নতির জন্য প্রচুর টাকা এই বাজেটের মধ্যে বেঞ্চেজেন এবং সরকার দৃঢ় সংকল্প যাতে তাদের উন্নতি সাধন হয়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আজকে বাজেট ভাষণ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে একটা কথা এখানে বলতে বাধ্য হচ্ছি, সেটা হচ্ছে আমাদের বন বিভাগে দেখতে পেয়েছি যে টাকা ধরা হয়েছে আমাদের ভবিষ্যত সম্ভাবনাকে গড়ে তোলার জন্য বিশেষ করে এর মধ্যে যে সমস্ত পরীক্ষা মূলক পরিকল্পনা নেওয়ার প্রস্তাব রয়েছে, এটা অত্যন্ত ভাল কথা এবং এটা চলে পর আমাদের উপকার হবে। তার সংগে সংগে আমি আর একটা দুঃখের কথা বলছি, সেটা হচ্ছে আমাদের উপজাতি জনগণের বিশেষতঃ জুঁয়া ভাইদের সক্রিয় সহযোগিতার আনাবস কাগজিলেবু ও অজালা কল গাছের চাষ করবার জন্য বিশেষ প্ররোচনা দেওয়ার কথা, এটা সত্য যে প্রথম দিক দিয়ে কিছুটা প্ররোচনা দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু আমরা শুধু এটাকে বইতে লিখে আর বাজেটে বরাদ্দ করে দিয়েই আমাদের কাজ শেষ করলে চলবে না। আজকে আমাদের জুমিয়া ভাই যারা আছে তাদের খেতে যে কসল চল, সেটা যাতে কাঁচামাল হিসাবে বিক্রি করে তারা দুইটি পয়সা পেতে পারে, সেটা দিকেও আমাদের লক্ষ্য রাখা উচিত। অগরা এটাও লক্ষ্য করছি যে মণিপুরে আমাদের ত্রিপুরা চাইতে অনেক নিম্ন মানের আনারসের চাষ করে, তারা কেন্দ্রীয় সরকার থেকে প্রসংশাপত্র পেয়েছে, কিন্তু আমাদের ত্রিপুরার জুমিয়া ভাইরা বা আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের কৃষকেরা তার চেয়ে অনেক উন্নত মানের আনারস অথবা কাগজিলেবু, উত্তাদির চাষ করেও সেটা বন্ধ কোন প্রশংসা পাচ্ছে না বা তাদেরকে কোন সুযোগ সুবিধা দেওয়া হচ্ছে না। আমরা অত্যন্ত দুঃখের সত্বে বলতে বাধ্য হচ্ছি যে কিছুদিন পূর্বেও আমরা দেবুহিলায় এটা ত্রিপুরাতে লেমনস কোয়াস নামে একটা মাল বাজারে বেশ চালু হয়েছিল এবং তার জন্য এখানে একটা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল মন্ড গড়ে উঠেছিল, কিন্তু আজকে সেটাও যুত প্রায়। আমরা আরও লক্ষ্য করে থাকি, বিশেষ করে আমরা দেখছি যখন আমরা গংগাহাড়া এবং বুলংবাসতে গিয়েছিলাম, সেটা বুলংবাস রকের অন্তর্গত বিভিন্ন স্থানে বহু লেবু নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, সেগুলিকে মাত্র ২০ থেকে ৩০ পয়সায় বিক্রি করতে হচ্ছে। তাই আমি সরকারকে অনুরোধ করব এই লেবু থেকে যাতে উন্নত মানের স্কোয়াশ তৈরী হতে পারে এবং এর থেকে আমাদের কৃষক ভাইয়েরা

যাতে ভাল পরিস্থিতিতে পৌঁছতে পারি, সেদিকে যেন দৃষ্টি দেওয়া হয়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে বিরোধী দলের সদস্যরা অনেকে বলেছেন যে এই সরকার হচ্ছে বুজুয়া সরকার, এই সরকারের যে অর্থনীতি, সেটাও বুজুয়া নীতি। এটা বলা হয়তো উনাদের পক্ষেই শোভা পায়। তারা আরও বলেন যে এই সরকারের যে শিক্ষা নীতি, সেটাও নাকি বুজুয়া শিক্ষা নীতি। তাই আমি এখানে একটি প্রশ্ন তাদেরকে করতে চাই, যে আপনাদের যে দলনেতা আছেন, উনায় ছেলে আজকে কোন শিক্ষায় শিক্ষিত এবং সে কোন দেশে পড়াশুনা করেছে? উনাদের যে দল নেতা ছোট্টোয়া আছেন, তিনি তো সোনার চামচ মুখে নিয়ে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন, তবুও তিনি আজকে সামান্যদের ভুলি আঙড়াচ্ছেন এবং তিনি আজও সেই এয়ার কন্ডিশন গাড়ী করে বেড়াচ্ছেন। কাজেই ওরা কারা? কারা কি সেই মূল্যায়ন করে নয়? ১৯৬১ সালে আমরা লক্ষ্য করেছিলাম, যদিও তারা আজকে সেই কিছুটা এবং চাঁটার নামে অনেক অপমান ছাড়াচ্ছেন। তারা তো তখন তাদের থেকে চাঁদা নিয়েছিলেন তাদের প্যাটির স্বার্থে এবং এখনও নিচ্ছেন। তবুও এই সব কথা বলার অর্থ হল, সমালোচনা করা। তাহলে আমি তাদেরকে অনুরোধ করব যে তারা যা বলেন, সেটা যেন গঠনমূলক বলেন অথবা তারা যেন গঠনমূলক সাজেশন দেন; যাতে করে সরকার তার কাজের ত্রুটি বিচ্যুতিগুলি ধরে তার প্রতিকার করতে পারেন। আর সরকার যে বিগত ২৬ বছর ধরে যে সমস্ত ভাল কাজগুলি করেছে, সেগুলির কথা। তা তাদের মুখ দিয়ে আমরা একবারও শুনতে পাইনি। তারা কি এমন কথা বলতে পারবেন যে সরকার শুধু খারাপ কাজই করেছে, একটি ভাল কাজও করেন নি। কিন্তু তারা সেটা বলবেন না, এটা না বলার মধ্যেও তাদের সরকারের বিরোধিতার পরিচয় পাওয়া যায়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা আরও লক্ষ্য করছি যে আমাদের অর্থমন্ত্রী মহোদয় তাঁর বাজেট ভাষণে বলেছেন যে এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে এ বাজার ফল একটি পাট কলের অধিবেশন কেন্দ্রীয় সরকার দিয়েছেন এবং সেট অন্তর্গত আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় পাট কলের জন্য হাকানিয়াতে ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছেন। এটা আমাদের কাছে খুবই আনন্দের কথা। এই প্রসঙ্গে আমি একটা কথা বলতে চাই, সেটা হচ্ছে হাকানিয়াতে যে পাট কলের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে, তার আশেপাশে বেশ কিছু ঘরবাড়ি উঠেছে, সেখানে আজকে যদি দেখি এটা ঘর উঠেছে, আগামী কাল দেখব আরও ১০টি ঘর উঠে গেছে। আমি এই ঘরগুলি আমাদের বিকুইজিশানের জায়গাতে উঠেছে কিনা, যদি তা হয়, তাহলে সরকার যে জায়গা বিকুইজিশান করেছে, সেখানে কি করে ঘর উঠল, সে দিক দিয়ে আমি আপনাদের মাধ্যমে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তিনি আরও বলেছেন যে ত্রিপুরা রাজ্যে একটি ঋক্ষস্রাব চিনির কলের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে, এছাড়া কাগজের কল, চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যাণ্ডেজ ইত্যাদি তৈরি করার একটি শিল্প যাতে গড়ে তোলা যায়, সেজন্য এগুলি ভারত সরকারের বিবেচনামূলক আছে। আমরা জানি যে কাগজের কল অথবা গাল্ফস্ট্রী চিনির মিল, এগুলি এক দিনেই হয়ে হয়ে যাবে না। তাই আমি সরকারকে অনুরোধ করব যে সাইন্টিফিক ওয়েতে যাতে আর্থের চাষ করা হয় এবং আর্থের চাষ যাতে বেশী পরিমাণে প্রত্যেকটি কৃষক করতে পারে, সেজন্য এখন থেকেই

যেন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সরকার থেকে গ্রহণ করা হয়। হুজুবা একটা চিনির কলের জন্ত যে পরিমাণ কাচামালের দরকার, সেটা সময় মত যোগান দেওয়া সম্ভব হবে না। আমার এই কথা বলার কারণ হচ্ছে, আমরা দেখছি যে আমাদের যে সমস্ত বনজ সম্পদ আছে, যেমন ছন, পাঁশ ইত্যাদি, অনেক সময়ে কেটে নষ্ট করে দিচ্ছি, অথচ এগুলির সংরক্ষণের ভেতন কোন ব্যবস্থা নাই। কাজেই আমরা যে কাগজের কল করতে যাচ্ছি, সেটার জন্ত প্রয়োজনীয় কাচামাল কেথায় থেকে আসবে, এটা আমাদের এখন থেকে চিন্তা করার দরকার আছে। কাজেই এই সমস্ত দিক দিয়ে চিন্তা করে এগুলি সংরক্ষণের জন্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্ত আমি সরকারকে অনুরোধ করছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আর একটা কথা আমাকে দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে কারণ আমি লক্ষ্য করছি যে আমাদের বাজেটের মধ্যে সব চাইতে বেশী অর্থ পরা হয়েছে, শিক্ষার ক্ষেত্রে। আমি অবশ্য অস্বীকার করছি না যে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে বিগত ১৭/২০ বছরের মধ্যে শিক্ষার কোন উন্নতি হয় নি। শিক্ষার উন্নতি সংঘেটে হয়েছে কিন্তু বিশেষ করে উপজাতি এলাকায় অথবা দুর্গম এলাকায়, এমন স্কুল আছে, অথচ মাস্টার মশাও নাই অর্থাৎ এমন কতগুলি আছে, যেখানে কাচশান করছে না। হাজী আমি আপনাব্য মাধ্যমে সরকারকে অনুরোধ করব, যদিও এই শিক্ষার জন্ত আমাদের ৭ কোটি টাকার মত ব্যয়িত হচ্ছে তবুও এটা শিক্ষাকে সম্প্রসারিত করা মানে না যদি এসব দুর্গম এলাকায় আমরা শিক্ষার আলোকে পৌঁছিয়ে না দিতে পারি। কাজেই এই দিক দিয়ে সরকারকে আরও সচেতন করে দেওয়া যেতে পারে। কাজেই এই দিক দিয়ে সরকারকে আরও সচেতন করে দেওয়া যেতে পারে।

ত্রিবিদ্যচন্দ্র দেববর্মণ:—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নয়নের জন্য যে বাজেট বরাদ্দ এখানে পেশ করেছেন, এটা প্রতি বছরই এমনি করে এখানে পেশ করা হয়। কিন্তু আমরা যদি ত্রিপুরার দিকে লক্ষ্য করি, তাহলে পর কি দেখব? আমরা দেখব যে ত্রিপুরার উন্নয়নের জন্ত এই বাজেটের মধ্যে বিভিন্ন খাতে যে সমস্ত টাকা পরিশ্রম বরাদ্দ করা হয়েছে, সেগুলির অপব্যয় চাড়া অথচ কিছু হয় না অর্থাৎ বরাদ্দকৃত টাকাগুলি যে উদ্দেশ্য নিয়ে ধরা হয়েছিল, সেই উদ্দেশ্যে ঠিক ঠিকভাবে খরচ করা হয় না। এই বাজেটের মধ্যে দিয়েও এই সরকার তার বন্যাত্মিক কায়দা বজায় রাখার চেষ্টা করেন যাতে করে তাদের নিজেদের পকেট ভারী করা যায়। আমি বলব তারা এই যে বাজেট এখানে পেশ করেছেন, তার আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে ধরিপুত্রের বাতাসার মত লুণ্ঠরাজ্য করার জন্ত। কাজেই সেজন্য আজকে সূর্য প্রাসাদ বাজেট। কাজেই সেই দিক থেকে দেখছি নিজেদের পকেট ভারী করার জন্ত যে সমস্ত বাজেট পেশ করে থাকেন সেগুলি ঠিক কাজে লাগছে বলে মনে করছি না। যদি মনে করতাম যদি ঠিক ঠিক কাজে লাগত তাহলে আমরা দেখতাম সাধারণ শিক্ষা কারিগরী শিক্ষা অনেকগুলি শিক্ষা এই সমস্ত শিক্ষার জন্ত যেসব টাকাগুলি খরচ করেছেন ওস্তাদের খেলায় কারিগরীতার খেলায়। তারপর আমাদের এখানে ত্রিপুরায় যে শিল্প গড়ে উঠেছে আমাদের ত্রিপুরায় এই ২০ বছরে একেবারে কোন অভাব নাই। যে জন্ত আজ আমরা

কোন পয়সা পৰ্বাস্ত খৰচ কৰেই হয় না। সেই সমস্ত জিনিষপত্ৰৰ অভাব হয় না। শিল্প, এই যে আমৰা সাট গায়ে দিছি, খুঁত গায়ে দিছি সমস্ত শিল্পেৰ মাদামে আমাদেৰ ত্ৰিপুরাৰ মধ্যে সমস্ত শিল্প গড়ে উঠেছে। আমৰা আনাৰসেৰ সঁৰাপ খাছি বহু শিল্প গড়ে উঠেছে। পাটকল কৰেছি চিনিৰ কল কৰেছি ইত্যাদি অনেক কৰেছি। কাজেই সেই দিক থেকে ক'ত কিছু কৰেছি ত্ৰিপুরাতে। তবে চাঁচা, লোকসংখ্যাৰ অনুপাতে আমাদেৰ ত্ৰিপুরাতে জঙ্গল পৰিষ্কাৰ কৰেছি। কাৰণ লোক যেনানে থাকে মানুহ যেনানে বসবাস কৰে সেখানে সাধাৰণতঃ জঙ্গল পৰিষ্কাৰ না হয়ে পাবে না। কাজেই সেই দিক থেকে ভাদেৰ পকেট ভাৰী কৰাৰ যে বাজেট সেটা কৰেছি। তাৰপৰি চিকিৎসাৰ কথা বলুন—চিকিৎসাৰ জ্ঞান কোণায় কি কৰেছন? আমে ক'টা চিকিৎসা কেন্দ্ৰ খুলেছন—খোলে নাই। তাৰপৰি ক'টা খৰচ কৰবেন—এই ফানিসাৰেৰ বাবত বা কিছু কমচাৰীদেৰ বেতন ব্যতীত টাকাদলি ব্যয় কৰবেন। আৰ জনস্বার্থেৰ জ্ঞান? জনস্বার্থেৰ ঠেলায় আজকে সারা ত্ৰিপুরাৰ মানুহ যেনাবে অ'প পাছে সেই ঠেলায় চাৰিদিনে ব'ব উঠেছে। প্রথমলৈ দাকনভাবে এমন কমেছে ত'ব ঠেলায় মানুহ দলে দলে আসছে এই মন্ত্ৰী সভাকে উৎখাত কৰেই চায়। মানুহকে তারা যে বকমভাবে স্বপ্ৰাপ্তি কৰাচ্ছেন পাওয়াতে পাওয়াতে সেজ্ঞা চাৰিদিন থেকে—মানুহৰ স্বাস্থ্য দোকানে স'ব ব'লছে যে এই মন্ত্ৰী সভাকে উৎখাত কৰেই হ'ব। আৰও বলেছন যে গৃহ নিৰ্মাণ—কাৰাগৃহ নিৰ্মাণ কৰেছন? গৃহ নিৰ্মাণ কৰেছন কংগ্রেসী যদি হয় তাহলে কলিকাতাৰ বাড়া তাৰপৰি আৰও সাংঘাতিক মন্ত্ৰী যদি হয় তাহলে দিল্লীতে বাড়ী। আমেৰ সাধাৰণ মানুহেৰ জ্ঞান কখনও কিছু কমেছে? তাৰপৰি কৃষিৰ বেলায় ২৫ বছৰে সপ্তজ বিপ্লবেৰ ঠেলায়—সপ্তজ বিপ্লব যদি ক'ত তাহলে যেতাম যে আজকে কসল ফলিয়েছে। কিন্তু কসল বজাৰ মন্ত্ৰী কোন পৰিকল্পনা নিয়েছে? পৰিকল্পনা শুধু ভোগ বিলাশেৰ জন্ত। কিন্তু ক'য়ত কি কৰেছে। কিছুই কৰেন না। কাজেই সেই দিক থেকে আমি বলব অন্তত এই বাজেট সম্পূর্ণভাবে তাৰে পকেট ভাৰী কৰাৰ বাজেট নিজেদেৰ গৃহ নিৰ্মাণেৰ বাজেট, কালো-বাগাৰী, লাখগনাতিৰ বাজেট। তাৰপৰি পশুপালন, বন সমষ্টি উন্নয়ন, শিল্প, পুৰ্ত্ত ইত্যাদি কৰে থাকে ন। কোথায় স্বাস্থ্যখাট হল কোথায়? প্রত্যেক বছৰ বাজেট সেসানেৰ সময় বলে থাকেন যদি উদাহৰণ স্বৰূপ বলি থোয়াই থেকে আশাৰামবাড়া স্বাস্থ্য দেওয়া হয়েছে? মন্ত্ৰী এন্থাৰেন্স দিয়েছিলেন এই হাউসেৰ মধ্যে এই বক্তব্য কাৰকৰা হয়েছে কি না পৰাক্ষা কৰে দেখুন? আৰও বলেছন আমেৰ মধ্যে বিদ্ভাৎ তারা সববৰাহ কৰবেন এই স্বৰকাৰ। ক'টা আমে বিদ্যুত সব-বৰাহ কৰেছন? আগৰতলা সহৰে দেখুন কোন কোন জায়গায় আজ পৰ্যন্ত বিদ্যুত যায় নাই। বড় বড় কথা আওড়ান হয় যে আমে বিদ্যুত সববৰাহ কৰবেন। কাজেই সেজন্য আমি

বাস্তব চিত্ৰটাই আমি উপস্থিত কৰছি :—

অথ বাজেট কথা বা লুট হ'ব কীৰ্ত্তন

১) লুট লেগেছে ডাংগা হাটে

লুটেৰ হৰিমাষগানে

বাধা লুটে কুফ লুটে

হাসেন হাঁহ আনমনে
কালো চোরা দরজা ভাংগে
ডাকেন হাঁহ প্রানপণে।

- ২) লুঠ লুঠ লুঠ
বাজেটে তার ভোট
লুঠ কপাল
পশুগাছ হাসপাতাল
পালশ দাঁড়ি
কোর্ট কাঁহারা
রাজার বাড়ী
নিম্ন গাড়ী
পাখি হুদাম হু হু হু
বড় হু হু হু লিয়রে চড়।
উজির লুঠে নাজির লুঠে
লুঠে থানমামা
লুঠের বাহরে কংগ্রেসীদের
গায়ে খাঁদির জামা।

- ৩) লাগরে লুঠ লাগ
লুঠে এক'ল ভাগ
টীলা লেংগা ক্ষেত পায়ার
ক'মকেন্দ্র বন বাদাত
জলের যেসিন চোপ ছেদার
নতুন বাজেট লুঠের সওদার।

- ৪) লুঠ কেবোমিন জিনিষ পণ্ডে
লুঠের বাজার কালো
লুঠের টাকার ভাংগা হাট
দিচ্ছে কেমন আলো।

- ৫) আমলা লুঠে গামলা
মথ্রা লুঠেন গাড়ী
জমি লুঠেন হাডি
অতিভণি ব্যক্তি কলে
লুঠেন রাজার বাড়ী
আরও অধিক ভাগ্যবান
কলকাতার বাড়ী।

- ৬) লক্ষ কোটির বাজেট কেড়ে

প্রভুর আসে নন্দা
দেশপ্রেমের কল্কী তৈনে
কত বাজেট ভঙ্গ।

১) এখন রাজার বাড়ী ঘুঘুর বাসা
ভিটায় ভিটায় চোর
তুং লক্ষা মারা— দক্ষ রাজার
গলায় চড়া সুর।

৮) লুঠে লুঠে ভলা দাক
সমাজবাদের বাজে ঢাক
তারে দাটা ধিনাক তাক
দিদিমনি দুগ দুগ থাক
আনার মনি ভাঙে মরে
রক্ত ভাসে দেশ বেবাক।

৯) চোর ডাকাতে হাসভুতো ভাই
অ'কার গরু গরু
আসছে বিহার হু হুগাট
মুসল পক্ষ সুর
দিদিমনি চোরের দেবী
দাত ডাকাতে বোন
বিড়লা বাড়ির বড় বউ
তার কপালে আগুন।

১০) দেবী দেবী মহাদেবী
বুক গুর গুর করে
মাথার উপর রাজায় মুকুট
ঠক ঠকিয়া নড়ে।

১১) আয়রে কাল আয়রে পলা
বোচকা মারার সার্থী
চাঁদ ডুবলে অন্ধকার
কেয়ামতের বাতী
হায়রে কে দেখাবে বাতি !

আয়ও আছে সার, আরও বলছি এটি যে শাসক গোষ্ঠীর প্রসংগে আরও বলছি :—

কংগ্রেসের ভিতরে কোন্দল প্রসঙ্গে

প্রভু ধবলীরে আনো গোয়ালে
 গাই বাছুরে দুধ দেয় না,
 বাছুর মরে বেঠালে।
 দিল্লীর এক মহিলা
 তুনি দুখে ক'ল।
 গাভীগুলি দড়ি ছিড়ে
 ঘোরে কেবল দুহিলা।
 গুজরাটের এক গাভী
 গুতিয়ে ছিড়ে নাভি
 বিহার ভাংগে মাংগ
 উত্তর প্রদেশ ভর দুপুরে
 ডাকে ঘাভুর খাঙ।
 গাভীর ছালা বড় জালা
 ত্রিপুরার দুই ধলা কাল।
 গাভীর রাখোয়াল।
 দুই বেটা মুক্তি করে
 চোবের সাথে চুক্তি করি
 বেচল গাভী তার কপাল।
 গভার ভোটে চোটি লেগেছে
 নৃকের ভিতর পা
 তবু গাভী পুষতে হলে
 পুষতে হবে ছা
 কি চমতকার পাঃ ॥

এটি হল অশ্রুত আমাদের কংগ্রেস রাজত্বের কাহিনী এবং ত্রিপুরার কাহিনী। কাজেই সেট
 দিক থেকে অশ্রুত আশা করতে পারি না। এই বাজেট আমাদের সমগ্র ত্রিপুরার (ইন্টারপশান)
 কাজেই এই বাজেটকে লুইর বাজেট ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না (ইন্টারপশান) কাজেই আমার
 সব সময় দেখি তারা কোন সময় বলে থাকেন আমরা কৃষির জন্য জলসেচের জন্য বাধ নির্মান
 করছি। কিন্তু ক'টা বাধ নির্মান করেছেন? করেন নাট, তাদের সরকার শুধু টেম্পারারী বাধ
 করেছেন। কাজেই সেট দিক থেকে যারা অন্তত গনতন্ত্র জিনিষটা বুঝেন না যারা স্বাধীনতা
 সম্পর্কে.....

Mr. Speaker :—The House stands adjourned till 12-30 P. M, on Thursday
 the 28th March 1974,

Annexure—'A'

UNSTARRED QUESTION NO. 190

By Shri Samar Choudhury

প্রশ্ন

- ১) স্বাধীনতার বজ্রত জয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষে বিভিন্ন দপ্তরে কোন কোন খাতে কত টাকা ব্যয় করা হয়েছে ?
- ২) বজ্রত জয়ন্তী বর্ষে কোন দপ্তরের কী কী অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে ?

উত্তর

২৫—শ্রী প্রশ্নানুসারে উৎসব পালনার্থে কোন নির্দিষ্ট ব্যয় বরাদ্দ করা হয় নাই। এই বাবদ প্রয়োজনীয় খরচের অর্থ বিভিন্ন সরকারী দপ্তরের নিয়মিত বাজেট হইতে ব্যয় হইয়াছে।

বজ্রত জয়ন্তীর কর্মসূচী উদযাপনের জন্য বিভিন্ন দপ্তরের ১৫/১৭/৫২ হইতে ১৪/১৭/৫২ পর্যন্ত মোট দায়ের হিসাব নোটে দেওয়া হইল :—

	টাকা পয়সা
কারা অধিকার	৫-৫ ১৩
‘ড, এস, এস এণ্ড এ বোর্ড	১৮,১-৮ ০০
পশু পালন অধিকার	৫১০ ৪৮
পরিমণ্ডলান দপ্তর	৩ ৭৫
মহারাজ বীর বিক্রম কলেজ	৬,০৭৫ ৪৭
গ্রাম অধিকার	৩৫৫ ০০
কর্ষ বিনিয়োগ দপ্তর	৭৭ ০০
সমন্বয় দপ্তর	১-৪ ০০
খাদ্য ও জনসংভরন দপ্তর	৬৭ ০০
পঞ্চায়েত রাজ অধিকার	১,০০০ ০০
সাহায্য ও পুনর্বাসিত অধিকার	২০১ ০৫
স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অধিকার	৫,৮০০ ৫০
স্বাস্থ্য শাসন দপ্তর	১২,৬৩৭ ০০
উপজাতি গবেষণা অধিকার	৪৬ ৮০
মহিলা কলেজ	১০০ ০০
শিল্প অধিকার	২,৬৫০ ০০
বন বিভাগ	৫,৮১৬ ৪০
জনসংযোগ ও পর্যটন অধিকার	২২,৪১৬ ৬২
পুঁর্ষ দপ্তর	৪৫,২৭২ ৬৭
কৃষি অধিকার	৪,৩৮০ ৮০

	টাকা পয়সা
জেলা শাসক, দক্ষিণ ত্রিপুরা	১০,০০০ ০০
জেলা শাসক, উত্তর ত্রিপুরা	৬,৮২০ ০০
জেলা শাসক পশ্চিম ত্রিপুরা	২৬,৬৩৮ ৮০
শিক্ষা অধিকার	২৫,২৯৬ ৬৭
	<hr/> ৬৮,৭৫৪ ৮৭

২. রক্ত জয়ন্তী বর্ষে বিভিন্ন দপ্তরে যে সমস্ত অনুষ্ঠান উদ্বাপিত হইয়াছে উল্লিখিত তালিকা নীচে দেওয়া হইল :—

কাবা অধিকার :—

আনুষ্ঠানিক পতাঞ্চল উত্তোলন, আগরতলা ও মধুমার কারাগার স্থলিতে আলোক সজ্জা, কাবাবাসীদের সমবেত প্রার্থনা ও রামধুন সঙ্গীত, কারাগার প্রাঙ্গণ পরিষ্কার, গাফাঁড়ীর মুক্তিভেদে মালাদান, কাবাবাসীদের কুকাবাদেয় মেয়াদ হাস ও মুক্তিদান, কাবাবাসীদের মধ্যে মিষ্টি বিতরণ, কারাগারের জলাশয়ে নৌকা দৌড়, ভলিবল প্রতিযোগিতা, ফুটবল খেলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং সিনেমা প্রদর্শন।

ডি. এস. এস এন্ড এ. বার্ড :—

প্রাক্তন সৈনিকদের সমাবেশ/সম্মেলন ও প্রীতিভোজ এবং ১৯৭১ পাক-ভারত যুদ্ধে বীর প্রদর্শনের জন্য জওয়ানদেব প্রতি আনুষ্ঠানিক সম্মান প্রদর্শন ও মুক্তি নিত/আততায়ীদের পরিবারবর্গকে আর্থিক সাহায্য দান।

পরিসংখ্যান দপ্তর :—

অসিস্টেন্ট পতাকা উত্তোলন।

পশু পালন অধিকার :—

পানিসাগর পশু চিকিৎসালয়, পেচাখল টুকমেন কেন্দ্র, কাকড়াবন পশুচিকিৎসালয় এবং বাদারবাটি গো-প্রজনন কেন্দ্রের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান।

মহারাজা বীর বিক্রম কলেজ :—

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের উপর আলোচনা ও বিতর্ক সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, একাংক নাটিকা, আলোক সজ্জা, প্রাচীর পত্র প্রকাশ, কলেজ যুগ্মত “প্রাচী”র বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ, খেলাধুলা ও ফ্রাড়া প্রতিযোগিতা এবং পত্রিকার বিজ্ঞাপন।

গ্রাম অধিকার :—

শ্রমিক কল্যাণ কেন্দ্র ও বালোয়ারী স্থলস্থলিতে আনুষ্ঠানিক পতাকা উত্তোলন, আদারগাঁ চা বাগানের শ্রমিকদের জন্য উন্নত বাসগৃহ স্থাপন প্রকল্পের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন এবং যুব কর্মসূচী অনুযায়ী বিভিন্ন শ্রমিক কল্যাণ কেন্দ্রে খেলাধুলার আয়োজন।

কর্ম বিনিয়োগ দপ্তর :—

আনুষ্ঠানিক পতাকা উত্তোলন।

সমবায় দপ্তর :—

মুক নাটা প্রদর্শন।

খাদ্য ও জনসংভরণ অধিকার :—

আনুষ্ঠানিক পতাকা উত্তোলন।

পরিষেবা অধিকার :—

আনুষ্ঠানিক পতাকা উত্তোলন, পরিষ্কার—পরিচ্ছন্নতা অভিযান পালন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে চারাগাছ রোপণ।

সাহায্য ও পুনর্বাসিত অধিকার :—

অফিসগৃহে ও ক্যাম্প সমূহে আনুষ্ঠানিক পতাকা উত্তোলন।

গৃহ ও পরিবার পরিকল্পনা অধিকার :—

ডি, এম. ও জি, বি, হাসপাতালে নতুন ওয়ার্ডের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন, বিভাগীয় স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও চিকিৎসা কেন্দ্রগুলিতে উপযুক্ত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে সভা ও ভাষণ এবং পত্রিকায় বিজ্ঞাপন।

স্বাস্থ্য শাসন দপ্তর :—

পুরাতন ট্রেনসিং গ্রাউন্ডে হরিজনদের জন্য আদর্শ পুনর্বাসন কেন্দ্র প্রকল্পের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন, শিক্ষা ও বেকারদের জন্য মহাব্যক্তিগণ বাজারে দোকান ঘরের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন এবং পত্রিকায় বিজ্ঞাপন।

উপভোগিত গবেষণা অধিকার :—

আনুষ্ঠানিক পতাকা উত্তোলন।

মহিলা কলেজ :—

সভা, বিতর্কসভা এবং প্রতিযোগিতামূলক ক্রীড়া অনুষ্ঠান।

শিল্প অধিকার :—

আনুষ্ঠানিক পতাকা উত্তোলন, মুক নাটা এবং পত্রিকায় বিজ্ঞাপন।

বন রক্ষক :—

বন দপ্তরের বিভিন্ন অফিসে আনুষ্ঠানিক পতাকা উত্তোলন, আমবাগা বন বিভাগের কর্মীদের শ্রমদান, রক্ষণোপন, খেলাখুলা ও পুরস্কার বিতরণ, মধুবন বিভাগের কর্মীদের শ্রমদান, আসাম রাইফেলস ময়দানে নতুন সচিবালয় ও অগ্ন্যগ্ন অফিস নির্মাণ প্রকল্পের স্থানে রক্ষণোপন, আমবাগা ও শান্তিরবাজার বন অফিসে সিনেমা প্রদর্শন, চম্ড়াই পাড়াতে সেতুন চারা প্রতিপালন কেন্দ্রের উদ্বোধন, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কর্তৃক রবার চারা প্রতিপালন কেন্দ্রের উদ্বোধন, সীপাহিজলায় হরিণ উদ্ভান ও চড়ীলায়ে রবার রক্ষণোপন কেন্দ্রের উদ্বোধন, বাইচারদিঘী বন গবেষণা কেন্দ্রে কল্যাণমূলক কর্মসূচী, সিপাহীজলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে খেলাখুলা এবং পত্রিকায় বিজ্ঞাপন।

জনসংযোগ ও পর্যটন অধিকার :—

নাটক, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বায়াম গান, পালাকীর্তন, কথকতা, যাত্রা, প্রদর্শনী, মুকনাটা, স্থির ছবি, চলচ্চিত্র উৎসব, নতুন পুস্তক প্রকাশ এবং পত্রিকায় বিজ্ঞাপন।

পূর্ত দপ্তর :—আগরতলায় কয়েকটি সরকারী অফিসে আলোক সজ্জার ব্যবস্থা, পোষ্ট অফিস চৌমুহনীতে শব্দ স্তম্ভ, আসাম রাইফেলস্ ময়দানে সচিবালয় ও অজ্ঞাত অফিস নির্মাণ, মল্ল নদীর সেতু, মুন্সী নদীর সেতু, ধলাই নদীর সেতু, সানিছেড়ার গভীর নলকূপ, কুণ্ডি প্রকল্প, দেওছেরার গভীর নলকূপ, সোনাখুড়ায় জল সরবরাহ, সেকেরকোটের সেতু, সাজোমিঞায় জলাশয় সংস্কার ও সোনাখুড়া কুলের খেলার মাঠ ইত্যাদির ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন। অমরপুর—বগাফা বস্তা, ধলাই নদীর সেতু, ধননগরে জল সরবরাহ, উজানজলী জল সেচ, শুকবাছেড়া ক্ষুদ্র জলসেচ, রুস্তাসাগর বস্তা নির্মাণ, মেলাগড়ে ২০-শয্যা বিশিষ্ট প্রস্তুতি সদন, অমরপুরে রানগং জলসেচ, বটতলা জলসেচ, অমরপুরে নতুন বাজার জলসেচ ও মতু সেতু ইত্যাদির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন।

কৃষি অধিকার :—আনুষ্ঠানিক পতাকা উত্তোলন, সব্জী প্রদর্শনী, মুকনাটা এবং পত্রিকায় বিজ্ঞাপন।

জেলাশাসক, দক্ষিণ ত্রিপুরা :—আনুষ্ঠানিক পতাকা উত্তোলন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান “ভারত ছাড় দিবস” পালন উপলক্ষে মিছিল ও জনসভা, ভাসপাতালের রোগী ও কারাবাসীদের মধ্যে ফল ও মিষ্টি বিতরণ, মাতার প্রতিযোগিতা, নাটক, যোদ্ধাদের সম্বর্ধনা, উপজাতি পুন-বাসন কেন্দ্রের অনুষ্ঠান, আশু: মহকুমা ফুটবল প্রতিযোগিতা ও গুজরানদের বসন্তবাটির জন্য জমি বন্টন।

জেলাশাসক পশ্চিম ত্রিপুরা :—মহায়া গান্ধীর সম্মতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন, মুখামম্মী কর্তৃক আসাম রাইফেলস্ ময়দানে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও অভিষেক গ্রহণ, উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের মধ্যে কর্তৃক উদ্বোধন করে বিশেষ পুষ্টি কর্মসূচীর উদ্বোধন, উপমহ্মী কর্তৃক ভাসপাতাল, আতুর আশ্রম ও মেটাল জেনে ফল বিতরণ, উপমহ্মী কর্তৃক সমবায় বিপণির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন, মুখামম্মী কর্তৃক বর্ষান্ত্র শতবার্ষিকী ভবনের দারোয়ান, রাঙ্গাপাল কর্তৃক অরবিন্দ শত বার্ষিকী অনুষ্ঠানের উদ্বোধন, শিশু উত্তানে লোকনৃত্য, রাজভবনে বিশিষ্ট নাগরিকদের আপ্যায়ন, গুজরানদের বসন্তবাটির জন্য জমি বন্টন। বিভিন্ন মহকুমা অফিসে আনুষ্ঠানিক পতাকা উত্তোলন, রাধানীতা সংগ্রামীদের সম্বর্ধনা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, “স্বাধীন দিবস” ও “আজাদ চিন্তা দিবস” উদ্বোধন, “অরবিন্দ শত বার্ষিকী দিবস” পালন এবং খেলাধুলা বিভিন্ন উন্নয়ন ক্রমে আনুষ্ঠানিক পতাকা উত্তোলন, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা দিবস পালন, রাধানীতা সংগ্রামীদের সম্বর্ধনা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, শিশু দিবস পালন, ব্রহ্ম যোপন, প্রতি-যোগিতামূলক খেলাধুলা, অস্পৃশ্যতা বর্জন অভিযান, পূর্ণবয়স্কদের স্বাক্ষরতা দিবস পালন, শিশু ও রোগীদের মধ্যে ফল বিতরণ, গ্রামের শড়ক উন্নয়ন, লোকনৃত্য ও সঙ্গীত ইত্যাদি।

জেনাশাসক উত্তর ত্রিপুরা:— আনুষ্ঠানিক পতাকা উত্তোলন, খেলাধুলা, চলচিত্র উৎসব, “পরিবী হঠাৎ দিবস” “পতাকা দিবস”, “শিশু দিবস”, “তিলক দিবস” ও “জাতীয় সংগীত দিবস” উদযাপন, গৃহবীনদের বসভাটির জন্য জমি বন্টন। বিভিন্ন উন্নয়ন রূপে আনুষ্ঠানিক পতাকা উত্তোলন, সরকারী কর্মচারী, জনসাধারণ ও ছাত্রগণ কর্তৃক প্রদান, বিতর্ক সভা” খেলাধুলা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সিনেমা প্রদর্শন, হাত সন্মেলন ও রক্ত জরতীর “তাৎপর্য বিশ্লেষণ, প্রাপ্তবয়স্কদের স্বাক্ষরতা কর্মসূচী পালন, “শিক্ষক দিবস” পরিবার পরিকল্পনা দিবস” “গাঙ্গী জয়ন্তী”, “আজাদ হিন্দ দিবস”, “অস্পৃশ্যতা বর্জন দিবস”, “পরিবী হঠাৎ দিবস”, “শিশু দিবস”, “পতাকা দিবস”, পরিবার পরিকল্পনা দিবস”, জাতীয় সংগীত দিবস”, “সূর্য সেন দিবস”, “নেতাজী জয়ন্তী” ও “শহীদ দিবস” উদযাপন, গ্রামীন কীড়া প্রতিযোগীতা, প্রগতিশীল কৃষকগণকে বৃক্ষ সংরক্ষণ, শিক্ষা দান ও সিনেমা প্রদর্শন, “মাট দিবস” ও “ভগ্নত সিং দিবস” উদযাপন, জরতী আয়সমূহে পাঠ্য পুস্তক, কৃষি প্রদর্শনী, জল নিকালনের জন্য নালা খনন, “রবীন্দ্র জয়ন্তী” উদযাপন, প্রসূতি ও শিশুদের মধ্যে পুষ্টিকর খাদ্য বন্টন, উন্নত খাদ্য কর্মসূচী পালন, ফলের চারা গাছ বিতরণ, ক্ষুদ্র সঞ্চয়, পরিবার পরিকল্পনা ও সবুজ বিপ্লব ইত্যাদি বিষয়ের উপর জনসভা, নাটক ইত্যাদি।

শিক্ষা অধিকার:— স্বাধীনতা দিবস, গাঙ্গী জয়ন্তী, নেতাজী জয়ন্তী, রবীন্দ্র জয়ন্তী, বাঈপুত্র দিবস, শিক্ষক দিবস, শিশু দিবস, জালিয়ানালাবাগ দিবস, তিলক দিবস উদযাপন, দেওয়াল পতী প্রদর্শনী, নাটক ও লোকনৃত্য, গ্রামীন খেলাধুলা, সাতার প্রতিযোগীতা, মুকনাটা প্রদর্শন ইত্যাদি।

UNSTARRED QUESTION NO. 638

By Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Co-operative Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) সোনারুড়া মহকুমায় রবীন্দ্রনগর সকার্থ সাধক সমবায় সমিতিতে আজ পর্যন্ত মোট কত টাকা ঋণ দেওয়া হইয়াছে এবং এই সমিতির শেয়ারের সংখ্যা বর্তমানে কত ?

২) সমিতির হিসাব পত্র শেষ কবে অভিত করা হইয়াছিল ?

৩) সামতি বর্তমানে কত টাকা ঋণ সরকারের নিকট দেনা আছে ?

উত্তর

১) সোনারুড়া মহকুমায় রবীন্দ্রনগর কলোনি সকার্থ সাধক সমবায় সমিতি লিমিটেডকে মোট টা: ৫২,৪২২.০০ (বায়ায় হাজার চারিশত বাইশ টাকা) ঋণ দেওয়া হইয়াছে। উপবিধি অনুসারে এই সমিতির অনুমুদিত শেয়ারের সংখ্যা বর্তমানে ২০০০ (দুই হাজার)ক

২) ১৯৬৪-৬৫ ইং সমবায় বৎসরের অভিত ১৫ই মার্চ ১৯৬৬ ইং তারিখে শেষ করা হইয়াছে।

৩) সরকারের নিকট বর্তমানে সমিতির ঋণ টা: ৫২,৪২২.০০ (বায়ায় হাজার চারিশত বাইশ টাকা)।

UNSTARRED QUESTION NO. 709

By Shri Bhadramani Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) সদর উত্তর সায়না-কালাহড়া কোয়ার্টারে মেইন রোড হইতে সোনারাম বাজার ও পকবটা পর্যন্ত জীপ গাড়ী সার্ভিস চলাচলের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

২) যদি না থাকে তাহার কারণ ?

উত্তর

১) সরকারী মালিকানার উল্লিখিত হান্ডলির জন্ত কোন জীপ গাড়ী চলাচলের পরিকল্পনা বর্তমানে নাই।

২) বেসরকারী মালিকানায় যথেষ্ট সংখ্যক জীপ, ট্যাকসীকে যাত্রী পরিবহনের জন্য পারমিট দেওয়া আছে।

UNSTARRED QUESTION NO. 809

By Shri Radharaman Debnath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১) সদর মোহনপুর সিমনা রোডে ত্রিপুরা রোড ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশনের বাস সার্ভিস চালু করার কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

২) না থাকিলে তার কারণ কি ?

উত্তর

১) সদর মোহনপুর সিমনা রোডে ত্রিপুরা রোড ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশনামএর বাস সার্ভিস চালু করার বর্তমানে কোন পরিকল্পনা নাই।

২) ত্রিপুরা রোড ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন এর বর্তমানে যে সংখ্যক বাস আছে তাহা দ্বারা সদর মোহনপুর সিমনা রোডে ত্রিপুরা রোড ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশনের বাস সার্ভিস চালু করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

UNSTARRED QUESTION NO. 895

By Shri Purnamohan Tripura

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Co-operative Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) কৈলাশহরের ঘুমাছড়া সার্ভিস কো-অপারেটিভ সোসাইটির কোন আর্থিক বছর পর্যন্ত আডিট করা হইয়াছে ?

উত্তর

১) কো-অপারেটিভ সোসাইটির আডিট আর্থিক বৎসরের ভিত্তিতে করা হয় না, সমবায় বৎসরের ভিত্তিতে করা হয়। ঘুমাছড়া সার্ভিস কো-অপারেটিভ সোসাইটি সিংএর আডিট ১৯৭১-৭২ সমবায় বৎসর পর্যন্ত করা হইয়াছে।

**PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY
ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE
CONSTITUTION OF INDIA.**

THURSDAY, the 28th, March 1974.

The Assembly met in the Legislative Assembly Building, Agartala on Thursday, the 28th March, 1974 at 12-30 P. M.

PRESENT

Mr. Speaker Shri Manindra Lal Bhowmik, in the Chair. Chief Minister, 4 Ministers, Deputy Speaker, 2 Deputy Ministers, and 45 Members.

QUESTIONS AND ANSWERS

Mr. Speaker :- To-day in the list of business are the following questions to be answered by the Ministers concerned. Starred Question—
Shri Chandra Sekhar Dutta.

Shri Chandra Sekhar Dutta :— Starred Question No. 180

Sailesh Chandra Shome :—Starred Question No 180.

প্রশ্ন

উত্তর

১) গত পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বিলো-
নীয়া মহকুমায় কতজন মার্চের
চাষের জন্য ঋণ নিয়াছে,

গত পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অর্থাৎ তৃতীয় পঞ্চ-
বার্ষিক পরিকল্পনা কালে ১৯৬১-৬২তে সন
১৯৬৫-৬৬ তে সন পর্যায়ে বিলোনীয়া
মহকুমায় মোট দুই ব্যক্তি মৎস্য চাষের জন্য
ঋণ নিয়াছেন।

২) মার্চের চাষের জন্য ঋণ পরিশোধ
করার নীতি কি ?

১৯৬৫-৬৬তে সন পর্যায়ে প্রচলিত নিয়মানুযায়ী
মৎস্য চাষের জন্য দেওয়া ঋণের টাকার উপর
অনুমোদিত চাষের সুদ এবং আগস্ট সমীকরণ
করিয়া ঋণ গ্রহণের তারিখের তৃতীয় বর্ষ পূর্তি
দিবস হইতে আরম্ভ করিয়া দশটি বার্ষিক
কিস্তিতে পরিশোধ্য ছিল।

১৯৬৬-৬৭ইং সন হইতে প্রচলিত পরিবর্তিত
নিয়মানুযায়ী ঋণ গ্রহণের তারিখ হইতে প্রথম
তিন বছর ঋণের সাক্ষ্য টাকার উপর অল্প-

যোদিত সূদের হার অনুযায়ী সূদের টাকার প্রতি বর্ষ পুঁতি দিবসে পরিশোধ করিতে হয়। ততপর চতুর্থ বর্ষ পুঁতি দিবস হইতে সূদাসল সমীকরণ করিয়া আটটি বার্ষিক কিস্তিতে পরিশোধ করিতে হয়। কোন কিস্তি খেলাপ না হইলে এবং ফলের টাকার সঞ্চাভার হইলে শেষের দুইটি কিস্তি মকুদ বলিয়া গণ্য করা হয়।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :—মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি, যে দুইজন লোক নিয়েছে তাদের নাম কি ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোমা :—একজন হচ্ছে শ্রীমতী বিখা দেববর্মী, স্বামী পি, কে. দেববর্মী, দে. নাপয়, বিলে. নী. ফা. আর একজন হচ্ছে শ্রী প্রসন্ন কুশীর বৈজ্ঞ.

শ্রীআচাৰ্য হি মণ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, এই লোক ত বৈজ্ঞা দেওয়া হয়েছে এবং কত টাকা দেওয়া হয়েছে ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোমা :—শ্রীমতী বিখা দেববর্মী ২৭৩০ টং হারিয়ে নিয়েছে ৩,৩৭৫ টাকা এবং আরেকের পরিবর্তন অনুযায়ী অর্থাৎ ২৭ ৩৬২ টং হারিয়ে নিয়েছে ৪ ৫০০ টাকা। আর প্রসন্ন কুমার বৈজ্ঞ ৩০৩৬০ টং হারিয়ে নিয়েছে ২,২০৫ টাকা।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, মংসা চাষের ব্যাপারে যে লোক দেওয়া হয়, তার ভিত্তিটা কি ? কি কি, কত লোক দেওয়া হয় ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোমা :—মংসা চাষের প্রয়োজনীয় জলা ভূমি আছে কি না দেখানো মংসা চাষ করা যায়, সেটা প্রধানতঃ দেখা হয়।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :—লোক দেওয়ার পর সেই লোকের টাকাটা পূরণ করা বা মাছের চাষের জলা বাণ্ডার করেছে কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোমা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা হলো আমার কাছে নেই।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, প্রথমে যে নামটা তিনি বলেছেন, তার জলাশয় কোন জায়গায় কোন জায়গায়, কতটুকু পরিমাণ জলাশয় ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোমা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ওদের বাড়ী সোনাপুরে, বিলানীয়া এবং তাদের মংসা চাষের জলাশয়ের পরিমাণ হচ্ছে ১০ একর।

শ্রীবাবু লস্কর :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, এটা দুইজন কৃষক কি না ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোমা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এরা কৃষক কি কৃষক নয়, এটা প্রশ্ন এখানে আসে না।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, বিলানীয়ার ওয়াটার এরীয়া সার্ভে করা হয়েছে কি না ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোমা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ওয়াটার এরীয়া সার্ভের সঙ্গে সাব-ডিভিশনে ব্যক্তিগত লোক দেওয়া, সেই প্রশ্ন আসে না পদে আমি তার জবাব দিতে পারছি না।

ত্রীনপেন্স চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যদি একথা বলেন যে ওয়াটার এরীয়া কত আছে, জানেন না, কি করে ওয়াটার এরীয়া ডেভলপমেন্টের জগৎ খণ দেওয়া হচ্ছে জানাবেন কি ?

ত্রীনপেন্স চক্রবর্তী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ওয়াটার এরীয়া সার্ভে যেটা সেটা ফিশারী ডিপার্টমেন্ট থেকে করা হয়।

ত্রীনপেন্স চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, ফিশারী করার জন্য জগৎ খণ করা পাবে সেটা কি ফিশারী ডিপার্টমেন্ট থেকে আসে না অথবা কোন ডিপার্টমেন্ট থেকে আসে ?

ত্রীনপেন্স চক্রবর্তী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিভিন্ন জগৎ খণ দেওয়ার থেকে প্রথমে প্রস্তাব আসে।

ত্রীনপেন্স চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এনটা ফিশারী ডেভলপমেন্ট হবে, এর সঙ্গে ফিশারী দপ্তর কোন কোন জড়িত নয় ?

ত্রীনপেন্স চক্রবর্তী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ফিশারী ডিপার্টমেন্ট থেকে জগৎ খণ দেওয়া হয়, সুতরাং ফিশারী ডিপার্টমেন্ট এটার সঙ্গে জড়িত।

ত্রীনপেন্স চক্রবর্তী :—তাহলে ফিশারী ডিপার্টমেন্ট এটা দুইজনকে যে জগৎ দেওয়া হয়েছে, সেই সঙ্গে অগ্রসোদন করেছেন কি না তা হাটের জলা আছে এবং এখানে ফিশারী হতে পারে, সেইরকম রিকম্যান্ডেশন তাদের আছে কি না, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

ত্রীনপেন্স চক্রবর্তী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেই সংগে রিকম্যান্ডেশন থাকে। কারণ হচ্ছে এনট্রিকালচর এক্সপ্লোরেশন অফিসার আছেন এবং কে অফিসার আছেন, তাদের মাধ্যমে সেটা দেওয়া হয়।

ত্রীনপেন্স চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি সেটা উপস্থিত করবেন যে ফিশারী দপ্তর থেকে রিকম্যান্ডেশন দেওয়া হয়েছে সে পিসিকে, দপ্তর বর্মার উন্নয়নকে জগৎ দেওয়া হবে, তার কপি উপস্থিত করবেন কি ?

ত্রীনপেন্স চক্রবর্তী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেই কপি আমার কাছে নেই।

ত্রীনপেন্স চক্রবর্তী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি ডিমান্ড করছি, যে কপি মাননীয় মন্ত্রী রেফার করলেন সেই কপি কাউন্সিলের সামনে উপস্থিত করুন। অনারারবল মিনিষ্টারের কাছে আমি ডিমান্ড করছি।

ত্রীনপেন্স চক্রবর্তী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পার্টি কুলার এই কেসে রিকম্যান্ডেশন আছে, এমন কথা নয়, তবে এটা হচ্ছে প্রসিডিউর, সে কথা আমি বলেছি।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :—মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি, যে দুইজনকে বিলোমোদায় জগৎ দেওয়া হয়েছে, তাছাড়া আর কোন দরখাস্ত ছিল কি না ?

ত্রীনপেন্স চক্রবর্তী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রস্ন্নে ছিল কে কে জগৎ পেয়েছে, আর দরখাস্ত ছিল কিনা সেই তথ্য আমার কাছে নেই।

শ্রী অজয় বিশ্বাস :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে ব্যক্তিকে প্রথমে একবার স্বর্ণ দেওয়া হয়েছে তাকেই আর একবার স্বর্ণ দেওয়া হয়েছে। এই যে একবার স্বর্ণ দেওয়ার পর, সেটা শোধ না হওয়ার আগে আর একবার স্বর্ণ দেওয়ার ভিত্তিটা কি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানানবেন কি ?

শ্রী শৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, দুই কিস্তিতে স্বর্ণ দেওয়ার কথা ছিল। শুভম প্রথম কিস্তির স্বর্ণ দেওয়ার পর তাকে দ্বিতীয় কিস্তির স্বর্ণ দেওয়া হয়েছে। কাজেই নিম্ন যেটা আছে সেটাও ত করা হয়েছে।

শ্রী বিজ্ঞানচন্দ্র দেববর্মা :—ষ্টাড কোয়েস্চান নম্বর ৬৮।

শ্রী মুখময় সেনগুপ্ত :—ষ্টাড কোয়েস্চান নম্বর ৬৮, অর্থ।

প্রশ্ন

১) পোড়াত্তইতে যেহালাবাড়া জঙ্গল যে দাস্তাটি আসারামবাড়ী গিয়াছে, উক্ত দাস্তাটি চলতি আর্থিক বছরে সলিং এবং মেটেলিং করা হবে কি? এবং

২) যদি করা হয়, তাহলে কবে ইহঁতে উক্ত কাজ আরম্ভ হইবে?

উত্তর

১) বর্তমান আর্থিক বছরে এত কাজ করার পরিকল্পনা নাই।

২) কাজটি পঞ্চম পরিকল্পনা কালে করা হবে।

শ্রী বাজুবন রিয়াং :—ষ্টাড কোয়েস্চান নম্বর ২৮৭।

শ্রী শৈলেশ চন্দ্র সোম :—ষ্টাড কোয়েস্চান নম্বর ২৮৭, অর্থ।

প্রশ্ন

১) ১৯৭২ এবং ১৯৭৩-এর অক্টোবর পর্যন্ত কোন গ্রুপে মোট কতটি জলসেচের আর্টিশান টিউবওয়েল খনন করা হয়েছে?

২) এত কাজের জন্য কোন গ্রুপে কত টাকা খরচ হয়েছে?

৩) আর্টিশান টিউবওয়েল খননের জন্য সরকার একজন কৃষককে কি হারে সাবসিডি দিয়ে থাকেন?

উত্তর

১ ও ২। ১৯৭২ সনের ১লা জানুয়ারী থেকে ১৯৭৩ সনের অক্টোবর পর্যন্ত যতটা গ্রুপে আর্টিশান টিউবওয়েল খনন করা হয়েছে, তার গ্রুপ ভিত্তিক হিসাব নিয়ে দেওয়া হল :—

গ্রুপের নাম	লে.চার পাঠপ-এর আর্টিশান টিউবওয়েল	বিশেষ আর্টিশান টিউবওয়েল	খরচের পরিমাণ
চায়ত্ত	২টি		১,৩০০.০০
খোয়াই	১৬৭টি		১,৭৫,৩৩৭.০০
তেলিয়াসুড়া	৩১৫টি		১,৭৪,৪২৩.৬০
জিরাণিয়া	১০০৩টি		৪,৪০,০২৬.৫০
মোহনপুর	১৭১টি	৫৬১টি	১,২৮,৭৪০.০০

বিশালগড়	৭২৪টি	৭২৪টি	৫,১৪,৯৪৭'৮০
মেলাঘর	২৯২টি		২,১২,০০০'০০
বর্গাফা	১৬টি		৩৯,৫০০'০০
রাজনগর	৫টি		২,৯০২'৫০
সাবরম	১০টি		৭২,৯১০'০০

৩) ১৯৭২-৭৩ হুং সনে আর্টিশানওয়েল সম্পূর্ণভাবে সরকারী খরচে করা হয় এবং ১৯৭৩-৭৪ সালে কৃষকদের শতকরা সাড়ে সা আশি টাকা ভূম্মুদী দেওয়া হয়।

শ্রীতাপস দে :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে উদয়পুর রকের জন্য এই বাবতে মোট কত টাকা খরচ করা হয়েছে?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—১৯৭০-৭৩ সালেও ১১শ অক্টোবর পর্যন্ত এত রক-এর জন্য কোন খরচ নাই।

শ্রীতাপস দে :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে উদয়পুর রকের জন্য এই বাবতে খরচ না হওয়ার কারণটা কি?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, য় রকে এই সময়ের মধ্যে বাদ হয় দি পরিকল্পনা দ্বারা জলসেচের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সেজন্য এখানে টিউবওয়েলের ব্যবস্থা স্থগিত করার মত করা যায় নি।

শ্রীতাপস দে :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়-এর যে কি জবাব দিলেন, আমি সেটা বুঝতে পারি নি?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— এত টাকার মধ্যে এত রকগুলিতে টিউবওয়েলের কাজ করা হয় নি?

শ্রীতাপস দে :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, কেন করা হল না, তা জানতে পারি কি?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই রকগুলিতে এই সময়ের আগে ও পরবর্তী সময়ে করা হয়েছিল।

শ্রীতাপস দে :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এই রকের জন্য কোন টাকা ধরা হয়েছিল কিনা?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই রকে জলসেচ করার জন্য টাকা ধরা হয়েছিল।

শ্রীতাপস দে :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এই উদয়পুর রকের আওতায় রকের কাজ করার জন্য বি, ডি, সি, মিটিং-এ অথবা গাও প্রধানদের মাধ্যমে কোনও আবেদন সরকারের কাছে ছিল কিনা এই আর্টিশান টিউবওয়েল করার জন্য?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেটা ছিল।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র বর্ভী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে এই আর্টিশান টিউবওয়েল সব ভায়গাতে ফ্রাক্সেসসহ হয় কি হয় না তা পরীক্ষা নিরীক্ষার ব্যাপারে এবং সেই পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য কোনও বরাদ্দ এই খরচের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত কিনা?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, টিউবওয়েল করার জন্য যে খরচ হয়েছে, এখানে সটাই বলা হয়েছে।

শ্রীপূজা চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে সরকারের এগুলি পরীক্ষা নিরীক্ষা করা কোন আর্থিক বরাদ্দ আছে কিনা?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সরকারী খরচের পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়।

শ্রীপূজা চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তদন্ত করে দেখবেন কিনা যে এখানে যে যে সমস্ত আটশান টিউবওয়েল করা হয়েছে সেসব টিউবওয়েল সিংক এর খরচ যারা আটশান টিউবওয়েল নিয়েছেন, তাদেরও বরাদ্দ পরেতে হয়েছে?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় সাধারণতঃ সাব-সয়েল ওয়াটার আছে কিনা, সেগুলি পরীক্ষা করে দেখার জন্য সরকার নিদিষ্ট পরিমাণে বাবদা গ্রহণ করেন। তবে যদিও কোথাও চাক্ষুণ্যের নিজের উদ্যোগ করে থাকেন, তাহলে তার নিজের খরচ করতে হয়েছে।

শ্রীপূজা চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় অবগত আছেন কি যে এক থেকে লিখিত সাক্ষ্যাদেশ দেওয়া হয়েছে যে ভোমরা যদি আটশান টিউবওয়েল বসাত এবং যদি সাক্ষেসমূলে তত্ব তাহলে অধিকাংশ সরকার থেকে দেওয়া নতুন ভোমাদেশকে সে খরচ বরাদ্দ করতে হবে। এভাবে কাজের কাজের টাকা সেখানে কার ক্রমকদের কাছে হয়েছে এরকের লিখিত সাক্ষ্যাদেশ অতঃপর।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এটা খবর নিয়ে দেখব।

শ্রীপূজা চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ১৯৭২-৭৩ সাল হলে যে যারা আটশান টিউবওয়েল বসিয়েছেন, সিংক এর খরচ তদন্ত করে বরাদ্দ করতে হয়েছে কিনা?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, নিশ্চয়ই বরাদ্দ করেছেন কিনা এটা সংক্ষেপে জানা কিছ জানা নাহি। তবে ১৯৭২-৭৩ সাধারণভাবে সেন্ট পাসেট খরচ সরকারের দেওয়ার কথা, আর পরবর্তী সময় ৮৭৬ পাসেট সাবসিডি দেওয়ার কথা আছে।

শ্রীপূজা চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় তদন্ত করে দেখবেন কি যে অভিযোগটা আমি অনলাইন ১৯৭২-৭৩ সিংক এর খরচ ক্রমকদের কাছে থেকে আদায় করা হয়েছে, এটা সত্য কিনা?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা আমি খবর নিয়ে দেখব।

শ্রীকাল্পদ ব্যানার্জী :— স্যার, এখানে যে সময়ের কথা বলা হচ্ছে, তা হচ্ছে খরার সময় এবং ঐ খরার সময়ে কোন কোন একে অনেক বেশী টিউবওয়েল বসানো হয়েছে আর কোন কোন একে অনেক কম বসানো হয়েছে, এর কারণটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন কি?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় যেখানে প্রথম জলের সম্ভাবনা ছিল, সেখানে তাড়াহুড়া করে ঐ খরা পরিস্থিতিতে যেভাবে করার দরকার ছিল সেটাই ভাবেনই করা হয়েছে এবং পরবর্তী বছরগুলিতে যেখানে আগে দেওয়া সম্ভব হয় নি, সেখানে এখন দেওয়ার চেষ্টা করা হবে।

শ্রীতাপস দে :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে উদয়পুর এবং অমরপুর রকের দাবী ছিল এবং দাবী থাকা সত্ত্বেও কেন করা হল না, এটা দয়া করে জানবেন কি?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এখানে ১৯৭২ সনের জাতসারী থেকে অক্টোবর পর্যন্ত হিসাবটা দিয়েছি। তাড়াহুড়া এখনও তো সেটা কাজ চলছে।

শ্রীতাপস দে :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, ১৯৭০-৭১ সনের অক্টোবরের মধ্যে উদয়পুর এবং অমরপুর রকের বি. ডি. সি. অথবা গাঁও প্রপানদের মাধ্যমে যে দাবী সরকারের কাছে ছিল এবং সেটা দাবী থাকা সত্ত্বেও কেন হয় নি জানাবেন কি? সেটা এখন হচ্ছে কি হচ্ছে না, সেটা কিয়ত আর্থ প্রদান হয়।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেটা সময়ে মেটেরিয়ালসের অভাব ছিল। তাই তাড়াহুড়া করে যখন সেখানে করা সম্ভব হয়েছিল, সেখানেই এড়ানো করা হয়েছে।

শ্রীতাপস দে :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে মেটেরিয়ালসের অভাবে অলগার রকের কাজ বন্ধ হইল না? অথচ উদয়পুর রকের কাজ বন্ধ হইল কেন?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যেখানে যেখানে দান উঠছিল সেখানেই তাড়াহুড়া করে এড়ানো দেওয়া হয়েছিল।

শ্রীতাপস দে :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তদন্ত করে এ ইউনিটের জানাবেন কি কেন হয় না? বা কি কারণে হয় না?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সব জায়গার মধ্যে সব সময়ে ওয়াটার থাকে না, অত্যাধিক তাড়াহুড়ির মধ্যে পরাকাধ করে যে সব জায়গায় পাওয়া গিয়েছে সেটা সব জায়গায়ই দেওয়া হয়েছে। (ইন্টারপোলেশন)

Mr. Speaker :—No, No, you should give chance to some other Members (interruption)

Shri Kalipada Banerjee :—Investigatoin—করা করেন?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—রকের ব্যাপক হচ্ছে।

শ্রীকালীপদ বানার্জী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় সব সময়েই ইনভেস্টিগেশন হয়েছে কি না এবং সব জায়গায় হয়েছে কি না?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেগুলি রক থেকে পরীক্ষা করে যেখানে যেখানে পাওয়া যায় সেখানেই দেওয়া হয়।

শ্রীকালীপদ বানার্জী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় সব সময়েই সব সময়ে রক থেকে কি করে করবে? এর কাছাকাছি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমাদের জানিয়েছেন (ইন্টারপোলেশন) সব সময়ে ওয়াটার সব জায়গায় থাকে না, সত্যি কথা সেটা আমরা মানি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন আগার ইউনিট ওয়াটার বের করার জন্য গভর্ণমেন্ট অব ইন্ডিয়া থেকে একটা বোর্ড তারা করেছেন আর উনি বলছেন রক থেকে করছে?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যেটির কথা বলেছেন সেটি হচ্ছে সার্ভে সম্পর্কে। কিন্তু ব্লক থেকে যে সমস্ত ওভার ড্রু টিউব ওয়েল দেওয়া হয় সেগুলি বোরিং করে করে যেখানে যেখানে পাওয়া যায় সেখানেই দেওয়া হয়। সেটার জন্য অন্য কোন পরীক্ষা তার মধ্যে হয় না।

শ্রীভাপস দে :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানানেন কি উদয়পুর এবং অমরপুর ব্লকে টেই বোরিং হয়েছে কি না?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার খতটুকু জানা আছে—উদয়পুরে ১১টি পরীক্ষা করা হয়েছে।

শ্রীভাপস দে :—তার রেকর্ড কি? পরীক্ষা করে কি পেয়েছেন?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোথাও কোথাও জলের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।

শ্রীভাপস দে :—শ্রাব, মাই পয়েন্ট ইজ ক্লিয়ার। মাননীয় মন্ত্রী মশাই ক্লিয়ার জবাব দিলে। দিস ইজ মাই লাস্ট। মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি যেখানে যেখানে ১১টি পরীক্ষা হয়েছে—তার মধ্যে সাকসেসফুল টিউব ওয়েলগুলি বসান হয়েছে কি না?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেটি বার বার বলেছি। আমি দ্বন্দ্বিতা পাব না (ইন্টারপাশান)

শ্রীভাপস দে :—শ্রাব, আমি আপনাকে কাছে ক্লিয়ার করছি। মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন ১১টি টেই বোরিং হয়েছে। সাকসেসফুল যেগুলি হয়েছে সেগুলি কেন বসান হয় না?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—বসান কেন হয় না? তার সংগে বড় প্রশ্ন জড়িত। তার মধ্যে পাটনের প্রশ্ন রয়েছে, ম্যাটেরিয়েলের প্রশ্ন রয়েছে (ইন্টারপাশান)

মি: স্পীকার :—আপনারা দুইজন এক সংগে কথা বললে কি করে হবে?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—আমি বলছি—যে যে জায়গায় যতগুলি বসান সম্ভব হয়েছে সেগুলি অক্টোবর ১১ পর্যন্ত। তার পরবর্তী সময়েও বসান হচ্ছে।

শ্রীভাপস দে :—মাননীয় মন্ত্রী একটু কথা বার বার বলছেন। শ্রাব, আপনি সাহায্য করুন আমার প্রশ্নের জবাব পেতে। আমি শ্রাব, প্রশ্নটা ধৃত হয়ে করছি ক্লিয়ার হওয়ার জন্য। মাননীয় মন্ত্রী বার বার বলছেন ৩১শে অক্টোবর পর্যন্ত। পরে হয়েছে কি আগে হয়েছে সেটি আমার ক্যোয়েস্টান নয়। মাই ক্যোয়েস্টান ১৯৭২ ইং থেকে ১৯৭৩ ইং ৩১শে অক্টোবর পর্যন্ত যেখানে গ্রুভানা ব্লকে ৪ লাখ টাকা ৫ লাখ টাকা খরচ হয়েছে সেখানে উদয়পুরে কেন হয় না? এটি হচ্ছে আমার প্রশ্ন। লাখ টাকা কি কোটি টাকার ভিন্দা সেটি আমার দরকার নেই। টিউব ওয়েল দিয়ে কি করব শ্রাব? শ্রাব সময়জল পেলাম না এখন কি করব?

মি: স্পীকার :—মাননীয় মন্ত্রী উত্তর দেবেন এটার?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেই সময় সেটা করা সম্ভব ছিল না সেজন্য সেটা করা হয় না।

শ্রীভাপস দে :—ভেগে আনসার শ্রাব, সম্ভব ছিল না, কেন সম্ভব ছিল না। শ্রাব আমার প্রশ্ন যেটা ছিল সেটা ম্যাটার অব ফ্যাক্ট। আগে কটা ব্লকে ৫ লাখ ৭ লাখ টাকা খরচ হয়েছে সেখানে উদয়পুর এবং অমরপুর সম্ভব ছিল না। এটা জেনে শুনেই ইনজাটিস করা হয়েছে অথবা ভেগে আনসার দেওয়া হচ্ছে (ইন্টারপাশান)

মি: স্পীকার :—মাননীয় মন্ত্রী আপনি অগ্রহ করে বলুন যে তদন্ত করে দেখবেন।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেখানে দেওয়া হয় নাট—ইট ইজ এ ফাক্ট। কিন্তু কেন দেওয়া হয় নাট আমি বার বার নলেচি ভাড়াভাড়া করে এগুলি দেওয়া হয়েছে—সব জায়গায় দেওয়া সম্ভব ছিল না। সব জায়গায় ম্যাটেরিয়ালস পৌঁছান সম্ভব ছিল না, ঠিক সময় লেবার পাওয়া যায় নি। এগুলি টাকানিকাল গ্যারান্টি দেওয়া (ইন্টারপান)

মিঃ স্পীকার :—পরে করবেন আপনি। বলুন...

শ্রীঅনিল সরকার :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানানেন কি—এখানে দেওয়া হচ্ছে বিশাল-গড় রূকে ৭০০ ওভার ফ্লোর জন্ম ৫ লাখ টাকা খরচ হয়েছে এবং জিরানীয়াতে ১,০০০ এর জন্ম ৪ লাখ টাকা খরচ হয়েছে। এই খরচের ডিফারেন্সের কারণ কি কম্পার্টেভলি ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, জল সব সময় একই লেয়ারের মধ্যে পাওয়া যায় না সেজন্য পাটপ কোথাও কম লাগে, কোথাও বেশী লাগে এবং খরচের তারতম্য হয়।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই বসন্তে পারবেন কি—এটা কি পরীক্ষা করে দেখেছেন বিশালগড়ে কত গজ নল দরকার হয় এবং জিরানীয়াতে কত গজ নল দরকার হয় এবং এটা ডিফারেন্সটা ক্যাটফায়েড কি না ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সব জায়গায় সমান ড্রিপে জল পাওয়া যায় না...

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—স্যার, আমার প্রশ্নের জবাব পাইনি। আমার প্রশ্ন হচ্ছে গভর্ণ-মেন্ট এটা পরীক্ষা করে দেখেছেন কি না জিরানীয়াতে যত নীচে জল পাওয়া যায় তার থেকে কম নীচে বিশালগড়ে জল পাওয়া যায়। এটা তথ্য গভর্ণমেন্টের কাছে আছে কি না জিরানীয়াতে আগার গ্রাউণ্ড ওয়াটার স্টো অনেক নীচে এবং বিশালগড়ে অনেক উপরে—এটা তথ্য গভর্ণ-মেন্টের কাছে আছে কি না ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, একটা রকের এপারেন্স বলা যেতে পারে প্রত্যেকটা জায়গায় সমান নীচে জল থাকে, তা নয়।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—জিরানীয়ার এভারেস্ট এবং বিশালগড়ের এভারেস্ট মাননীয় মন্ত্রী মশাইয়ের কাছে আছে কি না ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার কাছে এখন নাট।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—এটা ভাউসের সামনে মন্ত্রী মশাই এটা উপস্থিতি করবেন কিনা কোথায় কি এভারেস্ট ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেপারেট কোয়েস্টান করলে এর উত্তর দেব।

মিঃ স্পীকার :—সেপারেট কোয়েস্টান করলে উত্তর দেবেন।

শ্রীঅনিল সরকার :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই এই ওভার ফ্লোর ব্যাপারটা বিশালগড়ে অনেক বেশী হীনীতি হয়েছে, চুরি হয়েছে...

মিঃ স্পীকার :—অনারেবল মেম্বার ইট ইজ নট রিলভেন্ট (ইন্টারপান)

শ্রীমদেবপ্রসাদ চক্রবর্তী :—আমাদের গভর্নমেন্টের টাকা নিয়ে চুরি হয়েছে। ৫ লাখ টাকার মধ্যে ৩ লাখ টাকা চুরি হয়েছে (ইন্টারাপশন)

শ্রীশ্রীশীল ব্রজেন সাহা :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি অমরপুরে ক'টি টেট বোর্ডিং রয়েছে এবং সেগুলি কত টাকা খরচা ছিল ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই তথ্য আমার কাছে এখন নাই।

শ্রীমদেবপ্রসাদ চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই, জম্মুই জলাতে পরীক্ষা করার জন্য আর্টিজেন টিউব ওয়েল খনন করার পর—অর্ধেক কাজ করার পর টিউব ওয়েলগুলি কোথায় চুরি হয়ে গেছে। সেই সম্পর্কে তদন্ত করা হবে কি না ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় স্পীকার শ্রাব, নির্দিষ্ট জায়গার কথা যদি বলেন তাহলে, জম্মুইজলাতে অনেকগুলি ওভার কলো হয়েছে কোন জায়গায় ফোটা যদি বলেন আমি তদন্ত করে দেখবো।

শ্রীমদেবপ্রসাদ চক্রবর্তী :—জম্মুইজলাতে ব্রিটিশ সরকারী পাড়াতে একটা টিউবওয়েল খনন করা হয়েছিল এবং সেই সম্পর্কে জানানো হয়েছিল কিন্তু আজ পর্যন্ত করা হয়নি সেটটা মাননীয় মন্ত্রীমশায় তদন্ত করবেন কি না ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—আগেইতো আমি বলেছি উনার প্রশ্নের কথা হবে।

শ্রীশ্রীশীল ব্রজেন সাহা :—সাপ্রিমেন্টারী স্রাব, মাননীয় মন্ত্রীমশায় তাঁর জবাবে বলেছেন অমরপুরে কতটা টেট রিলিফের কাজ হয়েছে এবং এত খাতে কত টাকা ছিল উনি এখন দিতে পারছেন না। কিন্তু আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই উনি এই হাউসে এইটার জবাব দিবেন কি না যে কত টাকা খরচ এবং কত টাকার টেট রিলিফের কাজ হয়েছে। আর যদি না হয়ে থাকে তার কারণ কি ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশের কথা মাননীয় সদস্য তাপস বাবুর প্রশ্নের উত্তরে আমি বলেছি আর প্রথম অংশটা যদি প্রশ্নটা আলাদা ভাবে করা হয় তাহলে এইখানে জবাব দেওয়া হবে।

শ্রীশ্রীশীল ব্রজেন সাহা :—মাননীয় স্পীকার শ্রাব, আমি আপনার বোলিং চাই এটটা এই প্রশ্নের সংগে জড়িত আছে কি না ? এটটা আলাদা ভাবে প্রশ্ন করার প্রয়োজনীয়তা কি ?

মিঃ স্পীকার :—ঠিক এই প্রশ্নের উপরে বোলিং হয় না, ডিমাণ্ড নোটেশ।

শ্রীতাপস দে :—শ্রাব আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি শ্রাব, যেহেতু এইটা শ্রাব একটা ইম্পোর্টেন্ট বাপার এইটা শ্রাব, আমার শেষ সাপ্রিমেন্টারী—

মিঃ স্পীকার :—আপনি তো বারবার বলছেন যে এইটা আমার শেষ সাপ্রিমেন্টারী

শ্রীতাপস দে :—এটটা একটা মোট ইম্পোর্টেন্ট ইস্যু শ্রাব, যদি সময় দেন শ্রাব আমরা আশংকিত ডিসকাশনের টাইম ডিমাণ্ড করি শ্রাব, এটটার উপরে। এই কোয়েস্টান টার পরে আর সাপ্রিমেন্টারী করা না স্যার।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য এত প্রশ্নের উপরে প্রায় আশ ঘণ্টা আলোচনা হয়েছে।

শ্রীতাপস দে :—স্যার, আরও আশ ঘণ্টায় পারবো কি না জানি না স্যার, তবে স্যার আশ ঘণ্টা ডিমাণ্ড করি স্যার।

মিঃ শীকার্ন :— ওটা আমি পরে বিবেচনা করে দেখবো।

শ্রীবল্লু কুকী :— মাননীয় মন্ত্রী মশায় বলছেন যে অমরপুর বিভাগের অস্পি, তৈদো জায়গাতে কতগুলি বরিং হয়েছে এবং কতকগুলি অভার ফলো দেওয়া হয়েছে এই বিষয়ে মাননীয় মন্ত্রী মশায় কিছু জানেন কি না ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে অমরপুর ট্রেড এবং অস্পিনগরে যে কতটি যে গ্রন্থ উনি করেছেন সেই তথ্য আমার কাছে নেই।

শ্রীবল্লু কুকী :— সান্টিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মশায় পৌছ করে দেখবেন কি না ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য যেহেতু বলেছেন আমি দেখবো।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :— মাননীয় শীকার্ন স্যার, একটা সান্টিমেণ্টারী বরাহি মাননীয় উপমন্ত্রী কি জবাব দিবেন যে পরীক্ষার ক্ষা করার জন্য সরকারী ব্যয় যেটা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে আর্টিজেন টিউবওয়েলের জন্য উনি বলেছেন উত্তরে। পরীক্ষা নিরীক্ষা করার জন্য সরকারী ব্যয়ে এন্ট্রা করা হয়েছে কিন্তু যদি জনসাধারণের কাছে থেকে টাকা নিয়ে সরকারী ব্যয়ে না করে নিয়ে থাকে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য সেইটা বে-আইনি কি না এবং বে-আইনি যারা করেছে তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় বিবেচনা দলের নেতা নৃপেন্দ্র বাবুর প্রশ্নের জবাবে আমি বলছি যে এটা আমি দেখবো যদি এইরকম কিছু হয়েছে কি না ? আইনি কি বে-আইনি এই প্রশ্ন তো এখানে আসে না।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, উনি উত্তরে বলেছেন যে আর্টিজেন টিউবওয়েল খোঁজ করার ব্যাপারের যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে সেইটা সরকারী ব্যয়ে করা হয়েছে। এখন সরকারী ব্যয়ে করা হয়েছে মানে সরকারী খরচে। সরকারী খরচ ছাড়া জনসাধারণের খরচে যেহিঁসা করা হয়েছে সেইটার মধ্যে কে ন ফাক আছে কি না বা সেইটা আইনগত হয় নি, যারা করেছে সেইটার জন্য তাদেরকে শাস্তি দেবেন কি না এবং সেইটা গ্রামের মধ্যে তদন্ত করবেন কিনা, জিরানীয়া রুকে আমি অন্ততঃ একশোটি তিনশোটি নাম বলতে পারবো আর্টিজেন টিউব ওয়েলের জন্য টাকা নেওয়া হয়েছে।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ব্লকে ব্লকে তাদের খরচে সেইগুলি করে কিন্তু কোন কৃষক যদি তার নিজের খরচে সেইটা করে তাহলে সেইটা ফেরত দেওয়ার প্রশ্ন আসে না।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :— ব্লক থেকে যা সংশান করা হয়েছে আর্টিজেন টিউবওয়েল থ্রু গাঁও প্রধান অথবা বি, ডি, সি, থেকে সেই টিউবওয়েলগুলি আর্টিজেন টিউবওয়েলগুলি বসানোর সময়তে কৃষকদের থেকে টাকা নেওয়া হয়েছে কোন ক্ষেত্রে রসিদ দিয়ে আবার কোন ক্ষেত্রে রসিদ ছাড়া এই রকম তিনশো থেকে ৪ শোটি নাম বলতে পারবো এবং তাদের কাছ থেকে যেটা নেওয়া হয়েছে সেইটা বে-আইনি। কাজেই এই বে-আইনি যারা করেছে তাদেরকে শাস্তি দিতে পারবেন কি না এবং কত দিনের মধ্যে করবেন ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আর্টসি বি-আইনির প্রায় নিয়ে নয় আমি সেইটা বলি নি যে সেইটা বি-আইনি হয়েছে। আমি বলছি এই কথা যে যদি নিয়ে থাকে সেইটা আমি দেখবো কেন নেওয়া হয়েছে।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :— মাননীয় স্পীকার শ্রী, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর এই বিষয়ে আমি মহোদয় চাই। কারণ তিনি এই ডিপার্টমেন্টের ইন্সপেক্টর। কাজেই আমি জানতে চাই যে টেনার কাজ থেকে প্রোটেকশন পাবো কিনা। কারণ যারা বরোডে টাকা নিয়েছে যারা, তারা কান্ড এবং তাদের শাস্তি সম্পর্কে করবেন কিনা। নাম চাইলে আমি নিজে নাম দেবো।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এত প্রশ্ন নিয়ে এতটা ব্যস্ত হয়ে গেছে। এতে বি-আইনকারেন যা আছে ১৯৭২ সালে একইকম ছিল। সেখানে সরকারী খরচে সবটাই হতো। ১৯৭৩-৭৪ সালে সরকারী খরচে কিছুটা ৩৭ ভাগ সরকারী আর শার্ট স্ট্রাউসের এখানে ৬২ সের্ট যে কনকরের জমি উদ্ধৃত ৬২ তাকে দিয়ে হয়। উক্ত মধ্যে এই পরীক্ষার ব্যাপারেও এই হারাওয়ারিভাবে সেই খরচটা নেওয়া ৬২। সরকারী খরচ এবং এই খরচ এইটা হারাওয়ারি ভাবে নেওয়া হয়।

শ্রীসমীর বর্মণ :— মাননীয় স্পীকার শ্রী, এত আর্টসি বি-আইনি নিয়ে আর, মাননীয় বিবির দলের সদস্যরা করাপশনের কথা বলেছেন। বন্দাগত একে এবং অগাধ একে আর, কাজেই আমি এখানে বলছি আর, এইটা সি, বি, আইর তদন্ত করা চোক সাব, মাননীয় মন্ত্রীর কাছে থেকে আশ্বাস চাই। অনেক এলাকাতে এবং আমার এলাকাতেও করাপশন আছে স্যার, এবং যত্নপ্রবাহ। যটা বলেছেন এইট এটি কার সাব, বাজেট এইটা সি, বি, আইকে দিয়ে তদন্ত করা হলে কিনা ট্যাক্স গভার্নমেন্টকে না দিয়ে আমি জানতে চাই।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— প্রশ্নটা ছিল স্যার, ১৯৭৩-৭৪ সালে অর্ডার প্রিন্ট বসানো হয়েছে কেন কোন একে তার হিসাব, তার মধ্যে এটা আসে না, কিন্তু তার মধ্যে যদি প্রস্তাব আসে এই প্রস্তাবের উপস্থিতি হয় না।

শ্রীসমীর বর্মণ :— সার্টিফিকেট স্যার, এইটা মাননীয় মন্ত্রীমশায় বিচার করবেন না। আর, এইটা সম্পূর্ণ আপনি এখন বিচার করবেন, এই নিয়ে আগে অনেক কারচুপির অভিযোগ এই চাইসে এসেছে আর, কাজেই কারচুপি কোথায় হয়েছে স্যার, সেইটাকে তদন্ত করা হবে কিনা এবং সি, বি, আইকে দিয়ে তদন্ত হবে কিনা?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সম্পর্কে যদি স্পষ্টভাবে কোন অভিযোগ আসে তাহলে বিবেচনা করে দেখা হবে।

শ্রীসমীর চৌধুরী :— সার্টিফিকেট স্যার, যতগুলি এলাকায় এই সমস্ত অর্ডার ফ্রো টিউবওয়েল পাঠপ বসানো হয়েছে তার প্রায় অর্ধেকটাই এখন নেই, এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রীমশায় তদন্ত করে দেখবেন কি?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেইটা হচ্ছে একটা সাপোর্টেশন যে প্রায় অর্ধেকটাই, কাজেই যখন কনক্রিটসি কোথায় কি হয়েছে বলা হবে, বলা হলে নিশ্চয়ই সেইটার তদন্ত করা হবে।

: ত্রিসমীর চৌধুরী :— স্যার, আমি নির্দিষ্ট ভাবে বলছি মতিমপুরের—

ত্রিসমীর বর্ণণা :— আমি নিজে জানি স্যার, আমার নিজের নলেভ আছে স্যার, করাপ্ট প্রেক্ষিত প্রত্যেকটা জায়গাতে হচ্ছে কাজেই আমি নিজে ভিলগেশন এনেছি স্যার, উনি এইটার উপর ভরসা রাখেন কি না আমি জানতে চাই।

ত্রিশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেটাতো আমি বলেছি যে প্রত্যাবার্তা আসলে সেইটা প্রদত্ত করা হবে।

ত্রিসমীর বর্ণণা :— এহ সম্পর্কে তদন্ত করবে কিনা আমি বলছি স্যার, আমি নিজে জানি যে এইটা হচ্ছে স্যার, আমি নিজে বলছি স্যার, সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে এহ করাপশনের কথা বলছি স্যার।

ত্রিশৈলেশ চন্দ্র সোম :— উনি যদি করাপশনের কথা জানেন সেই সম্পর্কে অভিযোগ আনলে আমি নিশ্চয়ই তদন্ত করে দেখবো।

ত্রিসমীর বর্ণণা :— এইটাতো এখানে প্রায় আসে না স্যার, আমি বলছি স্যার, আর্টিকলার এই ক্লিনিমটকে কারচুপির অভিযোগ বিভিন্ন মাননীয় সদস্যদের কাছ থেকে এসেছে স্যার, কাজেই এহ আর্টিকেল টিউন ওয়েল যখন বসে নো হয়েছে স্যার, প্রত্যেকটা জায়গা থেকে করাপশনের অভিযোগ এসেছে এবং আমি নিজে জানি স্যার, এহ কাউন্সে দাঁড়িয়ে বলছি স্যার, আমার উদ্দেশ্যে কি অভিযোগ পেশ করণো, এইটা সি.বি. অফিসে দিয়ে তদন্ত করা হবে কিনা আমি জানতে চাই।

ত্রিনপেন্স চক্রবর্তী :— এখানে দেখা যাচ্ছে পোয়ার্ড ব্লক থেকে আমিও একই অভিযোগ করেছি, ক্রিমিনাল কোর্ট থেকে মিঃ মজুমদার অভিযোগ করেছেন, বিলাসগড় ব্লক থেকে মিঃ বসু অভিযোগ করেছেন, সোনানুড়া থেকে মিঃ চৌধুরী অভিযোগ করেছেন। প্রত্যেকটা মেম্বর দায়িত্বশাল। অত্যন্ত গুরুতর অভিযোগ। ক্রিমিনাল জুরি নিয়ে চুনি জুজুরি হচ্ছে। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করব যে এর গুরুতর অন্ততন করে তাঁরা এই সম্পর্কে যেটা এখানে দাবী উঠিয়েছেন, সি, বি, অর্থাৎ তদন্তধীন বা অন্য কোন রকমের নিরপেক্ষ তদন্ত করুন, ভিডাটিমেন্টাল নাই, এই সম্পর্কে একটা স্পষ্ট প্রতিশ্রুতি দিন।

ত্রিশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সম্পর্কে সি, বি, আই, তদন্ত চলে কিনা এটা বলা যেতে পারে না এখানে এক্ষুনি। তবে মাননীয় সদস্যরা যে সমস্ত অভিযোগ করেছেন সেগুলি তদন্ত করে দেখা যাবে।

ত্রিনপেন্স চক্রবর্তী :— সি, বি, আই, না হলে বিধানসভার কমিটি করুন। এটাতো আপনারা করতে পারেন। তাঁরা যাক, গিয়ে দেখুন।

ত্রিশৈলেশ চন্দ্র সোম :— কিভাবে সেই তদন্ত হবে সেটা সরকার যথাসময়ে সিদ্ধান্ত নিবেন।

মিঃ স্পীকার :— ত্রিনপেন্স চক্রবর্তী।

ত্রিনপেন্স চক্রবর্তী :— ষ্টার্ড কোয়েস্চন নম্বর ৪৭৬।

ত্রিক্রিশৈলেশ চন্দ্র দাস :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রশ্ন নং ৪৭৬।

প্রশ্ন

- ১) আগরতলা সত্বে পৌর নিকাচনের জন্য গত এক বৎসরে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে?
- ২) এই নিকাচন অনুষ্ঠানের জন্য সময়সূচী স্থিরভাবে ধার্য হয়েছে কিনা?
- ৩) না হইয়া থাকিলে তার কারণ?

উত্তর

- ১) ১৯৬১ ইং সনের পৌর নিকাচন বিনি ১৯৭২ ইং সনের বংগীয় পৌর ত্রিপুরা সংশোধনী আইনের পরিপেক্ষিতে সংশোধন করা হইয়াছে।
- ২) না।
- ৩) প্রাথমিক কায়ামত সম্পন্ন করিয়া অচিরে যথাসম্ভব নিকাচন অনুষ্ঠান করা হইবে।

শ্রীমুন্সে চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে শেষ নিকাচনটা আগরতলায় কোন্ সনে হয়েছিল?

শ্রীকিতীশ চন্দ্র দাস :— ১৯৫৫ ইং সনে মিউনিসিপ্যালিটি সুপারসেসনে যায়।

শ্রীমুন্সে চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে ১৯৫৫ থেকে ১৯৭৪ ১৯/২০ বছর সময় লাগে কিনা এটা প্রস্তুতির জন্য? একটা ইলেকশান করতে ১৯ বছর লাগে কিনা?

শ্রীকিতীশ চন্দ্র দাস :— ১৯৭০ ইং সনের ১১ ডিসেম্বর তারিখে ত্রিপুরা বিধান সভায় বংগীয় মিউনিসিপ্যাল (ত্রিপুরা সংশোধনী) বিল পাশ হয়েছে। তারপর এটা রাষ্ট্রপতির অনুমোদন লাভ করে ১৯৭১ ইং জানুয়ারি মাসে। এর পর থেকে এটা সংশোধিত আইনে নিকাচন অনুষ্ঠানের জন্য আরও কি কি ব্যবস্থা নেওয়া যায় তার জন্য বিধি প্রণয়ন করার জন্য আইন দপ্তর আমরা ওটা পাঠিয়েছি। আইন দপ্তর থেকে মিউনিসিপ্যালিটির অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের কাছে একটা পসড়া বিধি তৈরী করার জন্য পাঠিয়েছি।

শ্রীমুন্সে চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি অবগত আছেন যে এমন কি জুজিলিয়াল কমিশনসের কোর্ট পর্যন্ত বলেছে যে নিকাচন তাত্ত্বিকভাবে উচিত?

শ্রীকিতীশ চন্দ্র দাস :— সেজন্যই আমরা যে যে কথা বললাম এইগুলি গ্রহণ করছি।

শ্রীমুন্সে চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে নিকাচন করার জন্য কয়জন কর্মচারীকে এর প্রস্তুতির জন্য আলাদাভাবে নিয়োগ করা হয়েছে?

শ্রীকিতীশ চন্দ্র দাস :— আলাদাভাবে নিয়োগ করার প্রশ্ন এখানে আসেনা। কারণ নতুন আইন যে সংশোধন করা হয়েছে তার জন্য একটা নিকাচন বিধির খসড়া করার জন্য বলা হয়েছে। সেটার খসড়া পেলেই আমরা করব।

শ্রীমুন্সে চক্রবর্তী :— কোন্ কোন্ বিষয়ের উপর বিধি না থাকায় এটা নিকাচনটা দেরী হয়ে যাচ্ছে?

শ্রীকিতীশ চন্দ্র দাস :— নিকাচনের একটা বিধি থাকে। সবগুলি এখন আমার কাছে নাট।

শ্রীমুপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানেন যে ইলেকট্রেল রোল আমাদের আগরতলা সড়কের আছে এবং ইলেকট্রেল রোল রিভাইজড করতে হয় প্রায় ইলেকশনেট, এমন কি যিনি ইলেকশনেও দেখা গেছে যে এক মাসের বেশী সময় গাণে না ?

শ্রীকীৰ্ত্তীশ চন্দ্র দাস :— সেট ইলেকট্রেল রোল অস্থায়ী আমাদের ভোটের লিষ্ট হবে। সেট ভোটের লিষ্টের তালিকা নতুনভাবে প্রণয়ন করে তারপর ওয়ার্ডের সীমানা ঠিক করা তারপর তপশীল উপজাতির জন্য সংরক্ষিত আসন হবে কি হবে না, নির্বাচনের তারিখ ঠিক করা এবং নির্বাচন কবে হবে ঘোষণা করা ইত্যাদি অনেক ব্যাপার আছে।

শ্রীমুপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে এই সমস্ত ব্যাপারের প্রত্যেকটাতে কলস দরকার হয় কিনা ? ডিভিশন অব ইলেকট্রেল কলসের জন্য আলাদা কোন কলসের দরকার হয় কিনা ?

শ্রীকীৰ্ত্তীশ চন্দ্র দাস :— এইগুলি কলসের মধ্যে থাকা দরকার।

শ্রীমুপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি তিনি কি ভেবে বলছেন এটা কোন রাজ্যে আছে ?

শ্রীকীৰ্ত্তীশ চন্দ্র দাস :— কলস প্রত্যেক রাজ্যেই আছে।

শ্রীমুপেন্দ্র চক্রবর্তী :— স্যার, ইলেকট্রেল কলস অ্যাম্পেলের যা আছে মিউনিসিপালিটিতেও তা একই কলস প্রযোজ্য হতে পারে। তারজন্য কি আলাদা কলস তৈরী করতে হবে ?

শ্রীকীৰ্ত্তীশ চন্দ্র দাস :— নতুন এলাকাও সংযোজিত হবে। সেজন্য এটার দরকার আছে।

শ্রীমুপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে এই কলস ফ্রেম আপ করা এবং অন্যান্য প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য আর কয় বছর সময় তাদের লাগতে পারে ?

শ্রীকীৰ্ত্তীশ চন্দ্র দাস :— যতদূর সম্ভব আমরা তাড়াতাড়ি করার চেষ্টা করছি।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীমু কুকী :

শ্রীমু কুকী :— কোয়েন্টান নাম্বার ১২২।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, প্রশ্ন নং ৭০ -।

প্রশ্ন

১) অমরপুর যতনবাড়ী থেকে শিলাছড়ি রাস্তা যেটেলিং এর কাজ শক্ত করা কতভাগ কম্পলিট হইয়াছে ; এবং

২) কাজ শেষ হইতে যদি বিলম্ব থাকে তার কারণ কি ?

উত্তর

১) অমরপুর হইতে যতনবাড়ী (১৬.৭৪ কি. মি.) পর্যন্ত রাস্তার অংশের সোলিং ও যেটেলিং এর কাজ ইতিপূর্বেই সম্পূর্ণ হইয়াছে এবং এখন কাজ চলিতেছে। যতনবাড়ী হইতে করবু (৮.৩৭ কি. মি.) পর্যন্ত প্রথম অংশের রাস্তার যেটেলিং এখনও শেষ হয় নাই যদিও উক্ত কাজের জন্য প্রয়োজনীয় ইট সরবরাহ বোল আনা সম্পূর্ণ হইয়াছে। করবু হইতে জলায় পর্যন্ত (৮.৩৭ কি. মি.) যেটেলিং বোল আনা শেষ হইয়াছে। রাস্তার বাকী অংশ জলায় হইতে শিলাছড়ি একটি হুদিনে মটর চলার উপযুক্ত গ্রাম্য রাস্তা। এই অংশের উন্নতির জগ বর্তমানে কোন সম্ভ্রী নাই।

২) প্রয়োজনীয় সংখ্যক বোড বোলায়ের অভাবে এবং যে সব বোড বোলায় আছে সেইগুলি ডাইকের মত অন্যান্য কাজে নিয়োজিত থাকায় যেটেলিং এর কাজ শেষ করা যায় নাই।

শ্রীমূপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, এই রাস্তার কাজটা কবে দেওয়া হয়েছিল কন্ট্রাক্টরকে? কোন বছর?

শ্রী এস. এম. সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কবে দেওয়া হয়েছে সেই সম্পর্কে আমার এখানে তথ্য নেই।

শ্রীমূপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি এটা অবগত আছেন, এই রাস্তার কাজ পাঁচ বছরেরও আগে দেওয়া হয়েছে এবং সেখানে মেটেল ইত্যাদি রাস্তার পাশে পড়ে আছে?

শ্রী এস. এম. সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছি, রোড বোলায়ের অভাবে কাজটা শেষ করা সম্ভব হয়নি। উত্তমধ্যে রোড বোলায় অন্য জরুরী কাজে নিয়োজিত হওয়ায় এই কাজটা পুছিয়ে গেছে।

শ্রীমূপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, ওরবুক—জলেশ্বর গভর্ণমেন্টের একটা বিরাট সীম আছে এবং এই রাস্তাটা না থাকতে কোন গার্ডী যাতায়াত করতে পারতেন না?

শ্রী এস. এম. সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কাজটা জরুরী মনে করেই এই রাস্তার কাজে হাত দেওয়া হয়েছিল, এবং অনেকগুলি অগ্রসর হয়েছে, কেবল এই অসুবিধার জন্য শেষ করাটা সম্ভব হয় নাই।

শ্রী: স্নীকার :— শ্রীঅভিরাম দেববর্মা।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :— কোয়েন্সান নম্বার ৭২৯।

শ্রী এস. এম. সেনগুপ্ত :— কোয়েন্সান নম্বার ৭২৯।

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরা সরকার আগরতলা সড়ক উপবর্ত্তের বন্যা নিরোধের জন্য সম্প্রতি কোন কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন কি?

২) যদি বর্ষা থাকেন, ঐ পরিকল্পনা রূপায়নের ফলে কয়টি পরিবার ঐ এলাকা থেকে উচ্ছেদ হবে এবং সরকারকে বত্ৰ ক্ষতিপূরণ দিতে হবে?

উত্তর

১) মন্ত্রী মহাশয়, সরকার আগরতলায় বন্যা নিরোধের জন্য একটা পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন যাচাই লক্ষ্য চল চাওড়া ও কাটাখাল নদীর জলশোষ সজ্জার করা।

২) প্রায় ১০০টি পরিবার ঐ এলাকা থেকে স্থানান্তরিত হওয়া সম্ভব। যেহেতু জমি খাস করার নিষিদ্ধাবস্থা সম্পন্ন হয়নি, ঠিক বত্ৰ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে চাইবে তাহা এই মুহুর্তে বলা সম্ভব নয়।

শ্রীমূপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি এই পরিকল্পনা যাতে প্রাচ্যাত্যাত হয় এবং বিকল্প কোন পরিকল্পনা নেওয়া হয়, এই সম্পর্কে কোন প্রতিবেদন সরকার পেয়েছেন কি না?

শ্রী এস. এম. সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সম্পর্কে প্রতিবেদন ছিল এবং এটা আজকের নয়, এটা অনেক আগের। সেই সম্পর্কেও আমরা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখেছি, তাতে যে পরিকল্পনার কথা সেই সময়ে উল্লেখ করা হয়েছিল, সেই পরিকল্পনা গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। তার কারণ লেভেলিং এর যে অবস্থা—চাওড়া নদী বিংশ কাটাখালের সংগে যে লেভেলিং আছে, সেটা ঐ জায়গা থেকে উঁচু বলে, চল প্রবাহিত হবে জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা যাতে সজ্জার করা যায়, সেইদিকে নজর দেওয়া হয়েছে।

শ্রীমূপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, এই সম্পর্ক বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেওয়া হয়েছে কিনা এবং যদি নেওয়া হয়ে থাকে, তাহলে কি ধরনের বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেওয়া হয়েছে?

শ্রী এস. এম. সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেওয়া হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মধ্যে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের লোকও আছেন এখানকার বিশেষজ্ঞ দ্বারা আছেন, তাঁরাও দেওয়াছেন, দেওয়া সাব্যস্ত হয়েছে যে এই দিকটুকু বলাইতে এদিক দিয়ে করা সম্ভবতর হবে।

শ্রী নৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মহা মহাশয়, কি দ্বারা চলে যে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের যে ডাইরেক্ট পাবলিকেশান আছে সেটা ৩০ টি কপি করে দেওয়া হয়। সেটা নিয়ে কী করা বরেন তাদের মধ্যে বন্টন করে এই পাবলিকেশান দেওয়া হয়েছে।

শ্রী এস. এম. সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, হিলিট বী যেটুকু এখানকার পক্ষে সম্ভব ওটা ভবিষ্যতে করে দেওয়া হবে। এই দিক দিয়ে যাবে কি না। কিন্তু প্রিন্সিপালরা যেটা করা হয়েছে তাতে দেখা যায় এই দিক দিয়ে সম্ভব হবেনা।

শ্রী নৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মহা মহাশয়, কি বাক্যের কারণে যে এই পাবলিকেশন দেওয়া হবে তাতে ৩০ টি কপি দেওয়া হবে। সেটা করে দেওয়া হবে। এই দিক দিয়ে সম্ভব হবে কি না।

শ্রী সুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যদি কী পূর্ণ দিয়ে সম্ভব হতে পারত তাহলে সেটা পূর্ণ দিয়ে দেওয়া হবে। সেটা সম্ভব হচ্ছে না বলেই এই পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

শ্রী নৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মহা মহাশয়, বঙ্গীয় সরকারের যে সংশ্লিষ্ট দপ্তর, তার কাছে এই ডাইরেক্টরশানের যে পাবলিকেশন—তাতে নদাকে অংশ নিয়ে কেনে দেওয়া, এটা প্রকৃষ্টা নদী করা বলাইত পারা যেন কি না, এর বিকল্প পরিকল্পনাটা পারা যেন কি না।

শ্রী এস. এম. সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার যতটুকু খবর আছে, আলোচনা ওঁদের সংগে হয়েছে। যদি মাননীয় সদস্যরা বলেন তাহলে ওঁদের এখানে আসতে বলতে পারি।

শ্রী বিনোদ বিহারী দাস :— মাননীয় মহা মহাশয়, প্রশ্নোত্তরে বলেছেন যে ৩০ টি পরিবারের স্থানান্তরিত হওয়ার আশংক আছে। এটা ভাষ্যগাটা স্থাস করা যায় কি না সেটা, যখন ভাবছেন, তার সাথে এই ৩০ টি পরিবারের প্রপাণ রিচার্জবিলিটেশান যাতে হতে পারে, সেটিকে উদারা চিন্তা করেন কি না।

শ্রী এস. এম. সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছি, কতটা ক্ষতিপূরণ পাবে সেটা সম্পর্কে আমরা সঠিকভাবে বলতে পারছি না তবে পরিবার কতকগুলি এককটেড হবে সেটা সম্পর্কে আমরা বলতে পারি এবং ক্ষতিপূরণ যে পরিমাণ পাবে তাতে যেতো রিচার্জবিলিটেশান হবে।

শ্রী অজয় বিশ্বাস :— মাননীয় মহা মহাশয় জানাবেন কি, এই পাবলিকেশন ফলে ৩০ টি পরিবার যে উচ্ছেদ হবে, তাদের মধ্যে কতকগুলি সুইপার পরিবার আছে এবং তারা আজকে ২০/২৫ বছর বয়সে সেখানে খাস কমিতে বাস করছে, তাদের অগ্রর পুনর্বাসন দেওয়ার ব্যবস্থা হবে কি না।

শ্রী এস. এম. সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যারা সুইপার-এর কাজ করছেন তাদের ব্যবস্থা অল্প রকম।

শ্রী নৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, সুইপার এবং অন্যান্য যারা আনঅথরাইজড অকুপেন্ট, তাদের পুনর্সংস্থির কোন ব্যবস্থা হবে কি না ?

শ্রী এস. এম. সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সুইপার যারা আছে, যেহেতু তারা কাজ করে তাদেরকে প্রণালী অনুযায়ী রাগার দায়িত্ব ডিপার্টমেন্ট-এর রয়েছে।

শ্রী নৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার প্রশ্ন হচ্ছে যারা, এবং যারা আনঅথরাইজড অকুপেন্টস আছে, তাদের পুনর্সংস্থির ব্যবস্থা হবে কি না ?

শ্রী এস. এম. সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটি সম্পর্কে আমাদের অন্য পরিকল্পনা আছে, যারা লাগুন্স আছে, তারা সেই ক্ষেত্রে যেতে পারেন।

মিঃ স্পীকার : - কোম্পানি আইন ইজ ওভার।

শ্রী নৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— সুইপার ছাড়াও যারা আন-অথরাইজড অকুপেন্টস আছেন, ঘরবাড়ি করে নির্দিষ্ট যাবৎ তাদের পুনর্সংস্থির বিকল্প কোন ব্যবস্থা হবে কিনা সেটিই আমি জানতে চাইছি।

শ্রী সুখময় সেনগুপ্ত :— এই সম্পর্কে আমাদের অন্য পরিকল্পনা আছে যারা লাগুন্স আছে, তারা সেই ক্ষেত্রে যেতে পারেন।

Mr. Speaker :— The question hour is over. There are 6 Unstarred Questions. The Ministers may lay on the Table of the House the replies to the Unstarred Questions and also to Starred Questions which were not answered orally.

Hon'ble Members, yesterday, the House gave leave to a motion of NO CONFIDENCE raised by Hon'ble member Shri Nripendra Chakraborty against the Council of Ministers. The House will take up discussion and disposal of the Motion tomorrow, the 29th March, 1974 under Section (3) of Rule 105 of the Rules of Procedure & Conduct of Business in the Tripura Legislative Assembly. The programme for to-morrow (general discussion on the Budget for 1974-75) will be taken up on Monday the 1st April, 1974. The programme for the 1st April, 1974 will be suitably adjusted with the business of the subsequent days.

Leader of the House has agreed to extend the sitting by two hours to enable the Members to participate in the discussion. I hope the House will agree to this extension. The House will sit to-morrow at 11 A. M. and continue upto 7 P. M. with recess of one hour between 1 P. M. to 2 P. M. Total time available for the discussion and decision is 350 minutes of which the Opposition will get 107 minutes including 10 minutes for reply by the mover of the Motion at the conclusion prior to taking decision. The Ruling Party..

will get 175 minutes to reply to the charges on the Motion. I will request the Whips of the Parties to please give me lists showing names and the time that will be taken by each member for discussion on the Motion. All discussion will close 5 minutes before the House concludes its sitting to take a decision by the House on the Motion. The Whips are requested to submit their by lists 12-00 O'clock.

শ্রীমুগেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় স্পীকার শ্রীশ্রী, আমার অনাঙ্খার উপর আলোচনার যে সময়সূচী হয়েছে, এটার আমি তার প্রতিবাদ করছি। এর আগেও এখানে যখন অনাঙ্খা প্রস্তাব একবার উঠেছিল, তখনও আমরা প্রতিবাদ করেছিলাম। কারণ এক দিনের মধ্যে অনাঙ্খা প্রস্তাবের আলোচনায়, না আমরা, না মন্ত্রী মন্ত্রীদের কোন একটা রাষ্ট্রে পারব না। গতবারেও দেখা গিয়েছে, অনেক মাননীয় মন্ত্রীরও বলেছেন যে আমাদের এত কম সময় দেওয়া হয়েছে যে আমাদের পূর্বে বক্তৃতা আমাদের ডিসক্রেস রাখতে পারবে না এবং আমাদের সদস্যরাও অত্যন্ত এগ্রিভেড, যে ত্রুটিতে করে একটা অনাঙ্খা প্রস্তাবকে এভাবে পাশ করিয়ে নেওয়ার চেষ্টা, এটা কোন ভাবসম্মত নয়। নিয়ম আছে যেতেই এটা একটা অনাঙ্খা প্রস্তাব, সেভাবে বক্তৃতা রাখার ব্যবস্থা যারা প্রদান করেছেন তাদেরকে দিতে হবে এবং যাদের বিরুদ্ধে আনা হয়েছে তাদেরকে তাদের ডিসক্রেস-এ বক্তৃতা রাখার ব্যবস্থা দিতে হবে। কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে অনাঙ্খা ব্যবস্থা মত এক দলীয় সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়েছে। নিয়ম আছে যে প্রয়োজন হলে বিজনেস এন্ড ডেভাউসসহী কমিটিতে যাওয়া হবে, কিন্তু সেই এন্ড ডেভাউসসহী কমিটিতে যাওয়া হয়নি। নিয়ম আছে লন্ডার অব দি হাউস, লন্ডার অব দি অসজিসানের সংগে আলোচনা করে এবং অ্যান্ড পাটিভুলস সদস্যদের সংগে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। সেখানে লন্ডার অব দি অসজিসান লন্ডার অব দি হাউসকে ভাবভাণে জানিয়েছেন যে একদিনের আলোচনায় আমরা রাজী নই। তারপরেও দেখা যাচ্ছে মাননীয় স্পীকার সেই এক দলীয় সিদ্ধান্ত জোর করে চাপাচ্ছেন এমন একটা ব্যাপারে যেখানে লন্ডার অব দি হাউসের বিরুদ্ধে এই প্রস্তাব। এটা অত্যন্ত গুরুতর ক্রিয়। যে আমাদের বিরুদ্ধে যে প্রস্তাব, সেটা যাতে কম আলোচনা হয়, যাতে কম সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ চার্জসাঁট তারা এখানে উপস্থিত না করতে পারে, যাতে এটাকে গ্যালোটিন করা যায়। এই রকম একটা সিদ্ধান্ত আমরা মানতে রাজী নই। মাননীয় স্পীকার যদি সিদ্ধান্ত করে থাকেন কালকের মধ্যেই আলোচনা শেষ হবে এবং ভোট হবে আরও দুই ঘণ্টা সময় বাড়িয়ে দিয়ে তাহলে খুবই দৃষ্টের সংগে আমাকে বলতে হচ্ছে যে সেই আলোচনায় আমরা বিরোধী দল অংশ গ্রহণ করতে পারব না। সোমবার করুন, ১০ দিনের মধ্যে যে কোন দিন করুন, যে কোন দুইদিন করুন, আমাদের কোনও আগন্তিকী নাই। রুলসে আছে ১০ দিনের মধ্যে করতে হবে। মাননীয় লন্ডার অব দি হাউস বলেছেন—প্রধান মন্ত্রী আসছেন, আমরা হস্ত থাকব, অনেক যেসব চয়তো থাকতে পারবে না। আমি সেখানে এই কথা বলেছি যে সোমবার করুন, মঙ্গলবার করুন অথবা বুধবার করুন ১০ দিনের মধ্যে এই কথা বলেছি যে সোমবার করুন, মঙ্গলবার করুন অথবা বুধবার করুন ১০ দিনের মধ্যে করলেই হয়। কাজেই এর বিরুদ্ধ প্রস্তাব আমরা মানতে রাজী নই। আমাদেরকে কোন পুরা-পুরি বক্তব্য রাখার সুযোগ দিতে রাজী নয়, এই যদি মাননীয় রুলিং পাটি সিদ্ধান্ত করে থাকেন এবং অনাবেরাল স্পীকারও যদি এই রুলিং দেন, তাহলে দৃষ্টের সংগে বলতে হচ্ছে যে

[illegible]

இருவரும் திருவருளில் ஈடுபட்டிருந்தார்கள். — 1964 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் 15-ம் நாள் இவர்கள் இரண்டுவரும் இறந்தார்கள்.

[illegible]

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84

കു. ൧൧൫ 1൧൪ 1൫൭ ൧൦൧211൩ ൭2൧1 ൧1൫൧11൩ ൧1൫൧11൩:- 11൫1൫ ൧1൫11 ൧1൫11

1. சி. ஜெ. ஜெ. ஜெ. - ஜெ. ஜெ. ஜெ. ஜெ. - : ஜெ. ஜெ. ஜெ. ஜெ.

[illegible][illegible][illegible]

(1) (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) (n) (o) (p) (q) (r) (s) (t) (u) (v) (w) (x) (y) (z) (aa) (ab) (ac) (ad) (ae) (af) (ag) (ah) (ai) (aj) (ak) (al) (am) (an) (ao) (ap) (aq) (ar) (as) (at) (au) (av) (aw) (ax) (ay) (az) (ba) (bb) (bc) (bd) (be) (bf) (bg) (bh) (bi) (bj) (bk) (bl) (bm) (bn) (bo) (bp) (bq) (br) (bs) (bt) (bu) (bv) (bw) (bx) (by) (bz) (ca) (cb) (cc) (cd) (ce) (cf) (cg) (ch) (ci) (cj) (ck) (cl) (cm) (cn) (co) (cp) (cq) (cr) (cs) (ct) (cu) (cv) (cw) (cx) (cy) (cz) (da) (db) (dc) (dd) (de) (df) (dg) (dh) (di) (dj) (dk) (dl) (dm) (dn) (do) (dp) (dq) (dr) (ds) (dt) (du) (dv) (dw) (dx) (dy) (dz) (ea) (eb) (ec) (ed) (ee) (ef) (eg) (eh) (ei) (ej) (ek) (el) (em) (en) (eo) (ep) (eq) (er) (es) (et) (eu) (ev) (ew) (ex) (ey) (ez) (fa) (fb) (fc) (fd) (fe) (ff) (fg) (fh) (fi) (fj) (fk) (fl) (fm) (fn) (fo) (fp) (fq) (fr) (fs) (ft) (fu) (fv) (fw) (fx) (fy) (fz) (ga) (gb) (gc) (gd) (ge) (gf) (gg) (gh) (gi) (gj) (gk) (gl) (gm) (gn) (go) (gp) (gq) (gr) (gs) (gt) (gu) (gv) (gw) (gx) (gy) (gz) (ha) (hb) (hc) (hd) (he) (hf) (hg) (hh) (hi) (hj) (hk) (hl) (hm) (hn) (ho) (hp) (hq) (hr) (hs) (ht) (hu) (hv) (hw) (hx) (hy) (hz) (ia) (ib) (ic) (id) (ie) (if) (ig) (ih) (ii) (ij) (ik) (il) (im) (in) (io) (ip) (iq) (ir) (is) (it) (iu) (iv) (iw) (ix) (iy) (iz) (ja) (jb) (jc) (jd) (je) (jf) (jg) (jh) (ji) (jj) (jk) (jl) (jm) (jn) (jo) (jp) (jq) (jr) (js) (jt) (ju) (jv) (jw) (jx) (jy) (jz) (ka) (kb) (kc) (kd) (ke) (kf) (kg) (kh) (ki) (kj) (kk) (kl) (km) (kn) (ko) (kp) (kq) (kr) (ks) (kt) (ku) (kv) (kw) (kx) (ky) (kz) (la) (lb) (lc) (ld) (le) (lf) (lg) (lh) (li) (lj) (lk) (ll) (lm) (ln) (lo) (lp) (lq) (lr) (ls) (lt) (lu) (lv) (lw) (lx) (ly) (lz) (ma) (mb) (mc) (md) (me) (mf) (mg) (mh) (mi) (mj) (mk) (ml) (mm) (mn) (mo) (mp) (mq) (mr) (ms) (mt) (mu) (mv) (mw) (mx) (my) (mz) (na) (nb) (nc) (nd) (ne) (nf) (ng) (nh) (ni) (nj) (nk) (nl) (nm) (nn) (no) (np) (nq) (nr) (ns) (nt) (nu) (nv) (nw) (nx) (ny) (nz) (oa) (ob) (oc) (od) (oe) (of) (og) (oh) (oi) (oj) (ok) (ol) (om) (on) (oo) (op) (oq) (or) (os) (ot) (ou) (ov) (ow) (ox) (oy) (oz) (pa) (pb) (pc) (pd) (pe) (pf) (pg) (ph) (pi) (pj) (pk) (pl) (pm) (pn) (po) (pp) (pq) (pr) (ps) (pt) (pu) (pv) (pw) (px) (py) (pz) (qa) (qb) (qc) (qd) (qe) (qf) (qg) (qh) (qi) (qj) (qk) (ql) (qm) (qn) (qo) (qp) (qq) (qr) (qs) (qt) (qu) (qv) (qw) (qx) (qy) (qz) (ra) (rb) (rc) (rd) (re) (rf) (rg) (rh) (ri) (rj) (rk) (rl) (rm) (rn) (ro) (rp) (rq) (rr) (rs) (rt) (ru) (rv) (rw) (rx) (ry) (rz) (sa) (sb) (sc) (sd) (se) (sf) (sg) (sh) (si) (sj) (sk) (sl) (sm) (sn) (so) (sp) (sq) (sr) (ss) (st) (su) (sv) (sw) (sx) (sy) (sz) (ta) (tb) (tc) (td) (te) (tf) (tg) (th) (ti) (tj) (tk) (tl) (tm) (tn) (to) (tp) (tq) (tr) (ts) (tt) (tu) (tv) (tw) (tx) (ty) (tz) (ua) (ub) (uc) (ud) (ue) (uf) (ug) (uh) (ui) (uj) (uk) (ul) (um) (un) (uo) (up) (uq) (ur) (us) (ut) (uu) (uv) (uw) (ux) (uy) (uz) (va) (vb) (vc) (vd) (ve) (vf) (vg) (vh) (vi) (vj) (vk) (vl) (vm) (vn) (vo) (vp) (vq) (vr) (vs) (vt) (vu) (vv) (vw) (vx) (vy) (vz) (wa) (wb) (wc) (wd) (we) (wf) (wg) (wh) (wi) (wj) (wk) (wl) (wm) (wn) (wo) (wp) (wq) (wr) (ws) (wt) (wu) (wv) (ww) (wx) (wy) (wz) (xa) (xb) (xc) (xd) (xe) (xf) (xg) (xh) (xi) (xj) (xk) (xl) (xm) (xn) (xo) (xp) (xq) (xr) (xs) (xt) (xu) (xv) (xw) (xx) (xy) (xz) (ya) (yb) (yc) (yd) (ye) (yf) (yg) (yh) (yi) (yj) (yk) (yl) (ym) (yn) (yo) (yp) (yq) (yr) (ys) (yt) (yu) (yv) (yw) (yx) (yy) (yz) (za) (zb) (zc) (zd) (ze) (zf) (zg) (zh) (zi) (zj) (zk) (zl) (zm) (zn) (zo) (zp) (zq) (zr) (zs) (zt) (zu) (zv) (zw) (zx) (zy) (zz)

[illegible]

110 213

[illegible][illegible]

। दि॥दि कृ॥दि षः॥दि क॥दि षक षादि॥दि षादि॥दि

[illegible]

()

କୃତଜ୍ଞ, ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ ଓ ନିରାଶ୍ରୟ ନୁହେଁ ବାଲି ଶାଳ ଗଛ ଓ ଶାଳା ଗଛ - ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ

10110-12190) & the 10110-12190.

இவ்வாறு தந்தை அவர்கள் தமது பிள்ளைகளை வளர்த்து வந்ததைப் பற்றி அவர்கள் மனம் மிகவும் வருத்தமாக இருந்தது. அவர்கள் தமது பிள்ளைகளை வளர்த்து வந்ததைப் பற்றி அவர்கள் மனம் மிகவும் வருத்தமாக இருந்தது.

ଉତ୍ତର ଗୁଜରାଟ - ୧୫/୦୫/୨୦୧୭

10136121000) 10:4.56 102012

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84

MR. SPEAKER—THIS IS A FACT.

[illegible]

1. 2019 10/10/19 12/10/19 13/10/19 14/10/19 15/10/19 16/10/19 17/10/19 18/10/19 19/10/19 20/10/19 21/10/19 22/10/19 23/10/19 24/10/19 25/10/19 26/10/19 27/10/19 28/10/19 29/10/19 30/10/19 31/10/19 1/11/19 2/11/19 3/11/19 4/11/19 5/11/19 6/11/19 7/11/19 8/11/19 9/11/19 10/11/19 11/11/19 12/11/19 13/11/19 14/11/19 15/11/19 16/11/19 17/11/19 18/11/19 19/11/19 20/11/19 21/11/19 22/11/19 23/11/19 24/11/19 25/11/19 26/11/19 27/11/19 28/11/19 29/11/19 30/11/19 1/12/19 2/12/19 3/12/19 4/12/19 5/12/19 6/12/19 7/12/19 8/12/19 9/12/19 10/12/19 11/12/19 12/12/19 13/12/19 14/12/19 15/12/19 16/12/19 17/12/19 18/12/19 19/12/19 20/12/19 21/12/19 22/12/19 23/12/19 24/12/19 25/12/19 26/12/19 27/12/19 28/12/19 29/12/19 30/12/19 31/12/19 1/1/20 2/1/20 3/1/20 4/1/20 5/1/20 6/1/20 7/1/20 8/1/20 9/1/20 10/1/20 11/1/20 12/1/20 13/1/20 14/1/20 15/1/20 16/1/20 17/1/20 18/1/20 19/1/20 20/1/20 21/1/20 22/1/20 23/1/20 24/1/20 25/1/20 26/1/20 27/1/20 28/1/20 29/1/20 30/1/20 31/1/20 1/2/20 2/2/20 3/2/20 4/2/20 5/2/20 6/2/20 7/2/20 8/2/20 9/2/20 10/2/20 11/2/20 12/2/20 13/2/20 14/2/20 15/2/20 16/2/20 17/2/20 18/2/20 19/2/20 20/2/20 21/2/20 22/2/20 23/2/20 24/2/20 25/2/20 26/2/20 27/2/20 28/2/20 29/2/20 30/2/20 31/2/20 1/3/20 2/3/20 3/3/20 4/3/20 5/3/20 6/3/20 7/3/20 8/3/20 9/3/20 10/3/20 11/3/20 12/3/20 13/3/20 14/3/20 15/3/20 16/3/20 17/3/20 18/3/20 19/3/20 20/3/20 21/3/20 22/3/20 23/3/20 24/3/20 25/3/20 26/3/20 27/3/20 28/3/20 29/3/20 30/3/20 31/3/20 1/4/20 2/4/20 3/4/20 4/4/20 5/4/20 6/4/20 7/4/20 8/4/20 9/4/20 10/4/20 11/4/20 12/4/20 13/4/20 14/4/20 15/4/20 16/4/20 17/4/20 18/4/20 19/4/20 20/4/20 21/4/20 22/4/20 23/4/20 24/4/20 25/4/20 26/4/20 27/4/20 28/4/20 29/4/20 30/4/20 31/4/20 1/5/20 2/5/20 3/5/20 4/5/20 5/5/20 6/5/20 7/5/20 8/5/20 9/5/20 10/5/20 11/5/20 12/5/20 13/5/20 14/5/20 15/5/20 16/5/20 17/5/20 18/5/20 19/5/20 20/5/20 21/5/20 22/5/20 23/5/20 24/5/20 25/5/20 26/5/20 27/5/20 28/5/20 29/5/20 30/5/20 31/5/20 1/6/20 2/6/20 3/6/20 4/6/20 5/6/20 6/6/20 7/6/20 8/6/20 9/6/20 10/6/20 11/6/20 12/6/20 13/6/20 14/6/20 15/6/20 16/6/20 17/6/20 18/6/20 19/6/20 20/6/20 21/6/20 22/6/20 23/6/20 24/6/20 25/6/20 26/6/20 27/6/20 28/6/20 29/6/20 30/6/20 31/6/20 1/7/20 2/7/20 3/7/20 4/7/20 5/7/20 6/7/20 7/7/20 8/7/20 9/7/20 10/7/20 11/7/20 12/7/20 13/7/20 14/7/20 15/7/20 16/7/20 17/7/20 18/7/20 19/7/20 20/7/20 21/7/20 22/7/20 23/7/20 24/7/20 25/7/20 26/7/20 27/7/20 28/7/20 29/7/20 30/7/20 31/7/20 1/8/20 2/8/20 3/8/20 4/8/20 5/8/20 6/8/20 7/8/20 8/8/20 9/8/20 10/8/20 11/8/20 12/8/20 13/8/20 14/8/20 15/8/20 16/8/20 17/8/20 18/8/20 19/8/20 20/8/20 21/8/20 22/8/20 23/8/20 24/8/20 25/8/20 26/8/20 27/8/20 28/8/20 29/8/20 30/8/20 31/8/20 1/9/20 2/9/20 3/9/20 4/9/20 5/9/20 6/9/20 7/9/20 8/9/20 9/9/20 10/9/20 11/9/20 12/9/20 13/9/20 14/9/20 15/9/20 16/9/20 17/9/20 18/9/20 19/9/20 20/9/20 21/9/20 22/9/20 23/9/20 24/9/20 25/9/20 26/9/20 27/9/20 28/9/20 29/9/20 30/9/20 31/9/20 1/10/20 2/10/20 3/10/20 4/10/20 5/10/20 6/10/20 7/10/20 8/10/20 9/10/20 10/10/20 11/10/20 12/10/20 13/10/20 14/10/20 15/10/20 16/10/20 17/10/20 18/10/20 19/10/20 20/10/20 21/10/20 22/10/20 23/10/20 24/10/20 25/10/20 26/10/20 27/10/20 28/10/20 29/10/20 30/10/20 31/10/20 1/11/20 2/11/20 3/11/20 4/11/20 5/11/20 6/11/20 7/11/20 8/11/20 9/11/20 10/11/20 11/11/20 12/11/20 13/11/20 14/11/20 15/11/20 16/11/20 17/11/20 18/11/20 19/11/20 20/11/20 21/11/20 22/11/20 23/11/20 24/11/20 25/11/20 26/11/20 27/11/20 28/11/20 29/11/20 30/11/20 31/11/20 1/12/20 2/12/20 3/12/20 4/12/20 5/12/20 6/12/20 7/12/20 8/12/20 9/12/20 10/12/20 11/12/20 12/12/20 13/12/20 14/12/20 15/12/20 16/12/20 17/12/20 18/12/20 19/12/20 20/12/20 21/12/20 22/12/20 23/12/20 24/12/20 25/12/20 26/12/20 27/12/20 28/12/20 29/12/20 30/12/20 31/12/20 1/1/21 2/1/21 3/1/21 4/1/21 5/1/21 6/1/21 7/1/21 8/1/21 9/1/21 10/1/21 11/1/21 12/1/21 13/1/21 14/1/21 15/1/21 16/1/21 17/1/21 18/1/21 19/1/21 20/1/21 21/1/21 22/1/21 23/1/21 24/1/21 25/1/21 26/1/21 27/1/21 28/1/21 29/1/21 30/1/21 31/1/21 1/2/21 2/2/21 3/2/21 4/2/21 5/2/21 6/2/21 7/2/21 8/2/21 9/2/21 10/2/21 11/2/21 12/2/21 13/2/21 14/2/21 15/2/21 16/2/21 17/2/21 18/2/21 19/2/21 20/2/21 21/2/21 22/2/21

[illegible]

শ্রীঅখয় সেনগুপ্ত :—যেখানে বলা হচ্ছে দুই দিন সময়ের দরকার হচ্ছে তার সময়ের জন্য সেই সময়টা যদি এক দিনের মধ্যেই দেওয়া যায় তাহলে উরা রাজি হবেন না কেন? ও খটা বাড়তি সময় যদ ৪ খটা সময় দিতে হয়, ৪ খটা সময় দিতেও রাজি আছি।

শ্রীমুপেন্দ্র চক্রবর্তী :—এটা যুক্তকালীন অবস্থা নয়। এটা হিউমানিটা পসিবল নয় এটা কি যুক্তকালীন অবস্থা যে সারা রাতি ধরে মিটিং করতে হবে?

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য এটা যুক্ত কালীন অবস্থা নয়...

শ্রীমুপেন্দ্র চক্রবর্তী :—তাহলে এটা কি হচ্ছে স্যার, আমি আপনাকে চিন্তা করতে বলছি। আমরা অফিস হাউসে দেখেছি প্যারলিমেন্টও দেখেছি যে তার যে টাইম টেবল সেটা এক্সটেণ্ড হয় : অনেক সময় ৩ দিন ৫ দিন ৫ দিন এক্সটেণ্ড হয়। কিন্তু আমাদের এখানে আমরা দেখছি যে রালিং পাটি, ৫ দিন বললে ৫ দিনই—তার মতো যতই আশ্রয় ৫ দিনের মধ্যেই সেট কে করতে হবে। আমি কিছুতেই এটা বুঝতে পারছি না আমরা দুই দিন কেন আরও এক্সটেণ্ড করতে পারব না আমাদের সেশনে? কেন পারব না? যদি প্যারলিমেন্ট পারে যদি অফিস বিধান সভায় পারে—কেন আমরা এখানে সারা রাতি চলবে? কেন আমরা দুই দিন এক্সটেণ্ড করতে পারব না আমাদের সময়? আমি তো এই কথা বলছি না কাল প্যাটিক—তার অধিবেশন আছে আমরা নিশ্চয়ই দেখব। প্রধানমন্ত্রী আসছেন অস্ত্রবিধা আছে মঙ্গলবার করুন বুধবার করুন যে কোন সময় করুন আমরা সেই দিক থেকে রিজেনবল।

শ্রীঅখয় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিজনেস শেষ না হলে দিনের শেষে ৮টা—৯টা পর্যন্ত অধিবেশন চলে আমরা দেখেছি। প্যারলিমেন্টও দেখেছি...

শ্রীমুপেন্দ্র চক্রবর্তী :—জরুরী অবস্থা?

শ্রীঅখয় সেনগুপ্ত :—জরুরী অবস্থার দরকার পাবে না। একটা বিশেষ ইস্যুর উপর নো কনফিডেন্স মোশান এসেছে। আমি মনে করি এর শুরু হয়েছিল (ইন্টারাপশন) সময় বেশী দিতে চাই (ইন্টারাপশন) মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, অফিস জায়গায় ৮টা ৯টা পর্যন্ত চলতে পারে। এখানে আমরা একদিন পারব না এটা আমি বুঝতে পারছি না। জরুরী—যেখানে নো কনফিডেন্স মোশান এসেছে সেখানে আমরা একদিন ৮টা পর্যন্ত চালাতে পারব না এটা চলতে পারে না। (ইন্টারাপশন)

শ্রীঅনিল সরকার :—শুরুর শনিবার করা ঠিক (ইন্টারাপশন)

মিঃ স্পীকার :—কথাত একটু হচ্ছে (ইন্টারাপশন) এক দিনেই দুই দিনের ফল পাওয়া যাবে (ইন্টারাপশন)

শ্রীঅনিল সরকার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা সম্ভব নয়। শনিবার হবে না কেন?

মিঃ স্পীকার :—এটা প্রশ্ন করতে পারেন না। অনেক জায়গায় হচ্ছে। অনেক হাউসে হচ্ছে ৮টা ৯টা পর্যন্ত আলোচনা হয়েছে পশ্চিম বংগেও হয়েছে (ইন্টারাপশন)

শ্রীমুপেন্দ্র চক্রবর্তী :—শনিবার হবে না কেন (ইন্টারাপশন)

মিঃ স্পীকার :—আমি আশা করি (ইন্টারাপশন—ভয়েস—আশা করি চলবে না)

শ্রীভদ্রিত মোহন দাশগুপ্ত :—এটা করুন—তারপর ৮ফ এন আওয়ার সময় আছে। সেই সময় মাননীয় স্পীকার চিন্তা করে দেখুন। (ইন্টারাপশন)

**STATEMENT BY THE CHIEF MINISTER REGARDING 23
PURCHASE OF RAJLAXMI TEA ESTATE**

শ্রী স্পীকার :—আধ ঘণ্টা পর (ইন্টারপাশন) লিডার অব দি হাউসএর কি অপিনিয়ন?

শ্রী দেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—আধা ঘণ্টা পর এই আলোচনাই হবে। আমরা কালকের মধ্যেই শেষ করতে চাই...

শ্রী নৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—স্বাভাবিক করে জানেন, স্পীকার কি চিন্তা করবেন (ইন্টারপাশন) লিডার অব দি হাউস আছেন তিনি বলতে পারেন (ইন্টারপাশন)

শ্রী দেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, চীফ স্পীকার অব দি হাউস দায়িত্ব নিয়েই বলছি (ইন্টারপাশন)

শ্রী নৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—দায়িত্ব নিতে পারেন আপনি নাট (ইন্টারপাশন)

শ্রী সুরেন্দ্র সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এইটা আপনার উপর ছেড়ে দিতে পারি, ঐ একই কথা ঘুরফিরে আসবে আমরা একটা দিনের মধ্যে শেষ করতে চাই। ওয়া বলছে দুইটা দিনের মধ্যে শেষ করবে! এবং এইটার জন্য যদি আধ ঘণ্টা সময় বেশী লাগে তাহলে সেইটা চিন্তা করে চিক করবেন তাহলে আপনি আধ ঘণ্টা সময় দিতে পারেন।

শ্রী স্পীকার :— তাহলে আমি এইটা রিসেসেব পরে বলবো

On 26-3-74 Hon'ble member Shri Nripendra Chakraborty given a notice of motion intending to have a statement from the Chief Minister on the question of purchase of land of Rajlaxmi Tea Estate by the Govt. The motion was admitted. I would now request Hon'ble Chief Minister to make a statement.

শ্রী সুরেন্দ্র সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সম্পর্কে স্ট্যাটমেন্ট করার আগে আমার একটা বক্তৃতা রয়েছে যে প্রকটের আবেদন করার অনেক সুযোগ এই হাউসের সামনে রয়েছে তথাপি যেহেতু স্পীকার এই মোশন টাকে আডমিট করেছেন সেই হেতু আমাকে স্ট্যাটমেন্ট করতে হচ্ছে। ত্রিপুরার মোট ৫৮টি চা বাগানের মধ্যে ১৮টির ক্ষেত্রে ১১৬০ হেক্টর টিএল, আর ৮ এবং এল, আর. ১৩৬ ব্যাক্তি এক-এর দ্বারা অনুযায়ী আদেশ জারি করা হয়েছে এবং অজ্ঞা ৫টি বাগানের বেলায় ১৩৮ নং দ্বারা অনুযায়ী আদেশ বহাল করা হয়েছে। এই সম্পর্কে যেখানে জরীপ ও বন্দোবস্ত সংস্থার সুপারিশ রয়েছে, এই সুপারিশ ছিল দুর্ভাগ্যবশত পর্যায়ক্রমে খচরা প্রকাশের পরে যখন বিভিন্ন অভিযোগের সন্ধান চলে তখন দলিল পত্রের যথেষ্ট পরিবর্তন সাধিত হয়। অতঃপর জমি ও বন্দোবস্ত অধিকর্তাকে নির্দেশ দেওয়া হয় যে অভিযোগের সন্ধানের পরেই যখন তাঁর সুপারিশের অনুবর্তন করেন যাতে প্রশাসনের ক্ষেত্রে ১৩৬ ব্যাক্তির ক্ষেত্রে দ্বারা অনুযায়ী আদেশ দেওয়া সম্ভব হয়। তদানুযায়ী উক্ত অধিকর্তার পক্ষে ১৮টির ক্ষেত্রে মোট ৫৬টির ক্ষেত্রে তার সুপারিশ প্রেরণ করেন এবং ১৩৬ ব্যাক্তির এক-এর দ্বারা অনুযায়ী ব্যবস্থা গৃহীত হয়। বাকী দশটির ক্ষেত্রে খচরা প্রকাশের পর্যায়ে রয়েছে। ১১৬০ হেক্টর টি. এল. আর. এবং এল, আর. বিধির ২১১ নং দ্বারা অনুযায়ী সুখ্যাতি

ভূমি রাজস্ব ও বন্দোবস্ত অধিকর্তা টি. বোর্ডের অধিকর্তা এই তিন জনের দ্বারা গঠিত একটি তদন্ত কমিটি প্রত্যেকটা চা বাগানের বেসায় যথাযথ তদন্ত করে তাদের সুপারিশ প্রশাসকের কাছে ১৩৬ আর্কেইব এন. বাগায় হুডাস্থ ঘানেশ জি বি হওয়া বশুে পূর্ণ করেছেন। যেহেতু টি বোর্ডের অধিকর্তা অল্পদক্ষিত ছিলেন তাই যথাযথ বিধান অংশ দেওয়া সম্ভব হয় নি। টি বোর্ডের অধিকর্তার মনোনীত বাস্তবিক তদন্ত করে বর্তমান কমিটি গঠিত হয়েছে। রাজ্যের মুখ্যসচিব যিনি শুরুতে কান কর্তে বাধ্য থাকেন তাব বশে ট্রান্সন কমিশনার মিন শিল্প সচিব ও বর্তমান কমিটির অধ্যক্ষ মনস্ত হিসাবে মনোচিত হয়েছেন। বস রদাট মৌজার অন্তর্ভুক্ত রাজস্বগামী চা বাগানের মালিকের নামে মোট ১৩৫.১১ একর জমি নিয়ে ১৯৬৩-৬৪ সালে খচরা প্রকাশের দলিলাদি থেকে জানা যায়। সর্কলেশ হিসেবটির ভিত্তিতে চা বাগানের বর্তমান নিম্নরূপ— পতিত ছাড়া জায়গা প্রানটেশন এরিয়া ১৩৫.১১, ভিটি ১১.৮৯, নালক ৩৬.৬, টীলা ১২.৩৯, বাস্ত ৫৭.৩, হোবা ৩৪, বিল ২৫.৬, বাল ৩২.৭, নাল ৩৬.৩। জি. মির আবেদন অনুযায়ী উক্ত চা বাগানের ৩৩৩.৬ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয় এবং ২৩-৩-৭৩ ইং তারিখে তা ও. এন. জি. মিরকে দিয়ে দেওয়া হয়। ২৫ বছর একটি মামলা নিষ্পত্তি না হওয়ায় ঘোষণা থাকা সত্ত্বেও দেওয়া সম্ভব নয় নি। বাকী জমির মধ্যে ১১.১৩ একর পটিকল স্থাপনের জন্য অধিগ্রহণ করা হয়েছে এবং ১৩৬ আর্কেইব এন. এর ১৯৬৭ টি. এল. আর ও. এল. আর আর্কেইব এই ধারা মতে যথাযথ প্রা. থাকলেও জি.অমবেস্ত মুখোপাধ্যায় ১,১২, ৩৯-৭৩ সময়সী পাবেন এই মন্তব্য সচকাবে ১-৩-৭৩ তারিখে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। যে বিভাগের জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে তা বিভাগকে বিশেষ দেওয়া হয়েছে যে তারায়ন সমস্তকার কাছে পূর্ণোক্ত মূল্যের অর্থ জমা দেন এবং সচর মন্তব্য প্রা.মকে জমি অধিগ্রহণ আর্টনের ৮৭ ধারা মতে উক্ত বিভাগকে প্রত্যাহারিত করবে বিশেষ দেওয়ার জন্য। এইখানে একটা প্রশ্ন আছে, প্রশ্নটা হলো যে কমিটি প্রানটেশন দেওয়ার সময়ে, যে প্রানটেশন করা হয়, সেসকাল আমি সেই দিন তাইস উদ্ভিষ্ট ছিলাম না। নুপেক্স বাপু সেই সময়টা ছিলেছিলেম। য চা বাগানের অধিগ্রহণ করা যায় না। অর্ডায়েউকেলি সেইটা গভার্নমেন্টের উপরেও অর্থ বহন যদি চা বাগান কেউ না করতে চায়। তাহলে সেখানে আর্কেইজিশন করার অর্থটা কি? আমি যতটুকু শ্রমের মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মাননীয় বিহারদী দলের নেতার বক্তব্যটা শুনছি তাই ছিল এবং তার মধ্যে তিনি অনেকখানি কবপশান দেখেছেন। অন্য লিপ্য বসে, আমি যতটুকু জানি এখন পর্যন্ত কনকর্গড নই। সেখানে প্রশ্ন হলো যে একজন অমরেন্দ্র মুখার্জী কনফারেন্সের যেখানে নুপেক্স বাপু বাড়ী সেখানেই এই জমি তিনি বিক্রি করতে চেয়েছেন। এখানে বিক্রি করতে চাওয়ার ব্যাপারে প্রশ্ন উঠে তাহলে তার চা বাগান থাকে না যে বাগানের উনি একটা প্রশ্ন রেখেছেন আর একটা পোর্শন ডেডে দিচ্ছেন কিন্তু আমাদের দিক থেকে অন্তর্দৃষ্টি হলো যে এইটা আমাদের লাভ যিকর্ম এ্যাক্ট অফিসারী রিটেনশনের একটা ক্ষমতা আছে। এখানে রিটেনশন কর্তৃক উনি রিটেনশন করতে পারবেন সংগত ভাবে যেটা সর্কর্কে তার উপর সেইটা রিটেনশন করবেন কোন এর-দ্বারা রিটেনশন করবেন, বক্তব্য পর্যন্ত সেইটা ফাইনালাইজ না আছে ততক্ষণ পর্যন্ত এই অধি-গ্রহণ করা কিংবা কমপেনসেশন দেওয়ার প্রশ্ন উঠে না। কাজেই এখানে এই রকম পাউ টুট বা কবপশন এই প্রশ্ন এখন পর্যন্ত দেখা দেয় নি। জানি না, পরে সেনদেন কার সংগে

হবে। কারণ অনেক সময় দেখা যায় অনেককে বাড়ীতে বাতায়ানত করতে। আমি এখানে নাম করতে চাই না। যাই হোক অধিগ্রহণের প্রস্তুতি এসেছে কারণ এন, জি, সি, বলেছে যে তাদের জমির দরকার। এখন যদি রিটেনশানের জমি ড্রিলিং এরিয়াতেই হয় তাহলে আমরা অ্যাড-য়েড করতে পারব না। আর যদি সেই অ্যারিয়াটা রিটেনশান এরিয়ার মধ্যে না পড়ে তাহলে তিনি কমপেনসেশান পাবেন না। জুটমিলের ব্যাপরেও আমি এই কথাই বলতে পারি যে কোন জায়গা যদি রিটেনশান এরিয়ার মধ্যে না পড়ে তাহলে কমপেনসেশান পাবে না। এটা অটোমেটিকলী ভেস্টেড হবে গভর্ণমেন্টের উপর। কাজেই অগ্রিম এইরকম একটা আশঙ্কা অথবা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে হাউসের সামনে কোন কথা রাখা বোধ হয় ঠিক হবে না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই কথাটা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে আমি আলোচনা শুমেছি। আমি কনফার্ম হই নাই যে এই ধরনের আলোচনা হয়েছিল কিনা।

শ্রীমুখ্য চক্রবর্তী :—স্বার, আলোচনা উনাকে করতে বললে সুবিধা হবে। যদি সাপলিমেন্টারী স্টেটমেন্ট করতে চান তাহলে করতে পারেন। আলোচনাটা এই হয়েছিল যে একটি চা বাগান, ল্যাণ্ড রিফর্ম অ্যাক্টের যে সিলিঙ লিমিট, তার থেকে একজম্পশান পায় এবং সেই একজম্পশান অ্যাডমিনিষ্ট্রেটর দেন অন সার্টেন কন্ডিশান। সেকশান ১৭৮(৪) এ আছে—
“When any land in respect of which exemption has been granted under sub-section 1 or sub section 2 of section 3 wishes to be used or is not within the prescribed time used for the purpose for which exemption has been granted, the Administrator may after giving the person affected an opportunity of being heard withdraw such exemption.” এর গলিতার্থ হল যে যদি অ্যাডমিনিষ্ট্রেটর কাউকে সিলিঙ লিমিট থেকে জমি ছেড়ে দেয় তাহলে যে উদ্দেশ্য সেই জমি ছেড়ে দিয়েছে সেই উদ্দেশ্য যদি নির্দিষ্ট একটি সময়ের মধ্যে সাধিত না হয় তাহলে অ্যাডমিনিষ্ট্রেটর সেই জমিকে তার হাত থেকে নিয়ে নিতে পারেন। এখন দেখতে হবে ল্যাণ্ড ইন কোয়েন্সান সেটা কি। ল্যাণ্ড ইন কোয়েন্সান হচ্ছে টি এন্ডেট যেটা আছে সেটি একজম্পশান পড়ে কিনা এবং একজম্পশান পড়ে বলেই এই টি এন্ডেটের সিলিঙ লিমিটের উপর যে জমি সে রেখেছিল অন সার্টেন কন্ডিশান হচ্ছে যে সেখানে আমি বাগান করব। সেখানে যদি বাগান থাকে তাহলে সেটা নেওয়ার কোন প্রশ্ন আসে না। বাগান আছে কিনা তার একটা চিঠি আমি পড়ে দিচ্ছি। ১৪—ব্যাবোর্ণ রোড, ক্যালকাটা—১ পোস্ট বক্স ইত্যাদি। তারা বলছেন যে— ‘We have not received any letter or return from the estate for a number of years’ এবং এটা একজন নয়, এটা একটা কোম্পানী এটা হচ্ছে রাক্সলফী টি কোম্পানী লিমিটেড। এটা দেখা যাচ্ছে ডিরেক্টর বোর্ডে আছেন—এ, মুখার্জী, এস, এম, চ্যাটার্জী, এস, পি, ভট্টাচার্য। এই যে কোম্পানী তার সমস্ত সম্পত্তি যদি একজনে বিক্রী করার চেষ্টা করে তাহলে গভর্ণমেন্টের দেখা উচিত যে এটা একজনের সম্পত্তি কিনা। দ্বিতীয়তঃ এই চা বাগান যদি অনেক বছর ব্যবহৃত পটল তুলে থাকে যেটি এই চিঠি, যে চিঠি লিখেছেন মি: আর, কে, বসু, অ্যাসিস্টেন্ট কন্ট্রোলার অব লাইসেন্স। কাজেই চা যদি উৎপাদন হত তা বোর্ডের জানার কথা এবং তারা বলছেন যে

নাথার অব ইয়ার্স এদের কাছ থেকে আমরা কিছু পাইছি না। তাইলে বুঝা যাচ্ছে চা বাগান নাথার অব ইয়ার্স ব্যবস পটল উঠেছে। কাজেই এটা এই হাউসের উদ্বিগ্ন হওয়ার কারণ আছে। আমি এমন রিপোর্ট পেয়েছি তার, এই বছর তারা টাকা পেয়ে যাচ্ছে। আমি জানিনা এটা হচ্ছে কিনা যে উইদিন দিস কিনালসিয়াল ইয়ার তারা টাকা পেয়ে যাচ্ছে। আমার বক্তব্য হচ্ছে যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী স্যাটিসফাই করবেন যে জমি ভেটেড না আগার দি ল্যাণ্ড রিফর্ম অ্যাট্টের এই ধারা অনুসারে, অ্যাডমিনিস্ট্রার নিয়ে নিয়েছেন কিনা। যদি না নিয়ে থাকেন, কেন নিবেন না? নাথার ওয়ান পয়েন্ট। দ্বিতীয় পয়েন্ট হচ্ছে যে বাগান এক জনের কিনা? সমস্ত কিছু স্যাটিসফাই হয়ে তারপর তার পেমেন্ট হওয়া উচিত।

শ্রীমুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছি যে কমপেনসেশান যেটা দেওয়ার কথা সেটা এখনও দেখা হয় নি ডিসপুট আছে বলে। ডিসপুট মীমাংসা না হয় যদি আমরা অ্যাকোয়ার করি, আমি বলেছি যে রিটেনশানের একটা ক্ষমতা আছে যেটা অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের রিটেনশান রুলে পড়ে যে কতটুকু পর্যন্ত রাখবে। তার একটা ডিমারকেশান করে দেয়। ডিমারকেশান হয়ে গেলে তারপর ঐ জায়গাটাই ওয়া রাখবে না অল্প জায়গা রাখবে সেটা ওদের বক্তব্য। যদি এই জায়গা ছাড়া অল্প জায়গায় রাখে তাহলে অটোমেটিকলী তার এই কমপেনসেশানের টাকা এই কোম্পানী পাচ্ছে না।

শ্রীমুখময় চক্রবর্তী :—ওয়ান মোর সাপলিমেন্টারী ফর ইনফরমেশান। এই যে শ্রীঅমরেন্দ্র মুখার্জী, দেখতে হবে যে তার অল্প জায়গায় জমি আছে কিনা। কারণ যেখানে এক্সেস ল্যাণ্ডের প্রশাসনে তখন এই বাগান শুধু নয়, তার সমস্ত জায়গায়, ত্রিপুরার যে কোন জায়গাতে তার যে জমি আছে, তার টোটাল ল্যাণ্ড দেখতে হবে এবং সেটা তার, খোঁজ করা খুব কঠিন যদি না সেটেলমেন্টে দপ্তর এটা ভাল করে খোঁজ করে। কারণ উনি একজন তালুকদার ছিলেন এবং খুব বড় তালুকদার। কাজেই একজন বড় তালুকদারের কোন কোন জায়গাতে জমি আছে এখানে তার নিজের দখলে দেখে তারপর টোটাল ল্যাণ্ড দেখে, এক্সেস ল্যাণ্ড কতটুকু পেতে পারে এবং সেই এক্সেস ল্যাণ্ড পাওয়ার ব্যাপারেও আমি জানি না আমাদের যে প্রজেক্ট ল্যাণ্ড রিফর্ম বিল পাশ হল তার মধ্যে অ্যাপলিকেশন হবে কিনা তাট উক্ত অ্যানাদার পয়েন্ট। অ্যানি ওয়ে আমাদের সব কিছু চিন্তা করে তারপর কমপেনসেশান পে করতে হবে।

শ্রীমুখময় সেনগুপ্ত :—এই সম্পর্কে আমি আগেও বলেছি আমার যেটা পাওনা আছে সিলিড রাইটের মধ্যে সেটাও পেতে পারে। আর সেটা কোথায় থাকা বা না থাকবে সেটা সেই ঠিক করে নেবে। যদি ঐ জায়গার মধ্যে না হয় তাহলে অটোমেটিকলী টাকা পাবে না। অল্প কোথায়ও আরও জমি আছে কি নেই এটা সম্পর্কে বিবেচনা করে দেখা যেতে পারে এবং কমপেনসেশানের টাকা কে পাবে না পাবে সেটা কোর্ট উইল ডিসাইড।

শ্রী স্মীকার :—I have received the Calling Attention Notice from Shri Anil Sarkar, M. L. A, on the subject—গত ২৬শে মার্চ আগরতলা শহরে বোধকণ্ঠ স্কুলে ও অন্যান্য উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা কেন্দ্রে বিদ্যুত বিভ্রাটের ফলে পরীক্ষার্থী হতাশাজনিত হুর্ভোগ।

I have given consent to the Motion of Shri Sarkar. I would request the Minister-in-charge to make a statement to-day if possible. Otherwise he will kindly give me a date when the Calling Attention Notice will be shown on the Order paper.

শ্রীমতী সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সম্পর্কে আমার বড়টুকু প্রশ্ন আছে, আমি আগে একটা টেটমেন্ট করেছিলাম কেবোসিনের ব্যাপারে হাতিহাতিদের পরীক্ষার জন্ত সব আয়োজ্যমেন্ট করা হয়েছে। তারপরেও যদি কোন টেটমেন্ট করতে হয় তাহলে সোমবারের আগে দেওয়া যাবে না।

Mr. Speaker :—Hon'ble Minister will make a statemant on Monday next.

There is another Calling Attention Notice received from Shri Ajoy Biswas M.L.A. on the subject—সরকারী গোদামে গম না থাকায় রেশনসপ সমূহে গম ও আটা সরবরাহ সম্পর্কে।

I have given consent to the Motion of Shri Biswas. Now I would request the Hon'ble Minister-in-charge of the department to make a statement if possible. Otherwise he will kindly give me a date when the Calling Attention Notice will be shown on the Order paper for a statement.

শ্রীমতী সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে সম্পর্কে কলিং এ্যাটেনশান নোটিশ এসেছে, গম সম্পর্কে, সেই সম্পর্কে আমিও মাননীয় সদস্য-এর সংগে একমত যে গম পাওয়া বাচ্ছিল না কারণ আমায়ের সন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট থেকে এ্যালটমেন্ট হচ্ছিল না। এই সমপর্কে ওয়ারেন্স যেসক আমরা পাঠিয়েছি, পাঠাবার পর আজকে খবর এসেছে ফাইভ হানড্রেড মো ট্রক টন গম এ্যালটমেন্ট করেছে। কাজেই গমের যে অসুবিধাটা সেটা আশা করি দূর হয়ে যাবে।

শ্রীমতী চক্রবর্তী :—অন পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশান। কবে থেকে এই গম আমাদের গো-ডাউনে নেই সেটা জানাবেন কি? যন্ত্রী মহোদয় কি এই টেটমেন্ট করেছেন না আদ্যর টেটমেন্ট করবেন?

মিঃ স্পীকার :—তিনি টেটমেন্ট করেছেন।

Shri Nripendra Chakraborty :—But how he will be to clarify I do not know if he is not prepared. He will not be able to clarify the points if it is raised. He is not prepared.

শ্রীমতী সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সম্পর্কে আমি বলছি আমাদের এখানে এক, সি, আই গো-ডাউনে গম রয়েছে। গম থাকা সত্ত্বেও বেহেতু এ্যালটমেন্ট হচ্ছিল না—গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়া থেকে এ্যালটমেন্ট অর্জাবের দরকার পরে সেইজন্য গমের কিছু শর্টেজ

হয়ে গেছে। এটা গত সাত আট দিন ধরে, অন্ততঃ আমার যতটুকু জানা আছে, আমরা অনুভব করছি এবং আমরা চেষ্টা করছি। গমের এ্যালটমেন্ট যদি এসে যায়, তাহলে আমরা এখান থেকে নিয়ে যেতে পারব, এক, সি, আই গো-ডাউনে যথেষ্ট গম রয়েছে। এ্যালটমেন্ট অর্ডারের কত আমরা অপেক্ষা করেছিলাম।

শ্রীপেন্স চক্রবর্তী :—পরেট অব ক্লারিফিকেশান। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি বলতে পারেন এক, সি, আই গুদাম আগরতলায় আছে, ধর্মনগর আছে, কোন্ গুদামে আছে এবং কত দিন লাগবে সেই গমটা আগরতলায় পৌঁছাতে ?

শ্রীমুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গম আসতে কয়দিন লাগবে না, আজকের মধ্যেই এই গম আনার ব্যবস্থা করতে পারব।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :—মন্ত্রী বলছেন যে, গম আনার ব্যবস্থা আজকের মধ্যেই করব। কিন্তু গমটা এসে পৌঁছাবে কবে সেটা জানাতে পারেন কি ?

শ্রীমুখময় সেনগুপ্ত :—আজকের মধ্যেই পৌঁছাবে।

General Discussion on Budget Estimates for 1974-75

Mr. Speaker :—Next Business of the day is discussion on the Budget Estimates for 1974-75. Now I would call on Shri Chandra Sekhar Dutta.

Shri Nripendra Chakraborty :—But yesterday he was in his leg e. g. Shri Bidya Chandra Deb Barma.

শ্রী স্পীকার :—মাননীয় সদস্য টাইম চান নি। আমার যতটুকু মনে পড়ে আমি উনাকে ১৫ মিনিট সময় দিয়েছি। আজকে আমি আপনাকে আর পাঁচ মিনিট সময় দিচ্ছি। আপনারা আজকে সর্বমোট ১০ মিনিট সময় পাবেন।

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মণ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এখানে বলছিলাম কংগ্রেস দল, বাদেব চেষ্টা নাই, সংবিধান সমপর্কে বাদেব চেষ্টা নাই, তারা এই সমস্ত কর্মকাণ্ডগুলি করে থাকেন। কারণ আমরা শিক্ষা বাজেট যদি দেখি তাহলে দেখব যে বছর বছর আমরা শিক্ষা খাতে যে টাকাগুলি খরচ করি, প্রকৃত শিক্ষার দিক থেকে যদি চিন্তা করি তাহলে দেখব যে বালোয়ারী থেকে আরম্ভ করে গ্রামে যে সমস্ত প্রাইমারী স্কুল, জুনিয়র বেসিক স্কুল, সিনিয়র বেসিক স্কুলগুলি আছে, সেইগুলিতে মাষ্টার আছে কি না, স্কুলঘর আছে কি না। সেইদিকে আমাদের সরকারের লক্ষ্য আছে কিনা আমার সন্দেহ আছে। সেইজন্য এই টাকাগুলি খরচ হয় কিনা আমি জানিনা। আমি কল্যানপুরে ছন থলার একটা বালোয়ারী স্কুলে গিয়েছিলাম, সেই স্কুলে গিয়ে দেখি মাষ্টার আছে, কিন্তু স্কুল ঘর নাই। আর বেসিক স্কুলট্টা দেখলাম ঘর আছে মাষ্টার নাই। ঠিক তরুণ প্রতিটি সিনিয়র বেসিক স্কুলের অবস্থা। গভর্ণমেন্ট স্কুলসে আছে যে সিনিয়র বেসিক স্কুল মাষ্টার বি, এ বিল্ডিং। কিন্তু গ্রামের সিনিয়র বেসিক স্কুলের বিল্ডিং হয়েছে কি ? কোন প্রাথমিক স্কুল সরকার করে দিয়েছেন কি ? যদি করে থাকেন তাহলে কোথায় হয়েছে ? সেইদিক থেকে যদি চিন্তা করে দেখি তাহলে দেখব যে বাজেটটা সম্পূর্ণভাবে সূঠের বাজেট হাড়া আর কিছুই না।

এছাড়া দেখছি যে চিকিৎসার জন্য বাজেটে টাকা ধরা হয়েছে। কিন্তু গ্রামের মানুষ কি এই সরকার থেকে কোন চিকিৎসা পেয়েছে, কোন ডাক্তার পেয়েছে না কোন ডিসপেন্সারী পেয়েছে? বাস্তবে সেই জিনিষটা আমরা দেখতে পাইনা। যে কোন গ্রামে ডিসপেন্সারী বা গ্রাইমারী হেলথ সেন্টার হয়েছে। শুধু তাই নয়, শুধু মানুষের বেলায়ই নয়, গ্রামের মধ্যে পশু চিকিৎসা কেন্দ্র খোলা হয়েছে কিনা তাও আমরা কোন দেখতে পাই না। আমরা দেখছি যে কুকুর পোষার জন্য যেভাবে টাকাকুলি খরচ হয়, ঠিক তরুণ জলের মধ্যে সেই টাকাকুলি খরচ হয়, টাকাকুলি অপব্যয় করে পুলিশের কুকুরকে খাওয়ান হয়, নিজদের পকেটস্থ করা হয় সেই টাকাকুলি, এইভাবে বাজেটের টাকাকুলি ধ্বংস করা হয়। তা না হয়ে গ্রামে স্কুল হত, কিন্তু কেন হয় না? উনারা সেখানে কতকগুলি ক্র্যাশ লাগিয়ে রাখেন। যদি স্কুল করার ইচ্ছা থাকত, এলাকাবাসী যথেষ্ট সচেতন আছেন, উনাদের কাছে অনেক আবেদন নিবেদন করেছে। খোয়াই-সারা পশ্চিম পোয়াইর মধ্যে কোন তাই স্কুল নাই। উনারা সেখানে দলবান্ডী করছেন। মন্ত্রীরা বারবার সেখানে যাচ্ছেন, কিন্তু আমপুরার মত একটা জায়গায় যেটা সড়ক থেকে আট নয় মাইল দূরবর্তী স্থান, বিশেষ করে একটা ট্রাইবেল এলাকা, সেখানে আজ পর্যন্ত একটা হাইস্কুল দেওয়া হল না। এছাড়া দেখছি যে সমস্ত জায়গায়, যেমন ধরুন আমার বাড়ীতে একটা হাইস্কুল দিলেন অথচ মাষ্টার দেন না অথচ টাকা জুরি তরি খরচ হচ্ছে। হাইস্কুল তওয়ার পর দেখি গভর্ণমেন্ট থেকে সেখানে এক পয়সাও খরচ করেন না এমন কি স্কুল ঘরটা পর্যন্ত করে দেন না। গ্রাইমারী স্কুল থেকে আরম্ভ করে হাইস্কুল পর্যন্ত কোন ঘর তাঁরা করে দেন না সরকার থেকে। মুষ্টিমেয় কয়েকজন মাষ্টার দওয়া ছাড়া গভর্ণমেন্টের কোনকিছু করণীয় থাকে না শিক্ষা ব্যাপারেই বলুন, চিকিৎসার ব্যাপারেই বলুন বাজেটে যে সমস্ত টাকা রাখা হয়, সমস্ত টাকাকুলি পকেটস্থ করার জন্য উনারা বাজেট রাখেন। এছাড়া অল্পমত সম্প্রদায়ের উন্নয়ন সম্পর্কে উনারা সংবিধানের মধ্যে ষড় বড় কথা বলে থাকেন, অল্পমত সম্প্রদায়ের জন্য সংবিধানগত উনারা এদের জন্য অনেক কিছু করবেন যতদিন পর্যন্ত না তারা উন্নত সম্প্রদায়ের সমপর্যায়ে আসে, ততদিন পর্যন্ত তাদের সেইভাবে সুযোগ সুবিধা দেওয়া হবে। কিন্তু দিয়েছেন কি? এবং তাদের উচ্ছেদ করার জন্য সমস্ত সুযোগ গ্রহণ করছেন, আরেকদিকে অরণ্যের ঘুম ভেঙেছে, একথাটা সিনেমা দেখিয়ে—কলিকাতা এবং ত্রিপুরায় দেখিয়ে মানুষকে জাগ্রত করে তুলবার চেষ্টা করছেন। কিন্তু বাস্তবে আমরা কি দেখছি অরণ্যের ঘুম জাগ্রত করার জন্য যেভাবে দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। সেই দিকে চিন্তা করে শুধু অরণ্যের মানুষ নয়, আজকে শহরের মানুষও একবারে সবাই বলছে এই সমাজবাদ খুঁটা হ্যাঁ। এই সরকারকে গদিচ্যুত না করা পর্যন্ত আমরা কিছুতেই বাঁচতে পারব না, তাই আজকে বাঁচার জন্য চার দিক থেকে আহ্বান আসছে, ধর্মঘট ইত্যাদি ডাকা হচ্ছে। সেজন্য আমিও এই সরকারকে হসিয়ার করে দিচ্ছি যে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের যখন ঘুম ভাঙছে, তখন তাদের কাছে এই সরকারকে অপরাধী হতে হবে এবং আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই মন্ত্রী সভা থেকে পদত্যাগ করে তাদের বাহির হয়ে আসা উচিত। কাজেই মাননীয় অর্থ মন্ত্রী এখানে যে বাজেট পেশ করেছেন, তাকে আমি সম্পূর্ণরূপে বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

চিত্রশেখর দত্ত :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থ মন্ত্রী মহোদয় ১৯৭৪-৭৫ সালের জন্য যে অর্থ বরাদ্দ এই হাউসের সামনে রেখেছেন, সেটাকে সমর্থন করতে গিয়ে আমি দেখছি যে এই বাজেট দেখে ত্রিপুরার এক শ্রেণীর লোক কিছু হতাশায় পড়ে যাচ্ছে। এবং এই হতাশার শুরু এই বিধান সভাতেও কিছু কিছু পাচ্ছি আর সেই হতাশার সংগে জড়িত আছে যারা, তারা সেই হতাশা রোগে ভুগছেন। এই রোগের চিকিৎসা বড় কঠিন। যারা কালো বাজারী, যারা মজুতদার, যারা দশকে শোষণ করতে চায়, সেই শ্রেণীর লোক এই বাজেট দেখে হতাশা বোধ করবেন। আর আমরা এখানে দেখছি এই শ্রেণীর লোকের সংগে তাদেরও যোগাযোগ আছে যারা সারা বছর ধরে দুই পরমা কামাই করবার জন্য ফন্দিতে ঘুরেন, আর সেই ফন্দি চয়তো অদূর ভবিষ্যতে তাদের বন্ধ হয়ে যাবে এবং সেজন্য তাদের মধ্যে হতাশার রোগ দেখা দিয়েছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থ মন্ত্রী এখানে স্পষ্টভাবে সমস্ত খাতের ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন এবং আমরা দেখছি যে এখানে গ্রামীন অর্থ-নীতির উপর বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয়েছে, আর জোর দিওয়া হয়েছে কৃষির উপর, জোর দেওয়া হয়েছে ত্রিপুরা রাজ্যের বেকারত্ব মোচনের দিকে যাতে এখানে শিল্প কারখানা গড়ে উঠে তার উপর। কাজেই এই বাজেটকে যারা সমর্থন করবেন না বা যারা এই বাজেটের সংগে একমত হবেন না, তাদেরকে আমি ঐ শ্রেণীর সাথে ফেলতে চাই যারা ঐ কালো বাজারী, ঐ মজুতদার, ঐ ব্যবসায়ী, ঐ কোটিপতি ঐ প্রতিক্রিয়াশীল চফের সংগে জড়িত আছেন, কারণ তারা ঐ বাজেটকে সমর্থন করতে পারেন না। আর সাধারণ শ্রেণীর মানুষ এবং সাধারণ শ্রেণীর কৃষক, আর যারা গ্রামের মধ্যে গেটে খায়, সেই মানুষগুলি এই বাজেট পরিকল্পনাতে বের হওয়ার সংগে উত্সুক হয়ে যাবেন। আমরা গ্রামে গিয়ে দেখেছি যে এবারের বাজেটের মধ্য দিয়ে আমাদের মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষার একটা প্রতিফলন পড়ার বিশেষ লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে মাননীয় অর্থ মন্ত্রী স্পষ্টভাবে বলে গিয়েছেন যে কৃষির উৎপাদন যথেষ্ট পরিমাণে বাড়ানো ছাড়াও উৎপাদন ভিত্তিক শিল্প প্রসার এবং বিদ্যুতের উৎপাদন বৃদ্ধি করা গেলে ত্রিপুরার পক্ষে এই হারে অগ্রগতি অর্জন করা সম্ভব হবে। তাই বন ভিত্তিক শিল্প প্রসারের উদ্দেশ্যে বনায়নের জন্য উন্নত ব্যবস্থা অধিক উৎপাদন এবং খাদ্য সংরক্ষণের জন্য কৃষি ও পশু পালন, আরো বিদ্যুৎ শক্তির জন্য গোমতী জল বিদ্যুৎ প্রকল্প সম্পদ বৃদ্ধি ও কর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির জন্য একটি শিল্পায়ন কর্মসূচী জমি চাষের সমস্যা হল উপজাতি ও অগ্রজ সম্প্রদায়ের বিবিধ সমস্যার মোকাবিলা—প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র, পুষ্টি, গ্রামীণ জল সরবরাহ, গ্রামো বাস্তা, গ্রাম বিদ্যুতীকরণ, ভূমিহীনদের জন্য ও বস্তি উন্নয়নের জন্য বাস্তব-কৃষিসহ একটি ন্যূনতম চাহিদা ভিত্তিক কর্মসূচীর রূপায়নের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কাজেই যারা এই জিনিষগুলির উপর লক্ষ্য রাখেন না, যারা শুধু হতাশা রোগে ভোগেন, যারা ভারতের প্রধান মন্ত্রীর বিরুদ্ধে চিৎকার করছেন, তাঁর কর্মসূচীকে বার্থ করে দেওয়ার জন্য এখানে এখানে গিয়ে মানুষের মধ্যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে চান, তাদের মধ্যে ঐ একটি মাত্র রোগ আছে, সেটা হচ্ছে হতাশা রোগ। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেও একবার বলেছি আবার এখনও বলছি যে বাজারে ২০ পরমা দামের একটা ছোট বই পাওয়া যায়, সেটা হচ্ছে পাগলের তিন লক্ষণ এবং সেই বইতে লেখা আছে পাগলের তিনটি লক্ষণ আছে। প্রথম লক্ষণ

দেখা যায় যে পাগল উদাসভাবে রাত্তার রাত্তায় ঘুরে অথবা যে পাগল এলো মেলো ঘুরে বেড়ায় ঠিক স্পষ্ট করে তার মনের কথা প্রকাশ করতে পারে না, এটা হচ্ছে পাগলের প্রথম লক্ষণ এবং এটাকে যদি স্পষ্টভাবে চিকিৎসা করা যায়, বটিকা সেদন করা যায়, তাহলে তার চিকিৎসা হয়। আর পাগলের দ্বিতীয় লক্ষণ হচ্ছে যে পাগল মানুষকে ঢিল ছুড়ে, মানুষকে কামড়াতে যায় অথবা মানুষকে অগণা গরানি করে, সেটা হচ্ছে পাগলের দ্বিতীয় লক্ষণ। তাকেও যদি ভাল ভাবে চিকিৎসা করা যায়, তাহলেও তার চিকিৎসা হয় অর্থাৎ তার ভাল হওয়ার একটা চান্চ আছে। আর যে পাগল মাকে বলে বৌ, বাবাকে বলে শালা, মামাকে বলে কাকা তার পাগলের পূর্ণ লক্ষণ তথ্যেই বলতে হবে, কারণ, তার কোন চিকিৎসা হয় না। তার একমাত্র চিকিৎসা হচ্ছে উন্মাদ আগ্রমে পাঠিয়ে দেওয়া। আজকে যারা ইন্দিরা গান্ধীর সমালোচনা করতে চান যেখানে সারা পৃথিবীর মধ্যে ভারতের একটা নিম্নস্ব ইমেজ আছে, তার বিরুদ্ধেও যারা সমালোচনা করতে চান তাদের মধ্যে পাগলের পূর্ণ লক্ষণ পাওয়া গিয়েছে, তাদেরকে পাগলা গারদে পাঠাতে হবে আর সেখানে না পাঠালে পরে তাদের কোন মতেই চিকিৎসা হবে না। কাজেই বুজুয়া শ্রেণীর যারা কোটিপতিদের সংগে দালালী করছেন, তাদের রোগ মুক্ত হবে না যদি না তাদেরকে গারদে না পাঠানো হয় এবং সেজন্য আমি তাদেরকে সেখানে পাঠাবার কথা বলছি, তাছাড়া তাদেরকে এখনই গারদে পাঠাবার সময় হয়ে গিয়েছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, শিক্ষার খাতে মাননীয় অর্থমন্ত্রী বলেছেন যে এখানে ১,৩৯২টি প্রাথমিক স্কুল, ২০৫টি সিনিয়র বেসিক স্কুল এবং ৮২টি হাই এবং হাইয়ার সেকেন্ডারী স্কুল এট পর্যাপ্ত হয়েছে। তাছাড়া বর্তমান বছরে যাতে শতকরা ৫৭.৫ ভাগ ছেলে মেয়ে স্কুলে লেখাপড়া করার সুযোগ পায়, তারও ব্যবস্থা করা হচ্ছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, যারা বলে যেমন আমি দেখেছি নুপেনবাবু বলেছেন যে ওয়ান ইয়ার ট্রেনিং দিয়ে গ্রামে ডাক্তার পাঠানো উচিত। কিন্তু আমি বলি যেখানে ডাক্তারী পড়ার জন্য ৫ বছরের একটা কোর্স রয়েছে, সেখানে যদি এক বছরের মধ্যেই কটিকে ডাক্তারী শিখিয়ে রোগীর রোগ চিকিৎসা করা হয়, তাহলে সেটা একটা অসম্ভব ব্যাপার হয়ে যাবে। সেখানে গ্রামের কোন উপকার হবে বলে আমি মনে করি না। তারা হয়তো এই সব কথা বলে চিন্তার করতে পারেন, কিন্তু ভাল সাজেশান রাখার মতো তাদের কোন দৃষ্টি আছে বলে আমি মনে করি না। কাজেই বিতর্ক করতে গিয়ে শুধু নাই নাই একটা কথা বলে গিয়েছেন। কিন্তু যে কাজ সরকার থেকে করা হচ্ছে, সেগুলির কথা একটিও তারা বলেন নি বা যেগুলি করা হচ্ছে সেগুলির মধ্যে যে একটিও ভাল কাজ করা হয় নাই, এটা তারা স্বীকার করতে রাজি নয়। তারপরে উনি বলেছেন, কাগজের কল করার জন্য কোন সার্ভে করার দরকার নাই এখনি কাগজের কল চাই, এখনি চাকুরী চাই। কিন্তু সেই চাকুরী দিতে গেলে ইণ্ডাস্ট্রি করতে হবে এবং ইণ্ডাস্ট্রি কার পরিকল্পনাও সরকার নিয়েছেন, কাগজের কল করার প্রচেষ্টাও চালানো হচ্ছে। এখানে মাননীয় মন্ত্রীরা বারবার বলে গিয়েছেন, যে আয়রা জুট মিল করব এবং তার জন্য ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়ে গিয়েছে। তারপর খানদেহরী চিনির কলের কাজ আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। সেখানে ও গ্রামপ্রত্যয়েই হবে। তাই আমি উনাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই, তিনি যে একটা জামা বা সাট গায়ে দিয়েছেন, সেটা কি এখনি তৈরী করে গায়ে দিতে পেরেছেন? তা তো পারেন নি। কারণ তার আগে জামার কাপড় কিনতে হবে, দর্জির কাছে গিয়ে মাপ ঝোক ইত্যাদি দিয়ে আসতে হবে, তারপর দর্জি সেই জামা তৈরী করবে, তারপর তো সেই জামাটা গায়ে পড়া যাবে। কাজেই এতোক কাজের জন্যই কিছু সময় দিতে হবে এবং সেই সময় দেওয়ার দরকার আছে। কিন্তু এটা বোধ হয় তাদের বোধগম্য নয়। সেজন্য আমি বলছিলাম যে তাদেরকে গারদে পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য, কারণ তাদের গারদে পাঠিয়ে দেওয়ার সময় হয়ে গিয়েছে। মাননীয়

উপাধ্যক্ষ মহোদয়, রাস্তার রাস্তার চিংকার করা যায়, কারণ এসব না করলে মানুষকে ভাঙতা দেওয়া বাবে না, যেমন তাদের জ্যোতি বাবু তো বিলোনীয়াতে গিয়ে বলে এসেছেন যে প্রত্যেক বেকারকে সপ্তাহে ৪০ টাকা করে বেকার ভাতা দিতে হবে। কত দিয়েছিলেন—যখন যুক্তফ্রন্ট সরকারে ছিলেন? নানা বকম প্রোগ্রাম দিয়ে, নানা বকম ভাঙতাবাজী করে তো যুক্তফ্রন্ট সরকারে এসেছিলেন, কিন্তু মানুষ যখন আপনাদের সেট ভাঙতাবাজীর ব্যাপার বুঝতে পারল, তখন তো দূরে ঠেলে ফেলে দিয়েছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় মাননীয় সদস্য অনিলবাবু বলেছেন ধনতাত্ত্বিক অর্থনীতি। উনি কি কখনও দেখেন নি যে গত ২৬ বছর ধরে আমরা যে ধনতাত্ত্বিক অর্থনীতি চালিয়েছি, তাদের দেশের কি হয়েছে। একথা বোধ হয় বোধগম্য নয়। সেজন্য এটা কি না ধনতাত্ত্বিক না গণতান্ত্রিক সেটাই তিনি বুঝতে পারেন নি। আজকে যেখানে আমরা জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ করলাম এবং এই সরকার জমির সর্বোচ্চ সীমা যেখানে আগে ৫০ একর ছিল এখন সেটাকে কমিয়ে ১৮ একর করেছে এবং এই ১৮ একর করতে গিয়ে বহু জোতদারকে উচ্ছেদ করতে হয়েছে যাতে করে সাধারণ মানুষের হাতে জমি দেওয়া যায়...

The House stands adjourned till 3 p.m. to-day.

(আফটার ব্রিসেস)

মিঃ স্পীকার :—ব্রিসেস টাইমে আমাদের বিজনেস গ্র্যাডুভাইজারী কমিটির মিটিং বসেছিল। বিজনেস গ্র্যাডুভাইজারী কমিটির রিপোর্ট পরে আসছে—আমি হাউসের অনুমোদন নিয়ে নেব সেট রিপোর্টের। Hon'ble member Chandra Sekhar Dutta may resume his speech.

Shri Chandra Sekhar Dutta :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় যে কথা আমি বলছিলাম জমির উচ্চ সীমা বৈধে দিয়ে এই সরকার সমাজতান্ত্রিক চিন্তার কথা সাধারণ মানুষের উপর প্রতিকলিত করেছে। মাননীয় সদস্য অনিল সরকার ধান সংগ্রহের উপর উনি ব্যঙ্গউক্তি করেছেন। যেটা গ্রামের মাঠে বলা চলে সেটাই তিনি এসেছলীভে বলেছেন। এই সরকার ধান সংগ্রহ করেছে মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত ইচ্ছার উপর খাণ্ড শস্ত উদ্ভূত আছে গ্রামের পঞ্চায়েতের মাধ্যমে ধান সংগ্রহ করা হয়েছে সেখানে কোথাও পুলিশ জুলুমের কিছুই দেখি নাই। জানি না উনি কোন দৃষ্টিকোণ থেকে এই কথা বলেছেন। আমরা দেখছি আজও গ্রামে গ্রামে ল্যাণ্ড রিফর্মের কথা উল্টা ভাবে ভাষা বুঝাচ্ছেন। তারা গ্রামে বলছেন ট্রাইবেল রিজার্ভ উঠে গিয়েছে ট্রাইবেলদের এখান থেকে চলে যেতে হবে ট্রাইবেলদের এই দেশ থেকে চলে যেতে হবে। তার বলছেন ট্রাইবেলদের জন্য যে সংরক্ষিত নির্বাচন এলাকা সেটাও উঠে যাবে। ট্রাইবেল ছেলেদের বোড়িং উঠে যাবে! ট্রাইবেল ছেলেরা লেখাপড়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে। এইভাবে অপপ্রচার তারা গ্রামে গ্রামে করছেন। তেমনই ধান সংগ্রহের ব্যাপারেও তারা অপপ্রচার করে যাচ্ছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গ্রামে রাস্তার উন্নতি হয়েছে এই রাস্তা শুধু কি সহরেই হয়েছে? মাননীয় সদস্য অনিল সরকার কেন বলেছেন জানি না—গ্রামে উনি যান কি না আমি বুঝতে পারি না। আজকে গ্রামে গ্রামে হুদুর পল্লী অকলে গ্রামের রাস্তা সোলিং ম্যাটেলিং হচ্ছে। আমরা দেখছি সাধারণ গ্রাম থেকে লক্ষীছড়া ট্রাইবেল বেল্ট থেকে ম্যাটেলিং হচ্ছে। কলসীতে সোলিং ম্যাটেলিং এর কাজ চলছে। ঐ বৃহস্পতিপু্রে সোলিংয়ের কাজ চলছে। গ্রামের উন্নতির জন্য এই সরকারের যে প্রচেষ্টা গ্রামের মানুষ সেটাকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অভিনন্দন জানাচ্ছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গতবার খুব হৈ হোললুড় করেছিলেন এয়ার কন্ডিশন গাড়ীর কথা নিয়ে—

এবারতো একবারও বলছেন না ? এই যে প্রতিটা কথা আস্তে আস্তে অক্ষতাবে ভূবে যাচ্ছে সেই অপ্রচার সেই অসত্য কথা এই এসেম্বলীতে উনারা বলেন কালের ঘাবে আস্তে আস্তে ভূবে যাচ্ছে। আমি জানি না কেন ঐ সেদিন মাননীয় বিরোধী দলের নেতা রূপেন্দ্র চক্রবর্তী—পরিগল সরকার মেম্বর ছিলেন, সেদিন সাউথে যাতে টি, আর, টি, সি, বাস না দেওয়া হয় সেই বিপোর্টট উনি করে গিয়েছেন—সেই বিপোর্ট আমরা পড়েছি। আর এখন বলছেন টি, আর, টি, সি'র বাস দিচ্ছে তবে। কমিটিতে তিনি সুপারিশ করেছেন যে টি, আর, টি, সি'র বাস সাউথে দেওয়া হবে না। অপ্রচারের নমুনা—কেন দেওয়া হবে না। কারণটা কি ? সাউথে কি মানুষ নেই ? এভাবে বিপোর্ট করে সাধারণ মানুষের জনজীবনকে স্তব্ধ করেছেন। সাউথের মানুষ টি, আর, টি, সি'র বাস পাবে না। আমিবা দেখেছি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেখানে তিনি ঐ বাস মালিক শ্রেণীর স্বার্থকে রক্ষার জন্য টি, আর, টি, সি'র বিরুদ্ধে বলে গিয়েছেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য অজয় বিশ্বাস বলেছেন স্প্রাম কোর্টের কলিংয়ের কথা। কিন্তু কলিংয়ের ডাইরেক্ট পয়েন্ট হচ্ছে শমিকের কর্তব্য সম্পর্কে স্প্রাম কোর্ট যে কলিং দিয়েছেন সেটাকে পাদ দিয়ে মাঝখানের একটা কথা উনি বলেছেন। সেখানে স্প্রাম কোর্টের কলিং ছিল শমিকের দেশের স্বার্থে কাজ করবে এবং শমিকের স্বার্থ রক্ষার জন্য মালিকদের উপব দিয়েছেন—সেই আমি প্রকার করি। কিন্তু শমিককেও দেশের স্বার্থ, জাতীয় স্বার্থকে রক্ষার জন্য কলিং দিয়েছিলেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিহাং সরকার সম্পর্কে মাননীয় সদস্য দ্বিতা দেববর্মা বলেছেন উন গ্রামে মফঃস্বলে বহুং দেগেন না। জানি না উনি সান্তির বাজার গিয়েছেন কি না, জানিন উনি জালাইবাড়ী গিয়েছেন কি না, জানি না উনি বিশালগড় গিয়েছেন কি না। বিহাং কি শুধু আগরতলা সহরেই আছে (ইটারাপশান) সবকোষের গ্রামে বিহাং সরকারের প্রজ্ঞা আছে এবং মাননীয় অর্থ মন্ত্রী ভাষণেও বলে গিয়েছেন এবং সেজগাই উত্তর প্রজেক্ট দেওয়া হয়েছে। এই উত্তর প্রজেক্ট যদি সাকসেসফুল হয় গ্রামাঞ্চলে শিল্পের প্রসার হবে, লোকের সমগ্রায় সমাধান হবে এই পরিকল্পনা সরকার নিয়েছেন। উনার কবিতা পলার একটা পোনতা গত কিছুদিন থেকে দেখছি। এর কবিতা বলার যে শিক্ষা সেটি এটি কংগ্রেস সরকারই দিয়েছেন। কাজেই জানতে হবে, যাতে হবে। নিজেরা যা কথা বলছেন সেই কথা শিক্ষা পর্যন্ত কংগ্রেস দিয়েছে। আর কি করে বলছেন কংগ্রেস কিছু দেয় না। যে কথা আমি বলছিলাম, যে চিন্তাধারা নিয়ে উনারা এই ভাউসে কথা বলছেন, যে দেশের আদর্শ নিয়ে এই ভাউসে কথা বলছেন সেই আদর্শ সেই দেশে আছে কি না, চান আছে কি না ? কংগ্রেস আর কিছু করুক বা না করুক কংগ্রেস এই দেশের উন্নতি যেমন করেছে, তেমনই করেছে—এই বিরোধী দলের সমালোচনা করার অধিকার কংগ্রেস দিয়েছে তাদের গনতান্ত্রিক অধিকার, কংগ্রেস দিয়েছে তাদের কথা বলার অধিকার, কংগ্রেস দিয়েছে আজকে বিরোধী দলকে সবকোষের বিরুদ্ধে সমালোচনা করার অধিকার। কিন্তু সমালোচনা করুন আমাদের আপত্তি নেই—সমালোচনার সংগে সংগে বিধান সভার সদস্য হিসাবে মানুষের কাছে প্রতিশ্রুতি আমরা দিয়ে এসেছি—তাদের সবকোষের কাছে মাজেশান দেওয়া উচিত ছিল। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা

দেখলাম না—সরকার জানিয়েছেন যে ক্ষুদ্র সময় প্রকল্পের মাধ্যমে মানুষ পাশবুকে টাকা রাখবে। পোষ্টাল ডিপোজিটের মাধ্যমে এই ত্রিপুরা রাজ্যে যে টাকাটা জমা হবে তার তিন ভাগের দুই ভাগ আমাদের ঋণ হিসাবে দেবে। এটা ঋণ যদি দেওয়া হয় তাহলে আমাদের প্র্যানিংয়ের বিশেষ সহায়তা হবে। প্র্যানিংয়ের কাজে বিশেষ সাহায্য হবে। উদাহরণস্বরূপ একটি বারও গ্রামে গিয়ে বসেন নি যে আপনারা সল্প সময় করুন এটা আমাদের প্র্যানিংয়ের কাজে আসবে, আমাদের দেশ গড়ার কাজে সহায়তা হবে, ত্রিপুরাকে গড়ার কাজে সাহায্য হবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এইখানে সরকার পশু পালনের জগৎ সুচিহ্নিত। আজকে গ্রামের মানুষ পশুপালনের জন্য চিন্তিত। কাজেই এটা অভিনন্দন যোগ্য। গ্রামের কৃষক আজকে আমাদের এখানে ট্রাক্টরের প্রচলন হয় নি, তাই গ্রামের কৃষক লাজল নিয়ে আমাদের প্রণয় প্রণয় চাষ করছেন। কাজেই এটা গুরুত্বপূর্ণ এই পশুকে রক্ষা করার জন্য এটা উন্নয়নশীল গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের দেশে আসে সেই চেষ্টা সরকার করে যাচ্ছেন সেইটা অভিনন্দন যোগ্য। আমরা দেখছি গ্রামে গ্রামে পশু চিকিৎসালয় গড়ে উঠেছে। কৃষক যেরূপ পরিমাণ তচ্ছে তার চেয়ে বেশী গ্রামের মানুষ চায়। আজকে মানুষের চিকিৎসার জগৎ গ্রামে গ্রামে যেমন ডিপেনেন্সারী তচ্ছে, আমি সরকারের কাছে অনুরোধ করবো গ্রামে যাতে এই পশু চিকিৎসালয় আরও ব্যাপকভাবে হয়। কারণ চিকিৎসার অভাবে অনেক গরু মরছে এটা ঠিক। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কৃষির উপর এই সরকার জবাব দিয়েছেন, সমগ্র বাজারে কৃষি চাষের উপর জোর দিয়েছেন। এইখানে বলা হয়েছে উচ্চ ফলনশীল বীজের সরবরাহ, নভির চাষ সম্পর্কে এবং সেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ হবে। সেচ ব্যবস্থা কিছু কিছু হয়েছে গ্রামে, আরও ভাল সেচের দরকার আছে। আমাদের ত্রিপুরার বিভিন্ন অঞ্চল আছে যেখানে নদী ও ছড়কে আমরা সেচের কাজে ব্যস্ত থাকতে পারছি না। সেট সব জায়গায় সেচ ব্যবস্থা সরকার করেছেন। সেখানে প্রচুর ফসল হচ্ছে তাতে আজকে খাদ্য ফসল পাচ্ছি যে ফসলের জগৎ কৃষক স্বতঃস্ফূর্তভাবে সরকারের কাছে দান করে দিচ্ছেন। কাজেই এবারের বাজারে চার পাঁচের জমিতে যাতে সেচের আওতায় আনা যায় সেই চেষ্টা সরকার করেছেন। তাই আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি। এবং গ্রামের কৃষকের অভিনন্দন জানাবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য নৃপেন্দ্র বাবু রাজবাড়ী বৈষ্ণব অনুরোধ নিয়ে এটা হয়েছিল কিনা একটা প্রশ্ন তুলেছিলেন। উনি যে কথা বলেছিলেন রাজবাড়ী সম্পর্কে, রাজার মন্দ সম্পর্কে, উনি কার প্রতিনিধিত্ব করেছেন বিতান সভায় কি সরকার না রাজা মহারাজার প্রতিনিধিত্ব করেছেন, এটা অত্যন্ত স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে আছে, আছে। কাজেই সাধারণ মানুষের কথা উনি চিন্তা করছেন না, রাজা মহারাজা, জ্যোতদার তালুকদার উপভোগ্যের কথা উনি চিন্তা করছেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বন্যা নিয়ন্ত্রণের কথা বলছি। বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকার কুমার দাঁট, কাকনপুর এবং আরও কয়েকটা জায়গায় বন্যা নিয়ন্ত্রণের পরিকল্পনা নিয়েছেন। তাছাড়া আগরতলা, খোয়াতি, কৈলাসহর, সোনামুড়া, বিলে নীয়ায় বন্যা নিয়ন্ত্রণের জগৎ দাঁপ নির্মাণ করা হচ্ছে এবং হয়েছে। যে সব দাঁপ হয়েছে তা না হলে বিলোনিয়া টাউন উড়ে যেতো। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে সরকারের

প্রচেষ্টা আছে, উনারা স্বাক্ষর করছেন না কেন? যে উনারা প্রতিটি পয়েন্ট বলছেন যে সরকার যা করছেন, সরকার সাধারণ মানুষের জন্য যা করছেন এই সম্পর্কে উনারা কোন কথা বলেন না, শুধু নাটক নাই। স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে গ্রামে গ্রামে ডিসপেন্সারী করা হয়েছে। তাছাড়া এই সরকার বর্তমান বৎসরে আরও ১০টি ডিসপেন্সারী গ্রামে করবেন এবং সেখানে যে ব্যবস্থা করা হচ্ছে সেইটা অভ্যন্তরীণ অভিনন্দন যোগ্য। গ্রামের চিকিত্সার অভাবে কষ্ট পচ্ছে এই সম্পর্কে এই সরকার সজাগ ভাৱে গ্রামে চিকিত্সার ব্যবস্থা করছেন কিন্তু সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ১৯৭৪—৭৫ সালে খাদ্যবাস্য অধ্যক্ষিত বলাকার প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের জন্য এই সরকার একটা কম্পিউটার উন্নতির কথা চিন্তা করছেন। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বন সম্পর্কে উনারা ক্ষেপ্পা। ত্রিপুরার বন সম্পদ হচ্ছে সবচেয়ে বড়। ত্রিপুরার আয়ের একমাত্র পথ হচ্ছে বন। সেখানে বনো ব্যবহার চাষ হচ্ছে, সেই ব্যবহার ত্রিপুরার আগামী দিনের ভবিষ্যত গড়াবে, ত্রিপুরার আগামী দিনের পুষ্কের একটা কয়সংস্থানের পথ খুলবে এই ব্যবহার চাষ। কাজেই এবার চাষ যাতে সরকার আরও ব্যাপকভাবে করেন তার জন্য আমি সরকারের কাছে অনুরোধ করবো। কিন্তু শুধু ব্যবহার করলে হবে না সেখানে। অন্যত্র মূল্যবান জিনিস যাতে সরকার করেন এবং যে সব জায়গা পূর্ণভাবে সব জায়গা আছে চাষের যোগ্য কৃষকদের কাছে যাতে এই সমস্ত জায়গা ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্ট ছেড়ে দেন। কিন্তু বিরোধী দলের নেতা নৃপেন্দ্র বর্মা বলেছেন প্রচুর জায়গা আছে বন করতে হবে, আর সেখানে টালি আছে, সেইটা জুম চাষের জন্য ছেড়ে দিতে হবে। আমার কথা হচ্ছে সেইটা ঠিক নয় এমন জায়গায় রিজার্ভ করা হোক আর খেতে আমরা পাঠ ত্রিপুরার অর্থনৈতিক সাহায্য। ত্রিপুরার প্রচুর জায়গায় বন করে কোন লাভ হবে না। উনি একটা দৃষ্টি কান থেকে বলেছেন যে ত্রিপুরার বন জঙ্গল ধ্বংস হয়ে যাক ত্রিপুরা ধ্বংস হয়ে যাক, ত্রিপুরার মানুষ না বাতুক এই পরিকল্পনা তিনি নিয়েছেন যাতে মানুষ আস্তে আস্তে অভাবের দিকে। এই সরকার চাষ ত্রিপুরার মানুষ যাতে সুপ-সচ্ছন্দে থাকে, ত্রিপুরার কৃষক যাতে উপকৃত হয় ত্রিপুরার একাধিক যাতে কর্মসংস্থান হয়, সেই দিক থেকে এই বাজেট যা আমাদের হাউসের সামনে রেখেছে আমি সেইটাকে সমর্থন করছি এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—অন্যবেলা মেথার লীডারস

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মনন র অমিরো যে বাজেট প্রবাসভায়ে পেশ করেছেন আমি তা সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে এই বাজেট নিয়ে বিরোধী পক্ষের সদস্যরা বলেছেন যে বাজেটে কিছু নেই, কিছুই করা হয় নি, তাই আমাকে বলতে হয় বনের জনত্বরা যেমন নারিকেলের ভিতরে যে আশ আছে সেইটা দেখেই, উপরটা দেখেই যেমন মনে করে এইটা কাচিম তেমনি ওরা বাজেটটা না দেখেই বলেছেন কিছু হয় নি, কিছু করা হয় নি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিরোধী পক্ষের সদস্যরা আজকে যেভাবে সরকার পক্ষের বাজেট সমালোচনা করে বলেছেন যে ভারতবর্ষে পৃথিবীতে সব চেয়ে ধনতাত্ত্বিক দেশ এবং ভারতের গড় আয় সব চেয়ে কম, এককথায় ভারতবর্ষ অনগ্রসর দেশ। আমি ঠিক তাদেরই মার্কসবাদী “সোভিয়েত দেশ” একটা পত্রিকার “সুখের ছায়ায়” নানা পরিসংখ্যানের সাহায্যে

প্রদান করেছেন যে মাথাপিছু আয়ের দিক থেকে মার্কসবাদী চীন পৃথিবীতে সকলের নীচে পড়ে আছে। “সোভিয়েত দেশ” এই পত্রিকায় বলেছিলেন যে মার্কসবাদী শাসন ব্যবস্থায় শিল্প শ্রমিকদের মজুরী কমে গেছে এবং পাশাপাশি অত্যাবশ্যক পণ্যের দাম বেড়ে গেছে। শ্রমিকরা বেতন নিয়ে বাড়াতে যেতে পারে না। চীনের মাথাপিছু খাদ্যশস্যের উৎপাদন ১৯৭২ সালে দেখা যাচ্ছে ১৯৫০ সালের উৎপাদনের চেয়ে কম। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে মার্কসবাদী চীনের বিদেশ মন্ত্রা মন্ত্রণালয়কে প্রাতিজ্ঞাশীল বলে অভিহিত করেছেন। কাজেই আমার মনে হয় ওরা শুধু বলবোর খ্যাতিরে বলছেন আসলে ওরা চীনের অথবা রাশিয়ার কারো না। আজকে ওরা এমন এক জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছেন আমাদের মার্কসবাদী বল, ওরা না জেনে- শুনে ওদের বক্তব্য রাখার চেষ্টা করছেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা গত বাজুটে বলেছিলাম শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে যে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, যেখানে কলেজ স্টুডেন্টস সরকার যেন নিউজের চোখে নিয়ন্ত্রণ করেন। অতি আনন্দের সংবাদ যে সরকার কিছুটা নিয়ন্ত্রণে কিছু অংশ ফ্রোন্ডের সংগে বলতে হয় যে ছাত্র আন্দোলনের যে পুণোদার রক্ষাকার পাঠশালা, ভূটাকে তার থেকে বাদ দিওয়া হয়েছে। সুতরাং আমি এতটুকু মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি যে আমি আশা করব রায়সাহার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে যেন এটার সংগে ইনক্লুড করে ছাত্রদের যে দান, সেটা দাঁড়িয়ে দাঁড়ান করে নেওয়া হয়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গতবার আমরা বলেছিলাম ফিজিক্যাল এডুকেশনকে শিক্ষার সংগে এক করার কথা, কম্পালসরি করার কথা তাহলে আমার সরকার করেছে। আজকে আমরা দেখছি বহুর বহুর শুধু বেকার বাড়ছে—শিক্ষিত বেকার বাড়ছে এবং কর্মসংস্থানের পরিমাণ খুবই কম। কিন্তু এর যদি কারণ বিবেচনা করা যায়, তাহলে দেখা যায় আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় তার প্রথম এবং প্রধান কারণ। আজকে যে শিক্ষা ব্যবস্থা রয়েছে, সেটা শিক্ষা ব্যবস্থায় স্তর সার্টিফিকেট প্রিভিউসিং অথবা কিছু কেরানী প্রিভিউসিং ফ্যাক্টরী না বলে উপায় নেই। আমি আবেদন রাখব শিক্ষা ব্যবস্থা যাতে জন অরিয়েন্টেড শিক্ষা ব্যবস্থা করা হয়। আজকে সরকার টাইপেড বিভাগে যারা শিক্ষার অনগ্রসর, যারা নারী লেয়ার ইনক্যান গ্রুপ তাদের এল, আই, জি, টাইপেড দেওয়ার ব্যবস্থা করছেন কিন্তু এল, আই, জি, টাইপেডের যে লিমিট করা হয়েছে, ২ হাজার টাকা, সেটাকে বাড়িয়ে যাতে তার কাজের টাকা করা হয় তার জন্য আমি সরকারের কাছে আবেদন রাখব। কারণ তা না হলে আজকে ফোর্থ ক্লাস এনগ্রুয়ারী এটাই টাইপেড থেকে বাক্ত হচ্ছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, শিক্ষা ব্যাপারে বলতে গেলে এখনই বলতে হয়, শিক্ষা দপ্তর এমন একটা চক্রে রূপান্তরিত হয়েছে, সেখানে আমি জানি না মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি না, আমি জানি না চাক মিনিষ্টার জানেন কিনা, সেখানে আজকে যদি মন্ত্রী কোন লোককে ট্রান্সফারের কথা বলেন, সেখানে বামা চাপা পড়ে যায় কিন্তু কিছু একটার মাধ্যমে বা অফিসারের মাধ্যমে বা কেরানীর মাধ্যমে হলে পরে সংগে সংগে বদলা হয়ে যায়। আগরতলা শহরে তার পাঁচ জন করে শিক্ষক সারপ্রাস, আর মফঃসলে শিক্ষকের অভাবে ছাত্ররা ডিসকোরেজ হচ্ছে শিক্ষার ব্যাপারে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে যদি আমরা গণতান্ত্রিক সমাজবাদের কথা বলি, আজকে এই যে অভিশাপ নিরক্ষরতা দূর করা যদি না যায়, তাহলে আগার সন্দেহ রয়েছে আমরা কতটুকু সেটা বাস্তবায়িত করতে

পারব এবং কতটুকু গতিশীল হবে। আজকে রয়েছে এভালুট লিটারেসী সেক্টর, জানিনা আমার পরিসংখ্যানগতিক হবে কি না, সেখানে ৩০০টি সেক্টর রয়েছে, অথচ তাদের যে প্রতীকশান, তাদের যে এটিভমেন্ট খুবই নগণ্য। সরকার যে হারে টাকা খরচ করেন, তার তুলনায় সেটা অনেক কম! মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে সবগুলি ডিপার্টমেন্ট সম্পর্কেই অন্বেষণ রয়েছে, সেগুলি বলে শেষ করা সম্ভব নয়। বললে মাত্রো মহাভারত রচনা হতে পারে, সুতরাং আমি খুব সংক্ষেপে বলে যাচ্ছি।

অতএব যদি কো-অপারেটিভ সম্পর্কে বলতে হয়, তাহলে বলতে হবে যে কো-অপারেটিভ যে টাকা দেওয়া হয়েছে, ডিপার্টমেন্ট যে টাকা খরচ করেছে, আজকে প্রায় ফেব্রুই দেয়া যায় যে অনেক কো-অপারেটিভ লিফটাইলানে উঠেছে শুধু দলদলি, শুধু সৃষ্টির মাঠে এবং মজা করাণে। আজকে কো-অপারেটিভ, পণ্যযেত সি, ডি, এন্সব সম্পর্কে বলতে গেলে বলতে হয়, আজকে সরকার যে টাকা খরচ করেছে তা এনকোয়েরী করে দেখা দরকার আমরা কতটুকু এটিভ করেছি।

আজকে পুত্র বিভাগ সম্পর্কে বলা হয়েছে রাজ্যপালেরর ভাষণে যে পল্যানিং প্রকল্পে যে টাকা দরা হয়েছে সেটা খরচ করা যায় ন অগচ বজার প্রকল্পে আজকে আমাদের সরকার খুব বেকারদায় পড়েছেন এই বলা নিয়ে। আজকে বিহাং সম্পর্কে বলতে গেলে এইটুকু বলতে হয় যে আমাদের যে ট্রুপ প্রজেক্ট আজকে এতদিনে শেষ করার কথা ছিল, কিন্তু ত. যাও পর্যন্ত শেষ হয়নি, জানিনা কবে পর্যন্ত শেষ হবে। বিহাং সম্পর্কে বলতে গিয়ে আমাদের গাশাল কাউন্সিল অব এ্যাপ্লায়েড ইকনমিক রিসার্চ এর ইকনমিকাল সাভের কথা উল্লেখ করতে হয়, সেখানে বলা হয়েছে যে—“the Development programme should include construction of small Hydel Project during 3rd Plan to make Hydro power available. The site for the station may be either Gumti or Khowat river.”

‘Macro-hydro sets of 5 to 10 Kilo wats can be installed in the entire territory in such suitable places where small natural falls can be in harness and in such places which cannot be connected with the main rib in the Territory. আজকে দেখা যায় বিহাং সাকটেব ফলে আমরা শিল্প করতে পারছি না, আজকে হুংথের সংগে বলতে হচ্ছে যে আমাদের প্রসিভিংস পর্যন্ত আজকে ঠিকমত পাচ্ছি না। আজকে থার্ড প্লানে যেটা করার কথা ছিল, আজকে সেটা যদি শেষ হতে পারত, তাহলে আমার বিশ্বাস আজকে আসামের উপর নির্ভর করতে আমাদের হতনা, আজকে বিনদেশের কাছে আমাদের মাথা নত করতে হত না, আজকে বিহাংয়ের দিকে অন্তত কিছুটা আমরা এগিয়ে যেতে পারতাম। কাজেই আমার মনে হয় এই যে বহুগুলি, সাভে রিপোর্টগুলি দেওয়া হয়, সেইগুলি পূর্ত দপ্তর ঠিকমত পড়েন কি না আমার সন্দেহ রয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে আমাদের কৃষির কথা বলা হচ্ছে যে আমরা কৃষিতে অনেক অগ্রসর হব বা অগ্রসর হয়েছে। কিন্তু আমি একটা ছোট ঘটনা দিয়ে বলি যে কিছুদিন আগে জোলাইবাড়িতে একটা আলুর ক্ষেতে পোকা ধরেছিল। এফ, সি, আই’র জনৈক উদ্রলোক সেটাকে দেখে বললেন এটা পোকা ধরেছে। কিন্তু জনৈক সাংবাদিক যখন আমাদের ডিপার্টমেন্টের সংগে যোগাযোগ করলেন, আমরা

ডিপার্টমেন্ট বললেন: না এটা কিছুই না, অথচ রিচার্স করে পরে দেখা গেল যে, হ্যাঁ এমন পোকা পরেছে যার ফলে আলুর ফলন কম হবে সেই সংগে এখানকার সদস্যরাও একই কথা বলছেন যে আগামীতে আলুর উৎপাদন কমে হবে। আমরা বছর বছর টাকা খরচ করি, বড় বড় ডিপার্টমেন্ট করি, বেশী পরমা দিয়ে অফিসার বাথ, কিন্তু সাধারণ মানুষের ফসল পোকার আক্রমণ থেকে রক্ষা করা, সেটা আমরা পারছি না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, হাটিকালচারের কথা বলা হয়েছে। আজকে দেখা যায় গভর্ণর খাদ্যের কথা বলেছেন কিন্তু নর্থ ডিসট্রিক্টে আমি যতটুকু জানি, কতগুলি লেবুর বাগান, আজ সেখান থেকে প্রায় দুই লক্ষ, আড়াই লক্ষ টাকার লেবু নষ্ট হয়ে যায়, সেটা প্রিজার্ভেশনের পথ নাই। আমাদের এখানে আনারস, লিচু, কাঠাল সেইগুলি ঠিকমত ব্যবহার করা যায়, তাহলে আমরা বিশ্বাস ছোটখাট ইণ্ডাস্ট্রি করলে পরে আজকে যেটা মনে হয়ে প্রজেক্ট ভিলেজ ইকনমিকে এনকায়েজ করা, ভিলেজ ইণ্ডাস্ট্রিকে ইংলেন্দ দেরা, সেইদিকে সরকার আরও বেশী নজর দেওয়া উচিত। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের এখানে গুয়াওয়াটেক, গ্র্যাগ্রিকালচারও গুয়াটেক, আমাদের এখানে স্ট্রী বাগান রয়েছে সেইগুলি প্রায় আজকে নিঃশেষ হওয়ার পথে। কতগুলি বাগানতো নামে মাত্র রয়েছে সেই নিয়ে আমরা অনেকবার আলোচনা করেছি। চা বাগান সম্পর্কে বলতে গিয়ে প্রথমেই বলতে হয় যে চা বাগানের মেনেজমেন্ট উক্ত নট ইনস্টারেসটেড টু (এটা টি ইণ্ডাস্ট্রি ইন ট্রিপুয়া) আজকে দেখা যায় চা-বাগান সম্পর্কে এটা বর্ত্তে রয়েছে যে লেবারের সংখ্যা কম যার ফলে চা-উৎপাদন কম হয়। আজকে দেখা যায় যে কোন সাইভে করা হয় নি, কোনও সয়েল টেস্ট করা হয় নি, কোন ইনফিলিং নাই। আজকে দেখছি যে একটা প্রস্তুতও হয়েছিল কো-অপারেটিভ বেসিসে একটা বা কয়েকটা বাগান নিয়ে একটা ফেক্টরি করা হয়ে দর এনকায়েজিং দি খুল টি গার্ডেনাস। তাও হয় নি। আমি আরও দেখছি এখানে একটা ইকনোমি সাইভে ব্যবস্থা রয়েছে, এটাকে কেন যে ঠিকমত করা হচ্ছে না, তা অত্যন্ত দুঃখের ব্যাপার। আর একটা আশ্চর্যের কথা বলি, যদি সত্য হয়, আজকে আমাদের দেশের কিছু ব্রকন বৈজ্ঞানিক/ইঞ্জিনিয়ার একটা জিনিষ আনিষ্কার করেছে—হাট্রোজেন এবং অক্সিজেন দিয়ে যে একটা পাওয়ার হয়, যেটা দিয়ে পেট্রোলের কাজও চলতে পারে। আমি ওদের একজনের সংগে খালাপ করেছিলাম, ওরা বলেছে যে ডি, সির কাছে গিয়েছিলাম, ডি, সি, নাকি তাদের ইন্টারভিউ পর্যন্ত নেন নি। তারপর ওরা ডি, সিকে একটা চিঠি দিয়েছিল, সেটারও কোন জবাব দেওয়া হয় নি, অর্থাৎ তাদের চিঠিটার কোন রিপ্লাই দেওয়া হয় নি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা যদি সত্য হয়, তাহলে এটা অত্যন্ত দুঃখের ব্যাপার যে আজকে যেখানে ইণ্ডিয়াতে অথবা সারা বিশ্বের মধ্যে তেলের ক্রাইসিস, সেখানে অবহেলিত ত্রিপুয়ার বিজ্ঞানিরা আজকে যে জিনিসটা ইন্ভেন্ট করেছে, সেটাকে এন্কায়েজ করার কথা, কিন্তু সেটাকে এন্কায়েজ না করে সেটাকে ডিস্কায়েজ করা হচ্ছে। দুঃখের বিষয় আমার গভর্ণমেন্ট অথবা ডি, সি'র কাছে তারা গিয়েছিল কিছু সাহায্য সহায়তার জ্ঞাত, সেই সাহায্য সহায়তা না করে তাদেরকে ডিস্কায়েজ করা হয়েছে। আর অল্প দিকে ওরা যেখানে ফরেইন এম্বেসীগুলিতে চিঠি দিয়েছিল, সেগুলির জবাব পেয়েছে, ওরা তাদেরকে ইনভাইট করেছে ওদের জিনিষটা পাঠানোর জ্ঞাত। এটা যদি সত্য হলে থাকে তাহলে এটা খুবই দুঃখের ব্যাপার যেখানে আমাদের দেশের ইঞ্জিনিয়াররা একদিক

চাকুরী করে অল্প দিকে সারা দিন খাটুনি খেটে যে জিনিষটা ইন্ডেন্ট করবে, সেটাকে আমরা যেখানে এনুকারেজ করার কথা, যেখানে শুধু মান ত্রিপুরাই নয়, ভারতবর্ষের একটা রিভিনিয়ুর প্রশ্ন বিশেষ করে যেখানে নাকি বিপদাপা তেলের ক্রাইসিসের মধ্যে আমাদের ত্রিপুরা একটা নতুন সৃষ্টি করেছে, সেখানে আজকে তাদের প্রতি অংশে, তাদের প্রতি আজ ডিস্কাউন্টমেন্ট। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য কালিহাবু সেদিন কয়লা খনি নিয়ে যে কথা বলেছেন, আমি দেখছি এই সার্ভে বইতে আছে—“clay deposits are extensive... had been reported.”

অথচ আজ তারিখ এটার কোন সার্ভে করা হয় 'ন' যে এগুলি কোথায় কোথায় পাওয়া যাবে। আজকে আমাদের ভিলেজ ইণ্ডাস্ট্রি প্রো কগর ডায় যে জন-শক্তির প্রয়োজন। আমাদের দেশে যে সমস্ত স্থল ত্বল ইণ্ডাস্ট্রি রয়েছে, কটেক ইণ্ডাস্ট্রি রয়েছে, সিমেন্টকে বাস্তবায়ন করার, আর একটা পপুলারেট করার প্রয়োজন রয়েছে। অথচ ইণ্ডাস্ট্রি ডিপার্টমেন্ট বলতে বুঝা যায় ইণ্ডাস্ট্রিয়েল লোন। তাও আবার যারা ইণ্ডাস্ট্রি করবেন, তারা পাবেন না। আর যাদের ইণ্ডাস্ট্রি ডিপার্টমেন্টের কর্মকর্তাদের সংগে যোগাযোগ আছে, উনারা ছাড়া বাকী যারা, তারা ফিল্ডের অভাবে কোন ইণ্ডাস্ট্রি করতে পারছেন না। এবং দুঃখের বিষয় যে কিছু সংখ্যক আনগ্রাম্প্রয়েড, আনগ্রাম্প্রয়েড ওভারসীয়ার/ইমিগ্রিয়র সেই ইণ্ডাস্ট্রি ডিপার্টমেন্টের দরজায় ধর্না দিয়েও লোন পান না। লোন পায় কিছু রাজনৈতিক প্রতিভাশালী ব্যক্তি বা কিছু অফিসারদের আত্মীয়-স্বজন অথবা যাদের সংগে আন চলি এলায়েন্স আছে, তারা। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা পাট কলের কথা বলছি, কাগজ কলের কথা বলছি এবং বগার মিলের কথা বলছি। নতুন আমাদের কিছু বড় বড় ইণ্ডাস্ট্রি করার দরকার কিন্তু যেখানে বড় ইণ্ডাস্ট্রি করা একটা সময় সাপেক্ষ ব্যাপার, সেখানে আমাদের যে সমস্ত স্থল ইণ্ডাস্ট্রি রয়েছে, কটেক ইণ্ডাস্ট্রি রয়েছে, সেগুলিকে যদি আর একটা পপুলারেট করা যায় বা ফিনান্সিয়েল ভেলু দওয়া যায়, তাহলে আমার বিশ্বাস যে আমাদের ভিলেজ ইকনোমি আরও কিছুটা উন্নত হবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যদি আমাদের ভিলেজ ইণ্ডাস্ট্রিকে উন্নত হতে না পারে, তাহলে বাজেট ব্লুন, প্লেন ব্লুন বা আর না কিছু ব্লুন না কেন, সেটা কাল কালক্রমে উড়ে যাবে, সাধারণ মানুষের ভোগে সেগুলি লাগবে না। আজকে দায়ী দপ্তর সম্পর্কে বলতে গিয়ে, এই জি, বি এবং ডি, এম, হাসপাতাল সম্পর্কে আমরা বার বার বলেছি যে সেখানে ডাক্তারদের মধ্যে একটা চক্রের সৃষ্টি হয়েছে, যারা ভিডিও না পেলে অথবা তাদের পেসেন্ট না হলে পরকেবিন পান না কিছা ভাল ট্রিটমেন্ট পান না। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এই দিক দিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করব যে তিনি যেন এই চক্রটাকে ভেঙ্গে দিয়ে এই মেডিক্যাল এন্ড শার্লিক তেলখ ডিপার্টমেন্টের দিকে নজর দেন যাতে করে সাধারণ মানুষ এটা থেকে আর একটু বেশী পরিমাণে বেনিফিট পেতে পারে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, আপনার সময় শেষ হয়ে গেছে।

অতাপস দে :— শ্রাব, আমাকে আরও ৫ মিনিট সময় দিন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে দেখা যায় আমাদের এখানে সি, আর, পি, বি, এম, পি রয়েছে, অথচ আমাদের লোকাল বয়জদের মধ্য থেকে কোন রিক্রুটমেন্ট হচ্ছে না। আমরা জানি সি, আর, পি, বি, এম, পি যদি রিক্রুটমেন্ট হয়, তাহলে তারা যেখানে পেটিং আছে, সেখান থেকে রিক্রুটমেন্ট করার ব্যাপারে ফাই প্রফারেন্স দেওয়া উচিত। আমরা বার বার সি,

আর পি এবং বি, এম, পিকে রিক্রুয়েস্ট করা হচ্ছেও, তারা তা করে না। বরং ওদের দেশ থেকে আবার এখানে চালান করে থাকেন। আর যদি বলি আমাদের এখানে যে সব নেশাখাইলাইজড ব্যাংকগুলি রয়েছে, তার মধ্যেও আমাদের ছেলেরা কোন সুযোগ পায় না। তাই আমি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করি আমাদের এখানকার ছেলেরা যাতে ঐসব ব্যাংকগুলিতে চাকুরীর করার সুযোগ পায়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পুলিশ সম্পর্কে খুব বেশী না বল, এটুকু বলা যেতে পারে যে আজকে পুলিশ-এর উপর তলায় যভাবে ভারী করা হয়েছে, নীচের তলার দিকে নজর কম দেওয়া হচ্ছে কারণে পুলিশের মধ্যেও একটা বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে। আমি আগেও বলেছি, আজও বলছি যে পুলিশ-এর প্রতি আমাদের দৃষ্টি দেওয়া উচিত। তারপর এবারও বলব রেশন দেওয়ার সম্পর্কে। আজকে দেখা যাচ্ছে আমাদের সরকার ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ এক্টি অনুযায়ী চলবে এবং পশ্চিমবঙ্গে পুলিশেরা রেশনের সুবিধা পায়, অর্থাৎ আমাদের হিমুরা রাজ্যের পুলিশেরা সেই সুবিধা পাবে না আর সেজন্য তাদের মধ্যে উত্তমমতো একটা বিক্ষোভ দানা বেঁধে উঠেছে। কাজেই, এই দিক দিয়ে আমি মাননীয় স্মার্ট মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তবে আমি শুনেছি যে সরকার নাকি এই বিষয়ে বিবেচনা করছেন এবং আমি আশা রাখছি যে তাদের অবিলম্বে সেটা দিয়ে দেবেন। আজকে আর একটা বিষয়ে দাবী উঠেছে, সেটা হচ্ছে আন-এম্প্লয়েড যারা, অর্থাৎ শিক্ষিত যারা তাদের কথা। আমরা সরকারকে অনুরোধ করব যে কো-অপারেটিভ সিস্টেমে পলিট্রি করে দেওয়া সিগারী ইত্যাদি করে, তাদের যেন স্কোপটা দেওয়া হয়। আজকে পলিট্রি রয়েছে, এ্যানিম্যাল হাজবেন্ড্রি রয়েছে, গার্ডেন চাচার ডিপার্টমেন্ট রয়েছে। আমাদের জি, বি, এবং ডি, এম হসপাতালে যে রেশন সাপ্লাই করা হয়ে থাকে, আমি আগেও বলেছিলাম যে সেটা যেন গার্ডেনেট নিজেব দায়িত্বে করেন কারণ তাহলে পরে এ্যানিম্যাল হাজবেন্ড্রি ডিপার্টমেন্ট সেই সাপ্লাইটা করতে পারে। না হলে আমি জানি যে যেসব জিনিষ সাপ্লাই দেওয়া হয়, সেগুলি অত্যন্ত নিম্ন মানের সাপ্লাই করা হয়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আইন শৃঙ্খলাও কথা বললে গেলে এই কথাটা বসতে হয়—মিছোদের কথা। আজকে যেভাবে মিছোরা অথবা রাউভেলড্রি শ্রেণীর লোকেরা ভারতবর্ষকে দখল করবার চেষ্টা করেছে তাদের চাই আজকে লিবার দিকেও বাড়িয়ে দিয়েছে। কাজেই এই দিক দিয়ে নজর রাখা উচিত, যাতে আমাদের সীমান্ত রাজ্য ভারত-বাংলাদেশ-এর মধ্যে যে একটা মৈত্রী-ভাব আছে, সেটা যেন বজায় থাকে। আজকে আরও দেখা যায় যে বাংলাদেশের টাকার মান এই দেশে এলে পরে অর্ধেক-এর বেশী কমে যায়। যার ফলে সাধারণ বাংলাদেশবাসীর মনে একটা ক্ষোভ সঞ্চিত হচ্ছে। এখানে দেখা যাচ্ছে যে বাটার একটা সার্ভেইম রয়েছে, যারা বাংলাদেশের টাকা দিয়ে ইন্ডিয়ান টাকা নিতে চায়, তাদের অধেকেরও কম টাকা দেওয়া হয়। কাজেই এই যে একটা চক্র চলছে, এই ক্রেতার চাত খেতে বন্ধা পেতে হলে সরকারের যে পুলিশ বিশেষ করে আই, বি, ডিপার্টমেন্ট রয়েছে, তাকে সাইক্লিক ওয়েতে আর একটু মডারেট করা উচিত। আর সব শেষে বলতে হয়—ওভার টাইমের কথা। এই ওভার টাইম খাতে যে টাকা ব্যয় হয়, সেটা এভাবে বাখ না করে নতুন নতুন এ্যাম্প্লয়মেন্ট দেওয়া হউক। তারপরও যদি ওভার টাইম দেওয়ার প্রয়োজন হয়, তাহলে সেটাকে কাশ না দিয়ে তার পরিবর্তে ১ দিন, ২ দিন অথবা ৩ দিনের ছুটি দেওয়ার ব্যবস্থা করা হউক। কারণ আজকে কাশ দেওয়ার যে নিয়ম আছে, সেটা বন্ধ করে ছুটি দেওয়ার ব্যবস্থা করলে পর অনেক আন-এম্প্লয়েডকে এ্যাম্প্লয়মেন্ট দেওয়ার স্কোপ হতে পারে অথবা সেই টাকটা

আমাদের উন্নয়ন খাতে খরচ করা যেতে পারে। সরকার যে টাকা খরচ করে থাকেন বছরে কোটি কোটি টাকা খরচ করেছেন বলছে, খরচ হয়েছে সত্যি কথা কিন্তু সেগুলি ইউটিলাইজ হয়েছে কিনা সেটা তারা তদন্ত করে দেখেন নি। এগ্রিকালচার্যাল লোন নিয়ে যে পারপাসে লোন নেওয়া হয় সেই পারপাসে খরচ হয় না। আমি সরকারকে এটুকু অনুরোধ করব যে, যে পারপাসে লোন নেওয়া হয় সেই পারপাসে যেন খরচ করা হয়। আমি এই বিষয়ে সরকারকে অনুরোধ রেখে আমার দফতর শেষ করলাম।

মিঃ স্পীকার :— শ্রী অমরেন্দ্র শর্মা।

শ্রী অমরেন্দ্র শর্মা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, অর্থমন্ত্রী বাজেট পেশ করেছেন। যে বাজেট ভাষণ বাংলা হয়েছে এতে অনেক বাংলা শোনার চেষ্টা করা হয়েছে এবং বাংলা শোনার চেষ্টা করতে গিয়ে কোথায় বায় সংকোচ করা হয়েছে সেই কথাটাও শোনানো হয়েছে। বায় সংকোচের কিছুটা নমুনা তুলে শ্রবণে চাই। বাজেট ভাষণে অর্থমন্ত্রী বলেছেন যে “ভ্রমণ, আতিথেয়তা এবং মটর যান ক্রয়জনিত বায় ইত্যাদি উন্নয়নযোগ্যভাবে হ্রাস করার বিধান রয়েছে”; আর, বাজেটে বিভিন্ন ডিমাণ্ডে যে বায় বরাদ্দ করা আছে সেগুলি যদি যোগ দিই এক একটা হেড ধরে তাকালে আসল ব্যাপারটা ধরা পড়বে। এই বায় সংকোচের নীতির করার সংগে মুণ্যামন্ত্রী আতিথেয়তা, এনটারটেনমেন্ট এ্যান্ড কন্সপিটালিটি একস্পেন্ডে—৭৫-৭৪ এ চার হাজার টাকা বরাদ্দ, ৭৪-৭৫ এ ১০,০০০ টাকা বরাদ্দ। কমছে না বাড়ছে- সেটা তো নিশ্চয়ই আমরা দেখতে পাচ্ছি, আতিথেয়তা কমানো হচ্ছে কি? আমরা ভ্রমণ খরচ যদি দেখি তাকালে দেখব যে ভ্রমণের নীচেই মন্ত্রীরা এত টাকা বায় করে থাকে এবং ই সংগে তাদের জনসংযোগের জ্ঞান যে কত বার কত জায়গায় যেতে হয় তারও উয়ত্বা নেই। আর, ভ্রমণ খরচের জ্ঞান মুণ্যামন্ত্রী ৭৪-৭৫ সালে বাজেট বরাদ্দ করেছে ১৮,০০০ টাকা। অজ্ঞান মন্ত্রীদের এন্টারিশমেন্টের জ্ঞান ৭৫,০০০ টাকা, মুণ্যামন্ত্রীর সেক্রেটারিয়েট ১০,০০০ টাকা, এন্ট ১,১৩,০০০ টাকা। এছাড়াও ১ নম্বর এবং ২ নম্বর ডিমাণ্ডে আরও যেসব ট্রেভেলিং একস্পেনস রয়েছে সেইগুলি ১,১৩,৫০০ টাকা। মোট ৪,০৬,৮০০ টাকা। সমাজ-তান্ত্রিক বাজেট? সমাজতন্ত্র কায়ম করছেন মন্ত্রী মহাশয়দের ভ্রমণ দিয়ে। আর ই সংগে আমরা আরও দেখছি আর, কে কতবার ভ্রমণ করেছে একটা প্রশ্নের উত্তরে সেরিয়ে এসেছে ১৯৭৩-৭৪ সালে এত জনসংযোগের জ্ঞান। মুণ্যামন্ত্রী ২১ বার এবং সবচেয়ে বেশী গিয়েছে দেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী এবং মনসুর আলী। বোঝা যায় কন্সপিটিশান দিয়ে গিয়েছিলেন তাঁরা। একজন দেবেন্দ্রবাবু, ৮২ বার আর মনসুর আলী ৭০ বার। পালা দিয়ে এপ্রণের জনসংযোগ করে টাকা নষ্ট করা হচ্ছে। সে জনসংযোগের অর্থ যদি কত মানুষের কল্যাণ তাকালে না হয় কথা ছিল। কিন্তু জনসংযোগের নামে যেখানে যাওয়া হচ্ছে সেখানে জনগণের পকেট থেকে ওঁদের খাওয়ার টাকা আসছে। অথচ তাঁরা জনসংযোগ করে বেড়াচ্ছেন, নিজেদের ট্রাভেল একস্পেন্স, এই জিনিষটা আমরা বাজেটে দেখছি। অন্যান্য ডিমাণ্ডে যে ভ্রমণ খরচের বিরাট অংক আছে আমি সেই দিকে যাচ্ছি না। কিন্তু সেই দিকে না গেলেও ১ নম্বর ডিমাণ্ডে সেক্রেটারিয়েটের

জেনারেল সার্ভিসেস ৩য়ার চার্জ অব অ্যারোয়েন, ২০,০০০ টাকা। আর মোটর যান ক্রয় কমানো হয়েছে। এতে ১৯৭২-৭৩ সালে ২০,১৮,৫০০ টাকা। সব ডিমান্ড যোগ দিয়ে দেখা যায় ১৯৭৩-৭৪ সালে বরাদ্দ করা হয়েছে ৩২,২৭,৭০০ টাকা আব ক্রয় এবং ব্যবহার-জনিত ব্যয় মিলিয়ে ৫৬,২০,৭০০ টাকা। জিনিসটা লক্ষ্য করার মত। ব্যয় সংকোচের নীতি নেওয়া হয়েছে। কোথায় ব্যয় সংকোচ করা হচ্ছে? এটা সগাড়া ক্রয় এবং মেন্টেনেন্সের ব্যাপার, পুলিশ খাতে আছে আনবা দেণ্ডি ক্রয় বাবতে ৩,৯০,০০০ টাকা মেন্টেনেন্স বাবতে ১০,৬০,০০০ টাকা, মোট ১৪,৫০,০০০ টাকা। মোটর মেন্টেনেন্স মেন্টেনেন্স ফেব্রু ৭৩-৭৪ সালে ছিল ১,৭০০ টাকা। আর এই বছরে বরাদ্দ দিচ্ছে ২,০০০ টাকা। এরা ব্যয় সংকোচ নীতি নিচ্ছেন। সব ডিমান্ড একটা একটা করে যদি যোগ দেওয়া যায় এই খাতে মোন্ ডিমান্ড কত গুলি তা হলে তা পড়ে ব্যাপারটা বগা পড়ে যায়। অন্যান্য জিনিষের প্রতিও আমি এই সংজ্ঞা দিতে অস্বস্তি করতে চাইছি যে আনবা দেণ্ডি যে একদিকে লম্বা গরচ বাড়ছে, মোটর যান ক্রয়ের খরচটা বাড়ছে, ব্যয় সংকোচ হচ্ছে না, ব্যয় কমা করা হচ্ছে। অর্থাৎ যতগুলি প্রয়োজনীয় খাতে সন্তুলি গরচ কাটা হচ্ছে। সেই কাটার নমুনাটা আমি দিচ্ছি এখানে বাজেট ভাষণ অর্থাৎ বলেছেন যে পরিকল্পনা কমিশন যে যোজনার প্রথম বছরের জন্য ১১ কোটি টাকা দেবে। সেটা হিসাব করতে গিয়ে বলেছেন যিনি যে কয়েকটা ফেব্রু বৈধ করেছে। কয়েকটা তিনি উল্লেখ করেছেন। কিন্তু কমেছে কেন? জায়গায় সাধারণ শিক্ষার ভাস পেয়েছে, কারিগরী ফেব্রু কুঁস পেয়েছে। আমি অংকটাও বসছি সংগে সংগে। সাধারণ শিক্ষার এখানে বরাদ্দ কাস হয়েছে ৭৪,১৮,০০০ টাকা। অবস্থাটা করনা করে দেখুন। কারিগরী শিক্ষায় ১০,০০০ টাকা। চিকিৎসা ৭,০০,০০০ টাকাও কুঁস হচ্ছে ৬,১৭,০০০ টাকা এবং অন্য যে খাতে আছে যেমন জনস্বাস্থ্য, অনুরক্ত সম্পদায় এর কল্যাণ, পরিবহন ও যোগাযোগ, অন্নাদ—এতে ৬২,৬৫,০০০ টাকা। এই কয়েকটা ফেব্রুই অমরা দেণ্ডি যে পরিকল্পনা কমিশনের যে ১১ কোটি টাকা এর মতো বরাদ্দ কাস হয়ে গেছে ১০,৭,৯৫,০০০ টাকা। অবস্থাটা করনা করে দেখুন। যে খাতে গুলি জনগণের উপকারের জন্য অন্নাদ প্রয়োজনীয় যেখানে এ, খাতগুলিতে বরাদ্দ নড়ানোর প্রয়োজন ছিল, সেখানে নড়ানোর পরিবর্তে কমেছে। জন-কল্যান সাধন করেছেন আর বলেছেন ব্যয় সংকোচ নীতির কথা। কোথায় ব্যয় সংকোচের নীতি? কি কি করা হয়েছে? কোন কোন খাতে? কি খাতে ব্যয় সংকোচ করতে হবে চিকিৎসা সারফেবে রুটির ফেব্রু ব্যয় সংকোচ করতে হবে এবং গার বড়তে হবে মোটর যান ক্রয়ে ব্যয় বাড়তে হবে জাতীয়তায় ব্যয় বাড়তে হবে এমনকি—এই সব ফেব্রু ব্যয় বাড়তে হবে। বাজেট ভাষণ এবং বাজেটের মধ্যে যে জিনিসগুলি আছে তার মধ্যে কান মিল নেই। বাস্তব অবস্থার সঙ্গে বাজেটের কোন মিল নেই। খাবার বলা হচ্ছে যে এই বাজেট সমাজতান্ত্রিক বাজেট অনেক সদস্যের মূখে এই কথা শুনেছি যে সমাজতান্ত্রিক বাজেট সমাজতান্ত্রিক কোন দিক দিয়ে হবে? এটা নিশ্চিত ভাবে আগের সদস্যের ব্যাপার। অমরা অন্য দিকে যদি দেখি তাহলে দেখা যায় এই শিক্ষার ক্ষেত্রে যে বাসটা হয়েছে সেই রাস পড়া কারণটা কি ভারত সরকার পক্ষ নীতি পোষন করেছে—তাদের শিক্ষা নীতি যাঁরা চালান—এতদিন ধরে সেই

শিক্ষা নীতি আমাদের কি ফল এনেছে সেটাও লক্ষ্য করার ব্যাপার। আজ ২৬ বছর পরে কেন আজও আমরা ৪০ ও পৌঁছাতে পারি না শিক্ষার শতকরা হারে ৪০ ও যেতে পারি না। এটি অবস্থা কেন দাঁড়াল? শিক্ষা প্রসারের কোন উদ্দেশ্য নেই। প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার হয়েছে বাজেট ভাষণে বলা হচ্ছে। কিন্তু শিক্ষা প্রসারের কোন উদ্দেশ্য আমরা দেখি না। বাস্তবিক মূলক আর্থনিক—বিশেষ করে বৃত্তি পরচ দিয়ে পাবনের দারিদ্র্য ভুলে যাওয়া শিক্ষার আসবে প্রাথমিক শিক্ষা নেবে তার কোন ব্যবস্থা ভারতবর্ষের আজ সম্ভবত কে, খাও হয়নি। ভারত-বর্ষের কোথাও হয়নি। সুতরাং ত্রিপুরায়ও এজন্য প্রচেষ্টা করা হয়নি। আমরা দেখি দারিদ্র্য মুক্তকণ্ঠে পরকল্পনা শিক্ষার পক্ষে—একো—আমরা দেখছি যে শিক্ষাকে সামাজিক ন্যায় বিচার পাওয়ার স্বার্থকে বচন করে তুলে। সেই দিকটা বাদ দিলে বঙ্গ ভয়ে গিয়েছে। এটি ক্ষেত্রে সরকারের বাগ্য করার প্রমাণ নয় এটা নমুনা ভাবে অনেকাংশে প্রমাণ। ভারত সরকার তথা আমাদের রাজ্য সরকার সম্পর্কেও এত ক্ষেত্রে ব্যস্ত হয়েছেন—এই শিক্ষার ক্ষেত্রে। অতীত দিকে আমরা দেখছি তাদের যে কর্মসূচি চারটি মতো—প্রথম, চরিত্রতা, পুরুষিত হয়েছিল তাদের নীতির মধ্য দিয়ে। স্তার, বঙ্গ দাঁড়ালগের শিক্ষা বা কলেজের শিক্ষা সাধারণ স্তরের ছেলেদের জন্য আজকে দাঁড়ানো প্রাইমারি শিক্ষার উদ্দেশ্য নেই। আসব ছেলেদের স্কুলের যাচ্ছে তারা প্রাইমারি শিক্ষাকেও সম্পূর্ণ করতে পারেনা। বচনভাষা আসতেই না বাজেট ভাষণে বলা হয়েছে কত ছাত্রকে নেওয়া হবে এবং এখানে যেখানে চালান হবে ছাত্র ভর্তির অভিযান চালান হবে। কিন্তু বঙ্গের অভিযান তারা চালাচ্ছে এতদন পরে সেটি আমরা দেখছি। বাস্তবের সঙ্গে এ শিক্ষা নীতির কোন যোগ নেই। তাদের পরিকল্পনা বাস্তবের সংগে যে গণবিশ্বাস। স্তার, আমরা দেখছি যে বর্তমানে যে শিক্ষা নীতি চলছে তাতে পরবর্তী জীবনের উপায়—পরবর্তী স্তরে নাজ করে থাকে। তার কোন পার্থক্য আমাদের সরকার দিতে পারেনি। দিতে পারেনি বলেই বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। তারা হিসাব দিচ্ছে আমরা চাকরী দিচ্ছি চাকরী চাকরী। অবশ্য তাদের হিসাব গড় মিল আছে। যন্ত্রের উত্তরে যদি বলেন যে আড়াই চাকরী এর আগে গভর্ণরের ভাষণে দুই হাজার পাঁচ চাকরী। এখনও গড়-মিল আছে। কিন্তু মূল যে সমস্যা বাস্তব যে সমস্যা—বেকার সমস্যা সেটি সমাধানের কোন স্ট্রটজিগন্ত কোথাও রাখেনি। যার ফলে শিক্ষার ক্ষেত্রেও অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। ত্রিপুরার ক্ষেত্রে নয় সারা ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেও আমরা দেখছি। এই অনিশ্চয়তার বিরুদ্ধে মানুষ বিভিন্ন জায়গায় গড়ে উঠছে। শিক্ষার ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা অজ্ঞাতমতের দাঁচার ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা এটা বঙ্গীয় সরকার সৃষ্টি করে বেছেছে। কিন্তু এটা সমাধানের চেষ্টাও তারা করতে পারছেন না বা করছেন না। মানুষ আজ বিস্ময় হচ্ছে এমনটা হচ্ছে না। এবং এগিয়ে আসছে বিভিন্ন জায়গা থেকে বিভিন্ন রাজ্য থেকে সেটা আমরা দেখছি। সেখানে মানুষ এমনই করছে না। স্তার বর্তমানে যে ১০ ক্লাশ শিক্ষা ব্যবস্থা আমরা দেখছি সেই ১০ ক্লাশ শিক্ষা ব্যবস্থার স্বেচ্ছাসেবক চালু হয়েছে। ত্রিপুরায় আমাদের উপশিক্ষা মন্ত্রী একথা বলেছেন ওয়েষ্ট বেংগল শিক্ষা বোর্ড চালিয়ে দিচ্ছে। যেহেতু ওয়েষ্ট বেংগল শিক্ষা বোর্ডের অধীন এটা আমাদের চালু করতেই হবে। হ্যাঁ, চালু করার কথা, আগেও ছড়ত সরকার জানতেন এক

বছর আগেও জানা ছিল যে ১৯৭৪ সালে চালু হবে। কিন্তু চালু করার আগে এটা রূপায়নের জ্ঞাত বিশেষ কি ব্যাবস্থা নেওয়া হয়েছে। কিছু নেওয়া হয়েছে? ফিজিকেল এডুকেশন, ওয়ার্কাস এডুকেশন এক্ষেত্রে ১০০ নম্বর। এটা রূপায়নের কোন উপায় রেখেছেন তারা? আমি জানি না শিক্ষা মন্ত্রী জানেন কি না ফিজিকেল এডুকেশন এবং ওয়ার্কাস এডুকেশনের যে প্রোগ্রাম এবং যে সিলেবাস তার মধ্যে কি কি আছে? বিদ্যালয়ের মধ্যে ক'জন ফিজিকেল এডুকেশন ইনস্ট্রাক্টর আছেন? আমি জিজ্ঞাসা করতে পারি যেখানে যে হাউসুল আছে গায়ার সেকেন্ডারী স্কুল চলছে তার ওয়ার্কাস এডুকেশনের জ্ঞাত ক'জন শিক্ষক আছে? কোন ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা তারা করেছেন কিনা আমি সেটি জিজ্ঞাসা করছি? বান কিছু নেই অথচ চালু হয়ে গিয়েছে। চালু করতে হবে চালু হয়ে গিয়েছে। স্তর, এত ক্রটি রেখে কোন কিছুই আমরা আশা করতে পারি না তুদের কাছ থেকে। মাধ্যমিক শিক্ষার একটা সিলেবাস করা চল অ'গ ও নাই পাছাও নাই। প্রাইমারী শিক্ষার সিলেবাস মাধ্যমিক শিক্ষার জ্ঞাত সিলেবাস হয়েছে। তার সংগে কোন মিল রেখে করা হয়েছে? এই প্রসুরাতে কি হয়েছে, কত বছর আগে প্রাইমারী সিলেবাস করা হয়েছে এর পর কি কোন সংশোধন করা হয়েছে? সেটাতো হুতিন, কবে হবে? এর পিছনের দিকটা এগুনও চিন্তা করা হচ্ছে না। অবশ্য তারা বলবেন যে এটা আমাদের বিস্তার করার বিষয় নয়। কারণ এটা কলিকাতা ইউনিভার্সিটি করবে। এটা কথা তারা বলবেন, কিন্তু আমরা বলব শুধু জৈপুরা সরকার নয় এটা নীতি রূপায়নের মধ্যে এবং প্রাথমিক করার মধ্যে ভারত সরকার এমন কোন উপায় দিতে পারেন না এমন কোন সঠিক সিদ্ধান্ত দিতে পারেন না যাতে একটা স্তরের সংগে আর একটা স্তরের সঠিক যোগসাধন হতে পারে। এমন যদি না থাকে তাহলে শিক্ষা নীতি শিক্ষার পরিকল্পনা বাধ্য হতে বাধ্য। এর অবস্থা আমাদের দেশে চলছে। আমি স্তর, কলেজের কথা আমি উল্লেখ করেছিলাম। কলেজগুলিতে ভর্তির ব্যবস্থা এবং কলেজগুলিতে যে সাধারণ ঘরের ছেলেরা আসতে পারছে না এবং যারা আসছে গ্র্যাজুয়েশন স্তরে—গ্র্যাজুয়েশন পরীক্ষাও পর্যাপ্ত দিতে পারছে না শেষ পর্যন্ত এটা ভিনয়টাই হল প্রশ্ন। স্তর, আমাকে আরও সময় দিতে হবে।

মিঃ স্পীকার :— ৫ মিনিট সময় দিচ্ছি।

শ্রী অমরেন্দ্র শর্মা :— তখন কলেজে এডমিশনগুলি হয়েছে সেই প্রস্নের উত্তরে পরে আসছি। সেখানে আমরা দেখেছি যে ১৯৬৯ সাল থেকে ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত হিসাব একটা প্রস্নের উত্তরে দিয়েছেন—আমি বছর-ওয়াইজ হিসাব বলছি না—যেটা ১৭,৩০০ এডমিশন পেয়েছে। এর মধ্যে গ্র্যাজুয়েশন ফাউন্ডাল একজামিনেশন এপিয়ার করেছে ৬,৯০৮। অবস্থাটা একবার কর্তন করুন কত বাদ যাচ্ছে। নিশ্চয়ই এটা সংকটের কথা সেই সংকট অধীকার করার কোন উপায় নাই। অপচয় কোন স্তরে নাই। প্রাথমিক স্তর থেকেই শুরু হয়েছে। ৭০ পারসেন্ট বাজেট হচ্ছে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা। সেখানে কলেজ এডুকেশন আমরা কি করে আশা করতে পারি। এই অবস্থা যেখানে হয়েছে সেখানে আমরা দেখছি তারা বলছেন আমরা অভিযন চালাচ্ছি। ব্যাপক ছাত্র ভর্তির অভিযন চালাচ্ছি। সামাজিক-তম লক্ষ্যবোধ থাকলেও এই কথা বলা যেত না। স্তর, আমি এই শিক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপারে

আরও দুই একটি দিকের কথা উল্লেখ করছি যেটি শিক্ষার কর্মচারী সংক্রান্ত। গতদিন উপশিক্ষা মন্ত্রী একটা প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন স্নাতকোত্তর শিক্ষকদের ২২৫ টাকা স্কেলট দেওয়া হয় ১৭৫ টাকার স্কেল দেওয়া হয় না। এতে অসত্য কথা তিনি কি করে বলতে পারলেন আমি জানি না। ইদানিং কালে স্নাতকোত্তর যত শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে সবাইকে দেওয়া হয়েছে ১৭৫ টাকা স্কেল। ২২৫ টাকার স্কেল কাউকেই দেওয়া হয়নি। (ভয়েস—শেম শেম একজনের নাম বলেছিলেন—দেবভোষ দত্ত। এক দুইটা কেজ নয় আরও বড় হয়েছে গ্রন্থ ধরণের খারা ১০০ ১৫০ স্কেল পাচ্ছে। এখন এত ধরণের অবস্থাতে আমরা কি করে বুঝি যে তারা স্নাতকোত্তর নিষ্ঠার সংগে একটা দেশের উপকারের জন্ত কাজ করছেন। স্ত্রী, ডিফিকাল্টি এঁরিয়তে যারা কাজ করছে তাদেরকে ডিফিকাল্টি এরিয়ার আল্লাউল দেওয়া হচ্ছে না। এই ধরণের সমস্যা হুড়ি হুড়ি হয়ে গেছে। আমি দুইতিনটা কেজের কথা এখানে উল্লেখ করছি যেমন সত্যব্রত দাস, যে বিজ্ঞান বিষয় পারায় ১৯৭১ সাল থেকে চাকুরী করেছে আজ পর্যন্ত ডিফিকাল্টি এরিয়াতে আল্লাউল পায়নি। করিদাস সরকার, গোপাল পাড়ার জে, বি, স্কুল, চম্পারন দেববর্মণ শেউল ছড়া জে, বি, স্কুল কুমার দেববর্মণ পানছড়া জে, বি, স্কুল, নিমাই দেববর্মণ, দসদত্ত। এই কয়েকটা কেজ শুধু নয়, আরও বড় কেজ আছে, ডিফিকাল্টি এরিয়ার চাকুরী করেছে, ডিফিকাল্টি এরিয়ার আল্লাউল পাওয়ার নিয়ম থাকা সত্ত্বেও তাদেরকে বাধিত করা হয়েছে। এর মধ্যে কেউ কেউ আমি জানি বহু কদমপেট্রল করেছে এক দুইটা নয়, এমন কি ইম্পেট্রল রেট থেকে ড্রাইভেট রেট কদমপেট্রল করেছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত তাদেরকে সেই আল্লাউল দেওয়ার নাম গন্ধ নেই। এমন একটা অবস্থা আমরা দেখছি। আর, কেবল শিক্ষা ক্ষেত্রে নয় আমরা অজ্ঞাত জায়গায় যদি দেখি তাহলে দেখবো যে কিতাবে জনসংস্কারের কল্যাণের জন্ত নয়, একমাত্র মন্ত্রী এবং উপসভার কিছু কর্মচারীর জন্ত সেট বাজেট রচিত হয়েছে তাদের পকেটে কিছু পয়সা দেওয়ার প্রয়োজন এই জন্তই এই বাজেট রচিত হয়েছে। জনসংস্কারের কল্যাণের জন্ত যদি হতো তাহলে কল্যাণ মূলক কিছু কাজ তারা হাতে নিতেন। ব্যয় সংকূচের নীতি যেটা ঘোষণা করেছেন বাজেট ভাষণে সেই নীতি তারা গ্রহণ করেছেন? আর, কি অবস্থা দেখুন। ব্যয় সংকূচের নীতির একটা দিক আমি উল্লেখ করছি। কোথায় ব্যয় সংকোচ করছেন পূর্ন বিভাগ থেকে তো বিভিন্ন বিভিন্ন ভুলা হচ্ছে বিভিন্ন অফিস বাড়ীর জন্ত, এই সমস্তের জন্ত ভাড়া দেওয়া হয়, ভাঙ্গা বাড়ীতে যে অফিসগুলি থাকে তার পরিমাণ আমি উল্লেখ করছি গত ৩,৬৭,১৭২.৮২ পয়সা ভাড়া দেওয়া হয়েছে বাড়ীর জন্ত বিভিন্ন স্থানে এই রকম হয়েছে যে কোন কোন বাড়ীতে একটা অফিস বাসিয়ে রাখা হয়েছে ভাড়া দেওয়া হচ্ছে মালিককে উদ্দেশ্যমূলকভাবে। এই ধরণের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। আর, শিক্ষা ক্ষেত্রে আমি একটা প্রবন্ধ পড়েছিলাম, ডেভেলপমেন্ট কমিশনারের, কাণ্ডারী পত্রিকায়, একটা প্রবন্ধ লিখেছিলেন ত্রিপুরার অর্দনীতির ফটো। সেখানে তিনিও আর, বহু আশাবাণী শুনিয়ছেন কারণ মন্ত্রী মশায়রা শুনান ডেভেলপমেন্ট কমিশনার সেখানে না শুনালে চলবে কি করে। তিনি বলেছেন কি, এই তিনটা কলের কথা বলেছেন সেটা আমাদের সুখস্বয়ং প্রায়শ শুনান আমাদেরকে এবং বলেছেন আগামী ২/৩ বছরের মধ্যে মিলগুলির উৎপাদন স্তর

হয়ে যাবে, একমাত্র কাগজের কলেই প্রায় ১৫ হাজার লোক নিয়োগ করা সম্ভব হবে। তারপর দেখুন পাটের কলের ব্যাপার এমন কোন ব্যবস্থা নাই, এমন কোন পরিবর্তন নাই যার ফলে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের বাকরিরা কাজ পেতে পারে এমন একটা অবস্থা তো আমরা দেখছি। যেন অজ্ঞকে কামগাউরের বরেন ৯০ টাকা। এই যে পুলিশ কর্মচারীরা রয়েছে নীচের তলায়, নাপদ বা কিছু আগে বলেছেন, তিসি এতা কলিং পাটির সদস্য, তিনি বলেছেন যে নীচের তলার অবস্থাটা কি? স্ত্রী, শ্রমের দিনটা বড় ভয়ংকর সেট দিনটা আসবে। বিচারের ব্যাপার বলা যখন মনে আছে কি? কিছুদিন আগে পরিব্রাজক দেড়িয়েছিল যার বাড়ী যখন গুড়ছে পুলিশ করে লাড়িয়ে ত সহ্যে। তারা সাহায্য চেয়েছিলেন কিছু সাহায্য পান নি। বিধানসভায় এসে কেঁদে পড়েছিলেন। মন্ত্রী বা তাই ভবিষ্যত শেষের দিন যখন আসবে তখন কেউ রক্ষা করবে না। এমন কি যে পুলিশকে দিয়ে তাদের বাড়ীতে ঢাকার হিসাবে খাটানো হচ্ছে তার ও আসবে না এবং অত্যাচার তাদের কাছ থেকে বাতিলের আশা করতে পারেন। এত বাজেটের কোন ভবিষ্যত নেই, এই বাজেট মন্ত্রকের কল্যাণের জন্য নয় এক বকে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার : - শ্রীরাহমণি রিয়াং স্যার :

শ্রীরাহমণি রিয়াং চৌধুরী :— মাননীয় অর্থমন্ত্রী, যে বাজেট পেশ করেছেন সেট বাজেটকে আমি সমর্থন করি। যে মন্ত্রী, যে অর্থমন্ত্রী বিভিন্ন দিকে লক্ষ্য রেখে যেমন শিক্ষা, কৃষি, জলের সুবিধার জন্য চিকিৎসার জন্য তারপর খাদ্য উৎপাদনের দিকে লক্ষ্য রেখে বাজেট পেশ করেছেন সেটটা আপনারা বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্যরা যে অর্থমন্ত্রী বাজেট করলো আরও তো আপনারা দাবী করছেন সেট দাবীটা কি দিকে বাজেট করবে সেটটা আমাকে একটু বুঝিয়ে বলুন।

আমি তো বুঝতে পারছি না। এত হচ্ছে না সেট হচ্ছে না, কিন্তু বে করলে ভাল হবে, আপনারা যদি বাজেট না মানেন কোন মানেন না আমাকে একটা বুঝিয়ে বলুন, আমি তো লেখাপড়া জানি না। আপনারা কেউ তো আমাকে বুঝিয়ে দেন না কি কারণে বাজেট মানেন না আমি বুঝতে চাই। আমি যদি দেখি আমার ত্রিপুরাতে মাননীয় উৎপাদন করে কৃষি উৎপাদন এইটা আমি চাই। আমাদের ত্রিপুরা সরকার অনেক কিছু করেছে। ভারত স্বাধীন হয়েই ২৬ বছর হয়েছে। এক সংগে তো সব করা যায় না। আস্তে আস্তে হবে। একটা শিশুর জন্ম হলে তার জ্ঞান হতে বেশ কতক বছর লাগে। সেই তরুণ এক সংগে করতে গেলে ব্যবসায় দরকার হয় সেহটা আপনারা চিন্তা করেন না। আমাদের ত্রিপুরা সরকারেরও কোন-জ্ঞানে ভাল হতে পারে, কাজেই ভাল করলে সেই ভালটা সংশোধন করে নিতে পারে। আপনারা একদিকে দাবী করেন একটা আর অন্যদিকে বাওয়া করেন, এখানে বিরোধী দলের নেতা মাননীয় নৃপেন্দ্র বাবু বলেছেন যে তুইসিয়া কলোনীতে ট্রাউবেল সেখানে কেউ নেই। আপনারা কোনদিন গিয়ে দেখেছেন যে সেখানে ট্রাউবেল নেই। আমরা বলতে পারি সেখানে কি হচ্ছে। তুইসিয়া কলোনীতে অষ্টম চক্রবর্তী নামে একজন সি. পি. এম. ওয়ার্কার, সে সেট কলোনীতে কি করছে আপনারা জানেন? সে সেট কলোনীকে সেখানে ধ্বংস করতে চলেছে। এটাই কি তাদের নীতি? আরেকজন জয়নারায়ণ সাহা বলে একজন কমিউনিষ্ট

কর্মী সে দশদা বাজারে যে একটা কো-অপারেটিভ, সেট কো-অপারেটিভের সমস্ত টাকা লুট করছে, সেট কো-অপারেটিভে কোন টকা পয়সা থাকে না, সে সেটগুলি নিয়ে যায়, কিন্তু কোন কাজ করেনা। তিনি ধানের উপর টাকা দান দেন, কিন্তু মাপের সময় সে ওজনে বেশী নিয়ে যায়, ট্রাষ্টবেলরা নিরীক, তারা কিছু বুঝেনা, সেট জয়নারায়ণ সাহা ওজেন একজন কমিউনিষ্ট লীডার দশদা বাজারে। প্রতি মণে তিনি ১০ কেজি বেশী ওজেন। এইভাবে মানুষের ক্ষতি করছেন। দশদা বাজারের একটা লোক থেকে জোরপূর্ব্বী বাকী নিয়েছে, এখন পর্যন্ত তার টাকা দেয় না। এই যে নীতি, মানুষকে ধ্বংস করার নীতি এবং তিনি মানুষকে ধ্বংস করতে চেষ্টা করছেন। আর উনারা কংগ্রেস কর্মীদের নামে কুংসা রটিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেন। আমি বুঝি কংগ্রেসও মানুষ, কমিউনিষ্টও মানুষ, যদি কেউ না বুঝে থাকে তাকে বুঝাবার চেষ্টা করুন। আমরা যদি অসুবিধা থাকে দিমানসভায় মন্ত্রীর কাছে জানান হবে যে এটা আমার অসুবিধা, সেটা করার জন্য একবার না করলে আবার বলব। কিন্তু শুধু শুধু কনস্টারীদের কেন দোষ দেন, কংগ্রেসকে কেন দেন? কনস্টারীরাতো আমাদেরই লোক, তাদের ভুল হতে পারে। যদি ভুল হয়ে থাকে তা সংশোধন করা যায়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের ত্রিপুরাতে ১৬ লক্ষ লোক বাস করে, সেট লোকের উপকারের জন্য ডুগুর বাঁধ দেওয়া হয়। এখন উনারা বলছেন এটা বন্ধ করে দাও। সেট বাঁধের দক্ষণ যারা উচ্ছেদ হয়েছে, তাদের জন্য সরকার ভায়গা বন্ধোবস্ত দিয়েছেন, ক্ষতিপূরণ দিয়েছেন। ক্ষতিপূরণ প্রতি কানিতে এক হাজার দেওয়ার কথা, সেট ক্ষতিপূরণ যদি কেউ না পেয়ে থাকে, তাহলে সেটা সরকারকে জানাতে পারতেন। কিন্তু সেট ভায়গা হাড়ার জন্য তাদেরকে তিন বছর আগে নোটিশ দেওয়া হয়েছে কিন্তু তার ভায়গা উড়ে নাই। এত বিষয় নিয়ে যখন গোলমাল দেখা দিল, তখন আমার কংগ্রেস কর্মীরা গিয়ে দেখে এসেছে তাদের কি কি অসুবিধা আছে এবং সেট অসুবিধাগুলি দূর করার চেষ্টা করা হয়েছে। তাদের ভুলের অসুবিধা, রেশনের অসুবিধা, তাদের চিকিৎসার অসুবিধা, তাদের ওষুধিষ্যের অসুবিধা, তাদের পুলিশের অসুবিধা, প্রতিটি অসুবিধা দেখে সেগুলি দূর করার জন্য সরকার চেষ্টা করছেন। যদি কোথাও ভুল হয়ে থাকে, সেট ভুলের সংশোধন হতে পারে। কেউ যদি চুরি করে, তাহলে তার শাস্তি হবে। তারা পুলিশ চাননা, সি. আর. পি চাননা। কারণ সি. আর. পি. নাকি দোষ করেছে কিন্তু আমার এলাকার মত্যা চাঁদ্রন লোকের উপর সি. আর. পি. অত্যাচার করেছে, তারা যখন বিচারের জন্য আমার সংগে দেখা করে তখন আমি তাদের নবসিংগড় সি. আর. পি. কর্মীরাষ্টার কাছে নিয়ে যাই, ছিনি বলেছি যে আনবো সে খবর জানি, তখন আমি তার কাছে বিচার করে তার শাস্তি দাবী করি। আমি জেয়ান চাই না বললে হবে না, জেয়ান থাকবে দস্তা দমন করার জন্য, শত্রু ধ্বংস করার জন্য, মানুষকে শান্তি দেওয়ার জন্য, জেয়ান থাকা দরকার। যদি বেড়া ছাড়া ফসল করা যায়, সেট ফসল গরু থাকে। কাজেই জেয়ান না থাকলে শান্তি শিথিল হবে। সব মানুষ যেমন ভাল নয়, জেয়ানরা মানুষ, তাদের মধ্যেও ভাল মন্দ থাকতে পারে। তাদেরও শাস্তি হতে পারে। সেগুলি সংশোধন করা যায়। কিন্তু সমস্ত কিছুর জন্য কংগ্রেস সরকারকে শুধু শুধু দোষ দেওয়া কেন। কংগ্রেস দলের একজন কর্মী দোষ করতে পারে, তারজন্য সমস্ত কংগ্রেস দলই কি দোষী হয়ে পাবে? আমি একজন

কংগ্রেস কর্মী। আমি যদি দোষ করি, আমাকে শাস্তি দেওয়ার বিধান আছে, কিন্তু সেটাজন সমগ্র কংগ্রেস দলই কি দোষী হবে? তেমনি একজন জোয়ান দোষ করলেই জোয়ান দেশে থাকবে না, সেটাতো তে পারেন না। আমি দোষ করলে আমার শাস্তি হবে, আমার দোষ সংশোধন করার চেষ্টা হবে, কিন্তু সমস্ত কংগ্রেস দল সেটাজন শাস্তি পেতে পারেন না। কংগ্রেট আজকে অর্থনৈতিক শিক্ষা, এগিকালচার ইত্যাদির জন্য বাজেট ভাষণ রেখেছেন, আমি সেটা সমর্থন করে আমার নক্সা পেশ করছি।

Mr. Speaker :— Shri Usha Ranjan Sen, Deputy Speaker will now proceed to lay the report of the Business Advisory Committee allocating the business of the House for 29th March, 1974.

Dy. Speaker :— Mr. Speaker, Sir, I beg to lay on the Table of the House the Report of the Business Advisory Committee allocating the business of the House for 29th March, 1974.

(Copies of the Report were distributed to the Members)

Mr. Speaker :— I would now request Shri Usha Ranjan Sen, Deputy Speaker designated by me to move the motion that this House agrees with the allocation of time proposed by the Business Advisory Committee.

Shri Usha Ranjan Sen :— Mr. Speaker, Sir, I beg to move that this House agree with the allocation of the proposed by the Business Advisory Committee.

Mr. Speaker :— The question before the House is the motion moved by Shri Usha Ranjan Sen, Deputy Speaker, that this House agrees with the allocation of time proposed by the Business Advisory Committee was put to voice vote and carried.

Now Hon'ble member, Shri Hangshadawaj Dewan please start your discussion.

ঐহংসধ্বজ দেওয়ান :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে ১৯৭৪-৭৫ সালের বাজেট এখানে পেশ করেছে, সেই বাজেটকে দৃষ্টি করে আমি আমার নক্সা রাখছি। এবং বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিরোধী দলের পক্ষ থেকে এই বাজেটকে যে বিরোধীতা করেছেন, সেই সম্বন্ধে আমি কিছু বলব। মাননীয় 'বিরোধী' দলের নেত্রী প্রথমে তাঁর বক্তব্য রাখতে গিয়ে খবর কথা উল্লেখ করে তিনি বলেছেন যে খরচ ও ব্যয় দুটোই বেড়েছে, সেটা ত্রিপুরার একটা বিবৃতি। কিন্তু এর জন্য আমাদের উন্নয়নমূলক কাজেরও যে একটা ব্যয় হতে পারে, সেটা তার বক্তব্যে অন্বীকার করে গিয়েছেন। এত বড় একটা বাস্তব ঘটনাকে তিনি কি করে অন্বীকার করলেন, আমি তা বুঝতে পারলাম না। তাছাড়া আমাদের পাশ্চাত্য সম্পর্কে এই বাজেটের আলোচনা করতে গিয়ে তিনি আরও কয়েকটা মন্তব্য করেছেন, যেমন আমাদের ত্রিপুরা সরকারের পাশ্চাত্য নীতি, সেই সম্পর্কে নানারকম মন্তব্য করেছেন, মন্তব্য করেছেন যে পাশ্চাত্য সংগ্রহ যেগান থেকে করা হয়েছে অর্থাৎ যে সমস্ত গ্রাম থেকে পাশ্চাত্য সংগ্রহ করা হল, সেগুলি কেন এ সব গ্রামের মধ্যে রাখা হয় না? কিন্তু কোন সরকারের পক্ষে যেখান থেকে পাশ্চাত্য সংগ্রহ

করা চল, সেখানে শুদাম ঘর তৈরী করে সেই সংগঠিত মান চাউল সেখানে সংরক্ষিত করা সম্ভব নয়। সরকার যেখানে এই সমস্ত সংগঠিত মান চাউল উপযুক্ত ভাবে রক্ষা করা যায়, সেখানেই শুদামজাত করেছেন। কিন্তু এতেও তাদের নানা রকম সমস্যা হচ্ছে, এটা তাদের বক্তব্যের মন্তব্যগুলির মধ্যে ফুটে উঠেছে। আসল কথা চল, আমার মনে হয় উনারা ভয় পাচ্ছেন যে সরকারের হাতে যদি খালি মজুত থাকে, তাহলে তারা আর দলবাজী করতে পারবে না। দেশের মধ্যে সরকার যদি মানুষকে ঠিকমত তাদের খালি দিতে পারেন, তাহলে উনারদের দলবাজী করা চলবে না, সেজন্যই বেশি ভয় তারা সরকারের এই খালি নীতির সমালোচনা করছেন। তারপর উনি তাঁর ভাষণের মধ্যে শিশু খাওয়ার কথাও উল্লেখ করেছেন। আমি জানি, আমাদের এই জনদরদী সরকার, গরীব যারা, আমাদের দেশের গরীব মানুষ যারা, তাদের ছেলে-মেয়েদের খাওয়ানোর জন্য জায়গায় জায়গায় নিউট্রিশান স্কীমে ফিডিং সেন্টার খুলেছেন। কারণ আমার ত্রিপুরা সরকার জানেন যে বড় লোকের ছেলেরা সকালে ঘুম থেকে উঠে নানা রকমে খাওয়ার খেতে পারেন, কিন্তু যারা গরীব মানুষ তাদের ছেলেরা কোন কিছুই পেতে পায় না এবং তারই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের এই জনদরদী বংগের সরকার গরীব এলাকা দেখে বিশেষ করে ট্রাইবেল এলাকা দেখে সেই সব ফিডিং সেন্টারগুলি খোলেছেন এবং সেখান থেকে ট্রাইবেল ছেলেমেয়েরা পুষ্টির খাওয়ার পাচ্ছে। কিন্তু তারা এক দিক দিয়ে বলছেন গরীবের কথা, অল্প দিক দিয়ে সরকার যদি সেই গরীব মানুষের সহায়তার জন্য যদি কোন সেগমেন্ট প্রতিষ্ঠান করেন, তাহলেও তারা সেটার সমালোচনা করবেন। তারা আবার এখানে বলছেন শ্রমিকদের কথা। শ্রমিক সম্বন্ধে আমাদের কংগ্রেস সরকার কি করছেন, সেটা বেশ ভয় তারা পূরণ রাখেন না। এই শ্রমিকদের কল্যাণের জন্য আমরা দেখছি সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে বেশ কয়েকটা কমিটি করা হয়েছে এবং সেখানে যারা কৃষি শ্রমিক তাদের কথা পর্যন্ত আমার সরকার চিন্তা করছেন। এটা আমি বিভিন্ন জায়গাতে ঘুরে দেখেছি, বিশেষ করে মাননীয় বিরোধী দলের নেতার কনসিটিউন্টী আশারাম-বাড়ীতে। তারই জন্য আমাদের সরকার কৃষি শ্রমিকদের মজুরীর হার কত কত পারে, সেই বিষয়েও চিন্তা করছেন। আজকে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের চা-বাগানের শ্রমিকেরা এবং কৃষি শ্রমিকেরা দৈনিক ৩/৪ টাকা করে মজুরী পাচ্ছে। সরকার কর্তৃক এই নির্দিষ্ট রেট ফিক্সড করে দেওয়া হয়েছে বলে আজকে প্রত্যেকটি কৃষক পরিবারে এই হারের মজুরী দিতে জোতদারেরা পর্যন্ত বাধ্য হচ্ছে। সেজন্য বলি যে আমাদের সরকার ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত রকম শ্রমিকদের জন্যই চিন্তা করছেন। আর পুলিশ বাজেট দেখলে উনারা আতঙ্কিত হয়ে যান। তারা পুলিশ বাজেট দেখলে এত ভয় পায় কেন, আমি কিছু বুঝি না। আমি জানি যে পুলিশকে তো ভাল মানুষ যারা, তারা ভয় পায় না। কিন্তু তাদের ভয় পাওয়ার কারণটা কি? আমি জানি যে যারা চুরি করে, ডাকাতি করে, বদমায়েসী করে অথবা দুই চরিত্রের লোক, তারা পুলিশকে ভয় করে। ভাল মানুষ তো ভয় পেতে পারে না। তাদের তো ভয় পাওয়ার কোন কারণই থাকতে পারে না। সরকারের এই পুলিশ বাজেট থাকে কেন? আমাদের পুলিশ কাকে সাচাষ করে? আমাদের পুলিশ যাদের বাড়ীতে চুরি হয় কিংবা ডাকাতি হয়,

তাদেরকে সাহায্য করে, আর সমাজের মধ্যে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষায় সাহায্য করে আর সমাজের মধ্যে যাদের উপর অত্যাচার হয়, অন্যায় হয় তাদেরকে সাহায্য করার জন্য আমাদের পুলিশ সব সময়ে এগিয়ে যায়। কিন্তু শান্তি রক্ষায় জন্ম এঁই যে পুলিশ বাজেট সরকার এখানে এনেছেন, এটারও তারা নানা রকম বিরূপ সমালোচনা করেছেন। ভাল মানুষদের তো এই পুলিশের প্রতি পাশাপাশি মন্তব্য করার কোন কারণ থাকতে পারে না। কাজেই তাদের এই সব মন্তব্য এর মধ্যে কোন সূক্তি নাই, তারা শুধু বিরোধীতা করার জন্য এই বাজেটের বিরোধীতা করতে গিয়ে এঁই সমস্ত মন্তব্য রেখেছেন। তবে সরকারের নীতির মধ্যে তখনো কোথাও কোথাও ক্রটি বিদ্যুতি থাকতে পারে, এটা আমি অস্বীকার করি না। সেজন্য আমি উনাদেরকে অনুরোধ করব যে এই বাজেটের বিরোধীতা না করে যেগুলি বাস্তব সত্য এবং যে কাজগুলি করলে পর জনসাধারণের উপকার হবে সেই রকম মাজেশান আপনাদের রাখা দরকার। কারণ জনপ্রতিনিধি হিসাবে ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্তের মানুষের কল্যাণের জন্য সরকার যে কাজগুলি করতে চাইছে না করছে, তার মধ্যে যদি কোন ক্রটি বিদ্যুতি থাকে, তাহলে সেগুলি আপন র সরকারের সামনে তুলে ধরুন। কিন্তু আপনারা তো সেই রকম কিছু করেছেন না? আপনাদের মুখে শুনিছি কেবল কিছুই হচ্ছে না, কিছুই হচ্ছে না—গত ৬ বছরের মধ্যে কিছুই হল না। এঁই যদি আপনারা বলেন তাহলে ত্রিপুরার মানুষ সেটা কখনও স্বীকার করবে না, কারণ সরকার কি করেছে না করছে, সেগুলি কি ভাল না মন্দ তারও সাক্ষী তারা দেবে। ভারতবর্ষের মানুষ এঁটা স্বীকার করবে। এঁটা তো জনতা সাক্ষী, ত্রিপুরার ১৫ লক্ষ মানুষ সাক্ষী। দাখীলতার পূর্বে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের কি ছিল? বাস্তা-ঘাট ফুল কলেজ পানীয় জলের ব্যবস্থা কি ছিল? সব দিক দিয়ে দেশের মানুষ সাক্ষী। কংগ্রেস সরকার কিছু করেছে কিনা সেটা ত্রিপুরার জনতা সাক্ষী দিবেন। তারা বললে তো চলবে না। কাজেই এঁই যে বিরোধীতা করেছেন তারা সেটা আমি স্বীকার করতে পারি না। বাজেটে যা আছে সেটা আমি স্বাগত জানিয়ে এঁই বাজেটের যে সব টাকা এবং যে পরিকল্পনা করা হয়েছে সেগুলি যদি ঠিক ঠিক ভাবে রূপায়িত হয় সেজন্য সরকার এবং মন্ত্রী মন্ত্রীদের কাছে কয়েকটা প্রস্তাব রাখব। এঁই যে জুমিয়া পুনর্বাসন, সরকারের পরিকল্পনা অত্যন্ত সুন্দর। আজকে স্রাবাংলা বৃদ্ধির দিনে ৫০০ টাকার জুমিয়া পুনর্বাসন হয় না সেটা সরকার উপলব্ধি করে ১৯১০ টাকার যে পরিকল্পনা করেছেন সেটা অত্যন্ত সুন্দর। কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যে সমতল ভূমি বা লুঙ্গা জমি না থাকায় তাদের টিলা জমিতে পুনর্বাসন দিতে হচ্ছে এবং তার জন্য হরটি-কালচার ক্রাসের কথা ভাবছেন। সেট বাজেটে যে টাকা এর জন্য ধরা হয়েছে সেই টাকা যেন সঠিক ভাবে খরচ হয়। একটা জুমিয়া পরিবারকে যদি পুনর্বাসন দেওয়া হয় হরটি-কালচার মাঝে তাদের যদি ঠিক সময়ে জঙ্গল কাটার টাকা না দেওয়া যায় তাহলে তাকে শুধু টাকা দিয়ে কিছু লাভ হবে না। আমি দেখেছি আনারসের যে টাকা দেওয়া হয় ব্রক থেকে অনুদান দেওয়া হয় সেটা এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট থেকে দেওয়া হয়। এঁই আনারসের চারা পৌঁছতে পৌঁছতে আশ্বিন কার্তিক মাসে গিয়ে পৌঁছে। তাতে অনেক চারা নষ্ট হয়ে যায়। সেজন্য আমি বলছি ঠিক সময়ে যাতে নাকি আনারসের চারা, আমের চারা,

লেবুর চাৰা দেওয়া হয়। জঙ্গল কাটাৰ সময় চল পোঁষ মন মাস। কিন্তু যদি সেই টাকা আষাঢ় মাসে দেওয়া হয় তাতলে কি জঙ্গল কেটে চাষ করতে পারবে? সেজ্ঞা সরকার এবং ডিপাৰ্টমেন্টের কর্মচারীদের কাছে আমার অনুরোধ থাকবে তারা যাতে চাৰা এবং টাকা ঠিক সময়ে দেয়।

আর একটা দেশহি ফরেষ্ট ডিপাৰ্টমেন্ট। ত্ৰিপুরার সংসদেই বন বিভাগ। একটা হল রিজার্ভ ফরেষ্ট, আর একটা হল প্রটেক্টেড ফরেষ্ট। এই যে প্রটেক্টেড ফরেষ্ট, এর যে আয় তার জন্য ভীষণ অনুবিধা হচ্ছে। ফরেষ্ট আমি চাই, বন না থাকলে মাছষ বাঁচতে পারে না, প্রাকৃতিক হৃদয়োগ আসতে পারে বন না থাকলে। কাজেই বন থাকুক আমি চাই কিন্তু দেখা গেছে এই যে প্রটেক্টেড ফরেষ্ট, দড় পুরানো জায়গা, ১০০ খাস জায়গা সরকারের কাছে বন্দোবস্ত হয়েছে বার বার। কিন্তু সেই জায়গা খাস আবাদ পরলেই বন্দোবস্ত না পাওয়ার জন্য সেখানে গাছগুলিতে তাদের অধিকার নষ্ট। তারা হয়ত নিজের হাতে গাছগুলি রোপন করেছে। আজকে জুমিয়া পুনাসন এর ব্যাপাৰ হচ্ছে এই ফরেষ্টের জন্য। আমি জানি ফরেষ্ট ডিপাৰ্টমেন্ট থেকে, তারপর ট্রান্সমেল ওয়েলফেয়ার থেকে, তারপর স্টেটলমেন্ট থেকে, তিন বিভাগ থেকে একত্র হয়ে হয়ে একটা ৫ মটি আছে। সেই কর্মসি যুক্তভাবে এনকোয়ারী করে যদি রিপোর্ট না দেয় তাহলে কোন জুমিয়া পুনাসনের পরিকল্পনার প্রস্তাব সেখানে করতে পারে না। সেজন্য নানা রকম ব্যাঘাত হচ্ছে। আমার প্রস্তাব হল সেখানে প্রটেক্টেড ফরেষ্ট রাখার অর্থ কি? ভারতবর্ষে এইরকম আছে কিনা জানি না। আমি জানি হাঙ্গলং রিজার্ভ, মইনি রিজার্ভ, সেখানে তো প্রটেক্টেড ফরেষ্ট নাই। রিজার্ভ ফরেষ্ট সেখানে আছে যেখানে দাও নিয়ে বা একটা দিয়াশলাই এর কাটি নিয়ে ঢাকা যায় না। এখানেও সেইরকম তো। কিন্তু প্রটেক্টেড এরেষ্ট নাই। গত স্টেটলমেন্টেও আমরা ম্যাপ পাই নি। তার ফলে কোনটা জোত, কোনটা খাস সেটা বুঝা যায় না। আমি ক করে বুঝব আমার জমিটা কোন জায়গায়। আমি হয়ত সেখানে একটা গাছ কাটলাম। সেই গাছটা হয়ত ফরেষ্ট গিয়ে সীজ করল। এতে নানা রকম বিপর্যয়ের সৃষ্টি হচ্ছে এই প্রটেক্টেড ফরেষ্টের জন্ম। কাজেই আমি সাজেশান রাখছি এই প্রটেক্টেড ফরেষ্ট উঠিয়ে দেওয়া হোক। আর একটা ফাঁকির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। সরকার হয়ত রয়্যালটিস জন্ম রেখেছেন। কিন্তু এই প্রটেক্টেড ফরেষ্টের জন্ম কত টাকা ইনকাম হয়েছে সেটা আমি জানতে চাই। সেই প্রটেক্টেড ফরেষ্টে কি চলছে আমি দেখতে পাই। এখানে যে হানায় বেজাক অফিসার, ফরেষ্ট অফিসার, তাদের লাভ হচ্ছে। এখানে কন্ট্রাক্টরের সংগে চুক্তি করে ফাঁকি দিচ্ছে। তারা এ টাকা রয়্যালটি দিতে পারে। কিন্তু আইনে ১৪১৫ টাকা। কাজেই সরকারের তো কোন লাভ হচ্ছে না। কাজেই যেখানে সরকারের লাভ নাই এবং জনসাধারণের অন্তর্বিধা সেখানে আমি এই আইনটা উঠিয়ে দেওয়ার জন্ম অনুরোধ করছি। তারপর কৃষি সম্বন্ধে আমি এইটুকু সাজেশান রাখতে চাই যেখানে-যেখানে সীজজাল বাধ দেওয়া হয়েছে সেখানে সেখানে গত বছর শুরুর সময় সিজনেল বাধ দিয়ে ফসল ফলান হয়েছে যে সব মাঠে কৃষকেরা ফসল ফলাতে পেরেছে সেই জায়গাগুলিতে সেই ছড়াগুলিতে নদীগুলিতে পার্মা-নেট বাধ করা হউক। রাস্তা, রাস্তার ব্যাপারেও—আমার সময় কম আমি সেজ্ঞা খুব সংক্ষিপ্ত

ভাবে আমি বলছি। কিন্তু রাস্তার ব্যাপারে আমি জর্নি ত্রিপুরার এমন কতগুলি দুর্গম জায়গা আছে বিশেষভাবে আমার কনসিটিউয়েন্সীর কথা বলব—আমার যে দামছড়া খেদাছড়া অঞ্চল সেটা সারা ত্রিপুরার মধ্যে দুর্গম অঞ্চল বলা চলে। সেখানে বিদ্রোহী মিজোর বার বার আক্রমণ হয় সেখানে কোন রাস্তা নাই। গত বছর আমি গ্রাম করেছিলাম এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এম্বাবেল দিয়েছিলেন যে ঐ জায়গাতে রাস্তা হবে। কিন্তু আজ পর্যন্ত রাস্তা করার কোন লক্ষণই আমি দেখতে পাই না। সেজন্য আজকে হাউসের মধ্যে মাননীয় অধ্যক্ষের মাধ্যমে আমি আবার প্রস্তাব করছি ইখানে—দামছড়া থেকে খেদাছড়া পর্যন্ত মোটর চলতে পারে এমন রাস্তা নির্মাণ করা হউক। (ইন্টারপোলেশন: সেখানে ১৩ লোকের বসতি হাজার হাজার লোকের বসতি কিন্তু এটা রাস্তা নাই। রক থেকে একটা রাস্তা করা হয়েছিল। রক থেকে একটা রাস্তা করা হয়েছিল। রক থেকে পি, ডবলিউ, ডি, যখন তাতে মিলেন—এখন রকও করতে পারেন না পি, ডবলিউ, ডি, ও করে না। গত বছর সমস্ত বছর অনুবেশ করার পরেও মাননীয় এগ্রিকালচার মিনিষ্টার বলে এসেছেন সেখানে হবে—কিন্তু মিজোর কাজও হয়নি রাস্তার কাজও হয়নি। আমার মনে হয় এটা বাজেটের মধ্যে নাই। বাজেট আমি পড়ে দেখেছি আমার সেই রাস্তাটা বরা হয় নাই। কিন্তু আজকে যদি জনতার দুঃখ দেখে সাধারণ কৃষকের দুঃখ দেখে এই সাধারণ রাস্তাগুলি না করা হয় তাহলে দেশের ডেভেলপমেন্ট কি হবে হবে। সেজন্য আমি মাননীয় অধ্যক্ষের মাধ্যমে প্রস্তাব রাখব যেখানে যেখানে ত্রিপুরার খুব দুর্গম অঞ্চল সেখানে হাড়াভাড়া রাস্তার ব্যবস্থা করা হউক। এই বলে মাননীয় অর্থমন্ত্রীর বাজেট আমি সমর্থন করে বিরোধী পক্ষের সমালোচনার বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— শ্রীপাখী ত্রিপুরা—মাননীয় সদস্য ১০ মিনিট বলেবেন।

শ্রীপাখী ত্রিপুরা :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, অর্থমন্ত্রীর যে বাজেট এহু হাউসে পেশ করা করেছিল এহু বাজেট—এই বাজেটের গায় গতবারও একটা দেওয়া হয়েছিল। গত বছর বাজেটেও আমরা বলেছিলাম এই বাজেট ত্রিপুরার একটা হতাশাবাজক বাজেট। কিন্তু অনুরূপ আর একটা, বছর বছর যখন একটা বাজেট দিতে হয় এই বাজেট সেই ভাবেই দিয়েছে। বাজেট আলোচনা করতে গিয়ে রুপিং পাটির সদস্যগণ যেভাবে বিরোধী সদস্যদের আলোচনাকে সমালোচনা করেছেন নাই, নাই, নাই—এটার উপর ভিত্তি করে। কিন্তু আনরাতো শুধু নাই বলি না, আছে এই বাজেটে আছে। এই বাজেটে কি আছে? বাজেটে আছে, গতবারের বাজেটের মতই বাজেট এসেছে—একমাত্র উপরতলার শ্রেণীর মানুষের আছে উপকার—এর জগু অর্থ। এবং এই বাজেট আলোচনা করতে গিয়ে যে সব দস্তবাজার করেছেন তাতে বাজেটের মধ্যে তারা প্রথম সমর্থন করে পরে সমালোচনা করেছেন। প্রত্যেকটি কংগ্রেসী সদস্য বলেছেন যে আমার এলাকায় এই নাই সেই নাই। তাহলে কোন কংগ্রেসী সদস্যের এলাকায় কি আছে? এইভাবে সমালোচনা করা নিরর্থক। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, একটা বিষয় আমি এখানে উল্লেখ করব। কারণ আমার সময়

খুব কম হতে পারে। কোয়েস্টান হচ্ছে এই বাজেট করার পিছনে যে ত্রিপুরার মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে তার একটি দৃষ্টান্ত। ত্রিপুরার মধ্যে সবচেয়ে অল্পমত এলাকা হচ্ছে উষ্মনগর এটা সবাই জানেন। রাইমাশম্মা—রাইমাশম্মায় আমাদের সমাজতান্ত্রিক সরকার কি ভাবে যে সমাজবাদ কায়েম করার চেষ্টা করেছে তা চল উষ্মুর বৈশ্বের নামে—উষ্মুর বাধা দিলে ত্রিপুরা রাজ্যের মাতৃশ্বের বিশেষ উন্নতি হবে—আলো পাবে, বাতাস পাবে ইত্যাদি ইত্যাদি অজ্ঞাতে উষ্মুর বাধা করতে শুরু করল ১০ বছর আগে; এঁ ১০ বছর আগে যখন উষ্মুর বাধা করার জন্য সরকার কাজ করতে নিয়েছেন। তারপর যে পুরোদমে কাজটা চলল ১৩ আর্থিক বছরে। এঁ কাজ কি এঁ কাজ হচ্ছে সম্ভাস। সম্ভাস কিভাবে? আমি একটা দৃষ্টান্ত করছি। তারা অনেক কিছু বলেছেন এঁ সম্পর্কে, ক্ষতিপূরণ করা হচ্ছে, পুনর্বাসন করা হচ্ছে এঁ করা হচ্ছে, সহ করা হচ্ছে। কিন্তু তাদের এঁ উষ্মুর প্রকল্পের দলে যারা উচ্ছেদ হতে হচ্ছে তাদের জ্ঞাত খোঁরা—১০ কাজের মাতৃশ্বের মতো মাথা পছ ১৩ টাকা। তারাই হিসাব দিয়েছে—এঁ বর্তমান সমালোচ এঁ হিসাব দিয়েছে। মাথাপিছু ১৩ টাকা করে মানুষকে মাটিয়ে রাখবেন এঁ সমাজবাদ আর কিছুক্ষণ আগে মাননীয় নির্মল সদস্য মহোদয়ের কাছে যে ভাবে গুরুর হিসাব দিয়েছেন এটা পুনঃ উদ্ধৃত দরকার নহে। এতে বুঝা যায় যে এঁ বাজেট কি। এবং বিশেষ করে এটা আমি এঁ জনা বলতে চাই তারা যে জোতদারদের ক্ষতিপূরণ দিয়েছে এঁটা মাথা। এঁ কথা যে বলে মিথ্যাট বলেন। এঁ বিধান সভায় মতো বলে যে রাইমাশম্মার নরুত্তম প্রিয়ংয়ের ১৪ কাণি জমির জোত এখন পর্যন্ত কোন ক্ষতিপূরণ পায়নি। কোন নোটিশ না দিয়ে তার ঘরবাড়ী ভেঙে ফেলা হয়। আপত্তি করে কোন ফল হয়নি। পরচা দেখিয়েছে সমস্ত বেকড দেখিয়েছে স্বাধীন নজরের দাখিলাও দেখিয়েছে পাওয়া যায়নি। এর সংগে টাকাও চুরি হয়ে যায়। ঘরবাড়ী যখন উচ্ছেদ করে ঘরবাড়ী ভেঙে দিয়ে মানুষকে উচ্ছেদ করার সময়ে সি, আর, পি, এর নেতৃত্বে সেখানে ডাকাতি হয়। সে নারায়ণ কামার বাড়ীতে একটা শুব গরীব নাম হলো তার চণ্ডাদাস ত্রিপুরা। তার ঘর ভাঙতে গিয়ে দুইশো টাকা চুরি করে নিয়েছে। আপত্তি করলে গুলি করবে। এইটা হলো সমাজবাদের বাজেটের প্রতিফলন। প্রচুর মাতৃশ্বের পাঠের ক্ষেত্রে, শাসনের ক্ষেত্রে এবং আম কাঠাল থেকে আরম্ভ করে সমস্ত কিছু একেবারে নিশ্চয়ভাবে কেটে ফেলা হয়েছে। আর এই সরকার বলছে আমরা পাট চাষের উন্নতির জন্য চেষ্টা করছি, কাপাস চাষের উন্নতির চেষ্টা করছি। সুদীপ চন্দ্র চাকমা মোভাট ছড়া, দুই তারিখ ডিসেম্বর মাসে সি, আর, পি, রা চারটা মুরগীর ডিম কেটে থায় ঘর ভাঙতে গিয়ে এঁটা বাধা দিতে গিয়ে একজন ভদ্রমহিলার উপর পাশবিক অত্যাচার করার চেষ্টা করে, তার এঁটা সাংস্কৃতিক ধরনের ব্যাপার এঁটা যে মহোদয় কিভাবে করতে পারলো তাদের মাথায় কি মানবিক চিন্তা আছে কি না, না নিজেরা মানুষকে দুবে সঠিক দিয়েছে এইটা আমি বুঝি না। আমার মনে হয় তাই হয়েছে। তারপর বানীর পুতুরের কালাচাঁদ কারবারী চাকমা ১৩৫৭ খৃষ্টাব্দের বাসিন্দা তার জমি নাই। আর বলছে আমরা অনবরত জমি দিয়ে যাচ্ছি, পুনর্বাসন দিয়ে দিচ্ছি ইত্যাদি। মানুষ আজ আর আগেকার সমাজ বন্ধ নয়, এইটাতো বুঝতে হবে। কাজেই কিভাবে মাতৃশ্বের ক্ষয়ক্ষতি করেছে তার মধ্যে আর

একটা জিনিস হচ্ছে বাঁচা বাঁচার একজন বিধবা মহিলা সীমিত নিরদাখাল। সুন্দরী সাহার বাড়িতে তার বাড়ীর পাশের ঘরটা কাঁটে গিয়ে, তার বাড়ীর উপরে ফেলে দিয়ে তার ঘরের সমস্ত আসবাব পত্র চুরবার করে দিয়েছে। ভদ্রমহিলা এখন একেবারে ভিখারী। এমন কি উপজাতি মহী যখন এই এলাকায় গিয়েছিলেন তখন আপত্তি করেছে। কিন্তু মাননীয় মন্ত্রী-সাহেব বলে এসেছিলেন কি, বলেছিলেন বাংগালীর জন্য তো এখানে কিছু নেই তোমরা যখন পাল ভাতে চলে এসেছ তেমন চলে যাও তোমাদের এখানে কোন দরকার নেই। সাহায্যের সহযোগিতার এবং কিছুদিন আগে এই দেশের আগে, মাননীয় মন্ত্রী যখন বুলংবাসায় যান মাননীয় মহী বুলংবাসায় প্রকাশ। মাঠে জনসভায় এই কথা বলতে পারলেন না ভয়ে। বললেন এক দল বাংগালী তার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল। তিনি বলতে সাহস পান নি। পর দিন সকালে বাংগালী সর্কারের সংগে দেখা করলেন অকিসেব কোণায়। বলেছে যে এটটা বাংগালীর জায়গা নয় তোমাদের কিছু হবে না। কাজেই (১৫ ডাউট) তার, আমাকে একটা সময় দন। এটা ভাবে শুশুন্য সমস্ত রাইমাশর্মার মান, চাউল, পুলিশ দিয়ে করে ঘরে ছিনিয়ে এনে ছিল। ফলে এখন এই সময়ে অর্পণ মর্য়ার বাজেট এখানে পেশ করা হয়েছে সেই সময়ে এই রাইমাশর্মাতে সাড়ে তিন টাকা চাউলের কে, জি, অর্থাৎ, কেউ সঠা করবে এটা? তার, প্রত্যেকটা ঘর যারা এখনও দেখেন নি রাইমাশর্মার চিত্র, গিয়ে দেখুন। আর তাদের ঐ রাইমাশর্মাতে যাদেরকে পুনশস্য দেওয়ার জন্য বলেছেন বারবার তাতে ঘরে, পায়ে ঘরে যখন তারা ক্যাম্প আসতে পারলো না তখন বললেন তোমরা বাংলাদেশের লোক। তোমরা বাংলাদেশের মানুষ। বাংলাদেশে ট্রাইবেল আছে তার, বাংলা দেশ থেকে ট্রাইবেল আঁতে পারে এই জন্য তোমরা বাংলাদেশের মানুষ, আমাদের নাগরিক না, তাই আমি মন্ত্রিসভাকে জ্ঞপ্তি দিতে চাই আমার দেশের নাগরিকদেরকে যা যা একশো শো বছর বাসিন্দা ভূমি যখন নিজের দেশের নাগরিককে স্বাকার করতে পার না তখন সরকারের গদিতে বসে থাকার তোমার কোন অধিকার নাই। এবং যেভাবে এই এলাকায় অত্যন্ত জুলুম এবং অত্যাচার চালাচ্ছে এটা মানবের দৃষ্টিতে কোন দিন হতে পারে না এবং আমি একটা পরিকায় দেখেছিলাম কোন এক সাক্ষাতকারে মুগামম্মা না কি এটা ভগ্ন স্বীকার করেছেন। ভুল স্বীকার করলে আমি তাকে বলবো যে ভুলটাকে ভুল না করে সংশোধন করে নিজের মগজটাকে পরিষ্কার করে নিয়ে না নিতে পারেন তবে মন্ত্রিসভা ছেড়ে দিয়ে মাঠে নেমে আসুন, মাঠে ঐ জনসাধারণের আসল কাজে নামুন। মন্ত্রীর গদিতে এসে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে দিল্লী ঘুরে জিজ্ঞাসা করুন তো আপনারা যা যা এখানে আছেন মুগামম্মা সাহেবকে উনি কয়বার রাইমাশর্মাতে গিয়েছেন। একটা ঐপুরী রাজ্যের মুগামম্মা রাইমাশর্মার মানুষ হারে করে নির্ধাতিত হয়েছে সেখানে একবার যাবারও সময় তিনি পান নি। কি ব্যাপার, কি হয়েছে? কেন গেল না? আসামী, জনসাধারণের আসামী। তার জ্ঞান যায় নি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি পুরোপুরি মন্ত্রিসভাকে জ্ঞপ্তি দিতে দেওয়ার সময় পেলাম না। আমি বরাবরই সময় পাই না তার। আমার এলাকার গংগানগর সম্পর্কে বলতে গেলে, রাস্তাঘাট সম্পর্কে বলতে গেলে সুল সম্পর্কে বলতে গেলে, ঐ ভাঙাখানা সম্পর্কে বলতে গেলে পোকার খেয়ে ফেলছে

ডাক্তারখানা। সেখানে ঐষন নেই, মানুষ দিনের পর দিন এমি মালেরিয়া রোগে ভোগছে। আমি সেইদিন এমি বিধান সভায় প্রথম দিন মালেরিয়া রোগে ভোগে আসতে পারি নি। ১২ তারিখে আমি উপস্থিত হয়েছি। এমি রাষ্ট্রমাশর্মাৰ সমস্ত মানুষের মধ্যে বাপকভাবে মালেরিয়া রোগের প্রাচুর্য্য রয়েছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় আমাৰ এলাকায় এখন যে অবস্থা চলছে যদি এমি সরকার পদিক্কাৰভাবে এমিটাকে মোকাবিলা না করতে পারে তাহলে আমি এমি সরকারের য, যে রাষ্ট্রমাশর্মাৰ মানুষ আজকে ত্রিপুরার মানুষের চোখে আলোচনের য় দিচ্ছে এমি সরকারের চেহারা দেখিয়েছে রাষ্ট্রমাশর্মাৰ মানুষ ২৫ তারিখ ২৫শে জানুয়ারীতে সমস্ত ত্রিপুরাকে ডাক দিয়েছে রাষ্ট্রমাশর্মাৰ মানুষ সমস্ত ত্রিপুরার মানুষকে একত্র করতে পেরেছে তাই রাষ্ট্রমাশর্মাৰ মানুষ এমি হুঁশিয়ারী দিতে পারে যে সরকার হুঁশিয়ার। এমি সাড়ে তিন টাকা চাউলের কে, জ, এখন কমানোর ব্যবস্থা না করতে পারলে ভোমার গদিতে বসে থাকার কোন দরকার নেই, এমিটা জেনে রাখুন। আর কি হচ্ছে খাজনা আদায়ের ব্যাপারে? ঐ এলাকায় প্রত্যেকটা গ্রামে গ্রামে পুলিশ দিয়ে খাজনা আদায় করছে অথচ জুম কাটতে পারবে না, আর, টি, ডি, ব্লকে কি হচ্ছে? খাজনা আদায় কিভাবে চলছে ঐ এলাকায়? প্রতিটি গ্রামে গ্রামে পুলিশ দিয়ে খাজনা আদায় করছে অথচ জুম কাটতে পারছে না। 'গোয়াই দেখুন আজকে জুম কাটার জগা জুর ছড়া দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে। জুরীছড়া মুক্ত, সেখানে জুম কাটতে পারবে। কিন্তু ঐ ভিক্টরাম চৌধুরী, একজন কংগ্রেস নেতা তিনি ফরেটের হয়ে হুঁশিয়ারী টাকা প্রতি বছর হুঁশিয়ারী আড়াই শ' তিনশ' টাকা করে এমি একটি পরিবারের কাছ থেকে আনছেন, বাধা নেই, এমি বছরেও এনেছেন। কই তাদের শান্তি হয়েছে? এমি ভিক্টরাম চৌধুরী খুনের আসামী হয়ে দরাস পড়েছিলেন, এখনও বোদায় খুনের আসামী আছেন। হয়েছে কি এমি ভিক্টরাম চৌধুরীর কোন শান্তি? কিন্তু এমি সরকার গুণ্ডাদের জগা আছেন অথচ ঐ গঙ্গানগরের মানুষের জন্য নেই। আমি গত ১১ বছর ধরে বলে আসছিলাম যে গঙ্গানগরের মানুষের দিকে একটু তাকান। কিন্তু তা তাঁরা করেন নি। আজকে রাষ্ট্রমাশর্মাৰ মানুষ প্রমাণ করেছে, যে জঙ্গলের মানুষ জঙ্গল থেকে না। ঐ ভিয়েতনাম লিখিয়ে দিয়েছে কি করতে পারে জঙ্গলের মানুষ। এমি যে স্তম্ভময় সেনপ্তমুর কালো শাসন, এমি অপদার্থ মন্ত্রীদের পরিচয়, এমি বিচার করতে তারা জেনে এবং আমি কোন দিন বিশ্বাস করি না যে এমি মন্ত্রীসভা রাষ্ট্রমাশর্মাৰ তথা ত্রিপুরার মানুষের জন্য কিছু উন্নয়ন করতে পারবে। তাই আমি এমি বাজেটে মন্তব্য করব যে আগামী দিনে আমাদের যত্ন এমি বাজেটের উপর দিয়ে ভেসে এসেছে, সেটা খুন, সন্ত্রাস, গুম, উচ্ছেদ, নারী লাঞ্ছনা, লুণ্ঠ, অন্যায়, অত্যাচার, রাষ্ট্রহানি, অন্যায়, মৃত্যু, শোষণ, চুরি, ছিনতাই, অপচরণ, এমিটা আমাদের ত্রিপুরার বাজেটে রয়েছে তাই। গত বছরের বাজেটের উপর আমরা যা দেখেছি—আমরা হারিয়েছি অবলকে আমরা হারিয়েছি ক্ষীরগোপালকে, আমরা হারিয়েছি পরিমলকে, আমরা হারিয়েছি আমাদের দেশের অন্যান্য গণতান্ত্রিক প্রিয় নাগরিককে, এমিটা প্রতিশোধ আমরা বিধান সভায় নেব না, এমিটা প্রতিশোধ সমগ্র ভারতবর্ষ নেবে। বক্তার বদলে বক্ত। এর বিচার একদিন হবে, একদিন এর প্রতিশোধ নেওয়া হবে। এমিটা জেনে রাখবেন। এমি স্তম্ভময় সেনপ্তম মন্ত্রীসভার আমলে হয়েছে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনাদের সময় শেষ হয়ে গেছে।

স্বীকারী ত্রিপুরা :—পেশ করছি ভার।

কাজেই এই অপদার্থ সরকার চোপ বুঝে না থেকে সময় থাকতে ব্যবস্থা করুন, বাতিমা শ্রমিক উচ্ছেদ মন্ত্রণের অস্তিত্বের সুব্যবস্থা করুন, নতুন টি, ডি, ব্লক নাম দিয়ে প্রশ্নন করা যায়ে না। তাঁদের এই দলবাজী একটা প্রশ্ননের উপর করা যাবে না এবং এই বাজেট বাস্তবের সংগে সম্পূর্ণ অমিল এবং মন্ত্রণের সাঁচার যে পথ, এই বাজেটের মধ্যে গোলা নেই। এই মন্তব্য রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি এবং বাজেটের বিরোধিতা করছি।

মি: ডেপুটি স্পীকার :—অনারায়াবল মিনিস্টার ক্রীতচরণ চৌধুরী।

ক্রীতচরণ চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই হাউসে আমাদের মাননীয় অর্থ মন্ত্রী ১৯৭৩-৭৪ সালে যে বাজেট পেশ করেছেন, তাকে সম্পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য রাখছি, আজকে তাদের যে বক্তব্য শ্রুতি বক্তব্যে তাঁরা বলেছেন যে গত ২৬ বছর ধরে কংগ্রেস সরকার কিছুই করে নি। এটা করছে না সেটা করছে না, আর মন্ত্রীদেব পক্ষেট গরম কাচেন। এইসব কথা নিয়ে আজকে দুইদিন যাবত তাঁরা বাজেটে সমালোচনা করেছেন। আমাদের মাননীয় সদস্য নিমিত্ত সরকার বলেছেন যে ত্রিপুরা রাজ্যকংগ্রেস সরকার ২৬ বছর রাজত্ব করার ফলে সারা ত্রিপুরাতে বিভিন্ন বকমের পরিকল্পনা রূপায়িত হচ্ছে এবং মন্ত্ররাজ্যের আমলে এই দেশের উপজাতিগণ টিউ ওয়েল কি জিনিষ দেগে নাই। আর আজকে সেট টিউ ওয়েল কিং ওয়েল গ্রামে গ্রামে—কাজার কাজার টিউ ওয়েল কিং ওয়েল করা হয়েছে, কাজার কাজার গ্রামীন বাস্তু করা হয়েছে, তাই আরও করার ব্যক্তি রয়ে গেছে আমরা মানি। বাতিমা শ্রমী আমরা দুর্গম এলাকা বলি, আজকে সেট দুর্গম এলাকায়ও গ্রাণ্ডসাদার গাড়ী চলছে। মিশি বাবু আরেকটা কথা বলেছেন যে বিরোধীরা চোপের মধ্যে পল্লী পড়েছে তাই তাঁরা চোপে দেগেন না, এটা সত্য কথা। এত যে উপজাতি উন্নয়নে জনা সরকার আজ পর্যন্ত দেগুছি ১০,১৭৫টি পরিবারকে জুমিয়া পুনরায়ন দিয়ে ছন। তারপর ৭৯টি কলোনি দিয়েছে সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করার জন্য, সরকার যথেষ্টভাবে ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। সেট ব্যবস্থা করে দেওয়ার পর বিরোধী দল তাদের কাছে ঘেঁষে বলেন যে তোমরা এখানে থাকলে মরে যাবে, তোমরা এখানে থেক না, এবং এইভাবে জমির দালালী করে তাঁরা নিজেরা বাড়ী করছেন। এইভাবে নানা কথা বলে সেট কলোনিগুলি ভাঙবার সব সময় চেষ্টা করে যাচ্ছেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে সব করকলাপ তাঁরা করেন সেটা মানুষ চিন্তা করতে পারেন না, এটা সব কাজ তাঁরা করেন।

আর শিক্ষার বাপারে যেখানে ট্রাটবেল এলাকার মধ্যে দিন্মর প্রাইমারী স্কুল দেওয়া হচ্ছে, বিস্তার সিনিয়র বেসিক স্কুল দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু সেখানে ট্রাটবেলর পড়ার সুর্যোগ পাচ্ছে না, তাই তাদের সেট সুর্যোগ দিচ্ছে না। কেন দেন না? কারণ তাঁদের আন্দোলন করার জন্ত। সেইসব স্কুলের মধ্যে লেখাপড়া করে যদি উন্নত হয়ে যায়, তাহলে তাঁদের শান্তি (অশান্তি) বাতিনী তৈরী করতে অসুবিধা, তাই তাদের লেখাপড়া নষ্ট করে দেয়। আর অজয় বাবুর দলগুলি কি করে? তাঁরা যেসব কর্মচারী সমিতি আছে, তাদের পক্ষে যারা আছে, তাদের ঘেঁষে বলেন যে তোমরা মাষ্টাররা স্কুলে যেওনা, এসে বসে এখান থেকে বেতন নেবে, প্রয়োজন বোধে প্লোগান দেবে, প্রয়োজন বোধে মিছিল করবে। তাদের কর্তব্য, তাদের যে কর্তব্য, সেটা করার জন্ত তাঁদের কোন চিন্তা থাকবে না। অতএব বিরোধী দল যে বলেছেন ট্রাটবেলদের উন্নতর জন্ত সরকার কিছু করছেন না, এটা অসত্য কথা এটা হাউসে পেল্প করছেন। তারপর আজকে এটা শিক্ষার বাপারে আমরা বহু ছেলেকে শিক্ষা দীক্ষার জন্ত উপজাতি দপ্তর থেকে, ট্রাটবেল কলাপ দপ্তর থেকে অনেক বকম সাঙাঘা দিচ্ছি—মেট্রিক স্কল:শিপি দেওয়া হচ্ছে মাসে ১০ টাকা করে। তারপর গত বছর প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে ত্রিপুরাতে যে ভয়ভায়ে থাকা চলছিল, সেট খরায় আমার বর্তমান সরকার দৃঢ় হস্তে মোকাবিলা

করেছেন। তখন আমরা জনসাধারণের কোন অসুবিধা হতে দেয় নাই। আজকে আপনারা জানেন যে বৃলং বাসার কথা তারা এখানে বলেছেন যে দেখুন নাকি চাউলের কে, জি ৩ টাকা হয়েছিল এবং মানুষ সেখানে কোন রকম খাওয়ার পাচ্ছে না। কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য সেখানে যে একটা পূল ছিল, সেটা ভেঙ্গে যাওয়াতে প্রথম দিক দিয়ে সেখানে খাবার যোগান দেওয়াতে আমাদের বেশ কিছুটা অসুবিধা হয়েছিল। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যে আমরা সেখানে খাদ্য পাঠানোর ব্যবস্থা করেছিলাম এবং সেটা গাঙ্গ পাঠানোর জন্য আমরা কলিকটের ব্যবহার করেছিলাম। অথচ তারা সরকারের এইসব কিছু চোখে দেখেও দেখে না। তারপর উত্তর পরিকল্পনায় বাধ দেওয়ার জন্য আমরা সেখানে ৪/৫টি অতিরিক্ত প্রকল্প করেছি যাতে সেখানকার মানুষ এর কোন অসুবিধা না হয় এবং সেট এলাকায় যাতে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস সহজে পেতে পারে, সেজন্য আমরা কয়েকটি দোকান খোলেছি। তাড়াহুড়ো তাদের পাণীয় জলের ব্যবস্থা করা হয়েছে, তাদের জন্য ডাক্তারখানার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তারপর তাদের বিভিন্ন রকম উন্নয়নমূলক কাজের জন্য প্রায় ১৬ লক্ষ টাকা আমাদের বাজেটের মধ্যে রয়েছে। তারপর খরচের সময়ে বিভিন্ন এলাকায় মোট ৪৭টি পুষ্টিকর পাণ্ডা কেন্দ্র খোলা হয়েছিল এবং সেগুলির মাধ্যমে মোট ৪৭ হাজার শিশু ও প্রস্তুতি মা তাদের খাদ্য পাচ্ছে। কাজেই উপজাতির কল্যাণের জন্য সরকার কিছু করেন নাই, এই কথা যদি তারা এখানে বলে, ততলে আমি বলব যে তাদের চোখে পড়ি পড়ছে, বার জন্য তারা সরকারের উন্নয়নমূলক কাজগুলি চোখে দেখেও দেখে না। কাজেই সরকারের এই সমস্ত কাজের ফলে তাদের কোন অসুবিধা হচ্ছে বলে এমন কোন অভিযোগ আমরা তাদের কাছ থেকে এখন পর্যন্ত পাঠি না। কিন্তু এই বিরোধী দলের পক্ষ থেকে যত সব অভিযোগের কথা শুনা যায়। কাজেই তারা এই সমস্ত অসত্য কথাগুলি এখানে বলে আমাদের এই হাউসকে বিভ্রান্ত করতে চান, আসলে তার মধ্যে কোন সত্যতা নাই। তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের গাঙ্গগুলিকে বাঁচানোর জন্য সরকার যে সব পরিকল্পনা নিয়েছেন, সেগুলিকে বাধ্য করে দেওয়া। কাজেই তারা যে এখানে বলেছেন সরকার কিছুই করেন না, এটা আদৌ ঠিক নয়। অতএব মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয়, এখানে যে বাজেট বরাদ্দ পেশ করেছেন, আমি সেটাকে সমর্থন করছি এবং বিরোধী দলের সদস্যরা এই হাউসের মধ্যে বাজেটের বিরোধিতা করতে গিয়ে যে সব আজগুবি বক্তব্য রেখেছেন, আমি সেগুলির বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

কক স্বাক্ষর

শ্রী গুণপদ জমাতিয়া :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, তিনি যে অর্থমন্ত্রী, যে অর্থ বাজেট পেশ খাইমানি, এই বাজেট-ন আঙ বিরোধিতা খাইআ। তাই অর্থ আঙ কয়েকটা কক মা ছানাই। তামনি ই বাজেটনি উপরে আঙ বিরোধিতা মা খালাই? আঙ মুগ-গত অধিবেশন চলিঙ্গু ঠিক অমহাই বাজেট-ন যখন পেশ খাই-আ আরই কক ছা-আ গুণ গ্রামের উন্নয়ননি বাঙই, গ্রাম ন বাহাইখে সুল্লরখে তিহানাই, ফলসেচনি বিভিন্ন রকমই চুঙ কুছি উন্নতি খাইনাই, আর আর কক ছুইআক। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কক চুঙ মুক? চুঙ মুগ-গ্রাম অকল

নাগরপে যেসব বর্গের অঞ্চল-কক, যেসব নাকি টাউন দূরবর্তী-কক আরনি অর্থাৎ উন্নতি হিম্মানি বনি কোন চিহ্ন কুরুই। এর ফলে, আঙ ই বাজেত অর্থমন্ত্রী যে পেশ খাইমানি, বাজেত অব কল্লুকমানি আবনি বিরোধীতা খাই-অ এই বাজেত-ন আঙ দিন যে শুধু গরীবদের জন্য বাজেত-ম্মা, ই বাজেত মুষ্টিমেয় জননি, বড় বড় কন্ট্রাক্টার আরগনি ই বাজেত। তাই কুকথা চুড় ? সাধারণতঃ আঙ কয়েকটা দৃষ্টান্ত মা বিনাই। আরনি-অ বক চান্না খাঙবুলাই যে রাস্তাঘাটনি বাপারে চুড় তাম কুকথা : গতবাব আরনি অস্ত্র পক্ষে উদয়পু-কইতে কিল্লা যে কাস প্রোগ্রাম অঙনানি কক অ বস্ত্র-ব পক্ষ সম্পূর্ণ অচ-কৈবাক। আন তবব আপা-মা-কাঙ অঙগুট বক অঙ পাঙকা। এই যে অবস্থা কিন্তু আরনি-অ খুঁঅ যে ৩০ হাজার যেখানে গরব অঙমানি ক্রাস প্রোগ্রামনি মাপামে, কিন্তু এই পদে বিয়াঙ পাঙকা আব কোন পাটা কুরুই যে ববা মুষ্টিমেয় যারা কন্ট্রাক্ট খাইনাট বরগদা মাথা, বনি কোন দৃষ্টিভঙ্গি চুগইয়া। তাইব তাম কুক ? যে জম্পুইনি কইতে যে কিল্লা মৌজা আর যে রাস্তা খাঙমানি এই রাস্তাব তিনি আপা-মা-কা খাই-অই যাতে গরীব কুককনি কিছুটা জাগা কইমানি, অমিত্তগুমানি, আর কুয়া খাই-অই, আরনি তা তিচ্ছ-অই সাধারণ কুককনি জাগা ব শেষে, রাস্তা-ব বরগ মায়া। কিন্তু এই কক-বরগ আশা খাঙমানি যদি আর আনি জাগা তানকট-কান যদি ঠিক ঠিক রাস্তা ভুগই মানকা তিনক, ই তব আঙ জনসেবা খাই মানাক, আনি ভবিষ্যৎ উন্নতি-নি বাঙই রাস্তা যদি অঙলাকা তিনকই, আব আঙ শিষ্টা পাঙমানি। কিন্তু এই চিন্তাধারা বরগনি তিনি সবট খাঙকা। এই যে অবস্থা প্রত্যেকটি জাগা কাজ খাইনা খাঙতিনি অবশুই ভুগ ই সরকারনি। আরনি বাঙই-ন আঙ তিন এই বাজেত যারা বড় বড় কন্ট্রাক্ট খাইনা-বরগ, যারা মধ্যভনী খাই মানাই-বরগ, আরনি সার্খনি, বাঙই-ন ই বাজেত। কিন্তু বরগ হাঅ অব যে গরীব কুককনি বাঙই ন ই বাজেত খাইকা। শিক্ষা বাঙই ফন, রাস্তানি বাঙই উন্নতি খাইনা; বাঙই কন, রাস্তাঘাট কনাই ফন, জলসেচ কনাই ফন, আব কক ছাঅই জনতান মোক খাই মান। আরনি বাঙই তিনি মার্চ ময়দানে, লম্বা কক চাকা।

সাধারণ মনুষ্য কুকক পরিণাম কায়ম খাই-অই, যে শিক্ষা খুলি খাই-অই, বরগ তিনি রাজ বান কোনমতে সংগ্রহ খাই-অই কিছুটা উৎপাদন খাইক কে সরকার তিন—এই দুই সমস্তা, মাকাবিলা খাইকা। বরগনি বাঙই ন তিনি কুকক উন্নতি অঙগ। আব কক চানাই বরগ। আরনি ছাড়া বরগনি কোন কক ছাফক-নাই কুরুই। তাইব তুইনি দিক দিয়া—গ্রামে গঞ্জে তুইনি বাবস্থা বাঙই কুক ? যেখানে তিনি কলোনী একটা, জম্পুট কলোনী, ই জাগাঅ, পাঙাডু বড়গ বরগ তিনি, কিন্তু আব তিনি কোন তুইনি সঠিক বাবস্থা কুরুই। বরগ তিনি তুই নাচানা তিনকই নদীঅ খাঙগুইছে আরনি তুই মা নাগর, যেখানে এক মাইল, দুই মাইল চাচাল খাঙগুইছে। আব তিন-তব—ভুগ বিখা, জলসেচ বিখা। যারা নাকি এই কক চানাই বরগ বরগ শুধু জনতাবাই মোক খাই-অই, বাড়ি কক কাথাম আব তিহুই বরগ তিনি অ চাউস ই কক ছাফানি ন জনতান ভাগত বিনানি বাঙই। তিনি খাঙগুই নাইদি এলাকা ভিতরি-অ। বরগ-ন ভুগ, কিন্তু বরগ তিনি ই বাজেত-ন সমর্থন খাই খাঙগ। সমর্থন খাইমানি বিজিঙগ চুড় তাম কুক ? সমস্ত মনুষ্যনি সমস্তা, কিছু কিছু এলাকানি সমস্তা বরগ কিছুটা মা পাঙগ। যদি এই বাজেত ঠিক ঠিক মতে চাল

অলোপা হিনকাই, গত বাজেটনি ঠিক ঠিক মতে চালু অউ-খালাই, অ তাবুকনি বাজেত যদি ঠিক ঠিক মতে চালু অউ-খালাই তিনি এত গ্রামনি অবস্থা তাইদা তউন? তিনি ২৬ বছর চলিঅই যে রাজস্ব, গণতন্ত্রনি রাজস্ব কিছুই যে কংগ্রেস-বগ আউড়াই-মানি—ইল্লিবা গাঙ্গীনি গরীবি হটাও—আবনি নতুনা এহ অবস্থা? তিনি ২৬ বছর চলিঅা বিলে? যে অর যে একজন মানিনায় সদগ্যা ছা-অই খাউমান অ ত অষ্টে অষ্টে-ছে তবনাই, উন্নতি অউনাই, অষ্টে অষ্টে-ছে কহর অউনাই। ২৬ তর জনতা তাম নাহি? যে চ সরকার-নি তিনি ভবিষ্যত চিন্তা থাই তউমানি, এহ সরকার-নি 'চিনি জাপান-এ সঙ্গ' তউদ-গে তিহাই তাল্লাওগা তিহুই আশা থাই তউমানি এত আশা থেকে দিনেব তিহান বরক বহিষ্কার অউ খাউকা। তিনি এহ সরকারনি চচাবা কক তউখা। 'তিনি বহব'নি ২৬ বছর তউগে তনি-অ। তিনি গ্রাম অকল থাও নাইদি বাহা: অউ ২৬ বো তউদান তিহা: তিনি চাইত পাউনি পথায় ক্ষমতা কুরুইখা। তউতর পথায় বিপদ বউ-অই উপজাতি-বগ যে তাউতর হাত, নিজান হাতে বি তাক্তি কাননি পথায় তনি নুই অউ খাউকা। আপন অথাক বদা শুভমান অর যারা নাকি টাউবেলনি বম-এল, এর-এ মান মান গলাক। তাননি বহুই চ সরকার-বাই বরগ ইয়াক মানি মা তউলাউ? বরগ মরদ 'কটক' বরগ থাও মান—আবনি বরগনি উদেস্ত। বাস্তব অবস্থা ন চিন্তা থাউনি। তউদরে এ: বাজেট-নি মনগে ক্যানাথে থাউদি। আবনি বাজেট-এই অসুখা থে 'তিনি প্রত্যেকটি মাক্চ, যারা নাকি গরীব অংশ, বরগ তিনি দাখল তিনহুই, গুণনতা তিনহুই, আবনি অসুখা বাহা, গ্রাম অকল বরগ বাহা:ক জাবন যাপন পাউ তউগা—অ ব নাহা-খাল ত চুং তুগ যে এত সরকার বহুই জনতানি দরদী, জনতানি দার্থি নাকি বরগ জনতানি কাক অউখা। তান চাই মান, কক-বাই তাই থাও মান চুও জনতানি মাউ কনাই, তুই কনাই সেত কনাই, বাস্তবতা কনাই, কোন কিছু অভাব থাউ—আব ছাই মান। তাই ব নুগ চুও। পাতানি যে বরগ কক ছা:মানি—সবচেয়ে আদি-বাসা, অল্পত জাতি-নি উন্নতিনি বাস্তব, তথস্ব-ববান বহুই স্বাধীনতা থোলক নাহি ফন, হুই চা রিঅই বরকনি পুষ্টি থাউ চাব না ফন। আনি বরগ নজির দা ফুক্ত মান গ্রাম থাউতুই যে বরক ন—পুষ্টি থাউ চারি-অই মানখা? আবনি অ একটা স্বাধীনতা দা ব্যবস্থা থাউ থিখা—আবতুই কিছুদা নজির রিঅই মান? তাই তাম খালাই? যে সাধারণত: টাকার-জল, যে জলপুই-আগরতলানি যে বস্থা অনি তিনি বাহা:ই অবস্থা তউ? সাধারণ বরী কিছু কটলাহা তিন-কাই আর গাউ চলি নায়া। গাউ উল্টক থাউনাই অউখা, আবতুই অবস্থা তিনি পাগড় চুগাই তুই, মাঠ তুই ছে গাউ চলি-অই তউগা। এহ অবস্থা পাউ তউগা ই সরকার। কিন্তু ককলে ছাইমান। তেব কইছা দৃষ্টি আকষণ বিজ্ঞানি ব্যাপারে যে ককড়াবন থেকে যে গ্রাউ নোমুড়া পর্যন্ত থাউনানি কক-যে গত দালন ই গ্রাউ তৈয়ারী অউনানি কক, যে আক অববি তয়তো বাউ চাপ খবচ অউখা, কিন্তু বনি কোন নজির কুরুই। তে কাইছা যে যতন বাজার থেকে মহাগরী ফাইনানি যে রাস্তা, কিন্তু এই সরকার শুধু মনুষ্যন ভাওতা রিঅই মান। শুধু মনুষ্যন ভাওতা রিঅই মান। শুধু মনুষ্যন কক কাহাম ক হাম ছাঅই আবন যাতে প্রলোভন ফুটক-গুই কিছুটা দে থাউ ছাই মান আবন

বরগনি চেষ্টা। কিন্তু এই চেষ্টা, এই যে সরকারি যে চিন্তা থালাই-মুণ্ড তিনি মনুষ্য, প্রত্যেকটি মানুষনি থানিন সঙ্গগ অভুথ। এই সরকার ঠিক ঠিক গরীবনি সরকার, না ধনীনি সরকার আৰনি পরিচয় বিআহু যে সরকার বাঙাইকে চেপেয়া আৰনি অভুথ। তাই আঙ এই বাঙেতিনি উপর বিরোধীতা থাই অ। বিরোধীতা থাই-অই তেব আঙ এক মা ছাঅ— মা ছানাই। যে চকিংসানি বাপারে প্রত্যেকটি এম অফল আঙ মুগ। যে তিনি আঙ বার বার ঠ কক-ন ছা-অ যে কিল্লানি এই অফল, বিরাট অফল যেখানে ১০-১৪-১৫ হাজার জনতা বাস থাই তুঙমা কাগা-অ সাধারণ একটা ডিসপেনসারী তুঙগ। এই ডিসপেনসারী বাঙাইকে টিউমেণ্ট থালাইরিং বরগনি কোন নক কুন্ড, ঠক কুন্ড। বরক মনুষ্যন ভাওতা বিঅই, ফাকি বিঅই, নরক-ন চিকিংসা বিনাই, উন্নতি থালাই বিনাই, নরক-ন বিনা পয়সায় চিকিংসা বিনাই—এই কক ছাঅহ তুঙমা জনতা-ন ফাকি বিঅই। কিন্তু তাইব চুড তাম মুক? এই যে জমুঠ কলোনী একটা ডিসপেনসারী তুঙগ, ছোট্ট ডিসপেনসারী। বিগি নায়া আর। গরীব অংশ বরক যখন বিথি নানা খাঙগাছ তুই গলাহা শুইই তুণদি হিনজাগ বিথি বিনানি তিমুই। এই অবস্থাতে তুঙ আরনি অস্থা তিনি। ক আনছে সরকার গরীবনি সরকার হিমুই কক ছাঅ-অ। জলসেচনি ব্যবস্থা পাউনাই; তুইনি ব্যবস্থা থালাই, মাথাকৈল থোলক বিনাই এই যে কতরকম ভাওতা আছুক যে বিথাই সরকার। জনতান তে বাগা নারিথ মানাইছা আৰনি অঙ চশিয়র গে বিঅ। জনতা যায়া গরীব অংশ মনুষ্য, বরগনি উন্নতিনি চেষ্টা থাইদি। তিনি এমন একটা নজর তুঙগ যে আজ ২২ বছর বিচিঙগ, যে এলাকা নাকি একটা টিউব ওয়েল এবং একটা বিং ওয়েল আজ পর্যন্ত সারা অফল মৌজা যে কিল্লা, জমুঠ আয়াক উজান দিকে, কিল্লা মৌজা কাইছা, বর্মা মৌজা কাইছা এই দুইটা মৌজা আজ পর্যন্ত মৌজা ভিঙক-অ একটা টিউব ওয়েল, বিং ওয়েল কোন ব্যবস্থা কুন্ড থ। এই সরকার এই ভাদে মনুষ্য-ন বোকা বি-অই তুঙগ। তাই-ব অর ভাতি অ, যে তিনি উপজাতি উন্নয়ন মন্ত্রী কক ছাই থাঙমানি ন ঠিক ঠিক বাস্তব ক্ষেত্র বাই মিলিওই দা ছা ছায়া যে উপজাতি-ন যে ৩০, ১০০ জন-ন যে পুনকানন বিঅই বরগ মুঠ থাঙ, মুঠ পুনকানন বি-অই, জাগা আচুক-কই বরগনি হুঃ দারিদ্র্য সমস্ত মোচন থাইকা তিমুই কক ছামানি। অরনি-অ মুগ চুড বরগানি কাগজ হিসাব যে এত বছর পড়ে-অ ২২ হাজার উপজাতি-ন ছে বরগ বি-অ হিমুই অব বান চুই জাক। বরগনি ই থেটুমেণ্ট-অ তিনি মুগ ৩০, ১০০ জন বিথ। এই যে মন্ত্রী এত দালা ছাঅই মানাই কক, এই মন্ত্রীনি উপর তামখে আস্তা নারিথ মানাই জনতা? তিনি তাইব ছাতির যে রাইমা শর্মানি উচ্ছেদ অঙ ফাইনাই-রগ আৰনি ডালাক-অ একটা কলোনী বিমানি বরগ-ন সমস্ত মুগ স্তবিধা বিথ। তুইনি বিগতা, সমস্ত কিছু বিথ। হিমদি নজির নাই-য়াহু তাবুক। যদি তাই ইঙথাকে হিমদি তাবুক। আর আব তুমা বিরোধীদল, হিমদি থাঙ নাইলা-য়াহু নজির। এই যে দাল ছা-অই, মনুষ্য-ন ভাওতা বি-অই যে মনুষ্য-ন থকিনানি চাড়া বরগনি কোন নীতি বুরুই। আৰনি বাঙাইন আঙ ঠ বাঙেতানি উপর সম্পূর্ণভাবে বিরোধীতা থাই-অই-ন আঙ আনি বক্তব্য ন অরনি জরাথেন-ন শেষ থাইকা।

॥ বঙ্গানুবাদ ॥

শ্রীশংকর জমাদিত্তা :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে অর্থমন্ত্রী তে বাজেত পেশ করেছেন, আমি এই বাজেতের বিরোধীতা করছি এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে আমি এখানে করেছি। কথা বলছি। কেন আমি এই বাজেতের বিরোধীতা করছি? আমি দেখছি যে গত বাজেত আধবেশনেও ঠিক অনুরূপ বাজেত পেশ করা করেছিল এবং সেই বাজেতে গ্রাম উন্নয়নের জন্য, গ্রামকে কিভাবে স্তম্ভ করে গড়ে তোলা যায়, জলসেচের ব্যবস্থা নিয়ে কিভাবে কৃষি উন্নতি করা যায় ইত্যাদি পরিকল্পনার কথা লেখা ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমরা কি দেখি? গ্রাম অঞ্চলের দিকে চেয়ে দেখলে আমরা দেখি যে যেসব অঞ্চল সবচেয়ে দুর্গম যে সব অঞ্চল টাউন থেকে দূরবর্তী সেখানে কৃষি উন্নতির কোন চিহ্ন মাত্র নেই। এত কারণেই আমি এই বাজেতের, অর্থমন্ত্রী যে এখানে পেশ করেছেন সেটার বিরোধীতা করছি। এই বাজেতকে আমি বলি এটা গরীবদের জন্য নয়, এত বাজেত মুষ্টিমেয় মানুষের এবং যারা বড় বড় কর্তৃকৃষ্ণার তাদের জন্যই এই বাজেত। আমরা কি দেখলাম? আমি সাধারণ কয়েকটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। রাস্তাঘাটের বাপারে আলোচনা করতে গেলে বলতে হবে আমরা কি দেখলাম। গত বছর উদয়পুর থেকে কিন্না পর্যন্ত ক্রাস প্রোগ্রামের মাধ্যমে যে রাস্তা হওয়ার কথা ছিল সেটা এখন পর্যন্ত সম্পূর্ণ হয়নি। অদ্বৈত কাজ হয়ে এখন সেটা বন্ধ হয়ে আছে। এই যে অবস্থা, অথচ শুনেছি এখানে এই ক্রাস প্রোগ্রামের মাধ্যমে ৩৫ হাজার টাকা খরচ হওয়ার কথা। কিন্তু এত এত টাকা কিভাবে কোথায় খরচ হলো তার কোন পাত্তা নে এবং সেই টাকা কি মুষ্টিমেয় যারা কর্তৃকৃষ্ণার তারাই গায়েব করেছে কিনা তারও কোন তদন্ত হয়েছে বলে জানি না। আরও কি দোষ? সম্পূর্ণ থেকে কিন্না মোজা পর্যন্ত যে রাস্তা হওয়া কথা সেটাও আজ অদ্বৈত পণ্য হয়ে বন্ধ আছে। এতে যারা গরীব কৃষক, তাদের সামান্য যা জমি আছে, রাস্তা তৈরির জন্য মাটি কাটার ফলে তাদের জমিও নষ্ট হলো, রাস্তাও তারা পেল না কিন্তু এই কৃষকরা আশা করেছিল যে নিজেদের জায়গা জমির ক্ষতি করেও যদি ঠিকভাবে রাস্তা করানো যায় হাটলে মানুষের উপকার হবে এবং ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্যই এই রাস্তা হওয়া প্রয়োজন—তারা এটাও চিন্তা করেছিল। কিন্তু তাদের এত চিন্তাধারা মিথো হয়ে গেছে। এই সরকারের প্রত্যেকটি কাজের তেলায় আমার এত একট অবস্থা দেখে আসছি। এই জগাই বলি যারা বড় বড় কর্তৃকৃষ্ণার কাজ করেন, যারা মহাজনী কাজ করেন তাদের স্বার্থের জন্যই তৈরী এই বাজেত। অথচ তারা এখানে বলেন যে গরীব কৃষকের উন্নতি জন্য এই বাজেত। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, রক্ষার ব্যবস্থার উন্নতি, রাস্তাঘাট, জলসেচের ব্যবস্থা ইত্যাদি করা হবে—এতসব কথা বলে জনগণের মধ্যে মোহ সৃষ্টি করা যায়। এই উদ্দেশ্যে মাঠে ময়দানে, রাস্তা ঘাটে তারা এতসব কথা প্রচার করেন, সাধারণ কৃষক যারা কায়িক পরিশ্রম করে এবং শিক্ষার সুলি নাথে বেয়ে বীজ ধান সংগ্রহ করে যদি কিছু ফসল ফলায় তখন সরকার বলেন আমরা সমস্তর মোকাবেলা করেছি। তাদের চেষ্টাতেই নাকি কৃষকদের উন্নতি হয়েছে। এই কথা তারা বলবেন। কারণ, এছাড়া তাদের বলার মত কোন কথা নেই। আর গ্রামে গড়ে তাদের ব্যবস্থা সম্পর্কে কি দেখি? যেমন, জম্পুই কলোনী, পাছাড় এলাকায় সেখানকার

লোকদের বাস, কিন্তু বর্তমানে সেখানে জলের কোন স্রষ্ট বাবস্থা নেই। এক মাইল, দুই মাইল দূরবর্তী নদাতে গিয়ে তাদের জন্য অন্তে হয় খুঁচ তাঁরা বলেছেন—জল দিয়েছি, জলসেচ দিয়েছি। যারা আজ এসব কথা এই হাউসে বলেছেন তারা খুব ভাল ভাল কথার ব্যাখ্যা মোটামুটি করে জনসাধারণকে ভাঙতা দিচ্ছেন। আজ এলাকার ভেতরে গিয়ে দেখুন। তারাও দেখেন, তীব্র আজ তারা বাজেতকে সমর্থন করে যাচ্ছেন। এই সমর্থন করতে গিয়ে আমরা, কি দাঁট? মাতৃষের সব সমস্যার মধ্যে এলাকার কিছু কিছু সমস্যা তাদের উল্লেখ করে যেতে হয়। যদি এত বাজেতটি ঠিক ঠিক কাব্যকরা হয়, সত্ত বহরের বাজেতটি যদি ঠিক ঠিক কাব্যকরা হতো এবং বর্ধমানের এই বাজেতও যদি কাব্যকরা হয় তাহলে আমাদের অবস্থা কি আজকে এত দাঁড়তো? আজও বহরের 'স.শ.সন, গনতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা বলে যে কংগ্রেসেরা আভ্যুদয়, গুন্দিবাল্লাঙ্কার 'স. শ্রাবি হ্যাণ্ড' ড.ক—এই কি তার নমুনা? আজ—তো এটি বহর অতিক্রান্ত হলো। এখানে যে একজন মাননীয় সদস্য বলে গেছেন যার বাবে বড় বড়, উন্নত করে, মাগে মাগে বড় হবেন। বড় বহরে জনতা কি চেয়েছিল? চিন্তা করেছিল—এই সরকার আমাদের ভবিষ্যৎ, এই সরকারই আমাদের জন্যে সুন্দর করে গড়ে তুলবে। কিন্তু এটা আশা আকাঙ্ক্ষা থেকে মাতৃষ জনতা হয়ে সড়ে যাচ্ছে। বহরের পর বহর মাতৃষের চোভোগ্রাফী কমলঃ পড়ে চলেছে। আজ আমরা এই সরকারের চরম পরিস্থিতি দেখতে পাচ্ছি। গ্রাম অফলে মাগে দেখুন মাতৃষের চোভা ক দাঁড়িয়েছে। আজ সামান্য সামান্য কিনার মত সামান্যও তাদের নেই। উপস্থিতির মত স্তম্ভ, তারা যে নিজেদের ভাঁত দিয়ে কাপড় ভেঁরা করে বাপসার করছে, সেটাও লুপ্ত করে যাচ্ছে। এখানে যারা হ্যাণ্ডেল এম, এল.এ. আছেন, তারা সেটা অবাক করে দিতে পারবেন কি? কেন তারা এ সরকারের মাগে চোভাজ করে চলেছেন? নিজেদের মাগে কিছুটা উদ্ধার করা যাবে কিনা—এই হলো তাদের উদ্দেশ্য। বাস্তব অবস্থাকে চিন্তা করে দেখুন। তবুও এত বাজেতকে সমর্থন করতে হয় করুন। আমরা দেখতে পাচ্ছি, আজ প্রত্যেকটি মনুষ্য, গাঁও খণ্ডের মাতৃষ, কি বাজালা, কি অবজালা যারা গ্রাম অফলে বসবাস করছে, তারা কি অবস্থায় জীবন যাপন করছে এবং আমরা দেখেছি যে এই সরকার কতটুকু জন-দরদা এবং জনসাধারণের মাগের দিকে লক্ষ্য করে কাজ করেছে কিনা। আজ তারা শুধু কথায় কথায় বলতে পারেন আমরা জনসাধারণকে ভাঁত দেব, জল দেব, জল সেচের ব্যবস্থা করবো, রাস্তাঘাট করে দেব, কোন কিছুই অভাব হবে না। এসব কথা বলে থাকেন। আমরা আরো দেখেছি। বাস্তব সম্পর্কে তারা বলেছেন যে যারা আদিবাসী, অল্পমত সম্প্রদায় তাদের উন্নতিকল্পে বাস্তব কেন্দ্র খোলা হবে, হুদ্র গরবরাহ করে তাদের পুষ্টি সাহায্যের ব্যবস্থা করা হবে। কিন্তু গ্রামে গিয়ে তারা এই নজির দেখাতে পারবেন কি যে মাতৃষকে তারা পুষ্টিখাদ্য পাওয়াতে পেরেছেন? সেখানে একটা বাস্তব কেন্দ্র খোলা হয়েছে এই রকম নজির দিতে পারবেন কি? আর কি করেছেন? যে সাধারণ টাকার-জমা এলাকায়, জম্মুই থেকে আগরতলা পর্যন্ত যে বাস্তব তার অবস্থা কি? সামান্য একটু বর্ষা এলেই সে বাস্তব দিয়ে গাড়ী চলতে পারে না গাড়ী উল্টে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। ভাংগা টীলটিকরের উপর দিয়ে, মাঠের উপর দিয়ে গাড়ী চলছে। এই অবস্থার সৃষ্টি করেছে

এই সরকার। অথচ কথা বলতে পারেন। আমি রাস্তার বাপাণে কাউন্সেলর আর একটু দূরে আকর্ষণ করছি যে কাকবাবন থেকে চন্দ্রপুর পর্যন্ত একটা রাস্তা তৈরি হওয়া কথা এবং গত বছরেই এই রাস্তা তৈরি হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সেই রাস্তার জন্য বরাদ্দ সব টাকা খরচ হওয়া শেষে সেই রাস্তা হয়নি। আর একটু ভাল খবরবাড়ী থেকে মহারণী পর্যন্ত যে রাস্তা সেটাই হয়নি। এইভাবে এই সরকার মানুষকে শুধু ভাগ্যতা দিয়ে চলেছেন। মানুষকে পলোভন করার জন্য তারা স্তম্ভ স্তম্ভের কথা বলেন যেতে মানুষকে দিয়ে রাখা যায়—এই হলো তাদের চেষ্টা। কিন্তু এই চেষ্টা, সরকারের এই চিন্তাধারা সম্পর্কে আজ প্রত্যেকটি মানুষ সজাগ। এই সরকার সত্যিকারের গরীবের সরকার না ধনীদেব সরকার এর পরিচয় পাওয়া যাবে এই সরকার কি নীতি গ্রহণ করছেন তার উপর। তাই আমি এই বাজেটের বিরোধীতা করছি। বিরোধীতা করে আমাদের আদায় কথা বলতে হয়—বলতে হবে। যে গ্রাম অঞ্চলে চিকিৎসার বাপাণে আমরা কি দেখি। আমি বার বার এই কথাটি বলছি—সে কিলা অঞ্চল, বিরাদি অঞ্চল, সেখানে ১৩/১৪/১৫ তারিখ লোকের বসবাস, অথচ সেখানে একটি মাত্র ডিস্পেন্সারী আছে। এই ডিস্পেন্সারী কিভাবে চিকিৎসা করে? সেখানে কোন বাড়ী-ঘর নেই। ভোমাদের চিকিৎসার বাসস্থান করা হবে, বিনা পরিশ্রমে চিকিৎসা হবে, এই সব কথা বলে মানুষকে ভাগ্যতা দেওয়া হয়, ফাঁকি দেওয়া হয়। কিন্তু এর পরও আমরা আর কি চাই? এই যে জম্পুট কলোনীতে একটা ডিস্পেন্সারী আছে, ছোট ডিস্পেন্সারী। ঐসব পাওয়া যায় না সেখানে। গরীব জনসাধারণ ঐসব আনতে গেলে তাদের বলা হয়—“এক কলস জল এনে দাও, তারপর ঐসব পাওয়া যাবে।” বর্তমানে এই অবস্থা চলছে সেখানে। অথচ তারা বলেছেন এই সরকার নাকি গরীবের সরকার। ভুলসেচের ব্যবস্থা করবে, পানীয় জলের ব্যবস্থা করবে, স্বাস্থ্যকেন্দ্র খুলবে এই যে কত বকমের ভাগ্যতা যে দিয়ে চলেছেন এই সরকার। জনসাধারণকে আর দিয়ে রাখা যাবেনা—তাঁরা যদি চশমার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। গরীব আশ্রয় জনসাধারণের উন্নতির জন্য চেষ্টা করুন। আজ স্বাধীন তার ২৬ বছর পরে এমন একটা নদীর আছে যে জম্পুট-এর উজ্জান কিনা মোজা এবং আর একটু হলো বম্বা মোজা, এই দুইটি মেজায় মোজা-ভিত্তিক একটুও টিউবওয়েল কিংবা রিংওয়েল দেওয়া হয়নি। এই সরকার এই ভাবে মানুষকে ধোকা দিয়ে চলেছে। এখন তারা আরও বলেন যেমন, উপজাতিক উন্নয়ন সমিতি যে কথা বলেছেন সেটা তিনি রাস্তার সাপে মিল রেখে বলেছেন কিনা জানি না। তিনি বলেছেন “১১০০ জন উপজাতিকে ত্রুটি পুনরাসনের মাধ্যমে তাদের স্থায়ী বসবাসের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং তাদের সমস্ত ক্রয় দারিদ্র মোচন করা হয়েছে। অথচ এখানে তাদের কংগ্রেসের হিসাব মতেই আমরা দেখছি এত বছর পরে তারা

মাত্র ২৮ তাজার উপভান্তিকে পুনর্নির্মাণ দিতে পেরেছেন। অথচ আজ মন্ত্রীর স্টেটমেন্টে দেখলাম ৩১,১০০ জনকে দেওয়া হয়েছে। এটী যে মন্ত্রী হয়ে এত অসত্য কথা বলতে পারেন, কিভাবে জনসাধারণ তার উপর আস্থা রাখতে পারবেন? তিনি আরও বলেছেন যে রাইমাশর্মা থেকে যাওয়া উচ্ছেদ হয়েছে তাদের জগা ডালাক-এ একটি কলোনী তৈরী করে পানীয় জলের এবং জল্লাত সমস্ত বকমের স্বাধীনতার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চলুন, সত্যি কিনা গিয়ে দেখি। এতে বিরোধীদল আবার কি, চলুন সবাই সত্যিকারের নজির গিয়ে দেখি। এটী যে অসত্য ভাবনা দিয়ে মানুষকে ভাওয়া দেওয়া, মানুষকে কোনো ছাড়া তাদের আর কোন নীতি নেই। এটী ভুলই আমি এটী বাজেটের সম্পূর্ণ বিরোধীতা করে এতটুকু নলেট আজকের গত আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

শ্রীবাহুবান রিয়াং :—মাননীয় ডে: স্পীকার স্যার, কক-বরক থেকে টেন্সলেট করার কোন ব্যবস্থা আছে কি না?

মি: ডেপুটি স্পীকার :—টেন্সলেটার আছে।

শ্রীবাহুবান রিয়াং :—তাহলে স্যার কেন দেওয়া হয় না?

মি: ডে: স্পীকার :—টেপ রেকর্ডার আছে। টেপ রেকর্ডার থেকেই নেওয়া হয়।

শ্রীবাহুবান রিয়াং :—তাহলে আমরা কেন মাত্রভাষায় বক্তব্য রাখতে পারব না? আমরা তো আগেও বলেছি।

মি: ডে: স্পীকার :—শ্রীরাধারমন নাথ।

শ্রীরাধারমন নাথ :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের অর্থ মন্ত্রী যে বাজেট এটি বিধান সভায় পেশ করেছেন আমি সেটাকে স্বাগত জানিয়ে আমার দুই একটি কথা এখানে রাখছি। এটী যে বাজেট বিধান সভায় পেশ করেছে তাহা অক্ষুণ্ণ এবং এটী বাজেটের মধ্যে যে সমস্ত বিষয় আছে তা যদি ঠিক ঠিকভাবে রূপদান করা যায় তাহলে ত্রিপুরার দরিদ্র মানুষের বিশেষ উপকারে আসবে এবং ত্রিপুরার উন্নতিও যথেষ্ট হবে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে বাজেটের আলোচনা করতে গিয়ে আমাদের বিরোধী সদস্যেরা যে সমস্ত ভুল তথ্য পরিবেশন করেছেন আমি সেগুলির বিরোধীতা করে আমার কথা রাখছি। মাননীয় বিরোধী সদস্যেরা প্রত্যেকেই বলেছেন গত ২৬ বছর কংগ্রেস শাসনে ত্রিপুরার কিছুই হয় নাই। আবার কিছু যে হচ্ছে তার সম্পর্কে বিশেষ সমালোচনা করেছেন। তারা যে কি বলেছেন তাহা নিজেরাই জানেন না সত্যি কথা বলছেন না অসত্য কথা বলছেন। যদি কিছু না হত বিগত ২৬ বছরে তাহলে এটী বিধান সভার বণন অধিবেশন হয় তখন উনারা এর বিরুদ্ধে নানা সমালোচনা কি কি করে করেন? তাহলে তাদের সমালোচনা কল্পনা প্রসূত? মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, উনারা যে বিরোধীতা সেটা বিরোধীতা করতে হবে তাই করেন। সেটি উপলক্ষ্য করে আমি একটা গল্প বলছি এখানে। সেটি হচ্ছে বিরোধী দল (ইন্টারপেশন) নিরামিশ ডোজী এবং আমিশ

ভোজী একটা খাওয়ার ব্যবস্থা করেছেন একটা মাঠের মধ্যে। প্রচুর লোকজন এবং সেখানে মাংসের ব্যবস্থাও হয়েছে। সেখানে নানা রকম পাক হচ্ছে এবং সেই পাক যখন খুব জ্বরে চলছে তখন তাঁরা উপর দিক থেকে উড়ে যাওয়ার সময় একটা পাখী পেছান করে এবং সেটি ঐ পাকের মধ্যে পড় যায়। সেখানে কিছু আমিষ ভোজী কিছু পণ্ডিত লোক ছিল এটা জেনে তারা বলল যে আরে এটা কি তল শাস্ত্র টাঙ্গ দেল তো ত সে খাওয়ার উপর পাখীর পেছান পড়ল সেটি গেছে শাস্ত্রে বাধা আছে কি না? তখন তারা শাস্ত্র যাচাচাটি করে দেখলেন যে এই ব্যাপারে শাস্ত্রে কিছু লিখে নাই। 'ক' কথা যায় একটা কিছু করলে হবে তো? যখন তারা বলল যে নিরামিষ ভোজী পণ্ডিত যারা আছে তাদের জিজ্ঞাসা করা। সেখানে বিশিষ্ট ক'জন নিরামিষ ভোজীও ছিলেন। তাদের জিজ্ঞাসা করলেন—পণ্ডিতদের জিজ্ঞাসা করলেন। তখন তারা বললেন না বাপু আমরা এতদূর আসিনা। উরা বিপোটি দিলেন যে নিরামিষীরা বলেছেন যে না আমাদের এই রকম কোন আত্মনাই। তবে তারা বলেছেন যে এসব পাঠ না। তখন উরা বললেন যে এটাটাই আত্মন তারা যখন এটা খায় না সেটাটাই আমরা খাই। আজকের কাজে-টের বিরোধিতা হচ্ছে এই রকম এম পাঠায়—একটা বিরোধিতা করতেই হবে যাঁহে কংগ্রেস যেটা ভাল করবেন সেটা কিছুতেই তারা মনে মনে না। এটাটাই আত্মন। কাজেই আজকের যত সমালোচনা সবকিছুই তাহলে বিপক্ষে যাচ্ছে। উদের প্রদীপ নিভে আসছে। কাজেই সেটা প্রদীপ নিভে যাওয়ার জায়গায় যে রকম একটা চমক লাগিয়ে নিভে যায় ঠিক সেই রকম একটা তর্জন গজান করেছেন বিরোধিতা করে। একটা উল্লেখ করার বিষয় উনারা যখন ভাষণ রাখেন তখন ট্রেজারী বেদের কেউ কোন বাধা দেখনি। আর আমাদের পক্ষ থেকে যখন কেউ ভাষণ রাখেন তখন উনারা যে রকম তীব্র করেন সেটি নিশ্চয়ই হুজুর কথা নয়—আমি এটা স্বীকার করব না। আর এদটা কথা উনারা বিরোধিতা যতটুকু কখন কিছু কোন সাজেশান তাদের কথাই মনে তারা রাখেন না—দোষ দুটি থাকতে পারে দোষ দুটির সমালোচনা করুন কিন্তু সাজেশান তো রাখবেন যে এই রকম করলে ভাল হবে সে রকম কোন অভিজ্ঞতা উনাদের নাই। কাজেই সেখানে আমি বিশেষ কিছু বলছি না। এটা বলেই আমি শেষ করব। এবং বলব যে শুধু বিরোধিতা করলেই চলবে না তার সংগে ভাল সাজেশানও রাখা চাই সেটাটাই হবে বিরোধিতার মূল্য। এটা বলে বর্তমান বাজেটকে স্বাগত জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডে স্পীকার :—শ্রীমত চৌধুরী।

শ্রীমত চৌধুরী—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্থান যে বাজেট মাননীয় অর্থমন্ত্রী এখানে পেশ করেছেন সঠিক বাজেট সম্পর্কে অনেকে অনেক বক্তব্য বেগেছেন এবং আমার বন্ধু যারা তারাও এই সম্পর্কে অনেক হিসাব রেখে আলোচনা করেছেন। আমি আর এই হিসাবে যাচ্ছি না। আমি শুধু এটুকু বলছি যে এই বাজেটে উদের তরফ থেকে কারও কারও কনফিউশান আছে যে পুলিশী বাজেট। এক দিকে পুলিশী বাজেট সারা ভারতবর্ষে যেখানে কংগ্রেসের মুখ্য অবস্থা রাজ্যে রাজ্যে ভাংগন চলছে জনসাধারণের প্রতিরোধে যখন পুলিশ মিলিটারী দিয়েও কায়দা হচ্ছে না ঠিক সেই পরিস্থিতিতে তারা নিজেদের আরও আত্মরক্ষার জন্য আরও

যত বেশী নিজেদের ডিফেন্ডার বাবস্থা করতে পারেন তার প্রস্তুতিতে যে বাজেট দেওয়া উচিত এই বাজেট সেই বাজেট। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার আর. বাজেটে কি দেখছি? একটা বিষয় উল্লেখ করব। পুলিশ-এ কাজের নতুন পুলিশ নিয়োগ করা হবে। আমরা শুনেছি এই সরকার পরিকল্পনা নিয়েছেন যে প্রতিটি মৌজায় একটি করে পুলিশ ক্যাম্প দেওয়া যায় কিনা। যে ওরা বলে দেখে আতংক সৃষ্টি আমাদের প্রশংসা। গ্রামের মানুষ যখন দেখে কোথাও পুলিশ ক্যাম্প করলেই গরু চুরি বাড়ি ডাকাতি বাড়ি লুণ্ঠরাজ বাড়ি—সেখানে নিশ্চয়ই পুলিশ সম্পর্কে আতংক ওড়ার কথা। পুলিশ—যদি রাস্তায় গেইট বসে হয় যদি সেখানে বাঁশ ফেলা হয় তাহলে প্রতিটি পুলিশের গুলির বাবস্থা হয়। প্রতিটি রাস্তায় যতগুলি বাঁশ ফেলে দে—দেখুন স্মার, প্রতি বাড়ি বা ডাইভার্সদের এক টাকা করে দিতে হয়—মানুষদেরও দিতে হচ্ছে। এটি হচ্ছে জনসাধারণের সামনে পুলিশের চোরা। পুলিশের চোরা হচ্ছে—আমাদের কংগ্রেসী মন্ত্রীদের কিছু ছাপোষা লোক আছে তারা গ্রামে গ্রামে ডাকাতি বাড়ানো গড়ে তুলছে। প্রতিটি বাড়িতে ডাকাতি শুরু হয়েছে। মত এক সমুদায় ৮টি বাড়িতে ডাকাতি হয়ে গেল সোনামড়া মকসুমায়। এত সমস্ত ডাকাতিদের গ্রুপ এত সমস্ত গুস্তাদের গ্রুপ তাদের ফাঁদে জড়ই এই পুলিশ বাড়ানো। আমরা এত কথাটা শুনেছি এই বাজেটে কাজের শিক্ষক নিয়োগ করা হবে। প্রতিটি মৌজায় মৌজায় প্রাইমারী স্কুল খোলা হবে। প্রতিটি পাড়ায় পাড়ায় প্রতিটি মানুষকে তাদের স্বাক্ষরতা জ্ঞানসম্পন্ন করে তোলা হবে। তাহলে প্রতিটি ছেলেকে এবং প্রতিটি মেয়েকে এমন কি নব্বু বাড়িদের শিক্ষিত করে তোলার দায়িত্ব এই সরকার নিয়েছেন—না সেই পরিকল্পনা নেই। সেই বাজেটের পরাকর্ষে বাজেটের পরাকর্ষে হচ্ছে পুলিশের বাবস্থার জ্ঞান। তারপর পুলিশ—পুলিশের ভিতরের অবস্থা কি? পুলিশের ভিতরের অবস্থা দেখুন স্মার, সি. আর. পি. রংগা হচ্ছে হিপরা রাজা বেকুয়াম রিজার্ভ পুলিশ—আমি জানি না কি প্রয়োজনে কতটুকু হিপরা রাজার কি নিরাপত্তার প্রয়োজন। সি. আর. পি. কি করবে? বাংলা-দেশের সঙ্গে যুদ্ধ চলেছিল সৈন্যের প্রয়োজন ছিল সি. আর. পি'র কোন প্রয়োজন ছিল না বি. এস. এফ. এল সি. আর. পি. দিয়ে যত বেশী গুলন দেখানো হচ্ছে তত বেশী চোরা-কারবার আরও কমানো চলেছে। আগে যেত নাগায় মতি বয়ে, বোঝা বোঝা পাকিস্তানে পার করতো আর এখন গাড়ি বোঝা করে ট্রাক বোঝা করে প্রকাণ্ড সদর রাস্তা দিয়ে পার হয়ে যায়। এমন কি বাংলা দেশ থেকে কালো গাড়ি আনেন কোন নব্বু এতরকম গরুর, সমস্ত জনসাধারণ সাক্ষা দিচ্ছে তাদের লক্ষ্য নাই, দেখায়া দৃশ্য দেখার তারপর। স্মার, ওরা সি. আর. পি'র যে ইউনিট এখানে দুই ইউনিট আছে হিপরা রাজা সেই দুই ইউনিটের জ্ঞান দুই ইউনিটের ১২ নং পারসোনেল সেই দুই ইউনিট রংগা চলেছে হিপরা রাজা। সেই বারশো পারসোনেলের জ্ঞান স্বরূপ কত? আগে ছিল ৫৬,৭০০০ টাকা ১৯৭-৭৩ এ আমরা দেগেছি। এত বৎসর তার বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে বাট লক্ষ টাকা। সেই বাট লক্ষ ছাড়া আরও বরাদ্দ আছে সেইটা কি ৫০ টাকা করে তাদেরকে ডেপুটেশন অ্যালোউন্স দেওয়া হয় প্রতিটি নন-গেজেটেড যারা সি. আর. পি. তার মানে এই সীপার্ডীদের প্রত্যেকটা সিপার্ডীকে ৪০ টাকা করে ডেপুটেশন অ্যালোউন্স দেওয়া হয়। ৫০ টাকা করে প্রতি মাসে তাদের বেতন : দ্বি

বয়েছে। এই দিকে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের পুলিশগুলি না খেয়ে মরছে প্রত্যেকটা থানায়। হোমগার্ডগুলি, হোমগার্ডদের বেতন সেই বেতন দিয়ে এক মাসের খোরাকের চাউল পর্যন্ত কিনতে পারে না। এই হচ্ছে অবস্থা। অফিসিনস তো দূরের কথা। বাইরে থেকে সি, আর, পি, এনে শুধু কি সি আর পি, ? বি, এম, পি, এক ইউনিট বি, এম, পি, রাখা হয়েছে সেই এক ইউনিট বি, এম, পি, তে সত্বে পারফরেন্স আর তার ৩০ ৫০ লক্ষ টাকা সরান করা হয়েছে এইতো বাজেট। স্ত্র, ব, এড জনবিরোধী সরকার, জনবিরোধী সরকার কেন ভয় করে ? ভয় এই জনসাধারণকে, ভয় এই জনবিরোধী সরকারকে, ভয় এই জুনিয়রদেরকে, ভয় এই সাধারণ মেকানিক মাস্টারকে। তাই ভয়ে সমস্ত মন্ত্রণা দ্বারা সীমিত তাদের চার দিকে পুলিশ বেটন গড়ে তুলছে এই তদা এই সিদ্ধান্ত সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে কিভাবে মন্ত্রীদের নিরাপত্তার খরচ দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে ওই তো হচ্ছে অবস্থা। মাননীয় ডিপুটি স্পীকার স্ত্র, অ, মি আরও লক্ষ্য করোঁ এই বাজেটে আট জন, আট, এ, এস, কেভার সন সদা তাঁরা তাদের বেতন দিওয়া হচ্ছে হতভম্ব ভেলে। যে প্রকল্প সাধারণ মানুষ কর্তৃক করাতে পারে না কোন সাধারণ কমিটি কর্তৃক করাতে পারে না। এই ত্রিপুরা রাজ্যে যেখানে চার টাকা একজন কমিটি কাজ করে, চার-চল টাকা একজন কমিটি কাজ করে সেখানে তাদের কাজের উপর বেতন সেই অবস্থায় তাদেরকে আবার তিনশো টাকা করে মাসিক স্পেশাল পে দেওয়া হচ্ছে। কেন ? কিসের জন্য স্পেশাল পে দিয়ে তাদেরকে রাখা হচ্ছে ? প্রবন্ধে প্রতি মাসে ৮৮শো টাকা করে এবং বছরে কত টাকা হয় তাহলে ? কিন্তু এই একটা গরীব কৃষক-তার ভূমিতে চলসেচ কি করে দেওয়া যাবে সেইটা না, কোন ফলটিয়া দান দিয়ে কোন নদা ঘুরিয়ে দিয়ে কিভাবে মাঠের ভিতর চলসেচ ব্যবস্থা কর যাতে সেই চলসেচ বারি সমস্ত মাঠে আরও বেশী ফসল তুলে প্রত্যেকটা কৃষকের পকেটে আরও বেশী পয়সার ব্যবস্থা করে দেওয়া যায় যে পয়সা নিয়ে সে বাজারে আসতে পারে, বাজারে এসে সে তার দোকানের ভিনিস কিনবে, দোকানের চাকিদা বাড়বে তাতে হুগুয়িয়েল ও ডাকশান বাড়বে ফলে সারা ত্রিপুরা রাজ্যের একটা সুস্থ অর্থনীতি গড়ে উঠবে। কিন্তু না সেই চিন্তা তাদের নাহ। তাদের চিন্তা হচ্ছে কিভাবে বড় বড় অফিসার, সি, আর, পি, পুলিশ তাদের সমস্ত কিভাবে বাড়িয়ে দেওয়া যায় এই হচ্ছে তাদের পরিকল্পনা। আর সেই পরিকল্পনার একটা নির্দিষ্ট একটা বাস্তব রূপ দিতে যাচ্ছেন তারা বাজেট করে, তাই পুলিশ বাজেট আগেরা দেখছি, এই আ, এ, এস, কেভারদের বাজেট আমরা দেখছি। আর কি দেখছি, চার মিনিষ্টারের টাকার খরচ কত বাড়ানো হলো- এই গভর্নরের টাকার খরচ কত বাড়ানো হলো, এটাই সমস্ত বাজেটে রয়েছে। স্ত্র, ব, এড জনবিরোধী সরকার, জনবিরোধী নীতি বহুরের পর বছর চালিয়ে যাচ্ছে, শুধু এই কাজের মধ্যে নয়, গত বছরও এই একই বাজেট ছিল এই বছর আরও বাড়লো জনসাধারণকে কিভাবে আরও বেশী করে রিপ্রেশন করা যায়, কিভাবে তাদেরকে অগ্রাধারে জর্জরিত করে তাদের আন্দোলনের শক্তিকে দমন করা যায় তার জন্য তৈরী হচ্ছে এই বাজেট। স্ত্র, আরও লক্ষ্য করছি যে মটরকারের জন্য কনভয়েন্স মটর ভেহিক্যালস কিনবে তারা, এডভান্স লোন নেওয়া হবে, তাদেরকে দেওয়া হবে ? কোন

ভিত্তীয় শ্রেণীর কন্সটার্ণার মটর গাড়ী কিনতে পারে, চতুর্থ শ্রেণীর কন্সটার্ণার মটর গাড়ী কিনতে পারে, ওদের কোন সময়ে মটর গাড়ী কিনার সুযোগ হয়, ওদের পেছনে পেছনে বকরাগিবি করতে করতে ওদের পেছনে চাকরের মত সেবাদাসীর মত যুগে যদি তাদের জন্য একটা সুযোগ হবে থাকে, সেইটুকুই তাদের সুযোগ। গাড়ী কিনার ব্যবস্থা হয়েছে কত টাকার হিচাপে লক্ষ টোকা হাজার গত বহুত ছিল। সেটাকে বাড়িয়ে করা হয়েছে ৩০,০০,০০০ হাজার টাকা এত ব্যসবের বাজেটে। মটর ভ্যানকালিস দিনেই বড় বড় অফিসাররা। অনেক কৌতুকীয়ানো অনোহা পুঁদ্রা রাজো বড় বড় অফিসার দিগ্গাজিগে না বোঝা থেকে এসে এসে গাড়ী কিনে সেখানে থেকে পাচার, চলে গেলেন। এমন এক কান খবর পযাস্ত্র নেত। সেই গাড়ীর টাকা পারিশোধ হলো কিনা সেই এডভান্স লোন তার কোন হিসাব নেই। লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করা হচ্ছে এত বড় বড় অফিসারদেরকে তৈর করার জন্য তাদেরকে দিয়ে একটা শাসন বিভাগ তৈরী করা হচ্ছে এত সরকারের মাথার উপরে। আর বিভিন্ন অফিসারলিতে যানামুড়ায় যুড সেকসনে আমি লক্ষ্য করছি ওতার হাজার রেশন কার্ড দুইজন তিনজন কর্মচারীর উপর তৈরী হয় এদের আর চতুর্থ শ্রেণীর কন্সটার্ণার। তারা রাতে বডি জালিয়ে হুকুম পালন করছেন, রেশন হাউসের করছে, সারা রাতি হাওয়া হুকুম তৈরী করছেন। অভ্যন্তরীণ, বাহ্যিক অভ্যন্তরীণ আর একটা লিমিটেডন আছে। অভ্যন্তরীণের উপর তাদেরকে কাজ করতে হয় পরসামনে না। কিন্তু তাদেরকে দিয়ে কাজ করানো হচ্ছে সেখানে চাকরি নেই। হাউস, হাউস, হাউস বার এত মজাদার কাছ থেকে আমরা জেনোছ হাউসের রাজো বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টে কত ডেকেনস। তৈরী হওয়ার কন্সটার্ণার এবং চতুর্থ শ্রেণীর কন্সটার্ণার সেই ডেকেনস পূরণ হয় না। কিন্তু পূরণ হয় বড় বড় অফিসারদের যারা এত ময়াদীদের, ময়াদীদের, অথবা বড় বড় মহাজনদের বড় বড় ব্যাসারীদের তাদেরকে প্রোজেক্ট করে লেভে করে, তাদের দায়কে রক্ষা করতে হবে এত হচ্ছে বাজেট। আমি যদি মটা মটুম্মার তার তাহলে ৯-১০ করে প্রতিটি মটুম্মার পড়ছে এক একটি টুই, বাড়ীতে বাড়ীতে তারা যুগেছেন আর পাঠে পাঠে লিখেছেন, ত্রিপুরা রাজ্যের গত এক বছরের চিত্র। এতটাই হচ্ছে তাদের গণতন্ত্র। আর আপনি চিন্তা করে দেখুন তো, কোন মটুম্মার অফিস চলতে পারে? এক মাস ত্রিশ দিনে। তার ভিতর চারটি বিবাকর, একটা সটারভে আছে, এখানে অফিস বন্ধ থাকে, তারপর যদি মটুম্মার যদি জমাগড়ে টুই করতে আরম্ভ করেন, মটুম্মা শাসক থেকে আরম্ভ করে, বি, ডি, ও, পুলিশ সবকিছু তাঁর পেছনে পেছনে দৌড়ান। আগরতলা শহর থেকে তাঁর পেছনে গাড়ী নিয়ে দৌড়ান, সেখানে পেট্রোলের কোন অভাব নেই। আর তাঁরা পাবলিসিটি করার জন্ত বেড়িয়েছেন। এবং পাবলিসিটির জন্ত বাজেট বরাদ্দ করেছেন সেই বাজেটে ১৪ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ডিম্যাণ্ড করা হয়েছে। আর খুব সঠিক হিসেব বলতে পারছি কিনা জানিনা, হয়তো বাজেটের পাঠা উপায়ে আরও অনেক জায়গায় তথ্য বেরবে, শুধু ১৪ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা পাবলিসিটি এক বছরের জন্ত, শুধু তাহে তাঁরা সন্তুষ্ট নন আরও কিছু কিছু প্রতিটি ডিম্যাণ্ডের ভিতর এ ভিতরে ঢোকান হয়েছে সেই পাবলিসিটির জন্ত, সমস্তটা যোগ করে দেখলাম ১৯

ডিম্যাণ্ড থেকে আরম্ভ করে ৪৩নং ডিম্যাণ্ড পর্যন্ত এক একটা তিফাব করে দেখলাম যেটা হচ্ছে ১৯ লক্ষ ১৫ হাজার ৩৯, ৩৪০০ ফাঁকে আরও থাকতে পারে। (শ্রীদেবেশ্ব কিশোর চৌধুরী—৫৫ কোটি টাকাই পাবলিসিটির জন্য)। এটা একেবারে তিনি মিথ্যা কথা বলেছেন আর, খুবই সত্যি কথা এই পরিকল্পনা কমিশনের কাছে যা চাপুয়া হয়েছিল, সেটা পাবলিসিটির জন্য টাকা চাপুয়া হয়েছে, প্রায় ৫৫ কোটি টাকাই পাবলিসিটির জন্য, ঠিকই বলেছেন।

স্বার সেন্সর এম্পলয়মেন্টের কথা বলেন এম সেন্সর আমি খুব বেশী বলতে চাই না, আমি গতকাল গিয়েছিলাম একটা সেন্সর এম্পলয়মেন্ট কেন্দ্র দেখতে ক্যাটেল ফার্মিং কর্তা চৌধুরী পাড়া, সেখানে দেখলাম নয় জনকে এম্পলয়মেন্টের জটা ডাকা হয়েছে, তাদের ট্রেনিং দেওয়া হবে ৩ মাস। এরও জানেনা কত মাস ট্রেনিং। প্রধানকার অফিসার তিনিও বলতে পারেননা কতদিন ট্রেনিং চলবে কি চলবেনা। যাহ হউক শেষ পর্যন্ত অজুমায়ে দেখেছে যে ৩ মাস তাদের থাকতে হবে। ক্যাটেল ফার্মিং ট্রেনিং এ কি শেখানো হচ্ছে? মানা জায়গা থেকে সেট জরস ফ্রস, নানারকম বিদ্যুটের নাম সব, মেম্বলি ১০ কে. জি. ১২ কে. ৩ করে হুপেল গরু, সেট সমস্ত গরুর নাসিং শেখান হচ্ছে। তারা গ্রামে গ্রামে গিয়ে ক্যাটেল ফার্মিং করবে। টাকা কোথায় পাবে? ব্যাংক থেকে টাকা পাবে। একটা গরুর পেছনে—কদিনে কালে সে গরু মনা হয়েচে, ৬টি গরুর জন্য : লক্ষ ৮০ হাজার টাকা, সেট গরু কিনতে চলে ব্যাংক থেকে টাকা আনতে হবে। কিন্তু তাদের কত কমি আছে? কত জমি মার্গেজ দিয়ে তারা সেট ব্যাংক থেকে টাকা আনতে পারবে, তারপর ক্যাটেল ফার্মিং করবে? আর, আগরতলা শহরে ডেটরী ফার্ম থেকে যে দুধ দেওয়া হয়, সেট দুধ কতজন কিনতে পারেন? মহারা ৩৪০০ থেকে পারেন, বড় বড় পয়সাওয়ালা অফিসাররা ৩৪০০ থেকে পারেন এবং এই বিধান সভায় দুই বছর আগে যে তথ্য চাপুয়া হয়েছিল তাতে দেখেছি কিভাবে দুপের টাকা বার্কী ফেলা হয়েছে এবং সেট বার্কী টাকা কিভাবে মেরে দেওয়া হয়েছে। কোন হিসেব নেই, মন্ত্রী থেকে আরম্ভ করে বড় বড় অফিসার পর্যন্ত। কাজেই এই গরু পালনের দ্বারা সেন্সর এম্পলয়মেন্ট? কাজেই তাহ এমিলিয়ন জোক যেটা বলা হয়েছে এটা কতখানি সত্য আমি এখানে দেখিয়ে দিচ্ছি। একশ' টাকা করে প্রত্যেককে দেওয়া হয় মাসে। কি হিসেবে? প্রতিদিন হাজিরা দিতে হবে। মাষ্টার রোলে আছে, ট্রেনিং এ এসেছে, সকলকে প্রতিদিন হাজিরা দিতে, ৩৩৩ পয়সা করে দেওয়া হবে তাদের তকুম যেনে চললে, তাদের পায়ের জুতো পলিশ করলে, কাপড় চোপড় কেচে দিলে, ৩,৩৩ পয়সা পাবে, আর যদি না করে তাহলে তাদের থেকে পয়সা কেটে নেওয়া হবে, এই হচ্ছে সেন্সর এম্পলয়মেন্টের ব্যবস্থা। প্রতিটি জায়গায় সেন্সর এম্পলয়মেন্টের নাম করে নানাভাবে টাকা নিয়ে হিপুয়া রাজ্যের সমস্ত ছেলেদের, যুবকদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছেন। আর, এই বিধান সভায়ও গত দুই তিন দিনের ভিতর মাননীয় সদস্য যত্নপ্রসন্ন বাবু একটা ঘটনাকে উল্লেখ করে দিয়েছেন এই ঘটনা গণতন্ত্র কেমন করেন। ইন-চার্জ মিনিষ্টার—তাকে প্রশ্ন করে, তার উত্তর তাঁর মুখ থেকেই বের করেছেন, একেবারে নাকে, মুখে, চোখের জল পড়ে-

ছিল, তখন কি অবস্থা। রিকর্ডমেন্টস রুলস নেই টি. আর, টি, সি ট্রে। আগরতলার ছেলেকে খোয়াইর মিথ্যা চিকানা দিবে চাকুরীতে চুকান হয়েছে, সেটা স্বীকার করে ফেলেছেন বাবা হয়ে উপায় নেই। এই হচ্ছে ওঁদের ইতিহাস। এখানে আরেকজন গণতন্ত্রের প্রচারা মানিক লাল গঙ্গুলী, মিউনিসিপালিটির বড় অফিসার, তিনি প্রান্ত বধুকে জাল সার্টিফিকেট দিয়ে চাকুরীতে চুকালেন, তার প্রমোশনও হল, সেই জাল সার্টিফিকেট এর অধিকারিণীর, এই হচ্ছে তার প্রমোশনের অবস্থা। তার প্রান্ত বধুর ডেপুটি অব বার্ষিক বেতনে ১৯৫৭, আর ডেপুটি অব জয়েনিং হল ১৫৫ ছুন, ১৯৭১। ১৪ বছরে তিনি এন, এ, পাশ করে ফেলেছেন? ভদ্রমতি। চাকুরী পেয়েছেন, চাকুরী পাওয়া সম্পর্কে আমার প্রশ্ন নয় কিন্তু জাল কেন, জোয়াতুরী কেন? এঁই মস্ত্রীদের প্রান্তটি পদক্ষেপে জাল একক: জোয়াতুরীর। তার আমার বক্তব্য আমার যে সময় টুকু পাওয়া আছে, তার মধ্যে শেষ করতে পারছি না। তার আমি চেষ্টা করব শেষ করতে। তার এই পরিস্থিতি দেখে ১৯৬৯ সালে নেতৃকর্তার একটা কথা বলেতে চাই, নেতৃকর্তা নীজম্যানকে বলেছিলেন—স্ট্রাটিক ইন্সট্রাক্টর এন একস্ট্রা অডিটরী একজাম্পল অব সলিডারিটি। আজকে সারা ভারতবর্ষের মানুষ লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি মানুষ ইন্টারচার, ই প্রোমের প্রবন্ধ, ই ম্যাবিও প্রবন্ধ, ই প্রবন্ধ, সবাই মিলে আজকে ভারতবর্ষের দিকে এগিয়েছেন আজকে সারা ভারতবর্ষ ভারতবর্ষের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, এখনও তাঁদের হাশিয়ার আসছেন। ই স্ট্রাটিকের দিকে যে এগিয়ে সেই স্ট্রাটিককে ভাঙবার চেষ্টা ওঁরা করছেন যত্নবর করছেন আমরা লক্ষ্য করছি। নেতৃকর্তার কথা ওঁরা ভুলে গিয়ে ন, নেতৃকর্তা নিজেও ভুলে গিয়েছিলেন, কারণ ১৯৬৯ সালের নেতৃকর্তার ১৯৪৭ সালের নেতৃকর্তা—এক নেতৃকর্তা নন। তার আমি বলে চাই কার্ল মার্কস একটা কথা বলেছিলেন যে মাত্রসের ইতিহাসে প্রতিশোধ বলে একটা ব্যবস্থা আছে আর ইতিহাসের একটা নিয়ম হচ্ছে এটা হাশিয়ার তৈরী করে আঁত তৈরি করে। এটা নয়, আঘাত করেছে যে সে নিজে। ওঁরা নিজেই ওঁদের অগ্র দৈব করছেন, ওঁরা নিজেই ওঁদের মরণ্য দৈব করছেন, আজকে তাই বার চক্র দৈবব্যবস্থা বিরোধী প্রতিনিধি রাজ্যসভার নিশ্চিত হয়ে যায়। কংগ্রেসের মধ্যে ভাঙন ধরেছে, ই প্রধান মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে দিল্লী থেকে দৌড়ে আয়ার ভাস দিতে হয় ত্রিপুরা রাজ্যে নিজেদের দলদলির পরিণতিতে নিজেই ভেঙে যাচ্ছে, জনসংগঠনের মার খাওয়ার অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে, বিচার, এজরাটের মত ব্যবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে, সেই অবস্থা সামালতে চেষ্টা করেছেন। ত্রিপুরা রাজ্যের মাত্রস তাঁদের কাছ থেকে জবাব নেবে, উত্তর নেবে এবং সেই উত্তর নেওয়ার জগ যদি প্রয়োজন হয় কার্ল মার্কস বৈজ্ঞানিক যে প্রতিশোধের কথা বলেছেন, সেই প্রতিশোধের জগ তাঁরা তৈরী থাকুন। ত্রিপুরা রাজ্যের মাত্রস—পাহাড়ি, বাঙালী, ছাত্র, যুবক, ই শিক্ষক, কর্মচারী, তাঁরা সেই প্রতিশোধ নেওয়ার জগ তৈরী হয়েছে, একথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

M. Dy Speaker :—The House stands adjourned till 11 A. M. on Friday the 29th March, 1974.

Annexure—A

STARRED QUESTION NO. 167.

by—Shri Chandra Sekhar Dutta

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the P. W. D. be pleased to state :—

প্রশ্ন

- ১) গত পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় P. W. D. এর বায় খাতে কত টাকা গরুত ছিল?
- ২) মঞ্জুরীকৃত টাকা হটলে কত টাকা খরচ হইয়াছে আর কত টাকা খরচ করিতে না পারায় ফেরৎ গিয়েছে?

উত্তর

- ১) ১০,৪৭,৭৮,০০০ (দশ কোটি সাত্তচল্লিশ লক্ষ আশি পাঁচ হাজার) টাকা মাত্র।
- ২) ৯,৬২,১৭,০০০ (নয় কোটি বারষট্টি লক্ষ পনের হাজার) টাকা মাত্র, ৮৭,৭৩,০০০ (পঁচাল্লিশ লক্ষ ত্রিশ হাজার) টাকা মাত্র খরচ করা সম্ভব হয় নাই।

STARRED QUESTION NO. 181

by Shri Chandra Sekhar Dutta

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Animal Husbandry Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

- ১) অসমুখে একথানা পুষ্টি পশু চিকিৎসালয় গোলাঘাট সরকারের পরিকল্পনা আছে কি?
- ২) থাকিলে এ পশু চিকিৎসালয় কখন খোলা হইবে?

উত্তর

- ১) বর্তমান বসে নাই।
- ২) প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 246

by Shri Subal Chandra Biswas

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Public Works Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

গত ১৩-৭-৭০ তারিখে বিধান সভার ৬০৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তরে মাননীয় মন্ত্রী বলেছিলেন, "কুমারখাট হটতে ফটিকরায় ভায়া Nedelic রাস্তাটির লাগু একুইজিশনের প্রবেশ আছে এবং প্রবেশ শেষ হলে কাজ আরম্ভ হবে."

- ১) সরকার বলতে পারেন কি উক্ত রাস্তার মাত্র ১৫ মাইলের লাগু একুইজিশনের প্রবেশ করতে কত দিন লাগবে?
- ২) উক্ত রাস্তাটির শুরুতে অনুযায়ী রাস্তার কাজ আরম্ভ করার এক বিলম্বের কারণ কি?
- ৩) ১৯৭৪ সনের মার্চ মাসের মধ্যে কাজ শেষ হবে কি?

উত্তর

- ১) লক্ষ্য একুইজিশন প্রসিডিংস চলিতেছে। জমির মালিকদের কাছ থেকে অনেক আপত্তি পাওয়া গিয়েছে। এইগুলি যথাযথ ভাবে বিবেচনা করিতে হয়। এই কাজ স্বাভাবিক ভাবে কিছু সময় নেয়। এইগুলি শীঘ্রই সুরাহা করার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া চাইতেছে।
- ২) পল্লিদপ্তরের কাছে জমি চন্দ্রাভূমিত করার পত্র কাজ আরম্ভ করা হইবে।
- ৩) না।

STARRED QUESTION No. 357

by Shri Subal Chandra Biswas

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. D. be pleased to state :—

প্রশ্ন

- ১) উত্তর ব্রিগেড জেলার জেলা অফিস কুমারঘাটে করার জন্য সরকার বিভিন্ন ধরনের কোথাটির করতে কত টাকা খরচ করিয়াছেন?
- ২) উক্ত নির্মাণ কার্যের মাধ্যমে ডি. এম. মহোদয়ের আবাস বা অফিস করার মত দর কয়? কত?

উত্তর

- ১) ০.৫.৮৫৮ টাকা।
- ২) ডা. কুমারঘাট আই. বি. এ. বি. ডি. ও. অফিসকে যথাক্রমে ডি. এম. এর আবাস এবং অফিসে রূপান্তরিত করা হইয়াছে।

STARRED QUESTION NO. 901

by Shri Bajju Ban Risan

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. D. be pleased to state :—

প্রশ্ন

- ১) অমরপুরের চেলাগাং এলাকার শ্রীধরচর দাস, শ্রীবনজয় দাস প্রমুখ ২ জন গাং লেবারদের ৮/১০/৭৩ হইতে ১৬/১০/৭৩ তারিখ পর্যন্ত মজুরী দেওয়া হয় নাই—তাহা সরকারের ভাণ্ডার আছে কি?
- ২) জানা থাকিলে এ ব্যাপারে সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিতেছেন?

উত্তর

- ১) হ্যাঁ।
- ২) গাংম্যানগণ কার্যালয়ে উপস্থিত ছিল না তাই উক্ত দিনসের বেতন প্রদান সম্ভব হয় নাই। উক্ত নয় জনের মধ্যে ২ জনে অর্জিত পিদায়ের জন্য দরখাস্ত দেওয়ায় তাহাদের দুই মজুর করিয়া বেতন দেওয়া হইয়াছে। অতীতদের বেলায় অতীতগণ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইতেছে।

STARRED QUESTION NO. 793

By Shri Nripendra Chakraborty

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Labour Department be pleased to state : —

Question

1. Number of factories closed down during last 5 years.
2. Total number of workers and employees rendered unemployed due to these closures.
3. Steps taken to re-open these industries and factories.

Answer

1. 6 (six) factories.
2. 296 in all.
3. The factories/industries are private units. Govt. can not directly intervene to re-open these private industries/factories.

STARRED QUESTION NO. 795

By Shri Nripendra Chakraborty

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. D. be pleased to state—

প্রশ্ন

- ১। আসাম রাউকেল মাঠে এসেবলা কম্পেক্স ও সেক্রেটারিয়েট কমপ্লেক্স নির্মাণের এখন পর্যন্ত কি অগ্রগতি চটয়াছে, এবং
- ২। সরকার ঐ কম্পেক্স গুলি কখন শেষ করে নিলিয়া আশা করেন?

উত্তর

- ১। বিদ্যুত প্রাণ ও এন্টিমেট মঞ্জুর করা হয়েছে সরকারের কাছে প্রেরিত হয়েছে। আসাম রাউকেলস্ কর্তৃপক্ষ তাদের জায়গায় একটি অংশ পূর্ণদ্রুতের কাছে অর্পণ করিয়াছেন। সে আউট প্রাণ পাকাপাকি ভাবে প্রস্তুত করা চটয়াছে। বিস্তারিত প্রাণ প্রস্তুত করা চটতেছে।
- ২। অর্থের অসংকলন ও ভাবস্ব সরকার কর্তৃক কড়া ধার সংকোচন নীতি গৃহীত হয়েছে এই মুহূর্তে বলা যাউকেনা।

STARRED QUESTION NO. 787

By Shri Abhiram Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. D. be pleased to state—

প্রশ্ন

- ১। অমরপুর ফটক সারগরের পূর্ব এবং দক্ষিণ পাড়গুলিতে আর্থ ফিলিং করার জন্য প্রায়-ছয় মাস আগে pallasiding করা হয়েছিল কি?

২) ইহা কি সত্য যে এখনও আৰ্ধ ফিলিং করা হয় নি, যদি সত্য হয় তার কারণ;

৩) Pallasiding এর Bally গুলি অগিকাংশ নষ্ট হয়েছে ইহা কি সত্য?

উত্তর

১) না, প্যালাসাইডিং এর কাজ প্রায় ৪ মাস আগে ৪/১২/৭৩ ইং তারিখে শেষ হয়েছিল।

২) হ্যাঁ, প্রথম দিকে মাটি ভরাটের কাজ পূর্ত বিভাগ নিজেরা করিবেন ঠিক ছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে ঐ বিভাগের ট্রাকগুলি অন্য জরুরী কাজে নিয়োজিত হওয়ায় ঐ কাজ টিকাদার মারফত করা হি়ব হয়। এট কাজ শীঘ্রই আরম্ভ করি় হইবে।

৩) না।

STARRED QUESTION NO. 737

By Sri Naresh Ch. Roy

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে, কৈলাশচর সাবডিভিশনের ছা-ময় টি. ডি. ব্লকের অধীন গয়নামা মৌজার গাংড়াছড়া ও গয়নামা মাঠে জলসেচের ব্যবস্থা জন্য সরকার ১৯৭৩-৭৪ সনে একটি সার্ভে করিয়াছেন;

২) যদি সত্য হইয়া থাকে তবে কখন হইতে সেচ কার্য আরম্ভ করা হইবে?

উত্তর

১) হ্যাঁ।

২) সার্ভে রিপোর্টটি বিশেষজ্ঞ পর্যায়ে পরীক্ষাধীন আছে। পরীক্ষান্তে প্রকল্প প্রস্তুত হওয়ার পর এবং আটা রূপায়ণ শেষ হইলে জলসেচ কার্য আরম্ভ হইবে।

STARRED QUESTION NO. 752

By Shri Amarendra Sarma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P.W.D. be pleased to State :—

প্রশ্ন

১) বর্ধনগর শহরের জল নিকাশের জন্য পর: প্রণালীর যথাযথ ব্যবস্থা না থাকায় বর্ধন শহরের বিভিন্ন স্থানে অল্প বৃষ্টিতেই জল জমে যাত্রীদের হর্ভোগের সৃষ্টি হয় বলে এই সংবাদ সরকার অবগত আছেন কি?

২) অবগত থাকিলে জল নিকাশের জন্য প্রত্ন কোন ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে কি?

উত্তর

- ১) হ্যাঁ, উপযুক্ত পয়ঃপ্রণালীর অভাবে জনসাধারণের অসুবিধা হয়।
- ২) হ্যাঁ।

STARRED QUESTION No. 753

By Shri Amarendra Sarma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. D. be pleased to state —

প্রশ্ন

- ১) ধর্মনগর শহরে পানীয় জল সরবরাহ করার জন্য এ পর্যন্ত কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হইয়াছে ?
- ২) হাসপাতাল (অন্তর্বিভাগ ও বহির্বিভাগ) ধর্মনগর বাজারের বিভিন্ন অংশ এবং বিজ্ঞান সড়কে পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়েছে কি ?

উত্তর

- ১) নয়া পাড়াতে একটি গভীর নলকূপ খনন করা হইয়াছে এবং ধর্মনগর শহরে জল সরবরাহের জন্য ১০,০০০ গ্যালন ক্ষমতা বিশিষ্ট মঞ্চস্থিত জলাধার নির্মাণ করা হইয়াছে। বর্তমানে বাস্তব পাশে সড়কসংস্কারের জন্য স্থাপিত “কল” হইতে (কাইড্রেট) নয়াপাড়া এলাকা, বাজার এলাকা, থানা এলাকা এবং অফিস টিলাতে জল সরবরাহ করা হইতেছে। আরও দুইটি গভীর নলকূপ খনন করা হইয়াছে এবং এইগুলি শীঘ্রই চালু করা হইবে। একটি ১,০০,০০০ গ্যালন ক্ষমতা বিশিষ্ট জলাধার তৈরী করা হইবে এবং ইহার নির্মাণ কাধ্য শেষ হইলে হাসপাতাল ও ডাক বাংলোসহ শহরের সর্বত্র জল সরবরাহ করা সম্ভব হইবে।
- ২) হ্যাঁ, বর্তমান স্কুল এবং হাসপাতালে নিজস্ব জল সরবরাহের ব্যবস্থা আছে। ১,০০,০০০ গ্যালন ক্ষমতা বিশিষ্ট জলাধার ও সরবরাহ লাইন নির্মাণের পর এই প্রতিষ্ঠানগুলি ধর্মনগর জল সরবরাহ প্রকল্পের সংগে সংযুক্ত করা হইবে। বাজার এলাকাতেও বাস্তব পাশের কল হইতে জল সরবরাহ করা হইতেছে।

STARRED QUESTION NO. 758

By Shri Naresh Ch. Roy

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Manpower Employment Department be pleased to state—

প্রশ্ন

- ১) ১৯৭৩-৭৪ইং মধ্যে Half a Million job (graduate দেয় ক্ষেত্রে ১০ টাকা ও H.S. passed দেয় ক্ষেত্রে ১০০ টাকা) এই Schemeএ ত্রিপুরার বর্তমান শিক্ষিত যেকারকে কাজ দেওয়া হইয়াছে এবং
- ২) তাকাদিগকে regular করা হইবে কি বা এ খাবত কারাকেও regular করা হইয়াছে কি ;

- ৩) যদি regular করা হয় বা হওয়া থাকে তবে কি কি নিয়মের ভিত্তিতে হইবে বা হইয়াছে?

উত্তর

- ১) ১৪৭০ জনকে কাজ দেওয়া হইয়াছে (তন্মধ্যে কার্যো যোগদান করিয়াছে ১৩৪৮ জন)
- ২) পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা রূপায়ণকালে বিভিন্ন বিভাগে যে সকল পদ সৃষ্ট হইবে সেই সকল পদে শিক্ষানবীশদের যোগ্যতা অনুসারে নিয়োগ করা হইবে। এমতাবস্থায় কাকারকও বেতলার করা হয় না।
- ৩) ট্রেনিং এ প্রেরিত ব্যক্তিদের ট্রেনিং কালীন কার্যাদি ও কৃষকশিক্ষণ বিচারপূর্বক তাহাদিগকে নতুন চাকরীতে নিয়োগ করা হইবে।

STARRED QUESTION NO. 765

By Shri Sudhanwa Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Local Self Government Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১. আগরতলায় মোট কয়টি বাজার ও প্রস্তাবিত বাজার আছে এবং তাদের নাম ;
২. প্রতি সকল বাজার উন্নয়নের জন্য কি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে?

উত্তর

- ১) আগরতলা মিউনিসিপ্যাল এলাকায় বর্তমানে মোট ৬টি বাজার আছে। নিম্নে তাদের নাম দেওয়া গেল। বর্তমানে আর কোন প্রস্তাবিত বাজার নাই।
- ক) মহারাজগঞ্জ বাজার খ) বটতলী বাজার গ) চুর্গা চৌমুহনী বাজার ঘ) ধলেশ্বর বাজার ঙ) লেইক চৌমুহনী বাজার চ) ইকাস কর্ণার
- ২) মহারাজগঞ্জ বাজার উন্নয়ন কর্মে আশ্রমে বিদ্যমান দোকান ঘরের জন্য পাকা দালান তৈরী হচ্ছে। ঐ স্থানে ৩৫টি কোঠার মধ্যে ১১টি কোঠার কাজ শেষ হয়েছে। ইহা ছাড়া ঐ বাজারের পাশে পাকা সজ্জা বাজার, লাকড়ী বাজার ও সেনিটারী পায়খানা ইত্যাদি আরম্ভ করা হবে। পি, ডব্লিউ, ডিপাটমেন্ট মারফত প্রস্তাবিত মপিং সেনিটারীর কাজ আরম্ভ হয়েছে। বর্তমানে মাটি ভরাটের কাজ চলছে। বটতলা বাজার উন্নয়ন কর্মে সেখানকার এঁদো পুকুর ভরাট করা হয়েছে। ঐখানে পাক্কো দোকান ঘরের কাজও বাজারে সেনিটারী পায়খানার কাজ শীঘ্রই হাতে নেওয়া হবে। ধলেশ্বর বাজারে দোকান ঘরের জন্য দোতলা দালান নির্মাণের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। লেইক চৌমুহনী বাজারের জন্য সেখানকার নীচু জমি, ডোবা, ইত্যাদি ভরাট করা হয়েছে ও পার্শ্ববর্তী জমি খাস করার প্রস্তাব আছে। ইকাস কর্ণার দোকান ঘরের জন্য একটি সেড তৈরীর কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।

STARRED QUESTION No. 769

By Shri Sudhanwa Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Animal Husbandry Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

- ১) পলিট্রি ডেভেলপমেন্ট স্কীমে ১৯৭৩-৭৪ এ যেটি কত টাকা আয় হয়েছে এবং কত টাকা ব্যয় হয়েছে তার হিসাব।
- ২) আয় থেকে ব্যয় বেশী চলে তার কারণ কি?

উত্তর

- ১) ১৯৭৩-৭৪ সনে বকেয়ায় পৰ্য্যাপ্ত মোট ৩৪.৯৭.৩২০ পঃ আয় হয়েছে ও ৩,৮৫.০১.০০ পঃ ব্যয় হয়েছে।
- ২) পলিট্রি ডেভেলপমেন্ট স্কীমে বাদিজাক ব্যবসাদারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে চালু করা হয় নাই। ইকার মূল উদ্দেশ্য হইল এ রাজ্যে জনসাধারণের মধ্যে মুরগী চাষের ব্যাপক প্রবর্তন ও সম্প্রসারণ। ইকার জন্য প্রয়োজন হয় উন্নত জাতের মুরগী, দল্ল পরচে মুরগীর সুবন্ধ খাওয়ার ব্যবস্থা এবং মুরগী পালন সম্বন্ধে জনসাধারণের প্রাথমিক জ্ঞান। এইগুলির ব্যবস্থার জন্ত নানা প্রকার পরীক্ষা নিরীক্ষার প্রয়োজন এবং এই পরীক্ষানিরীক্ষার জন্ত হয় প্রচুর খরচ। সেহে হেতু পলিট্রি ডেভেলপমেন্ট স্কীমে আয়ের থেকে ব্যয় বেশী হয়ে থাকে।

STARRED QUESTION NO. 822

By Shri Madhusudan Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

- ১) বড়দোয়ালী, অরুণজ্ঞাননগর, পুলিশ লাইন ও বাগারবাট এলাকায় water supply এর ব্যবস্থা করার বিষয় দেওয়ার সরকারের বিবেচনাধীন আছে কি ;
- ২) যদি থাকে, তবে কবে পর্য্যন্ত সেট কাজ আরম্ভ হইবে ; এবং
- ৩) ১৯৭২-৭৩ সালে আগরতলায় কোন কোন এলাকায় water supply এর ব্যবস্থা করা হইয়াছে ?

উত্তর

- ১) হ্যাঁ
- ২) ১৯৭৪-৭৫ সালে
- ৩) নিম্নলিখিত এলাকায় :—

১) অমিয় সাগর ২) ডিম সাগর ৩) লক্ষ্মীনারায়ণ বাড়ীর দিঘীর পুকপার

৪) সেন্ট্রাল ছেলের পুনৰ্জীৱিত (প্রাচ্যভাৰতী স্কুলের সন্নিৱিষ্ট ৫) কামাৰ পুকুৰ পাড় ৬) ৰামনগৰ পোষ্ট অফিসের পূৰ্বদিকে ৭) মাধ্য পাড়া ৮) কামনগৰ কালী বাড়ী লেইন ৯) জয়নগৰ ক্রস ৰোড নং ২ এবং ৪ ১০) আখাউড়া— ৰামনগৰ ক্রস ৰোড নং ২ ১১) ৰামনগৰ ৰোড নং ১ এবং ১১।

STARRED QUESTION NO. 823

By Shri Madhusudan Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

- ১) ডব্লু জল বিদ্যুৎ প্রকল্প কাৰ্য্য পৰ্য্যাপ্ত চাপু হইবে এবং কৃত ম্যাগাটিন বিদ্যুৎ পাইবে বলিয়া সরকার আশা কৰিতেছেন ; এবং
- ২) ডব্লু প্রকল্প চালু হওয়ার পর ত্রিপুরার বিদ্যুৎ চাহিদা কতটা পৰ্য্যাপ্ত cover কৰিবে ; এবং

উত্তৰ

- ১) বৰ্ত্তমানে ত্রিপুরায় বিদ্যুৎ চাহিদা কত মেগাটন ?
- ১ এবং ২) গৌৰী জল বিদ্যুৎ প্রকল্পটি ১৯৭৫ সনের মাঝামাঝি শেষ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। ইহার মোট উৎপাদন ক্ষমতা (ইনষ্টলড ক্যাপাসিটি) ১০ ম্যাগাওয়াট এবং আশা করা যায় যে মোট ৮-৬ মেগাওয়াট (পঞ্চাশ শতাংশ লোড ফেক্টোর) বিদ্যুৎ শক্তি পাওয়া যাইবে।
- ৩) বৰ্ত্তমানে বিদ্যুতের চাহিদা আনুমানিক ৪ ম্যাগাওয়াট।

STARRED QUESTION NO. 845

By Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Manpower & Employment Department be pleased to state—

প্রশ্ন

- ১) ত্রিপুরায় কেন্দ্রীয় সরকারের পরিচালিত যে সকল প্রতিষ্ঠান আছে তাতে লোক নিয়োগের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার কি রাজ্য সরকারের মতামত নিয়ে থাকেন ?
- ২) যদি নেন কি ভাবে ?
- ৩) এই ব্যাপারে ত্রিপুরা রাজ্যের জ্ঞাত কোটা নির্ধারিত আছে কি না ?

উত্তৰ

- ১) নী।
- ২) প্রশ্ন উঠে না।
- ৩) না।

STARRED QUESTION NO. 874

By Shri Ajit Ranjan Ghosh

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) গত বৎসর আমন ধান অধিক বৃষ্টির ফলে কত নষ্ট হয়েছে, তার মতকুমা ভিত্তিক হিসাব ?

উত্তর

১) গত বৎসর (১৯৭৩উঃ) অধিক বৃষ্টি পড়িত্ত হইয়া যে পরিমাণ আমন ধান নষ্ট হইয়াছে তার মতকুমা ভিত্তিক আনুমানিক হিসাব এতদ্বারা :—

| মতকুমার নাম | বিনষ্টকৃত আমন ধানের
আনুমানিক পরিমাণ
(মেট্রিক টনে) |
|-------------|---|
| মর্মানগর— | ১০,২৭৯ |
| বৈলাসতর— | ১,২৩৩ |
| কমলপুর— | ৪২৬ |
| খোয়াটি— | ৩,২৮৭ |
| সদর— | ৪,১১২ |
| সোনামুড়া— | ৩৭৭ |
| উদয়পুর— | ৫৮৭ |
| অমরপুর— | ৪১২ |
| বিলোনিয়া— | ১,৩৭২ |
| সাগর— | ১,৩২৯ |

PAPERS LAID ON THE TABLE

107

Annexure—"B"

UNSTARRED QUESTION NO. 191

By Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in Charge of the P.W. Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

- ১) ত্রিপুরায় ১৯৭৩ অক্টোবর মাসে মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ কত এবং তাহা প্রাইভেট কোম্পানি হোল্ডিং, কমার্শিয়াল এবং সরকারের হাতে কত পরিমাণ ব্যয় করেছে ?
- ২) ত্রিপুরার কোথায় কত ইউনিট ক্ষমতা সম্পন্ন বিদ্যুৎ উৎপাদন বস্ত্র আছে এবং তাহা হইতে কোথায় কত পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হচ্ছে ?

উত্তর

- ১) পরিমাণ ৬,৫৫,৯৮০ কিলোওয়াট আওয়ার, ব্যয় বৎসরকমে ৭,৭৭,০৬০ কিলোওয়াট আওয়ার, ৩,৬৬,১৩৭ কিলোওয়াট আওয়ার এবং ২,৭৮,২২৯ কিলোওয়াট আওয়ার (আলাম পাওয়ার লক)।

2) ନିମ୍ନ ପ୍ରାକ୍ତ ଚର୍ଚ୍ଚା :-

| ক্রমিক
নং | স্থানের নাম | বিভাগ টংপাদনের
ক্রমতা | ১৯৭০ইং অক্টোবর মাসে
টংপন্ন বিদ্যুৎ |
|--------------|-------------|--------------------------|---------------------------------------|
| | | কিলোওয়াট | কিলোওয়াট আওয়ার |
| ১। | শম্ভনগর | ১৩১ | ৮,৭৮০ |
| ২। | বৈল্যপাঠর | ১৫০ | ১,২০২ |
| ৩। | আমবাঁসা | ৮১ | ৩,৫৮৬ |
| ৪। | আগরতলা | ৩২৬৭ | ৪,০৮,৭৮৬ |
| ৫। | উদয়পুর | ৩৭৫ | ১,৯৭,১৬০ |
| ৬। | বগাইচা | ২৭৮ | ৭৫,৯২৮ |
| ৭। | খোয়াস | ৭৫ | ৫৭৪ |
| | | ৫১,০৫১ | মোট— ৬,৫৫,৯৮৩ |

UNSTARRED QUESTION NO. 447

By Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Labour Department be pleased to state :—

প্রজ্ঞা

- ১) উঠা কি সত্য যে ১৯৭৩ সালের পেমেট অব ওয়েল্ফেয়ার প্রাকৃতির অর্থ'টো' করে, এটি চা-বাগিচা ম্যানুফেকচারের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে ?
- ২) সত্য হলে তা কালে ওত পরিমাণ একটা। পান্ডনা আদায়ের দাবী করা হয়েছে ?
- ৩) চা-বাগিচা ও ম্যানুফেকচার সখের নাম এবং অভিযোগ সমূহের বিবরণ ?

ॐ नमः

- ১) চাঁদা গণনা
- ২) ১৯৭৫ সনে মোট ৮৭,৭৮৮.১৬ পয়সা বকেয়া পাওনা আদায়ের নবী করা উচিত।
- ৩) চাঁদা বাণিজ্যিক নাম যাহানুমেটন নাম অপ্রযোজ্য বিবরণ

| | | |
|----|----|----|
| ১। | ৪। | ১। |
| ৩। | ২। | ২। |
| ৪। | ৩। | ৩। |

| | | |
|------------------------|--|--|
| ৫। সোনামুখী চা বাগান | ঐ | ঐ |
| ৬। নোটিনছড়া চা বাগান | ঐ | শ্রমিকদের বকেয়া মজুরী
ও বোনাস আদায়ের
ব্যাপারে। |
| ৭। হালাইছড়া চা বাগান | ওমর হাজী শকুর
পাটিনার, হালাইছড়া
চা বাগান।
কলিকাতা—২৯ | খাদ্য ক্ষতিপূরণ ভাতা
আদায়ের ব্যাপারে। |
| ৮। হালাইছড়া চা বাগান | ঐ | শ্রমিকদের বোনাস
আদায়ের ব্যাপারে। |
| ৯। হালাইছড়া চা বাগান | ঐ | শ্রমিকদের বকেয়া মজুরী
আদায়ের ব্যাপারে। |
| ১০। দেবমল চা বাগান | ত্রিপুরা টি কোং লি:
কলিকাতা—২৯ | শ্রমিকদের বোনাস
আদায়ের ব্যাপারে। |
| ১১। তীরাছড়া চা বাগান | দি সিলকট টি কোং,
লিগিটেড,
কলিকাতা—১২ | শ্রমিকদের বকেয়া মজুরী
আদায়ের ব্যাপারে। |
| ১২। চাঁবাছড়া চা বাগান | ঐ | কর্মীদের বেতন আদায়ের
ব্যাপারে। |
| ১৩। পদ্মনগর চা বাগান | বিক্রমপুর টি কোং লি:
কলিকাতা—২৬ | শ্রমিকদের বোনাস
আদায়ের ব্যাপারে। |
| ১৪। চরিশনগর চা বাগান | ঐকিরীটবিক্রম কিশোর
দেববর্মা, উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ,
আগরতলা। | শ্রমিকদের বকেয়া মজুরী
আদায়ের ব্যাপারে। |

UNSTARRED QUESTION NO. 641

By Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Forest Department be pleased to state :—

QUESTION

1. Name of occupants in the Tulatali Forest Reserve area and land in possession of each of them and period of occupation of those lands.
2. Whether any Settlement officer was engaged to inquire into and determine unauthorised occupations in that area for inclusion the lands within the reserve forest area ;
3. If so, then the officer was engaged and what was his recommendations ?

ANSWER

Minister-in-charge of the forest Department—Shri K. C. Das.

1. Forest Department, Tripura is the occupant of the Tulatalibari Reserved Forest area of which is 29.292 Sq. K. M. (11.31 Sq. miles). It was originally proposed and notified U/S 4 of Indian Forest Act, 1927 to constitute Tulatalibari Reserved Forest with an area of 40.15 Sq. Km. (15.50 Sq. miles).

However, there are some unauthorised occupants in the said Reserved Forests whose particulars are given below :—

Name of unauthorised occupants. Land in possession Period of possession.

| | | | |
|-----|-------------------------|-------------|----------------|
| 1. | Shri Amir Huda | 2.14 Acres. | Prior to 1961. |
| 2. | „ Mendi Miah | 5.48 „ | „ |
| 3. | „ Abdul Hakim | 4.72 „ | „ |
| 4. | „ Joykrishna Paul | 3.09 „ | „ |
| 5. | „ Sunatan Paul | 1.28 „ | „ |
| 6. | „ Barendra Kishore Nath | 2.25 „ | „ |
| | „ Jatindra Mohan Nath | | |
| 7. | „ Chandramani Noatia | 0.35 „ | „ |
| 8. | „ Chhabhi Kr. Noatia | 0.22 „ | „ |
| 9. | „ Satya Kr. Tripura | 1.38 „ | „ |
| 10. | „ Kumari Tripura | 3.18 „ | „ |
| 11. | „ Budhai Kr. Tripura | 0.47 „ | „ |
| 12. | „ Deb Kumar Tripura | | |
| 13. | „ Naba Kr. Noatia | 0.82 „ | „ |
| 14. | „ Katarai Noatia | | |
| 15. | „ Srekumar Noatia | | |
| 16. | „ Balaram Noatia | 1.93 „ | „ |
| 17. | „ Krishnamani Noatia | | |
| 18. | „ Bashi Chandsa Noatia | | |
| 19. | „ Bashisingh Noatia | | |
| 20. | „ Khalssingh Noatia | 1.48 „ | „ |
| 21. | „ Gandhisingh Noatia | | |
| 22. | „ Hatakumar Noatia | | |
| 23. | „ Halkumar Chowdhury | | |
| 24. | „ Aswini Kr. Noatia | | |
| 25. | „ Balaram Noatia | | |
| 26. | „ Karanashingh Noatia | 1.48 „ | „ |
| 27. | „ Indra Kr. Noatia | | |
| 28. | „ Judhbubari Noatia | | |
| 29. | „ Judhbasing Noatia | | |
| 30. | „ Bal Chandra Noatia | | |
| 31. | „ Budha Kr. Noatia | | |
| 32. | „ Padhmabashi Noatia | | |

| | | |
|----------------------------|------------|---------|
| 33. Shri Ramesh Majumder | 1 Kani | 1968. |
| 34. „ Dinanath Majumder | „ | „ |
| 35. „ Badal Majumder | „ | „ |
| 36. „ Binode Behari Sarkar | „ | „ |
| 37. „ Debendra Biswas | „ | „ |
| 38. „ Haripada Kar | „ | „ |
| 39. „ Monoranjan Kar | „ | „ |
| 40. „ Haran Biswas | „ | „ |
| 41. „ Gopal Kar | „ | „ |
| 42. „ Sachindra Ch. Deb | „ | „ |
| 43. „ Makhan Malakar | „ | „ |
| 44. „ Nibaran Ch. Dey | „ | „ |
| 45. „ Nepal Deb Nath | „ | „ |
| 46. „ Anil Ch. Datta | } (6 Kani) | 1973-74 |
| 47. „ Kala Mia | | |
| 48. „ Indra Mohan Dey | | |
| 49. „ Haripada Kar | | |

The land under unauthorised occupations as aforesaid are surrounded by the natural forests, plantations and lands allotted to the forest villagers. The occupants of the land concerned had no right or title over the said land nor they occupied the said land through any grant or succession. Therefore, having due regard to the provisions of the relevant sections of chapter II of the Indian Forest Act, 1927.

The Forest Settlement Officer could not recommend exclusion of the said unauthorised occupied lands from the limits of the said Reserved Forest.

Besides, the particulars of the land allotted to the forest villagers by the Forest Department are given below. The legal status of such land is reserved forest. The quantum of land under possession of each of the forest villagers as per Settlement records is as follows :—

| Sl. No. | Name of Forest villagers. | Land in Possession. | Period of Possession. |
|---------|---------------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Shri Barna Kr. Noatia | 1.66 acres. | Prior to 1961 |
| 2. | „ Durgaram Noatia | 0.29 „ | „ |
| 3. | „ Barnasingh Noatia | 0.82 „ | „ |
| 4. | „ Banamali Noatia | 1.43 „ | „ |
| 5. | „ Aswini Noatia | 0.69 „ | „ |
| 6. | „ Barna Hari Noatia | 2.24 „ | „ |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|--|------------|---------------|
| 7. | Shri Dewan Ch. Noatia | 1.13 acres | Prior to 1961 |
| 8. | „ Chanmani Noatia | 0.56 „ | „ |
| 9. | „ Nim Kumar Noatia | 1.29 „ | „ |
| 10. | „ Guran Ch. Noatia | 1.85 „ | „ |
| 11. | „ Parbusingh Noatia | 0.82 „ | „ |
| 12. | „ Ashi Kumar Noatia | 0.88 „ | „ |
| 13. | „ Sashi Kr. Noatia | 1.73 „ | „ |
| 14. | „ Bindu Kr. Noatia | 0.98 „ | „ |
| 15. | „ Subal Noatia | 2.37 „ | „ |
| 16. | „ Aswini Kr. Noatia
S/o. Joy Mohan Noatia | 1.46 „ | „ |
| 17. | „ Anna Hari Noatia | 1.75 „ | „ |
| 18. | „ Aswini Kr. Noatia
S/o. Joy Kr. Noatia | 0.78 „ | „ |
| 19. | „ Mohini Noatia
S/o. Lakshamani Noatia | 0.12 „ | „ |
| 20. | „ Jyostha Mohan Noatia | 1.78 „ | „ |
| 21. | „ Brindaram Noatia | 0.26 „ | „ |
| 22. | „ Chaitra Kr. Noatia | 1.43 „ | „ |
| 23. | „ Karna Kr. Noatia | 0.76 „ | „ |
| 24. | „ Mohini Noatia
S/o. Singh Kr. Noatia | 0.87 „ | „ |
| 25. | „ Fullmal Noatia | 0.33 „ | „ |
| 26. | „ Hana Kr. Noatia | 0.54 „ | „ |
| 27. | „ Mukalia Noatia | 0.06 „ | „ |

2. Forest Settlement Officer was appointed to inquire into and determine the existence, nature and extent of rights alleged to exist in favour of any person in or over any land fallen within the notified boundary U/S 4 of I. F. Act, 1927 of the aforesaid Tulatalibari P. R. F. and also to perform other duties as envisaged in the chapter II of the Indian Forest Act, 1927.

3. Forest Settlement Officer was appointed on 7.2.61. After due enquiry the F. S. O. submitted his report on 28.11.1969 recommending constitution of Tulatalibari R. F. comprising an area of 29.292 Sq. K. m. (11.31 Sq. miles) though it was proposed and notified U/S 4 of I. F. Act, 1927 for constitution of the said Reserve Forests with an area of 40.15 Sq. K. M. (15.50 Sq. miles)

The Forest Settlement Officer also recommended for release of the following lands from Tulatalibari P. R. F. and accordingly all such lands were excluded from the limits of the said R. F.

| | |
|---|----------------|
| 1. Settled land. | 1514.23 acres. |
| 2. Departmental land other than Forest Department. | 11.77 „ |
| 3. Common rights including Devustan, Hat etc, | 32.81 „ |
| 4. Unauthorised occupation surrounded by settled land proposed for release. | 364.24 .. |
| 5. Un occupied Govt. land surrounded by settled land proposed for release. | 172.75 „ |

2095.80 acres.

or

8.47 Sq. K.M.

or

3.27 Sq. miles.

The Tulatalibari R. F. was finally constituted on 23.5.70 after exclusion of the area recommended by the Forest Settlement Officer as aforesaid,

UNSTARRED QUESTION NO. 247

By Shri Subal C'h. Biswas

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P.W.D. be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। কৈলাশধর ফটিকবায় (ভানুহাওর) রাস্তাটিকে মটর চলাচলের উপযোগী করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

২। থাকলে কতদিনের মধ্যে উক্ত রাস্তায় মটর চলতে পারবে ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। আশা করা যাচ্ছে যে ১৯৭৪ সালের মাঝামাঝি সময়ে রাস্তাটি ছোট গাড়ী চলায় উপযুক্ত হইবে।

UNSTARRED QUESTION NO. 283

By Shri Baju Ban Ruyan

Will the Hon'ble Minister-in charge of the Agriculture Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ১৯৭২ এর ১৯৭৩ এর অক্টোবর পর্যন্ত সরকার কোন রকম জলসেচের জন্য মোট কতটি পম্পিং সেট দিয়েছেন এবং তার জন্য প্রতি রকে মোট কত টাকা খরচ হয়েছে ;

২। পাম্পিং সেট ক্রয়ের জন্য একজন কৃষক কি হারে সাবসিডি পেয়ে থাকেন ;

৩) প্রতি ব্লকে এখন কতটি পাম্পিং সেট অচল আছে, তার হিসাব ?

উত্তর

১) ১৯৭২-৭৩ সন ৫ইতে ১৯৭৩ ইং সনের অক্টোবর পর্যন্ত দেওয়া পাম্পসেটের সংখ্যা এবং কৃষকদের প্রকৃত ভর্তুকি ও সরকারী পাম্প চালানো ইত্যাদি সম্যক খরচের মোট পরিমাণ নিম্নে দেওয়া হইল :—

| কৃষকের নাম | পাম্পসেটের সংখ্যা | ভর্তুকি ইত্যাদি খরচের মোট পরিমাণ |
|-----------------|-------------------|----------------------------------|
| ১) পানিসাগর | ৩০ | টাকা, ৫৪,৫৫৫.০০ |
| ২) কাকনপুর | ৩২ | ,, ৪০,৬৪০.০০ |
| ৩) কুমারখাট | ৫০ | ,, ৫২,৯৮২.০০ |
| ৪) ছামছু | ৩৫ | ,, ১২,৫০০.০০ |
| ৫) সেলেমা | ৪৬ | ,, ৬৩,০৭২.০০ |
| ৬) গোয়াই | ৩৪ | ,, ১২,৪০৪.০০ |
| ৭) তেলিয়াবুড়া | ৭৫ | ,, ১,০৩,৭৬৭.০০ |
| ৮) জিরানীয়া | ১০৫ | ,, ১,৫৬,৪২৩.০০ |
| ৯) মোক্তনপুর | ৩৫ | ,, ২৯,০৮৪.০০ |
| ১০) বিশালগড় | ৭৩ | ,, ১,৯১,৮৭২.০০ |
| ১১) মেলাঘর | ৮৮ | ,, ৭২,৮৯৮.০০ |
| ১২) উদয়পুর | ৫৪ | ,, ৬৮,৮২০.০০ |
| ১৩) রাজনগর | ৩০ | ,, ৩৫,০০০.০০ |
| ১৪) বগাফা | ৪৫ | ,, ৬২,৫৯৩.০০ |
| ১৫) সাতটান | ৩০ | ,, ৩৪,৯৩২.০০ |
| ১৬) ভূপূরনগর | ১৭ | ,, ২৪,৬১০.০০ |
| ১৭) অমরপুর | ৩০ | ,, ৩৪,৮১২.০০ |
| মোট :— | ৮১১ | ১০,৬৭,০৪০.০০ |

২) প্রতি পাম্পিংসেট ক্রয়ের জন্য নিম্নহারে কৃষকদের ভর্তুকি (সাবসিডি) দেওয়া হয় :—

ক) ৩ অবশক্তি :— ক্রয়মূল্যের ৫০ শতাংশ অথবা ১৬০০ টাকা যাহা কম হইবে।

খ) ৪ ,, :— ক্রয়মূল্যের ৫০ শতাংশ অথবা ১৭০০ টাকা যাহা কম হইবে।

গ) ৫ ,, :— ক্রয়মূল্যের ৫০ শতাংশ অথবা ১৭৫০ টাকা যাহা কম হইবে।

৩) ব্লকগুলির সর্বমোট পাম্পসেটের মধ্যে বর্তমানে অচল পাম্পসেটের হিসাব নিয়ে দেওয়া তালিকা :-

| ব্লকের নাম | অচল পাম্পসেটের সংখ্যা |
|------------------|-----------------------|
| ১) পানিসাগর— | ৪২ |
| ২) কাপনপুর— | ১৪ |
| ৩) কুমারঘাট— | ৫ |
| ৪) ঝামু— | ৪ |
| ৫) সেলিয়া— | ২ |
| ৬) খোয়াট— | ১ |
| ৭) তেলিয়াসুড়া— | ১ |
| ৮) জিরাণীয়া— | — |
| ৯) মোহনপুর— | ৬ |
| ১০) বিশালগড়— | ২৩ |
| ১১) মেলাঘর— | ১৩ |
| ১২) উদয়পুর— | ২৫ |
| ১৩) রাজনগর— | ১৮ |
| ১৪) বগাফা— | ১৫ |
| ১৫) সাতচাঁদ— | ২১ |
| ১৬) ডব্বুরনগর— | — |
| ১৭) অমরপুর— | ৪ |

মোট— ২০১ টাকা

UNSTARRED QUESTION NO. 772.

By Shri Sudhanwa Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Forest Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

- ১) ১৯৭২—৭৩ সালে Timber, কাষার উড, বাঁশ, পারমিটে ছন এবং কুমিড়া পাতা থেকে কত রাজস্ব আদায় হয়েছে তার দক্ষিণ ওয়ারী হিসেব?
- ২) এই রাজস্ব ১৯৭১—৭২ থেকে কম হলে তার কারণ?

উত্তর

- ১) ১৯৭১—৭২ এবং ১৯৭১—৭৩ সালে নিম্ন লিখিত বনজ বস্তু হইতে নিম্ন লিখিত পরিমাণ রাজস্ব আদায় হইয়াছে :—

| ক্রমিক
নং | বনজবস্তুর নাম | আদায়ীকৃত | | রাজস্বের পরিমাণ | |
|--------------|---------------|-------------|--------------|-----------------|--------------|
| | | ১৯৭১—৭২ সনে | | ১৯৭২—৭৩ সনে | |
| ১) | টিষার | টাকা | ২২,০৫,১৩৪.২৫ | টাকা | ১২,৫৪,২৪১.৩৫ |
| ২) | কাষার উড্ | „ | ৪,৩৮,৫৩৬.৫২ | „ | ৩,১৩,৯১৬.৭২ |
| ৩) | বাঁশ | „ | ১১,২৪,২৩২.৭৫ | „ | ৪,৬৬,৩৮২.০০ |
| ৪) | ছন | „ | ৪,৩২,৪১৬.৮৩ | „ | ১,৩৭,৫৭১.৫৬ |
| ৫) | কুমিড়া পাতা | „ | ৫৬,৭৬২.১৮ | „ | ২৫,১১২.৬৩ |

টাকা ৪২,৬৪,৭৮৩.৩০ টাকা ২২,৬৭,২৬১.২৬

এতদ্বাৰ্ত্তে, ১৯৭১-৭২ ও ১৯৭২-৭৩ সালে নিম্নলিখিত খাতে নিম্নলিখিত পরিমাণ রাজস্ব

জমা হইয়াছে :—

| ক্রমিক
নং | কোন খাতে জমা
হইয়াছে | ১৯৭১-৭২ সালে
টাকা | ১৯৭২-৭৩
টাকা |
|--------------|-----------------------------|----------------------|------------------|
| ১) | অগাধ বনজবস্তু | ১,৩১,৪২৫.৭৫ | ৮২,৩৬৫.৮৮ |
| ২) | জরিমানা ও বাজেয়াপ্ত
করণ | ৫৫,০৩০.৭৩ | ৪০,৬৩২.২৩ |
| ৩) | অগাধ | ১,১৪,১৭০.২১ | ৭০,৬৮৮.৪৬ |
| ৪) | ভাতী | ২,১২৪.০৫ | ১০,৭২৭.৫৪ |
| | | টাকা ৩,০৩,৬৫০.৭৪ | টাকা ২,১১,৪১১.১১ |

- ২) ১৯৭১-৭২ সালের জুলাই ১৯৭২-৭৩ সালে রাজস্ব কম আদায় হওয়ার কারণ তল
মে এই বৎসর (১৯৭১-৭২) তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমানে বাংলাদেশ) হতে
প্রচুর পরিমাণে শরণার্থীর আগমনে ভাড়াদেব আশ্রয়ের জন্য বড় অঙ্কায় শিবির
স্থাপন করিতে হইয়াছিল ও ভাড়াদেব দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় জালানী কাঠ এবং
অগাধ বনজবস্তু ও স্বাভাবিক সময়ের জুলাই অতিরিক্ত প্রয়োজন হইয়াছিল।
ভাড়া ১৯৭১-৭২ সালে ভারতীয় সেনাবাহিনীর একটি Army corps এখানে
থাকতে ভাড়াদেব নিত্য প্রয়োজনীয় জালানী কাঠ, বাসা নির্মানের জন্য ছন, দাল,
খুটি এবং সামগ্রিক প্রয়োজনে প্রচুর কাঠ বিক্রয় করিয়া রাজস্ব পাওয়া গিয়াছিল।

উপরোক্ত কারণে এই বৎসর প্রচুর পরিমাণে বনজবস্তু আহরণিত হয় এবং তৎকালীন অস্থি-
রিত মন্ত্রণালয় ও আদায় হয়। সেই জন্যই এই বৎসর অগাধ বৎসরের জুলাই বেশী রাজস্ব
আদায় হইয়াছে।

UNSTARRED QUESTION NO. 781

By Shri Bhadramani Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Forest Department
be pleased to state :—

প্রশ্ন

- ১) কোন রিজার্ভ ফরেস্ট থেকে ১৯৭১-৭২ সালে কত রাজস্ব আদায় হয়েছে—তার
বিসেষ ?

- ২) এত আয় ১৯৭১-৭২ এর জুলাই কম হয়ে থাকলে তার কারণ ?

উত্তর

- ১) ১৯৭১-৭২ এবং ১৯৭২-৭৩ সালে নিম্নলিখিত সংরক্ষিত বন হতে নিম্নলিখিত
পরিমাণ রাজস্ব আদায় হইয়াছে।

| ক্রমিক
নং | সংরক্ষিত বনের নাম | আদায়কৃত রাজস্বের পরিমাণ
১৯৭১-৭২ সালে
টাকা | ১৯৭২-৭৩ সালে
টাকা |
|--------------|-------------------|--|----------------------|
| ১) | উনকোটি | ১৩,১১২.২৫ | ১২,২৮৬.৮৪ |
| ২) | ময়কলাই | ৬,২৫২.১৭ | ২,৬৪৩.৪২ |
| ৩) | উনকোটি একটেনশন | ২৬,৬৭০.২১ | ২,৭৮৮.১২ |
| ৪) | দেও | ৮১,২৩৭.১২ | ৪১,১২৩.৪৫ |
| ৫) | কুড়ি | ৪,১৫২.৫৫ | ৪,৫০২.৯৮ |

| ১ | ২ | ৩ | ৪ |
|-----|---------------------|----------------|----------------|
| ৬) | চৌরাইবাড়ী | টাকা ৪১,৯৫৩.১৫ | টাকা ১৭,৫৫৩.২৫ |
| ৭) | সেনট্রাল ক্যাচমেন্ট | ,, ৩৮,৩২২.৬৬ | ,, ১৫,৫৫৮.০৩ |
| ৮) | দামহড়া | ,, ২,১০০.৪২৬ | ,, ৮,০০৫.৯৭ |
| ৯) | উজান মাছঘাটা | ,, ১৪,৫০৫.০৩ | ,, ১০,৩১১.১৯ |
| ১০) | মহু চৈলেন্টা | ,, ১৯,৬৯৪.৩২ | ,, ১৩,২০৮.০৩ |
| ১১) | আঠারঘরা কালারকা | ,, ৮৪,৩২৭.৭৪ | ,, ৪১,২৪২.৭৮ |
| ১২) | চাকমা বাট | ,, ২৩,৫৯৫.৭৮ | ,, ৫৪,০০৩.০৩ |
| ১৩) | বামচন্দ্রবাট | ,, ৭৮,৮০.০৫ | ,, ১২,১১৬.২৮ |
| ১৪) | রাধাকিশোরপুর | ,, ১,০১,১০০.১০ | ,, ১৭,৫৭২.০৫ |
| ১৫) | কাচিগাও | ,, ১,১০০.০০ | ,, ৭৭২.০০ |
| ১৬) | ফুলাই | ,, ২৩,৩৫০.৪৫ | ,, ২৫,৫৭৫.৬৬ |
| ১৭) | সালেয়া | ,, ৩৪,০৬২.৪৩ | ,, ৬,৩২৩.৫১ |
| ১৮) | ফুলাই একটেনশন | ,, ২৩,৬৯৯.৭৮ | ,, ১৫,৭১১.৪১ |
| ১৯) | খোয়াই ক্যাচমেন্ট | ,, ৮,৩২৫.৪০ | ,, ১১,৯৭৪.৩৮ |
| ২০) | চান্দামুড়া | ,, ৪,৭৬১.০০ | ,, ১,৭৭১.০০ |
| ২১) | তুলাকোনা | ,, ৩,১৭১.১৩ | ,, ৩,৯১৫.৮৭ |
| ২২) | তুলাতলিবাড়ী | — | — |
| ২৩) | চড়িলাম | ,, ১,৬৬,০৭৪.২৯ | ,, ১,৮৩,৩৯৯.১৫ |
| ২৪) | উল টাহড়া | ,, — | — |
| ২৫) | হাতীপাড়া | ,, — | ,, — |
| ২৬) | বড়ঘরা দেওতামুড়া | ,, ২,৯১,৪৪১.৭০ | ,, ১,৭৭,১৭৩.৮১ |
| ২৭) | মহরীপুর | ,, ৮,১১০.২৭ | ,, ৬,০২৬.৩৩ |
| ২৮) | টেক্কাভুলসী | ,, ৫৪,৫২৫.৫২ | ,, ৩৯,৬০১.৬৩ |
| ২৯) | বেতাগা লুখুয়া | ,, ৮,৩৫৬.৭৮ | ,, ৬,১৯৮.৪৮ |
| ৩০) | পাখালিয়া ফুয়েল | — | — |

টাকা ১০,৫২,৪৫১.৫৭ টাকা ৭,৫২,৬৬৭.৪৫

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত প্রস্তাবিত সংরক্ষিত বন হইতে নিম্নলিখিত পরিমাণ রাজস্ব আদায় হইয়াছে।

| ক্রমিক
নং | প্রস্তাবিত সংরক্ষিত
বনের নাম | আদায়কৃত রাজস্বের পরিমাণ
১৯৭১—৭২ সালে | ১৯৭২—৭৩ সালে |
|--------------|---------------------------------|--|----------------|
| ১) | আইপাড়া | টাকা ৭১,০৮.৪৪ | টাকা ১১,৫৬৩.৬০ |
| ২) | বাংরাই | ,, ৫০,৭১০.৩২ | ,, ৩৩,৩৭১.২৪ |
| ৩) | তলিমামুড়া | ,, ১,২১,৩০১.৫১ | ,, ৫০,২০.৮৭ |
| ৪) | হরিশনগর | ,, ২২,৪৫৫.২৯ | ,, ১৬,০৪৬.৬৯ |

| ১ | ২ | ৩ | ৪ |
|-----|----------------|-------------------|-------------------|
| ৫) | পাখালিয়া | টাকা ১৪,৬৩০.৪০ | টাকা ১১,৮৩৮.৫৪ |
| ৬) | করচাখলা | ,, ৬৪,৯৪৮.৪৬ | ,, ৫১,২৩৪.৫২ |
| ৭) | সাউথ সোনামুড়া | ,, ১,২২,৩৯৬.৯৮ | ,, ১,০২,৪৬৯.১০ |
| ৮) | নর্থ সোনামুড়া | ,, ১,৩৩,০৭১.২৭ | ,, ১,৩৫,৩৭৪.০৭ |
| ৯) | চন্দ্রপুর | ,, ৬,২৩,১৫৬.৪৭ | ,, ৫,৭০,৮৪৪.১৫ |
| ১০) | গজি | ,, ৩,৯১,৩৮৮.৩৩ | ,, ২,২৯,৭৫৬.১১ |
| ১১) | কালা গাঙ্গরাই | ,, ৪১,৬৫৯.৯৮ | ,, ২৮,২০৭.৫২ |
| ১২) | কাসারী | ,, ২৯,০৫৮.৫২ | ,, ২২,০৩৯.১৩ |
| ১৩) | তুকা | ,, ২৫,৬১৯.৮১ | ,, ১৯,১১২.০৭ |
| ১৪) | জগন্নাথ দিবা | ,, ২৪,৫৬১.৭২ | ,, ১৮,২৫১.১৬ |
| ১৫) | কালা পানিয়া | ,, ৭৩১২.৭৪ | ,, ৫,৫০৯.৮০ |
| | | টাকা ১৭,৪৯,৩২৬.৩১ | টাকা ১৩,১৪,৫৮৭.৫৭ |

ইহা ছাড়া বাক্তি বন হইতে ১৯৭১-৭২ সালে মোট ১৪,৯৪,৪৩০.১৭ টাকা এবং ১৯৭২-৭৩ সনে মোট ৯,৯০,১৬১.১২ টাকা রাজস্ব আদায় হইয়াছে।

তাহা ছাড়া ১৯৭১-৭২ সনে অন্যান্য খাতে মোট ১,৭২,২০৬.৯৯ টাকা এবং ১৯৭২-৭৩ সনে মোট ১,২২,১০৫.২৩ টাকা রাজস্ব হিসাবে জমা হইয়াছে।

২) ১৯৭১-৭২ সালের তুলনায় ১৯৭২-৭৩ সালে রাজস্ব কম আদায় হওয়ায় কারণ হইল যে ঐ বৎসর ১৯৭১-৭২) তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমানে বাংলাদেশ) হইতে প্রচুর পরিমাণে শরণার্থীর আগমনে তাহাদের আশ্রয়ের জন্য বহু অস্থায়ী শিবির স্থাপন করিতে হইয়াছিল ও তাহাদের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় জ্বালানীকাঠ এবং অন্যান্য বনজবস্তুত ও স্বাভাবিক সময়ের তুলনায় অতিরিক্ত প্রয়োজন হইয়াছিল। তাহা ছাড়া ১৮৭১-৭২ সালে ভারতীয় সেনাবাহিনীর একটি Army corps এখানে থাকতে তাহাদের নিত্য প্রয়োজনীয় জ্বালানী কাঠ বাসা নির্মাণের জন্য ছন বাশ, খুটি এবং সাময়িক প্রয়োজনে প্রচুর কাঠ বিক্রয় করিয়া রাজস্ব পাওয়া গিয়াছে।

উপরোক্ত কারণে ঐ বৎসর প্রচুর পরিমাণে বনজবস্তু আহরণিত হয় এবং তৎকালীন অতিরিক্ত মাণ্ডল ও আদায় হয়। সেইজন্যই ঐ বৎসর অন্যান্য বৎসরের তুলনায় বেশী রাজস্ব আদায় হইয়াছে।

UNSTARRED QUESTION NO. 825

By Shri Madhusudan Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Local Self Government Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

- ১) সম্মতি আগরতলা পৌর এলাকা Extension করার পর কোন্ কোন্ গ্রাম পৌর এলাকার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে ?
- ২) যে সব গ্রাম পৌর এলাকার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে সেই সব গ্রামের অধিবাসীদের উপর কোন কর ধার্য হইয়াছে কি ?

- ৩) অদূর ভবিষ্যতে আর কোন গ্রাম মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্ভুক্ত হইবে কি? যদি হয় তার সেই গ্রামগুলির নাম কি?

উত্তর

- ১) জয়পুর ২) পশ্চিম জয়নগর ৩) রামমুল্লারপুর ৪) কালিকাপুর ৫) বজ্রিত নগর ৬) টাউন প্রতাপগড় ৭) পশ্চিম প্রতাপগড় ৮) টাউন বড়দোয়ালী ৯) বড়দোয়ালী ১০) ভট্ট পুকুর ১১) বাধার ঘাট ১২) রামঠাকুর পাড়া ১৩) সূর্যাপাড়া ১৪) অরুণকৃষ্ণনগর ১৫) ধলেশ্বর মুতন পল্লী ১৬) টাউন ইন্দ্রনগর ১৭) চন্দ্রপুর ১৮) ধলেশ্বর ১৯) ভাটি অভয়নগর ২০) রাধানগর ২১) কুজবন ২২) উজ্জান অভয়নগর ২৩) জগতপুর ২৪) ইন্দ্রনগর ২৫) কুমারী টিলা ২৬) ১৯নং টিলা
- ২) ১৯৭৪ ইং সনের ১লা এপ্রিল হইতে কর ধার্য্য হইবে।
- ৩) না এই প্রশ্ন উঠেনা।

UNSTARRED QUESTION NO. 834

By Shri Gunapada Jamatia

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

- ১) বর্তমান বৎসরে বিশালপুর ব্লক অন্তর্গত টাকারুজলা ঘনিয়াঘাটা, জম্পুইজলা সাংকাংমা গাঁওসভা এলাকায় কৃষি উন্নয়নের জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন?

উত্তর

- (১) কৃষি উন্নয়নের জন্য গাঁও সভাগুলিতে যে সব ব্যবস্থা বর্তমান বৎসরে গ্রহণ করা হইয়াছে তাহা নিম্নরূপ :—

জম্পুইজলা

সাংকাংমা

- (ক) বরো ও আগুয়ান আউশ চাষের জন্য ১৫টি অস্থায়ী বাধ তৈরী করা হইয়াছে ;
- (খ) একটি ১৫ অশ্ব শক্তির ও একটি ৫ অশ্ব শক্তির সরকারী পাম্প-সেট বসানো হইয়াছে ;
- (গ) একটি ৫ অশ্ব শক্তির পাম্পসেট সরকারী ভতু'কীতে বিক্রয় করা হইয়াছে ; এবং আরও ১০টি ৫ অশ্ব শক্তির পাম্পসেট ভতু'কী দিয়া বিক্রয়ের ব্যবস্থা হইতেছে ;
- (ঘ) উপজাতি কৃষকদের ১৮ শত কে: জি: জুয় ধানের বীজ বিনা মূল্যে বিতরণ করা হইয়াছে এবং আরোও প্রায় ৫০০ কে: জি: জুয় ধানের বীজ বিনামূল্যে বিতরণের ব্যবস্থা হইয়াছে।
- (ঙ) ৮৮৪ জন ব্যক্তিকে মোট ৩৮,০৫৭ টাকা কৃষিদানন হিসাবে দেওয়া হইয়াছে ;

(চ) সরকারী ভর্তুকীতে প্রায় ২.৫ মেট্রিকটন কৃষি উৎপাদন সহায়ক দ্রব্যাদি কৃষকদের মধ্যে বিক্রয় করা হইয়াছে এবং আরোও বিক্রয়ের জন্ত মজুত আছে।

(ছ) উন্নত প্রথায় আলু চাষের জন্ত একটি প্রদর্শনী ক্ষেত্রের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

(জ) ধানী জমি পুনরুদ্ধারের জন্ত টেট রিলিফের মাধ্যমে ব্যবস্থা করা হইতেছে :—

(ঝ) সরকারী ভর্তুকীতে কৃষি যন্ত্রপাতি বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা ইয়াছে।

টাকারজলা ও
খনিয়ামারায়

}:—

—: (ক) বরো ও আগুয়ান আউশ ধান চাষের জন্ত ৮টি অস্থায়ী বাঁধ তৈরী করা হইয়াছে।

(খ) জলসেচের জন্ত একটি ৫ অশ্বশক্তির সরকারী পাম্পসেট বসানো হইয়াছে এবং একটি ১৫ অশ্ব শক্তির পাম্পসেট বসানোর কাজ চলিতেছে।

(গ) উপজাতি এলাকায় ৭টি প্রদর্শনী ক্ষেত্রে উন্নত প্রথায় বরো ধানের চাষ এবং উন্নত প্রথায় আলু চাষের ২টি প্রদর্শনী ক্ষেত্রের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

(ঘ) উপজাতি কৃষকদের বিনামূল্যে ২ হাজার ৮ শত কে: জি: জুমধানের বীজ বিতরণ করা হইয়াছে এবং আরোও ৫ শত ৬০ কে: জি: জুম ধানের বীজ বিতরণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

(ঙ) ৩২০ জন ব্যক্তিকে মোট ১৪ হাজার ৮ শত টাকা কৃষিদান দেওয়া হইয়াছে।

(চ) সরকারী ভর্তুকীতে প্রায় ৩ দশমিক ৮ টন কৃষি উৎপাদন সহায়ক দ্রব্যাদি কৃষকদের মধ্যে বিক্রয় করা হইয়াছে এবং আরোও বিক্রয়ের জন্ত মজুত আছে।

(ছ) টেট রিলিফের মাধ্যমে ধানী জমি পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থা করা হইতেছে।

(জ) সরকারী ভর্তুকীতে কৃষি যন্ত্রপাতি বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

UNSTARRED QUESTION NO. 873

By Shri Ajit Ranjan Ghosh

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। বর্তমান বৎসরে ত্রিপুরায় কত একর জমিতে বোরো ধানের চাষ হয়েছে তাহার মহকুমার ভিত্তিক হিসাব।

২। কত একর জমিতে উচ্চ ফলনশীল ও সাধারণ বুরো ধানের চাষ হয়েছে (পৃথক পৃথক হিসাব) ?

উত্তর

১। বৰ্তমান বছরে ১৯৭৩-৭৪ ইং সালে যে পরিমাণ জমিতে বুরো ধানের চাষ হয়েছে তার মহকুমা ভিত্তিক আনুমানিক হিসাব নিম্নরূপ :—

| মহকুমার নাম | বুরো ধানের জমির পরিমাণ | |
|-------------|------------------------|---------|
| | একরে | হেক্টরে |
| ধৰ্মনগর | ২,৪৭০ | ১,০০০ |
| কৈলাশহর | ৬,১২৫ | ২,৪৭৯ |
| কমলপুর | ১,৫২৫ | ৬১৭ |
| খোয়াই | ৭,১৭০ | ২,৯০০ |
| সদর | ২০,৮১৬ | ৮,৪২৪ |
| সোনামুড়া | ১০,৭০০ | ৪,৩০০ |
| উদয়পুর | ১৫,০৮৪ | ৬,১০৪ |
| অমরপুর | ৪,৮৭০ | ১,৯৭০ |
| বিলোনীয়া | ৮,৫০১ | ৩,৪৩০ |
| সারকুম | ৩,৫০০ | ১,৪১৬ |
| সৰ্বমোট— | ৮০,৭৬৫ | ৩২,৬৮৩ |

২। ১৯৭৩-৭৪ সনে ত্রিপুরায় যে পরিমাণ জমিতে উচ্চ ফলনশীল ও সাধারণ বুরো চাষ হইয়াছে তাহার পৃথক পৃথক আনুমানিক হিসাব এইরূপ :—

| | |
|------------------------|------------------------------|
| উচ্চ ফলনশীল বুরো ধানের | |
| চাষের পরিমাণ | ৬৪,৯১০ একর (২৬,২৬৮ হেক্টর) |
| সাধারণ বুরো ধানের | |
| চাষের জমির পরিমাণ | ১৫,৮৫৫ একর (৬,৪১৫ হেক্টর) |

UNSTARRED QUESTION NO. 910

By Sri Purnamohan Tripura

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Forest Department, be pleased to state :—

প্রশ্ন

- ১) কৈলাশহরের ভারাবন হুড়া উপজাতি কলোনীর জমি ফরেস্ট রিজার্ভ যুক্ত করা হইয়াছে কি, এবং
- ২) রিজার্ভ যুক্ত না করা হইয়া থাকিলে বিলম্বের কারণ কি ?

উত্তর

- ১) ১১-৩-৬৮ ইং তারিখের এক সভায় তদানীন্তন ল্যাণ্ড ইউটাইলিজেশন এণ্ড সয়েল কনজারভেশন বোর্ড তারাবনছড়া উপজাতি কলোনীর জন্ম ১১৩১০ হেক্টর বা ২২৩৩.৫৮ একরু ভূমি লংথরাই প্রস্তাবিত সংরক্ষিত বন হইতে মুক্ত করার জন্ম সুপারিশ করিয়াছিলেন। তাহার পরিপ্রেক্ষিতে ২২-১০-৭০ ইং তারিখে সরকার এই বিষয়টি অনুমোদন করিয়াছেন। সেই অনুসারে তারাবনছড়া উপজাতি কলোনী স্থাপিতও হইয়াছে।
- ২) যেহেতু ভারতীয় বন আইন অনুসারে ১৯৬১ সনে নিযুক্ত ফরেষ্ট সেটেলমেন্ট অফিসার লংথরাই প্রস্তাবিত সংরক্ষিত বন তদন্ত করিতেছেন এবং তদন্ত শেষে সরকারের নিকট তদন্ত বিবরণীও ঐ বনভূমি হইতে সম্ভাব্য রিজার্ভ মুক্ত উপযুক্ত জায়গা সমূহেরও সুপারিশ থাকিবে, সেহেতু তাহার উপরোক্ত তদন্ত বিবরণীও সুপারিশ প্রাপ্তির জন্ম অপেক্ষা করা হইতেছে। সুপারিশ প্রাপ্তির পর সরকার ১০৩১০ হেক্টর বা ২২৩৩.৫৮ একরে অবস্থিত তারাবন ছড়া কলোনী সমেত অন্যান্য সুপারিশকৃত জায়গা বিবেচনাক্রমে ছাড়িয়া দিয়া লংথরাই সংরক্ষিত বন চূড়ান্তভাবে সংগঠন করিবেন।

**PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE
ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS
OF THE CONSTITUTION OF INDIA.***

Friday, the 29th March, 1974.

The House met in the Assembly Chamber, Agartala at 11 A.M. on Friday,
the 29th March, 1974.

PRESENT

Shri Usha Ranjan Sen, Deputy Speaker in the Chair, Chief Minister, 4
Ministers, 3 Deputy Ministers, Deputy Speaker and 47 members.

QUESTIONS & ANSWERS

Mr. Dy. Speaker :—To-day in the list of Business are the following questions
to be answered by the Ministers concerned. Starred Question—Shri Achaichi
Mog.

Shri Achaichi Mog :—Starred question No. 219.

Shri Sukhamoy Sengupta :—Starred question No. 219, Sir.

প্রশ্ন

- ১) বিলোনীয়া মহকুমার বিভিন্ন তহশীল অফিসের জন্য কতটা বেসরকারী বাড়ী ভাড়া
দেওয়া হইয়াছে ?
- ২) ঐ সকল বেসরকারী বাড়ী ভাড়া কি ভাবে নিরূপণ করা হয় ?

উত্তর

১) ১৪টি

২) ঐ সকল বাড়ীর ভাড়া পি, ডবলিউ, ডি, দ্বারা নিরূপণ করা হয়।

শ্রীঅমরেন্দ্র জম্মাতিয়া :— ১৯৭৩-৭৪ আর্থিক বছরে কয়টা বাড়ীর জন্য কত টাকা
ভাড়া দেওয়া হয়েছে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীস্বধর্ম সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মোট হিসাবটা আমার কাছে
নাই।

শ্রীঅশোকেশ্বর দত্ত :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই যে ১৪টি তহশীল অফিসের জন্য বাড়ী
ভাড়া নেওয়া হয়েছে সেগুলির নাম জানতে পারি কি ?

ক্রিয়াক্ষম সেনাপ্রাপ্ত :— সেগুলি হচ্ছে—১) মারাসীমা, ২) মাইছড়া, ৩) কুসুমগর, ৪) মতাই, ৫) দক্ষিণ উচাছড়া, ৬) বড়পাথরী, ৭) বাফার, ৮) পূর্ব বীরচন্দ্রনগর, ৯) পাহাছড়া, ১০) পূর্ব পিলাক, ১১) পশ্চিম পিলাক, ১২) কলসী, ১৩) জোলাউবাড়ী এবং ১৪) শাস্ত্রাবাজার।

ক্রিয়ানীল রঞ্জন সাহা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানানবেন কি যে ১৫টা বাড়ীর মধ্যে কতটা বাড়ীর ভাড়া পরিস্কার আছে এবং কতটা বাড়ীর ভাড়া পাবলিক পাওনা আছে ?

ক্রিয়াক্ষম সেনাপ্রাপ্ত :— বাড়ীর ভাড়া কত করে সেটা বলতে পারব। কিন্তু কোন কারণে যদি বাড়ীর ভাড়া বাকী পড়ে থাকে, সেটা এখন আমার জানা নাই।

ক্রিয়াজ্ঞ শেখার দত্ত :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে ১৫টা বাড়ী তহশীল অফিসের জন্য ভাড়া নেওয়া হয়েছে, সেগুলিকে সবকানী পর্যায়ে দৈতবা করার কোন প্রস্তাব সরকারের আছে কিনা জানতে পারছি কি ?

ক্রিয়াক্ষম সেনাপ্রাপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এগুলির জন্য ধারে ধারে নিজেদের বাড়ীর ব্যবস্থা করা হবে।

ক্রিয়প্রেম চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি স্বীকার করবেন যে বিভিন্ন জায়গায় জমি নেওয়ার পরও দীর্ঘকাল ধরে বাড়ী তৈরী হচ্ছে না। যেমন খোয়াংতে এ্যানিমাল হাউসিংয়ের জন্য ১০ বছর আগে জমি নেওয়া হয়েছে এবং সেটি জমিতে এখন অনালোক চাষ করছে এবং ঘর তৈরী করেছে। কিন্তু সরকার থেকে বাড়ী তৈরী করাব কোন প্রচেষ্টা নেওয়া হচ্ছে না ?

ক্রিয়াক্ষম সেনাপ্রাপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা তহশীল কাচারীর অস্থায়ী স্থান নয়। তবে যদি এই রকম হয়ে থাকে, তাহলে তাব নিশ্চয় অন্য কোন কারণ রয়েছে যেমন মাল মশলা উত্পাদি আগে জোগাড় করে তবেই বাড়ী তৈরী করতে হয়।

ক্রিয়প্রেম চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, কারণটা কি প্রধানতঃ এটি যে কিছু পেটোয়া বাড়িওয়ালাকে বাড়ী ভাড়া পাইনি দিতে হবে ?

ক্রিয়াক্ষম সেনাপ্রাপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মালিকের সংগে কার কতকৈ যোগাযোগ আছে, তা আমার জানা নেই কিন্তু কার পেটোয়া কে সেটা এখন পর্যন্ত জানা যায় নি। তবে যদি নাম দেওয়া হয়, তাহলে কোন তরফের পেটোয়া দেখে নিতে পারি।

ক্রিয়ানীল রঞ্জন সাহা :— হ্যাঁ কি সত্য যে কলসীর পরিচর্যা মগের বাড়ী ঐখানকার তহশীল কাচারীর ভক্ত ভাড়া নেওয়া হয়েছে, কিন্তু বেশ কিছুদিন যাবত তহশীলকার তার বাড়ীর ভাড়া পাচ্ছেন না, যদি সত্য হয় মন্ত্রী মহোদয় তদন্ত করে দেখবেন কি যে কি কারণে তিনি বাড়ীর ভাড়া পাচ্ছেন না ?

ক্রিয়াক্ষম সেনাপ্রাপ্ত :— এটা সম্পর্কে খোঁজ নিয়ে দেখা হবে

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :— মাননীয় মহোদয় কি অবগত আছেন যে এস, ডি, ও, এই বাড়ীগুলি ভাড়া নিত্তার আগে থেকে বার বার পি, ডবলিউ, ডি, থেকে অমুরোপ করে আসছেন এ্যাসেসমেন্ট করার জন্য, কিন্তু পি, ডবলিউ, ডি, সেটা এ্যাসেসমেন্ট করছেন না যার ফলে তারা বাড়ী ভাড়া পাচ্ছে না ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বাড়ীর ভাড়া মোটামুটি তাহে নিরূপণ করা হইয়াছে পি, ডবলিউ, ডি, এ্যাসেসমেন্ট করিয়া ।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার প্রশ্নটা ছিল পি, ডবলিউ, ডি এ্যাসেসমেন্ট না করলে এস, ডি, ও বা ডি, এম, বাড়ীওয়ালাদের বাড়ী ভাড়া এমেন্ট দিতে পারেন না এবং এত পি, ডবলিউ, ডি, এমেন্টকে বজরের পর বছর অমুরোপ করার পরেও তারা এ্যাসেসমেন্ট করছে, না যার ফলে এই সব বাড়ীর ভাড়া বাকী পড়ে আছে এবং এর জন্য ডিপার্টমেন্টের অনেক বদনাম হচ্ছে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার কাছে যতটুকু তথ্য আছে, তাতে বাড়ীর ভাড়া নিরূপণ করা হয়েছে ।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মহোদয় কি আশঙ্কা করেন যে পেটোরী লোক না হলে বাড়ী ভাড়া বাকী থাকে, যেমন বাচাৰ্জনাতে ডাক্তারখানার জন্য যে বাড়ী আছে, সেটার ভাড়া গত ১০ বছর যাবত পাওয়া যাচ্ছে না ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— জ্ঞান, ডাক্তারখানাটা বংশীল কাছবীৰ অন্তর্ভুক্ত নয় । তবে কেন বাড়ী ভাড়া বাকী পড়েছে, সেজগা আলাদা ভাবে ডাক্তারখানার বাপারে প্রশ্ন আসলে, সেটা দেখতে পারি ।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :— মাননীয় মহোদয় ভরসা দিতে পারেন কি যে সমস্ত বাড়ীগুলির ভাড়া বাকী পড়েছে, পি, ডবলিউ, ডি, থেকে এ্যাসেসমেন্ট না হওয়ার দরুন এবং পি, ডবলিউ, ডিপার্টমেন্টে এমন একটা সার্কুলার দিবেন কিনা যে হুমি ইমিভিয়েটলী সেগুলির এ্যাসেসমেন্ট করে দাও, যাতে জনসাধারণ সাক্ষর না করেন ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি অজ্ঞ ডিপার্টমেন্টের কথা বলতে পারি না । তবে এত প্রশ্নের সংগে যেটা জড়িত, তাতে বাড়ী ভাড়া পি, ডবলিউ, ডি, নিরূপণ করে থাকে ।

শ্রীলক্ষ্মণেশ্বর দত্ত :— মাননীয় মহোদয় আপাস দিতে পারেন কি যে আগামী পঞ্চাব্দিক পরিবর্তন থেকে এই ১৪টি বংশীল অফিসের জন্য যেগুলি বে-সরকারী বাড়ীতে এখন আছে, সেগুলির উক্ত সরকারী পর্যায়ে কনট্রাকশন করা হবে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সম্পর্কে এ্যাসেসমেন্টের কোন প্রশ্ন উঠে না । কারণ সব সময়ে সরকারের লক্ষ্য থাকে নিজের বাড়ী তৈরী করার জন্য ।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :— মাননীয় মন্ত্রী মশাই বলেছেন যে বিলোনীয়ার বাড়ীগুলি পি, ডবলিউ, ডি, দিয়ে এসেসমেন্ট করান হয়েছে। উনি কি বলতে পারেন কোন্ কোন্ সালে ঐ বাড়ীগুলি এসেসমেন্ট করা হয়েছে এবং এসেসমেন্ট করা হয়ে থাকলে পি, ডবলিউ, ডি, থেকে কত টাকা বাড়ী ভাড়া টিক করা হয়েছে?

শ্রীঅজয় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি তারিখগুলি বলে যেতে পারি কোন্ কোন্ তারিখে বাড়ী ভাড়া নেওয়া হয়েছে এবং কি যেটে ভাড়া টিক হয়েছে।

মি: ডে: স্পীকার :— শ্রীমন্ত্রী দেববন্দ্য।

শ্রীমনীন্দ্র দেববন্দ্য :— কোয়েন্টান নম্বর ৩১৬।

শ্রীঅজয় সেনগুপ্ত :— কোয়েন্টান নম্বর ২১৬।

প্রশ্ন (১) হিপুরার কোন্ মহকুমায় বর্তমানে কি পরিমাণ জিরাতিয়া জাম আছে?

| উত্তর (১)— | মহকুমার নাম | জমির পরিমাণ |
|------------|-------------|----------------|
| | সদর | ২২৫.৭১ একর |
| | খোয়াজ | ৭.৯৪ একর |
| | সোনাখুড়া | ৩২.৭১৮ একর |
| | কমলপুর | ৮৫.৪২ একর |
| | | মোট—৩১৬.৮৪ একর |

প্রশ্ন (২)—এই জমির মধ্যে মোট কতটি ভূমিহীন কৃষক পরিবার বসবাস অথবা চাষবাস করছেন?

উত্তর (২)—১১১টি ভূমিহীন পরিবার চাষাবাস করছেন।

প্রশ্ন (৩)—এই জিরাতিয়া জাম সরকার কি ভাবে বন্দোবস্ত দিচ্ছেন।

উত্তর (৩)—জিরাতিয়া ভূমি সাধারণতঃ বাংলাদেশের নাগরিকগণের জ্যেত ভূমি। ঐ সকল ভূমির জ্যেতদার পাওয়ার-অব-এটর্নির মাধ্যমে তাহাদের ভূমি ভারতীয় নাগরিকদের সঙ্গে একচেতা করিয়েছে। এত সময় ভূমি যদি আতন সংগত ভাবে একসচেতা চুক্তি থাকে তবে ঐগুলি জ্যেত ভূমি হিসাবে গণ্য করিতে হইবে এবং একসচেতনের দরখাস্ত মূলে তাহাদের পক্ষে নান্দজারী করা হইবে।

যে সমস্ত জিরাতিয়া ভূমি আশ্রয় রায়তের (ভারতীয় নাগরিক) দখলে তাহা ১৯৬০-৬২ সনের ত্রিপুরা ভূমি রাজস্ব ও ভূমি সংস্কার আইনের সংশ্লিষ্ট ধারায় নন-রিকিউমেবল ভূমি বলিয়া ঘোষণা করা হইবে এবং পারিশেষে এরূপ আশ্রয় রায়তগণকে সরাসরি সরকারের অধীনে রায়ত হিসাবে ঘোষণা করা হইবে।

যে সমস্ত জিরাতিয়া ভূমি বকেয়া ভূমি রাজস্বের দায়ে খাস করা হইবে ঐ সমস্ত ভূমি ত্রিপুরা ভূমি রাজস্ব ও ভূমি সংস্কার (ভূমি বন্টন) নিয়মাবলী অনুসারে ভূমিহীন কৃষক এবং অজ্ঞানদের সহিত বন্দোবস্ত দেওয়া হইবে।

শ্রীমূপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি, যে সবটাই হবে কেন ? যেহেতু আমাদের ভারতবর্ষ ভাগ হয়েছে অনেক দিন হয়েচে জিরাতিয়া ল্যাণ্ড অনেক দিন যাবত হয়েচে সবটাই হবে কেন ? হয়েছে এটা হল না কেন ? হোয়াই ইন দি ফিউচার ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই হবে এই কথা বলার অর্থ হচ্ছে যে কোন কোন ক্ষেত্রে আইনগত বাধা না থাকলে সেখানে বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছে। আর হবে এই কথা বলার অর্থ হচ্ছে এটা একটা প্রসেসের মধ্যে রয়েছে।

শ্রীমূপেন্দ্র চক্রবর্তী :— স্যার, এটা বন্ধ করে রাখা হয় কেন ? মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানেন কি যে ধর্ম্মনগরের গজদুনগর তহশীলে আজকে দীর্ঘদিন যাবত এই ল্যাণ্ড-এ ডিসপুট চলছে। এখন যে কথা বলছেন যে একটা জাল একসচেঞ্জ বটে সেখানে একদল লোক জমিটা ক্রয় করতে আর একদল লোক সেখানে বসে আছে চাষ বাস করছে ভূমিহীনরা এবং সরকারের দৃষ্টিতে এসেছে। বড় মায়া মোকদ্দমা উত্থাপিত হয়েছে। তেমনি বিলেনীয়ার পশ্চিম পাণ্ডাডের কক্ষনগরে—বিভিন্ন এলাকায় আজকে ১০/১২ বছর যাবত এই ল্যাণ্ড ডিসপুটিগুলিকে শেষ করার জন্য গভর্নমেন্ট কি করেছেন সেটা বলবেন কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই কারণেই বলা হয়েছে যেহেতু অনেকগুলি ডিসপুটি এরাইজ করেছেন সেই ডিসপুটিগুলির মিথসংসা না হওয়া পর্যন্ত এই সম্পর্কে কিছু বলা সম্ভব হচ্ছে না বলেই এই ধরনের কথাটা বাবদার করা হচ্ছে।

শ্রীমূপেন্দ্র চক্রবর্তী :— স্যার, আমি জানতে চাইছি কি কি করা হয়েছে—তাহলে স্যার, আমরা বুঝতে পারব এটা হচ্ছে। এই জিরাতিয়া জমি কিছু আছে যেটা ভেস্টেড, কিছু আছে যেটা দ্বিভিউমেবল, নন-রিজিউমেবল-এর পল আছে। কাজেই যারা আগার রায়ত তারা এটা পাবে—আমাদের ল্যাণ্ড রিফরমের প্রভিশান অনুসারে এবং আর কিছু আছে হয়তো একসচেঞ্জ করে এসেছে বাবা ভাঙে বাইটস পাবেন। এই বিষয়টা সম্পর্কে গভর্নমেন্ট কি করেছেন, এখন কি কি কংক্রিট স্টেপ নেওয়া হচ্ছে সেটা জানাবেন কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রাতিটি ক্ষেত্রেই অন যেসিট দেখার জন্য ইনকোয়ারী করা হচ্ছে এবং ইনকোয়ারী রিপোর্ট নেওয়া হচ্ছে। তারপর আইনগত ভাবে যেটা করা পাসবল সেটাই করা হবে।

শ্রীনিমিকান্ত সরকার :— মাননায় মন্ত্রী মশাই ত্রিপুরা রাজ্যে ল্যাণ্ড সেটেলমেন্টের জয় বাংলা এবং ভারতবর্ষের মাপ ঠিক না হওয়া পর্যন্ত এই জিরাতিয়া প্রজাকে এই জমি কাষ দখলে আছে এটা সেটেলমেন্ট অফিসাররা ঠিক করতে পারছে না ইহা সত্যি কি না ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা সবটাই সত্যি নয়। কোন কোন ক্ষেত্রে এই ধরনের ডিসপুট থাকতে পারে।

শ্রীসমর চৌধুরী :— সোনামুড়ার মতিনগর তহশীলে সরকারের ভেস্টেড জিরাতিয়া জমি আবার গোপনে একসচেঞ্জ হয়ে ওখানে যে সমস্ত বর্গাদার আছে তাদের সরকার থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছে মাননীয় মন্ত্রী সেই খবর রাখেন কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এমনি ঠিক বুঝতে পারি নাই।

শ্রী সমর চৌধুরী :— সরকারের ভেটো জমিতে সরকার থেকে বর্গাদার নিযুক্ত করা হয়েছিল। সেই বর্গাদারদের উচ্ছেদ করে সেখানে গোপন দলিল করে বাংলাদেশ থেকে একসেঞ্চি উড় করে সেই জমি আবার পুনর্দখলে নিয়েছে এটা সত্যি কিনা?

শ্রী সখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সম্পর্কে আগেই বলেছি যে একসেঞ্চি কোন কোন ক্ষেত্রে হয়েছিল এবং প্রধানকার জমি যেগুলি পালি পরে ছিল তাতে প্রধানকার কিছু লোক চাষবাস করছে। কিন্তু একসেঞ্চি করার সময় তারা যখন এসেছে—তারা এসে যখন ভূমি রাজস্ব দিয়ে দিয়েছে তখন ডিসপুটি এরাজক করেছে। এই সব ক্ষেত্রে আমাদের জনেকোয়ারী হচ্ছে যদি বিবেচনা উকমেন্ট হয়ে থাকে তাহলে সেই সম্পর্কেও বিবেচনা করা হবে।

শ্রী নৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে—কি হচ্ছে এটা আমি বুঝতে পারছি না আর, যখনই আমি দাঁড়াই এটা বন্ধ থাকে বাপারটুকি? মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে সমস্ত জমি ভেটোড সেগুলি নিলামে ডাকা হয় কি না এবং সেগুলি যারা ভোগদখল করতে তাদের কাছ থেকে কোন খাজনা আদায় করা হয় কি না?

শ্রী সখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, অনেক সময় জিরাজিয়া জমি যেখানে যারা আকসেঞ্চি করে এসেছেন তাদের মধ্যে অনেকেই খাজনা যেটা দাবী ছিল, যে কারণে খাজনা আসে সেই কারণে খাজনাটা পরিষ্কার করে দিলে পরে তখন সেই ডিসপিউটটা আরটিজ করতে পারে।

শ্রী নৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মার্চ কোয়েশন ৩৯ নং ছাড়া আর, আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে, যে সমস্ত জমি অসলবোর্ড ভেটোড, যখন আমি দৃষ্টি করছি আসারাম বাট্টে নরেশ সেনের জমি ভেটোড সেই জমি একজন করছেন কিন্তু তার জন্য হুজুরাল অফিসে জমা হচ্ছে, এত রকম জমি কতগুলি সেগুলি ভেটোড এবং কি টাকাসে সেই জমিগুলির চাষাবাদ করা হয়?

শ্রী সখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এইগুলি পাটিল্পার কেসে ডিটেলস বলাটা বড় কঠিন তবে সাধারণভাবে বলা যায় যে যেখানে কোন রকম জিরাজিয়া জমি নিয়ে কোন প্রশ্ন নেই সেইটার ডিসপিউট আরটিজ করার সংগে সংগে সেইটা থামার তত্ত্বাবধানে নিয়ে আসা হয়। যাতে ডিসপিউটটা না থাকে কিন্তু ফসলটা আমাদের সরকারী হিসাবে নিয়ে আসা হয়। তারপর যখন ডিসপিউটের মীমাংসা হয়ে যায় তখন সেইটা যার পক্ষেই আইনতঃ যেটা সেইটা দেওয়া হয়।

শ্রী নৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— সাপ্তিমেন্টারী আর, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে বিলো-নীয়ায় ককনগরে যেখানে ভূমিহীনদেরকে বসানো হয়েছিল, জমিগুলি নালামে বিক্রা করা হয়েছিল কোন লোকের কাছে, গভর্নমেন্ট ডাকে, নালামে সেই জিরাজিয়া জমি যেটা গভর্নমেন্টের ভেটোড সমাপ্তে সেই জমি বিক্রা করে দিয়েছে অথচ সেখানে ভূমিহীনদের কলোনী তাও গভর্নমেন্ট বসিয়েছে, সেইটা সত্যি কিনা?

শ্রীমুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পাটিকুলার ঘটনার কথা আমি জানি না কোনটা টিনি মিন করছেন তবে ওখানকার ঘটনা সম্পর্কে আমার যতটুকু জানা আছে সেইটা হলো তাদেরকে যখন বসানো হয়েছিল সেই জায়গার মালিকরা না থাকার ফলে যাদের নামে আর্লটমেন্ট করা হয়েছিল তারা অস্বস্তি চলে গিয়েছিলেন তাদের ৭/৭ বৎসর সেখানে না থাকার ফলে এটা অবস্থাটার সৃষ্টি হয়েছে :

শ্রীনিখিলাস সরকার :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার কথা হচ্ছে এখন যখন বন্ধু রাষ্ট্র হয়ে গেল পূর্ব বাংলা কতিবাদের মধ্যে আনাদেশ এটা যে জমির বাপারের যাচাই ছোক, ল্যাণ্ডের বাপারটা কত বছরের মধ্যে আমরা আশা করতে পারি যে আনাদের ল্যাণ্ড ডিসপিউট যেটা আমরা দুই রাষ্ট্র বন্ধু রাষ্ট্র, এটা কত দিনের মধ্যে মীমাংসা হবে এটা উত্তর মন্ত্রী বাহাদুর দিতে পারবেন কি ?

শ্রীমুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, দুই বন্ধু রাষ্ট্র বলেই কথাটা বলা কঠিন হয়েছে যে কত দিনের মধ্যে এটা শেষ হবে :

শ্রীনাভুবন রায় :— সার্বিসেন্টারী স্মার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন কি যে জিব্রাতিয়া জমি বন্দোবস্ত দেওয়ার ক্ষেত্রে ল্যান্ড আর্লটমেন্ট রুলসে যে প্রারম্ভের কথা বলা হয়েছে যে ফার্স্ট প্রায়রিটি সিডিউল ট্রাইবস এবং সিডিউল কাষ্ট এবং আদাস' এটা প্রায়রিটি মানা হচ্ছে কিনা এবং ভবিষ্যতে হবে কিনা ?

শ্রীমুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বর্তমানে সম্ভব এটা রুলসটিকে ফলো করার চেষ্টা করা হয় :

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— সার্বিসেন্টারী স্মার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় অবগত আছেন কি যে সমবেতগঞ্জের জমি, জিব্রাতিয়া জমি সেইটা মন্ত্রণাভাবের লোকেরা কি করে পেলো, সেখানকার ভূমিকোন্দলের দখলের জায়গা যেটা ভেসটেড সেইটা মন্ত্রণাভাবের মতামতেরা কি করে পেলো তাইওলেটিং অর্থাৎ আর্লটমেন্ট রুলস ?

শ্রীমুখময় সেনগুপ্ত :— এটা মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বার বার যদি কোন পাটিকুলার ঘটনার কথা উল্লেখ থাকে ডিটেলসটা ছাড়া বলা কঠিন। এটা যদি এইরকম হয় মন্ত্রণাভাবের কেউ থাকে যে তারা অ্যাক্সেপ্ট করে এসেছে এই যেখানে তাহলে—

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— স্মার, ইংল্যান্ড অ্যাক্সেপ্ট, ডাকে নীলামে পেয়েছে তারা :

শ্রীমুখময় সেনগুপ্ত :— ওখানে কোটের নীলামের পরে কারা পেলো, কোট থেকে নীলাম করার পর যদি এই অবস্থা হয় তাহলে তো বলায় কিছু নেই। কোটের উপরে আমাদের কতটুকু হাত আছে সেইটা বিবেচনা করা দরকার :

শ্রীসমর চৌধুরী :— সার্বিসেন্টারী স্মার, জিব্রাতিয়া জমি এই যে ১১১টি ভূমিকোন্দল পরিবারের দখলে আছে তাদের হাতে কতটুকু জমি আছে এবং তার বাইরে কতটুকু আছে ?

শ্রীস্বধর্ম সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কতটুকু জমি কাদের হাতে আছে এই প্রশ্নটা আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না।

শ্রীবপেন্দ্র চক্রবর্তী :— না না, ল্যাওলেন্সের হাতে যেটুকু আছে বলেছেন তার বাইরে কতটুকু আছে ?

শ্রীস্বধর্ম সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এইটা এখন আমি দিতে পারছি না যদি সেপারেট কোয়েস্টন হয়ে আসে তাহলে বলতে পারবো।

শ্রীপার্শ্বা ত্রিপুরা :— সাংগ্রামেটারী স্তর, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে এখানে জিরাতিয়া জমির একটা লিষ্ট দিয়েছেন অমরপুরের জিরাতিয়া জমি থাকা সত্ত্বেও সেখানে দেওয়া হলো না কেন ?

শ্রীস্বধর্ম সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের রেকর্ড অনুযায়ী অমরপুরে কোন জিরাতিয়া লাগু নেই।

শ্রী-জুবন রিয়াং :— সাংগ্রামেটারী স্তর, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে এই যে জিরাতিয়া লাগুওর বন্দোবস্ত দেওয়ার কথা রাষ্ট্রমন্ত্রণালয় থেকে যারা উদ্ভেদ হয়েছেন তাদেরকে প্রায়শিটি দেওয়া হবে কি না ?

শ্রীস্বধর্ম সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তাদের মধ্যে আর যাতে কাউকে লাগুলেন্স করতে না হয় সেই সব ক্ষেত্রে বিবেচনা করা যেতে পারে।

মি: ডেপুটি স্পীকার :— শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :— কোয়েস্টান নম্বর ৪৫৭।

শ্রীএস. এম. সেনগুপ্ত :— কোয়েস্টান নম্বর ৪৫৭ স্তর।

প্রশ্ন

উত্তর

১) বিলেনিয়া মণ্ডুয়ার একিমপুর অঞ্চলে কি পরিমাণ খাস ভূমি ভূমিহীন কৃষক দখল করিয়া আছে

২) ১৩-১৫ একর।

২) ঐ সকল খাস ভূমি ভূমিহীন কৃষকদের বন্দোবস্ত দেওয়ার জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা নিয়াছেন ?

ত্রিপুরা ভূমি রাজস্ব ও ভূমি সংস্কার আয়নের ভূমি বন্টন নিয়মাবলী অনুসারে কিছু ভূমি এ্যালট করা হয়েছে এবং আরও বন্দোবস্ত দেওয়ার ব্যাপারে অন্তর্ধান কাজ চলিতেছে।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বললেন যে কিছু পরিমাণ লোককে এ্যালট-মেন্ট দেওয়া হয়েছে। কত পরিমাণ জমি এবং কত লোককে এ্যালটমেন্ট দেওয়া হয়েছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ? মাথা পিছু ?

শ্রীএস. এম. সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ১১৭.৬০ একর জমি ৩৪৭টি হোমলেন্স ফেমিলীকে।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :— ৩৪৭টি পরিবারকে ১১৭.৬০ একর জমি দেওয়া হয়েছে। পার হেড কত একর করে দেওয়া হয়েছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীএস. এম. সেনগুপ্ত :— সাধারণতঃ ১০ একর।

শ্রীচন্দ্র শেখর দত্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বললেন যে সাধারণতঃ মাথাপিছু ১০ একর করে দেওয়া হয়েছে। তাহলে ২৩২৪.৯৫ একর জমি যে ভূমিহীন দখল করে আছে, কতজন ভূমিহীন ঐ জমিটা দখল করে আছে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রী এস এম, সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কতজন দখল করে আছে সেই সম্পর্কে অসুষ্ঠান কাজ চলছে, সেই সম্পর্কে এখন ডিটেলস্ বলা মুশ্কিল।

শ্রীচন্দ্র শেখর দত্ত :—এই ২৩২৪.৯৫ একর জমি যে ভূমিহীন কৃষক দখল করে আছে, এই জমিগুলি তাদের মধ্যে এ্যালট করা হচ্ছে না কেন ?

শ্রী এস, এম, সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা যদি সরকারী কোন কাজে না লাগে তাহলে এ্যালটমেন্ট দেওয়া হবে। সমস্ত দিকগুলি দেখা হচ্ছে, দেখার পর বন্দোবস্ত দেওয়া হবে।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই জায়গা ঠিক সীমান্ত অঞ্চলে লুণ্ডা জমি, সেখানে সরকারের কোন কাজে লাগবে বলে আমার মনে হয় না। ওরা নিত্যন্ত ভূমিহীন, দীর্ঘদিন তাদের ভূমিতে চাষ করছে, ওদের সেখানে বন্দোবস্ত দেবার ব্যবস্থা অতি সন্তর করবেন কি না ?

শ্রী বীরময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছি যে সরকারের কোন কাজে না লাগলে পরে তাদের বন্দোবস্ত দেওয়া হবে।

শ্রী নৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানেন, ভূমিহীনদের জায়গা বন্দোবস্ত না দেওয়ায়, যশসুড়ায় অকৃষক, সহরের টাকাওয়ালা অনেক লোক ঐগুলি দখল করেছেন এবং বিভিন্ন ধরনের জাল দলিল ইত্যাদি করে ভূমিহীনদের সেইসব জায়গা থেকে উচ্ছেদ করার চেষ্টা করছেন।

শ্রী বীরময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তদন্তে প্রকাশ পেয়েছে ল্যাওলেন্স বলে যারা অনেক জায়গার বসে আছে, তাদের অনেকেই জোতদারদের পেটোয়া লোক।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে সরকারের কাছে লাগতে পারে, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি এই লুণ্ডা জমি সরকারের কোন কাজে লাগতে পারে বলতে পারেন কি ?

শ্রী বীরময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সরকারের অনেক কাজে লাগতে পারে এটা। সরকারী বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের সংগে আলোচনা করে দেখা হচ্ছে এই জায়গার প্রয়োজন আছে কি না। যদি থাকে তাহলে সরকারী কাজে ব্যবহৃত হতে পারে নয়তো সেটা বন্দোবস্ত দেওয়া যেতে পারে।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :—আমরা জনপ্রতিনিধি, আমরা যাতে জনসাধারণের কাছে বলতে পারি যে এই জায়গাটা ফিশারির জন্য দরকার বা এ্যাগ্রিকালচারের জন্য দরকার বা সরকারী অফিসের জন্য দরকার, সেজন্য কি পারিপাসে সেটা লাগবে সেটা আমাদের জানা দরকার।

শ্রী বীরময় সেনগুপ্ত :—অন্যভাবে যদি দরকার পরে, সরকারী দপ্তর থেকে তা করা হবে।

শ্রী কালীপদ ব্যানার্জী :—এখানে কি জমি ভূমিহীন কৃষক দখল করে আছে ?

শ্রীমতী সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কিছু কিছু আছে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী:—তাদের কি উচ্ছেদ করা হবে সরকারের প্রয়োজনের নামে?

শ্রীমতী সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছি যে খাস জমি বন্দোবস্ত দেওয়ার আগে দেখে নেওয়া হয় যে সরকারের কাজে সেই জমি লাগবে কি না, তারপর বন্দোবস্ত দেওয়া হয়।

শ্রীমিতিকান্ত সন্নিকার :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার প্রশ্ন হচ্ছে বিলোনীয়া এলাকার কত একর জমি আছে, কত খাস জমি আছে, কত রিজার্ভ ফরেস্ট আছে, কত ভূমিহীন দরখাস্ত করেছে, তার উত্তর মন্ত্রী মহাশয় থেকে চাইছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—প্রশ্নে একিমশুর সম্পর্কে আছে, সেই সম্পর্কে বলতে পারেননা।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :—এই যে খাস জমি ভূমিহীনরা দখল করে আছে, ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে তাদের চাষ করতে বাধা দেওয়া হচ্ছে এবং তাদের থেকে টাকা পয়সা নিচ্ছে, সেখানে কি রিজার্ভ ফরেস্ট করা হবে?

শ্রীমতী সেনগুপ্ত :—ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে টাকা নিচ্ছে কি না আমার জানা নেই। ফরেস্টের প্রয়োজন লাগবে কি না আমি জানি না। সব ডিপার্টমেন্টের সংগেই আলোচনা করা হচ্ছে, সেটা দেখে তারপর বন্দোবস্ত দেওয়া হবে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—শ্রীঅনন্তহরি জমাদিয়ার।

শ্রীঅনন্তহরি জমাদিয়ার :—কোয়েন্টান নাখার ৪১০ তার।

শ্রীমতী সেনগুপ্ত :—কোয়েন্টান নাখার ৪১০ তার।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে আগরতলা টাউন সিট ঘোষণিত (ককনগর) নতুন পল্লীর প্রায় (৫০) পঞ্চাশ পরিবারের দখলীকৃত বসতভূমি এখনও তৌজি স্থাপন হয় নাই,

২। যদি সত্য হইয়া থাকে, ইহার কারণ কি?

উত্তর

১। হ্যাঁ, মহাশয়। তৌজি স্থাপন হয় নাই।

২। খাসভূমির আটনে দখলকারীর নামে কোন তৌজি তৈরী হয় না।

শ্রীশ্রীল রঞ্জন সাহা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানানবেন কি, সরকারের যে ল্যাণ্ডলেস-দের ভূমি দেওয়ার প্রস্তাব আছে, সেই ভূমি তাদের নামে তৌজিভুক্ত করে দেওয়া হবে কি না?

শ্রীমতী সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ল্যাণ্ডলেস কিনা আমি জানি না। এখানে প্রশ্নটা বা হিল, তার পরিশ্রেক্ষিতে আমি বলেছি যে এখন পর্যন্ত তৌজি হয় নি।

শ্রীবপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানানবেন কি, যারা খাস জমিতে ৩০ বছর বা তার বেশী দিন বসবাস কর্তে তারা সেই খাস জমির মালিক হয় কি না আইনভঃ এবং সেখানে তৌজি স্থাপন করা উচিত কি না?

শ্রীমুখ্যমন্ত্র সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এমন কোন সিস্টেম আছে কিনা আমি জানি না।

শ্রী মৃণালেন্দ্র চক্রবর্তী :— সিস্টেম নয়, আইন। আইনের কথা। যদি বে-সরকারী জমি হয় তাহলে ১২ বছর, আর সরকারী জমি হলে ৩০ বছর। কাজেই যারা চাষ বাগের পজিশানে রয়েছে ৩০ বছর পর্যন্ত কিংবা তারও বেশী দিন ধরে তাদের জমিতে যাতে রেকর্ডস অব রাইট স্থাপন হয় এবং ভৌমিক স্থাপন হয় সেই সম্পর্কে সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কিনা ?

শ্রীমুখ্যমন্ত্র সেনগুপ্ত :— এই প্রশ্ন এখানে উঠে না এই জন্য যে যদি হোমলেস হয়, আর সেইসব ক্ষেত্রে এইসব বিবেচনার প্রশ্ন আসে। যদি বে-আইনী ভাবে কেউ দখল করে বসে থাকে বছরের পর বছর এবং যদি আইনত: সিদ্ধ হয় কিন্তু ব্যাপারটা হল ল্যাগুনেসকে না দিয়ে যাদের জমি রয়েছে তাদের জন্য এই আইনটা প্রযোজ্য হবে কিনা।

শ্রী মৃণালেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় স্বীকার করবেন কি যে ল্যাগু রিকর্মস অ্যাক্ট এবং কলসে যদি পারমিট করে সেই সমস্ত ক্ষেত্রে যাদের জমি এইরকম দখলে আছে সেগুলি সম্পর্কে কি করা হবে ? যদি ৩০ বছর বা বেশী এই সরকারী জমি তার দখলে থাকে সেইরকম ক্ষেত্রে তিনি কি করবেন ?

শ্রীমুখ্যমন্ত্র সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এইসব জায়গায় কিছু কমপ্লিকেশান আছে। থাট ইয়ার্স ধরে সে আছে কিনা সেটা তাকে এটাগ্ৰিড করতে হবে এবং সেটা এটাগ্ৰিড করতে গেলে পরে গভর্নমেন্টের কাছে রেকর্ড দেখিয়ে, হয়ত আর একজনের ডিসপুট থাকতে পারে। কাজেই এটা তখন কোর্টের সিদ্ধান্তের দরকার হবে।

শ্রী অনন্তহরি জমাদিয়ার :— গত ১০ বছর আগে নজরানা দেওয়ার পরেও কেন এই ব্যাপারে তাদের জোত স্বত্তা দেওয়া হয়নি, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি ?

শ্রীমুখ্যমন্ত্র সেনগুপ্ত :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এটা বিচার বিবেচনার মধ্যে রয়েছে যে অত্যন্ত ডিসপুট নিশ্চয়ই এই জায়গায় রয়েছে। আমি ডিটেলস বলতে পারছি না যার জন্য এটা শেষ হতে পারছে না।

শ্রী মৃণালেন্দ্র চক্রবর্তী :— অনুমান করে কোন জবাব হতে পারে না।

শ্রীমুখ্যমন্ত্র সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছি যে এখানে যদি কোন ডিসপুট থেকে থাকে তাহলে বলতে পারছি না। আর যদি নজরানা নিয়ে থাকে এবং তারপরে সেটা কি অবস্থা দাঁড়িয়েছে সেটাও দেখা দরকার।

মি: ডেপুটি স্পীকার :— শ্রীযাযায নাথ।

শ্রীযাযা স্বরূপ নাথ :— ৪৪।

শ্রীমুখ্যমন্ত্র সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রশ্ন নং ৪৪।

প্রশ্ন

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industries Department be pleased to refer to the reply of Sarred Question No. 1332 as given in the House on 6-4-73 regarding short of 2 (two) Bi-cycles in the stock and to state—

১) উক্ত দুইটি বাইসাইকেল ঠেকে না থাকার তদন্ত কত তারিখ থেকে চলছে এবং তদন্ত কাজ শেষ হয়েছে কি ;

২) শেষ হলে ঐ তদন্তের রিপোর্টের সারমর্ম?

উত্তর

১) ১৮-৫-৭৩ ইং তারিখ আরম্ভ হইয়াছে এবং ইহা শেষ হইয়াছে।

২) রিপোর্টের সারমর্ম জন স্বার্থে প্রকাশ করা যায় না।

শ্রীমতীল স্বপ্নান সাহা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এই যে বাইসাইকেলগুলি চুরি হয়েছিল, কত তারিখে চুরি হয়েছিল বা খোয়া গিয়েছিল?

শ্রীমুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা কত তারিখে চুরি হয়েছে সে সম্পর্কে এনকোয়ারী না করার আগে পর্যন্ত বোঝা যায় না।

শ্রীতাপস দে :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে দুটো সাইকেল চুরি হয়েছে, সেই চুরির রিপোর্টটা যদি জনস্বার্থের খাতিরে প্রকাশি না করা হয়, তাহলে চোর পোষাটা জনস্বার্থ না রিপোর্ট প্রকাশ করাটা জনস্বার্থ আমাদেরকে বুঝিয়ে বলবেন কি?

শ্রীমুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, রিপোর্টের ভিত্তিতে যতক্ষণ না ব্যবস্থা অবলম্বন করা হচ্ছে ততক্ষণ রিপোর্ট প্রকাশ করা চলে না জনস্বার্থের খাতিরে, কারণ তাহলে সতর্ক হয়ে থাকার সত্বেও আছে।

শ্রীমুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এই কেসটার কতদিন পর্যন্ত তদন্ত হচ্ছে এবং এই সম্পর্কে কোন লোককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে কিনা?

শ্রীমুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ১৮-৫-৭৩ইং তে শুরু হয়েছে এবং রিপোর্টটা আমরা পেয়েছি ১৫-৩-৭৪। এটা ইনকোয়ারী করা হয়েছে ডিপার্টমেন্ট থেকে এবং দেটাই সরকারের বিবেচনামূলক আছে।

শ্রীতাপস দে :— ডিপার্টমেন্টাল রিপোর্টটা কবে পেশ হয়েছে জানতে পারি কি?

শ্রীমুখময় সেনগুপ্ত :— ১৫-৩-৭৪ইং তারিখে।

শ্রীভদ্রিত মোহন দাসগুপ্ত :— স্যার, এখানে দেখা যাচ্ছে এটা একটা ডিপার্টমেন্টাল ইনকোয়ারী। এই যে চুরিটা হল তার জন্ত খানাতে কোন ডায়েরী করা হয়েছে কিনা এবং ডায়েরী করা হলে তার ভিত্তিতে কোন লোককে এরেস্ট করা হয়েছে কিনা এবং খানাতে কেসটা কি ধরনের অবস্থায় আছে বা তার জন্ত কোন একশন নেওয়া হয়েছে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় দয়া করে জানাবেন কি?

শ্রীমুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আসলে চুরি হল কি হল না অথবা ডিপার্টমেন্টের কোথাও পড়ে আছে কিনা বা চোরে ছিল কিনা, সেই সমস্ত তদন্ত করে ডিপার্টমেন্ট থেকে দেখা হয়েছে এবং দেখার পর একটা রিপোর্ট সাবমিট করা হয়েছে। এটা এখন সরকারের বিবেচনামূলক আছে।

শ্রীভদ্রিত মোহন দাসগুপ্ত :— স্যার, যে রিপোর্টটা গভর্নমেন্টের বিবেচনামূলক আছে, সেটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি গোচর হয়েছে কিনা এবং যদি দৃষ্টি গোচর হয়ে থাকে তাহলে তিনি প্রায়শ্চেষ্ট দিতে পারেন কি যে অন্ততঃ চুরি হয়েছে না ডিপার্টমেন্টের অন্তরালে পড়ে আছে, এইকু ইনফরমেশন তিনি এই হাউসের সামনে দিতে পারেন কি?

শ্রীমুখ্যমন্ত্র সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা ভাল করে বিবেচনা করে দেখতে হবে যে এই রিপোর্টের ভিত্তিতে কি অ্যাকশন নেওয়া যাবে, এটুকুই আমি এখানে বলতে পারি।

শ্রীমুখ্যমন্ত্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে চান যে সরকারী জিনিষ যদি খোয়া যায় তাহলে এটা কি পদ্ধতিতে—পুলিশকে না জানিয়ে শুধু ডিপার্টমেন্টাল ইনকোয়ারী করা হবে এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রেই কি এই নীতি অনুসরণ করা হয়ে থাকে ?

শ্রীমুখ্যমন্ত্র সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, চুরির খবর যতদিন পর্যন্ত না তদন্ত হচ্ছে, ততদিন চুরির খবর ছিল না।

শ্রীমুখ্যমন্ত্র চক্রবর্তী :— আর, গভর্ণমেন্টের যখন একটা প্রপার্টি লস্ট হয় তখন কি পদ্ধতিতে—পুলিশকে না জানিয়ে আগে তদন্ত করে তারপর পুলিশকে জানাতে হবে, এইরকম কোন নিয়ম আছে কিনা ?

শ্রীমুখ্যমন্ত্র সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যিনি রিপোর্ট করেন খোয়া গিয়েছে, তারটা ঠিক কিনা বা তিনি ঠিক বলছেন কিনা সেও সম্পর্কে আগে না ভেবে আগেই পুলিশের কাছে এই ব্যাপারে রিপোর্ট করা যায় না।

শ্রীতড়িত মোহন দাসগুপ্ত :— আর যেখানে ৪টি সাইকেল চুরি গিয়েছে, তার মধ্যে ২টি সাইকেল-এর খুঁজ ছিল না। এখন সেই ২টি সাইকেল কি অবস্থায় আছে, সেগুলি কি চুরি হয়েছে এবং চুরি হলে তার জন্য ডিপার্টমেন্ট থানায় কোন ডায়েরী করেছেন কিনা, সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীমুখ্যমন্ত্র সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ২টি খোয়া গেছে বলে যে কথাটা বলা হচ্ছে, এটা সত্যি এবং তার কারণেই তদন্ত করা হয়েছে এবং সেই রিপোর্ট বর্তমানে পাওয়া গিয়েছে। এখন সেটার উপর বেসিস করে কি অ্যাকশন নেওয়া হবে কি না হবে, এবং সেগুলি ব্যবহার করা যাবে কি যাবে না বা কোথায় কি অবস্থায় আছে, সেটা অনুসন্ধান করে দেখা যেতে পারে।

শ্রীতড়িত মোহন দাসগুপ্ত :— আর, আমরা রিপোর্টের সারমর্ম জানতে চাই না। কিন্তু যে তথ্যটা তিনি আমাদেরকে জানালেন, যে এই ২টি সাইকেলের ভাগ্যে ঐ রিপোর্টে কি লেখা আছে, সেগুলি কি পাওয়া গেছে না হারানো অবস্থায় আছে, সেটাতো মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় পরিকার করে বলতে পারেন ?

শ্রীমুখ্যমন্ত্র সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা টোরে ছিল না বলে খোয়া গিয়েছে বলে ধরে নেওয়া হয়।

শ্রীস্বাধীনমণ দেবনাথ :— আর, এই যে সাইকেল চুরির কেসটা, এটার সংগে ৬-৪-১৩এ আরও চুরির প্রশ্ন জড়িত ছিল এবং এর একটা রিপ্লাইও দেওয়া হয়েছিল যে সাড়ে আট হাজার টাকা দামের মেশিন পাটস চুরি হয়েছিল আর সেটাতে বলা হয়েছিল যে বিভাগীয় তদন্ত হচ্ছে—সেই চুরিটা হয়েছিল ১৯১০ সালে। কাজেই এই যে চুরি হল, এটার তদন্ত রিপোর্ট পেতে আর কত বছর সময় লাগবে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাতে পারেন কি ?

শ্রীমধুসূদন সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা টৌর দেখে টৌরের সমস্ত অবস্থা দেখে যেটা মনে হল, সেটা হল যে এটা খোয়া গিয়েছে অথবা চুরি হয়েছে। এই পর্যন্তই আমি এখন বলতে পারি, রিপোর্টের কথা বলতে পারি না।

শ্রীমধুসূদন দাস :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, টৌর থেকে খোয়া যাওয়ার আর চুরি হওয়ার মধ্যে তফাৎটা কি জানতে পারি কি ?

শ্রীমধুসূদন সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, চুরি করার ইচ্ছায় চুরি করা হলে, সেটা চুরি। আর খোয়াটা ভুল বশতঃ হতে পারে বা অন্ত কোন ভাবেও হতে পারে।

শ্রীভক্তিমোহন দাশগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে এত বছর হয়ে গেল যে সেটা চুরি গেল না খোয়া গেল, সন্দেহে সেটা বের করতে পারছেন না। কাজেই এটা সরকারের পক্ষে খুব একটা বাধাহ্রার বিষয় কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় দয়া করে বলবেন কি ?

শ্রীমধুসূদন সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সম্পর্কে এইকু বলা যায় যে কিছু ঘটত আছে, তা স্বীকার করার উপায় নাই। বিভিন্ন টৌরে যে সব জিনিষপত্র থাকে, তার সমস্ত হিসাব নিকাশ করা এখন পর্যন্ত অনেক ডিপার্টমেন্টের পক্ষে সম্ভব হয় নি। কাজেই কোন কোন ক্ষেত্রে কিছু একটা গলদ হয়ে থাকতে পারে।

শ্রীশ্রীল রজন সাহা :— এই যে ইণ্ডাস্ট্রি ডিপার্টমেন্টটা আছে এতে গত বছর মাননীয় সদস্য বাধারমণ বাবু একটা প্রশ্ন ছিল যে তালা দেওয়া অবস্থায় সাড়ে আট হাজার টাকার মাল চুরি হয়ে গেছে। তাই আমি জিজ্ঞাস করব, এই সমস্ত চুরির শিহনে কার হাত আছে, তা খোঁজ করে বের করার জন্য একটা ইনকোয়ারী কমিটি গঠন করা হবে কিনা ?

শ্রীমধুসূদন সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা এ্যান্ডবেঙ্গ দেওয়ার মত কোন প্রশ্ন নাই। প্রত্যেক সরকারই এই সম্পর্কে সচেতন যে কোন জায়গায় যদি চুরি হয়, তাহলে তার পরিপ্রেক্ষিতে বিহিত ব্যবস্থা সরকার নিতে পারেন।

শ্রীশ্রীল রজন সাহা :— তার, আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে ২টি সাইকেল চুরির ইনকোয়ারী করতে যদি সরকারের এত সময় লেগে যায়, তাহলে আমরা কিভাবে বুঝব যে সত্যিই চুরির জন্য একটা ইনকোয়ারী হচ্ছে। আর সেজন্য আমরা দাবী করছি যে এর জন্য একটা ইনকোয়ারী কমিটি গঠন করা হউক, কারণ হাজার টাকার জিনিষপত্র ইণ্ডাস্ট্রি ডিপার্টমেন্ট থেকে চুরি হয়ে গেছে।

শ্রীমধুসূদন সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গভর্ণমেন্টের তরফ থেকে বিহিত ব্যবস্থা অনুরোধী গ্রহণ কর হয়েছে। টৌর ভেরিকেশনের ব্যবস্থা সমস্ত জায়গাতেই করা হয়েছে, কিন্তু এটা এত বছরের ব্যাপার যে এরজন্য একটু সময় লাগবে।

শ্রীভক্তিমোহন দাশগুপ্ত :— তার, জিনিষটা আমাদের কাছে ঘোটেই পরিষ্কার হয় নি। আমি মনে করি এর জন্য হাফ-এন-হাওয়ার ডিসকাশনের সুযোগ দেওয়া উচিত।

ঐনুপেন্দ্র চক্রবর্তী :— ভাব, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানে যে টেটেস্ট করেছেন স্টোরে ব্যাপারে—এই বকম ঘটনা ঘটছে এবং যেহেতু আমাদের লক্ষ লক্ষ টাকার জিনিষ থাকে স্টোরে মধ্যে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর টেটেস্টটা অত্যন্ত সিরিয়াস, তাই আমিও মনে করি যে এর উপর হাফ এন হাওয়ার ডিসকাশনের সুযোগ দেওয়া উচিত এবং এটা এ্যাডমিনিষ্ট্রিয়াল আওয়ার পার্লামেন্টারী কন্সল।

Mr. Speaker :— Hon'ble member, I would consider for this matter. Question hour is over. The Ministers concerned may lay on the table of the House the replies to the Unstarred Questions and also to the Starred questions which were not answered orally.

Hon'ble Members, now the Motion of No Confidence to which the House granted leave on the 27th March, 1974 has now taken for discussion and decision of the House (interruption)

Shri Nripendra Chakraborty :— মাননীয় স্পীকার ভাই,

Mr. Speaker :— Let me finish it.....

Shri Nripendra Chakraborty :— ভাই, আমার বক্তব্য রাখতে দিন, তাহলে আর শেষ করতে হবে না—সত্ত্বতঃ.....

মিঃ স্পীকার :— আমি ফিনিশ করে নিই তারপর শুনব (ইন্টারাপশান) on the recommendation of the Business Advisory Committee the House has fixed to-day, the 29th March, 1974 for discussion and disposed of the No Confidence Motion (interruption)

ঐনুপেন্দ্র চক্রবর্তী :— ভাই, আমিতো শুনলাম আপনারটা (ইন্টারাপশান)

মিঃ স্পীকার :— শেষ হয়নি (ইন্টারাপশান)

ঐনুপেন্দ্র চক্রবর্তী :— ভাই, আমি শেষ করে দিচ্ছি (ইন্টারাপশান)

মিঃ স্পীকার :— আমি শেষ করে নিই (ইন্টারাপশান)

ঐনুপেন্দ্র চক্রবর্তী :—আমার বক্তব্য শুনে নিন, তারপর আপনি অক্লান্ত সময় পাবেন (ইন্টারাপশান)

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সত্ত্বত্ব আশা করি (ইন্টারাপশান)

ঐনুপেন্দ্র চক্রবর্তী :— আমরা শনিবারও আলোচনা করতে চেয়েছি। আমার মনে হচ্ছে এমন কোন ইমার্জেন্সী কনডিশান, আছে যে ইমার্জেন্সীর জন্ত রাতিতে আলোচনা করতে হবে (ইন্টারাপশান) আমি জানি এখানকার পার্লামেন্টারী ডেমক্রেসী হত্যা করা হচ্ছে (ইন্টারাপশান) যে বিজনেস এন্ডভাইজারী কমিটি — কমিটিতে অপজিশানের কোন বক্তব্য রাখতে দেওয়া হয়নি, আমরা কমিটি (ইন্টারাপশান)

মিঃ স্পীকার :— What is being done is being done according to Parliamentary practices (interruption) আপনি যেটা বলছেন এটা পার্লামেন্টারী প্রেক্ষিত নয় (ইন্টারাপশান)।

প্রশ্নের চক্রবর্তী : — উদ্দেশ্য বিজ্ঞাপন করা উচিত (ইন্টারপাশান)
(বিবোধী সদস্যরা সভাকক্ষ ত্যাগ করলেন — শেষ শেষ ধ্বনি)

মিঃ স্পীকার : — Order please—

Hon'ble Members,

To-day in the list of business, a motion expressing No-Confidence in the Council of Ministers has been shown which the House is to dispose of. The House on 27th March, 1974 granted leave for disposal of the motion. According to Rules of Procedure and Conduct of Business in the Tripura Legislative Assembly as well as in the Lok Sabha, on the appointed day for discussion, the Speaker is either to put the question or he may also allow discussion on the motion. I am sorry that the Members of the Opposition including their Leader are not present in the House, to exercise their rights to take part in the debate. But I may express my sorrow and regret to the state of affairs but I cannot interfere to the jurisdiction of the House. The House granted leave to the motion of No—Confidence in the Council of Ministers and accordingly the motion has been the property of the House and now the House is to dispose of either by accepting or by rejecting ; it is to be determined by the House.

The other question which comes, is as to its withdrawal. But as the leave was granted by the House, the question of withdrawal also rests with the House. I think the House may decide on this question. If the House does not agree with the withdrawal, the motion must be proceeded with according to Parliamentary practices. I may again state the background which resulted in absence of the opposition party to take part in the proceedings of the debate on the motion expressing No-confidence in the Council of Ministers. According to rules of procedure, I wanted to determine the time schedule for discussion on this item, and in determining so, I tried to discuss with the Leader of the House and Leader of the Opposition. The main responsibility of allotment of time rests with the Leader of the House, but he may also take the Leader of the Opposition in confidence. But Leader of the Opposition did not agree with the allotment of 345 minutes time and after having consent of the Leader of the House I allotted 345 minutes for disposal of the business. The Leader of the Opposition while I was about to announce the time schedule objected to it and he opined that the matter should have been processed through the Business Advisory Committee. Thereafter I agreed with the suggestion. Business Advisory Committee met immediately and prepared the time schedule earmarking 425 minutes (7 hours 20 minutes) for disposal of the Business of which 205 minutes was allowed to the Opposition and 215 minutes for the Ruling

Party Members. From my part I have tried my best to adjust both the Opposition and the Ruling Party but I am sorry none of the opposition members are here. I have no other alternative but proceed with the motion.

Here it may be mentioned that even in U. K. the House of Commons (British Parliament) allot one day to decide such a motion and in 1968-69 such a motion was disposed of in about 5 hours. Please see page 277—“Opposition Motion” —May's Parliamentary Practice, 18th Edition.

Now I will request the Ruling Party Members if they like to start discussion on this motion.

Shri Kallpada Banerjee : — আমাদের ডিসকাশানের প্রশ্ন নয়.....

Mr. Speaker : — I am first disposing of the motion. The question before the House (interruption)

Shri Debendra Kishore Choudhury : — মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আজকে হাউসের সামনে নো-কনফিডেন্স মোশন এসেছিল সেটি এখন হাউসেয় প্রপাটি। আজকে যারা এই মন্ত্রী সভার বিরুদ্ধে নো-কনফিডেন্স মোশন এনেছিল তারা কাউন্সিলাগ করে চলে গিয়েছে। আজকে হাউস থেকে জনসাধারণকে বুঝাতে পারেন নাই যে এই মন্ত্রী সভার বিরুদ্ধে তাদের কোন একটা রয়েছে। জনসাধারণের স্বার্থ নিয়ে তারা যে এই খেলা খেলে সেজন্য আমি অত্যন্ত দুঃখিত। আমরা চাই আজকেই ফাইনাল ডিসিশান হয়ে যাবে এবং এটা ভোটভোট করে ঠিক হয়ে যাবে নো-কনফিডেন্স এই কাউন্সিলাগ কি না।

শ্রীশ্রীমন্ত সেনগুপ্ত — মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই ব্যাপারে আপনার কলিংয়ের ব্যাপারে আমি একমত। অন্ততঃ মাননীয় স্পীকার-এর তরফ থেকে যতটা এডজাস্ট করা সম্ভব ছিল সেটার জন্য চেষ্টা করা হয়েছে at the cost of the Ruling Party. Ruling Party-র স্বার্থের বিনিময়েও স্পীকার মহোদয়, যতখানি এগিয়েছিলেন তারপরও এই ধরনের দুঃখজনক ঘটনা মাননীয় বিরোধী পক্ষের তরফ থেকে আসবে এটা ভাবতে পারি নাই। বোলিং পাটির স্বার্থের বিনিময়ে স্পীকার মহোদয় যতখানি এগিয়ে গিয়েছিলেন তারপরও এই ধরনের দুঃখজনক ঘটনা মাননীয় বিরোধী পক্ষের তরফ থেকে আসবে এইটা আমরা ভাবতে পারিনি। আমাদের তরফ থেকে আমরা শুধু এই কথা বলতে চাই নো-কনফিডেন্স মোশন এসেছে এবং সেশনের আগে আমরা ভেবেছিলাম যে হাউসের সামনে যখন নো-কনফিডেন্স মোশন এসে গেছে তখন এই মিলিট্রির উপর কনফিডেন্স আছে কি না হাউসে এটার বিচার আগে হোক। বাজেট ডিসকাশন আমরা পরে করবো। সেই ভাবে আমরা এইটাকে বত ভাড়াভাড়ি সম্ভব আমরা সেইভাবে এইটাকে মনে করেছিলাম যে আগে হয়ে থাক এবং সেই ভাবে মাননীয় স্পীকার বিরোধী পক্ষের নেতার সংগেও আলোচনা করেছেন। এর পরে যে বিজনেস আছে সেই বিজনেস থেকে যায় তার পরে বাজেট ডিসকাশন শুরু হবে। বাজেটের ব্যাপারে আমরা চেয়েছিলাম যে বাজেটের আগে এইটার ডিসিশান হোক, হাউসের আপনিসন

নেওয়া হোক। কারণ একটা নো-কনফিডেন্স মোশন এসেছে, নো-কনফিডেন্স মোশনের পক্ষে যদি রায় হয় তাহলে সেখানে এই বাজেট প্রেস করার নোটিশ আর এই মন্ত্রী পরিষদের নেই। কাজেই সেজন্য আমরা অন্ততঃ পার্লামেন্টারী রীতি অনুযায়ী আমরা ভেবে নিয়েছি যে আমরা কাউন্সের অপিনিয়ন নিয়ে নেবো তার পর আমরা পুরাপুরি বাজেট ডিসকাশনে আলোচনা করবো। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমি জানি না তাদের দুর্কলতাটা কোথায়, তারা মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা এনে হয়তো তারা বুঝতে পেরেছেন যে এই অনাস্থা প্রস্তাবের সার কিছু নেই। কাজেই তারা একটা অজুহাত সৃষ্টি করে তৈরী করে' তারা বাড়িয়ে গেলেন। এ ছাড়া এই অবস্থার মধ্যে ঠিক এই ধরনের একটা ঘটনার কোন কারণ ছিল না। যেটা বিজনেস অ্যাডভাইজারী কমিটি থেকে পাশ করানো হয়েছে যেটা বিজনেস অ্যাডভাইজারী কমিটি থেকে ঠিক করে দেওয়া হয়েছে যে কোন তারিখ হবে, তারপর তারিখ পরিবর্তন করার অধিকার এবং কাউন্স যেখানে অপিনিয়ন নেওয়ার পর যখন তারিখ ঠিক হয়েছে সেট জায়গায় পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রে সম্ভবতঃ কোন প্রার্থী এইভাবে কাউন্সের অপিনিয়নের অ্যাগেন্‌স্টে যেতে পারে এইখানে না দেখলে হয়তো বিশ্বাস করতে পারতাম না। যাই হোক, এইটা অন্ততঃ দুঃখের বিষয় যে আমরা যা চেয়েছিলাম আমরা যেভাবে চেয়েছিলাম সেইটা ওরা আনতে সাহস পেলনা, কাজেই এখন আমার মনে হয় যে কাউন্সের প্রোপারটি যেটা হয়ে গেছে এইটা এখন কাউন্সের কাছে আছে, নো-কনফিডেন্স মোশন থাকবে কি থাকবে না কাউন্স সেটটা ঠিক করবে।

Mr. Speaker :—Now, I like to decide the decision of the House. Now the question before the House is the motion that the Tripura Legislative Assembly expresses want of confidence in the Council of Ministers headed by Sri Sukhamoy Sen Gupta.

(Then the motion was put to voice vote and lost.)

Mr. Speaker :—The House stands adjourned till 12-30 P. M. on Monday the first April, 1974.

PAPERS LAID ON THE TABLE

95

Annexure 'A'

STARRED QUESTION NO. 372

By Shri Chandra Sekhar Dutta

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Community Development Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। বিলোনীয়া মহকুমার রাজনগর ও বগাকান্না ব্লক অধীন কতটা আর, সি, সি, ওয়েল (রিংওয়েল) আছে ?

২। প্রত্যেকটি আর, সি, সি, ওয়েল ব্যবহারের যোগ্য আছে কি ?

উত্তর

১। বিলোনীয়া মহকুমার রাজনগর ব্লকে মোট ১৭০টা এবং বগাকান্না ব্লকে মোট ১১৬টা

রিংওয়েল আছে।

২। রাজনগর ব্লকের ৩৮টি এবং বগাফা ব্লকের ১২টি ছাড়া বাকী সব রিংওয়েল ব্যবহারে আছে।

STARRED QUESTION NO. 501

By Shri Subal Chandra Biswas

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industry Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

- ১। ত্রিপুরা সরকার গত ১০ বৎসরে কতটি পাওয়ার লুম খরিদ করিয়াছেন ;
- ২। তন্মধ্যে কতটি তাঁতীদের দেওয়া হইয়াছে ;
- ৩। কতটি পাওয়ারলুম ফুডশিল্ল সংশ্লিষ্টে দেওয়া হইয়াছে ; এবং
- ৪। কতটি এখনও সরকারী হস্তক্ষেপে পড়ে আছে ?

উত্তর

- ১। ২৪টি।
- ২। একটিও না।
- ৩। একটিও না।
- ৪। একটিও হস্তক্ষেপে অবস্থায় নাই ; সব কয়টিই বসান (installed) হইয়াছে।

STARRED QUESTION NO. 549

By Sri Subal Ch. Biswas

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে সম্মতি কিছু সংখ্যক senior অভিজ্ঞ কাছুনগোদের পদাবনতি ঘটানো হইয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে যে সব কাছুনগো Junior এবং কম অভিজ্ঞ তাদের Revenue Inspector পদে বহাল রাখা হইয়াছে ?

২। যদি সত্য হয় তাহলে ইহার কারণ ?

উত্তর

১। কোন কাছুনগোর পদাবনতি ঘটানো হয় নাই। সুতরাং কোন জুনিয়র এবং কম অভিজ্ঞ কাছুনগোকে রেভিনিউ ইন্সপেক্টর পদে বহাল রাখার প্রশ্ন উঠে না।

২। প্রশ্নের ১নং আইটেমের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 600

By Shri Abhiram Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state —

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরার ভূমি সংস্কার আইন চাঙ্গা হওয়ার পর কি পরিমাণ টপকাতির জমি অ-টপকাতির নিকট বে-আইনী ভাবে হস্তান্তর হইয়াছে ?

উত্তর

১। কোন পক্ষ থেকে এই বিষয়ে কোন অভিযোগ না আসাতে সঠিক পরিমাণ বলা সম্ভব নয়।

STARRED QUESTION NO. 623

By Shri Naresh Chandra Roy

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industry Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ইচ্ছা কি সত্য যে নবসিংগড় উদ্যোগ মহিলা সমন্বয় সমিতি লিঃ-এর Tailoring Industry-র জন্য ১৯৭৩ ইং তারিখে ৪০,০০০, (চল্লিশ হাজার) টাকা Sanction হইয়াছিল? এবং ১৯৭৩ ইং তারিখে ঐ টাকার মাত্র ১৫,০০০ (পনের হাজার) টাকা তাহাদিগকে দেওয়া হইয়াছে? এবং

২) যদি সত্য হইয়া থাকে, তবে বাকী টাকা না দেওয়ার কারণ কি?

উত্তর

১) ইণ্ডাস্ট্রিয়েল এন্ড হাউসারি বোর্ড মং ৪০,০০০, টাকা ঝিকমেণ্ড করিয়াছিল। তন্মধ্যে মং ১৫,০০০ টাকা গত বৎসর দেওয়া হইয়াছিল। বাকী টাকা দেওয়ার প্রস্তুতি সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

২) প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 750

By Shri Amarendra Sarma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ১৯৭৪ সালের ২৩শে জানুয়ারী রাত্রি বেলা এক অগ্নি কাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত ধর্মনগর বাজারের কয়েক জন দরিদ্র দোকানদারকে তাহাদের ব্যবসা পুনরায় চালু করার অথ কোন অথ বা সাহায্য মঞ্জুর করা হইয়াছে কি?

২) করা হলে, এসব দোকানদার কত টাকা করে অথ বা সাহায্য পেয়েছেন।

৩) করা না হলে অবিলম্বে তাহাদের অথ সাহায্য মঞ্জুর করা হবে কি?

উত্তর

১) সাহায্য দেওয়া হইয়াছে, অথ দেওয়া হয় নাই।

২) প্রতি পরিবার গিছু মং ৫০ টাকা হারে সাহায্য দেওয়া হইয়াছে।

৩) এই কেইসগুলি এখনও তদন্তাধীন আছে।

STARRED QUESTION NO. 757

By Shri Naresh Chandra Roy

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

- ১) সদর মহকুমার চাম্পাকাঞ্চন গাঁওসভা, বিক্রমনগর গাঁওসভা ও কাঠালভলী মধুবন গাঁওসভাগুলিতে কতটি উদ্বাস্ত পরিবার সরকার কর্তৃক পূর্ণবাসন প্রাপ্ত হইয়াছে এবং স্থায়ীভাবে বসবাস করিতেছে?
- ২) ইহা কি সত্য যে সকল ভূমিতে পূর্ণবাসন দেওয়া হইয়াছে সেগুলি অল্পসংখ্যক টালা ভূমি এবং
- ৩) এসকল ভূমিকে চাষাবাদ দ্বারা বিভিন্ন দশল উৎপাদন উপযোগী করিয়া তুলিবার জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন, বিশেষ করে জল সেচের কি ব্যবস্থা আছে?

উত্তর

- ১। ৭৫৩টি উদ্বাস্ত পরিবার পুনর্বাসন প্রাপ্ত হইয়াছিল তন্মধ্যে ৬৬৬টি পরিবার সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করিতেছে।
- ২। না। যে ভূমিতে পুনর্বাসন দেওয়া হইয়াছে তাহা টালাভূমি বটে, তবে অল্পসংখ্যক নহে।
- ৩। কৃষি বিভাগ চাম্পাকাঞ্চন গাঁওসভায় এই বৎসর ১২টি ১৫ অংশজিবিশিষ্ট Pumping set বসাইয়াছেন। তা ছাড়া Soil Conservation প্রকল্পের মাধ্যমে ঐ এলাকায় কিছু ভূমির উন্নতি সাধন করা হইয়াছে।

STARRED QUESTION NO. 768

By Shri Sudhanwa Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

- ১। ত্রিপুরার কোন চা বাগানের নিকট ১৯৭৪-এর জাহ্নুয়ারী পর্যন্ত মোট কত টাকা ভূমি রাজস্ব পাওনা আছে তার হিসাব।
- ২। এই রাজস্ব যদি নির্ভরিত না হয়ে থাকে তার কারণ।

উত্তর

- ১। ৫৬টি চা বাগানের মধ্যে সোভা চা বাগান স্রোত ভূমিতে অবস্থিত। বাকী ৫৫টি চা বাগানের ভূমি তালুকী স্বত্ব ছিল। ১৯৬০-ইং সনের ত্রিপুরা ভূমি রাজস্ব ও ভূমি সংস্কার আইনের ১০৪ ধারার বিধান অনুসারে মধ্যস্ব সরকারে তুলত হইয়াছে। উক্ত

চা বাগানের মধ্যে ৫৪০ চা বাগানের ভূমি রাজস্ব ভেটিং-এর
ত প্রথমও নির্ধারিত হয় নাই। লোলাগড় চা বাগানের ভূমি রাজস্ব ভেটিং-এর
খ হতে ধার্য্য নইয়াছে। জোড় দ্বয় বিশিষ্ট শোভা চা বাগানেরও খরচ
হইয়াছে। ৫৪টি চা বাগানের মধ্যে ২৭টি বাগানের ভেটিং ডেটের পূর্ব পর্যন্ত
এ রাজস্ব ও লোলাগড় ও শোভা চা বাগানের ১৯৭০ইং পর্যন্ত রাজস্ব (বকেয়াসহ)
দেওয়া গেল। বাকী ২৭টি চা বাগানের বকেয়া ভূমি রাজস্বের পরিমাণ সংগ্রহ-
আছে।

| সদর মহকুমা | টাকা |
|------------------------|-----------|
| কৃষ্ণপুর | ৩,১৬২.৬৫ |
| মনহুলা | ১৩২.৩৬ |
| মোক্তনপুর | ১৩,৭৮০.৭৮ |
| উত্তর কলকলিয়া | ৪৪৬.৮৭ |
| সাউথ কলকলিয়া | ১৩.৪৮ |
| সেক্টাল টিপারা টি. কোং | ৫,১৮৬.৮২ |
| লক্ষ্মালোকা | ১৬৭.১৭ |
| আদারিনী | ৫৪.৭৫ |
| মেঘলীপাড়া | ১২৩.৩৭ |
| হরিশনগর | ১১,৬২১.৩৭ |
| মেঘলীবন্দ | ১২৩.০৮ |
| ঈশানপুর | ১১৭.৩৮ |
| খোয়াই মহকুমা | টাকা |
| খোয়াই | ১৬,৯৬৪.৬৬ |
| কল্যাণপুর | ১,৯৭৪.৫৪ |
| কৈলাশহর মহকুমা | টাকা |
| হাঁরাহড়া | ১২,৬০৭.৮০ |
| দেবহুল | ১৩,৭৬০.৭০ |
| মল্লভ্যালি | ২৬,৩৭২.১০ |
| মুতিহড়া | ৮,৮৮০.৩১ |
| হালাইহড়া | ১১,২০৪.৮৮ |
| অনিলা (সমকরপাড়া) | ৫.৫৫৪.৮০ |
| জগন্নাথপুর | ২৮,১৪০.৮৮ |

| | |
|---------------|-------------|
| ৮) সোনামুখী | ১,১২,০০১.০২ |
| ৯) গোলকপুর | ১৮,৬৮০.০০ |
| ১০) বাংকুং | ৯,২০৮.৬০ |
| ১১) নটিংহুড়া | ৪,৭৭৫.০০ |
| ১২) কালীশালন | ৮,১২৬.৫০ |
| ১৩) শোভা | ৩,৪৪৮.৩৭ |

সাবক্ষম গঠকুম্ভা

| | |
|------------|----------|
| ১) লুখিয়া | ৯৪.৮৯ |
| ২) লীলাগড় | ১,৪১৪.৭৬ |

- ২। ৫৪টি চা বাগানের ভূমি রাজস্ব ধার্য্য হয় নাই, কারণ ১৯৬০-৬১ সনের ভূমি রাজস্ব ও ভূমি সংস্কার আইনের ১০৬(১)(এফ) ধারা অনুসারে চা বাগানের প্রয়োজনীয় ভূমি রাখা সম্পর্কে আদেশ হয় নাই।

STARRED QUESTION NO. 783

By Shri Bhadrá Moni Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

- ১) স্বর্ণ নিরস্ত্রণের ফলে স্বর্ণ শিল্পীদের মধ্যে এ পর্য্যন্ত মোট কতজনের পুনর্বাসতি হয়েছে এবং মোট কতজনের পুনর্বাসতি বাকী আছে ?

উত্তর

- ২) ৪৭১ জন স্বর্ণ বেকার শিল্পী পুনর্বাসনের জন্য দরখাস্ত বহিষ্কার হইল। তন্মধ্যে ১৪৮ জন পুনর্বাসন পাঠিয়াছেন।

STARRED QUESTION NO. 801

By Shri Nripendra Chakraborty

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state—

QUESTION

- Whether venues for District Headquarters of Tripura North and Tripura South have been finally elected.
- If so, names of the venues.
- If not, reasons therefor.

ANSWER

- Yes.
- Kumarghat area for North Tripura District and Udaipur area for South Tripura District.
- Question does not arise in view of reply given against item 1 of the question.

STARRED QUESTION NO. 818

By Shri Madhusudan Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Community Development be pleased to state :—

প্রশ্ন

- ১। বিশাখ গড় রকে B. D. C. গঠনের কোন প্রস্তাব সরকারের আছে কি ?
- ২। যদি থাকে তবে কোন সনে তা বাস্তবে সম্পাদিত হইবে।

উত্তর

- ১। হ্যাঁ
- ২। এই সনেই তা গঠিত হইবে।

STARRED QUESTION NO. 827

By—Shri Madhusudan Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state—

প্রশ্ন

- ১) বিগত পাক ভারত যুদ্ধের সময় কতজন ভারতীয় নগরিক নিহত হইয়াছেন,
- ২) নিহতদের মধ্যে নাবালকের সংখ্যা কত ?
- ৩) নিহতদের মধ্যে কতজন ক্ষতিপূরণ পাওয়াছেন ?

উত্তর

- ১) ১১০ জন,
- ২) ২৫ জন নাবালক
- ৩) ১১০ জন নিহত ব্যক্তির পরিবারকে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হইয়াছে।

STARRED QUESTION No. 975

By Shri Sunil Ch. Dutta

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Land Revenue Department be pleased to state —

প্রশ্ন

- ক) চা বাগানগুলির ও আগরতলা শহরের Settlement কার্য সম্পন্ন না হওয়ায় ফলে সরকার এ পর্যন্ত মোট কত টাকার Revenue হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন ?

উত্তর

- ক) আগরতলা টাউন এবং চা বাগানগুলির বন্দোবস্ত কার্য সম্পন্ন না হওয়ায় সরকার কোন টাকা হইতে বঞ্চিত হয় নাই। রেকর্ড অব রাইটস ফাইনাল পাবলিকেশনের পরে বাকী ভূমি রাজস্ব আদায় করা হইবে।

UNSTARRED QUESTION NO. 203

By Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state—

QUESTION

- 1) What was the target for settlement of landless Agriculture labourers and the poor kishan khasland occupants during the year 1973-74.
- 2) To what extent the targets were fulfilled upto 31st October, 1973 ;
- 3) Details of the targets for Sonamura Division and extent of fulfilment within the 1972, April to October, 1973 ?

ANSWER

- 1) & 2) There was no target for 1973-74 10,852 landless families have been allotted lands upto October, 1973.
- 3) There was no target for Sonamura Sub-Division during 1973-74. 924 landless families have been settled in Sonamura Sub-Division.

UNSTARRED QUESTION NO 211

By Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

- ১) ত্রিপুরার মোট বকেয়া ভূমি রাজস্বের পরিমাণ ১৯৭২-৭৩ সন পর্য্যন্ত।
(বৎসর ভিত্তিক এবং মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)

উত্তর

- ১) ১৯৭২-৭৩ সন পর্য্যন্ত বকেয়া রাজস্বের মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :—

| | |
|------------|--------------|
| সদর— | ৩৬,২৭,২০৫.৬১ |
| সোনিমুড়া | ৪,৪৩,৪১০.০০ |
| খোয়াট | ৬,৫৩,৫৫৪.৬৭ |
| অন্নরপুত্র | ৩,৫৪,৪০১.২৮ |
| বিলোনিয়া | ৫,১২,০৭২.৫৬ |
| সাবকম | ২২,০২৪.৪৪ |
| উদয়পুর | ২,৮৮,৬২৫.৩৫ |
| কৈলাসহর | ৫,২২,০১২.১৫ |
| কমলপুর | ২,২৩,০০২.২২ |
| ধর্মনগর | ২,২৬,৭১২.৬০ |

(বৎসর ভিত্তিক বিবরণ সংগ্রহাধীন আছে)

UNSTARRED QUESTION NO. 449

By Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industry Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

- ১) ত্রিপুরায় সাবান তৈরীর কয়টি কারখানা আছে তাহাদের নাম ও ঠিকানা ?
- ২) প্রতিটি কারখানায় গড় পাঁচ বৎসরের বৎসর ভিত্তিক উৎপাদন ?

উত্তর

- ১) ত্রিপুরায় ১০টি (রেজিষ্টার্ড) সাবান তৈরীর কারখানা আছে। উহাদের নাম ও ঠিকানা নিম্নে দেওয়া হল :—

- ১) মেসার্স যুক্তা কেমিকেলস ওয়ার্কস্, মটর ট্যাংক, আগরতলা।
- ২) মেসার্স স্টার সোপ এন্ড কেণ্ডেল ওয়ার্কস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড, চিত্তরঞ্জন রোড, আগরতলা।
- ৩) মেসার্স সন্তোষ দত্ত, মটর ট্যাংক, আগরতলা।
- ৪) মেসার্স সেন কেমিকেল কোং, এটব ট্যাংক, আগরতলা।
- ৫) মেসার্স দত্ত সোপ ওয়ার্কস নেতাজী স্ত্রীয়া রোড, আগরতলা।
- ৬) মেসার্স সত্যনারায়ণ সোপ ফেক্টরী, ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট অরুণাচলনগর, আগরতলা, ত্রিপুরা।

- ৭) মেসার্স প্রীগোপাল সোপ ফেক্টরী, ধর্মনগর, উত্তর ত্রিপুরা।
- ৮) মেসার্স পোদার কেমিকেলস, বড়দোয়ালী, আগরতলা।
- ৯) মেসার্স শ্রুতা সোপ ওয়ার্কস, মসজিদ রোড, আগরতলা।
- ১০) মেসার্স প্রীনা কেমিকেল ওয়ার্ক, এ. এ. রোড, তেলিয়ানুড়া, ত্রিপুরা।
- ১১) মেসার্স পাল কেমিকেলস ওয়ার্কস, মহারাজগঞ্জ বাজার, গুড় পটি, আগরতলা।
- ১২) মেসার্স মল্লিক কানন সোপ ফেক্টরী, কৈলাশপুর, উত্তর ত্রিপুরা।
- ১৩) মেসার্স ঢাকা সোপ ওয়ার্কস, নেতাজী স্ত্রীয়া রোড, আগরতলা।
- ১৪) মেসার্স শঙ্কর সোপ ফেক্টরী, ধর্মনগর বাজার, ত্রিপুরা।
- ১৫) মেসার্স বিশ্বকর্মা সোপ ফেক্টরী, দাস পটি, আগরতলা।
- ১৬) মেসার্স বিউটি সোপ ওয়ার্কস, বাসারবাড়, ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা।
- ১৭) মেসার্স চাক্ষুশী সোপ ফ্যাক্টরী, কুষ্টি রোড, ধর্মনগর।
- ১৮) মেসার্স প্রীতামকৃষ্ণ সাবান কারখানা, গাংগাইল রোড আগরতলা।

- | | | |
|-------------------|------|-----------------|
| ২) ফ্যাক্টরীর নাম | বৎসর | উৎপাদনের পরিমাণ |
|-------------------|------|-----------------|

- ১) মেসার্স যুক্তা কেমিক্যাল

ওয়ার্কস

১৯৬৮-৬৯

২০ মে: টন

১৯৬৯-৭০

২৭

| ফেক্টৰীৰ নাম | বৎসৰ | উৎপাদনেৰ পৰিমাণ |
|--|---------|-----------------|
| | ১৯৭০-৭১ | ২৪'৩ " " |
| | ১৯৭১-৭২ | ১১'৯ " " |
| | ১৯৭২-৭৩ | ১০'৮ " " |
| ২) মেসার্স ষ্টাৰ সোপ এণ্ড
কেণ্ডেল ওয়াক্স | ১৯৬৮-৬৯ | ৮৪'০ " " |
| | ১৯৬৯-৭০ | ৪৫'০ " " |
| | ১৯৭০-৭১ | ৮৪'২ " " |
| | ১৯৭১-৭২ | ৮৫'০ " " |
| | ১৯৭২-৭৩ | নাই |
| ৩) মেসার্স দস্তাৰ দত্ত | ১৯৬৮-৬৯ | ৭৫'০০ " " |
| | ১৯৬৯-৭০ | ৮০'০০ " " |
| | ১৯৭০-৭১ | ১০৫'০০ " " |
| | ১৯৭১-৭২ | ৭৭'০০ " " |
| | ১৯৭২-৭৩ | ৬৫'০ " " |
| ৪) মেসার্স সেন কেমিক্যাল
কোম্পানী | ১৯৬৮-৬৯ | ৮৭'৫ " " |
| | ১৯৬৯-৭০ | ৮৬'০০ " " |
| | ১৯৭০-৭১ | ১৬৪'০০ " " |
| | ১৯৭১-৭২ | ১১৭'০০ " " |
| | ১৯৭২-৭৩ | ৯০'০০ " " |
| ৫) মেসার্স দস্তাৰ সোপ ওয়াক্স | ১৯৬৮-৬৯ | ১৬৬'২৬ " " |
| | ১৯৬৯-৭০ | ১২০'০০ " " |
| | ১৯৭০-৭১ | ১৫০'০২ " " |
| | ১৯৭১-৭২ | ১১৭'০০ " " |
| | ১৯৭২-৭৩ | ৬৯'৬০ " " |
| ৬) মেসার্স সত্যনাৰায়ণ
সোপ ফ্যাক্টৰী | ১৯৬৮-৬৯ | ১৮'০০ " " |
| | ১৯৬৯-৭০ | ২০'০০ " " |
| | ১৯৭০-৭১ | ২১'০০ " " |
| | ১৯৭১-৭২ | ২৫'০০ " " |
| | ১৯৭২-৭৩ | নাই |
| ৭) মেসার্স ঐগ্নোপাল সোপ
ফ্যাক্টৰী | ১৯৬৮-৬৯ | ১'৫ " " |
| | ১৯৬৯-৭০ | ৬৯'০০ " " |
| | ১৯৭০-৭১ | ৯২'০০ " " |
| | ১৯৭১-৭২ | ১৫০'০০ " " |
| | ১৯৭২-৭৩ | ১৫৪'০০ " " |

| | | |
|-------------------------------|---------|--------------|
| ৮) মেসার্স পোকাধ | | |
| কোমিকেলস্ | ১৯৬৮-৬৯ | ৭৩.০০ মে. টন |
| | ১৯৬৯-৭০ | ৭৩.০০ , , |
| | ১৯৭০-৭১ | নাই। |
| | ১৯৭১-৭২ | , , |
| | ১৯৭২-৭৩ | , , |
| ৯) মেসার্স জনতা সোপ | | |
| ওয়ার্কস | ১৯৬৯-৭০ | নাই। |
| | ১৯৭০-৭১ | ৩৩.৬ মে. টন |
| | ১৯৭১-৭২ | ৪৬.৫ , , |
| | ১৯৭২-৭৩ | নাই। |
| ১০) মেসার্স শ্রীমা কোমিকেলস্ | | |
| ওয়ার্কস | ১৯৬৯-৭০ | ২৪.০০ মে. টন |
| | ১৯৭০-৭১ | ২৭.০০ , , |
| | ১৯৭১-৭২ | ১৯.০০ , , |
| | ১৯৭২-৭৩ | ২০.০০ , , |
| ১১) মেসার্স পাল কোমিকেলস্ | | |
| ওয়ার্কস | ১৯৭১-৭২ | ৩৪.৫ মে. টন |
| | ১৯৭২-৭৩ | ১৫.০০ , , |
| ১২) মেসার্স মল্লিক কামিন সোপ্ | | |
| ফেক্টরী | ১৯৭১-৭২ | ৪.০০ মে. টন |
| | ১৯৭২-৭৩ | নাই। |
| ১৩) মেসার্স ঢাকা সোপ্ | | |
| ওয়ার্কস | ১৯৭০-৭১ | নাই। |
| | ১৯৭১-৭২ | ১৯.১ মে. টন |
| | ১৯৭২-৭৩ | ১৮.১ , , |
| ১৪) মেসার্স শংকর সোপ | | |
| ফেক্টরী | ১৯৭০-৭১ | নাই। |
| | ১৯৭১-৭২ | ৫.০০ মে. টন |
| | ১৯৭২-৭৩ | নাই। |
| ১৫) মেসার্স বিশ্বকর্মা সোপ্ | | |
| ফেক্টরী | ১৯৭০-৭১ | নাই। |
| | ১৯৭১-৭২ | , , |
| | ১৯৭২-৭৩ | , , |

| | | |
|--------------------------------------|---------|--------------|
| ১৬) মেসার্স বিউটি সোপ্, | | |
| ওয়ার্কস | ১৯৭০-৭১ | ৫'১ মে. টন |
| | ১৯৭১-৭২ | ৮২'৫ , , |
| | ১৯৭২-৭৩ | ৪৩'১ , , |
| ১৭) মেসার্স ঢাকেশ্বরী সোপ্, | | |
| ফেক্টরী | ১৯৭১-৭২ | নাই। |
| | ১৯৭২-৭৩ | ২৭'০০ মে. টন |
| ১৮) মেসার্স শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ সাবান | | |
| কারখানা | ১৯৭১-৭২ | নাই। |
| | ১৯৭২-৭৩ | ১৩'০০ মে. টন |

UNSTARRED QUESTION No. 599

By Shri Abhiram Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state : —

প্রশ্ন

- ১) বোম্বাই মহাজননী আইন অনুযায়ী প্রিপারাইড কন্ট্রোল মেকানিজম লাইসেন্স করিয়াছে।
- ২) তাহাদের নাম ও ঠিকানা।

উত্তর

- ১) ২৫ জন
- ২) ১) নিত্যানন্দ ধর s/o. ৮ গ্রামাচার্য ধর
কাসারীপটি, আগরতলা।
- ২) গোপাল চন্দ্র দেব s/o. ৮ লক্ষ্মীকুমার দেব
কাসারী পটি, আগরতলা।
- ৩) জীরমোহন দেবনাথ s/o. ৮ বঙ্কবিহারী দেবনাথ
বনমালীপুর, আগরতলা।
- ৪) কৃষ্ণধন বর্ধন s/o. নরেশ চন্দ্র বর্ধন
কাসারীপটি, আগরতলা।
- ৫) গৌর চন্দ্র সাহা s/o. শ্রীমলাল সাহা
হরিগঙ্গা বসাক বোড, আগরতলা।

- ৬) নৃপেন্দ্র চন্দ্র বণিক s/o. নরেন্দ্র চন্দ্র বণিক
বনমালীপুর, আগরতলা।
- ৭) যোগেন্দ্র চন্দ্র দাস s/o. অশ্রম কুমার দাস
বিলোনিয়া টাউন।
- ৮) শ্রীমতি হরমোহিনী বৈদ্য w/o. স্বকুমার বৈদ্য
দক্ষিণ বিলোনিয়া।
- ৯) হর্গাচন্দ্র সাতা s/o. রামদাস সাতারায়
বিলোনিয়া টাউন।
- ১০) শ্রীমতি জ্যোৎস্নারানী সাতারায় w/o. হর্গাচন্দ্র সাতারায়
বিলোনিয়া টাউন।
- ১১) কালচাঁন্দ্র সাতা s/o. যোগেন্দ্র কুমার সাতা
শান্তিপুর, বিলোনিয়া।
- ১২) শ্রীমতি সুলেখা বৈদ্য w/o. বলহর্চাঁন্দ্র বৈদ্য
রাধাকিশোরপুর, উদয়পুর।
- ১৩) নরেন্দ্র চন্দ্র দে s/o. হরিচরণ দে, উদয়পুর।
- ১৪) শ্রীমতি বেঙ্গকা ভৌমিক, পানিচৌকী বাজার,
কৈলাসহর।
- ১৫) শান্তিলাল প্রমথলাল জৈন, পানিচৌকী বাজার,
কৈলাসহর।
- ১৬) নরেন্দ্রনাথ দাস, পানিচৌকী বাজার,
কৈলাসহর।
- (১৭) শ্রীপ্রভাবতী কব, ফটিয়া, কৈলাসহর।
- (১৮) শ্রীঅমর চন্দ্র পাল, ধর্মনগর।
- (১৯) শ্রীযোগেন্দ্র চন্দ্র ধর, তরুয়া, ধর্মনগর।
- (২০) শ্রীবীরেন্দ্র কুমার চক্রবর্তী, শনিছরা, ধর্মনগর।
- (২১) শ্রীব্রজ কুমার নাথ, রাধাপুর, ধর্মনগর।
- (২২) শ্রীমকুল চন্দ্র সিন্ধা, রাভবাড়ী, ধর্মনগর।
- (২৩) শ্রীমতি নিরদা সুলতানী দেবী, রাধাপুর, ধর্মনগর।
- (২৪) শ্রীমনোরঞ্জন গোস্বামী, কদমতলা, ধর্মনগর।
- (২৫) শ্রীসমিনী বসু, কমলপুর।

UNSTARRED QUESTION NO. 683

By Shri Radharaman Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Public Relations & Tourism Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

- ১। মোকনপুর ব্লকের অধীনস্থ মোকনপুর সাব-ইনফরমেশন সেন্টারটি চালু আছে কিনা :
- ক) যদি চালু থাকে তবে তাত্ কীতিমত খোলা হয় কিনা এবং ঐ সাব-ইনফরমেশন সেন্টার এ কীতিমত পত্র পত্রিকা থাকে কিনা এবং পাঠোপযোগী কোন বই পত্র সেখানে আছে কি ?
- খ) যদি সেখানে পাঠোপযোগী বই থাকিয়া থাকে তবে সেগুলি পাঠেচ্ছ ব্যক্তিদের সুলভ প্রাপ্য কিনা ?
- গ) উপরিউক্ত সেন্টার এ পত্র পত্রিকা পঠেচ্ছ ব্যক্তিদের জন্য সুলভ ব্যবস্থা আছে কি ?
- ঘ) যদি না থাকে তাহার কারণ কি ?

উত্তর

- ১। মোকনপুর সাব-ইনফরমেশন সেন্টার নামে পচার বিভাগের অধীনে একটি সাব-ইনফরমেশন সেন্টার আছে।
- ক) সাব-ইনফরমেশন সেন্টারে আপাতত পত্রিকা সরবরাহ ব্যবস্থা বন্ধ আছে। সাব-ইনফরমেশন সেন্টারে কোন বই দেওয়া হয় না।
- খ) প্রশ্ন উঠে না।
- গ) পত্রিকা সরবরাহ ব্যবস্থা ছাড়া আর অন্যান্য সব ব্যবস্থা সাব ইনফরমেশন সেন্টারের কমিটি কর্তৃক ব্যবস্থা হইয়া থাকে।
- ঘ) প্রশ্ন উঠে না।

UNSTARRED QUESTION NO. 892

Shri Parna Mohan Tripura

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

- ১) কৈলাশতর হৈলেংটা বাজারটি উন্নয়নের কোন সরকারী পরিকল্পনা আছে কি ?
- ২) থাকিলে কোন অর্থ বছরে কার্যকর করা যাইবে ?

উত্তর

- ১) হ্যাঁ।
- ২) ১৯৭৪-৭৫ ইং সনে তার কার্য গ্রহণ করা যাইতে পারে।

UNSTARRED QUESTION NO. 904

By Shri Baju Ban Riyan,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industry Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

- ১) ত্রিপুরায় বেশম শিল্পের পরিকল্পনা কার্যাকরী ২৩য়ার পর থেকে ১৯৭৪ ইং সনের জ্যৈষ্ঠয়ার পর্যন্ত যতটা বেশম শিল্পকেন্দ্র খোলা হইয়াছে তার নাম; এবং
- ২) প্রতিটি শিল্পকেন্দ্রের গত তিন আর্থিক বছরের উৎপাদন বায় ও উৎপাদনের হিসাব।

উত্তর

- | ক্রমিক নং | নাম | কবে খোলা হইয়াছে |
|-----------|---|------------------|
| ক) | সিদ্ধ ওয়ারম্‌ রিয়ারিং এণ্ড ডেমনেষ্ট্রেশন সেন্টার,
বিশ্বামগঞ্জ, পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা। | অক্টোবর, ১৯৫৯ ইং |
| (খ) | সিদ্ধ ওয়ারম্‌ রিয়ারিং এণ্ড ডেমনেষ্ট্রেশন সেন্টার,
চম্পকনগর, পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা। | অক্টোবর, ১৯৫৯ ইং |

গ) সিদ্ধওয়ারম্ বিয়ারিং এণ্ড ডেমনষ্ট্রেশন সেক্টর, গাছবাড়ী, ১১৬১ ইং
করমহড়া, উত্তর ত্রিপুরা জিলা।

ঘ) সিদ্ধওয়ারম্ বিয়ারিং এই ডেমনষ্ট্রেশন সেক্টর, ফেঞ্চবাড়ী, ১১৬২ ইং
বগাফা, দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলা।

২। ক) সিদ্ধওয়ারম্ বিয়ারিং এণ্ড ডেমনষ্ট্রেশন সেক্টর
গুলির জন্ত পৃথক পৃথক ভাবে কোন অর্থ বরাদ্দ
করা হয় না। সেই জন্ত প্রতি ফার্মের প্রবচ
পৃথক ভাবে রাখা হয় না।

খ) উৎপাদনের হিসাব নিয়ে দেওয়া হইল —

| ক্রমিক নং | নাম | ১৯১০-১১ | ১৯১১-১২ | ১৯১২-১৩ |
|-----------|--|--|---|---|
| ক) | সিদ্ধওয়ারম্ বিয়ারিং এণ্ড ডেমনষ্ট্রেশন সেক্টর, বিশ্রামগঞ্জ, পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা। | লেইংস্ এরি ১৫৫০
রোগ মুক্ত লেইংস্ মালবেরি ১১৫ ,,
শুটি এরি ৩০ কে, জি
মালবেরি ৩০ ,, ,,
ভেরণ বীজ ১২ ,, , | লেইংস্ এরি ১২,৬০২
রোগ মুক্ত লেইংস্ মালবেরি ১০ ,,
শুটি এরি ৩০ কে, জি, মালবেরি ১০৫
মালবেরি ৪ ১, ,,
ভেরণ বীজ ১০ ,, | লেইংস্ এরি ১২,৬৮১
রোগ মুক্ত লেইংস্ মালবেরি ২০৫
শুটি এরি ৩ কে, জি,
ভেরণ বীজ ১২ ,, |

| | | | | |
|----|---|--|---|---|
| খ) | সিদ্ধওয়ারম্ বিয়ারিং এণ্ড ডেমনষ্ট্রেশন সেক্টর চম্পকনগর পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা। | লেইংস্ মালবেরি ১৪০
রোগ মুক্ত লেইংস্ তরস ১৫ ,,
শুটি মালবেরি ৫৫ কে, জি,
তরস ৫টি | লেইংস্ মালবেরি ২৮০
রোগ মুক্ত লেইংস্ তরস ৫২ ,,
শুটি মালবেরি ৩৫ কে, জি,
তরস ২১৫ টি | লেইংস্ মালবেরি ২১০
রোগ মুক্ত লেইংস্ তরস ৫১ কে, জি, |
|----|---|--|---|---|

| ক্রমিক নং | নাম | ১৯১০-১১ | ১৯১১-১২ | ১৯১২-১৩ |
|-----------|---|--|--|---|
| গ) | সিদ্ধওয়ারম্ বিয়ারিং এণ্ড ডেমনষ্ট্রেশন সেক্টর করমহড়া উত্তর ত্রিপুরা জিলা। | লেইংস্ এরি ৬,১১৫
মালবেরি ১২৫ লেইংস্ তরস ৫ ,,
শুটি এরি ২২ কে, জি,
মালবেরি ১০ ,, ,,
ভেরণ বীজ ১৩ ,, | লেইংস্ এরি ৬,৮০০
রোগ মুক্ত লেইংস্ মালবেরি ৩০ ,,
তরস ১০ ,,
শুটি এরি ২৫ কে, জি,
মালবেরি ৪
ভেরণ বীজ ১০ | লেইংস্ এরি ৮,৪৯৪
রোগ মুক্ত লেইংস্ মালবেরি ৩৫ ,,
শুটি এরি ৩১ কে, জি,
মালবেরি ২
ভেরণ বীজ ১০ কে, জি, |

- ঘ) সিকওয়ার্থ বিয়ারিং এণ্ড লেইংস এরি ১,২১১ লেইংস এরি লেইংস এরি ১,৩৮০
 ডেমনষ্ট্রেশান সেন্টার যোগ মুক্ত লেইংস ৭,২৬২ যোগ যোগ মুক্ত লেইংস
 বগাফা, দক্ষিণ মালবেরি ১১৫ ,, মুক্ত লেইংস মালবেরি ৪০ ,,
 জিগুয়া জিলা। গুটি এর ৩৩ কে,জি, মালবেরি ৩৬ গুটি এরি ৩১ কে, জি
 মালবেরি ৩০ ,, লেইংস মালবেরি ১১ ,,
 এরি স্কুড। ১ ,, গুটি এরি ২৫ ভেরণ বোজ ১০ ,,
 ভেরণ বোজ ১২ ,, কে, জি
 মালবেরি ৭ কে, জি,
 ভেরণ বোজ ১০ ,,

UNSTARRED QUESTION NO 829

by Shri Madhusudan Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Community Development be pleased to state :—

প্রশ্ন

- ১। বিপুলপড় ব্লকে বিভাজন করার কোন প্রস্তাব সরকারের বিবেচনাদীন আছে কি ?
- ২। যদি বিভাজন করা হয় তবে সে ব্লকে কখন এবং কয় ভাগে ভাগ করা হইবে।

উত্তর

- ১। আপাতত নাই।
- ২। প্রশ্ন উঠে না।

**PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY
ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE
CONSTITUTION OF INDIA.**

the 1st April 1974.

The House met in the Assembly House (Ujjwanta Palace), Agartala at 12-30 P. M. on Monday, the 1st April, 1974.

PRESENT

Shri Usha Ranjan Sen, Deputy Speaker in the Chair, Chief Minister, 4 Ministers, 2 Deputy Ministers and 56 Members.

Mr. Speaker :—To-day in the List of Buisness are the following Questions to be answered by the Ministers concerned. Starred question—Shri Chandra Sekhar Dutta.

Shri Chandra Sekhar Dutta:—Starred Question No. 232.

Shri Basana Chakraborty ;— . Starred Question No. 232.

প্রশ্ন

১। বর্তমানে বিলোন্মীয়ার রাজনগর ও বর্গাফা ব্রহ্মাধীন-এ কোথায় কোথায় সমাজ শিক্ষা কেন্দ্র আছে ?

উত্তর

নিম্নলিখিত সমাজ শিক্ষা কেন্দ্রগুলি রাজনগর ব্রহ্মাধীন অবস্থিত :—

(১) রাজনগর (২) দুর্গাপুর (৩) বড় পাথারী (৪) বঙ্গামুখা (৫) শিশুবিহার, বিলোন্মিয়া (৬) সারাসোয়া (৭) আর্থাকলোনি (৮) কলাবারিয়া (৯) জৈনচন্দ্রনগর (১০) উত্তর মর্জাপুর (১১) চিত্রামারা (১২) ইউ. বি. সি. নগর (১৩) মোতাং, রাজনগর (১৪) চব্বিপুর (উত্তর) (১৫) চব্বিপুর (দক্ষিণ) (১৬) শিবপুর (১৭) কুম্বনগর (১৮) আজগর বহমানপুর (১৯) রাংগামুড়া (ব্যক্তিগত শিক্ষা কেন্দ্র) এবং (২০) জনপুর বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র)।

প্রশ্ন

২। এই সমাজ শিক্ষা কেন্দ্রগুলি জিলা পরিদর্শক মহাশয় পরিদর্শন করেছেন কি ?

নিম্নলিখিত সমাজ শিক্ষা কেন্দ্রগুলি বর্গাফা ব্রহ্মাধীন অবস্থিত :—

(১) বীরচন্দ্রনগর (২) ময়ূ (৩) কাকননগর (৪) পূর্ব বর্গাফা (৫) স্রুজায় কলোনি (৬) বেতাগা (৭) লক্ষ্মীছড়া (৮) পূর্ব চরকবাড়ি (৯) পশ্চিম চরকবাড়ি (১০) উত্তর মুহুরীপুর (১১) মুহুরীপুর (১২) দক্ষিণ মুহুরীপুর (১৩) কালমা (১৪) কলদী (১৫) বাগানবাড়ী (১৬) জোলাইবাড়ী (১৭) পশ্চিম জোলাইবাড়ী (১৮) মধ্য পিলাক (১৯) টাকমাছড়া (২০) পশ্চিম পিলাক (২১) সাহাপাথর এবং (২২) দেবদাক :

ঐ কেন্দ্রগুলি পরিদর্শক মহাশয় পরিদর্শন করেন নাও কারণ এ সমাজ শিক্ষা কেন্দ্রগুলি সংশ্লিষ্ট ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসার মহোদয় পরিদর্শন করেছেন। পূর্বে পরিদর্শক নিযুক্ত না হওয়ায় এটি ভাবেই কেন্দ্রগুলি পরিদর্শন করা হত। তবে বর্তমানে পরিদর্শক 'নয়ুজিও' পর সেই কেন্দ্রগুলি পরিদর্শক মহাশয় দেখতে শুরু করেছেন।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে রাজনগর ব্লকের য় সেণ্টারের কথা বলেছেন মাননীয় মন্ত্রী 'কি উত্তর দেবেন অগ্নয়ুথের শিবপুত্র কে কোন সমাজ শিক্ষা কেন্দ্র ছিল কি না এবং আছে কি না ?

শ্রী বাসনা চক্রবর্তী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, অগ্নয়ুথ কে কোন কেন্দ্র নেই।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, ১৯৭০-৭১ সাল পর্যন্ত এটা চালু ছিল সেই সেণ্টারটা এখন কে খায় ?

শ্রী বাসনা চক্রবর্তী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এমন কোন তথ্য এখন আমার কাছে নেই। তবে অগ্নয়ুথ কে কোন কেন্দ্র নেই।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, সেণ্টার আগে ছিল এখন সেণ্টারটা চালু করার ব্যবস্থা করবেন কিনা ?

শ্রীমতী বাসনা চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার শ্রাব, আমি বলছি এইরকম কোন কেন্দ্র—আমার কাছে যে সমস্ত সংবাদ আছে—এমন কোন কেন্দ্র নেই। বাক্তি সেটা পুনরায় চালু করা সম্ভব কিনা সেই প্রশ্ন আসে না। তবে নতুন করে কোন কেন্দ্র হতে পারে 'কি না তা যদি প্রশ্ন হয়, তাহলে আমি চিন্তা করে দেখতে পারি।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, সেখানে সেট ব ছিল মাইলও একজন ছিল—একজন এস, ই, ডাবলিও, ছিলেন অনেক দিন পর্যন্ত এখন সেট সেণ্টারটা কোথায় এবং যদি কোন কারণে সেটা বন্ধ থাকে তাহলে সেটা পুনরায় চালু করার ব্যবস্থা করবেন কি না / আমি নতুনভাবে চাইছি না। আমি পুরানটাই চাইছি।

শ্রীমতী বাসনা চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার শ্রাব, যেখানে কেন্দ্র নাহ সেখানে আবার কেন্দ্র চালু করার প্রশ্নও কতে পারে কি না—যদি মাননীয় সদস্যের কোন খবর জানা থাকে সেখানে একটা কেন্দ্র ছিল সরকারী প্রাচষ্টায় তার সেই সম্পর্কে আমি গৌরব খবর নিতে পারি (ইন্টারপোলান)

শ্রীমুশীল সাহা :—মাননীয় সদস্য যেখানে বলেছেন যে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত সেখানে সেণ্টার ছিল, সেখানে ছিল কি না এটি প্রশ্ন উঠে না। যেখানে একজন সদস্য বলেছেন যে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত সেটা চালু ছিল সেটা এখন কেন বন্ধ এটি কথা উনি জানাবেন কি না ?

শ্রীমতী বাসনা চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার শ্রাব, মাননীয় সদস্যকে আমি অনুরোধ করছি এটি সম্পর্কে তিনি যদি প্রথমে প্রশ্ন করেন (ইন্টারপোলান)

শ্রীকানীপদ ব্যানার্জী :—মাননীয় মন্ত্রী তদন্ত করে দেখুন সত্যি সত্যি ছিল কি না এবং এখন সেটা কোথায় গেল...

শ্রীমতি বাসনা চক্রবর্তী:—এই রকম কেন্দ্র আছে বলতে আমার কাছে খবর নেই—কাজেই এই সমস্ত খবর এসেছিলো—অসত্য তথ্য আমি দিতে পারিনা, সেহ তত্ত্ব এঃ কথা বলছি (ইন্টারপাশান)

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী:—এহ বিষয়ে তদন্ত করে দেখবেন কি না (ইন্টারপাশান) উনি তদন্তের কথা বলেন নি উনি বলেছেন অসত্য তথ্য—আমরা অসত্য তথ্য পরিবেশন করতে পেলি না। তদন্ত করে দেখুন

শ্রীমতি বাসনা চক্রবর্তী:—মাননীয় সদস্য যখন বলেছেন নিচয়ঃ তদন্ত করে দেখা হবে।

শ্রীসুশীল সাহা:—মাননীয় মহা বলেছেন জেলা পরিদর্শক স্কুল ভিঃটি করতে শুরু করেছেন। দয়া করে জানবেন কি এ পর্যন্ত জেলা পরিদর্শক কয়টা স্কুল এবং কোন কোন স্কুল পরিদর্শন করেছেন ?

শ্রীমতি বাসনা চক্রবর্তী:—মাননীয় স্পীকার স্যার, জেলা পরিদর্শক মহাশয় ১৯৭৮ সাল নতুন এমপ্লয়মেন্ট গেয়েছেন এবং এপয়েন্টমেন্ট পাওয়ার পর তিনি অন্ততঃ ৩৫ বেল কিছুদিন সেখানে গ'কতে পারেন নি। এর পর উনি কোন কোন স্কুল দেখেছেন ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর যদি আমাকে দিত ত'য় তাহলে সমস্ত তথ্য আনতে হবে তারপর সেহ উত্তর দিতে পারব।

শ্রীসুশীল সাহা:—আমি মাননীয় স্পীকার মহোদয়ের নৃষ্টি আকর্ষণ করছি—জেলা পরিদর্শক স্কুল পরিদর্শন করতে আরম্ভ করেছেন। কোন কোন স্কুল পরিদর্শন করেছেন সেটা না থাকাতা কি রকম কি কি রকম মনে হচ্ছে স্যার।

শ্রীমতি বাসনা চক্রবর্তী:—মাননীয় স্পীকার স্যার, ঐ প্রত্যেকই যাচ্ছেন সেই খবর পেয়েছি। তবে কোন কোন স্কুল গিয়েছেন সেহ তথ্য আমার কাছে নেই।

শ্রীমৃপেন্দ্র চক্রবর্তী:—মাননীয় মহাশয়, এই সমস্ত শিক্ষা কেন্দ্রগুলি যে বিভিন্ন জায়গায় বসান হ'ল—কি ভিত্তিতে স্থান নির্বাচন করা হয় বা এলাকা নির্বাচন করা হয় ?

শ্রীমতী বাসনা চক্রবর্তী:—মাননীয় স্পীকার স্যার, সাধারণত যেখানে জনসাধারণ নিজেরা উৎসাহ দিয়ে জায়গা এবং ঘর করে দেন সরকারী প্লেফিকেশান অস্থায়ী অথবা স্থায়ী প্রতিষ্ঠান দেন যে আমরা সরকারী প্লেফিকেশান অস্থায়ী ঘর করে দেব সেখানেই স্কুল করে থাকি। তবে পপুলেশানেরও মূল্য আছে। যেখানে পপুলেশান বেশী থাকে সেখানেই সাধারণত আমরা দেওয়ার চেষ্টা করে থাকি।

শ্রীমৃপেন্দ্র চক্রবর্তী:—মাননীয় মহাশয় প্রশ্ন করা কি কি কন্ডিশন ফুলফিল কবলে এই ধরনের একটা কেন্দ্র স্থাপন করা হয় ?

শ্রীমতী বাসনা চক্রবর্তী:—মাননীয় স্পীকার স্যার, আগে নিয়ম ছিল অন্ততঃ পক্ষে ৬ কানি জায়গা থাকলে—গ্রামাঞ্চলে আমরা স্কুলগুলি করি সত্বরে ক'ব না। কাজেই গ্রামাঞ্চলে ৫ কানি জায়গা দেওয়ার নিয়ম ছিল। যদি স্কুল সংলগ্ন জমি না থাকলেও অনেক সময় আমরা সেখানে খাস জমিও বন্দোবস্ত করার নির্দেশ দেওয়া আছে—এবং যারা সেট সমস্ত পূরণ করতে পারেন সাধারণত সেখানেই স্কুল করি। এমনও দেখা যায় যে গরীব জনসাধারণ অনেক সময় এতটা জায়গা দিতে পারে না—আমরা এই বছর থেকে কিছুটা বিলাকস করার চিন্তা করছি।

শ্রীমতী প্রমীলা চক্রবর্তী :— ওয়ান সার্টিফিকেটার্স, স্ত্রী, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে এই যে দুইটি এক সেখানে কয়টা আবেদন পত্র আছে গ্রাম বাসীর থেকে যে আমরা কণ্ডিশন ফুলফিল করণে এবং সন্তুলাবিবেচনাধীন কয়টা আবেদন পত্র আছে সন্তুটা জানাবেন কি ?

শ্রীমতী বাসনা চক্রবর্তী :— মাননীয় সদস্য যদি এই প্রশ্ন জানতে চান তবে আমাকে আলাদাভাবে প্রশ্ন করতে হবে। কারণ আমার কাছে সম্পূর্ণ আবেদন পত্রগুলির তিসাব নেই। কাজেই আলাদাভাবে প্রশ্ন করলে আমি সেইটুকু বলে দেবো।

শ্রীমতী রমেশচন্দ্র রায় :— সার্টিফিকেটার্স স্ত্রী, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে যদি জনসাধারণদের চাকিদা থাকে এবং জাতি দেয়, ঘরদরজা কবে দেয় তাহলে এই রকম ক্ষেত্রে ট্রান্সমিসিবেল সেন্টার দেবেন কি ?

শ্রীমতী বাসনা চক্রবর্তী :— ফুলফিলের কথাটিও আমাদেরকে চিন্তা করতে হয় সব জায়গায় আমরা সব সময় পাবি না তবে যতটুকু সম্ভব আমরা এতদিকে দৃষ্টি রেখেই চলি।

শ্রীমতী শেখর দত্ত :— সার্টিফিকেটার্স স্ত্রী, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যে সমাজ শিক্ষা কেন্দ্রগুলির হিসাব দিয়েছেন ঐ সব সেন্টারগুলিতে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদেরকে পড়ানোর কাজ কি ধরনের শিক্ষা চালু করার প্রাতিশ্রুতি আছে।

শ্রীমতী বাসনা চক্রবর্তী :— সাধারণতঃ ১৯৭১ সাল থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ অনুসারে গ্রাম্যার শেখের দ্বারা পণ করা ছেলে অথবা মেয়ে এত সব কেন্দ্রের শিক্ষার দায়িত্ব নেন। এর আগে পর্যন্ত নন-মিট্রিকদেরকে নেওয়া হতো এবং তাদেরকে একটা শর্ট কোর্স ট্রেনিং দেওয়া হয় ডিপার্টমেন্ট থেকে।

শ্রীমতী দেববর্মা :— সার্টিফিকেটার্স স্ত্রী, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে কোন জায়গায় যে সমস্ত কণ্ডিশনের কথা বললেন তা পূরণ করার পবিত্র আওরিত্ত্ব ঘর তৈরী করার পবিত্র দেওয়া হয় না? এমন কোন জায়গা যদি থাকে তা তদন্ত করে দেখবেন কি না এবং সেই রকম একটা পত্রের কথা আমি বলছি বিগ্রাম গঞ্জের শিলাহাড়াতে এই রকম একটা ঘটনা হয়েছে তারা ঘর তৈরী করেছিল কিন্তু মহাশয় পাব নাট।

শ্রীমতী বাসনা চক্রবর্তী :— এই রকম যদি খবর থাকে আমি মাননীয় সদস্যর কথা শুনেছি আমি সেই সম্পর্কে কার্যকরী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

শ্রীমতী কুমার মজুমদার :— সার্টিফিকেটার্স স্ত্রী, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে রাজনগর ও বগাইল ব্লকপান যে সমস্ত জায়গায় সমাজ শিক্ষা কেন্দ্র আছে, অনেকগুলির নাম উনি বলেছেন সেই কেন্দ্রগুলিতে কয়টাতে মনটেচাড়া পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে ?

শ্রীমতী বাসনা চক্রবর্তী :— প্রায় সবটাইতে একই পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়া হয় আলাদাভাবে মনটেচাড়া বলে আলাদা কিছু নেই তবে মনটেচাড়া পদ্ধতির মতই সবগুলিতে শিক্ষা দেওয়া হয়।

শ্রীমতী কুমার মজুমদার :— তাহলে কি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাতে পারেন যে সবগুলি স্কুলই মনটেচাড়া পদ্ধতিতে শিক্ষা দিতে পারে এই রকম এ, সি, ডবলিউ আছে, এ, সি, ডবলিউ সব স্কুলগুলিতে আছে কি না যারা মনটেচাড়া পদ্ধতিতে শিক্ষা দিতে পারে ?

ক্রীমতী বাসনা চক্রবর্তী :— মাননীয় সদস্য আমি এইটুকু বলেছি যে যারা নাকি টাচাস'রা আছেন তারদেরকে একটা শট কোর্সে ট্রেনিং দেওয়া হয় তবে যাদেরকে দেওয়া হয় না? তাদেরকে ধীরে ধীরে ট্রেনিং দেওয়ানো হচ্ছে।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে বিলোনিয়ার যে সব সংখ্যা দিয়েছেন এতে গজারিয়া পশ্মনগর সমাজসংস্কার নামে কোন কেন্দ্র আছে কি না?

ক্রীমতী বাসনা চক্রবর্তী :— মাননীয় সদস্য আমি বুঝতে পারি নি প্রশ্নটা।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :— আমার এখানে একটা লিষ্ট আছে যে লিষ্ট পড়েছেন সেখানে পশ্মনগর গজারিয়া পশ্মনগর নামের কোন উল্লেখ নাই তাই আমি জিজ্ঞাসা করছি যে গজারিয়া, পশ্মনগর নামে কোন স্টেট আছে কি না?

ক্রীমতী বাসনা চক্রবর্তী :— মাননীয় সদস্য আমি তো সম্পূর্ণ লিষ্ট টাউন্সের সামনে পরিবেশন করেছি।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :— মাননীয় স্পীকার শ্রী, আমার একটা প্রশ্ন ১৯৭৩ ইংরেজীতে জুলাই মাসে পশ্মনগর পাতাল দত্ত নামে একজন মাষ্টারকে পোষ্টিং দেওয়া হয়েছে এ, সি, ডাবলিউ এস বেসেট শিক্ষক এখন কোথায় আছেন?

ক্রীমতী বাসনা চক্রবর্তী :— মাননীয় স্পীকার শ্রী, যদিও সেটটা সেপারেট প্রশ্ন তবুও আমরা জানা আছে তাই বলছি যে শিক্ষককে আফগান রহমানপুর স্কুলে দেওয়া হয়েছে সেখানে পশ্মনগরে দেওয়া হয় নি।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীশ্রী কৃষ্ণ।

শ্রীশ্রী কৃষ্ণ :— মাননীয় স্পীকার শ্রী কোয়েন্টান নং ৫৬৭।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় কোয়েন্টান নং ৫৬৭।

প্রশ্ন

উত্তর

১) গত ২৬-১১-৭৩ তারিখে কান্দনপুর থানার সাতনাল। ২) না মহাশয়।

গ্রামে দুজন সি, আর, পি, হামলা দিয়ে নারী

নিষাভনের চেটা করে সরকার তাকে জানেন কি এবং

২) যদি অবগত থাকেন, এট সি, আর, পি, দুজনের ২) প্রশ্ন উঠে না।

বাক্যে কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে?

শ্রীমূপেন্দ্র চক্রবর্তী :— সার্লিমেন্টারী শ্রী, মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় জানাবেন কি যে এই কান্দনপুর সাতনাল গ্রামে ডিসেম্বর মাসে কোন সি, আর, পি, হামলা হয়েছে কি না?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, স্পেসিফিক কোয়েন্টানের উত্তর আমি দিয়েছি এবং ডিসেম্বর কিংবা সেই বছরের পাবন যদি জানতে হয় তাহলে অসুভাবে নোটিশ দিতে হবে।

শ্রীমূপেন্দ্র চক্রবর্তী :— সার্লিমেন্টারী শ্রী, মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় কি অধীকার করছেন যে সাত নাল গ্রামে কোন সি, আর, পি, হামলা হয় নাই?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছি যে ২৬ তারিখের কথা যেটা বলা হয়েছে সেটটা হয় নি।

শ্রীমূপেন্দ্র চক্রবর্তী :— সার, আমার প্রশ্নটাতো তা নয়, আমার প্রশ্নটা হচ্ছে যে সাতনাল গ্রামে কোন সি, আর, পি, হামলা হয়েছে কি না?

মি: ডেপুটি স্পীকার :— মূল প্রশ্নটি ছিল ১৬ তারিখের—

শ্রীমতী চক্রবর্তী :— ভালো উনি বলুন যে এটিটা সেপারেট কোয়েশন। আমি ২৬ তারিখের কথা জিজ্ঞাসা করিনি, আমি জিজ্ঞাসা করছিলাম যে সাতনালা গ্রামে কানুনগুর সাতনালা গ্রামে কোন সি, আর, পির কামলা রয়েছে কিনা মাননীয় মন্ত্রীশায় জানেন কি?

শ্রী শ্রীমন্ত সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোন সনে কোন উয়ায়ে কোন তারিখে সেটী না বলে আমি কি করে বলবো?

শ্রীমতী চক্রবর্তী :— সার্ভেয়িং মেনটার স্তাব, ১৯৭৩ সালে এট রকম কোন কামলা রয়েছে মাননীয় মন্ত্রীশায় জানেন কিনা?

শ্রী শ্রীমন্ত সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ১৯৭৩ সালে এট ধরনের ঘটনা হয়েছে বলে আমার জানা নেই।

মি: স্পীকার :— শ্রীমন্ত সেনগুপ্ত রায়।

শ্রীমন্ত সেনগুপ্ত রায় :— মাননীয় স্পীকার সাহেব, কোয়েশন নম্বর ৭৩৯।

শ্রী শ্রীমন্ত সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোয়েশন নম্বর ৭৩৯।

প্রশ্ন

- ১) চাকুরী সর্বক বা কমচারীগণের রিটার্মেন্টের সময় অতিক্রম হয়ে গেলেও যে সকল ক্ষেত্রে অ্যাক্সটেনশন দেওয়া হয় তাহা কি কি নিয়মের ভিত্তিতে দেয়া থাকে?

উত্তর

- ১) জনসার্ভিসে গার্ডে বিশেষ বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কমচারীদের পক্ষে অভিজ্ঞতায় ও বিবেচনায় উপযুক্ত প্রার্থীর অভাবে সরকারী কমচারীগণের অবসর প্রাপ্তির পর চাকুরীর মেয়াদ বর্ধিত করা হইয়া থাকে। পূর্ণ বয়স প্রাপ্তির পর অভিজ্ঞ কর্মচারীর প্রয়োজনীয়তা যদি পাওয়া যায়। উপরন্তু সরকার প্রাক্তন নির্ধারিত রাজনৈতিক কর্মীগণের (পদবীনাশ সংগ্রাম) ক্ষেত্রে যাহারা নিম্ন লিখিত সন্তুষ্টি পূরণ করে থাকেন, তাহাদেরও চাকুরীর মেয়াদ বর্ধিত করার সিদ্ধান্ত লওয়া হইতে পারে :—

- (ক) যে সকল কমচারী রাজনৈতিক কারণে অনধিক ৫ (ছয়) বৎসরের কারাদণ্ড ভোগ করিয়াছেন (তত্ত্বাবধায়ক বা দণ্ডভোগী অথবা বিচারধীন আসামী বা অন্তর্ভুক্ত অবস্থায়)।
- (খ) যাহারা ১০ (দশ) বৎসর বয়সের পর সরকারী চাকুরীতে যোগদান করিয়াছেন।
- (গ) যাহারা শারীরিক সক্ষম এবং সরকারী চাকুরীতে যোগ্য বলিয়া বিবেচিত।

প্রশ্ন

এতদূর অ্যাক্সটেনশন প্রাপ্ত কমচারীর সংখ্যা কত এবং তাহারা কোন কোন ডিপার্টমেন্টে কি কি কাজে নিযুক্ত আছেন?

QUESTIONS & ANSWERS

উত্তর

২) বর্তমানে এককণ চাকুরীর মেয়াদ বৃদ্ধি প্রাপ্ত (অ্যান্সটেনশন) মোট ২৩ জন কর্মচারী বিভিন্ন বিভাগে চাকুরীতে যুক্ত আছেন। উক্ত অ্যান্সটেনশন প্রাপ্ত ২৩ জন খারা ক্রিপ্তার মোট ১১০৪৫ জন কর্মচারীর মানে শতকরা প্রায় ০.০১৫ ভাগ। উপরোক্ত ২৩ জনের মধ্যে ৮ জন রাজনৈতিক নির্যাতিত ব্যক্তি। বিভাগ ভিত্তিক হিসাব সংগীয তালিকায় দেওয়া হল।

| | | | |
|-------------------------|----|----------------------------|---|
| ১) নিয়োগ ও সেবা বিভাগ | —৭ | বি ডি ৭, | ১ |
| | | অতিরিক্ত পুলিশ | |
| | | সুপার (সি আই ডি) | ১ |
| | | উপ-পুলিশ সুপার | |
| | | (সি আই ডি) | ১ |
| | | উপ-পুলিশ সুপার (এস. বি) | ১ |
| ২) স্বাস্থ্য এবং পরিবার | —৭ | ডাক্তার | ৪ |
| পরিবহন বিভাগ | | টেকনিসিয়ান | ১ |
| | | কম্পিউটার | ১ |
| | | ট্রেন ডিলাই | ১ |
| ৩) শিক্ষা বিভাগ | —৭ | উপশিক্ষা অধিকর্তা | ১ |
| | | উপসাক্ষ, এম বি বি কলেজ | ১ |
| | | ইংল্যান্ডের প্রধান অধ্যাপক | ১ |
| | | এন টি এস, টি, টি কলেজ | |
| | | অধ্যক্ষ, বি, টি, টি, আই | ১ |
| | | সহ শিক্ষক | ১ |
| | | ডেপুটি স্টেট | |
| | | এম, বি, বি, কলেজ | ১ |
| ৪) পুষ্টি বিভাগ | —১ | হেড এন্টিমেটার | ১ |
| ৫) পশুপালন বিভাগ | —১ | হেড ক্লার্ক | ১ |
| ৬) সমবায় বিভাগ | —১ | সহবায় পরিদর্শক | ১ |
| ৭) বন বিভাগ | —১ | ফরেস্ট বেজার | ১ |
| ৮) জেলা ও দায়রা | —১ | পিয়ন | ১ |
| আদালত | | | |

শ্রীমতঃ চন্দ্র কায় :— মাননীয় মহা মহোদয় জানাবেন কি, এক্সটেনশন দেওয়া কর্মচারীগণ এক নাগারে কতদিন এক্সটেনশন পেয়ে থাকেন? একবারের টাক্স পাও হয়ে গেলে, দুই বা ততোধিক এক্সটেনশন নেওয়া হয় কিনা?

শ্রীমতঃ সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা পূর্বে স্থিতির উপর নির্ভর করে। যদি রিপেলস কব'র মত যোগা লে ক না থাকে, তাহলে একবার বা দুইবার দেওয়া হয়, তা না হলে ৬ মাস দেওয়া হয়ে থাকে।

শ্রীতাপস দা :— মাননীয় মহা মহোদয় জানাবেন কি, এক্সটেনশনের জন্য কতজন প্রেরণ করেছিল?

শ্রীমতঃ সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই ফাগার আমার কাছে নেই।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— মাননীয় মহা মহোদয় জানাবেন কি, এক্সটেনশনের জন্য যারা দরখাস্ত করেছেন এমন কাউকে সরকার থেকে বজুতে করেছেন কি না?

শ্রীমতঃ সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছি যে এটি সম্পর্কে আমার কাছে কোন তথ্য নেই।

শ্রীমদঃ সত্যেন্দ্র দাস :— মাননীয় মহা মহোদয় জানাবেন কি, এক্সটেনশন এবং রি-এম্প্লয়মেন্টের মধ্যে তফাৎ কি?

শ্রীমতঃ সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এক্সটেনশন এক্সটেনশন, সার্ভিস কন্টিনিউইং এবং রি-এম্প্লয়মেন্টে সার্ভিস কন্টিনিউ করলেও উভয় এক।

শ্রীমদঃ সত্যেন্দ্র দাস :— এটা যে এক্সটেনশন দেওয়া হল, তাদের মধ্যে রি-এম্প্লয়মেন্ট কতজন পেল এবং এক্সটেনশন কতজন পেল মাননীয় মহা মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীমতঃ সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পন্ন করা হয়েছে এক্সটেনশন এর ব্যাপারে এবং সেখানে এক্সটেনশনের কথাও বলা হয়েছে।

মি. ডঃ শীকার :— এটা পৃথক প্রশ্ন।

শ্রীমদঃ সত্যেন্দ্র দাস :— মাননীয় মহা মহোদয় এক্সটেনশনের যে সতগুলি দিচ্ছেন, সেট সতগুলি আছে, সেট সতগুলি ফুলফোল্ড হয়, এমন একজন কর্মচারী যার নাম রাইচরণ, যাকে কোমের সুপারিন্টেন্ডেন্ট, সে এ্যাপলটি করা সত্ত্বেও সেটা বিবেচনা করা হয়নি?

শ্রীমতঃ সেনগুপ্ত :— এটা পাটিকুলার কেস, আমি দেখে বলব।

শ্রীমদঃ সত্যেন্দ্র দাস :— যদি কমিশানগুলি ফুলফোল্ড হয় তাহলে তার কেসটা বিবেচনা করতে মন্ত্রী মহোদয় বাজী আসেন কি?

শ্রীমতঃ সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কমিশান ফুলফোল্ড করলে এক্সটেনশন দেওয়া হয়ে থাকে। এটা পাটিকুলার কেস, সেটা না দেখে বলতে পারছি না।

শ্রীমতঃ চন্দ্র কায় :— মাননীয় মহা মহোদয়, এক্সটেনশনের জন্য বর্তমানে কোন কর্মচারী দরখাস্ত আছে কি না?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এত প্রশ্নের জবাব আগেই দিয়েছি।

শ্রীবিমল ভূষণ ব্যানার্জী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কী নাবেন কি, একসটেশান এক নাগারে কতদিন পেতে পারে এবং কয়বার একসটেশান পেতে পারে?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছি যে এটা নির্ভর করে অবস্থার উপর। বিপ্লবমেন্ট করতে কতটা সময় লাগবে, অভিজ্ঞ কর্মচারী আছে কিনা, সেইদিকে বিবেচনা করে সেটা এক বছরও হতে পারে, দুই মাসও হতে পারে অথবা দুই বছরও হতে পারে। সাধারণতঃ দুই বছরের উপর দেওয়া হয় না।

শ্রীমরেন রায় :— একসটেশান দেওয়ার আগে ৭ বার্ষিক সঞ্চনতা আছে কি না সেটা বিষয়ে যেডিক্যাল একজামিনেশান করা হয় কি না?

এস. এম. সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, শারীরিক সঞ্চনতা আছে কিনা সেটা একজামিন করে দেখা হয়।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, একসটেশানটা সরকার পলিসী হিসাবে গ্রহণ করেছেন কি? পিওন, ডেডকার্ক, ওভারসিয়ার, ড্রাইভার একসটেশান দিয়ে রাখতে হবে?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, টেকনিক্যাল লোকের অভাব থাকলে আমরা একসটেশান দিয়ে থাকি।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ড্রাইভার, ওভারসিয়ার, পম্পাউটার, এটগুলি পেতে পারে। কিন্তু পিওন, ডেডকার্ক, ড্রাইভার কি টেকনিকিয়ানের পর্যায়ে পড়ে?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আগেই বলা হয়েছে কোন কোন ভিত্তির উপর একসটেশান দেওয়া হয়ে থাকে। সেটা টেকনিকিয়ানের ওপর পারে অভিজ্ঞতা হতে পারে অথবা নির্ধারিত লোক হলেও হতে পারে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় প্রশ্নোত্তরে বলেছেন নির্ধারিত কর্মীর সংখ্যা মাত্র ৩ জনের মধ্যে মাত্র ৩ জন। 'সি. এস. পি. পণ্ডন' এবং 'কি টেকনিকিয়ান'?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আগেই বলা হয়েছে যে ড্রাইভার অভিজ্ঞতা, কর্মকুশলতা ইত্যাদি বিবেচনা করে দেওয়া হয়েছে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— কোন কুশল ব্যক্তিকে এই সরকার চাটাই করে দেননি?

শ্রী এস. এম. সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটার মাপকাঠি গভর্নমেন্ট বিবেচনা করেন।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, শ্রী জি. এন. চাটার্জী, যিনি এডুকেশান ডিরেক্টর-কাম সেক্রেটারী ছিলেন, তিনি মিজোরামে চাকরী পেয়ে চলে গেছেন, তিনি কি সরকারের বিবেচনার কুশল ব্যক্তি বলে গৃহীত হতে পারেন না?

শ্রীস্বধর্ম সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ঠর একসটেনশান হয়েছিল, তারপর আর বাধা যায় না।

শ্রীহরীল চন্দ্র দত্ত :— উদাস্তদের ক্ষেত্রে একসটেনশান দেওয়া হয় কিনা? কম্পেনসেটোরী ক্ষেত্রে একসটেনশান দেওয়া হয় কি না?

শ্রীস্বধর্ম সেনগুপ্ত :— কোন কোন ক্ষেত্রে দেওয়া হয়।

শ্রীনরেশ বসু :— ২৭ জন কর্মচারীর মধ্যে দু'বাবের অধিক একসটেনশান দেওয়া হয়েছে এটির কম কর্মচারীর সংখ্যা কত?

শ্রীস্বধর্ম সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই তথ্য আমার কাছে নেই।

শ্রীভড়িৎ মোহন দাসগুপ্ত :— বাস্তবনৈতিক বন্দী ছাড়া এবং বর্তমান অবস্থায় যেহেতু ত্রিপুরা রাজ্যে রাজ্য পর্যায়ের আসার প্রথম অবস্থায় এরকম করেছে এখন সরকার বিবেচনা করবেন কি যে আর এও ধরনের যাতে একসটেনশান না দেওয়া হয় সেটিরকম কোন নীতি সরকার গ্রহণ করার কথা বিবেচনা করছেন কি?

শ্রীএস. এম. সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, রিপ্রেস করার মত অবস্থা হলেই এটি নীতি বদলানো হবে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— শ্রাস্থধর্ম দেববর্মী।

শ্রীস্বধর্ম দেববর্মী :— কোয়েশান নম্বার ৭৭০।

শ্রীএস. এম. সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোয়েশান নম্বার ৭৭০।

প্রশ্ন

১) জম্মু ইজলা (সদর দফতর) এলাকার সরকারী দল সংগ্রহকারীদের দুর্নীতি সম্পর্কিত স্থানীয় জনতরফ এক আবেদনমূলে ত্রিপুরা সরকার ফেব্রুয়ারী মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে কোন তদন্তের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন কিনা :

২) তদন্ত চেষ্টা থাকিলে দুর্নীতির কোন ঘটনা সম্পর্কে সরকার অবহিত হইয়াছেন কিনা?

উত্তর

১) না, এত ধরনের কোন প্রতিবেদন বা অভিযোগ পাওয়া যায় নি।

২) প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীস্বধর্ম দেববর্মী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটি ঘটনা সম্পর্কে বলা হয়েছে যে একটা গ্রামের কথা। যটা আমি বলি যে সেখানে হয়েছে তাহলে সেখানে তদন্ত করবেন কিনা। জলাটয়া পাড়াতে এইরকম একটা ঘটনা হয়েছিল আমি জানি এবং স্থানীয় লোকেরা আমার কাছে বলেছে। বাদেও উপর খাল সংগ্রহের ভার দেওয়া হয়েছিল তারা পাচার করেছিল। এক খাড়ীতে তারা ঘান জমা করে রেখেছিল এবং তারা ধরা পড়ে। ফুড ইন্সপেক্টরও সেখানে গিয়েছিলেন বলে জানা যায়।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পাটিহুলাৰ কোন ঘটনাৰ কথাটি আমি জানিনা। তৰে একটা ঘটনা আছে যেখানে ট্ৰাকে কৰে মাল আনা হ'ছিল, সেই ট্ৰাক সাজ কৰা হ'য়েছিল এবং মালিককেও গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'য়েছে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকাৰ :— অভিযোগ দেববৰ্ষা।

শ্রীঅভিৰাম দেববৰ্ষা :—কোয়েষ্টান নাংবাৰ ৭১০।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্ৰ সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোয়েষ্টান নাংবাৰ ৭১০।

Question

Reply

a) Whether a section of the Boarders of Hostel No. 2 of M. B. B. College, Agartala are staying out side the Hostel from January, 1974

ক) হা।

b) If so, the reasons there fore and

খ) ও বা নিজেরা হোষ্টেল ছেড়ে চলে যায়।

c) Steps taken to bring this consumption down ?

গ) তাদের হোষ্টেলে ফিৰে আসবার জগা বলা হয়েছে।

শ্রীতাপস দে :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যদি বলেন কি যারা বাইরে রয়েছে তাদের নাম কি ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্ৰ সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখন চতুৰ্থী বলে একজন ছাত্র অ.২ এবং সেৰ নংগে ২৩ জন ছাত্র হোষ্টেল থেকে চলে গেছেন।

শ্রীতাপস দে :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন তারা কি কারণে হোষ্টেল ছেড়েছেন ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্ৰ সোম :—হুই নম্বৰ কলেজ হোষ্টেলে ছাত্র কাউন্সিলের নিৰ্বাচন উপলক্ষে একটা বগড়ার সৃষ্টি হয় এবং সেই উপলক্ষে তপন চক্ৰবৰ্তী এবং পৰে আরও ২৩ জন চলে যায়।

শ্রীঅভিৰাম দেববৰ্ষা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন এই গুণ্ডাদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জগা তপন চক্ৰবৰ্তী সহ ২৬ জন ছাত্র সশাৰিনটেনডেট, প্রিন্সিপাল এবং মুখ্যমন্ত্রীর কাছে প্রটেকশন দাবী করেছিল কিনা ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্ৰ সোম :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, কোন গুণ্ডাদের হাত থেকে সেটা ক্রায়াৰ নয়।

শ্রীঅভিৰাম দেববৰ্ষা :—যারা হুই নাংবাৰ হোষ্টেলে নিৰ্বাচনের সময়ে ছাত্র পরিষদের প্রার্থী হয়ে না দাঁড়িয়ে নিদলীয় হিসাবে দাঁড়িয়েছিল এবং তার জন্য তপন চক্ৰবৰ্তীৰ উপর প্ৰেসাৰ সৃষ্টি কৰা হ'য়েছিল, তাদের কথা বলাছ।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, হোটেলের দ্রুত থাকা, শুধু ছাত্র থাকে। তারা স্টুডেন্ট চেম্বার্সে কিনা তবু উত্তরে আমি বলছি যে ওরা প্রিন্সিপালের সঙ্গে এবং ডিরেক্টর অব এডুকেশনের সঙ্গে দেখা করে চল এবং ডিরেক্টর অব এডুকেশন তা দর বিবেচ্যেই করেছিলেন হোটেলের ফিবে যাওয়া র জন্য এবং প্রিন্সিপাল তাদের পারমিট দেও করেছিলেন।

শ্রীমুপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মহা মহোদয় জানাবেন কি এই যে ওপন চক্রবর্তী, ০ নম্বর ৫ স্টেলে আর নেওটা ০ নম্বর না এই রকম কোন কথা। সম্মান র সুপারিনটেনডেন্ট এ মন ২২ নং ছাত্র ০ নং।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—অন্য কক্ষে সুপারিনটেন্ডেন্ট বলেছিলেন বলে কোন কথা না। আর মুদ্রামণ্ডল বলেছেন কোন সমস্যা আসে না।

শ্রীমুপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মহোদয় জানাবেন কি যে এটা ঠিক কিনা যে গত ২২, ২৩, ২৪ তারিখে এবং আবহাওয়া অনুযায়ী পরিবেশ দলের নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করে এত ভালোবাসা সঙ্গে হার বাড় ০ নং। করা বন বলে প্রতিদিন দেখা করেন না এবং পরিবেশ দলের কাছে যোগাযোগ অন্য কথা যা যা সে মুদ্রা প্রতিদিন দেখা দেন?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা আমার জানা নই।

শ্রীমুপেন্দ্র চন্দ্র সোম :—এই কথা সত্য কিনা যে মুদ্রামণ্ডল নিজে বলেছেন যে ওপন চক্রবর্তী হাড়া অন্য ছেলেরা সমস্যা যেতে পারে?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মুদ্রামণ্ডল বলেছেন যেটা আমার জানা নেই।

শ্রীমুপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মহোদয়, মহোদয় কি অবগত আছেন যে ছাত্রগুলি বেরানোর কবল হলে এটা এলাকা বন বলে জের প্রসেসারের বাড়ি অফিসন কথা এ এলাকা ছাত্রদের খুন কর এবং পরীক্ষা ভালো গণ্য করা এ সমস্ত কাজের জন্য এটা হোটেলটা ব্যবহার করা হচ্ছে?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই কথা সত্য নয়।

শ্রীমুপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মহা মহোদয় জানেন কি যে ছাত্রদের ছাত্রদের এই সমস্ত ব্যাপারে অংশ গ্রহণ করেন বলে তাই এ হোটেল ছেড়ে আসতে বাধ্য হয়েছে?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেটা আমার জানা নাই। তবে তাদের প্রত্যেক হোটেলের বেই অসুখে বলে এবং ডিরেক্টর অব এডুকেশনও তাদের ফিবে আমার জন্য অনুরোধ করেছেন।

শ্রীমুপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মহা মহোদয় জানেন কি যে দুই নম্বর হোটেল যাওয়া আছে তাদের মধ্যে দুই নং আসামিও রয়েছে?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই কথা আমার জানা নাই।

শ্রীমুপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মহা মহোদয় এই কথা জানেন কি যে, এই সমস্ত ছাত্রকে ভর্তি করবেন না বলে হোটেলের এই অপরাধে দুই নং সুপারিনটেনডেন্টকে সেখান থেকে বদল করা হয়েছে?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই কথা সত্য নয়।

শ্রী নৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি যে অণ্ডা আসামাকে ভর্তি করা হবে না এই অপরাধে দুইজন সুপারিনটেন্ডেন্টকে এখন থেকে বদলী করা হয়েছে ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—ভাব, এই কথা সত্য নয়।

শ্রী নৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে এইসব ছেলের বিক্রয়ে পুলিশের রেকর্ডে কেস আছে ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—ভাব, কেস বিক্রয়ে পুলিশের কেস আছে, না অণ্ডা সেটা জামিন দরকৈ জানলে পরে, আমরা সেটা ভেদে নিতে পারি। কিন্তু এখানে যেভাবে বলা হচ্ছে, সেটা খুঁজে বের করা মোটেও সম্ভব নয়।

শ্রী নৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এমন প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন কি যে এইসব ছেলেরা সেখানে গলে তাদের উপর কোন বকম গুণ্ডাম হবে না ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—যেহেতু স্থানে সুপারিনটেন্ডেন্ট রয়েছে, এবং আনুগত্য বৈধি সেহেতু আমরা এটা সব সমস্যা চেষ্টা করব।

শ্রী নৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—স্টাফ কোয়েস্টান নম্বর—৮০৩

Shri S. M. Sen Gupta
STARRED QUESTION NO. 804
Question

1) Total monthly consumption of a) Petrol and b) Diesel by Government Motor Vehicles and a month wise break up of it, for 1973 and

2) Steps taken to bring this consumption down ?

উত্তর

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি দুঃখিত যে প্রশ্নটা এত বাগলক যে এটার মেটেবিলিয়ন্স কালেক্শন করা সম্ভব হয় নি।

শ্রীঅজিত স্বপ্নম ঘোষ :—স্টাফ কোয়েস্টান নম্বর ৮০৫।

শ্রীএস. এম. সেনগুপ্ত :—স্টাফ কোয়েস্টান নম্বর. ৮০৫; ভাব,

প্রশ্ন

১) সরিষা তৈলের অভাব দূর করার জন্য সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

উত্তর

- ১) ত্রিপুরার 'চাল সেল কন্সট্রাকশন' কে অপারেটিভ 'ট্রাস' লিঃ আগরতলা এবং অত্র এলাকায় পাটকারী ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে প্রচুর পরিমাণ সর্ষার তেল আমদানী করা হয়েছে। বর্তমানে সর্ষার তেল খোলা বাজারে সস্তা পাওয়া যায়।

শ্রীমতী চন্দ্রা সায় :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে বর্তমানে এই সর্ষার তেলের বাজার দর কত এবং সেই দর সর্বত্র সমান কিনা ?

শ্রী এস. এম. সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা বোধ হয় সেপারেট কোয়েস্টান ?

শ্রীতাপস দত্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে ত্রিপুরাতে মাসিক সর্ষার তেলের কন্সাম্পশন কতটুকু ?

শ্রী এস. এম. সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা এর অন্তর্ভুক্ত হবে কিনা, আমি জানিনা।

শ্রীকালীপদ অ্যানাঙ্গা :—শ্রীর প্রশ্নটা ছিল, সর্ষার তেলের অভাব দূর করার জন্য সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন কৃত্রিম সমস্ত বকম ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু 'তিনি' যে ব্যবস্থা করেছেন, সেটা আমাদের মানুষের কন্সাম্পশন কতটুকু সেটা জানে, তা করেছেন ?

শ্রী সুনন্দ সেনগুপ্ত :—শ্রীর আমি বলেছি যে এখন প্রচুর তেল আছে, কাজেই অভাব নেই।

শ্রীমতী চন্দ্রা সায় :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, জানাবেন কি যে সর্ষার তেলের দর এখন কত ?

শ্রী সুনন্দ সেনগুপ্ত :—শ্রীর এটা ভেরি কমে গিয়েছে—সার্ভে নম্বর ৩৩০ থেকে ১০ টাকার মধ্যে।

শ্রীমতী চন্দ্রা সায় :—শ্রীর আমি জানতে চেয়েছিলাম সরকারে নিকারিত সর্ষার তেলের দর কত ?

শ্রী সুনন্দ সেনগুপ্ত :—শ্রীর এখন যেহেতু বাজার প্রচুর সর্ষার তেল পাওয়া যায়, সেহেতু সরকার সর্ষার তেল কি হাও বে দিচ্ছে, এখন সেটা বলতে পারছি না।

শ্রীমতী চন্দ্রা সায় :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে এটা ৬,৮৫ পয়সা থেকে ৮,৫০ পয়সা কতদিনের মধ্যে হয়েছে ?

শ্রী সুনন্দ সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় দরটা নির্ভর করে সোর্সের রেটের উপর। সোর্সের রেট যদি বাড়ে তাহলে তার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সরকার থেকে যেটা আনা হয়, তারও দর বাড়ে।

শ্রীমতী চন্দ্রা সায় :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে সাপ্লাই বাড়ার পর এই দরটা কমিয়ে এনে অন্য কোন দর পাবলিককে জানিয়েছেন কিনা ?

শ্রী সুনন্দ সেনগুপ্ত :—শ্রীর আমি বলেছি যে সোর্সের দাম যদি বাড়ে তাহলে এখানেও সঙ্গে সঙ্গে কিছু দাম বাড়ে।

শ্রীমদ্রাজ চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি যে আপনি কলকাতায় একবার বলেছেন যে সর্ষার তেলের জন্য আমাদের আর বাইরের উপর নির্ভর করতে হবে না, এবং এষ্ট বছর বিভিন্ন পত্র পত্রিকাতে বের হয়েছে অথচ আপনার দিক থেকে সেটার কোন প্রতিবাদ করেন নি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—এই ধরনের কোন খবর বেঁধিয়েছে কিনা, আমি জানি না। তবে একটা কথা আমি বলেছি যে আগামী বছর সর্ষার তেলের জন্য যাতে আমাদের বাইরের উপর নির্ভর না করতে হয় সেজন্য আমরা বাতোর মধ্যে সর্ষার উৎপাদন বাড়াবার চেষ্টা করছি।

শ্রীমদ্রাজ চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি যে আমাদের এখানে পরিমাণ সর্ষা হয় তাতে আমাদের সর্ষার তেলের চাহিদার বৃত্ত অংশ আমদানি পূরণ করতে পারি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—স্বাঃ, বর্তমান পূরণ করা যায়, সেটা আমি এক্ষুণি বলতে পারছি না।

শ্রীপ্রশান্ত দে :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি যে এঃ সর্ষার তেল টা এ্যাসেনসিয়েল কমোডিটিজের মধ্যে পড়ে কিনা ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—এটা এ্যাসেনসিয়েল কমোডিটিজের ডিক্লারেশনের মধ্যে পড়ে না।

শ্রীমদ্রাজ চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আমি জানতে চাইছি যে এ্যাসেনসিয়েল কমোডিটিজের যে লিষ্ট এঃ বিধান সভার সামনে উপস্থিত করা হয়েছে, তার মধ্যে এষ্ট সর্ষার তেল টা অন্তর্ভুক্ত কিনা ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—স্বাঃ এটা লিষ্টের মধ্যে আছে এবং এটাকে এখনও কন্ট্রোল করা হয় না।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এঃ সমস্যা তেল টা নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মধ্যে পড়ে কিনা, এটা আমদানি করতে চাই ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—স্বাঃ, আমি বলেছি যে এটাকে আমরা এখনও কন্ট্রোল করি না।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, লিষ্টের মধ্যে আছে কিন্তু এটাকে এখনও কন্ট্রোল করা হয় নাই (ইন্টারপলেশন)

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—সরষের তেল নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মধ্যে পড়ে কিনা। যদি দোকানদার সরষের তেল বিক্রি করবে তার জন্য লাইসেন্স লাগে কিনা ? সরকারের কন্ট্রোল আইটেম এটা—মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী কি বলছেন এখানে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা কন্ট্রোল করি...

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—‘প্রিন্সিপাল কন্ট্রোল—লাইসেন্স ছাড়া বিক্রি করতে পারে না এটা সত্যি কিনা ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, লাইসেন্সের কথা একটা আর সরষার তেলের দাম কন্ট্রোল করা আর একটা (ইন্টারপলেশন)

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :—যেহেতু মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন সরিষার দাম যদি বেড়ে যায় তাতলে ত্রিপুরাতেও দাম বেড়ে যায়। যখন সরিষার দাম বাড়ে আমাদের ত্রিপুরাতেও দাম বাড়ে এবং আমাদের ত্রিপুরাতে কি দাম বাড়ে সেটা সরকার লক্ষ্য রাখেন কি না এবং ব্যবসায়ীরা যাতে অতিরিক্ত মুনাফা না করতে পারে সেজন্য কোন ব্যবস্থা সরকার নেন কিনা বা বর্তমান পর্যায়ে এই যে তেল এল তার সরিষা তারা কত করে কিনেছিল এবং আগরতলায় কত কবে বিক্রী করতেন সেটা অবজ্ঞা করার জ্ঞান এবং সেই দামটা দেখার জ্ঞান সরকার কোন ব্যবস্থা নিয়েছেন কি না, নিলে সেই ব্যবস্থাটা কি সেটা মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি ?

শ্রীঅশ্বময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, অনেকগুলি প্রশ্ন এক সংগে করা হয়েছে। বাই তউক এটা সংক্ষেপে যতটা সম্ভব—যেহেতু এটা কন্ট্রোল করা হয় নি করা যায় না। মাল এলে পরে আমরা সাধারণতঃ সবসময় এখানে কি রেটে বিক্রী করে পায়ে খারা লাভিসেন্স হোল্ডার যারা মাল আনেন তারা কি বেটে বিক্রী করবে সেটা মোটামোটি দেখা হয় এই ব্যাপারে আমি বলতে পারি।

শ্রীমুপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি এটা তাউসের সামনে এটা তথ্য পরিবেশিত হয়েছে—যখন সরিষার তেল যটা বাইরে থেকে আসে তার মেজর পাট ব্যবসায়ীদের কাছে গেছে মাইনের পাট ১, ৩৭ মেন্টের ৩ তে রাখা হয় এর কারণটা কি ? অধিকাংশ সরিষার তেল বিজ্ঞানসম্মত নদের তালে তেছে অল্প কিছু সরিষার তেল সরকারের তালে রাখা কারণটা কি ?

শ্রীঅশ্বময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যেহেতু এটা কিছু করা আছে সেজন্য সবটা কন্ট্রোল এর প্রশ্ন নাট। যেহেতু মাইনের এখানে আনেন তাদের উপর কিছুটা কন্ট্রোল রাখা হয় দাম নিয়ন্ত্রণ করার সময়। এব বেশ্য আমরা এখন পর্যন্ত কন্ট্রোল করতে পারি নি।

শ্রীমুপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই এটা অবগত আছেন কি এস, ডি, ওদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তারা ব্যবসায়ী ঠিক করে দেবে মাঝে সমস্ত তেল আদায়ের থেকে এসে সেগুলি নিয়ে যাওয়ার জন্য। যেমন পোয়াতির এস, ডি, ও, এবং অজায়া সওরের এস, ডি, ওদের এটা রকম নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কি না ব্যবসায়ী ঠিক করে দেওয়ার জ্ঞান ?

শ্রীঅশ্বময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোন কোন ক্ষেত্রে করা হয় যদি কোথাও দেখা যায় যে সরিষার তেল ঠিকমত পৌঁছাচ্ছে না সেখানে এস, ডি, ওদের বলা হয় রিলাইভল ব্যবসায়ী যদি থাকে তাতলে পাট ঠিক করে সরিষার তেল জনসাধারণের পৌঁছাবার জ্ঞান ব্যবস্থা করার বিধান আছে।

শ্রীমুপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি এটা ব্যবসায়ীরা সরিষার তেল নিয়ে যাওয়ার পর তাদের উপর গভর্নমেন্ট কোন কন্ট্রোল রাখতে পারেন ? যেখানে সেই ব্যবসায়ীরা সরিষার তেল নিয়ে যায় যেমন আগরতলা থেকে ধোয়াই নিয়ে গেল তারপর সেই ব্যবসায়ীদের উপর সরকারের কোন নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা আছে কি না ?

শ্রীমুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কতটা তেল কোথায় যাচ্ছে সেই সম্পর্কে বলতে পারি তেলটা কি কবে বিক্রা হচ্ছে না হচ্ছে, কউ যদি কোন অসং উপায় নেয় ত তলে রিপোর্ট পাওয়া যায় সংগে আয়বা বাবদ প্রকৃৎ করে থাকি (ইন্টারপ্যান)।

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী :—সরিষার তেল বেশান সপের : রফত বিক্রা করা হয় কি না ?

শ্রীমুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সময় সময় করে হয়।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—প্রাপ্যের মাননীয় মন্ত্রী বলেন যে সরকারের কোন কনট্রোল নেই—প্রাপ্যের মাননীয় মন্ত্রী বলেন যে সরকারের কোন কনট্রোল নেই...

শ্রীমুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আগের বেশান সপে তেল প্রগনতাদর যখন এখানে সাপাইটা খুব কম থাকে। এখন এট পে অল্পত ডিমান্ডকে কিছুটা ঠিক রাখার জন্য—জনসাধারণের যাতে কোন অসুবিধা না হয় সেজন্য কনট্রোলের মধ্য দিয়া বিলি করা হয়—(ইন্টারপ্যান)।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—এটা আসন্ন হচ্ছে, না নহা? কবেও হচ্ছে বলেই কয়তেন। আইন মারফত করাচেন না তাত কি খরচ হবে অমদের?

শ্রীমুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা আগুনগতভাবে দেখতে গেল তখন সবটা ঠিক আইনমত হচ্ছে কি না জানি না। তবে আমরা এটা কবে থাকি জনসাধারণের মাথোঁ।

শ্রীতাপস দে :—গামন যমুই মশাই জানাবেন কি যে কিছু সংখ্যক সরিষার তেলের টিন পুলিশ ডকাব বেরতে এবং যদি এটা এসেন্স তেল কমাউজ এও আসন্ন ন হয়ে থাকে তাতলে কোন কারণে উৎস করা হয়েছ? কেন আইনেই তিত্তে করা হয়েছে?

শ্রীমুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কার কাছ থেকে তেল আসে সেটা রিপোর্ট করার নোটফি কলন গবে। সেটা যদি ন দেখতে তলে তাবত লটা সজ করা হয়—(ইন্টারপ্যান)।

শ্রীসমর চৌধুরী :—এটা কোন আসন্ন বলে নাটক দেখা হয়?

শ্রীমুখময় সেনগুপ্ত :—ডি, অফ, আফ,

শ্রীসমর চৌধুরী :—ভাৰত রফা আইনে? বাস্তবে য সময় খোলা বাজারে তেল পাওয়া যাচ্ছে, সেগুলি কি সরিষার তেল মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন?

শ্রীমুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখন সরিষার তেল (ইন্টারপ্যান) সুর্য্যো মুখারও নয়, রপ সৌভও বাধ হয় এখন নহা। রপ সৌভও এসেছে তত পরে দেওয়া যাবে। গভর্নমেন্টের মারফতই দেওয়া হবে। সরিষার তেলই বাজারে চলছে।

শ্রীজিতেন্দ্রলাল দাস :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই সরিষার তেলের যখন অভাব থাকে তখন কনট্রোল করার প্রস। কিন্তু সরিষার তেল বাজারে পাওয়া যায় কিন্তু অস্বাভাবিক দর পরে সেটাকে কনট্রোল করার কোন রকম বাবদ স্বরকারের মাথোঁ কি না প্রিন্সিপাল?

শ্রীমুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, দর যখন বাড়ে তার মানেন্স তেল সাপাইটা কমে এসেছে মাথোঁটে। তখনই সেটা বেশান সপের মারফত বিলি করা হয়।

তিনিবর্তন দেব :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন ৬ টাকা ৮৫ পয়সা থেকে ৮ টাকা ৮৫ পয়সা তেলের দাম পড়ছে সেটি সারা ত্রিপুরায় চালু আছে কি না ? মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি ৬.৮৫ পয়সা থেকে ৮.৮৫ পয়সাতে সরিষার তেল—যে কথা এখানে বলেছেন এটি দর কোথায় কোথায় ? সারা ত্রিপুরা রাজ্যে এই দর চালু আছে কি না ?

শ্রীশ্রীময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের যে ইনস্ট্রাকশান ছিল সেটিতে ৮.৮৫ পয়সার সব জায়গায়ই পাওয়ার কথা ।

শ্রীমমর চৌধুরী :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই ৮.৮৫ পয়সায় কোন রেশন সপে আপনারা কত তেল দাওয়াত করেছেন বলতে পারেন ?

শ্রীএস. এম. সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটি সম্পর্কে আমার কাছে কোন রিপোর্ট না থাকতে আমি বলতে পারি যে মফ.সেলের সর্বত্রই বিক্রী হচ্ছে ।

তিনিবর্তন দেব :—মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে সারা ত্রিপুরায় ৮.৮৫ পয়সায় সরিষার তেল দেওয়া হয় । কিন্তু রেশন সপেব ডিলাবাবা উদ্দানে তেল নেন না এবং গতকাল মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি কুম্ভিজলাতে ১০ টাকা লিটার দরে তেল কিনেছি আর মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে সর্বত্র ৮.৮৫ পয়সায় তেল দেওয়া হচ্ছে । তিনি অসত্য বলেছেন ।

শ্রীশ্রীময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা আগের কথা হয়েছে—আগে ৮.৮৫ পয়সায় বিক্রী করার কথা ছিল । এখন সরিষার দাম বেড়েছে । এখন যে তেলটা তার দামকিছু বেড়ে থাকতে পারে ।

শ্রীমপেন্স চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি সরিষার দাম বাডার পর যে ব্যবসায়ীরা কিনেছে তার কষ্টিং করে ব্যবসায়ীরা কি দামে বিক্রী করতে পারে সেটি গভর্নমেন্ট ফিক্স আপ করে—৮.৮৫ পয়সার পর গভর্নমেন্ট কোন বিত্তীয় দাম ফিক্স আপ করেছেন কি না ব্যবসায়ীদের জন্য ?

শ্রীশ্রীময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তার পর একটা স্টেজ গিয়েছে সাড়ে নয় টাকা করে বিক্রী করার কথা তারপর ১০ টাকা করে বিক্রী করার কথা ।

শ্রীমপেন্স চক্রবর্তী :—স্বাভাবিক, আমার কোম্পানিটা ক্রয় করত না । ৮ টাকা ৮৫ পয়সা দাম নির্ধারিত হওয়ার পর গভর্নমেন্ট কি বিত্তীয় কোন দাম নির্ধারিত করেছেন যে এই দরতে সরিষার তেল বিক্রী করতে হবে । ব্যবসায়ীরা যে সব সরিষার তেল নিয়ে তাদের বিভিন্ন খরচা ইত্যাদি মিলিয়ে যে কষ্টিং গভর্নমেন্ট করে দেন—মাননীয় মন্ত্রী মশাই বলতে পারেন শেষ কষ্টিং—শেষ দর নির্ধারিত হবে হয়েছে এবং কত হয়েছে ?

শ্রীশ্রীময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছি আমার কাছে যতটুকু ইনফর্মেশন আছে তাতে ১০ টাকার মধ্যেই বিক্রী হওয়ার কথা ।

শ্রীমপেন্স চক্রবর্তী :—তাহলে মাননীয় মন্ত্রী মশাই কি বলেছেন, ১০ টাকা করা হয়েছে ? একবার বলেছেন ৯ টাকা ৫০ পয়সা আর একবার বলেছেন ১০ টাকা তাহলে কি আমাদের বুঝতে হবে—ব্যবসায়ীরা, মনোফ্যাক্টররা যা বলেছে সেটিই সরকারী দাম ? এই কথাটি বুঝতে হবে ।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি ১ টাকা ৫০ পয়সা বলেছি এবং ১০ টাকা কোথাও কোথাও মফঃস্বলে যেতে পারে সরকার থেকে বলা হয়েছে।

শ্রীমুপেন্দ্র চক্রবর্তী :— এস. ডি. ও. বা বলছেন ১০ টাকাও যেতে পারে...

Mr. Dy. Speaker :—Hon'ble Members the question hour is over. Ministers may lay on the table of the House the replies to the Unstarred Questions and also to the Starred Questions which are not answered orally.

I have received Calling Attention Notices from the following Members :-

(1) Shri Sunil Ch. Dutta (2) Shri Kalipada Banerjee & (3) Shri Tapash Dey, on :-

“উত্তর ত্রিপুরাতে ভাংঘুন এলাকায় অতি নষ্টা ও বেহা মিজো হানা ও তঞ্জনিত ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে” and from Shri Ajoy Biswas & Shri Bijuban Riyang, on—গত ৩১শে মার্চ ১৯৭৪ ইং কয়লাপুর বালিকভাণ্ডারে শ্রীমনিষ চক্রবর্তী নামক একজন শিক্ষকের উপর ছোঁড়া ও বললম দিয়ে আঘাত করা সম্পর্কে।

I have given consent to Motions of Shri Sunil Ch. Dutta, (2) Shri Kalipada Banerjee (3) Shri Tapash Dey and (1) Shri Ajoy Biswas (2) Shri Bijuban Riyang

I would request the Hon'ble Minister-in charge of the Department to make a statement to day. If he is not in a position to make statement to day, he may kindly give me a date when the Calling Attention Notices will be shown on the order paper for a statement.

Shri Sukhamoy Sengupta :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি ৩ তারিখ উত্তর দেব।

শ্রীসমর চৌধুরী :—আমার একটা কলিং এটেনশন নোটিশ ছিল সেটার কি হল কিছুই জানতে পারলাম না। আর, আমরা দেখেছি যে পত্র পত্রিকায় এক, দু, তিন, এর গোড়াউনে বাতিল করে দিয়েছে যে গয় সেট গয় রাস্তা ..

মি: ডিপুটি স্পীকার :— এটা রিজেকটেড হয়েছে।

শ্রীসমর চৌধুরী :—স্যার, এটা অত্যন্ত জরুরী। গয় বাতিল হওয়ার পর সেই পোকা খাওয়া গয় রাস্তা থেকে ধরে এনে আবার পেসাতি করা হচ্ছে। আর, এই কলিং এটেনশন নোটিশ কেন রিজেকটেড হল বুঝতে পারলাম না।

শ্রীমুপেন্দ্র চক্রবর্তী :— স্যার, এহুটা সাধারণতঃ নিয়ম আছে যে একটা কলিং অ্যাটেনশন নোটিশ যদি রিজেকটেড হয় তাহলে মেম্বারকে তা জানানো, কেন জানানো হচ্ছে না আমি বুঝতে পারছি না?

মি: ডেপুটি স্পীকার . যেগুলি অ্যাডমিটেড হয় সেগুলি জানানো হয় আর যেগুলি—

শ্রীমদ্রাজ চক্রবর্তী :— না অ্যাডমিটেড তো এটা তাউসে জানানো হয়, কিন্তু যেটা রিজেক্টেড হ'ল, সেটা তো জানানো দরকার মেম্বারকে ?

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— যেটা অবশ্য —

শ্রীমদ্রাজ চৌধুরী :— শুধু এইটা কেন রিজেক্টেড হলো ?

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— এটার অপর্যাপ্তি পাবে, আরও ডিসকাশনের সুযোগ আছে, শুধুই সেটা বিচারাধীন হবে।

শ্রীমদ্রাজ রতন সাহা :— শ্রাব, আমার এটা কমিং অ্যাটেনশন নোটিশ ছিল, গম সংকট নিবারণে এফ. স. অ.এ. এর পোকার কাটা গম বরাদ্দ সোপের মাধ্যমে বিল সম্পর্কে। কিন্তু এটার ক'লো আ'ম' বহুত পারছি না। এরকম একটা স্ক্লে টেনুট ব্যাপার। আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি শ্রাব, সেটা মননীয় মধ্যমাধ্যম একটা স্টাটিমেন্ট দেবেন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— এটা যখন ফুড সম্পর্কে আলোচনা হবে তখন আপনারা আলোচনা করার সম্পূর্ণ সুযোগ পাবেন।

শ্রীকালীদাস ন্যানাজী :— স্টাটিমেন্ট ক'লো, খটখটো মাননীয় মধ্যমাধ্যম জানানবেন কলিং অ্যাটেনশনের উদ্দেশ্যে এটা না কি ? কালং অ্যাটেনশন কলো গ'লয়। (গতগোল)।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— এক জন একজন করে বলুন। সকলে বললে কিছুই বুঝি না।

শ্রীমদ্রাজ চৌধুরী :— শ্রাব, বরাদ্দ সাপপ্লিতে সমস্ত পোক মধ্যমাধ্যম গম বস্তা থেকে ধরে এনে গ্যাপনে বেরন সাপে এডজুস্ট দেওয়া হচ্ছে অথচ মধ্যমাধ্যম ১/৩ দিন আগে এখানে স্টাটিমেন্ট দিয়েছেন। আদমি ব্যাপারটা পরিষ্কার করে বুঝতে চাই যে ব্যাপারটা কি : দৈনিক ১০০০০ ১১০০০ টার মতো পোকায় আমরা খবর পেয়েছি শ্রাব, এটার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এটার উপর অ'ম' মধ্যমাধ্যম স্টাটিমেন্ট চাই, যে কেন এত অবস্থা, কেন এত ধরণের খবর ব'ডাল এসে অ'র গ'ল ন'ত। হয়ে থাকে মধ্যমাধ্যম জানাব দিন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— প'রকার ব্যাপার নিয়ে এখানে আলোচনা হবে না। আপনারা পরে সুযোগ পাবেন তখন আলোচনা করবেন।

শ্রীমদ্রাজ চৌধুরী :— মধ্যমাধ্যম এইখানে উপস্থিত আছেন মধ্যমাধ্যম স্টাটিমেন্ট দিন, বলুন কবে স্টাটিমেন্ট দেবেন। অজেক্ট স্টাটিমেন্ট চাই।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— যেটা রিজেক্টেড হয়েছে সেটা সম্পর্কে এখন আলোচনা করে সময় নষ্ট করে লাভ নাই।

শ্রীতাপস দে :— শ্রাব, একটা কথা মনন শ্রাব, যেহেতু এইটা খাতিয়ে ব্যাপার, কিছুদিন আগে আমি দেখিয়ে থোয়াই, উদয়পুর এবং আরও বিভিন্ন জায়গায় আঁত পেয়ে মধ্যমাধ্যম গেলো। সাপানে শ্রাব, অ'রকে যে জিনিসটা সাপ্লাই করা হচ্ছে শ্রাব, বললে আমি স্প্যান্ডল দিতে পারি শুধু, যে এডজুস্ট অসুপারভাইজ না ক'লো, এটা টেকনিকেল ব্যাপার। তবে আমি র'দৃষ্টিতে মনে করি শুধু, খাতিয়ে অ'রপ'র, ক'র বরাদ্দ সাপ্লাই এটা বন্ধ করা হোক। কালেক্টে ডিসপেনসেটরি আকর্ষণ এওয়া হোক যে এডজুস্ট ব'র বরাদ্দ সাপ্লাই বন্ধ করা হোক। তা হয় মিনিটার এডটাইব তদন্ত করে তাউসে জানান যে এটা এত ব্যাপার কি না ? বললে শ্রাব, আমি কালকে তাউসে শ্রাব, প্রেচ করতে পারি, এই আটা গম যেগুলি না কি শ্রাব, পোকার কাটা আমি লে করতে পারি। এইটা আমার দৃষ্টিতে শ্রাব, মধ্যমাধ্যম খওয়ার অসুপারভাইজ।

শ্রীমূপেন্দ্র চক্রবর্তী :— এইটা এক কথায় সেরে য়। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যদি বলতে পারেন যে না পত্রিকায় যা বেড়িয়েছে তা ঠিক নয়। তিনটা ওয়ার্ড ব্লকেই তো শেষ হয়ে যায়। এইটার জন্য এতো লম্বা বক্তৃতাও দরকার হয় না। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর যদি না বলেন তাহলে এম হাউস এই সম্পর্কে কনভিন্সড হবে যে পত্রিকায় যা বেড়িয়েছে—

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— যেটা রিজল্টেড হয়েছে সেহটা সম্পর্কে এইখানে তো স্ট্যাটমেন্টের কোন প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীমূপেন্দ্র চক্রবর্তী :— কলিং অ্যাটেনশন না, উনিতে একটা স্ট্যাটমেন্ট দিতে পারেন। অন্যের বাল্য মনিটরিং যে মেক এ স্ট্যাটমেন্ট উইথ দি পারমিশন অব দি স্পীকার।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— সেটা রিজল্টেড হয়েছে সেহটা সম্পর্কে বলার কিছু নেই।

শ্রীমূপেন্দ্র চক্রবর্তী :— সাহাব, খাজ একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জিনিস এবং পাবলিক এন্ড খবর পাওয়ার পর অত্যন্ত উদ্বেগ আছে। আটটা কিনলে কি হবে বলা যায় না এবং এংরকম ব্যাপারে যদি কলিং অ্যাটেনশন না হয় আম জানি না যে কলিং অ্যাটেনশন কি হতে পারে এবং তাবপর মুখ্যমন্ত্রী নিজে উপস্থিত হবেন যে রিসেসের পরে আমি স্ট্যাটমেন্ট দেবো, কিন্তু পাঠ্যে উল্লেখ স্ট্যাটমেন্ট আন পরে দেবো এই ব্যাপারে এবং পাবলিককে এষ্ট সমস্যাতে নিশ্চিত করা দরকার যে এষ্ট প্রকল্প এম গন নলে আমা কোন বিপদ নেই। উদয়পুরের মাত্র দুই মারী গেজে গম গেছে, সাতবার হে নরা গেছে। কাজেই গমের মত খাজের মত একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস এবং এইখানকর একটা লাড়িং দিল্লীতে সেই খবর বেড়িয়েছে, পাবলিকের অবকাব করা কোন কার্য নাহ। সাহাব, এই সমস্যাতে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যট, আমরা শুনে চাচ্। সাহাব, শুধু আমরা না আমরা এবং ওরা সবাই মিলে সমস্ত হাউসের চোখা যে মুখ্যমন্ত্রী একটা স্ট্যাটমেন্ট করুন এহটা তো কোন দলীয় ব্যাপার না যে সি, পি, এম, বলছে তাহ আমরা স্ট্যাটমেন্ট করবো না। আমরা দেখছি হাউসের সব অংশ থেকে দাবীটা উঠেছে।

শ্রীতাপস দে :— উনি যা বললেন তার, আমি সেহটাতে একমত। যে মিনিটর স্ট্যাটমেন্ট করুন। আব সি, পি, এম, আর কংগ্রেস পার্টি না আব। এইটা পাবলিকের ব্যাপার তার, পাবলিকের পক্ষ থেকে আমরা এসেছি কথা বলতে আব।

শ্রীমুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সে সম্পর্কে কলিং অ্যাটেনশন আনা হয়েছে সেইটা কলিং অরুয়ার। জানা যায় যে ডিসকাশন চলছে এখন এর মধ্যে ডিসকাশনের মধ্যে আসতে পারতো এইজন্য এইটা রিজক্ট করা হয়েছিল। বাহাই হোক মাননীয় সদস্যরা

যখন খুব পীড়াপিড়ী করছেন আমি এতে কথা বলতে পারি যে আগরতলায় আটা দেওয়া হয় না, গম দেওয়া হয় এবং সেই গমটা অন্ততঃ আমাদের জানা মত এইটা কোন অবস্থাতেই পোকায় খাওয়া কিংবা খারাপ নয়।

প্রতাপস দের্ :—পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশন তাব—

মিঃ ডেঃ স্পীকার :—না, একটা কলিং আটেনশন না, এইটাতে কোন ক্লারিফিকেশন হতে পারে না। (গুগোল)

শ্রী নৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—তাব, একটা অত্যন্ত সাংঘাতিক কথা উনি বলেছেন আমাদের জানা মত। একটা গভর্ণমেন্ট একটা খাদ্যদ্রব্য পরীক্ষা করেছেন না, জানামত বলেছেন এইটা সাংঘাতিক কথা। আমরা গভর্ণমেন্টের কাছে জানতে চাই যে এটা রিপোর্ট পাওয়ার পর এটা গম আনালিষ্টেটর কাছে পাঠানো হয়েছে কিনা এবং এইটা আনফিট কর ডিউম্যান কনসামশন কিনা? এটা সম্পর্কে স্পেসিফিকেলি স্টেটমেন্ট চাই, জানামত জিজ্ঞাস্য আমরা শুনতে চাই না।

শ্রী শ্রীমন্ত সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে অভিযোগ এখানে করা হয়েছে 'পোক খেওয়া' সেটা সত্য নয়, ভাল গম দেওয়া হয়েছে।

শ্রী নৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—আনফিট কর ডিউম্যান কনসামশন কিনা সেটা আমি জানতে চাই।

শ্রী শ্রীমন্ত সেনগুপ্ত :—ডিউম্যান কনসামশনের উপযুক্ত বলেই দেওয়া হয়েছে। আমরা কাছে যদি মাননীয় সদস্যরা কেউ দেখাতে পারেন যে এই গমটা দেওয়া হয়েছে, তাহলে তখনো আমি বলতে পারতাম যে এই গমটা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমরা যে গমটা দিচ্ছি, তার নয়না দেখাতে পারি।

শ্রী নৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—পাবলিক আনালিষ্টের কাছে পাঠিয়েছেন কিনা?

মিঃ ডেঃ স্পীকার :—দেয়ার ইজ এ কলিং আটেনশন নোটিশ... ..

শ্রী নৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—তাব, আমরা একটা সেনসার মোশনের নোটিশ দেওয়া করেছিল, এটা সম্পর্কে মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়ের কাছ থেকে তাঁর কি বক্তব্য আমরা শুনতে চাই।

মিঃ ডেঃ স্পীকার :—সেটা ডিসগ্র্যালাউ হয়েছে। আমরা কলিং এই সম্পর্কে আমি পড়ছি।

শ্রীমদ্রোহ চক্রবর্তী :—শ্রাব, আপনাব কলিং দেওয়ার আগে আমার বক্তব্য রাখতে চাই। কারণ আপনাব কলিং দেওয়ার পরতো আমি বক্তব্য রাখতে পারব না।

(গ গুগোল)

শ্রীমদ্রোহ চক্র দত্ত :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, কয়েক দিন আগে মাত্র তাঁরা একটা নো-কনফিডেন্স মোশান এনেছিলেন, তাঁদের ক্ষুদ্র সময় দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তাঁরা কোন আলোচনা করলেন না। এটার অর্থ গৃহোত্তর অপব্যবহার করা...

(গ গুগোল)

শ্রীমদ্রোহ চক্রবর্তী :—শ্রাব, আপনি কলিং দেওয়ার আগে আমি এস, এন, কাউন্সেন্সার মোশান সম্পর্কে কি বলেছেন সেটা একটু পড়ে সোনাতে চাই। (গ গুগোল)

P/592—“Censure motion can be moved against the Council of Minister or on individual Minister or a group of Ministers for their failure to act or not to act or for their policy and may express regret indignation or surprise of the House at the failure of the Minister or Ministers. The motion should be specific and self explanatory so as to record the reasons for the censure, precisely and briefly মোশানটা স্পেসিফিক এবং সেলফ এক্সপ্লেনেটরী হওয়া দরকার। আমার মোশানটা হচ্ছে, এই কারণে সেজার করতে চাই।

(a) For abolition of Sch. Tribal Reserve areas.

(b) For forcible eviction of Tribals from R/S Hydel Project areas with the help of C.R.P.

(c) For sharp rise in prices of foodgrains due to pre-landlord and pre-hoarder food policy.

(d) For rocketting the prices of all essential commodities due to soft attitude of the Ministry towards the black marketeers.

(e) For their utter failure to provide jobs to the unemployed.

(f) For serious deterioration in law and order situation, and for failure to give protection to students in M. B. B. College Hostel.

Agartala.

(Interruption)

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—আমার বক্তব্য শুদ্ধন (গ গুগোল)

Hon'ble Members,

I have not given consent to the Censure Motion of Shri Nripendra Chakraborty on the ground that Censure Motion expressing no confidence against the Council of Ministers headed by Shri Sukhamoy Sengupta and Motion expressing No confidence in the Council of Ministers headed by Shri Sukhamoy Sengupta are identical. Both the motions, if accepted by the House has the same effect. According to May's Parliamentary Practice vide page 396 (7th Edition) under Caption “Matter already decided in the same Session” can not be raised again in the House. No confidence Motion on the other

day was negatived by the House and as such the Motion for censure to the Council of Ministers headed by Shri Sukhamoy Sengupta has not been allowed. Besides, the Motion given notice of by Shri Nripendra Chakraborty contravenes the Rule 93 of the Rules of procedure and Conduct of Business in the Tripura Legislative Assembly.

শ্রীঅনিল সরকার :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, শ্রী, আমার একটা মোশান ছিল, আমার মোশানটা হল—‘The Tripura Legislative Assembly expresses great concern over the misuse of Govt. money, as well as Govt. Machinery, in connection with the State Congress sponsored mass meetings, organised on 31-3-74, at Agartala, Khowai, Dharmanagar and Belonia.

মি: ডেপুটি স্পীকার :—এই বাজেটের উপর আলোচনার ডিসকাশনের অনেক সুযোগ থাকবে।

শ্রীঅনিল সরকার :—মাননীয় স্পীকার শ্রী, কোথায় কি কবচে হবে সেটা আমরা জানি। আমার এই মোশানটা আবার উদ্দেশ্য হচ্ছে, কারণ লক্ষ লক্ষ টাকা ছাগবতলায় প্রধান মন্ত্রী জনগণের আশ্রয় উপলক্ষে কংগ্রেস য় জনসভা করেছিলেন সেখানে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করা হয়েছে এবং সেটা বেলোনিয়া, ধর্মনাগর, খোয়াই প্রভৃতি জায়গায় যেখানে তিনি যাননি অথচ যাওয়ার প্রস্তান করে সেখানে যাননি। যে দেশের জনসাধারণের পাওয়ার ব্যবস্থা নেই। তখন দেখছি (গংগোল) লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করা হয়েছে, সেটা আমরা কোন কবি মিস্টার উজ এবং সরকারী যন্ত্রকে ব্যবহার করা হয়েছে। সি, আর, পি, বি, এম, পি (গংগোল)।

মি: ডেপুটি স্পীকার :—আপনার বাজেটের সময় এই বিষয় আলোচনা কবেন।

CALLING ATTENTION

Mr. Dy. Speaker :—There is one Calling Attention Notice to which the Minister concerned agreed to make a statement today, the 1st April, 1974.

I would call on the Minister-in-charge of the Public Works Department to make statement on the Calling Attention Notice of Shri Anil Sarker on :—

‘গংগোল মাঠ ছাগবতলা সড়কের বোধজং ফুল ও অঙ্গণ উচ্চ মাপনিক পর্বীক্ষা কেন্দ্রে সিডাং বিজ্ঞানদের ফলে পর্বীক্ষার্থী গাছছাটীদের হত্যা’।

শ্রীমুপেন্দ্র চক্রবর্তী :—শ্রী আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে যখন এখানে কোন একটা প্রশ্ন উঠে আমি লক্ষ্য করেছি যে আমাদের গ্র্যাসেমন্টার সেক্রেটারী তিনি স্পীকার বা ডেপুটি স্পীকার না ডাকতেই তিনি উঠে এ্যাডভাইস করেন, এটা অভ্যস্ত পালামেন্টারী প্র্যাকটিসের বিরুদ্ধে। স্পীকার নিশ্চয়ই তাঁর যাচায়া নিতে পারেন, ডিপুটি স্পীকার নিশ্চয়ই তাঁর সাচায়া নিতে পারেন কিন্তু তিনি অন হিজ ওউন—আমি হুঁশিয়ার, আমি দগলায় তিনি বার বার তাঁর চেয়ার থেকে মুখ পাল্টে ডেপুটি স্পীকারকে বলছেন এটা অমুক ধারায়, ওটা অমুক ধারায়, বে-আইনী। এটা আমি কোন জায়গায় দেখিনি, পালামেন্টে দেখিনি এবং এখানে এটা চলতে দিতে পারি না। এর কারণও আমি এই সম্পর্কে

মাননীয় স্পীকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম এবং তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে এই ঘটনা অ ব ঘটবে না। স্পীকার যখন চাউবেন তখন নিশ্চয়ই তিনি সাড়া খা করবেন। কিন্তু তিনি নিজে মুখ ফিরিয়ে স্পীকারের ভূমিকা নিবেন, আমি আশা করেছিলাম যে এটা অবিলম্বে বন্ধ হবে। কিন্তু হয় নি। যদি তা না হয় তাতলে আমাদের এই সম্পর্কে অগা ব্যবস্থা নিতে হবে।

শ্রীঅমিল লক্ষাকান্ত :— ভাব, আমি যখন কথা বলছিলাম তখন তিনি সংগে সংগে মাইকটাকে বন্ধ করে দেওয়ার জ্ঞাপন করেছেন। তিনি এভাবে কাজ করছেন যেন ভাব ফেসের উপর হাউসটা চলেছে। যেন তিনিই স্পীকার। আজকে আমি লক্ষ্য করলাম তিনি ডিক্টেট করছেন মাইকটাকে বন্ধ করার অর্থাৎ হুইজটা ?

শ্রীমুপেন্দ্র চক্রবর্তী :— আপনি হাউসে পসিডেন্স গ্রহণপাণ্ড করতে পারেন। কিন্তু মাইক বন্ধ করতে পারেন না। এটা অনবশ্য চলেছে। এর মধ্যে হয়ত তিনি উদ্ভীকশন দিয়েছেন যে যে মাইকটা বন্ধ করে রেখে দিও।

শ্রীমুখময় সেনগুপ্ত :— বিজ্ঞপ্তি যেটা দেওয়া হয়েছে, গত ২৬শে মার্চ আগরতলা শহরে বোম্বাং ও অন্যান্য উচ্চ মাদামিক পরীক্ষা কেন্দ্রে বিদ্যায় বিভাগের ফলে পরীক্ষার্থীদের ভর্তিগ।

গত ২৬শে মার্চ তারিখে আমাদের বিভাগ উৎপাদন কেন্দ্রে যান্ত্রিক গোলযোগ হেতু আমাদের থেকে প্রায় বিদ্যায় সরবরাহ বন্ধ থাকে। এইজন্য আগরতলা সচ সমগ্র ত্রিপুরায় বিদ্যায় সরবরাহের বিষয় ঘটে। মাননীয় পণ্ডিত হাউসে যে উৎপাদন হয় তা প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট না। তদুপায় হাসপাতাল, স্কুল সরবরাহ কেন্দ্র, মেলিফোন একসেজ, বৈদ্যমানতা ইত্যাদি অতি প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠানে সরবরাহ চালু রাখার পর বিভাগের অভাবে অত্র ভারপ্রাপ্ত বিভাগ চালু রাখা সম্ভব হয়ে উঠে নি। ফলে এদিন বোম্বাং ও অন্যান্য উচ্চ মাদামিক পরীক্ষা কেন্দ্রে বিদ্যায় সরবরাহ বন্ধ হওয়া সপক্ষে কৃতনায় কর্তৃপক্ষের অপর্যাপ্ত ছিল না। আসাম চটতে পুনরায় বিদ্যায় সরবরাহ চালু তদুপায় ২৭ তারিখের পর পরীক্ষা কেন্দ্রগুলিতে বিদ্যায় সরবরাহ সম্ভব হয়েছিল।

শ্রীমুপেন্দ্র চক্রবর্তী :— পয়েন্ট অব ক্লাসিকেশন। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এই হাউসের সম্মুখে তিনি এই টেটপেন্ট করেছিলেন। প্রায়শ্চরীতে ১০০ কে, ডি, লাইনের তিনি আগরতলায় পত্তন করতে পারবেন, যার ফলে আমাদের বিভাগের যে চাহিদা সেটা আমরা মেটতে পারব এবং তারপরেও এই অবস্থা চলবে কেন এবং এই ১০০ কে, ডি, লাইন এখনও কমিশন করার বা পারে কি অবস্থা আমরা জানতে পারি কি ?

শ্রীমুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটাও নির্ভর করে আমাদের বিদ্যায় সরবরাহের উপর। কাজেই আমাদের যদি বিদ্যায় সরবরাহ যশিনের মধ্যে কোন গোলমাল হয়ে যায় তাতলে এখন ১০০ কে, ডি, টি দিই আর যা-ই দিই এটাও আমাদের পক্ষে চালু রাখা সম্ভব হয় না। আর ১০০ কে, ডি চালু করা সম্পর্কে ঘটা বল হয়েছে এটা বিভিন্ন কারণে, সিমেন্ট ইত্যাদি পৌহানো বা ব্যাপারটা যেটা আমরা একপেক্ট করেছিলাম জাহুয়া বা গাসে হয়ে যাবে,

কিছু সেটা হয়নি। হতে হতে ভয়ত আরও ২/৩ মাস সময় লাগতে পারে। তাবপৰে যদি আসামের বিভাগে সববরাত বাবস্থা চালু থাকে ঠিকমত তাদের মেশিনাৰী তাহলে এখানে কোন অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।

শ্রীমুখেশ চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে আসামের যে সাপ্লাই পঞ্জিশান, সেট সম্পর্কে এই সবকালের কোন তথ্য সেটা সববরাত বাডার কোন সম্ভাবনা অসুবিধা হতে দেখছেন কিনা ?

শ্রীমুখেশ সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদেব ট্রান্সফরমার যেটা এখানে বসে বসে পর যথেষ্ট সময় লাগবে, একে পাওয়ার কথা সেটা পেয়ে গেলে এখানকার যে অসুবিধাটা আছে সেট অসুবিধাটা থাকেনা যদি আসামে কোনরকম ফালুর না হয়।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— ট্রান্সফরমারের কি হয়েছে ? ট্রান্সফরমার ধর্ম্মনগর এসেছে শুনেছি। এতদিন কেন লাগে ট্রান্সফরমার আসতে ?

শ্রীমুখেশ সেনগুপ্ত :— বাস্তব ব্রিজগুলি মেশিনটা আনার পক্ষে উপযুক্ত ছিল না। এত ভেত মেশিনের বাস্তব ব্রিজগুলি স্থাপন করার প্রয়োজন হয়েছে। সেজ্ঞ দেবী হয়েছে। নতুনভাবে আবার রাস্তা ঠিকঠাক করে সেটা আনতে হয়েছে। এখন আশা করা যাচ্ছে যে আগাম দুই মাসে মতো হয়ত চালু করা সম্ভব হবে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— এটা কি এসেছে ? যদি না আসে, যদি ধর্ম্মনগর পর্যন্তও এসে থাকে তাহলে বাংলাদেশের ভিতর দিয়ে আনার ব্যবস্থা করা যায় কি ?

শ্রীমুখেশ সেনগুপ্ত :— এটা অলরেডি ধর্ম্মনগর থেকে আনা হয়েছে।

শ্রীমুখেশ চক্রবর্তী :— পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশান। মন্ত্রী মহাশয় কি জানেন যে আসামে কি ধর্ম্মনগর গালঘেংগের দলে আমাদেব সাপ্লাইটা বাহত হচ্ছে, এই সম্পর্কে সবকালের কোন তথ্য আছে কিনা ?

শ্রীমুখেশ সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যতদূর জানা যায় ওদের মেশিনে গুণগোল হয়েছে, সেজ্ঞ এখানেও অসুবিধা হয়েছে।

Mr. Deputy Speaker :— Next Business before the House is Presentation of Eighth Report of the Committee on Petition. I would request Shri Samir Rn Barman, Chairman of the Committee to present the Report to the House.

Shri Samir Rn. Barman :— Mr. Speaker, Sir, I beg to present before the House the Eighth Report of the Committee on Petitions.

Mr. Deputy Speaker :— I would request the Hon'ble Members to collect the r copies of the Reports from the Notice Office.

Mr. Deputy Speaker :— Next Business before the House is General Discussion on Budget Estimates for 1974-75. I would call on Hon'ble Deputy Minister Shri Sailesh Chandra Some to resume his discussion.

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ১৯৭৪-৭৫ সালের যে বাজেট অর্থ মন্ত্রী এই বিধান সভার সামনে পেশ করেছেন এবং যার জেনারেল ডিসকাশন ক্রমাগত তিনদিন যাবত হয়েছে, আজকে চতুর্থ এবং শেষ দিন, এই উপলক্ষে বিভিন্ন বাস্তব নানা প্রশ্নের অবতারণা করেছেন। এই প্রসঙ্গে বাজেটের মূল যে বিষয় সেটি বিষয়ের মধ্যে আলোচনা খুব অল্প পরিমাণে সীমাবদ্ধ রয়েছে। অনেক কথা যে কথা এত বাজেটের মধ্যে আসে না তারই কথাই বেশী হয়েছে। তবু গত দিনের আলোচনার মধ্যে শিক্ষা প্রসংগে মাননীয় সদস্য অমরেন্দ্র শর্মা মহাশয় যে কথাগুলি বলেছেন আমার মনে হয় এটি তিন দিনের বাজেট আলোচনার মধ্যে এর কিছুটা পালিয়েমেন্টারি অ্যাটিচুড ছিল এবং তিনি শিক্ষা প্রসংগে মূলতঃ চারটি কথা বলেছেন। এইগুলি আমি একটু আলোচনা করব। চারটি প্রসংগের মধ্যে তিনি প্রথমটো বলেছেন ১৯৭৩-৭৪ সনে প্রায়শঃ যে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে ১৯৭৪-৭৫ সনের প্রায়শঃ তার টকা কর্মান্ত হয়েছে বলেছেন তিনি বলেছেন যে পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা পর্ষত, মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে যে পুনর্বিভাগ করেছেন এবং যে সিলেবাস তৈরি করেছেন তার মধ্যে ওয়ার্ক এন্ডশেরিয়েনস সম্পর্কে ওয়ার্ক এডুকেশান সম্পর্কে বাস্তব অবস্থার অভাব। দ্বিতীয় প্রসংগে বলেছেন ফিজিক্যাল এডুকেশনকে মধ্যশিক্ষা পর্যন্ত এবার থেকে বাধ্যতামূলক করেছেন। কিন্তু তার যথাযথ স্বযোগ সৃষ্টি না থাকা সত্বে। চতুর্থ প্রসংগে তিনি অবতারণা করেছেন যে প্রাইমারী এডুকেশানের বর্ষ দিনের যে সিলেবাস, এই সিলেবাস রয়েছে। তাকে পুনর্বিভাগ করা হয়নি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আলোচনা প্রসংগে তিনি এই চারটি প্রসংগের অবতারণা করেছেন। এই চারটি প্রসংগের মধ্যে আমার আলোচনাকে আনতে চাই। প্রথম প্রসংগে আমি বলতে চাই যে একথা সত্যি যে ১৯৭৩-৭৪ সালের প্রায়শঃ যে টাকা তার চেয়ে ১৯৭৩-৭৫ সালের খরচ করার জন্য টকা নির্দিষ্ট করা হয়েছে অঙ্কেব হিসাবে তার পরিমাণ কম। কিন্তু এই প্রসংগে একটা কথা মনে রাখা দরকার যে ১৯৭৩-৭৪ সালে যে টাকা খরচ করা হয়েছে চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষ বছর বলে অনেক টাকা সেখানে ক্যারিড অভাব হয়েছে। এইজন্য এই অঙ্ক বড় হয়েছে। আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে প্রায়শঃ প্রথম বছরে যে কাজগুলি হয় তার চাইতেও পরবর্তী বছরগুলিতে কাজ বেশী হয়। তার জন্য টাকার অঙ্কের পরিমাণ হয় এবং এই সমস্ত কারণে ১৯৭৩-৭৪ সাল চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষ বছর বলে এখানে টাকার অঙ্ক বেশী হয়েছে এবং এজন্যই বেশী টাকা খরচ হয়েছে। এর সংগে সংগে পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা শুরু করার জন্য প্রাথমিক যে উত্তোগ এবং আয়োজন তার জন্য কিছু টাকা ব্যয় করা হয়েছে। এর ফলে ১৯৭৩-৭৪ সালে টাকার অঙ্ক যে পরিমাণ হয়েছে ১৯৭৪-৭৫ সালে স্বভাবতঃ সেই অঙ্ক হবে না। কেন হবে না? কারণ এটা হচ্ছে প্লেনিং এর প্রথম বছর সেজন্য টাকার সংস্থানও কম থাকবে, কাজ আরম্ভ হতে কত টাকার প্রয়োজন প্রথম-বছর কিছু অসুবিধা থাকার দরুণ সেটা হবে না। কিন্তু এই কথাটির অর্থ এই নয় যে প্লেনের টাকা কাট ছাঁট হওয়ার দরুণ আমরা শিক্ষার সংকোচ করছি, শিক্ষা ব্যবস্থাকে প্রসারিত করছি না, প্লেনকে কাট ছাঁট করে দিয়ে আমরা চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা থেকে ঐম পঞ্চবার্ষিকী

পরিচালনায় আমরা টাকা পরচের পরিমাণ কম ধরেছি। তুলনামূলক ভাবে যদি বিচার করা যায়, তাহলে তার সত্যতা ধরা পড়বে। কারণ যে কথা তিনি বলেছেন, সেটা যে অসত্য, তার বিচার যে যথাযথ নয়, তার বিচারের মধ্যে যে ত্রুটি রয়েছে, সেটা ধরা পড়বে। চতুর্থ পক্ষ বার্ষিক পরিচালনার প্রথম বছরে যে টাকার স্ৰাব্দ ধরা হয়েছিল তার পরিমাণ হয়েছে ১১ লক্ষ টাকার কিছু বেশী। যে পক্ষ বার্ষিক পরিচালনার প্রথম বছরে যে টাকার অঙ্ক ধরা হয়েছে, সেটা হচ্ছে ৪০ লক্ষ ১১ হাজার টাকার মত। সত্যতঃ চতুর্থ পক্ষ বার্ষিক পরিচালনার প্রথম বছরে যে টাকার পরচ হয়েছে তার থেকে পঞ্চম পক্ষ বার্ষিক পরিচালনায় অর্থাৎ চলতি বছরে তার পরিমাণ হ্রাসের চেষ্টা করা হবে। সুতরাং যে কথা তিনি বলেছেন সংকোচন করা হচ্ছে তা নয়। চতুর্থ পক্ষ বার্ষিক পরিচালনার প্রথম বছরে ১১ লক্ষ টাকার কিছু বেশী খরচ করা হয়েছে আর এবার হচ্ছে পঞ্চম পক্ষ বার্ষিক পরিচালনার প্রথম বছরে ৪০ লক্ষ ১১ হাজার টাকা। ১৯৪৭-৭৫ সালের বাজেটের মধ্যে তিনি যেটা বলেছেন পরিচালনার জরুরি ব্যয় সংকোচ করা হচ্ছে শিক্ষার ও অন্যান্য ব্যয় সংকোচ করা হচ্ছে, সে কথা আদৌ সত্য নয়। শিক্ষার জন্য যে টাকা খরচ করার কথা, তা যথাযথ ভাবে খরচ করা হচ্ছে। সুতরাং তার কথা সত্য নয়। আর ওয়ার্ক এডুকেশনটা কি? বর্তমান স বাজেট নিশ্চিত করা হয়েছে, অলটারনেটিভ সাবজেক্ট ইমপ্লিমেন্টে প্রকৃতি সূত্রে তার যে কোন একটা পড়ানো হবে, তাকে গ্রহণ করা হবে, সেই সাবজেক্টগুলির মধ্যে আছে—ইন্টেন্সিভ, গার্ডেনিং, স্পোর্টস এন্ড উইথিং, ক্রীড়াঙ্গণ, বিজ্ঞাপন, প্রমোশন, ব্লক বোর্ডিং, 'মডেলিং এন্ড আর্টস'। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, ত্রিপুরাতে প্রায় ১২/১৫ বছর পূর্বে থেকেই ক্রীড়াঙ্গণ টিচিং নিযুক্ত রয়েছে। কোন কোন স্কুলে এবং সেই ক্রীড়াঙ্গণের জন্য কোন কোন স্কুলে ব্যবস্থাও রয়েছে। তাই যে সাবজেক্টগুলির কথা এখনে বলা হল, সমস্ত পশ্চিম বঙ্গের মধ্য শিক্ষা পর্ষদ সিলেবাসের আওতাধীন করেছে, তার অনেকগুলি আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন স্কুলে শিক্ষাব্যবস্থার ব্যবস্থা রয়েছে এবং তার জন্য ট্রেন্ডিং টিচিংও রয়েছে। তা ছাড়া অন্যান্য যে সমস্ত এ্যাপলিয়েডের দরকার, তার জন্য যে সমস্ত মেটেরিয়ালের ব্যবস্থা, সেগুলিও রয়েছে। সুতরাং তিনি যে কথাটা বলেছেন যে ওয়ার্ক এডুকেশন গুলিকে যথাযথ ব্যবস্থা নাই, সেটা হচ্ছে হয় তিনি জেনে অসত্য কথা বলেছেন আর না হয় তিনি তার গভীরে প্রবেশ করেননি এবং সেটা না করে উদ্ধৃতি দ্বারা তাকে শুধু সমালোচনার স্তরে টেনে আনার চেষ্টা করেছেন। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় এটি স্কুলের মধ্যে না হলেও অধিকাংশ স্কুলের মধ্যে এত সমস্ত ক্রীড়াঙ্গণ রয়েছে এবং ইনিসিয়েল টেজ এগুলিকে যাতে ইমপ্লিমেন্ট করা হয় এবং ইমপ্লিমেন্টের জন্য যাতে ব্যবস্থা করা হয়, তার জন্য নেসাসের ইনস্ট্রাকশন দেওয়া হয়েছে এবং এর সম্পর্কে আমাদের শিক্ষা বিভাগ সচেতন বলেই এটা সম্পর্কে তারা নিশ্চয়ই প্রাণ নন। আর তার জন্য ১৯৭৪ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে যখন এই সিলেবাস ইন্ট্রোডিউস করা হয়েছে, কিন্তু আমাদের শিক্ষা বিভাগ ১৯৭৩ সালের ৪ই সেপ্টেম্বর থেকে একটা সার্কুলার জারী করে সমস্ত স্কুলের প্রধান শিক্ষকদের অবহিত করে দিয়েছেন। কাজেই এই নিউ সিলেবাসের পরিপ্রেক্ষিতে কি ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে সেজন্য তাদের চিন্তাধারা রয়েছে। শুধু তাই নয়, এবার সমস্ত স্কুলের প্রধান শিক্ষকদের একটা

সেইমনি'র আহ্বান করা হয়েছে এটি নতুন সিলেবাস সম্পর্কে তাদের অভিমত চাওয়া হয়েছে। ২৩ দিনের এই সেমিনারের মধ্যে নতুন সিলেবাস সম্পর্কে আগাগোড়া সমস্ত দিকগুলি বিবেচনা করে তারা যে-রিকমেন্ডেশন করেছেন, সেই রিকমেন্ডেশন একটা পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করে বিভিন্ন স্কুলের মধ্যে বিতরণ করার চেষ্টা করা হচ্ছে। আমি জানিনা যে সরকারী স্কুলের প্রধান শিক্ষকেরা এর মধ্যে যোগ দিয়েছেন কিনা, যদি যোগ না দিয়ে থাকেন তাহলে তাদের জন্তু আর একটা সম্মেলনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে এবং যে সমস্ত রিকমেন্ডেশন করা হয়েছে তাদের কাছে সেগুলিও পাঠানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, ফিজিক্যাল এডুকেশন সম্পর্কে বলা হয়েছে যে এটাকে কন্সালস রি সাবজেক্ট হিসাবে নিতে হবে। আমি এটাকে গৌরবের সংগে এখানে উল্লেখ করতে চাই যে ফিজিক্যাল এডুকেশনের দিক দিয়ে নিপুণতা মোটেও পশ্চাদগত নয়। সারা ভারতের মন চিত্রের মধ্যে ত্রিপুরার স্কুল গেমস বিশেষ গৌরবের না হতে পারে কিন্তু এত খেলাগুলার জন্য ত্রিপুরার নাম আজকে সারা ভারতের মধ্যে বিজিত, তালিম, ভারতের বাইরেও বিভিন্ন দেশের মধ্যে ত্রিপুরার ছেলে মেয়েরা সেই গৌরবের পতাকাকে বহন করে উদ্ভাস করে নিয়ে আসছে। এটা আমাদের সকলের কাছে অত্যন্ত গৌরবের বিষয়। কিন্তু এটা তো আকাশ থেকে ভেঙে চড়ে আসেনি। ফিজিক্যাল এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট থেকে তার জগৎব্যাপক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। আমি সেন্ট্রাল গ্রাউন্ডাই-সব বোর্ড অব এডুকেশনের সামনে বসলেছিলাম এবং প্রাঃ ডাঃ হুসুল হাসানও স্বীকার করেছেন যে ত্রিপুরা খেলাগুলার ক্ষেত্রে অত্যন্ত স্কুল/কলেজ গেমসের ক্ষেত্রে পশ্চাদগত নয়, সারা ভারত বর্ষের ক্ষেত্রে তাহা যে চম্পায়ান হয়ে আসে কি এথলেটিক্‌সে, কি ক্রিস্টিয়ানে, তার অনেক প্রমাণ রয়েছে। শুধু তাই নয়, আন্তর্জাতিক ক্রীড়ামানে তারা কৃতিত্বের স্বাক্ষর নিয়ে এসেছে যেমন আমাদের রাজ্যের এক তরুণ মণ্ডু দেবনাথ রাশিয়াতে, আর জাপানে লোনা মুদ্রা ঘোষ নামে এক তরুণ। কাজেই আমরা খেলাগুলার ক্ষেত্রে মোটেও পশ্চাদগত নই। এবং এত খেলাগুলার ক্ষেত্রে যে ক্রীড়া জিনিষ এ্যাসেন'সিয়েলী নেচেসারী হচ্ছে সেগুলি চল উপযুক্ত ক্রীড়া শিক্ষক, উপযুক্ত গোল, মূলার সরঞ্জাম আর উপযুক্ত গেলার মাঠ ইত্যাদি। আমাদের যে সমস্ত স্কুল রয়েছে সেগুলিতে যথেষ্ট শিক্ষা প্রাপ্ত শিক্ষক রয়েছেন। তবে কিছু শিক্ষকের হযোগে অভাব রয়েছে এবং তার জন্য আমরা চাইছি যে এবার সামার ভেকাশানে পানিসাগর, কৈলাশচন্দ্র, মোহনপুর, মেলাগড় এবং বগুড়া এষ্ট এটি জায়গাতে এটি কেন্দ্র করে আন-ট্রেন্ড টিচাস দেব প্রাশ্তন্য ল ট্রেনিং দেওয়ার ব্যবস্থা হয় যাতে তারা সট কোর্স ট্রেনিং নিয়ে সেটাকে আরও ত্বরান্বিত করতে পারেন। তাছাড়া ফিজিক্যাল এডুকেশনে যে সমস্ত সুপারফিকিয়েন্ট রয়েছেন; যে সমস্ত এ্যাসিস্টেন্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট রয়েছেন বা যে সমস্ত লেকচারার রয়েছেন তাদের একটা সম্মেলন মার্চ মাসের ১৮ তারিখ থেকে ২৫ তারিখ পর্যন্ত ডাকা হয়েছে এবং তাদের সমস্ত ব্যাপারটা, যেটা মধ্য শিক্ষা পর্যায় সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত করেছেন তাকে যথাযথ ভাবে বাতে ইম্প্রুভমেন্ট করা যায়, তাদের সম্পর্কে তারা রিকমেন্ডেশন রেখেছেন। সুতরাং এই সম্পর্কে সরকার আদৌ উদাসীন নয়। প্রে গ্রাউণ্ড সম্পর্কে বলা হয়েছে—ত্রিপুরার অধিকাংশ স্কুলেই প্রে গ্রাউণ্ড রয়েছে এবং তা হয়েছে সংকারী অর্থায়নুলেই। অন্য কেউ এগিয়ে আসেনি

সেজন্য। এবং যে জায়গার মধ্যে তার ক্রটি রয়েছে সেগুলিকে দূর করার চেষ্টা করা হচ্ছে। কাজেই কাজ চালানোর মত খেলার মাঠ নাই তা নয়। এমন কোন স্কুল নেই—ম্যাকসীমাম সার্কেলের প্রে গ্রাউণ্ড না থাকতে পারে এবং যেখানে নেই ক্রমে ক্রমে প্ল্যানিংয়ের আওতার মধ্যে পুরন করার চেষ্টা করা হচ্ছে। ইকুইপমেন্ট-এর বেলায় হতে পারে—এপুয়ার ফিজিক্যাল এডুকেশনের ইকুইপমেন্টের অভাব অস্বাভাবিক। রাজ্য থেকে অনেক পরিমাণে কম। সুতরাং কেন্দ্র সেরা স্কুলগুলিকে দেওয়া হচ্ছে এবং ফিজিক্যাল এডুকেশন বাধ্যতামূলক—কম্পালসারী সাবজেক্টের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তাতে আমরা খুশী হয়েছি। আমরা খুশী হয়েছি এই জন্য আমরাও চিন্তা করছিলাম যে আমাদের যে মধ্য শিক্ষা পর্যন্ত এটা পর্যন্তের অধীনে ফিজিক্যাল এডুকেশনকে একটা কম্পালসারী সাবজেক্ট হিসাবে রাখব। ৪র্থ প্রসংগে তিনি যা অবতারণা করতেন সিলেবাস সম্পর্কে এই কথা সত্য নয়। কারণ মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের যে শিক্ষা সেটা শিক্ষার যে সিলেবাস সেই সিলেবাস মধ্যশিক্ষা পর্যন্ত করে না। যেহেতু ত্রিপুরাতে এতদিন পর্যন্ত মধ্য শিক্ষা পর্যন্ত পশ্চিম বঙ্গের অধীন ছিল—পশ্চিমবঙ্গ মধ্য শিক্ষা পর্যন্তের অধীনে এখানকার স্কুল-এর সমস্ত সিলেবাস তেঁরা হত তার উপর কেলি থবরদারী করার কোন অধিকার আমাদের ছিল না। এবার নতুন করে আমাদের বোর্ড হচ্ছে এবং সেই বোর্ড এটা করবে। কিছু খবরটা শুনে আমি বিশেষ ভাবে বলছি—তার অভিযেগে যেখানে পূর্বাভাস হয়েছিল সেটা হচ্ছে প্রাইমারি এডুকেশনের সিলেবাস-এর কোন পরিবর্তন হয়নি। তিনি এটা সম্পর্কে জানেন না বলেই অজ্ঞতা প্রসূত তিনি এটা এটা বলছেন। কারণ আমরা নতুন করে প্রাইমারী এডুকেশনের সিলেবাস প্রণয়ন করছি। শুধু করিন আমরা তাকে রিকাস্ট করে তাকে প্রেসেপ্ট দিয়েছি। নতুন সিলেবাস যা হবে তা একেবারে গুণোপযোগী একেবারে কালোপয়েসী আমাদের এপুয়ার উপযোগী। তাকে রিকাস্ট করে আমরা তেঁরা করেছি আমরা তাকে প্রেসেপ্ট দিয়েছি এবং প্রেসেপ্ট থেকে রিলিভ হওয়ার সংগে সংগে আমরা নতুন করে করব এবং বর্ড আকারে করে তাকে দেব। সুতরাং এই যে অভিযোগগুলি আনা হয়েছিল যে আতংকের কথা বলা হয়েছিল যে অস্ত্রবিধার কথা বলা হয়েছিল সেগুলির একটাও সত্য নয়। সেগুলি হচ্ছে হয় অজ্ঞানতা প্রসূত নতুন একটা আলোচনার কারণেই আলোচনা করতে হবে এটা জ্ঞান। বাজেটের সম্পর্কে বলা হয়েছে, নন-গ্লান বাজেটের কথা আমি পূর্বেই বলেছি। প্রায় বাজেটের কথা। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেটা ডিমাণ্ড বখন প্রসূত করা হবে তখন আমি তাকে পূর্ণাঙ্গপূর্ণরূপে, তথ্য তালিকায়, পারসংখ্যান বিশ্লেষণ করে আমি তা দেখাতে পারব যে এই সম্পর্কে তারা যে সমস্ত কথা বলেছেন তার কোন কারণ থাকতে পারে না। শুধুমাত্র একটা প্রসংগে একটা পয়েন্ট আমি বলছি—বিগত বছর ১৯৭৩-৭৪ সালের যে বাজেট যে বাজেটের সংগে ১৯৭৪-৭৫ সালের বাজেট এখানে স্পেন করা হয়েছে তাকে বদ এডজুস্ট তুলনা করা যায় তাহলে দেখা যাবে যে ৭ কোটি ১৫ লক্ষ টাকার সংস্থান করা হয়েছে যা বিগত সালের বাজেটের থেকে ১৩ শতাংশ বেশী—খাটিন পাসেট বেশী। সুতরাং এখানে শিক্ষার সংকোচন হচ্ছে যে কথা বলা হয়েছে সেই কথা অবাস্তব। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা সভার মধ্যে কিছু কথা, কিছু কথা অস্বাভাবিক কথাও বলা হয়েছে। নানা দেশের প্রসংগ বলা হয়েছে কিন্তু ত্রিপুরার বাজেট সম্পর্কে কিছুই বলা

হয়নি। এক্ষেত্রে কথার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে মন্দ কথা বলা হয়েছে, আনপার্শ্বগোষ্ঠী কথায় সময় সময় বলা হয়েছে। যার প্রতিবাদও করা হয়েছে। আমি সেট প্রসঙ্গে যেতে চাচ্ছি না। কারণ কারও উপর দোষারূপ করে কারও উপর কটু মন্তব্য করার মধ্য দিয়ে এই বাজেটের কিছু মাত্র উন্নতি হবে না। সুতরাং শিক্ষা সম্পর্কে বাজেটের যে সমালোচনা করা হয়েছিল আমার জবাব আমি তার মধ্যে দিয়েছি। এবং যে কার্টমোশানগুলি আসবে এবং তার ডিনাওগুলি সম্পর্কে যখন দফাভিত্তিক আলোচনা হবে তখন সেও প্রসঙ্গেও আমি আলোচনা করব। মাননীয় অর্থ মন্ত্রী যে বাজেট এখানে পেশ করেছেন বিভিন্ন বক্তা যাকে কেউ ধনাত্মক বাজেট কেউ বৈষম্যাত্মক বাজেট কেউ প্রজাতান্ত্রিক বাজেট কেউ লোকতান্ত্রিক বাজেট নানা কথা তারা বলেছেন একেবারে কথার খুলকুড়ি সাজিয়েছেন। কিন্তু তার ভিতরে তারা প্রবেশ করেন নি। আমি সেট কন্ট্রোলসির মধ্যে যাচ্ছি না। আমি শুধু বলছি যে বাজেট তা বাজেটই। আমি এই কথা বলছি না এটা স্বর্গরাজ্য তৈরী করার একটা সিঁড়ি করা হয়েছে। এটা একদিনের মন্তব্যের নয়। সুতরাং একজন মার্কসবাদীর দৃষ্টিভঙ্গিতে এই বাজেট ঠিক নাও হতে পারে ব্যক্তিগত চিন্তার দৃষ্টিকোণ থেকে এক একটা কমিউনিষ্টিক্যাল বেসিসে চিন্তা করে তাকে পছন্দ নাও হতে পারে। কিন্তু একটা গণ-তান্ত্রিক দৃষ্টি নিয়ে আমাদের দেশের যে অগ্রগতি দাবিদার রয়েছে, অশিক্ষা রয়েছে, রোগজীর্ণতা রয়েছে সর্বোপরি আমাদের অর্থ সংস্থানের যে ভয়ানক ভাবে অভাব রয়েছে তার দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে আমরা এতে কথা বলতে পারি যে এর থেকে অস্বস্তি পক্ষে এই পরিস্থিতিতে এর থেকে ভাল বাজেট করা সম্ভবপর ছিল না। এতটাই এই বাজেট সমর্থন করে আমি আমার আশার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :- শ্রীজিতেন্দ্র লাল দাস।

শ্রীজিতেন্দ্র লাল দাস :- মাননীয় স্পীকার স্যার, ত্রিপুরার মাননীয় অর্থ মন্ত্রী ১৯৭৪-৭৫ সালের বাজেট পেশ করেছেন, ৫৫ কোটি ২৩ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা। ২ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকার মত ঘাটতি দেখান হয়েছে। এই বাজেট ত্রিপুরার বর্তমান সমস্যা, বিশেষ করে বেকার সমস্যা, শিল্পের ক্ষেত্রের সমস্যা, যোগাযোগের সমস্যা এতে সংস্থ এবং সাধারণ মানুষের বিভিন্ন দিক থেকে যে সমস্যা সংকট সেই সমস্যা সংকটের দিক থেকে এই বাজেট—১৯৭৪-৭৫ সালের বাজেট পেশ করা হয়েছে তা ত্রিপুরার প্রয়োজনীয়তা বাক থেকে এবং ত্রিপুরার মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষার দিক থেকে এই বাজেট দাম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। কারণ, বাজেটে শিক্ষার কথা, এবং কারিগরী চিকিৎসা ইত্যাদি বিভিন্ন খাতে বাজেটে গত বছরের তুলনায় এই বাজেট কমান করেছে এবং আজকের প্রয়োজন ত্রিপুরার যে ব্যাপক বেকার সমস্যা সেই দিক থেকে শিল্পের প্রয়োজনে এবং অস্বাস্থ্য দিক থেকে একটা গণতান্ত্রিক দৃষ্টাবস্থার বাজেট আজকের চাহিদা পূরণে সম্পূর্ণ ভাবে ব্যর্থ। কারণ আমাদের দেশের আমাদের বাজার বিভিন্ন দিক থেকে আজকে যা প্রয়োজন বিশেষ করে আমি বর্তমান বেকার সমস্যার কথা বলছি। আজকে প্রচণ্ড ভাবে যদি বেকার সমস্যার সমাধানের পরিকল্পনা নেওয়া না হয় এবং বাজেটে পরিপূর্ণভাবে যদি প্রতিফলন না থাকে—আজকে সারা রাজ্যে যে প্রচণ্ড বেকার সমস্যা সেই বেকার সমস্যার মোকাবিলা না করতে পারলে

দেশ জোড়া বিক্ষোভের জন্য স্নাত্ত্বিকের লক্ষ্যন যাবে। কাভেই সেই দিক থেকে যেখানে ক'টা শিল্প স্থাপনের কথা অনেকদিন থেকেই শুনে আসছি। দক্ষিণ ত্রিপুরার শান্তির বাজারে একটা থান্সারী চিনির কল করার জন্য ভিত্তি প্রস্তুত স্থাপন করা হয়েছে। এবং বিলোনারীর শান্তির বাজার এলায় প্রায় ৪ হাজার কৃষক আছে। চাষীরা বাসক থেকে ঋণ নিয়েছে। এখন এই মেশিন যদি আগামী মসুমে না চলে তাহলে এই সমস্ত কৃষক প্রায় ৪ হাজার পরিবারের এই যে বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি হবে তা কল্পনা করাও মুশ্কিল। কাভেই যেখানে বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য বিভিন্ন উন্নয়নের জন্য শিল্প ইত্যাদির প্রয়োজন। আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যের সুবন্ধের সুবর্তীদের শিক্ষিত অশিক্ষিত গ্রামাঞ্চলের যে ব্যাপক ভাবে কাজের চাহিদার জন্য প্রতিদিন ঘুরাফেরা করছে তাদের যে এই দুঃস্থতার তারতম্য কোন সুব্যবস্থা এই বাজেটে কোন একটা প্রতিশ্রুতির মধ্যে থেকে যে সমস্ত অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে যেমন এই থান্সারী মেশিন আগের কলের উপলক্ষ্য করে আমি বলছি এতগুলি কৃষক পরিবার সাধারণ ভাবে আমাদের এই ত্রিপুরা বাজো ধানের দর, পাটের দর, জুড়ের দর, এই সমস্ত জিনিসের দর কৃষকদের উৎপাদন খরচের অনেক নীচে। যখন কৃষকরা বিক্রী করে তখন চলে যায়। কৃষকরা যখন ধান বিক্রী করে তখন কৃষকদের ধানের দরও সাংঘাতিক ভাবে উৎপাদন খরচের নীচে চলে যায়। কাভেই থান্সারী চিনির কলের উপলক্ষ্য করে তারা একটা ভবিষ্যত সম্ভাবনার দিকে দৃষ্টি রেখে যেভাবে গাখ চাস করছে সেটী গাখ চাষের য থান্সারী মেশিন আগের মসুমে যদি না তৈরী হয় তাহলে প্রত্যেকটা পরিবারকে ব্যাংকের ঋণ শোধ করার জন্য তাকে ভূমি বিক্রী করতে হবে। মাননীয় স্পীকার স্যার, এই একটা সমস্যা লুপ মাড় একটা থান্সারী হোট মেশিনকে উপলক্ষ্য করে আমি দেখতে পাচ্ছি। কাভেই আজকে এই বাজেটে সেই মেশিন সেই মসিনের চিহ্ন প্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে সেই মেশিনকে আশা করে রাজ্যের হাজার কৃষক বাড়তি আঁখের চাস করেছে, ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়েছেন এই ঋণ পরিশোধের কোন প্রতিশ্রুতি শিল্পের কোন প্রতিশ্রুতি এই বাজেটে না থাকার ফলে আজকে এই সমস্যা এবং যে সমস্ত পাটকল বা চটকল ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত করার ভিত্তি দিয়ে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের বেকার সমস্যা সমাধানের প্রসঙ্গ। সেই কলগুলি স্থাপন করার কোন প্রতিশ্রুতি এই বাজেটের মধ্যে নেই। এই দিক থেকে বেকার সমস্যা সমাধানের কোন প্রতিশ্রুতিতে নেই-ই বরং এই সমস্ত ঘটনাকে উপলক্ষ্য করে পাটো অরও নানান বকম সমস্যা দেখা দিয়েছে। বাজেটে প্রতিশ্রুতি না থাকার ফলে বাজেটের কতগুলি স্থিতিবস্থা নয়, মাননীয় স্পীকার স্যার, প্রতি বছর একটা চলমান অস্থি চালিয়ে যাওয়ার জন্য এই বাজেট নয়। বাজেট প্রত্যেকটা পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে প্রত্যেকটা বসুন্ধার চাহিদা অনুযায়ী প্রতিদিন ডেভেলপমেন্ট রাজ্যের উন্নয়নকে অগ্রগতির দিকে না নিয়ে যেতে পারলে শুধু হিতাবস্থা দিয়ে একটা রাজ্যের বা

একটা দেশের অগ্রগতিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় না। এবং অগ্রগতিকে কণ্ঠী'নউ করা যায় না এবং তাতে একটা প্রচণ্ডভাবে একটা সংকট দেখা দেয়। আজকে যে দ্রব্যমূল্য অবস্থা শুধু ত্রিপুরার মানুষের সমস্যা নয় সারা ভারতের সমস্যা। কিন্তু যেহেতু ত্রিপুরা ভারতবর্ষের মধ্যে একটা রাজ্য সেট রাজ্যে এই দ্রব্যমূল্য কন্ট্রোল করার জন্য এই মূল্য বৃদ্ধি রোধ করার জন্য জিনিস পত্রের দর নামানোর জন্য কোন পরিকল্পনা, কো-অপারেটিভের মাধ্যম বা সরকারী বিক্রয়-কেন্দ্রের মাধ্যমকত ব্যাপক ভাবে বিলি যেমন তেল, সাবান, তামাক লাভ্যায়ী গোড়সু ছাড়া যেসমস্ত আ্যাসেনসিয়েল কমুডিটিস এইগুলি নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস পত্র সরবরাহ যদি না করতে পারা যায় তাহলে আজকে ত্রিপুরায় এবং সারা ভারতের আজকে ত্রিপুরার মানুষ সাংঘাতিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবে, বিক্ষুব্ধ হবে এবং নানা দিক থেকে নিজেস্ব সাংঘাতিক ভাবে উৎপীড়িত বোধ করছে। এর প্রতিকারের জন্য যদি আমাদের ব্যবস্থা না থাকে এর প্রতিকারের জন্য যদি বাজেটে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করা হয় তবে স্বাভাবিক ভাবে এই সমস্যা দেশের সাধারণ মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা ব্যর্থ হয়ে যাবে। মাননীয় স্পীকার স্যার, যোগাযোগ, ত্রিপুরার মানুষ রেলগাড়ীতো কবে হবে তারতো কোন ভরসা নেই, রেলগাড়ী বাদই দেওয়া যাক। আগন্তুলা থেকে কলিকাতা এগন ১০৭ টাকা, শুনছি আরও ফিক্‌টন পাসে'ন্ট বাড়বে। আবার মানুষকে জরুরী জরুরী, আমি কিছু দিন আগে কলিকাতা গিয়েছিলাম। ব্রেকফাস্টের টাইমে, ১২৫ টাকা করে প্লেনের ভাড়া নেয় রেলের মত তিনখান বিকুট আর একটা চা দিয়েছে ব্রেকফাস্টের সময়েতে ১ট ২০ মিনিটে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি সন্ধ্যানে বলেছি এবং আমি একটা প্রতিবাদ লিখে দিয়েছি গত ২২ তারিখে। কাজেই এই সমস্ত ঘটনা এবং যাতে রেলগাড়ী চালু হয় তার জন্য আমাদের কোন বাজেট বরাদ্দ কোন পরিকল্পনা কোন প্রতিশ্রুতি নেই এবং কবে ত্রিপুরা রাজ্যে রেল যোগাযোগ হবে তার কোন ব্যবস্থা নেই। কিন্তু অন্ততঃপক্ষে ত্রিপুরার মানুষকে কলিকাতা যাওয়ার জন্য এই যে বিমান ভাড়া বেড়েছে তার তো একটা পরিকল্পনা সরকার নিতে পারতেন যে বিমান ভাড়া হয় সাবসিডি দিয়ে না হয় অন্য কোন ব্যবস্থা করে এই ভাবে মানুষ সাধারণ মানুষ প্রতিদিন্যত কলিকাতা যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা আজকে এই ভাবে যে প্রতিদিন ভাড়া বাড়ছে এবং শুধু ভাড়া বাড়ছে আবার এখান থেকে সিটি অফিস থেকে এরোড্রাম যেতে ভাড়া আবার দম দম থেকে সিটি অফিস যাওয়ার যোগাযোগ বৃদ্ধ করে দেওয়ার হয়েছে (বেড লাইট) মাননীয় স্পীকার স্যার আমাকে একটু সময় দিন কাজেই এই দিক থেকে বাজেটের স্থূলতা এবং সাধারণ শিক্ষাখাতে বাজেট কমেছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, সেখানে আমাদের অনেকগুলি কলেজের প্রয়োজন এবং ত্রিপুরা স্টেটের মেডি-কেল স্টুডেন্টের প্রিমেডিকেল বারী পড়ছে সেইসমস্ত প্রি-মেডিকেল স্টুডেন্টদের বাইরে গিয়ে পড়ার কোন ব্যবস্থা এখন পর্যন্ত আমাদের ত্রিপুরা সরকার করতে পারছেন না। কাজেই এই সমস্ত প্রিমেডিকেল স্টুডেন্টদের বারী মেডিকেল কলেজ তো দূরের কথা প্রি-মেডিকেল স্টুডেন্টদের বাইরে পড়ার জন্য যে সমস্ত ব্যবস্থা করা সরকার সেখানে শিক্ষাখাতে কলেজের প্রয়োজনীয়তা যেখানে বাড়ছে প্রামাণ্যে যেখানে বিভিন্ন জায়গায় প্রাইমারী স্কুল, হাইয়ার সেকেন্ডারী স্কুল ইত্যাদির চাহিদা বাড়ছে কলেজের প্রয়োজনীয়তা বাড়ছে সেখানে

আজকে শিক্ষাখাতে বাজেট কমানোর কোন তাৎপর্য্য আমি বুঝি না। এই দিক থেকে সাংসদিকভাবে ত্রিপুরার ছাত্রদের পক্ষে ক্ষতিকারক, এবং এই বাজেট কমানোটা যাহুয সাংসদিকভাবে মর্য্যাহত হবে। চিকিৎসা খাতেও বাজেট কমেছে। বিভিন্ন জায়গায় গ্রামাঞ্চলে যে সমস্ত প্রাইমারী হেল্থ সেন্টারগুলি আছে বাড্ডাস্বরূপ ক্ষেত্রে সেই সমস্ত প্রাইমারী সেন্টার-গুলিতে এখন পর্য্যাপ্ত পাশ করা ডাক্তার নাই। অনেকগুলি প্রাইমারী হেল্থ সেন্টার পাশ করা ডাক্তার ছাড়া একজন কম্পাউণ্ডার দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। কাজেই যেখানে প্রাইমারী হেল্থ সেন্টারগুলিতে ডাক্তারের প্রয়োজন সেখানে চিকিৎসা খাতে বাজেট কমানো হয়েছে। কৃষি ক্ষেত্রে বাজেট কমানো হয়েছে। যখন চাষ ব্যবস্থায় উন্নয়নের দরকার যখন কৃষকরা প্রয়োজন মত সার পাচ্ছে না সাবসিডি দিয়ে কৃষকদেরকে সার সরবরাহ করা দরকার উন্নত ধরণের চাষের জন্য ধান উৎপাদনের জন্য সেইখানে বাজেট কমানো হয়েছে। কাজেই এই সমস্ত দিক থেকে বাজেটে বিহাতের বাজেট বাড়ানো হয়েছে কিন্তু যা বাড়ানো হয়েছে আমাদের এখানে বিহাতের সংগে—

মিঃ ডিপুটি স্পীকার :— The house stands adjourned till 2 P. M. to-day.

মিঃ ডিপুটি স্পীকার :— আই উড কল অন শ্রীজিতেন্দ্র লাল দাস। পাঁচ মিনিটের মধ্যে শেষ করুন।

শ্রীজিতেন্দ্র লাল দাস :— মাননীয় স্পীকার, সার, আমাদের ৬০ ভাগ করে যদি এক ভাগ সময় দেন, তাহলে মুসকিলের কথা আমিতো কমিউনিটি পাটির একজন মাত্র সদস্য।

মাননীয় স্পীকার, সার, আমি বলছিলাম সেচ ও বিদ্যুত বাজেটের উপর। সেচ ও বিদ্যুত বাজেট কিছু বাড়ানো হয়েছে। কিন্তু আমাদের এই রাজ্যে সেচের সমস্ত কৃষিক্ষেত্রে একটা প্রচণ্ড সমস্যা। এমন বহু জায়গা আছে, সেখানে স্লুইস গেট দিয়ে প্রচণ্ডভাবে কৃষি উৎপাদন বাড়ান যায় এবং বাজেটে যে সমস্ত টাকা উৎপাদনক্ষেত্রে নিয়োজিত হয়, বলা যায় সেচ আমাদের রাজ্যে কৃষি এই সমস্ত এর জন্য টাকা শুধু মাত্র ইমপ্রেশান সৃষ্টি করেনা, উৎপাদনও বাড়ায়, সেই দিক থেকে, সেচের দিক থেকে সাধারণ যেটুকু বাজেট বরাদ্দ দেখছি, ভাল কথা, কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় এই বাজেট বরাদ্দ কোন প্রয়োজন মেটানোর পক্ষে কোন কার্যকরী বরাদ্দ নয়। কারণ আজকে সেচের সারা রাজ্যে প্রচণ্ডভাবে প্রয়োজন এবং বিভিন্ন জায়গায় স্লুইস গেট ইত্যাদি দিয়ে ত্রিপুরাতে সার বর্ষায় যে সমস্ত জল নিকাশনের কাজ, সেই সমস্ত নদী, ছড়া ইত্যাদির উপর বাধ দিয়ে, স্লুইচ গেট সৃষ্টি করে, বিভিন্ন জায়গায় সেচের ব্যবস্থা বাড়ান যায়, তাহলে কৃষির অগ্রগতি হতে পারে, কিন্তু সেইদিক থেকে প্রয়োজনের তুলনায় বাজেটে অর্থ কম ধরা হয়েছে।

তারপর অনুরূপ সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে, গত ১৯৭০-৭১ সনের বাজেটে ছিল ৬০ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা, এবার সেটা ৫০ লক্ষ টাকা করা হয়েছে উপজাতি উন্নয়নের ক্ষেত্রে আজকে যে প্রচণ্ডভাবে তাদের জীবন উন্নতির জন্য, তাদের নানান ব ডেভলপমেন্টের জন্য যে বাজেট বরাদ্দ প্রয়োজন, এদিক থেকে সাধারণভাবে যে বাজেট গত বছর ছিল, সেই বাজেটও প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত কম কিন্তু এবার আরও কমানো হয়েছে। রাইমা শর্মা যে সমস্ত উপজাতি বিরাট একটা অংশ

আছে, যদি সাধারণভাবে উপজাতির জন্ম যে সমস্ত বাজেট বরাদ্দ রাখা হয়েছে, সেই বাজেট বরাদ্দ দিয়ে রাইমা শর্যার উপজাতিদের সমস্ত সমাধানের চেষ্টা করেন, তাহলে উপজাতি উন্নয়নকের প্রচণ্ড প্রস্তুতি দেখা দেবে। রাইমা শর্যার যে সমস্ত উপজাতিরা উচ্ছন্ন হচ্ছে, তাদের পুনর্গঠনের জন্ম, তাদের বিভিন্ন ক্ষয়ক্ষতি হানাহানিক্ত করার জন্ম যে ব্যাপক বাজেট প্রয়োজন, সেইদিক থেকে এই বাজেট সাংঘাতিকভাবে ব্যর্থ হয়েছে, এবং আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে উন্নয়ন ক্ষেত্রে গতবারের তুলনায় এবার অনেক কম ঘটেছে। এই সমস্ত দিক থেকে আজকে শিল্পের অগ্রগতি করে, বেকার সমস্ত সমাধানের প্রদ। বিভিন্ন প্রায়শ্চিন্তিত্ব সেট আপের, বিভিন্ন রকম উন্নয়ন স্থিতি করা এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে জিনিসপত্রের ইকনিক করা দরকার। আজকে মূল্য বৃদ্ধির ফলে সারা রাজ্যের মধ্যে ব্যাপক বিক্ষোভ স্থিতি করেছে জনসাধারণের মধ্যে, সেই মূল্য বৃদ্ধি প্রতিরোধ, দ্রব্যমূল্য কমানোর জন্ম ব্যাপকভাবে সরকারী পরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিত ছিল। কারণ এই সমস্ত দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি যদি রোধ করা না যায়, তাহলে মানুষের দুঃখ দুর্দশা বৃদ্ধি পাবে এবং সংগত কারণেই তাদের মনে বিক্ষোভ বাড়বে। আজকে মানুষের যে দুঃখ দুর্দশা বাড়ছে, তার প্রতিকারের কোন প্রতিফলন এই বাজেটে নেই। কাজেই মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই সমস্ত দিক থেকে আমি একটা কথা বলছি, আমরা যদি শুধু এই ব্যবস্থা চালায়ে যাওয়ার চেষ্টা করি তাহলে আজকে চাহিদা বাড়ানোর পক্ষে বিপর্যয় স্থিতি করবে। বেকার সমস্ত, উপজাতি ক্ষেত্রে সমস্ত, কৃষিক্ষেত্রে সমস্ত, সিডাল কাস্ট ইত্যাদি অসুস্থত সম্ভব হওয়া আছে তাদের সমস্ত। শিক্ষাক্ষেত্রে কলেজ ইত্যাদি বাড়ানো দরকার, সেচ ব্যবস্থা, যোগাযোগ ক্ষেত্রে রেলওয়ে ইত্যাদি না হওয়ায় মানুষের মনে অসন্তোষ স্থিতি হচ্ছে। প্রত্যেকটি জিনিষ—মানুষ খেতে বসল, ইলেক্ট্রিক লাইট চলে গেল। মানুষের প্রচণ্ড প্রয়োজনীয়তার সময় হঠাৎ বিপর্যয় দেখা দিল, ইলেক্ট্রিক সিটি সংকট দেখা গেল। এই যে যাতায়াতে, কৃষিতে, খাদ্যে, বেকার এই সমস্ত ক্ষেত্রেই মানুষকে উভয় করে তুলেছে এবং আজকে এই সমস্ত ঘটনা সমাধানের জন্ম একটা পরিকল্পনা গ্রহণ করা প্রয়োজন। বলা যেতে পারে যে খাদ্যের রাজ্যের বেশির ভাগ অর্থ কেন্দ্রীয় সরকারের অনুদানের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই পঞ্চাদশ বাজেটের শিল্প, বেকার সমস্ত। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি প্রতিরোধ, এই সমস্ত দিক থেকে বিবেচনা করে আজকে এই বাজেটকে একটা কার্যকরী রূপ দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু সেই সমস্ত দিক থেকে এই বাজেট জনসাধারণে আশাপূরণে ব্যর্থ হয়েছে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি বলছি যে আজকে সমস্ত গণতান্ত্রিক, দলমত নির্বিশেষে সমস্তের কাছে বলছি যে আজকে সারা ভারতবর্ষে, শুধু ত্রিপুরা রাজ্যে নয়, মানুষ বিভিন্ন সমস্ত, বিভিন্ন দুঃখজনক জিনিষপত্রের মূল্য বৃদ্ধি, বেকার সমস্ত। ইত্যাদি সব কিছু মিলে এমন উভয় অবস্থার মধ্যে আছে, এমন কি পাল্‌গেমেণ্ট, বিধানসভা ইত্যাদি। গণতান্ত্রিক কাঠামোর উপর মানুষের আস্থা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এবং অনেকে এই কথা বলতে শুরু করেছে যে দুঃখ এ দিয়ে কি হবে? পাল্‌গেমেণ্ট ইত্যাদিতে কি হবে, বিধানসভা দিয়ে কি হবে? এরকম একটা অবস্থা ক্রমে ক্রমে স্থিতি হচ্ছে এটা শুধু ত্রিপুরা রাজ্যে নয়, এবং আজকে ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে এই পরিস্থিতি খুবই আশঙ্কাজনক এবং এটা পরিবর্তন করা দরকার। সাধারণ মানুষের আস্থা পাল্‌গেমেণ্টের উপর,

বিধানসভার উপর ফিরিয়ে আনা দরকার! এই সমস্ত ঘটনার ফলে মানুষের মধ্যে যে বিকোভ হচ্ছে, এই সমস্ত বিকোভ, যারা এই সমস্তকে পরিচালনা করে একটা বিপ্লবী পরিবর্তন আনতে চায় তারা শুধু এটাকে ব্যবহার করার জায়গা বসে নাই, এমন সমস্ত শক্তি—জনসঙ্গ বা বিহারে দেখছি, যা গুজরাটে দেখছি, এমন সমস্ত শক্তি আজকে খেলায় নেমেছে যারা মানুষের এই স্বাভাবিক বিকোভকে, মানুষের জায় সংগত বিকোভকে অত্যন্ত কুংসিত পথে পরিচালিত করে ভারতবর্ষে পাল'মেন্ট, আইন সভা, ইত্যাদি সমস্তের উপর একটা প্রতিক্রিয়াশীল ষড়যন্ত্র চালানোর জন্য আজকে তারা পরিকল্পনা করেছে। তার প্রতিকল্পন বিহারে এবং গুজরাটে দেখা যায় এবং যা সাধারণ গণতন্ত্রপ্রিয় এবং যারা বিপ্লবী ধারণা দেশের মধ্যে চালাতে চায় এবং দেশের মধ্যে এই সমস্ত দুর্ঘটনাকে এই সমস্ত এনার্জিক বা অস্বাভাবিকতাকে কোনকালেই দেশ সমর্থন করতে পারে না। কাজেই আমি দলমত নির্বিশেষে, কংগ্রেসের মধ্যেও যারা এই ধরনের প্রগতিশীল চিন্তার নিযুক্ত এবং অন্যান্য বামপন্থী দল যারা আছেন এবং সমস্ত মানুষের কাছে, আমাদের এই হাউসের কাছে আবেদন করব যে আজকে মানুষের হতাশাকে, আজকের মানুষের দুঃখ দুর্দশাকে যদি আমরা বোধ করজ্জ্বল না পারি, সমস্ত বামপন্থী সমস্ত বামপন্থী শক্তি ঐক্যবদ্ধভাবে ভাবে তাহলে এই শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ভারতবর্ষে যা খুঁটে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি আছে যারা এই ঘটনাকে অপব্যবহার করে একটা প্রতিবিপ্লবী কাণ্ড কারখানা ঘটাবার চেষ্টা করবে। কাজেই আজকে এই সমস্ত ঘটনাকে অত্যন্ত গভীরভাবে চিন্তা করা দরকার। আজকে আমাদের স্থিতিবস্থা মীতির মারফতে ভারতবর্ষের মানুষ সন্তোষ্ট নয় এবং এই অসন্তোষ্ট মানুষকে ব্যবহার করার জন্য প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিও আছে। কাজেই সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি ঐক্যবদ্ধ হয়ে এই ঘটনাকে বিচার করে দেখতে হবে। সাধারণ মানুষের দুঃখ দুর্দশার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে সাধারণ মানুষের ভাবনে একটা সচ্ছলতা আনার জন্য যদি আমাদের এই বাজেটে ব্যবস্থা না থাকে, যদি আমাদের অর্থনীতিতে মধ্যে ব্যবস্থা না থাকে, তবে মানুষ হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়বে। আমি আশা করি ভারতবর্ষের সমস্ত প্রগতিশীল শক্তি ঐক্যবদ্ধভাবে এটা কক্ষে দাঁড়াবে। কিন্তু যাতে প্রতিক্রিয়াশীলরা এই ঘটনার সুযোগ না নিতে পাবে তার জন্য পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য আমি অনুরোধ করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রী: ডেপুটি স্পীকার :— আই উড কল অন অনারবল মেম্বার শ্রীঅভিরাম দে বর্মা।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, গত ১৭ই মার্চ জিপুরার অর্থ মন্ত্রী মহাশয় ১৯৭৪-৭৫ সালের বাজেট উপস্থিত করেছেন। এই বাজেটে আমরা দেখব জিপুরার মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা রূপায়িত করতে পারবে কিনা। আমরা দেখছি এই বাজেটে যে সময় উপস্থিত করেছেন সেই সময়ে জিপুরার অবস্থা কি? আমরা দেখছি জিপুরার অবস্থা হচ্ছে যে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের মূল্যবৃদ্ধির ফলে সাধারণ মানুষের নাতিশাস উঠছে এবং বেকারত্বের জগার খুব সমাজ বিকৃত হচ্ছে। কর্মচারীদের মধ্যেও জীবন ধারণের ন্যূনতম ব্যবস্থা না থাকার দরুন তারাও বিকৃত হচ্ছে। ঠিক তেমন সময় এই বাজেট উপস্থিত করেছেন

এবং কলিং পার্টির সদস্য বজুয়া এই বাজেটকে সমাজতান্ত্রিক আখ্যা দিয়েছেন বা বাস্তবের সংগে কোন মিল নেই। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বলতে চাই এইবার সরকার লেভীর নামে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে ধান আদায় করেছে। সেই লেভি আদায়ের ক্ষেত্রে আমরা দেখলাম ধর্মনিগর থেকে মাত্র ১০০ মেট্রিক টন তারা আদায় করতে পেরেছেন। এখন আমাদের দেখতে হবে অমরপুরের উপজাতিরা হচ্ছে সংখ্যাগরিষ্ঠ। এদের একটা বিরাট সংখ্যা হচ্ছে রাইমা সরকারি যেখান থেকে ১৫,০০০ তাজার মানুষ উদ্ধৃত হয়ে যাচ্ছে। সেখানে আমরা দেখলাম লেভি করে ১২০০ মেট্রিক টন আদায় করা হয়েছে। তাদের গলা টিপে তাদের খাদ্য আদায় করেছে এই সরকার। আমরা সংগে সংগে দেখলাম এই উপজাতি জনসাধারণকে ত্রিপুরা রাজ্য থেকে কিভাবে উৎখাত করা যায় তার জন্য আমরা দেখলাম মহারাজার বিজার্ডকে তারা স্টেডে চুরগার করে দিয়েছে। যা সামগ্রিকভাবে নির্ভর ছিল উপজাতিদের তাও তারা নষ্ট করে দিয়েছে। আর আমরা দেখছি যে আটার কেজি ৩৫ পরসী দাম বৃদ্ধি করেছে। সাধারণ মানুষের যে কন্ট্রোলার খাবার তাও শক্ত করা ৩০ ভাগ বৃদ্ধি করে দিয়েছে। ঠিক এমন সময়ে ত্রিপুরার বাজেট আলোচনা হচ্ছে। কিন্তু এই বাজেটের বাস্তবের সংগে কোন সঙ্গতি নাই। ত্রিপুরার মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষাকে পূরণ করার মত দ্ব্যনতম ব্যবস্থাও বাজেটের ভিতর নাই। কাজেই মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, ঠিক এই সময়ে আমরা কি দেখব? ভারতের প্রধানমন্ত্রী মাননীয় ইন্দিরা গান্ধী ত্রিপুরাতে এলেন। এই আসার সংগে আমরা কি দেখলাম? ত্রিপুরার প্রশাসন স্বতন্ত্র প্রধান মন্ত্রীকে স্বাগত জানানোর জন্য কি একটা হলুদুল কাণ্ড জুড়ে দিয়েছেন। এই অবস্থার মধ্যে আমরা দেখছি রাইমা সরকারে ৩ টাকা থেকে সাড়ে তিন টাকা কেজি চাল। এই রাইমা সরকার এবং অমরপুর থেকে আদায় করেছে ১২০০ মেট্রিক টন ধান। আর সেখানে কন্ট্রোলার চাল যাচ্ছে না, আটা যাচ্ছে না, আটার দাম বৃদ্ধি করতে করতে এই সরকার শেষ পর্যন্ত দুই টাকার গিয়ে চৈকাবে। চালের দামতো প্রায় দুই টাকা দুই দুই অবস্থার গিয়েছে। খুব তাড়াতাড়ি দুই টাকার অতিক্রম করবে। এই অবস্থার মধ্যে গেছে। তার মধ্যে আমরা কি দেখলাম ঐ সরকারের বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টগুলি এ, সি. বিলে টাকা অগ্রিম ড্র করে রেখেছে। আর ঠিক তার পরবর্তী কালে আমরা কি দেখব? ঐ হাক এ মিলিয়ন জবের নাম করে কিছু লোককে তাঁরা চাকরী দিয়েছিলেন যার মেয়াদ হচ্ছে ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত। সেই ১০ লক্ষ টাকা যদি আজকে ত্রিপুরার যুব সমাজের যারা হাক এ মিলিয়ন জবের মধ্যে নিয়োগপত্র লাভ করেছে যার মেয়াদ হচ্ছে ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত সেই টাকা যদি সেই গাভে খরচ না করতে তাহলে পরে এই যুবকদের জন্য আরও ২ বছর বাক দেওয়ার ব্যবস্থা থাকত। কিন্তু তা করেন না এই সরকার। তারপর আমরা কি দেখছি? প্রধান মন্ত্রী এই সময়ে ত্রিপুরাতে আসলেন কেন? কিন্তু গত বছরে আমরা যখন দেখলাম ত্রিপুরাতে যুব যারা গিয়েছিল, তখন মানুষ খুঁজে পাওয়া গেল, শিরাল কুর্বের মত যখন মরতে আরম্ভ করল, পথে পথে যখন পেটের জ্বালায় মরতে আরম্ভ করল, কৈ তখন তো কোন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ত্রিপুরার দিকে একটা বাহরের জন্তুও তাকিয়ে দেখলেন না, ত্রিপুরার মানুষের ঐ দুর্দিনে তারা কেউ ত্রিপুরার মাটি স্পর্শ করেনি। কিন্তু আজকে যখন তাদের নিজের ঘর

ভাঙ্গতে শুরু করল, তখন ঐ পহুজী থেকে আরম্ভ করে প্রধান মন্ত্রী পর্য্যন্ত ত্রিপুরাতে আসতে আরম্ভ করলেন। কিন্তু যে সময়ে এখানে মানুষের কোন খাতি নাহি, আটা নাহি, চাকুরী নাহি। মানুষ একটা অস্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে আছে, ঠিক এই সময়ে তিনি আমাদের এখানে আসলেন এবং এসে আমাদের লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে দিয়ে গেলেন। আমরা এখানেও কি দেখলাম? আমরা দেখলাম যে ঐ রাজত্ববনের মধ্যে একটা সেনিটারী পারখানা করতে এবং তার হেলিকপটর তৈরী করতে গিয়ে সরকার ৪০ হাজার টাকার মত খরচ করেছেন। কিন্তু আমরা সাধারণ ভাবে জানি যে তিনি যখন কোন সভা করার জন্যে যেখানে যাবেন, তার ব্যয় তার বহন করবেন ঐখানকার প্রদেশ কংগ্রেস। আর ঐখানকার প্রদেশ কংগ্রেস ওনেছি যারা সামনে বসবেন তাদের ১০ টাকা আর যারা পিছনে বসবেন তাদের ৫ টাকা করে ঐ বিলো-নীয়াতে নাকি সার্কার্স এর টিকিট বিক্রি করার মত নিয়ন্ত্রণ পত্র বিলি করেছেন। জানি না, সেখানকার লোকদের কাছ থেকে এভাবে কোন প্রকার প্রমোদ কর আদায় করা হয় কিনা? আর আগরতলাতে আমরা কি দেখছি, আমরা দেখছি যে নিয়ন্ত্রণ পত্র বিলি করতে গিয়ে ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে বাধ্যতামূলকভাবে প্রত্যেকের কাছ থেকে ১০ টাকা করে আদায় করা হয়েছে। এটা আবার কোন দেশের গণতন্ত্র? আমরা তো জানতাম যে প্রধান মন্ত্রী যদি সত্যিই সাধারণ মানুষের হুঃখ, দারিদ্র্য এবং অভাব সম্পর্কে এতটা সচেতন হতেন, তাহলে নিশ্চয় তাদের সেই অভাব অভিযোগ পূরণ করার জন্যে চেষ্টা করতেন। গত ২৬ বছরের মধ্যে সেই রকম কোন প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে বলে আমাদের জ্ঞান নাহি। কাজেই এর জন্য ১০ টাকা করে নিয়ন্ত্রণ পত্র বিলি করতে হত না। আর আমরা বামপন্থীরা যখন কোন মিটিং করি এবং তার জন্য টাকে করে বিভিন্ন জায়গার থেকে মানুষকে নিয়ে আসার জন্য সরকারের কাছে পিটিশান করি, তখন আমাদেরকে বলা হয় যে ট্রাকে করে লোক আনা নেওয়া করা বে-আইনী, কাজেই ভোয়াদেরকে পার্মিশান দেওয়া গেল না। আর সেই জায়গাতে এবার দেখছি যে প্রধান মন্ত্রীর জনসভাতে লোক আনার জন্য ঐ টি, আর, টি, সিবি ট্রাকগুলি এভাবে বিভিন্ন দিকে ছুটাছুটি করেছে। এটা শুধু আমরাই দেখি নি, ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষও দেখেছে। কাজেই কত বড় বেইমানি ওয়া, কত বড় বিশ্বাসঘাতক ওয়া এবং তারা যে কত রকমভাবে মানুষের উপর জুলুম চালাতে পারে, তার নজীর আমরা দেখছি এই প্রধান মন্ত্রীর ত্রিপুরার আগমনের মাধ্যমে। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গত ৩১শে মার্চে আমরা এবং ত্রিপুরার মানুষ এই সমস্ত ঘটনাগুলি প্রত্যক্ষ করেছি। সেখানে আরও দেখছি যে সরকারের বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট আছে—যেমন পি, ডব্লিউ, ডিপার্টমেন্ট, এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট আর পাবলিসিটি ডিপার্টমেন্ট, তারা প্রধান মন্ত্রীর আগমন উপলক্ষে কত রকমের রজিন পোষ্টার ছাপিয়ে দিয়েছে। তারপরে আমরা দেখছি এই ওয়েমন্স কলেজের প্রিন্সিপাল হীরালাল চাটার্জি মহাশয়, তিনি কিভাবে নিজেকে ব্যবহার করেছেন এবং কলেজের ছাত্রছাত্রীদেরকে কিভাবে ব্যবহার করেছেন, এই সব ঘটনা আগরতলার মানুষ ভালভাবে প্রত্যক্ষ করেছে। তাই বলছিলাম যে এই সরকার প্রধান মন্ত্রীর সফরের নাম করে কিভাবে লুটের রাজত্ব চালিয়েছে। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সামান্য একটা কাজে যেভাবে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হয়েছে, অথচ

আমাদের ত্রিপুরাতে বেকারের অভাব নাই, ত্রিপুরাতে সমস্তর কোন অভাব নাই, ত্রিপুরাতে রাস্তা ঘাটের কোন ব্যবস্থা নাই, স্কুল কলেজের কোন ব্যবস্থা নাই, সেই জায়গাতে তারা আজকে অহেতুক এই টাকাগুলি ব্যয় করেছেন। আমরা আরও দেখব যে আমাদের অনেক সমস্যা আছে, সেগুলির মধ্যে প্রধান হচ্ছে আমাদের খাদ্য সমস্যা, এই খাদ্যের বিলি বটন করার ক্ষেত্রে আমরা দেখছি যে ডিলাবেরা ঠিক মত চাউল সংগ্রহ করতে পারছে না, তাদের কোটার চাউল ঠিকমত পায় না বরং তার পরিবর্তে তারা কি করে? না কিছু চাউল, কিছু আটা, কিছু ধান মিলিয়ে তাদের কোটা সংগ্রহ করতে হচ্ছে। যে ধান সংগৃহীত হয়েছিল ২০ টাকায়, আজকে দেখছি সেই ধান ৩২.২০ পরসায় মানুষকে তারা দিচ্ছে। কাজেই ত্রিপুরার মানুষের নামে খাদ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে তারা ত্রিপুরার মানুষকে কিভাবে শোষণ করছে, এটা আমরা খুব ভাল ভাবে লক্ষ্য করছি। এমন একটা পরিস্থিতির মধ্যে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে যারা অ-উন্নত, পিছিয়ে পড়া উপজাতি সম্প্রদায়কে রক্ষা করার জন্য আমরা রাজ্যেটের মধ্যে কি দেখছি? আমরা দেখছি সেখানে কিছু কথা ছাড়া আর অল্প কিছু নাই। একটা স্টেট পরিকল্পনার মাধ্যমে এই উপজাতিকে রক্ষা করার কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, তার কোন ইঙ্গিত এই রাজ্যেটের মধ্যে নাই। এটাকে অনেক কৌশল করে এড়িয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এখানে আমরা কি দেখব? সরকার শুধু বলেছে যে তাদের সমস্তর সমাধানের জন্য সরকার খুব গুরুত্ব সহকারে চিন্তা করছেন কিন্তু এই গুরুত্ব সহকারে চিন্তাটা কি? এবং সেটা কি ভাবে এই উপজাতিদের উন্নয়নের ক্ষেত্রে কার্যকর করা হবে বা তার জন্য কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হবে, সরকার তার কোন ইঙ্গিতই এই রাজ্যেটের মধ্যে দেন নি। শুধু বলা হয়েছে যে আমরা গুরুত্ব সহকারে তাদের কথা চিন্তা করব। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই হাউসের কলিং পাটির অনেক মাননীয় সদস্য ত্রিপুরা রাজ্যের উপজাতির ইতিহাস জানেন না। কিন্তু আমরা দেখেছি যে যখন ত্রিপুরা সমস্ত রাজাদের দ্বারা শাসিত হত, তখন ত্রিপুরার উপজাতিদের উপর কি ভাবে সেই সব সামন্ত রাজারা শোষণ করত। আমি এখানে শুধু একটা নজীরই দেব, যে নজীরের মধ্য দিয়ে আপনারা অনুমান করতে পারবেন, ঐ সামন্ত রাজারা কি ভাবে তাদের উপজাতি প্রজাদের শোষণ করত। আমরা তখন দেখেছি যে ঐ সামন্ত রাজারা তখনকার সময়ে গ্রাম্যকলে জিজিয়া বাহিনী পাঠিয়ে দিয়ে সুল্লর সুল্লর যুবতী মেয়েদের কালেকশান করে এই রাজ বাড়ীর পিছনে যে সুল্লর মহল আছে, তার মধ্যে এনে সাজিয়ে রাখত। এর চাইতে বড় নজীর আর কি হতে পারে, আমি জানি না। সেই সমস্ত রাজারা যে অকথ্য শোষণ তাদের প্রজাদের উপর করত, তারই ফলস্বরূপ এই বিলাস বহুল রাজপ্রসাদ যেটার নাম উচ্চয়ন্ত পেলেন এর সৃষ্টি হয়েছিল। এখানে যেই সব সুল্লর সুল্লর উপজাতি নারীদের কালেকশান রাখা হত সুল্লর বাগানের মত করে, তাদের কান্নার প্রতিধ্বনি আজও এই রাজপ্রসাদের ওয়ালে দেয়ালে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আজকে এই কংগ্রেস সরকার সেই সামন্ত শোষকদের স্মৃতি বিজড়িত এই রাজপ্রসাদের নাচে বিধান সভা বসিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যের উপজাতিদের কল্যাণের কথা আমাদেরকে স্মরণে। কাজেই পার্থক্যটা কোথায়? আজও আমরা যদি গ্রাম্যকলে বাই, তাহলে দেখি যে একজন সি, আর, পি, ঐ উপজাতি নারীকে ধর্ষন করে, এই রকম ঘটনা ত্রিপুরাতে বিরল নয়। এবং এই ধরণের বহু ঘটনার কথা আমরা বহুবার এই বিধানসভার উপস্থিত করেছিলাম। কিন্তু এই মন্ত্রী সভার কোন মাননীয় মন্ত্রী বলতে পারেন, বা মুখ্যমন্ত্রী

বলতে পারেন যে অত্যাচারীকে আমরা এভাবে শাস্তি দিচ্ছি। তারা এটা বলতে পারেন না, কারণ এমন কোন নজীর নাই, আজকে যদি উপজাতি অধ্যুষিত গ্রামে যান যেমন সদরের খুমাচড়াতে যান, তাহলে দেখতে পাবেন, সেখানকার মাহুগুণির বাস্তব চিত্র কি? সেখানকার মাহুগুণির বাস্তব চিত্র হচ্ছে, পরনের কাপড় নাই, পেটে ভাত নাই, কংকালসার দেহ, অথচ তাদের দৈনন্দিন জীবনের পুষ্কার হচ্ছে কি? না ঐ ফরেস্টের জুলুম, সন্ত্রাস আর মামলা মকদ্দমা। কল্পনা করতে পারেন মস্তা মশাইবা, কল্পনা করতে পারেন কলিং পাটীর সদস্তরা যারা এই বাজেটকে সমাজতন্ত্রের বাজেট বলেন এবং সেটাকে ত্রিশুরার উন্নতির বাজেট বলে স্বপ্ন দেখছেন আর এই বিধানসভায় উপস্থিত করেছেন। তারা এই সব চিন্তা করতে পারেন না। যান ঐ বড় মুড়ার আমি আর বেশী ভিতরের কথা বলব না, মন্ত্রীরা তো সেখানে যান গাড়ী চড়ে এবং রাস্তার দুই পাশের উপজাতি পল্লীগুণির অবস্থা দেখেন। কিন্তু আঠার মুড়ার ৩৭ মাইল আবা ৪২ মাইলে যান, অথবা ধর্মনগরের কাকনপুর কিংবা দশদার দিকে যান, সেখানকার উপজাতিদের বাস্তব জীবনের সমস্তটা কি? সেখানে তাদের খাওয়া পরার ব্যবস্থা আছে কি? তা নাই। তারা আজকে বাস্তব্যুত। তারা নিজেকে বাস্তব থেকে চ্যুত হচ্ছে। বাস্তব ছাড়া হচ্ছে, তাদের বাঁচার ব্যবস্থা নাই তাদের জন্ম পরিকল্পনার নাম করে এই শাসক গোষ্ঠী কি করছে? কিছু গ্রামের মধ্যে টাউট সৃষ্টি করেছে। যেমন একজন টাউটের কথা আমি কিছুদিন আগে উপস্থিত করেছিলাম—অজুন দেববর্মা, বেলবাড়ী এবং তার পরোক্ষ মদত দিচ্ছে উপজাতি মস্তা। এবং সেখানে গিয়ে তিনি খানো পিনা করেন। ঐ উপজাতিদের কল্যাণের নাম করে উপজাতিদের জুগিয়া পুনর্वासনের জরায় টাকা তার অংশ এই মস্তা পায়। নইলে এতবড় জুলুমবন্দি এতজন টাউট তৈরি করতে পারে না। সেই অত্যাচারের কথা যে টাকা নেওয়ার কথা এই সরকারের কাছে উপস্থিত করা হয়েছে তথ্যপি আজ পর্যন্ত তার বিরুদ্ধে কোন একশান নেওয়া হয়নি। এই মস্তা ডাইরেট মদত দেওয়ার জন্যই এই ঘটনাগুলি ঘটছে। ঐ সাক্ষ্যের দিকে যান দেখবেন—আমি সমস্ত বিভাগের চিত্র তুলে দিতে চাই—পূর্ব সাক্ষ্যে সেখানকার উপজাতিদের বাস্তব চিত্র কি? সেখানকার উপজাতিরা কি ভাবে কাটার ওদের খাওয়ার ব্যবস্থা আছে কি না ওদের জন্ম কাটার অধিকার আছে কি না ওরা জন্ম চাষ করতে পারে কি না দেখুন ত্রিশুরার মাহুগুণি উপজাতিদের বাস্তব সমস্তা কি এবং তা সমাধানের জন্য এই কংগ্রেস সরকার কি করেছে। সেটা আপনারা তুলনামূলক ভাবে দেখুন তা দেখবার প্রয়োজন আছে। কেন আজকে উপজাতিরা বিক্ষুব্ধ কেন আজকে এই উপজাতিরা কংগ্রেস সরকারকে স্বাকার করে নিতে পারছে না কেন এই সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নেমেছে? এই জিনিষগুলি দেখার প্রয়োজন আছে। এটা শুধু ত্রিশুরার ক্ষেত্রে নয় ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের দিকেও তাকিয়ে দেখুন। আমরা দেখি আসামের খাসিয়া মেয়ে বিক্রীর ঘটনা উড়িষ্যার উপজাতি নারী বিক্রীর ঘটনা কেন আজকে এই অহম্মত পিছিয়ে পড়া পচাদপদ উপজাতিদের উপর শাসক গোষ্ঠীর নির্মম অত্যাচার? কেন এই বড়বয় করা হচ্ছে তাদের উত্থাপন করার জন্য। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আর একটা ঘটনার কথা বলতে চাই ওরা ট্রাইবেল রিভার্ড ভেঙে দিয়েছে। এবং ট্রাইবেলদের কমপেট এন্নিয়ালি ডাংগার অপরিবর্তিত ভাবে বড়বয় তৈরি করেছে। আপনাদেরও জানেন যে সদর বিভাগের বুড়াখাণী কথা অনেকেই হয়ত শুনে থাকবেন। সেটা হচ্ছে উপজাতি অধ্যুষিত এলাকা...

উপজাতি সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা। এই এলাকা ভাণ্ডার জমা এই সবক'র ক'র করেছে। সেখানে প্রায় ৩০০ পরিবারের মত অ-উপজাতি ভূমিহীনকে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে। এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে উপজাতি এলাকা ভেঙ্গে চুরমা'র করে দেওয়া যাতে তারা সংশ্লিষ্টানের এম বা ওঠ তপশীলের কথা না ভুলতে পারে। সেজন্যই যত্নসহ ক'বতে তারা। যান ই চম্পকনগরে সেখানে মিলিটারী ক্যাম্প করার নাম করে ১০০ একরকম মত জমি দেওয়া বন্ধোপস্থ করেছে। যান তেলিয়ায়ুডার দিকে ঐ তুতিমিহা এলাকায় কয়েকশত ক'লে পরিবারকে উচ্ছেদ করা হয়েছে—প্রতিরকার নাম করে এয়ারপোর্টেব নাম করে তাদের উচ্ছেদ করা হয়েছে। তারপর আরও যান—আমরা প্রব্বেব উত্তরের সময় জানতে পারলাম যে পাখিয়াড়ার পাশে দু'শ পরিবার অ-উপজাতি পরিবারকে নালকাটায় দিকে তাদের পুনর্বাসন দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে। মাননীয় উপাধক্ষ মহোদয় এক দিকে উরা গুপু ট্রাইবেল রিজার্ভ ভে গেই পান্স হচ্ছে না অপর দিকে এই ট্রাইবেল এন ক গু ন ক ৩ ৫ ৫ ভাংগে পাবে সেজন্য পরিকল্পনা ম'নিক সভায় ক'বে সেখানে অ-উপজাতিব লোক'র চিহ্ন দেওয়া চ'ই ক'র'ত। এই সংগে সংগে আবাব ক' দেথব? ঐ ভল্লাইয়ার উপজাতি এলাকায় বাইমা'ল'ম'তে কিছু অ-উপজাতি বাসমা' লোকদের পুনর্বাসন দেওয়ার যত্নসহ করা হচ্ছে। জানিনা সেখানে তারা বি পরণের ব্যবস্থা ক'বে? মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে কি, মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে এক দিকে ব্যবসায় নাম করে লোক' পাঠ বে ঐ উপ-জাতিদের জমি কি ভাবে তারা তাদের চাত থেকে আনা' যবে তার জমা এই যত্নসহ ক'বে এত ব্যবস্থা ক'বতে। মাননীয় উপাধক্ষ মহোদয়, আজকে এই অবস্থার ভিতর দিয়ে উপজাতিদের উত্থািত করার চেষ্টা হচ্ছে। এই উপজাতিবা তারা লেখাপড়া জানেন না তারা কো' বাসমা'তে নেই যেখানে প্রায় ৫ লক্ষের মত উপজাতি সেখানে একজনও উপজাতি বাসমা'ই পোজে পাওয়া যায় না। ক'নটে এই উপজাতিদের তাড়াভাতি ধ্বংস করার জন্ম এই সবক'র ক'রে পরে লেগেছে হ'দেব কি ভাবে আরও তাড়াভাতি ধ্বংস করা যায়। তার পরিবর্তে তারা বলছেন সমাজবাদী বাজা এখানে এই বাজারে তুলেব ক'ল' ম'ন নাট। কিন্তু আমরা কি দ'মি উপজাতি'র মাতৃভাষা—ঐ রাজার আমলেব কথা। হুডে দিন—মাতৃষ আশা করেছিল যখন ঐ রাজার অমল যোক মুক্ত হয়ে যখন এই কংগ্রেস বাঙেই প্রবেশ করল তখন এই উপজাতি তারাও আশা ক'রছিল তারাও তাদের মাতৃভাষা লেখাপড়া নিজের ভাষাকে উন্নত করতে পাবেব সভ্য জগতের সংগে আমবাব সঙ্গে স্থান ক'বে নিতে পাবে। কিন্তু এই ২৬ বছরেও কি আমরা স্থান ক'বে নিতে পেয়েছি? কি নিয়ম ভাবে আমাদের মাতৃ-ভাষাটিকে চালু করার জন্ম কোন প্রচেষ্টা সরকার গ্রহণ ক'রে নাট। তারপর আবার কি বলেছে। আমাদের শিক্ষা মন্ত্রী মশাট কি বলেন, না আমরা পরিকল্পনা ক'বছি যে ৩০টা দিয়েই দিয়েছি। মশটারও দিয়েছি। সেখানে উপজাতি'র ছেলে যেযেবা মাতৃভাষায় লেখাপড়া শিখতে পারবে। লক্ষ্য ক'ল। যখন আমরা জানতে চাইলাম কোন এলাকার কোন মাতৃটিকে ক'ববক শিখানোর জন্য ভূমি নি যুক্ত ক'রেছ, তখন তিনি তা বলতে পারেন নাট। লক্ষ্য ক'ল নয় কি? এই ২৬ বছরেও এই ৫ লাখ উপজাতি তারা তাদের মাতৃভাষায় লেখাপড়া শিক্ষা করার অযোগ্য থেকে ব'কিত যেখানে তাদের লেখাপড়া শিক্ষার জন্য কোন ব্যবস্থা করা হচ্ছে না কোন

এচেটা করা হচ্ছে নাই শুধু বাপ্প। জী দিয়ে যাচ্ছে সেই সরকারকে আমরা কি বলব? ভুল-লোকের সরকার বলব না বন্দর সরকার বলব? কি বলব আমি জানি না। তবে এই হচ্ছে অবস্থা। কাজেই মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা জানি এই উপজাতি ক্ষেত্রে আরও কি কি ব্যবস্থা তারা নিচ্ছেন? এক দিকে তারা তাদের জমি থেকে উচ্ছেদ হচ্ছে লেখা পড়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে লেখা পড়া তারা শিখতে পারছে না এবং জমি কাটার অধিকার ভরণ করা হচ্ছে তাদের জীবন জীবিকার পথ বন্ধ সেজন্য আজকে তাদের অন্যভাবে অর্থিকভাবে থাকতে হচ্ছে। এটা আমাদের মুখের কথা নয়। তারা উপজাতি লোকদের সঙ্গে পবিত্রিত যারা উপজাতি সম্পর্কে জানতে চায় তারাই দেখবেন উপজাতিদের অবস্থা কি আজকে বড়মুড়ার দিক যান সেই এলাকার লোকেরা স্ত্রী পুরুষ বনজ সম্পদ—লাকডী সংগ্রহের জন্য তারা যাচ্ছে। এক মাত্র জীবিকা তাদের সেখানে লাকডী। এই ছন আজকে পাওয়া যাচ্ছে না বাশও পাওয়া যাচ্ছে না। এটাও তাদের একমাত্র পথ। আজকে তারা অন্যভাবে অর্থিকভাবে থাকতে থাকতে তারা শেখাল কুড়রের নত পাতার বন্ধবে পাব মশাও। এ ছাড়া তাদের আর কোন দ্বিতীয় পথ নেই। কাজেই মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে একটা বাস্তব ঘটনা এবং এটা বাস্তব ঘটনার ভিতর দিয়ে তাদের বাঁচানোর জন্য কোন প্রকৃত অর্থমন্ত্রী উপস্থিত করতে পেরেছেন, তিনি কি উপস্থিত করতে পেরেছেন এটি ত্রিপুরার অল্পতীন মাতৃ বহুতীন মাতৃস্ব তাদের বাঁচানোর জন্য কোন পবিকরনা এটা বাজেটে মধ্যে আছে কি? এটা বাজেটে মধ্যে না শুধু মাংস কিছু করার মাংস ছাড়া আর কিছুই নাই। কাজেই এই বাজেট উপজাতির বাজেট বলে অভিহিত করতে পারে না। এটা বাজেট কাদের, এটা বাজেট কত যারা সমাজের মধ্যে শাসক শ্রেণী শাসক বাজেট। তাই আজকে উপজাতিদের মধ্যে এটা দেখছি যে তারা তাদের রেশন বার্ডও সংগঠন করতে পারে না। রেশন কার্ড থেকে উদের বঞ্চিত করা হয়। গত বছরেও আমরা কি দেখলাম? যা রেশন কাড করার নাম করে। বড় লোকের রেশন কার্ড সাজ করা হলো এবং শেষ পর্যন্ত তারা রেশন কার্ড পেলে না। আজকে মন্ত্রণ এই রেশন কার্ডের অভাবে ভোগছে অভাবের তালিকা তারা ভোগছে কিন্তু এর পাশাপাশি আমরা কি দেখব তার পাশাপাশি আমরা দেখবো মন্ত্রীদের যারা স্নেহের পাতি এই সমস্ত লোকেরা দীর্ঘদিন পর্যন্ত নয় রেশন কাড রাখতে পারে তার একটা ঘটনা আমি এখানে উপস্থিত করছি সত্যি হচ্ছে অসাম্প্রদায়িক রেশন সোপের ঘটনা। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, অসাম্প্রদায়িক একটা ঘটনা এখানে আমি উপস্থিত করবো কিভাবে কংগ্রেসে পেটোয়া লোকেরা এটা মন্ত্রীদের সঙ্গে কলে আজকে তারা চর্চা করতে করতে পারে। আমরা শুনেছি এই অসাম্প্রদায়িক চরকমা মজুমদার, যিনি সেখানকার এক জন শিরাট কংগ্রেসী আমাদের এই মুখ্যমন্ত্রী যদি অসাম্প্রদায়িক বা নিলোনাথো যান সেখানে তার বাড়ীতে গেলেন তিনি ভাল ভাল ব্যবস্থা না কি সেখানে হয়। তার বাড়ীতে কি রয়েছে জানেন স্ত্রী, তার বাড়ীতে ৪টা ভূঁয়া কার্ড রেশন কার্ড পাওয়া গেছে। তেমননি স্বরেশ মজুমদার, এটা হুদলোকের কাছ থেকে ৪টা রেশন কার্ড এভাবে কয়েকজনের কাছ থেকে ৪৫টা ভূঁয়া রেশন কার্ড সেখানে ধরা পড়েছে গত ১২/১১/৭৪ই তারিখে। হুদ ডিপার্টমেন্ট সেখানে তদন্ত যায় এবং তদন্তের সময়েতে সেই জিনিসগুলি ধরা পড়ে। আর ধরা পরেছে সেই পরিমল দত্ত। তিনি নাকি কংগ্রেসের একজন হোমরা-চামরা তার রেশন সোপ নাকি দুইশো ভূঁয়া রেশন কার্ড ধরা পরেছে এই হচ্ছে ঘটনা। কাজেই

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই ঘটনাগুলিকে আমরা হেয় করে দেখতে পারি না যেখানে আজকে ভূয়া রেশন কার্ডের নাম করে এই গ্রামের যারা গরীব যারা অর্থাৎ তাদের ক্ষেত্রে রেশন কার্ডে উপরে করা কিস্তি এই দালাল যারা এই চোমরাচোমরা তাদেরকে দীর্ঘদিন পর্যন্ত ভূয়া রেশন কার্ড করে রাখার সুযোগ কে দিয়েছে? এই সরকার আমরা আরও জানি এই এই এলাকায় সমস্ত গরীব এবং উপজাতি মানুষের জমিজমা ওদের হাতে নাকি বেশীর ভাগ। কাজেই এই এলাকা ওদের হাতে, ওদের হাতে পান, ওদের হাতে জমি, ওদের হাতে জায়গা। কাজেই আজকে এই কংগ্রেসের নীতির ফলে এই হচ্ছে অবস্থা। এত অবস্থার ভিতর দিয়ে আজকে ত্রিপুরার মানুষ যারা গরীব, যারা শাসিত, এত উপজাতিদের মত যারা বঞ্চিত এই মানুষ-যেবা কোন দিন এই সরকারকে ক্ষমা করতে পারবে না। তাই আজকে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, দেওয়ালের লিখন ওদেরকে পড়তে বলবো। আমি জানি না ঐ প্রধান মন্ত্রী ত্রিপুরা থেকে ঘুরে ফিরে গেলেন তাঁর জন্য এত ব্যয়জন এতো লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ এতো ধুমধাম তথাপি তার বক্তৃতার মধ্যে আমরা শুনি যে ত্রিপুরার বেকা বদেব চাকুরী হবে ত্রিপুরার অনাহারী মানুষদের খেতে বাবু চাবে বিদ্যুৎ বাস্তবায়ন হবে চিকিৎসা জগৎ ডিসপেনসারীগুলিতে ডাক্তার নাহি কম্পাউন্ডার চলেছে সেই সমস্ত ডিসপেনসারী-গুলিতে ডাক্তার মকালয়বা যাবেন এমন কোন বাস্তব চিন্তিত তিনি দিয়ে যেতে পারেন নি। শুধু মিলেমিলে থেকে মন্ত্রী বা কাজ চালিয়ে যাও গরীব মানুষকে যাতে আরও বেশী করে শোষণ করা যায় এত ধরনের বক্তৃতা ছাড়া আমরা অন্ততঃ ত্রিপুরার মানুষ এত প্রধান মন্ত্রীর কাছে থেকে শুনি নি। কারণ প্রধান মন্ত্রী মকালয়বা এত আজকে ত্রিপুরার মন্ত্রিসভাকে বাদ দিয়ে নয়। ত্রিপুরার মন্ত্রিসভা য. প্রণীর স্বার্থ দেশে যাদেরকে শোষণ করার সুযোগ দেয় এই মাননীয় মন্ত্রী মকালয়বা এই ভারতবর্ষের যারা পূজিপতি যারা কোটি কোটি টাকা নিয়ে যারা গরীব মানুষের গলাকাটে তাদের প্রধান মন্ত্রী। কাজেই এইস্থানকার অবস্থা, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বোলিং পাটির সদস্ত পঙ্কজ আমাদের কথাগুলিকে নানাভাবে অভিহিত করেছেন বাস্তব সংগতি-হীন করেছে আমি ওদেরকে স্মরণ করে দিতে চাই সেইটা হচ্ছে কি আপনাবা এলাকায় গেলে বলেন দাঁড়িয়ে বথা, অভয় বথা এবং শিশু সন্তান আসলে আরেকটা কথা বলেন। যারা আজকে ক্ষমার কথা বুঝে না শোষণের কথা যারা বুঝে না সেই কংগ্রেস এমন, এল, এদেরকে দেখানে কি করা হয়েছিল আমি বলতে চাই না। সে ঘটনা যাতে ওরা মনে রাখেন। যদি মনে না রাখে এত গ্রামের বঞ্চিত নীপিত মানুষদের ওরা যদি ভুলে যায়, তাহলে পরে ওদেরকে ক্ষমা করবে না ওদের রোশনালে ওরা দগ্ন হবে এত বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডে: স্পীকার :—শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, ১৯৭৪-৭৫ সালের বাজেট আলোচনা করছি। আমাদের এই বাজেট যে যোজনার লক্ষ্য হচ্ছে অর্থনৈতিক স্বয়ংবরতা কাজেই আজকে থেকে যে যোজনা আরম্ভ হলো, প্রারম্ভে আমাদের বাজেট সেইটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেই ক্ষেত্রে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে সেই বাজেটের যে অর্থ বরাদ্দ আমরা চেয়েছি সেই অর্থ নিপাতিত, বঞ্চিত, শোষিত, দরিদ্র মানুষের কল্যাণে যাতে ব্যয়িত হয় তার দিকে আমাদের ট্রেজারী ব্যাঙ্কের বোলিং পাটির সদস্ত মণী তেমনি করে অপোজিশন ব্যাঙ্কের

সদস্য নেভারা যারা আছেন সকলেই সমবেতভাবে দৃষ্টি রাখতে হবে। তাহলে আমাদের অর্থ ১৩২ ক্রম হোক না কেন সেই অর্থের প্রয়োগ যদি সঠিকভাবে আমরা করতে পারি কাজে লাগাতে পারি তাহলে যতদূর চেষ্টা করেছি আমরা করছি না কেন মাননীয় সদস্যরা যে বক্তব্য রেখেছেন তাদের কাছ থেকে যে সমস্ত কনসট্রাক্টিভ যে গঠনমূলক সমালোচনা আমরা পেয়েছি সেইগুলি ধরে না রাখার পা সেইগুলির দাম না দেওয়ার গুরুপাতি আমি নই। তাদের কাছ থেকে যে কনসট্রাক্টিভ সমালোচনা হয়েছে সেগুলোকে আমাদের লক্ষ্য রাখা দরকার। তবে তাদের কাছ থেকে আমরা যে ডেমন্সট্রাক্টিভ সমালোচনা শুধু পাই সেগুলিকে আমরা বরদাস্ত করতে পারি না। মাননীয় সমস্ত অতিরামবাবু কয়েকটা কথা বলেছেন, তিনি অত্যন্ত দরদ দিয়ে বলেছেন আমরা তা বুঝি। তাহলে আমাদের দরদ নেই সেইটা আমি স্বাকার করি না। তিনি হয় তো মনে করেছেন 'ত' নানা জিনিস বুঝেছেন উপজাতাদের, আদিবাসীদের কথা তিনি উপলব্ধি করেছেন তার চেয়ে তিনি সহসব কথা বলতে পেরেছেন। আমরা উপজাতাদের কথা বুঝি, দরিদ্র সনাজেব কথা আমরা বুঝি আমরা প্রচুর যত্নেব করি আমরা গুরুপাতি রাখি। সেই সমস্ত কথা বলতে গিয়ে তিনি কয়েকটা জায়গায় আঘাত করেছেন সরকারের প্রতি সেইটা ঠিক বলে আমি ধরে নিতে পারি না। উদাহরণস্বরূপ আমি বলতে পারি তিনি বলেছেন যে উপজাতাকে উৎসাহিত করা উচিত সবকিছু করেছেন। আমি এটিটা স্বীকার করতে পারি না, তিনি যে উদাহরণ দিয়েছেন তার উদাহরণ হচ্ছে এই যে ডায়া একটা হামুগাব নাম তিনি উল্লেখ করেছেন সেটা উপজাতি অংশে অংশে দেখে দেখে বড় বড় করে কিছু অটপজাতিকে টাকিয়ে দেওয়া হচ্ছে যাতে উপজাতারা উজ্জ্বল হয়। এটা মাননীয় সদস্য আপনি নিজের জানেন সম্মানে যারা এসে আজকে নতুন নয় অনেক দিন থেকে তারা সেখানে উপজাতি ভাইদের সঙ্গে মিলে মিশে আছে। কেন উপজাতা প্রত্যেকের জমি তারা দখল করে নিজেদের করে কারও বাড়াতে হামলা করেন তারা উপজাতি ভাইদের সঙ্গে মিলে মিশে সন্তোষে তাই সঙ্গে বন্ধুত্ব বোধে সম্মানে বসবাস করেছে যাদেরকে আজ পর্যন্ত আমরা কোন সুযোগসুবিধা কখনো কোন সুবিধা আমরা দিতে পারিনি মাননীয় সমস্ত অতিরামবাবু আপনি জানেন যে ১৯৩০ সাল থেকে তারা সেখানে অনেকের আছেন তারা ভায়স নদীর মাঝে তারা সামান্য কতটুকু জায়গা নিয়ে খসের জায়গা নিয়ে সেটা জায়গার পরিগ্রহ করে সম্পাদন করছে, ফসল ফলাচ্ছে। কিন্তু আজকে তারা সেটা সম্পূর্ণ ভাগ করে পাবতে না তার কারণ সেখানে তারা পাবতে পারে কিছু পাবতে পারে জায়গা নেই, পটু কয়েকটি পারশ্রম বার্থ হয়ে যাচ্ছে। আমরা জানি তাদেরকে সুযোগ সুবিধা দেওয়া পারি না দ্রুত উচিত। সেখানে আদিবাসীদেরকে উৎসাহিত করার জন্য বলে আমরা জানি। যেহেতু আমি, অতিরামবাবু এবং আপন অনেকেই তাদের সঙ্গে আমরা অনেকেই সভা সমিতি করেছি, মতিল করেছি তাদের কল্যাণের জন্য আমরা চেষ্টা করেছি। তারপর কথা হতে এটুকু, তিনি আমাদেরকে সমালোচনা করতে গিয়ে আরেকটা কথা উল্লেখ করেছেন যে হিম্মরা গঙ্গা এসেছেন তার জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করা হয়েছে। দরিদ্র জনগণের দারিদ্র্য থেকে চাড়া নেওয়া হয়েছে। না এমন কোন ঘটনা ঘটে নি। শুধু কয়েকটি সদস্য তারা তারা চাড়া দিচ্ছেন সেইটা দরিদ্র জনসাধারণের কাছ থেকে চাড়া নেওয়া হয় না। আরেক কথা হচ্ছে এটুকু যে প্রাধান্য মন্ত্রা আসলে কিছু খরচ করা হয়। কারণ তাকে দেখার জন্য জাহাজ আর লোক আসবে সেইটা মননটেন করা দরকার সেইটার শুল্ক একটা করার জন্য টাকা পরসী খরচ হয়েছে। এটোর জন্য এই সমালোচনার আমি গুরুপাতি নই। যদি মিস অ্যাট্রা পিয়েশন কিছু করে থাকে সেইটার আমি গুরুপাতি। ইন্ডিয়া গার্ডার আসার উপলক্ষ্য করে যদি কেউ টাকা আত্মসাৎ করার চেষ্টা করে থাকে সেইটার সমালোচনা করার অধিকার আছে, আমাদেরও আছে, সকল ভারতবর্ষের নাগরিকেরই আছে।

আজকে আরেকটা কথা উল্লেখ করতে চাই সেটা হচ্ছে এটা বাজেটে আমরা দেখতে পেলাম কৃষি সম্পর্কে কথা রয়েছে। আজকে আমাদের ত্রিপুরার সরকারের হিসাব মতে ১৫ লক্ষ লোক, আর বেশকিছু ভাবে সেটা আমরা জানি ১২ লক্ষের মত, সেখানে দুই তৃত্যায়ংশ হবে চাষী—ক্ষুদ্র চাষী এবং মাঝারী পরগের চাষী এবং মাত্র ২০ ভাগ হচ্ছে সেখানে বড় জোতদার'এর সংখ্যা, সরকারী হিসেব মতে পাওয়া গেছে। তাহলে আজকে আমাদের যেখানে সমাজের নৃকত্তর অংশ যেখানে জনসাধারণের প্রকৃত অংশ কৃষি কাজে নিয়োজিত আছে, কাজেই সেজন্য আমাদের বিশেষ নজর দেওয়া দরকার এবং নজর দেওয়ার জন্য সরকারকে এবং মন্ত্রীকে অনুরোধ করছি। আজকে আমরা বলছি যাতে হয়ঃ তার কতে হবে—সেল্যুস পার্ফেক্ট হতে হবে, যদি তা না হতে পারি, তাহলে ত্রিপুরার মানুষকে অগ্রের দিকে চেয়ে থাকতে হবে, অল্প টেবিলের কাছ থেকে বা কেস্ট্রায় সরকারের কাছ থেকে যাওয়া চেয়ে আনতে হবে, সেই পরিপ্রেক্ষিতে সরকার কৃষির উন্নতির জন্য বাজেট পক্ষে এগিয়ে যাচ্ছে বটে কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখা যায় সেচের দিকে যতটা চেষ্টা করা উচিত না কেন, কৃষক মানুষের যতটা আগ্রহ বেড়ে থাকে না কেন, উন্নত ধরনের চাষ করার জন্য কিন্তু উন্নত ধরনের চাষের জন্য আমরা ঠিক ঠিক মত এখনও এগিয়ে যেতে সেচের ব্যবস্থা করতে পারিনি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় প্রকৃতি এত সজ্জদয় এবার যে এখন থেকেই বৃষ্টি হচ্ছে, তা না হলে আমাদের যে বরো এবং আলি ভেরাইটাজ মানুষ করছে আগ্রহ সন্তোষে, সেখানে প্রত্যেক ভাগ্যের আভ্যন্তরে, মিলনে, মেশিন ম্যান নেই এম মেকানিকস নষ্ট এবং ঠিক ঠিকভাবে পারচালনা করার যে অস্ত্রাব একজন বোরো এবং আলি ভেরাইটাজ নষ্ট হয়ে যেত যদি না এক জন এম মেকানিকস দল না দিত। আমি দেখছি, এম প্রজেক্ট দেওয়া হয়েছে, ৮ কণ, ১০ কণ, ১০০ কণের মত, সেখানে সরকার থেকে পাম্প সেট দেওয়া হয়েছে, সেটা অস্বীকার করা যায় না, সরকার আগ্রহ সন্তোষে মদ থেকে জল গেলার জন্য পাম্প সেট দিয়েছে কিন্তু দুভাগ্য বসন্ত ডিজেলের অভাব আমি মানি সেটা কি করা যাবে কিন্তু মানুষ নিয়ে গল্প দিয়েছে—ছাটি ছাটি কৃষক চাড়া করে টাকা সংগ্রহ করে দেকে জমা দিয়েছে যে আমরা জল পাবে সেজন্য কিন্তু মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, দেখা গেল যে মেশিন গেল মানে, কৃষক তার ভরসায় চাষাবাদ অব্যস্ত করল, চাষা বেকল, কিন্তু জল নেই। কেন নষ্ট গুপ্তিক ডিজেলের অভাব? আমি সেটা স্বীকার করিনা, সেখানে পরিচালনার অভাব রয়েছে। আমরা জানি সিরানামা বকে হাট ছোট পাঁচ অংশ লাভে বিশিষ্ট পাম্প সেট আছে, কিন্তু একটা মেকানিকস সেখানে নেই, ঠিক প্রাক্তনের ব্যাপার সেই মেশিন যখন নষ্ট হয়ে যায়, কৃষক তার ক্ষতিতে জল দিতে পারেনা, এলাইকালচার ডিপার্টমেন্ট বলছে, বি। ডি. ও বলছেন আমাদের মেকানিকস নাই, তারা কোথায় মেকানিকস পাবে সাধারণ মানুষ তার কিছুই বুঝেনা, মেশিন বন্ধ হয়ে যায়। আমরা উন্নত প্রণালী চাষাবাদ করার জন্য, আলি ভেরাইটাজ করার জন্য টাকা পয়সা খরচ করব, কিন্তু তার ইম্পলিমেন্টেশনের দরুন সেটা ব্যর্থ হয়ে যায়, তার ফলে কৃষক নিকরুংসহ হয়ে পড়ে। কাজেই আমাদের সদাশুদ্ধ দেখতে হবে, ইম্পলিমেন্টেশনে কি অসুবিধা আছে, সেটাও দেখতে হবে। মাননীয় ডিপুটি স্পীকার স্যার, আমার আর খুব বেশী সময় নেই। আমি তাড়াতাড়ি বক্তব্য শেষ করছি।

পি, ডব্লিউ. ডি সম্পর্কে আমি দুই একটি কথা রাখব। এটা এ্যাপেলসন-লীতে আমরা প্রস্তাব করেছি যে আমাদের সেটা বাজেটে পি, ডব্লিউ, ডিপার্টমেন্টে অস্ত্রাজ ডিপার্টমেন্টের চেয়ে তুলনামূলকভাবে কম ধরা হয়েছে, তার জন্য আমরা প্রাণীরা রাখা দাঁড় করতে পারিনা। কাজেই আসাম—আগরওলা রোড সেন্দ্রাল গভর্নমেন্টের হাতে যদি দিতে পারি অর্থাৎ তারা সেটা ব ব্যবহার গ্রহণ করে তাহলে এই ট্রেট বাজেটের টাকা আমরা প্রাণীরা রাখা দাঁড়ের জন্য খরচ করতে পারব। তার পরিপ্রেক্ষিতে সেই রাখা সেন্দ্রাল গভর্নমেন্ট নিয়েই এবং খরচ হচ্ছে তাদের। কিন্তু আমাদের ট্রেট বাজেটে টাকা আছে সেটা দিয়ে আমরা

গ্রামীন স্বাস্থ্য ঘাট, সরকারী অফিস আদালত, কাচাবা ইত্যাদি করব, কিন্তু ১৯৭২-৭৩ এবং ১৯৭৩-৭৪ সন, এই দুই বছর চলে যাচ্ছে, আমার কনস্টিটিউয়েন্সীর কথাই আমি বলব, আমার জিরানীয়া একে সাধারণ একটা উদাহরণ দিয়ে বলছি যে একটা রাস্তাও করা হয়নি। অত্যন্ত দুঃখের সত্ত্বে বলতে হচ্ছে যে কেন সেখানে নজর দেওয়া হচ্ছে না। কি কারণে আমি বুঝতে পারিনি, টাকা পয়সা কি এতটাই অভাব? বাজেটে টাকা আছে লিঙ্ড বোড করা হবে, পুল দেওয়া হবে, ভানিয়ে রাখা হবে, সেই সমস্ত রাস্তার দরকার। কিন্তু গ্রামীন রাস্তাওতো করতে হবে তা না হলে জনসাধারণকে কি করে বুঝাব? তরপব মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ভিনি এখানে নেই, ভিনি নিক্তে ১৯৭৩-৭৪ সনের মাস নারি সম্মেলনে জিরানীয়া গিয়ে যান। ভিনি আসায়—আগর-তলা রাস্তা থেকে জিরানী থেকে অথবা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যাওয়ার যে সামাজিক রাস্তা—দুই ডাকবাংলো লম্বা, পট্টু কর রাস্তা উপ টেমটেকে বিশেষ ভাবে নিরুদ্দেশ, আমি লেখছি কিছু কথা। যাক দুই বছর চলেছে, এতটুকু রাস্তা হচ্ছে না, সেটা কি টাকার আটকা, না আটক এটা আন্তর্জাতিক অভাব না অকোন পাব? আমরা আরেকটা প্রশ্ন ব দিচ্ছি জিরানী থেকে রাস্তা ইজলা একটা রাস্তা হবে এবং সম্মেলন হওয়াবে উপর একটা পুল হবে কিন্তু আটকে দুই বছরের মধ্যে তাক কোন ব্যবস্থা দেখেনা। আরেকটা কথা বলেছি জাকুলবাট থেকে রানীয়াও একটা রাস্তা। কতব ব বলেছি। এটা জিরানীয়াও ওলডেট বোড, একের প্রথম বস্তা, এটা পি ভবন, ডিস্ট্রিক্টের রাস্তা, মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, বলা সহযোগে সেটা হচ্ছে না, সেটা কি টাকার অভাবে না দুইটর অভাবে? তার আমি সরকারকে বলে দিচ্ছি যে সম্মেলন যেটা করা হয় সেটা সেহতাবে ক জাকুল অমাদেব বাজেটের বরাদ্দ অর্থ সার্থক করে এবং তনতর কলানে ঠিক ঠিকভাবে ব্যয়িত হবে। এই বলে আমি সময় নাই বলে বাজেটের সম্মেলন বক্তব্য বেগে মন করছি।

শ্রীমোলানা আবদুল লতিফ:— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মন্ত্রী ১৯৭৪-৭৫ সালের বাজেট উপস্থাপন করেছেন সেটা একে একে আমি গুরুত্ব জানাচ্ছি এখানে বলা হয়েছে যে এই বাজেটে কতটা অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে? যা আটক করা হয় কার্গজের মতোই আছে। আমাদের অর্থের অতন্ত দায়ের সঙ্গে বলেছেন যে এবার আমাদের আত্ম স্বত্ববিধার মধ্যে চলতে হবে। আমরা যাক জরুরি পদক্ষেপে হস্তান্তর পদক্ষেপে এই সমস্ত কাজ এবং উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলি পূরণ করতে পারব তবে আমাদের প্রভাব অনটন অনেক দূর হবে। মাননীয় অর্থমন্ত্রীর স্বাক্ষর করেছেন এ বছর ও বছর জাকুল এবং কর্তৃত্ব, ধর্মঘট, লক-আউট ইত্যাদির জন্য উৎপাদন এবং সববাহকে প্রায় ঘটেছে। আমি বলব মাননীয় স্পীকার স্যার যদি বৎসরে ১০ দিনও চরভাল হয় তবে উৎপাদন নিশ্চয়ই বৃদ্ধি পাবে, কৃষকেরা মাঠে কাজ করতে পারবে না। গ্রামিকেরা তাদের কাজ করতে পারেনা। এতে নিশ্চয়ই অসুবিধা পড়ে। যারা গ্রন্থ কাজ করে তারা দেশের সম্মান রাখতে পারেন না আমরা করছি এটাই চিন্তা করে দেখা দরকার। মাননীয় স্পীকার স্যার, বলা ওকিছুই হয় না। আমি বলব এখানে যে আমরা কৃষিতে উন্নতি করেছি, আমরা শিক্ষার অনেক কিছু করেছি, রাস্তা ঘাটের অনেক উন্নতি করেছি সেটা গ্রহণের মতো। এগুলো আমি দেখতে পাচ্ছি। আমার অর্থ মন্ত্রী বলছেন কৃষকেরা ১৯৭২-৭৪ সালে প্রায় প্রায় কলস উৎপাদনের নির্দিষ্ট লক্ষ্য এবং আন্তর্জাতিক উৎপাদন ১৯৭৩-৭৪ সালে লক্ষ্যমাত্রা নিম্নরূপ। মাননীয় স্পীকার স্যার, যেখানে ১৯৭০-৭১ সালে ছিল ৩ লক্ষ মেট্রিক টন সেখানে দেখা যায় লক্ষের উপর গেছে—২,৪০০ মেট্রিক টন। এতে যদি কেউ বলে যে আমাদের উন্নয়ন হচ্ছে না তবে তা কতটুকু সত্যি। এই পণ্য সেটা বিচার করে দেখতে পারেন। মাননীয় অর্থমন্ত্রী সেটা প্রকল্প সম্পর্কে বলেছেন যে ওষু পাইলের জন্য ৬৬ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে। সৌজন্যল পাইলের জন্য যেখানে ৬৬ লক্ষ টাকা খরচ করেছে সেখানে যদি আমরা বলি কিছুই হয় নি সেটা আমরা বলতে

পারি এটা সভাতে, কিন্তু গ্রামে গিয়ে যদি আপনি বলেন কিছুটা হয় না? তাহলে লোকে বলবে যে তাঁরা অসত্য বলছেন। আমরা বলব সব কিছু করিনি, অনেক কিছু করার বাকী আছে। কিন্তু এটা স্বীকার করতে হবে যে ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট অনেক কিছু করেছে। আমরা যখন কুমারঘাট থেকে আগরতলায় আসি তখন দখি বনবিভাগের বাস, গামাইর গাভ, শালগাছ-অনেক হয়ছে। তখন যদি আমরা বলি কিছুটা হয় না? এটা কি সত্যি হবে? কিন্তু আমরা চক্ষে দেখছি বনবিভাগ কিছু করেছে ১।, আমি বলব বনবিভাগের কার্যকলাপে তরুত আমাদের কিছু লোক কষ্ট পেতে পারেন। কিন্তু বনবিভাগের কার্যকলাপে পরমা হচ্ছে। এটাতো আমরা অস্বীকার করতে পারি না। শিক্ষাক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে ১৩০০ স্কুল হয়েছে, ৮ টা উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল হয়েছে, ৫। ৬টা কলেজ হয়েছে। তবুও যদি আমরা বলি তা সত্যি নয়, তবু যদি আমরা বলি কিছুটা হয় নি সেটা কি ঠিক হবে? মাননীয় স্পীকার শ্রাব, এখানে বলা হয়েছে যে ধান সংগ্রহ করতে গিয়ে অনেক জুলায় করা হয়েছে। আমি জানি না জুলায় কোথায় করা হয়েছে। আমি জানি না ত্রিপুরায় এত বড় জোতদার কোথায় আছে যার দ্বারা শত শত মণ ধান আছে। আমি ত্রিপুরার কৃষক, কিন্তু আমি জানি না ত্রিপুরায় এত বড় জোতদার কোথা থেকে এসেছে। ত্রিপুরায় জমি কোথায় যে জোতদার জোতদার মণ ধান করতে পারে? তাহলে ত্রিপুরায় এটা মতাসভা ধান সংগ্রহ করতে, তাহলে আমি বলব একেবারে সত্যি কথা যে গরীব বেছেছে। যদি এই সময়ে ধান সংগ্রহ না করত, যথানে কুইন্টাল ৭২ টাকা, আম বলতে বাধা হচ্ছে যে তারা কোলাসহবে এই দামে বিক্রি করতে পারত না, মাঝকমে এই দরে বিক্রি করতে পারত না, বিলোনাভাবে এটা দর বিক্রি করতে পারত না। আমার মাননীয় সদস্য বললেন যে ধান সংগ্রহ করা হয়েছে কিন্তু সমস্ত ধান নিয়ে আদ তচ্ছে অসু জায়গায়। আমি মাননীয় সদস্যকে বলব যে আমাদের কটা খাদ্যমন্ত্রী এসেছে? এটা ধান যখন সংগ্রহ করা হয়েছে তখন কি গভর্নমেন্ট এটাভায়ে ক্রয় করেছেন? যতদামে না নিয়ে যেখানে খুশি রেখে দেবেন? কাজেই যেখানে যত খাদ্যমন্ত্রী এসেছে সেখানে রাখা হয়েছে। বলা হয় যে সেচের জন্য বিদ্যুৎ করা হয় নি। আমি দেখেছি সেচের জন্য এটা গভর্নমেন্ট ২,৬,০০০ টাকার উপর টাকা রেখেছেন। আমি বলব না যে সেচের সমাধা বাস্তব হয়েছে। ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট আলাউদ্দিনের প্রদোষ নয় যে সেটা দই এক বৎসরে আমাদের গভর্নমেন্ট আভে সমস্ত সমস্যা শেষ করে দেবেন। বলা হয় ০.৬ বৎসরে কংগ্রেস গভর্নমেন্ট, এটা অপদার্থ গভর্নমেন্ট কিছু করে না। আমি বলব এই সদস্যদের যে আপনারা তো গভর্নমেন্ট করেছে একবার কয়দিন সেটা গভর্নমেন্ট ছিল? সারা দেশের লোক কেন বংগকে ভোট দেয়? যদি কংগ্রেস গভর্নমেন্ট কিছু না করে থাকে তবে কেন আসামে, বিহারে, উত্তর প্রদেশে কংগ্রেসকে ভোট দেয়? আমি বলব সরকার সব কিছুই করতে পারে না। আমরা বলছি যে আমরা আভে আভে করতে পারব। একসঙ্গে সবকিছু করা যায় না, একসঙ্গে সবকিছু হয় না। তবে ধাপে ধাপে ত্রিপুরার উন্নতি হচ্ছে কি না সেটা দেখতে হবে। কৃষিক্ষেত্রে, শিক্ষাক্ষেত্রে বনের ক্ষেত্রে উন্নতি হয়েছে। তবে আর একটা এগিয়ে যাওয়া দরকার এটা বলব। আমরা বলব ডিমাক্ত সম্পর্কে। বলব বাস্তবায়নের সম্পর্কে, যা হয় না তা বলব। সত্যি যেটা সেটা বলব, আর যা হচ্ছে না সেটা বলব যে এটা হচ্ছে। গ্রামে গ্রামে স্কুল আছে, কিন্তু সব জায়গায় মাষ্টার নাই। গ্রামে যেখানে স্কুল আছে সেখানেও মাষ্টার থাকলেও তারা চাইলেও কতটুকু পড়ান, তারা কয়দিন স্কুলে ধান সেটাও দেখতে হবে। এই যে সমালোচনা করা হয় সেটা

টিকভাবে করলে ভাল হয়। আমাদের উচিত হবে যেরকম সমালোচনা করেন ঠিক ভেয়ানি-ভাবে যাতে আমরা সংযোগিতা করি। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি অর্থ মন্ত্রীর এই বাজেটকে সমর্থন করে আমি এই বক্তৃতা শেষ করছি।

ঐশ্বর্য দেববর্মা :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থ মন্ত্রী এখানে বাজেট পেশ করিতে গিয়ে প্রথমে এই কথা বলতে চাইছেন যে উনারা ত্রিপুরা রাজ্যের জগৎ অনেক উন্নতি করায় চেষ্টা করেছেন, কিন্তু তার প্রতিশ্রুতি হুলস্থল, পরা অর্থ প্রাচুর্য দুর্যোগ এবং জনতা। জনতা হরহাল করে, পর্যায় করে লক্ষ-আউট ইত্যাদি করে এবং তার জন্য অনেক কিছু করতে গিয়েও তারা কিছুটা ত্রিপুরার জন্য করতে পারেন না। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই যে কংগ্রেসের এই ২৬ বৎসরের বাজেট প্রত্যেক বছরই কি বণা এবং খরচা লেগে থাকে? এই যন্ত্রণা বহন বণা আর পর করেছে, তার ফলে যে ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নতির কাজ বাতিল হল, তার সম্পর্কে আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই যে তার পক্ষে চতুর্থ পরি-কল্পনা পর্যন্ত তারা কি করেছিলেন? এই বাজেট চতুর্থ পরিকল্পনা পর্যন্ত তাদের কি কিছু করার ছিল না? এই খরচা আর বণার মোকদিলে করার মত তাদের কি কিছু করার ছিল না। তাদের তা নাই। আমি বলব, ত্রিপুরাতে আমাদের এটা মনে রাখা উচিত যে ভারতের বিভিন্ন অংশে চাইলে আমাদের এই ছোট ত্রিপুরাতে অনেক কিছু করার সুযোগ আছে— অস্ত্রতঃপক্ষে কৃষির ক্ষেত্রে। এটা পশুপালন, এটা রাজস্বানয়ন, সেখানে নান্দী বস্ত্রী কন্ড হয় সেখানে নান্দী নন্দী, নান্দী এবং ছড়া এই সমস্ত সুযোগ খুব সিমিত। ত্রিপুরা রাজ্যে বস্ত্রী সেখানে এসেই নাই। কিন্তু আমাদের ত্রিপুরা, তনদীর অভাব নাই, নান্দীর অভাব নাই, ছড়ার অভাব নাই, অথবা জলাভূমির অভাব নাই, অথচ দেশগুলিকে কাজে লাগানো হচ্ছে না। মাননীয় সদস্য একজন বলেছেন যে আমরা সিজনেসাল ষাঁপ করেছি, এও করছি। সেই করছি। কিন্তু এই ষাঁপ করার কী পরিকল্পনা তারা নিয়েছেন? আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যে বড় বড় অফিসার আছে, বড় বড় ইঞ্জিনিয়ার আছে, তাদের মুখে আমরা শুনেছি যে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের নন্দী নান্দীকে নান্দী বণে আনা যায় না, সেগুলি খুব অপ্রয়োজন। বস্ত্রী হলে, বণা হলে সেগুলিতে অনেক বেশী জল হয় এবং ষাঁপ দিলে পরে সেগুলি টিকানো যায় না। এটা কথা শুনে আমাদের অবাক হতে হয়। কারণ, এই সম্পর্কে আমি আগেও একবার বলেছিলাম যে বৈজ্ঞানিক যুগে সামান্য একটা নদীতে আমরা ষাঁপ দিতে পারি না, এর চাইতে লক্ষ্যের বিষয়, আর কি হতে পারে। আসলে ষাঁপ ছাড়া দেবে না। কারণ সেই বীধ যদি দেওয়া হয় তাহলে ওদের রাজস্ব থাকবে না। আমরা জানি, অনেক প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে আমরা জানতে পেরেছি এবং শুধু পাশও করে দিয়েছি, কিন্তু দেখছি যে সেখানে এক একটা বাপের নাম করে তিন তিনটা বিল পাশ করে টাকার মেওয়া হয়েছে। এটা বরফ অনেক পটনা আছে, যেগুলির প্রমাণ আমরা তাদের দিয়েছি এবং হস্তস্তর দাবী করেছি। কিন্তু তারা তার তদন্ত করবেন না, কারণ তাহলে তাদের অনেক বড় বড় ব্যবসায় বেঁচাল ধরা পড়বে। আমরা জানি যে কয়েকটা জায়গাতে তারা হস্তস্তর গোট করার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু জমিতে সেচ ব্যবস্থা করার আগেই সেগুলি ভেঙ্গে গিয়েছে। কেন এটা হল? এটার কি কোন তদন্ত করবেন? না তা করবেন না। কারণ যে টাকা পরচ করা হয়েছে, তার অর্ধেক টাকাও ঐ ব্যয় করার পিছনে খরচ হয়েছে কি না, তাতে অনেক সন্দেহ আছে।

আমি নিজেও কয়েকটা জায়গাতে গিয়ে দেখেছি, যেমন বিপ্রামগঞ্জ, পামোদনগর এবং চিচিমা চড়াতে, এগুলির কথা আমি আগেও বলেছিলাম যে সেখানে কনট্রাক্টারেরা কিভাবে কাজ করছেন। সাধারণ যে একটা নদী, তাতে বাধাদিতে পারেন না, সেটা জলের স্রোতে ভেঙে যায়, এটা কি কেউ বর্তমান বর্গে বিশ্বাস করবে? এটা বিশ্বাসযোগ্য নয়। এটা নদী নালা এবং চড়া, এগুলিতে যদি আগে থেকে বাঁধ দেওয়া যেত তাহলে কি আমাদের খরচ সময়ে জলের অভাব হয়, তা হয় না। চতুর্থ পবিত্রনর থেকে আমরা যদি এটি সব নদী, নালা এবং চড়াতে সীজগাল বাঁধ না দিয়ে স্থায়ী বাঁধ করার চেষ্টা করতাম, তাহলে আমাদের এটা হত না। এমন কি একটাকে প্রতিবেশ করার মত বর্তমান বর্গের বিজ্ঞানের শক্তি আছে, কিন্তু তারা তা করবে না। অর্থাৎ ঐ খরচ মোকাবিলা করব জগত তারা সীজগাল বাধ করবেন এবং একজু প্রত্যেক বছর এর জগত লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ কবা হবে মাননীয় সদস্য ললিতা মিত্র সাহেব এটা সীজনাংল বাধ সম্পর্কে অনেক উচ্চসিত প্রশংসা করেছেন এবং বলেছেন যে আমরা ৪৬ লক্ষ টাকা খরচ করে 'নৈসর্গিক' খাজ সমস্তার সমাধান করেছি। তাই মাননীয় সদস্যকে আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই যে এই সীজগাল বাধ না দিয়ে এবং তার জগত প্রত্যেক বছর ৪৬ লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ না করে তদ্বি স্থায়ী বাঁধ দেওয়া যত তাহলে আমাদের এটা যে এত বেশী টাকা খরচ হচ্ছে, এটা টাকাতা কি বাচেনা? এবং এখানে খরচ হটুক আব অন্যান্যটি হটুক, সেটাকে মোকাবিলা করার জগত নৈসর্গিক সুরক্ষার তাব শক্তি অর্জন করেছে পারেন। তারা পারে, কিন্তু সেটা করবেন না, এটা আমি আগেও বলেছি। আজকে শুধু এই বাঁধের ব্যাপারই নয়, আমি কলি পাটিলসদস্যদের বলব যে গত বছরে বিশালগড় ব্লকে একটা বি. ডি. সি'ব মিটিং হয়েছিল, আশিও সেখানে একজন গম্ব'র হিসাবে উপস্থিত ছিলাম এবং আমি প্রস্তাব দিয়েছিলাম, সেদিন আমাদের কৃষি মন্ত্রী মাননীয় মুনচব আলী সাহেবও উপস্থিত ছিলেন, যে পরক্ষাতলকভাবে আপনাবা যে সীজনাংল বাঁধ দেন, তার পরিবর্তে পাটিল দিয়ে একটা নদীকে কিভাবে আগত করা যায়, তাব গ্রুট্টা পরীক্ষা করা হটুক যাতে সেটাকে একটা স্থায়ী বাঁধ করা চলে। উপস্থিত মাননীয় মন্ত্রী নন্দেও সেটা স্বীকার করেছিলেন এবং বি. ডি. ও সাহেবও সেটা স্বীকার করেছিলেন এবং সেখানে কৃষি বিভাগের কক্ষকর্তা উপস্থিত ছিলেন, তাব সেভাবে কাজ করবেন বলে আমাদেরকে কথা দিয়েছিলেন। কিন্তু এর পর আর এই সম্পর্কে অগ্রসর হন না। তারা করেন না, করণ তাহলে অনেক অসুবিধা আছে। এরপরও দেখছি যে জায়গায় জায়গায় সীজনাংল বাঁধ দেওয়া হচ্ছে এবং সেটা সীজগাল বাধ দেওয়ার নাম করে লক্ষ লক্ষ টাকা লুণ্ঠ করা হচ্ছে এবং সেটা সব বাঁধ দিয়ে জল সেচ কবাব আগেই সেগুলি ভেঙে টুরমার হয়ে যাচ্ছে। একটা বাঁধও কৃষি কৃষকে লাগে না। আমি নিজেও কৃষকের ছেলে, এটা আমি জানি যে চড়াগুলিকে কাজে লাগানো যায়, এই বকমের কাজ বাঁধ না করেও বা সুইজ গেট না করেও এবং লাগানো যে যায়, তার দৃষ্টান্ত আছে গত খরচ সময়ে অনেক জায়গাতে অনেক চায়ীরা করেছেও, তারা নিজেরা টাকা খরচ করে, সেটা খরচ দিনেও ভাল ফসল তুলে নিয়েছে। তারা কিন্তু এর স্বস্তি ব্লক থেকে টাকা নেয়নি। তারা নিজেদের ভাগিদে, নিজেরাই এটি সব বাঁধ তৈরী করেছে এবং

তাবা এটাও জান যে, সত্যকে কি ভাবে স্থানী করা যায়? কিন্তু একে য় আপনারা
মিচ্ছনাল বাধ করেন, তার মাঝে গর্বের পরস্পর জ্বলন্ত তীব্রতা বা ভাগ বাটরা
আছে। কিন্তু আমাদের কৃষকেরা যদি স্বেচ্ছা পায়, তাহা যদি তাদের জমিতে ফল পায়,
ত'লে এক ফসল কেন, তার থেকে - ১০ ফসল উঠিয়ে আনতে পারে। উৎপাদন বাড়াবে
ক' এ্যাডভান্টেজমেন্ট লাগে না, আপনাব' তাদেরকে স্বাধীন দেন, তাহলে কৃষকেরা লক্ষ
লক্ষ ফসল ফলাবে, এর জন্য তাদের কাছে প্রচণ্ড করতে হয় না। কিন্তু আমরা সত্যের
সাম্মুখি কি দাঁড়াই? এটা 'এ' অংশ সত্য নয়, সত্যের কাছে টালাটুটার
একটা বাধা মাত্র, এটা আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। অথচ আমাদের
শাসক দলের লোকেরা বলতে ছাড়াই আমরা এটা করেছি আমরা অনেক কিছু
কবেচি এত বাধা দেওয়াতে চাই এই শাসক-টির ভিতর দিয়ে। টাকা খরচ হয়েছে যদিও প্রয়ো-
জনের তুলনায় খুব বেশি নয় তলেও টাকা খরচ করা না হলেও তা নয়। সত্য আমরাও
স্বীকার কর। কিন্তু প্রকৃত কালে সত্যেই 'এ' না সত্য প্রমাণ আজকে এসেছে কাজেই এই
হিপ্পোক্রিসিস অস্ত্র: খাতিয়ে নেন মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, য় পূর্বমাণ টাকা খরচ হয়েছে
যদি তা ঠিকভাবে খরচ করা তত ত'লে হিপ্পোক্রিসিস অস্ত্র: অবলম্বন চেহারা তা থাকত না।
আমি আগেও বলেছি য় উল্লেখ করেছিলাম কিন্তু পবনেনি শ্রম জনতার জন্য। এত কর্ম-
চারার আজকে 'এ' ফল কবেই ধখঘট করেচে, প্রজাতি দলে দলে হিট করেছ। আমি
ভিজ্যাস করেচি চাই আপনাব' যদি উন্নয়নমূলক কাজ কবেচি চান তার বিবরণে 'এ' তাবা এর-
ফাল করে তার ফলকেও কি তাবা সমর্থন কবে, বাস্তব প্রদর্শন কবে? প্রজাতি আপনাদের
উন্নয়নমূলক কাজে সন্তোষাণী করতে চায় না। আপনাব' যদি যদি দিতে চান অথবা অল্প
কোন উন্নয়নমূলক কাজ করতে চান 'এ'পূর্বায় দৃষ্টি 'এ' তা পূর্বায় নেই না? নিশ্চয়ই নেই।
কিন্তু তার নিষেধের অভিজ্ঞতা থেকে এটাও তাবা দেখে, সত্যতা না চলেও 'এ' পূর্বায় এজার
ছাড়া অবশ্যই নেই। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী বে বাজে; তা'য়
দেখেন এ অল্পত সন্তোষের প্রতি য় দরদ বা বক্তব্য 'এ' থেকে। তাদের অবস্থা ওওয়ার বন্ধ
নেই, করণ এটা সন্তোষ কথা নয়। অনেকে এটা 'এ' কথা বলেছেন। কিন্তু আমরা কি
দেখি? এখানে বলেছেন মাননীয় মন্ত্রী—এটা আমি একটা পড়েই শুনাতে চাই ত'দে
কত বড় দরদ 'এ'ত'লি উপকৃতি ও ত'লিলা জাতীয় উন্নয়নের উপর রাজ্য সরকার প্র-
কৃত দিতেছেন। এদের অবস্থা অপরাপর দ'বদ 'এ'র লোকদের হ'র্ভোগ লাগল করে অগ-
গতির দিকে না নিয়ে যেতে পাবে আমাদের উন্নতির কোন অর্থ থাকবেনা দরদ উচ্চ
পরেছে। কিন্তু কার্য। ক্ষেত্র আমরা কি দেখে। আমার পক্ষে মাননীয় সদস্য শ্রীঅভিরাম
দেবর্মা বিস্তৃত ভাবে ধারণাপূর্ণ ভাষার হিন্দের বক্তব্য বলেছেন। আমি তার পুনরাবৃত্তি
করতে চাই না কিন্তু কি ভাবে বড় বড় বি'দ্র ক্ষেত্র করা হয়েছে আমি তার কটা দৃষ্টান্ত আপ-
নাদের সামনে রাখছি (হ'টারাপশন) ঠা। আমি বড় বড় বলব। ভাষা সম্পর্কেই বলেছেন।
মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, কিছুদিন আগে আমাদের প্রধান মন্ত্রী শ্রীমদ্রাও এখানে এসেছিলেন
এবং আমরা কজন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। সেদিন প্রধান মন্ত্রীর মুখেও

জেনেছি—তিনি কি বলেছেন এই ভাষা সম্পর্কে। ত্রিপুরার যে ককবাক ভাষা সেই সম্পর্কে তিনি কি মত প্রকাশ করেছেন। তিনি এটা কথা বলেছেন গ্রন্থাগারে আশনাদের ত্রিপুরা ভাষার শিক্ষা প্রবর্তন করা অস্বাভাবিক। আমরা বললাম কাদের অস্বাভাবিক? তিনি বলেন আছে, ইয়া সেখানে যদি ত্রিপুরা ভাষা দেওয়া হয় তাহলে অন্যান্য ভাষা ও আছে তারও দাবী করবে। কাক্কেই কাক্কে দেব কাক্কে দেব না। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই এ দিল্লীতে বসেই আমাদের প্রধান মন্ত্রী মন্ত্রীরা এটা কথা বলার কথা কি করা সম্ভব। আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই এটা কথা 'ক' ভাবে তিনি জনগণের পারলেন যে 'ত্রিপুরা'তে জমাতিয়া 'ব্যাংক', 'নোয়াতিয়া', 'এ'রূপী ওদের ভাষা ভিন্ন, ভিন্ন ভাষায় ওরা কথা বলে এই বিপোর্ট তিনি কি করে পান? সচিব মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় আমাদের বুঝিয়ে দিলেন তবে না কারণ এটা সব কথা বলেন। তার প্রধান আমবা দেখেছি ত্রিপুরাতেও মাননীয় প্রাক্তন মুখ্য মন্ত্রী শচীন বাণ্য তিনি এ লোকশিক্ষায় যখন দিল্লী থেকে লোক আসলেন তখন তিনি কি বলেছেন, সেটা বিপোর্টের লিখা আছে। 'ত্রিপুরাতে বি ভিন্ন উপজাতিয় ভাষা আছে কোন ভাষাতে শিক্ষা দেওয়া অর্থ বিপদ হবে অসুবিধা আছে। এটা কথা আমাদের প্রধান মন্ত্রী বলেছেন। এটা কি যত্নসহ নয়? শচীন বাণ্য তিনি 'বদেল লোক' ভাবে ভাবের বাইরে লোক নন তিনি এই ত্রিপুরাতেও তাঁর জন্ম এবং আশনাদের মুখমুখি বাবুও এই ত্রিপুরাতেও জন্ম। তারা নিশ্চয়ই জানেন ত্রিপুরা ভাষা কি এটা ককবাক ভাষা, কি। আজকে বিবাহ জমা তয়, নোয়াতিয়া, বলে 'তারা' ন ভাষায় কথা বলে। পথকা বিড় আছে সত্যিই বাংলা ভাষাও হয়। এ নোয়াখালী, সিলেট কলিকতা ওর ভাষা ওর মধ্যে এটা বড় পার্থক্য। একজন কলিকতার লোক বনোয়াখালীর ভাষায় কথা বুঝতে অসুবিধা হয়। কিন্তু আমাদের এখানে তাদের পার্থক্য খুব সামান্য। অর্থাৎ এটা জানা সত্যিই এটার এই শাসকদের এটাকে প্রথম ভাষা বলে প্রচার করা হচ্ছে এটা ভাষা যাতে লেখাপড়া করতে পারে ওর ভিন্ন ও উচ্চ এটা ওয়া চানো কিন্তু ভারতের সংবিধানে সেখানে নেবার কথা বলেছেন। আমরা যত্নসহ বলছি অন্যতর দিক থেকে। আজকে যখন প্রশ্ন উঠল এই ভাষার উন্নতি ও অন্য এডভান্স বা কিম্বা গঠন করা উচিত। তারা গঠন করতে বাধ্য হলেন। ককবাকাদের দিয়ে? বীরচন্দ্র বাণ্য তিনি উপজাতি বটে, তিনি শত্রুর থাকেন ত্রিপুরা ভাষা তিনি বলতে পারেন না। অথচ এটা কামটিতে বাধ্য হল। আর এ মোকদ্দেতে একজন 'ত্রিপুরা' ময়কে বিয়ে করলে দ্রাহবেন কয়ে যায় না। এটা জানা উচিত। (হ্যাঁ বাণেশান) অর্থাৎ ত্রিপুরা ভাষা সম্পর্কে খাতির লোক খুঁজে পেলেন না। এমন লোককে নিয়ে বোড় গঠন করলেন যাদের সেই ভাষা সম্পর্কে কোন জ্ঞান নেই। এটা কি আমরা বলব না যত্নসহ? প্রশ্ন যখন আমরা করি এটা বিধান সভায় পাড়িয়ে আশনাদের শিক্ষামন্ত্রী উত্তর দেন কতটা স্কুলে দ্রাহবেন ভাষা ইন্ট্রাডিউস করা হয়েছে তার একটা হিসাবও দিয়েছেন তিনি। অথচ আমরা যখন প্রশ্ন করলাম কটা স্কুলের নাম করুন যেখানে এটা ইন্ট্রাডিউস হয়েছে তা তিনি বলতে পারেন না। আমরা বলব না এটা যত্নসহ মূলক এটা প্রচার মূলক? মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, প্রতিটি ক্ষেত্রেই আমরা দেখব দ্রাহবেনদের উন্নতির জন্য যে সমস্ত টাকা খরচ করা হয় মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বলব যে তারা

পুরো টাকা তারা পায় না। আমরা দেখছি বিশালগড় ব্লকে টিউবওয়েল এবং রিংওয়েলের জন্য এই সমস্ত টাকা উপজাতিদের খাতে যে টাকা টিউবওয়েলের এবং রিংওয়েলের জন্য সেই টাকা কেঁথায় কোথায় দিওয়া হয়েছে? আপনারা খোঁজ করে দেখুন তাকলে দেখবেন এ বিশাল-গড়-এর পশ্চিম দিকে যখনে উপজাতিব নাম গন্ধ নাও সেখানেই দেওয়া হয়েছে। এটা আপনাদের তদন্ত করে দেখুন। অথচ আমরা দেখছি উপজাতি অধ্যক্ষ অফিসে একটাও টিউবওয়েল নাই রিংওয়েল নাই। এ, জম্পুং জলাশয়ে অনেক বলাব পর আমাদের কৃষি মন্ত্রী টিউবওয়েল এবং রিংওয়েলের ব্যবস্থা কবোতলেন গত বছর—এবার হয়েছে। একটি মাত্র। অথচ যখন প্রশ্ন করি তখন অমুক ব্লকে ট্রান্সমিট ফাউ থেকে কটি টিউবওয়েল বা রিংওয়েল দেওয়া হয়েছে। তাই সংখ্যা বেশ না হলেও যে সংখ্যা তাই বলেন তার কোন চিহ্নিত পওয়া যায় না। ট্রান্সমিট এল কাতে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি যাঁ যন্ত্র এই কথা বলাতে চ্যুত একটা বিষয় প্রকাশ করেছেন এটা যতদূর কেন (ইন্টারপোলেশন) ...

এই কথা বিভাবে হয় কিন্তু আমি বলবো উপজাতিদের উন্নয়নের জগৎ যে সমস্ত টাকা খাতির আমরা দেখছি এই বাস্তব জগৎ তাই জমা আছে। বাস্তব উপজাতি অউপজাতিদের জন্য খরচ পাচ্ছে। অথচ এখানে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করা হয়। আমি জানি আমাদের এই শাসক গাতি বলেন যে ট্রান্সমিট ট্রান্সমিট ডমিনেটেড এরিয়া বলে কিছু নেই এখন এটা রহস্য হয়ে গেছে। সব জায়গাতেই উপজাতি এবং অউপজাতি সবাই মিলে বসে বসে করত। আমি শুধু স্মরণ এই উপজাতিরা খাতে টাকা কেন? বাস্তব উপজাতি-দেব জয় আলাদা করে? না অউপজাতিরা একটা আলাদা সংস্কার হাটবে।

মিঃ ডেঃ স্পীকার :—অনারেবল মেম্বর ১৫৫৫ টিঃ ১৫ অর্ডার।

শ্রী ব্রজেন দেববর্মা :—এই জগৎ আমি বলছি মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, যে এই ট্রান্সমিট-দের খাতে যতটুকো ব্যয় করা হইবে সেইটা ঠিক ঠিক হবে তাদের জন্য খরচ করা হয় না তাকে অপব্যয়বাদ করা হয়।

মিঃ ডেঃ স্পীকার :—এ বর্চেস মোটন সাহা, আপন দশ মিনিট বলবেন।

শ্রী বিচিত্র মোহন সাহা :—মাননীয় অর্থমন্ত্রী ১৯৭১—৭২ সালের যে বাজেট পেশ করেছেন তাকে আমি সমর্থন করি। গ্রাম নিঃস্বার কথা চিন্তা করে আগামী দিনের ত্রিপুরাকে গড়ে তুলার জন্য এই বাজেটকে ব্রেনেটন করা হয়েছে। আমি তাকে অভিনন্দন জানাই। গণ-তন্ত্রিক বিধানভেদে বিবেচনা পক্ষেই সদনাদা বাজেটের সমালোচনা করে তাঁতে প্রত্যাবর্তন এইটাই। অর্থ এতদিন জানতামঃ এং দেশ গঠনের কাজে সহায়তা করে জনসাধারণের তাদের নিঃশেষ-বে হ্রাসিত বৎসর ত্রিবেশ। তবে এং, গু অংবা প্রাজ চিলা। কিন্তু আমরা এখন দেখতে পেলাম মাঠে, ময়দানে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করার জগৎ তারা যে ভাবে বক্তৃতা দিয়ে বেড়ান ঠিক একই পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে এই বিষয় সত্য। যেমন মাননীয় অর্থমন্ত্রী ওর বাজেট ভাষণের প্রাবল্যে বলতে চেয়েছিলেন যে নিধন-সা বজা, হরপ্রাণ, লকআউট ধর্মঘট এবং আন্তর্জাতিক তৈল সংকটের কারণে ত্রিপুরার অর্থনীতির উপর একটা চাপ পড়ছে। এং কথাটা কিন্তু তারা যেমালুম ডিড়িয়ে দিতে চেয়েছে। তারা আমাদের বলেন যে হরপ্রাণ, লকআউট ধর্মঘট তাদের নষ্ট তারা এইটা অস্বীকার করতে

পারে। কিন্তু বিধ্বংসী বচা, যে বচা ববলে পড়ে ত্রিপুরার লাখ লাখ মানুষ দুর্দশাগ্রস্ত হয়েছিল তাদেরকে রক্ষা করার জন্য আমাদের সরকার শক্তি নিয়োগ করেছেন। এই কথাটা তারা কি করে অস্বীকার করেন। ত্রিপুরার মানুষ কি তাদের এটা কথা চিন্তা করেছেন না? এমনভাবে বিশ্লেষণের উক্তি তারা কি ভাবে বরাত পাবেন? আর আন্তর্জাতিক তৈল সংকট যে সংকট সারা বিশ্বে সারা দিয়েছে এই কথাটাও তারা যেমনিমুহ উদ্ভেদিত করে দিয়েছে। কানেই আমরা বুঝতে পারছি তারা শুধু বিশ্লেষণের বক্তৃতা যাতে, ময়দানে দিচ্ছেন এবং এটা বিশ্লেষণ সভায়ও সঠিকভাবে অবলম্বন করে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছেন যেমন আর একটা ব্যাপার তারা উল্লেখ করেছেন কনসংস্থানের ব্যাপার। আমার মাননীয় অর্থমন্ত্রী কনসংস্থানের যে পরিসংখ্যান দিয়েছেন এটা অস্বীকার করতে গিয়ে বিশ্লেষণের বক্তৃতা করছেন যে রাজ্য-পালের ভাষণের সংগে নাকি মাননীয় অর্থমন্ত্রীর ভাষণের কোন মিল নেই। কোথায় তারা অমিল পেলেন আমি বুঝতে পেলাম না। আরেক ক্ষেত্রে বলেছেন যে বেকার সমস্যা-মানুষের কটা সন্তান উপায় তরা বরাত করে দিয়েছেন যেমন গ্রামাঞ্চলে শিক্ষিতের তার বাড়িয়া কাজের কাজে ছেলের চাকুরী কনসংস্থানে করা যায় তার জন্য আবার কলকারখানার কিসের প্রয়োজন? ঠিক এমনি ধরণের এক উক্তি করেছে। তার কারণ আমরা বুঝতে পারলাম না। গ্রামাঞ্চল আচ্ছন্ন শিক্ষিত, অশিক্ষিত এবং দলভরা যে আশায় ভরসা গাঙ্গন এবং তাদের কথা কি তারা চিন্তা করেন? তাদের কথা চিন্তা করে আমার সরকার কল তরা বরাত করে চেষ্টা করেন অথচ তরা এটা কথাটাও মেনে নিয়ে চলেছেন? আরেক দিনে তারা সমালোচনা করেছেন পুলিশ নাগেচে অধিক অর্থ কেন বরাত দিয়েছে? কেন ত্রিপুরায় টি. এ. সি. প্রটেক্সিয়ান কোলাহল? ত্রিপুরায় একটা নিজস্ব বেটেলিয়ান কোলার চেষ্টা আমার সরকার করেছেন। কারণ ত্রিপুরায় এমন একটা রাজ্য যার বেশির ভাগ অঞ্চলেই জুড়ে বিভিন্ন রাষ্ট্র এবং রাজ্য দ্বারা পরিবেষ্টিত। সামান্য দূর্বৃত্ত কৃষকরা যারা আছে তাদের ধন সম্পত্তি রক্ষা করার জন্য এবং অভাবগ্রস্ত দুঃস্থকারী এবং বহিরাগতের দুঃস্থকারীদের দ্বারা যে সব দুর্ঘটনা ঘটে তাদের ধন সম্পত্তি রক্ষা করার জন্য আমাদের পুলিশ বাহিনী মজুত করতে হবে। এমন কি গ্রামাঞ্চলে শিল্পের, শিক্ষিত বেকার, কৃষকের ছেলেদের তাদের কনসংস্থানের জন্য আমার সরকার নিজস্ব একটা বেটেলিয়ান কোলার চেষ্টা করেছেন। যেখানে ভিন্ন কাজের লোকের চাকুরীর সংস্থান হবে। আমার কথাটা তারা একেবারেই চিন্তা করলেন না। আরেক ক্ষেত্রে একজন মাননীয় সদস্য বলেছেন যে ভ্রম নিয়ন্ত্রণের দ্বারা অধিক অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। এইটাকে তিনি বিবৃত করে বলতে চেয়েছেন একটা নোনাল ইয়াতে আমাদের সরকার অধিক অর্থ বরাদ্দ করেছেন। আজকে সারা বিশ্ব চিন্তা করেছেন যে কিভাবে

কম নিয়ন্ত্রণ করা যায়। আমাদের সরকারও সেইটা চিন্তা করছেন। জিপুরা বাজো কম নিয়ন্ত্রণ
কি ভাবে করা যায়। সেইটার সমালোচনা করতে গিয়ে 'ক' বকম উৎসাহিত করেছেন যে একটা
ননসেন্স ইস্যু। যেখানে সারা বিশ্ব চিন্তা করছেন কম নিয়ন্ত্রণের কথা আর আমার বিরোধী
সদস্যরা সেইটাকে একটা ননসেন্স ইস্যু বলে তৃপ্তিও করেছেন। ঠিক এমনি ধরনের সমালোচনা
করেছেন সীতা কাম্বোজ সমালোচনার উদ্যোগ নিয়ে তাঁরা সমালোচনা করেন। তাঁরা জনতাকে
যে ভাবে বিভ্রান্ত করেন ঠিক সেই ভাবে এও বিভ্রান্ত করে। এ বা বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছেন কিন্তু
ফলে গেছেন গ্রামের অশিক্ষিত জনতাকে যত সহজে বিভ্রান্ত করা যায় এও তাই সে যারা উপস্থিত
আছেন এও তাই সে যারা দলকে আছেন তাদেরকে বিভ্রান্ত করা তত সহজ নয়। মাননীয়
উপাধ্যক্ষ মহোদয়, বিরোধী পক্ষের সমালোচনার যে ভঙ্গি বিরোধী পক্ষ থেকে আমরা
মাঝে মাঝে কবিতা মতো শুনতে পারি তা তাদের কাছে থেকে যেতো। বক্তৃতা শুনেছি।
আজকে এই বক্তৃতা সম্পর্কে আলোচনা করতে আমি শুধু মর্মে মর্মে অত্যন্ত বিরোধী করে এটুকু
যে অগ্রগতির পক্ষে জিপুরা আমরা বলে থাকি। অগ্রগতির পক্ষে জিপুরা এখনও বলা সম্ভব
হবে যখন জিপুরার প্রতিটি অঞ্চলের মধ্যে যদি সমভাবে উন্নতি করে তুলতে পারি। যদি
বাঙালির বহুত্বের অর্থ সমস্যা বর্তমানের সমস্যা তাহলে জিপুরায় যদি বাক্য করা হয় তাহলে
আমাদের এও বাজেট উপায়ন পার্থক্য করে উঠবে। যদি গ্রাম জিপুরার কথা চিন্তা করে যে
একটা বাক্য করা হয়েছে সেই বাজেটকে পার্থক্য করে তুলতে চলে সমস্যা বর্তমানের সমস্যায় এটা
কর টাচিং। এও সম্পর্কে আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করাও এও বাজেটকে
সমর্থন করে আমি অনুরোধ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— আজ শুধু নতুন বক্তৃতা অনারেরাল মিনিস্টার শ্রীমতী বাসনা
চক্রবর্তী।

শ্রীমতী বাসনা চক্রবর্তী : মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী ১৯৭৪-৭৫
সালের যে বাজেট এখানে পেশ করেছেন সেইটা তিনি ট্রাভেলিং, উপজাতি অগ্রগতি সম্প্রদায়
এবং তপস্বী সমাজের সহ অগ্রগতি প্রোগ্রাম বর্ধকে সব দিকে লক্ষ্য রেখেই এও বাজেটটা
করেছেন। এটিকে আমি সম্পূর্ণ সমর্থন করি।

এখানে একজন মাননীয় সদস্য শ্রী ত্রৈলোক্য লাল দাস এও বাজেটের আলোচনা কালে
বলেছেন যে দেশের একটা সমস্যা হচ্ছে কৃষি করতে হলে সমস্ত মাননীয় সদস্যরা যদি এক
কয়ে (সহ সমস্যা) যে সমস্যাগুলো করা যায়, তাহলে সমস্যার সমাধান এবং গণতান্ত্রিক যে
অধিকার, সেও অধিকারকে রক্ষা করা যায়। কথাটা অত্যন্ত স্পষ্ট। আমরা এখানে সারা
মিনিস্টার প্রতিনিধি, গণতান্ত্রিক অধিকার বলে, কি বিরোধী পক্ষ, কি ট্রেডার্স বেডে সারা
আছেন, সমস্ত সদস্যরা যদি সেই চিন্তাধারা রাখেন যে আমরা সমস্যার মোকাবিলা করব এবং
আমরা যে গণতান্ত্রিক অধিকার বলে এখানে এসেছি, সমস্যা বা সমস্যা থেকে রক্ষা করব এবং তার
পক্ষে আমাদের কিছু নেই। কিন্তু আমরা দেখতে পাই, আজকে আমাদের কনসিটিউশন যে
গণতান্ত্রিক অধিকার জনসাধারণকে দিয়েছে, তার বলে আজকে তাঁরা গলা ছেড়ে দিয়ে কেন্দ্রীয়

[illegible]

আলোচনার মাধ্যমে আমাদের অর্থসচী বলেছিলেন যে আমরা যতটুকু আমাদের চাই, ত্রিপুরার উন্নয়ন করব, কি রাস্তাঘাট, কি পানীয় জলের, বিভিন্ন বকমের উন্নয়ন করব, কিন্তু আশাভরস্ব আশা করতে পারিনি, তবে আমরা চেষ্টা করছি। কাজেই সেখানে আমরা সব করে ফেলেছি, সোনার ত্রিপুরা গড়ে ফেলেছি, সে কথা আমরা বলিনি। আমরা বলেছি যে দেশে অভাব আছে, অভিযোগ আছে, আমরা গাপে গাপে দর করতে চেষ্টা করছি সেটা এক দিনে হয়ে যায় না, ধীরে ধীরে রুধ এবং সেটা সকলের সহযোগিতায় হয়। মাননীয় স্পীকার, বিরোধী পক্ষ বলেছেন প্রধানমন্ত্রী এখন এসেছেন, খরচার সময় কোন কেস্চার মন্ত্রী আসেন নি। কিন্তু আমরা জানি বিগত খরায়, পর পর দুই বছর ত্রিপুরা রাজ্যের অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থা যখন চলে সেই সময়ে কেন্দ্র থেকে সাগায়া পাঠিয়েছিলেন এবং কেন্দ্র ত্রিপুরার জনসাধারণের প্রতি অত্যন্ত দরদী বলেই বড় টাকা দিয়ে গেছেন, রিলিফের জগ, যে টাকা এর আগে ত্রিপুরার জন্য খরচ করা সম্ভব হয়নি। কেন্দ্র থেকে মন্ত্রী আসেন নি কোন এখন বলেছেন। আবার কেন্দ্র থেকে মন্ত্রী যদি আসে তখন ত চলে এসেছেন যে এত টাকা খরচ করে মন্ত্রী কেন এলেন। কাজেই মন্ত্রী এলেও দোষ, না এলেও দোষ।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আমার সোশ্যাল এডুকেশন এবং কুরাণ্ড ওয়াটার সাপ্লাই সম্পর্কে বলব তবে বিস্তারিত ডিসকাশন করব না। কারণ এডুকেশনের উপর ডমাক্ত-ওয়াটর যখন ডিসকাশন হবে, তখন আমি বিস্তারিত আলোচনা করতে চেষ্টা করব। কিন্তু এই সম্পর্কে কিছু বলা দরকার তাই বলছি। জল সম্পর্কে বিগত বৎসরে আপনারা দেখেছেন যেখানে নার্সিয়ান হোটে মাত্র ৬ লক্ষ টাকা ছিল, সেখানে আমরা ৩৫ লক্ষ টাকার মত খরচ করেছি। সত্যেই অনুমান করতে পারে অনেকের ধারণা কতপনি বেশী করতে চেষ্টা ছিল। শুধু তাই নয়, যদিও আমাদের পক্ষে নমস্ত গ্রামকে জল দেওয়া সম্ভব হয়নি, তথাপি আমরা চেষ্টা করেছি এবং মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ করেছি পূর্ণ সহযোগিতা করতে। মাননীয় সদস্যদের সাক্ষীন সহযোগিতা পাওয়া যাগুনি তাই সব ক্ষেত্রে সফল ভাবে করা যায় নি। বাঁধ নিয়ে এখানে খুন সমালোচনা হয়েছে, কেন এত টাকা খরচ করে স্থায়ী বাঁধ করা হল না, অস্থায়ী বাঁধ কেন করা হল? কিন্তু খরচ পরিষ্কৃতিতে যেখানে কৃষক বালি মাঠে ত্যাগ করার করছে, সেই সময়ে যদি ইন্ডিভিডুয়াল স্টেপ হিসেবে সেই বাঁধ গুলি দেওয়া না যেত, তাহলে যতটুকু ধান আমরা পেয়েছি, সেটুকুও পাওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। কাজেই সেই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং সেটা অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে এবং ভবিষ্যতে স্থায়ী বাঁধ করার কথা যে চিন্তা করিনি তা নয়, মাননীয় সদস্যরা যেমন চিন্তা করেন, আমাদেরও সেই চিন্তা আছে কিভাবে স্থায়ী বাঁধ গড়ে তুলতে পারি। তবে এই টাকাটা দিয়ে ত্রিপুরার সর্বত্র স্থায়ী ব্যবস্থা করা সম্ভবপর ছিল না, তাই এই ব্যবস্থা নিতে হয়েছে। মাননীয় সদস্যরা বাজেটের যে বিরূপ সমালোচনা করেছেন, আকে আমি মোটেই সমর্থন করতে পারি না। বাজেটের সমর্থন করে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

মিঃ সীতাকান্ত :— মাননীয় সদস্য শ্রীমুখুজী।

শ্রীযুক্ত কুকী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী ১৯৭৪-৭৫ সালের যে বাজেট এই বিধান সভায় উপস্থাপিত করেছেন এই বাজেট সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে আমি শুধু এই কথাই বলব যে এই বাজেট হল এই ধরনের বাজেট যে গরীবকে শোষণ করে ধনীদেব হাতে টাকা কিতাবে তুলে দেওয়া হয় এই ধরনের একটা বাজেট। তার মানে ধনতাত্ত্বিক ব্যবস্থাকে কিতাবে জোরদার করা যায় আমাদের অর্থমন্ত্রীর বাজেটের মূল সারমর্ম এটাই। কারণ অতীতে আমাদের বাজেট এই বিধান সভায় আলোচনা হয়েছে এবং সেই বাজেট অনুযায়ী কাজও হয়েছে। কিন্তু কাজ হওয়ার ফলে আমরা কি দেখতে পাই? গরীব জনসাধারণ দিনের পর দিন গরীব হচ্ছে এবং ধনীরা দিনের পর দিন ধনী হচ্ছে এই বাজেটের ফল স্বরূপে। আমরা জানি ত্রিপুরা রাজ্যে শতকরা ১০ জন হল দারিদ্র্য সীমারেখার নীচে। অর্থাৎ মাসে তারা ২০ টাকার বেশী উপার্জন করতে পারে না। তাই আজকে আমাদের সামনে অর্থ-মন্ত্রী যে বাজেট উত্থাপন করেছেন তার মানে হল ধনীদেব উপরে তুলে গরীবদের কিতাবে নীচে ঠেলে দেওয়া যায়, তাহাড়া আর কিছুই নয়। কয়েকটি ঘটনার দ্বারা ত্রিপুরা রাজ্যের শিক্ষানীতি পরিষ্কার হয়ে যাবে। মাননীয় স্পীকার, স্ত্রী, অম্পিতে একটা হাট স্কুল আছে। সেটা কি অবস্থায় আছে সমস্ত বাজেট আলোচনার মধ্যে শিক্ষামন্ত্রী তা উল্লেখ করেন নাই। এইভাবে একটা হাট স্কুল চলতে পারে কিনা জানি না। ছোট একটা পুকুরের পাশে ঘর করা হয়েছে। তার কোন কমন রুম নাই। হাট স্কুলের জঙ্গ ঘা দরকার তার কোন কিছুই নাই। একটা খেলার মাঠ পর্যন্ত নাই। যে সমস্ত জিনিষপত্রের প্রয়োজন আছে সেটা আমি বাদ দিলাম মেয়েরা যে বিপ্রায় করবে তার জঙ্গ পর্যন্ত কোন ব্যবস্থা নাই। শুধু ছোট একটা ঘর স্কুল চলছে। কাজেই এই ভাবে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে শিক্ষা ব্যবস্থা নির্ভর করছে। মাননীয় স্পীকার স্ত্রী, অন্যান্য স্কুল আমরা দেখতে পাই যে কতগুলি স্কুল তৈয়ার হয়েছে। কিন্তু ছয় মাসও চলে না। দুইটি স্কুল সম্পর্কে আমি কমপ্লেন করেছি। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছেও বলেছি। কিন্তু ছয় মাস পরেও স্কুলটা ভাঙা। হলেরা, মাষ্টাররা বসতে পারে না। গত বৎসর স্কুলটা তৈয়ার হয়েছে। আজকে সেই স্কুলটা নাই। এইভাবে উপজাতি অধ্যুষিত এলাকাতে শিক্ষার ব্যাপারে সরকারের নেগলিজেন্সীর প্রমাণ। আর বড় বড় গলাখ অনেক ক্রলিং পাটির সদস্তরা বলেছেন যে আমরা তেন করেছি তেন করেছি। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী একটা প্রচার করেছেন যে এই বছর আমরা ত্রিপুরায় পাশ্চাত্য সম্বন্ধ সম্পূর্ণ তৈরি। তাই যদি হয়ে থাকে তাহলে ত্রিপুরার প্রতিটি গ্রামে অনাহারে কেন মানুষ? চালের দর আড়াই টাকা তিন টাকা কেন? কারণ আমরা জানি গরীব কৃষকদের ভাণ্ডা দিলে বুঝবে এবং কাজ করবে এবং তাদের দিয়ে ফসল ফলাবার চেষ্টা করবে, কিন্তু তার ফল তারা পাবে না, তার ফল পাবে ধনীরা। ধান সংগ্রহ নীতির ভিতরে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। তাদের ধান সংগ্রহ নাতি যারা হল তারা বিক্রী করতে চাইবে তাদের কাছ থেকেই কিনবে। কিন্তু আসল ঘটনা তা নয়। সেখানে তহশীল থেকে গ্রামে ঢোল পিটিয়ে বলেছে যে একটা ধানও বিক্রী করতে পারবে না। হাড়ি পাতিলের ভিতরে করে যদি ধান নিয়ে আসে সেই ধান পর্যন্ত আটক করা হয়। যাতে করে ঐ এলাকার জনসাধারণ অল্প জায়গায় বিক্রি করতে না পারে তারা যেন বাধ্য হয় সরকারের কাছে বিক্রি করতে। তারপরেও তাদেরকে বলা হয় যে তোমরা যদি সরকার

ধান না দাও, তাহলে পরবর্তী সময়ে সরকার ভোষাদেবকে আর কোন রূপ সাহায্য দেবে না। এভাবে খেসব কৃষকের ধান বিক্রি করার প্রয়োজন নাই বা ধান বিক্রি করতে চায় না, তাদের কাছ থেকেও জোর করে ধান আদায় করা হয়। এই রকম ঘটনা অনেক ক্ষেত্রে হয়েছে, সেটা আসসা জানি। এরপরেও সরকার বলছে যে উৎপাদন বারাবার জন্ত আমরা অনেক কিছু করেছি এবং আমাদের চাহিদার অতিরিক্ত আমরা উৎপাদন করেছি। এখন আমরা যদি আমাদের চাহিদার অতিরিক্ত উৎপাদন করে থাকি, তাহলে সেই ধানের দর আজকে আকাশ ছোঁয়া কেন? কিন্তু এর মধ্যেও একটা জিন আছে, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়। কারণ আমরা জানি যে এই সরকারের ধান সংগ্রহ নীতিটা হচ্ছে, কিভাবে ধনী লোকের হাতে সেই ধান তুলে দেওয়া হবে, তার জন্তই এই নীতি। কারণ আমরা আরও জানি যে যারা সরকারকে ধান দেবে, তাদেরকে একটা স্লিপ দেওয়ার কথা, কিন্তু তৈহু এলাকায় যে ধান সংগ্রহীত হয়েছে, তার শতকরা ৭৫ জনকে কোন স্লিপই দেওয়া হয় নি এবং আমার ধারণা যে ঐ সংগ্রহীত ধানের শতকরা ৩০ ভাগও সরকারের ঘরে জমা পড়ে নি। কারণ যে এজেন্ট নিয়োগ করা হয়েছে, তারাই সেগুলি পাচার করে নিয়ে গেছে যেহেতু তারাই টাকার মল্লিক। আমি তাই মাননীয় খাজ মন্ত্রী কাছে একটা কম্প্রাইজ করেছিলাম যে এই সম্পর্কে যেন একটা তদন্ত করা হয়, কিন্তু আমি দেখছি যে সেটার কোন তদন্তই করা হয় না। মাননীয় স্পীকার স্যার, আর আমরা যদি রাস্তার কথা বলি, তাহলে বলতে হয় যে ফংগ্রেসের বিগত ২৬ বছরের রাজত্বও অমরপুর অস্পি রাস্তা দিয়ে এখন পর্যন্ত কোন গাড়ী চলতে পারে না। কারণে সেই রাস্তার উপর যে একট পুল করার দরকার, সেটা এখন পর্যন্ত করা হচ্ছে না। অথচ ঐ রাস্তাটা হচ্ছে অমরপুর এবং অস্পির মধ্যে একমাত্র রাস্তা যার উপর ঐ এলাকার লোকজনকে সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করতে হয়। আর যদি সত্যি এর কথা বলি, তাহলে দেখা যায় যে অস্পিতে একটা প্রাইমারী হেলথ সেন্টার আছে, নগরহাটে একটা ডিসপেনসারী আছে, কিন্তু সেখানে কোন ডাক্তার নাই। বেশ দীর্ঘদিন ধরে ডাক্তার নাই এবং যদি ডাক্তারই না থাকল, তাহলে রোগীর রোগ চিকিৎসা করবে কে? কাজেই ডিসপেনসারী করলেও এই সরকারের সেগুলিতে ডাক্তার দেওয়ার মত কোন ক্ষমতা নাই। অথচ উনারাই বলে যাচ্ছেন যে আমরা সব 'কছু করছি। কিন্তু আমি বলি যতন না হউক, অন্ততঃ পুরানো যে চিকিৎসা কেন্দ্রগুলি আছে, সেগুলিতে ডাক্তার দেওয়া দরকার আর যদি ডাক্তার না দেওয়া হয়, তাহলে সেখানে রোগীর রোগ চিকিৎসা হবে কি করে? আর বন সম্পর্কে বলতে গেলে বলতে হয় সে এটা হচ্ছে উপজাতি বিতাড়নের একটা বড় পথিকল্পনা, এটাকে আমরা আর কিছু মনে করতে পারি না। কারণ, বন মন্ত্রী তাঁর নিজের বন আইন যেমন ইন্ডিয়ান ফরেস্ট এ্যাক্টটা কি, সেই সম্পর্কে কিছুই জানেন না। আর যদি কিছু কিছু জানেনও তাহলে তিনি সেটাকে কার্যকরী করতে চান না।

শ্রী: স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, আপনি আপনার বক্তব্য এখানে শেষ করুন।

শ্রীমতী কুকী :— স্যার, আমাকে আর দুই মিনিট সময় দিন। গত সান্নিবেস্টারী-বাজেটের সময়ে কয়েকজন সদস্য বলেছিলেন যে আমরা নাকি গণতন্ত্র মানি না এবং সেই গণতন্ত্রকে রক্ষা করার জন্য উনারা এখানে উঠে পড়ে লেগেছেন। তারপর এই বাজেটের

মধ্যে আমি দেখছি যে ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলি করবার জন্য কিছু সাহায্য দেওয়ার ব্যবস্থা থাকে। কিন্তু ডব্লুবে প্রত্যেক বছর চৈত্র মাসে যে বড় মেলা হয়, তার জন্য সরকার থেকে কোন কিছুর ব্যবস্থা করা হয় না। অথচ যেখানে মাস্তুল সেটাকে তাদের পবিত্র স্থান বলে মনে করে এবং বছরে একটা সময়ে তারা সেখানে সমবেত হয় পূণ্য অর্জন করার জন্য, সেটাকে কিভাবে নষ্ট করা যায়, সেই পবিত্র স্থানকে কিভাবে অপবিত্র করা যায়, তার কল্যাণার্থে সবই তাদের জানা আছে। কাজেই যেখানে জনস্বার্থের প্রয়োজনে সরকারের কাজ করা উচিত, তারা সেটা করছে না। তাই বলছিলাম এই যে বাজেট যেটা মাননীয় অর্থমন্ত্রী আমাদের সামনে উপস্থিত করেছেন, সেটাকে আমরা কিছুতেই সমর্থন করতে পারি না। তার কারণ হচ্ছে আমরা গরীব জনসাধারণের প্রতিনিধি এবং তাদের স্বার্থেই আমরা কাজ করি, আর তারা ধনী লোকদের জন্য কাজ করেন। কাজেই এটা হচ্ছে ধনী লোকের বাজেট, গরীবের দরকার এই বাজেট নয়, তাই আমি এটাকে আপোজ করছি।

শ্রীমতীমোহন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী ১৯৭৪-৭৫ আর্থিক বছরে যে বাজেট এই হাউসের সামনে উপস্থিত করেছেন, সেটাকে আমি সমর্থন জানাচ্ছি। এই বাজেটের যে যে খাতে যে পরিমিত টাকা ধরা হয়েছে সেটা যদি আমরা যথাযথ ভাবে খরচ করতে পারি, তবে আমরা জনসাধারণের জন্য কিছুটা কাজ করতে পারব, এটা বিশ্বাস আমার আছে। তবে এক বছরের মধ্যে যে আমরা এমন কিছু করতে পারব বা ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত রকম সমস্যা যেটা আছে, সেগুলির সমাধান করতে পারব, এটা সম্ভবপর নয়, এবং কোন রাজ্যেই তা সম্ভব হয় না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় বিরোধী পক্ষের নেতা বলেছেন যে স্বাস্থ্য বিভাগ ফোর্থ প্লেন থেকে ফিফথ প্লেনে টাকা কমিয়ে দিয়েছে অর্থাৎ ১৯৭৩-৭৪ সন থেকে ১৯৭৪-৭৫ সনের যে আর্থিক বছর, তাতে এই বিভাগের জন্য টাকার অংক কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। সত্য, তাদের বক্তব্য হল সত্যের অপলাপ করা, হাউসকে বিভ্রান্ত করা এবং জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করা আর সে জন্যই তারা এই সব কথাগুলি বলে থাকেন। ফোর্থ প্লেনে সেন্ট্রাল মেডিক্যাল স্পনসর্ড স্ট্রীম এবং ফেমিলী প্লেনিং স্ট্রীমে ধরা হয়েছে ৩৩'৫৮ লক্ষ টাকা আর ফিফথ প্লেনে সেন্ট্রাল মেডিক্যাল স্পনসর্ড স্ট্রীম এবং ফেমিলী প্লেনিং-এ ধরা হয়েছে ৬৭'০৩ লক্ষ টাকা অর্থাৎ ফোর্থ প্লেনে যে টাকা ধরা হয়েছে ফিফথ প্লেনে তার ডাবল টাকা ধরা হয়েছে। কাজেই তাদের সত্যের অপলাপ করতে হবে, তাদের এখানে কিছু বলতে হবে, মানুষকে বিভ্রান্ত করতে হবে, সেজন্য এই সব কথা বলে গিয়েছেন। সুতরাং তাদের কথাগুলির মধ্যে কোন যুক্তি নাই। আর ১৯৭৩-৭৪ সনের বাজেটে ছিল ৭৪'৩৬ লক্ষ সেখানে ১৯৭৪-৭৫ সনে ধরা হয়েছে ৭৭'৩৬ লক্ষ টাকা অর্থাৎ গত বছরের চেয়ে এই বছরে বেশী টাকা ধরা হয়েছে। সুতরাং সত্যের যে অপলাপ করা, এটা তাদের স্বভাব। এবং স্বভাববশতঃ তারা এটা করে গিয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা ফিফথ প্লেনে যে যে কীম রেখেছি, সেই সম্পর্কে আমি এখানে একটু আলোকপাত করছি। আমাদের ফিফথ প্লেনে নিউ ডিসপেনসারী হবে ৩৩টি, আগ প্রোডেশান অব ডিসপেনসারী করা হবে ২৪টি, ক্রবাল হাসপিট্যাল সিন্ড বেড হবে ৮টি এবং কেনসার ট্রিটমেন্ট সেন্টার করা হবে ১টি। এই স্থলগুলি ফিফথ প্লেনে করব বলে আমরা

এগুলি বেখেঁচি। ফলে যদি আমরা এই সমস্ত পরিকল্পনাগুলি রূপায়িত করতে পারি তাহলে জনসাধারণের স্বাহ্যের দিকে আমরা যথেষ্ট কিছু করতে পারব। গত ২৬ বছর ধরে তারা বলেছেন এই কংগ্রেস সরকার কিছুই করেন নাই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি বলছি যে গত ২৬ বছর আগে যে কি ত্রিপুরা ছিল স্বাহ্যের দিকে? আমি বলব যে একমাত্র ডি, এম, হাসপাতাল ছিল আর কোন হাসপাতাল ছিল না। সমগ্র ত্রিপুরার ৯টি ডিসপেনসারী ছিল। আর সেই জায়গাতে আমরা করেছি কত? আমরা ১০৯টি ডিসপেনসারী করেছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা ত্রুটি হাসপাতাল করেছি। সারভিভিশনে ৯টি প্রাইমারী হেলথ শেণ্টার করেছি এবং ডিসপেনসারী করেছি ১০৯টি। যেখানে বেড ছিল ৪৪টি এই ২৬ বছর পরে আজকে হয়েছে ১:০৩১টি। সুতরাং ২৬ বছরে এই কংগ্রেস সরকার কিছুই করেনি। তারা সন্তোষ অশলাপ করে সন্তোষ বিকৃতি কল্পে তাদের স্বভাব তাই তারা করেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা দেখি টি, টি, সি'র আমলকেই বিধান সভায় আমরা দেখেছি উরা যে ভাষায় কথা বলেছেন আজকেও সেই ভাষাতেই কথা বলেছেন। যদি তখনকার দিনে কোন রেকর্ড করে রাখা যেত তাহলে দেখা যেত আজকের সেই রেকর্ডের সংগে তাদের কথার সুর মিলছে। তবে একটা কথার পরিবর্তন করেছে তারা। আমি লক্ষ্য করেছি এতদিন ছিল ধর্মনগর সেক্রেটারি সাবক্রম আর এখন প্রত্যেক কথাতোই ২৬ বছর ২৬ বছর। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আউট ডোর ডিসপেনসারীর ট্রিটমেন্ট হয়েছে ১২১০ সাপে ৪০ লক্ষ ৯ হাজার এবং ইনডোর ট্রিটমেন্ট হয়েছে ২ লক্ষ ৩৪ হাজার। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এভাবেই এক্সপেনডিচার হয়েছে পার বেড ৮ হাজার থেকে ১০ হাজার। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ফার্মাসী ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করেছি। ফার্মাসী ট্রেনিংয়ে আছে ৪০টি ছেলে। আমাদের ত্রিপুরাতে কম্পাউণ্ডারের স্টাট আছে। আমরা সব ডিসপেনসারীতে কম্পাউণ্ডার দিতে পারি নাই। এই জন্য আমরা চিন্তা করে এটি ফার্মাসী ট্রেনিং আরম্ভ করেছি। এক বছর পরেই আমরা ৪০টি ছেলেকে দেব তখন এই সমস্ত সমাধান হবে। এবং আমরা আরও ছাত্র এই কম্পাউণ্ডার ট্রেনিংয়ের জন্য নেব। বি, এস, সি, নার্সিং ট্রেনিংয়ে আমরা দিল্লীতে মেয়ে পাঠাব। সিনিয়র নার্সিংয়ের জন্য হুতন কোর্স আরম্ভ করেছি ২৪টি মেয়েকে নিয়ে। এহ কাজ ক'দিনের মধ্যেই আরম্ভ হবে। লেবরেটরি ট্যাকনিশিয়ানের জন্য আমরা কোর্স কিছুদিনের আরম্ভ করছি। ফুড এডালটারেশন পরীক্ষার জন্য লেবরেটরীও আমরা আরম্ভ করছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে বিরোধী পক্ষের একজন মাননীয় সদস্য বলেছেন যে ফেমিলি প্ল্যানিংয়ে যথেষ্ট টাকা রাখা হয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তিনি বলেছেন ত্রিকোনেই সমস্ত মেডিকেল ডিপার্টমেন্টের টাকা চলে গিয়েছে এবং তিনি বলেছেন যে ফেমিলি প্ল্যানিং একটা সুইসেস ইন্স। আমি বলব যে বিরোধী পক্ষের নেতা যে কথা বলেছেন—তিনি যাও সে ভুংয়ের কথা নিয়ে কিছুদিন আগে যে বক্তৃতা দিয়েছেন—যাও সে ভুং কি বলেছেন তা তিনি জানেন না। আমি সেই সম্পর্কে কিছু বলতে চায় (ইন্টারোপশন) মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ফেমিলি প্ল্যানিং সমগ্র ভারতবর্ষ এবং প্রত্যেক দেশেই ফেমিলি প্ল্যানিং গ্রহণ করেছে। এশিয়ার ১৯টি দেশ-ভারত, বাংলাদেশ, পাক, মালয়েশিয়া, ফিলিপাইন, থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি জায়গাতেও ফেমিলি প্ল্যানিং অবলম্বিত করেছে। আফ্রিকা, আরব, দেশগুলির ৮১টি

দেশে এবং আমেরিকা এবং রাশিয়াও সমর্থন করেছে। সুতরাং ফেমিলি প্ল্যানিং একটা ছুইসেল ইয়া এই কথা তিনি বলতে পারেন আমরা জানতাম তিনি একজন শিক্ষক ছিলেন তিনিই মুখে এই সব কথা হবে আমরা কল্পনাও করতে পারি নাই। সুতরাং তিনি বলেছেন এই সমস্ত অবাস্তব কথা। বস। তাদের স্বভাব। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ফেমিলি প্ল্যানিং সমাজের প্রত্যেকটি পরিবারের কথা চিন্তা করেই আমাদের ফেমিলি প্ল্যানিং করা দরকার এবং বিশেষ করে টাইবেল যারা তাদের দিকে দৃষ্টি দিয়ে। সুতরাং সেদিক দিয়ে ফেমিলি প্ল্যানিংয়ের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বাজেট আলোচনা করতে গিয়ে তারা বলেছেন এটা নৈরাশ্রজনক বাজেট। সুতরাং আমি বলব এটা নৈরাশ্রজনক বাজেট নয়। বাজেটে যে টাকা ধরা হয়েছে আমরা যদি সেই টাকা উপযুক্তভাবে খরচ করতে পারি তাহলে আমরা ত্রিপুরার জুড় কিছুটা করতে পারব। তারা বাজেট আলোচনা করতে গিয়ে ভিয়েতনাম, চীন, রাশিয়া—কতগুলি সমাজতান্ত্রিক দেশের কথা আলোচনা করেছেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বলব আমরা ভারতবর্ষে বাস করি ভারতের মাটিতেই আমরা বড় হয়েছি, ভারতের অন্ন খেয়েই আমরা জীবন ধারণ করছি। আমি বলব ভারতের কথাই চিন্তা করুন এবং ত্রিপুরার আর্থিক অবস্থার কথা চিন্তা করুন এবং ত্রিপুরার আর্থিক অবস্থার কথা চিন্তা করেই এই বাজেট রচনা করা হয়েছে।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তারা বলেছেন যে চীন এবং রাশিয়া অতি অল্প দিনের মধ্যেই সমস্ত সমস্যার সমাধান করে ফেলেছে ইত্যাদি কথা বলে তারা খুব গোঁয়ব অহুভব করেন। আমি বলতে চাই গত বছর চীন এবং রাশিয়া খাজে স্বয়স্তর হয়েছে কি না। গত বছর চীন ১ কোটি ৮০ লক্ষ কুবলের ৫ লক্ষ টন খাজ আমদানী করেছে। অর্থাৎ ভারতীয় মুদ্রার ২৪ কোটি টাকার খাজ গরিদ করেছেন আমেরিকা থেকে। সেই চীন অস্ট্রেলিয়া থেকে কিনছেন। রাশিয়া গত বছর ৪০ কোটি কুবলের প্রায় ১ কোটি ১০ লক্ষ টন খাজ গরিদ করেছেন অর্থাৎ ভারতীয় মুদ্রায় ৪৮০ কোটি টাকা তারা সয়স্তর হয়েছে। তারা রাশিয়া এবং চীনের কথা চিন্তা করে গর্ব বোধ করতে পারেন। তারা এই খবর রাখেনও না বা রাখবার চিন্তাও করে না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তারা গণতন্ত্রের মাসী হয়েছে। চুন থেকে পান খসলে পান থেকে চুন খসলে তারা চীংকার শুরু করেন। আমি বলতে চাই চীন পিপুলস রিপাবলিক সেই চীনের প্রেসিডেন্ট (ইকোরাপশান) সেই লিও সাউ চী ১৯৬৪ সালে মায়া যায় কিন্তু আজ পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট হয় নি। তারা গণতন্ত্রের মাসী বলে চীংকার করেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, (ইকোরাপশান) লিন পিয়াও ১৯৭১ সালে নিহত হন আজ পর্যন্ত প্রতিরক্ষা মন্ত্রী হয় নাই। সুতরাং তারা গণতন্ত্রের মাসী আর ভারতে কিছু হলেই তারা চীংকার আরম্ভ করে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়—

মিঃ স্পীকার :— অনায়েবল মিনিষ্টার ইউর টাইম ইজ ওভার—

শ্রীমদোন্নয়ন নাথ :— আমার বক্তব্য আমি লম্বা করব না, সময় কম। সুতরাং মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার ডিমান্ডগুলি যখন আলোচনা করা হবে তখনই আমি বিস্তারিত আলোচনা করব। এই বলে বাজেটকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মি: স্পীকার :— অনায়েবল মিনিষ্টার ক্রিভীশ চন্দ্র দাস।

শ্রীনিবাস সন্নিকার :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি কিছু বক্তব্য রাখব, আমাকে ১০ মিনিট সময় দিন।

মি: স্পীকার :— আপনি ৬টার সময় বলবেন (ইন্টারাপশন) মাননীয় সদস্য আপনি অন্তর্গত করে বসুন। মাননীয় মন্ত্রীকে বলার সুযোগ দিন।

শ্রীক্রিভীশ চন্দ্র দাস :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্যেরা এই বাজেটের উপর যে সব বক্তব্য রেখেছেন তার পরিপ্রেক্ষিতে এবং আমায় মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে বাজেট—১৯৭৪-৭৫ সালের পেশ করেছেন তার সমর্থনে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। তারা ধান বানতে শিবের গাঁত গায়। কাজেই আজকে তাদের বক্তব্য—যদি আগের থেকে তাদের পাটির সে বক্তব্য রেখেছিলেন আমরা যদি তাউসের প্রসিডিংস দেখি তাহলে দেখব যে এই ২৬ বছরে তাদের বক্তব্যের কোন পরিবর্তন হয় নি। এটা ঠিক। কাজেই তাদের এই বক্তব্য—উদের বিরোধিতা হবে বিরোধিতা করাই তাদের ব্যবসা, বিরোধিতা ছাড়া তাদের অর্থ কোন চিন্তা নাই কাজেই তারা বিরোধিতা করেন। কারণ এটা লাল চোখের চশমা দিয়ে লাল ছাড়া আর কিছুই মালুম হয় না। কাজেই ত্রিপুরার কিছুই হয় নাই—এই সম্পর্কে মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্যদের ক'টা নজির তুলে ধরছি। ত্রিপুরায় বন—বন সম্পর্কে বললেই তারা আংকে উঠে। তার বড় কারণ হল যখন ত্রিপুরার আদিবাসী জমিয়া ভাইয়েরা—বনের আমাদের উন্নতি হয়েছে। ত্রিপুরার মহারাজার আমলে বনের উন্নতির পরেই ছিল 'জিরো' পারসেন্ট। এগন আমরা অনেক কিছু উন্নতি করেছি। এবং রাজক এর দিকে অনেক উন্নতি করেছি। আমরা রবার বাগান করেছি (ইন্টারাপশন)

মি: স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, আপনি রা শুভুন—

শ্রীক্রিভীশ চন্দ্র দাস :— ৩ হাজার টাকা এবং এই বছরে ৪৭ হাজার টাকা রবার থেকে পেয়েছি এবং এই ত্রিপুরার রবার আদিবাসী সেই আদিবাসীরা এই রবার বাগানে কাজ করছে এবং রবার বাগান থেকে যে শিল্প হবে তাতে আগও প্রচুর লোকের কাজ করবার যে সম্ভাবনা তাতেই তারা আতঙ্কে গেছে। মূল কারণ হলো যে তারা যদি এই দিকে কাজে অগ্রসর হয় তাহলে তাদের এতে যে বিভ্রান্তি করার আর সুযোগ থাকবে না। গত সন্ধ্যা আমরা দেখেছি রবার গাছ কেটে রবার বাগান নষ্ট করার জগ্ন নারী বাতিনী পাণ্ডিয়ে দিয়েছে। এই অ্যাসেম্বলির ফ্লোরে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তারা বলেছিল যে রবার দিয়ে কি হবে, রবার দিয়ে আমাদের খাওয়া হয়? রবার থেকে কি আমাদের পেট ভরে? কিন্তু ওরা জানে না যে রবার থেকে পেট ভরে না কিন্তু রবার থেকে যে শিল্প সৃষ্টি হবে তাবিন্মতে যে সম্ভাবনা আছে সেটা সম্ভাবনাকে ধ্বংস করে দিলে সেই আদিবাসী ভাই বোন তাদের অর্থনীতিকে

ব্যাহত না করতে পারলে তাদেরকে ভায়া দলে টানতে পারবেন না। যেমন আজকে ডব্বর প্রকল্প নিয়ে তারা জেহাদ ধরেছে সেখানে এই প্রকল্পের জন্য যাদেরকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে তাদেরকে গিয়ে বলেছেন যে ভোমরা উঠ না এখানে কোন পরিকল্পনা হবে না, পরিকল্পনা বানচাল হয়ে গেছে। আমাদেরকে কিছু টাকা পরসী দাও আমরা দরবার করি। তারা টাকা নিয়েছে ইলেকশনের সময়ে টাকা নিয়ে এই সমস্ত লোককে বিভ্রান্ত করেছে। ট্রাইবেল পরিবারে গিয়ে তাদেরকে নানাভাবে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছে এবং সেই বিভ্রান্তির দরুণ আজকে এই লোকগুলি বিপন্ন হয়েছে, বাঙ্গালীর বিরুদ্ধে তারা ট্রাইবেলদেরকে বলেছে, ট্রাইবেলদেরকে লেলিয়ে দিয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই তারা কি বাঙ্গালীর ভোট পায় নাই, তারা বলেছে যে ট্রাইবেল হাড়া তাদের রক্ত মাংসে আর কোন চিন্তা নাই। কাজেই তাদেরকে এই যে বিভ্রান্তিকর কথা, এই বিভ্রান্তিকর উক্তিতে সাধারণ মানুষ নিরঙ্কর যারা তারা বিভ্রান্ত হয়েছে। কাজেই সত্যিকারের কথা বলতে গেলে আজকে এই যে আমাদের বাজেট এক বৎসরের বাজেট দিয়ে এমন কিছু করা যায় না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এক বৎসরের বাজেটে সবকিছু হবে না এইটা ঠিক। সেই জন্য আমাদের সরকার ধাপে ধাপে পরিকল্পনার মাধ্যমে সেখানে আমরা ধাপে ধাপে অগ্রসর হচ্ছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য অজয় বিশ্বাস উনি বাজেট সমালোচনা করতে গিয়ে বলেছিলেন যে এই বাজেট ধনী, কালোবাজারীর বাজেট। লোকসংখ্যার কথা তিনি উল্লেখ করেছিলেন লোক সংখ্যা তুলনা করে তিনি বলেছিলেন যে ১৯৬২ ইংরাজীতে বেকারের সংখ্যা ছিল ৪ হাজার আর এখন ১৯৭৪ সালে তা হয়েছে ৪০ হাজার। এইটাতে তিনি কি দেখাতে চেয়েছিলেন তা আমি বুঝি না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ত্রিপুরার জনসংখ্যা ১৯৩১ ইংরাজীতে ছিল ৩,৮২,৫৫০, ১৯৪১ ইংরাজীতে ছিল ৫,১৬,০১০ আর ১৯৫১ ইংরাজীতে গেলো ৬,৩৯,০০০, আর ১৯৬১ ইংরাজীতে হলো ১১ লক্ষ। এই যে ১৯৬১ ইংরাজীতে যে ১১ লক্ষ হয়েছে ৬ লক্ষ থেকে এই যে সংখ্যাটা এইটাতে ক্রম হার বাড়ছে এমন কোন রিপোর্ট আমাদের সরকারের কাছে নেই ওরাও বলে না কাজেই এই সংখ্যা কোথা থেকে আসলো। ঠ্যা, এই সংখ্যা এসেছে আমাদের এই মানে পাকিস্তান থেকে যারা নাকি নিরাশ্রয় হয়ে এসেছে তাদেরকে আমরা স্থান দিয়েছি এইভাবে যে এই সংখ্যাটা বেড়েছে অজয়বাবু সেইটার দিকে খেয়াল রাখেন নাই। আমরা বাবা এসেছি, আগে আমাদের লোকসংখ্যা যা ছিল তারপর যারা নাকি বিপন্ন হয়ে আমাদের কাছে এসেছে তাদের যে একটা সংখ্যা হঠাৎ যে বেড়ে গেছে, এবং তাদের সম্ভাব্য সত্যি এই সংখ্যাকে আর বাড়িয়ে দিয়েছে। তারপর আমার আজকে প্রামে প্রামে মানে আমরা স্থূল করেছি সেই স্থূলগুলিতে শিক্ষালাভ করছে তারপর ক্রমশঃ প্রথমে প্রথমিক স্থূল তারপর সিনিয়র বেসিক স্থূল তারপর হাইয়ার সেকেন্ডারী এমনভাবে ত্রিপুরায় এত কলেজ ছিল না। কাজেই আজকে আমরা এইভাবে ধাপে ধাপে উন্নতি লাভ করছি সেই কথা অস্বীকার করার তাদের কোন জো নেই। কাজেই তারা আবার ঐ ১৯৪৮ ইংরাজীতে তাদের আন্দোলনের কথা, ঠ্যা তাদের আমাদের হাশিয়ায় করার প্রয়োজন পরে না এই বিধান সভার ভিতরে যে দেখ গুজরাটে

হচ্ছে, বিহারে হচ্ছে, ইউ, পি-তে কি হচ্ছে। জনসাধারণ যদি ক্ষেপে যায় তাহলে তোমরা কোন দলে থাকতে পারবে না, এইটা স্বাভাবিক। এই জন্ত বিধান সভার ভিতরে চীৎকার করার কোন কারণ পরে না। আজকে যদি জনসাধারণের উপকার আমরা না করি, তাদের কি বলায় আছে, তাদেরতো বলায় কিছু নেই, তারা বলবে কি? জনসাধারণের যদি আমরা কল্যাণ করতে না পারি, জনসাধারণের উপকারে যদি আমরা না লাগি তাহলে জনসাধারণ যে আমাদেরকে দেখিয়ে দেবে সেই কথা তাদের বলায় কোন দরকার নেই। তাদের জন্ত যে পরীক্ষা আমাদের জন্তও ঠিক সেই পরীক্ষা। কাজেই তারা যে বলছে জনসাধারণ দেখানো তার কারণ একটা নয়। কারণ তারা এই কল্যাণপুরে ১২৯টা খুন করেছিল, ঐ জমি খুন করেছে, সেই খুন করা করেছিল ১৯৫০-৫১ ইংরাজীতে? কিন্তু তারা যে বক্তৃতা করে সেই ১৯৫০ ইংরাজীতে যে খুন হয়েছিল সেই খুনের জন্ত তারা বক্তৃতা কোন করে না, যে তখন কার খুন করেছিল? মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তারপর তারা বলছে যে গরুর কথা। গরুর উন্নতির যে দরকার তারা সেইটা ভুলে গেছে। আমরা পুরানো পদ্ধতিতে আমরা যে গরু পালন করছি সেইজন্য আমাদেরকে উন্নত পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে সেই লক্ষ্যের দিকে ত্রিপুরা সরকার ধাপে ধাপে অগ্রসর হচ্ছেন তার জন্ত আমরা পশু চিকিৎসালয় করেছি সদরে ৪টা, সোনাখুড়ায় ২টা, খোয়াই ৩টা, ধনুগর ৩টা, কৈলাসহর ৩টা, কমলপুর ৩টা, অমরপুর ৩টা, এই রকমভাবে আমাদের ডিস্পেনসারী আছে ২৮টা এবং ষ্টকম্যাম সেন্টার এবং ভেটেরিনিয়ারীর যে ইউনিট তা ৪০টা এবং এই কংগ্রেসের ক্ষমতায় আসার আগে এখানে ভেটেরিনিয়ারী ডিস্পেনসারী বলতে কিছু ছিল না। এবং আমাদের বিভিন্ন পরিকল্পনা আছে সেইগুলি আমরা যাতে নাকি কৃষকের গো পালন সবক্ষেত্রে আমরা আরও উন্নত ধরনের গো সম্পদ সৃষ্টি করতে পারি সেইজন্য আমাদের এই মে যোজনায় এইটা বাজেটের সময়ে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আলোচনা করবো। তারপরে (বেড লাইট) মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের একটু সময় দিতে হবে। তারপর অনেক সদস্য বলেছেন যে ত্রিপুরার সংরক্ষিত এই যে বন সেই বন মূল্যবান গাছ আছে এবং এতে যে বন সেই বন মূল্যবান গাছ আছে এবং এতে যে বন সেই বনের থেকে যেসব জায়গা আছে সেখানে কলোনি হতে পারে, রিহেবিলিটেশন হতে পারে। সেইসব জায়গায় আমরা পুনর্গাছন দেওয়ার কমিটি করেছি ডিস্ট্রিক্ট লেভেল এবং ষ্ট্যাট লেভেলে। সেই কমিটি থেকে যদি মানে রিকমেণ্ডেশন আসে তাহলে আমরা সেইগুলি বিবেচনা করি এবং তার মধ্যে যে ছিন, বাঁশ, মুলি এইগুলি আছে সেইটা থেকে আমাদের যে রয়েলিটি আদায় হয়, কোন কোন সদস্য বলেছেন যে এত সংরক্ষিত বন থেকে আমরা কিছুই আদায় করি না এইটা ঠিক নয়। ১৯৭১-৭২ ইংরাজীতে ৯৪ হাজার, ৭২-৭৩ ৯,৯০,০০০ এবং এইভাবে প্রতি বৎসর মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ১০ লক্ষ থেকে ১১ লক্ষ টাকার বত মানে আমাদের গুণ সংরক্ষিত বন থেকে আমরা রয়েলিটি আদায় হয়েছে। কাজেই এইসব বন থেকে যে ইনকাম হয় না তা নয়। কাজেই এই যে ষ্ট্যাট লেভেল কমিটি করা হয়েছে, সেই ষ্ট্যাট লেভেল কমিটিতে যদি কোন প্রস্তাব আসে তাহলে

এই পর্যায় ৪০ জনের একক জায়গা এইরকমভাবে আমরা ভেঙে দিয়েছি, কোন কোন জায়গা রিজার্ভ ফরেস্ট থেকে পর্যায় ভেঙে দিয়েছি। ওদের কথা হল একবার বলবেন বন সংরক্ষণ কব, আরেকবার বলবেন যে তাঁরা বন দপ্তরে কর্মসংস্থান করতে পারেনা। এদিকে বলবেন যে বনকে সংকোচন কর, অত্যাধিক বলবেন যে বন দপ্তর লোক নিয়োগ করতে পারে না। এক মুখে তাঁরা দুইবকস কথা বলে থাকেন। কন্ট্রাক্টররাও কথাবতী তাঁরা বলেন। একদিকে বলেন যে তাঁরা লোকের কর্মসংস্থান চলে যেতে পারে বন দপ্তরে, আবার বলবেন বন থেকে জায়গা ভেঙে দেওয়া হচ্ছে না, বনকে সংকোচন করা হচ্ছে না। কথায় কথায় তাঁরা ভিলেজ ফরেস্ট বলে থাকেন। আমাদের ত্রিপুবার ফরেস্টকে সংকোচন করার জন্য তাঁরা জনসাধারণকে প্ররোচিত করেন যে আমরা যে যেখানে এসে আছি, সেখানে থাক, সেখান থেকে উঠনা, এটা ফরেস্ট ভিলেজ হয়ে গেছে। এইভাবে আমাদের ফরেস্টকে সংকোচন করে বুটপাত কর্মসূচী চলাকে মারামি পর্যায় নিয়ে এসে, লোককে বলবেন আসুন আমাদের সঙ্গে। এই হচ্ছে তাঁদের উদ্দেশ্য। ওর ব্যবস্থাপনা পলিশ পলিশ তাঁরা ভাবা যায়। পলিশ বাজেট সম্পর্কে বলতে গিয়ে তাঁরা বলবেন বড় গলাব যে পলিশ বাজেট বড় হয়েছে, অগত্যা বাজেট কমতি হয়েছে।

মি: স্পীকার :— অনার্যাবল মিনিস্টার, হুইট হাউস হুজ প্রভার।

ব্রিক্‌ডাউন চক্রে দাশ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ওরা পলিশ দেখলে কেন ভয় পায় লোকটা বলছিলাম। আপনি সম্মত যখন এ লাগু করেন না, আমি এগ নেই শেষ করছি। মাননীয় অর্থ মন্ত্রী যে বাজেট শুনে পেশ করেছেন, সত্যি বস্তাবকই সাধারণ মানুষের কল্যাণের জন্য এই বাজেট মন্ত্রীর কাজে লাগবে, কাজেই এই বাজেটকে সমর্থন জানিয়ে এখানেই আমি অবসর গ্রহণ করছি।

মি: স্পীকার :— নও অফ টু কল অন মিনিস্টার, গিভ কিং রিপ্লাই টু দি ডিবেট।

ক্রিদেবেজ কিশোর চৌধুরী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় বিরোধী দলের নেতা মতালয়ের ভাষণ আমি শুনেছি।

শ্রীসঙ্কর চৌধুরী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আগাদের প্রতিদিন ৯০ মিনিট দেওয়ায় কথা ছিল..... গুগলোল)

মি: স্পীকার :— অনার্যাবল মিনিস্টার, প্রিজ টেক্‌ ইউর সীট ফর এ ফিউ মিনিটস।

যে সময়ে আপনাদের বলার কথা ছিল, যতটুকু সময় আপনাদের ছিল, তার চেয়েও বেশী সময় আমি আপনাদের দিয়েছি। অতএব আপনাদের প্রতি অবচার করা হয় নি। ... (গুগলোল)...

শ্রীঅভিরাম মেহেরবর্মা :— সব সময়ে এইভাবে কি চালিয়ে যাবেন? ... (গুগলোল)

মি: স্পীকার :— আপনাদের যতটুকু সময় পাওনা ছিল, তার চেয়ে বেশী সময় নিয়েছেন..... (গুগলোল)

শ্রীসমর চৌধুরী :— আমরা কেন এসেছি এখানে ?...

(গুণগোল)

মিঃ স্পীকার :— এ্যাকর্ডিং টু বিজনেস এ্যাডভাইসারী কমিটির ডিসিশন—আপনাদের যে সময় পাওনা ছিল, তা অ মি আপনাদের দিয়েছি.....(গুণগোল)...

শ্রীঅভিনাম দেববর্মা :— আমরা যতটুকু সময় পেয়েছি, সেটা বুঝিয়ে দেবেনতো ?

(গুণগোল)

শ্রীসমর চৌধুরী :— এটোভাবে বাজেট ডিসকালেশন শেষ হতে পারেনা। আমাদের অনেক সদস্য রয়েছেন, ঐ তরফেও রয়েছেন ... (গুণগোল)

মিঃ স্পীকার :— আপনারা ২৯ তারিখে দাতা ঘণ্টা সময় নষ্ট করেছেন, এখন কি করে আমরা সময় দেব ?

... (গুণগোল) ...

শ্রীঅভিনাম দেববর্মা :— ...এটোভাবে জোর করে আপনি চালিয়ে যাবেন ?

(গুণগোল)

শ্রীসমর চৌধুরী :— এটোভাবে ডিসকালেশন শেষ হতে পারবে না। প্রথম দিন থেকে এটা বলা হচ্ছে...

(গুণগোল) ...

শ্রীবলু কুর্কী :— চয় মাস পরে একটা সেশন ডাকা হয় ... (গুণগোল) ...

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের যে টাইম এ্যালট করে আপনি দিয়েছিলেন তা দিয়ে আমরা শেষ করেছি। উনাদের যদি আপনার দরদ দেখাতে হয়, তাহলে আমার আরও ১০ জন মদ্যব আছেন, তাঁদেরও সময় দিতে হবে।

মিঃ স্পীকার :— অনারাবল মিনিষ্টার পীজ গো অন উউব স্পীড।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় বিরোধী দলের নেতার যে ভাষণ আমরা শুনেছি, তাতে দৃষ্টে পাঠ আমরা, প্রথমে অসত্য ভাষণে যার আরম্ভ, বিকৃত তথ্য দিয়ে যার লালিত্য, বিভ্রান্তি করা যার উদ্দেশ্য, শোনতে যত মগ্ন হই লাগুক না কেন, বাস্তবে ভাব চর্চা পাওয়া যায় না। বাজেট ভাষণের পরিশিষ্টে য লেখা আছে তা যদি তিনি সাদা চোখে দেখতেন, তাহলে তিনি দৃষ্টান্তে পাতেন অর্পমহা নিজেই বলেছেন, স্বীকার করেছেন যে আমরা সব কিছু করতে পারিনি। কিন্তু তিনি যদি সাদা চোখে দেখতেন, তাহলে তিনি দেখতেন যে কত অসত্য তথ্য তাঁর ভাষণ লালিত্যমগ্ন হয়ে উঠেছে। আজকে আমরা বলেছি যে আমরা গত বাজেটে ত্রিপুরার উন্নতির জন্য যা যা আমরা করতে চেয়েছিলাম, সেটুকু সম্পূর্ণ করে, নতুনভাবে আমরা ত্রিপুরাকে গড়ে তুলতে চাই। নতুনভাবে গড়ে তুলতে গেলে আমাদের নতুনভাবে কাজ নিতে হবে। মাপসের যা প্রয়োজন, সেট প্রয়োজন-এর ভিত্তিতে আমাদের নতুন করে বাজেট তৈরী করতে হবে। আমাদের কাজের শেষ নেই। নতুন করে জনসাধারণ আমাদের যে কাজ দবেন, সেট কাজ আমরা সম্পূর্ণ করতে প্রস্তুত। অর্থ কমিশনের কাছে আমরা যে আশ্রয় অভিযোগ পেশ করে যা আদায় করতে পেরেছি, তার প্রতি তাঁরা কটাক্ষপাত করেছেন। আজকে আমি বলতে চাই যে আমরা যে বাজেটে ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নতি অগ্রগতির জন্য টাকা রেখেছি, সেই টাকা জন-

সাধারণের উন্নতির জয় বায় করতে তাঁরা সাচায্য করতেন, তাহলে আজকে জিপুরা রাজ্যের যে উন্নতি করতে পেরেছি, তার চেষ্টা বেশা করতে পারিতাম।

(এই সময়ে বিবোধী পক্ষের সমস্ত সদস্য, একমাত্র ভীতেন্দ্রলাল দাস মহাশয় ছাড়া, সভা বন্ধ ত্যাগ করে চলে যান)।

শ্রীমদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— বিবোধী দলের সদস্যরা মায়া ক'রা ছাড়া আর কিছু কি করেছেন? আজকে আমরা যখন জিপুরাকে তুগন কপে রূপদান করতে চাই, উনারা আজকে বলতে পাবেন কি না, জিপুরা রাজ্যের লোকের কাছে বলবাব তাদের সাহস আছে কি না যে সরকার 'এব' যে কর্মপন্থা, একটা কম্পনতার পায়নের জ্ঞাত আমাদের সংগে সহযোগিতা করে জিপুরার মাতৃষের উন্নতির জন্য তাঁরা চেষ্টা করেছেন? মনন য় অধ্যক্ষ মহোদয়, আর্থিক হুনিয়ার কথা তুলতে গিয়ে, বিবোধী দলের সদস্যরা কনকমিস্ট হয়ে গেছেন, অর্থনীতিবিদ হয়ে গেছেন। তিনি বলেছেন যে ভারতবর্ষ আজকে বিদেশ থেকে মাল রপ্তানি করে, রপ্তানির প্রতি শ্রিত ন কটাক্ষ দৃষ্টিপাত করেছেন। আমি বলতে চাই যারা নাকি বলেন হুনিয়ার মজুর এক ৬৫, হুনিয়ার মাতৃষ এক ৬৫, তাঁরা আজকে ব্যাঙ্কের মত নুপে পাওতে চান কেন? তাঁরা কি জানেন না যে মাতৃষের প্রয়োজন হ'ব' আনদানি কবতে হ'ল, বপ্তানি করতে হয়। তবে হ্যাঁ, এ'র আমদানী এবং বপ্তানীর মধ্যে পার্থক্য আছে। তাঁরা আমদানি করেন কি তা'বে মাতৃষকে খুন কবতে হ'বে, কি তা'বে বপ্তাক্রয় করতে হ'বে, বিদেশ থেকে তাঁরা সেই নীতি আমদানি করেন, আর আমরা আমদানী করি কল কজ্জা। যার দ্বারা মাতৃষের উপকার হতে পারে, মাতৃষের উপকারে লাগবে মাতৃষ ই চ'বে এবং ভবিষ্যত জীবন গড়ে উঠবে। আজকে রপ্তানির প্রতি তাঁরা যে কটাক্ষ দৃষ্টিপাত করেছেন। আজকে তাঁরা বলে গেছেন তাঁদের যে দেশের দেশ, যে দেশের দেশ একটা ক্রুট হ'ল। চার দকে বেয়নেট দিয়ে দিনের পর দিন কাজ করে যে দেশ গড়ে তোলা হয়েছে, আজকে সেই দেশও আমদানি কবতে হয় পাশ্চ। আমরা তোটা চাইনি। আমরা চাইনি মাতৃষের বিবেক বৃদ্ধির কাছে, মাতৃষের জ্ঞানকে হেয় করে মানুষকে পশুর কপ দিতে। আমরা মাতৃষের কত্তবা জ্ঞানের কাছে নতি স্বীকার করেছি। আমরা তো বিশ্বাস করেছি, আমরা জানি মাতৃষ সৃষ্টি কবতে পারবে। তাঁর জন্য বেয়নেটের প্রয়োজন হয় না। আমরা আ'কে যে দেশে কর্মযজ্ঞ আরম্ভ করেছি, আজকে যদি কেউ তাতে বাঁধা দেয় তাহলে সাবধান করে দিচ্ছি যে তাহলে হয়ত আজকে সেই বেয়নেটেই আমাদের জানতে হ'বে 'তাদের কুকীর্তিগুলি থেকে তাদের বিবৃত করতে।' তাঁরা সেই বেয়নেটের সুগ চায় না কংগ্রেস যে গণতন্ত্র নিয়ে সবার উপর বিশ্বাস রেখে চলেছে সেই নীতি অবলম্বন করে দেশকে উন্নত করতে চায়। তাদের বলে দিচ্ছি যে আমরা দুঃ ভাবেই প্রস্তুত। আমরা জানি আমাদের দেশকে যদি রক্ষা করতে হয় আজকে বিদেশের যারা এজেন্ট আছে তাদের কাছ থেকে যদি দেশকে রক্ষা করতে হয় তাহলে কি কবতে হয় আমরা জানি। আমরা জানি দরকার হলে বেয়নেট চালাতে হবে, দরকার হলে কোলে তুলে আদর করতে হবে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে তারা বলে যে কলগান গড়ে উঠে। আজকে কৃষি ভিত্তিক ইণ্ডাস্ট্রি হ'ব'নি। আমরা স্বীকার করি। আমরা কাজ আরম্ভ করেছি। সম্পূর্ণ করতে পারি নি। তবে আমরা জানি ত্রিশুরায় কৃষি ভিত্তিক ইণ্ডাস্ট্রি যদি গড়ে উঠে, কতটুকু

সাধারণ লোকের উপকার হবে সেটা সরকারের জানা আছে এবং সরকার সেইভাবে এগিয়ে চলেছে। আমরা চেষ্টা করছি জনসাধারণকে শিক্ষিত করতে। যতজন লোককে শিক্ষিত করণ হতজনকে যদি তারা বেপারের আখ্যায় ফেলি তাহলে আমরা ১৬ লক্ষ লোককেই বেকার করতে চাই। আজকে ঘরের কাজ করবার ক্ষমতা আছে তাদের সরকার কাজ দিতে প্রস্তুত এবং সেট চেষ্টা করছে। কিন্তু তারা যেভাবে বেকারত্ব দর করতে চায় আমাদের সরকার সেট ভেবে এবারও ঘুচাতে চায় না। আমরা সামাজিক এবং দৈনিক জীবনের উপর বেকারত্ব দর করতে চাই না। আমরা চাই যে কৃষির বেকারত্ব যেভাবে দূর করে সেট গৈই আমরা চেষ্টা করছি, কৃষির উন্নতি করে, হস্তশিল্পের উন্নতি করে মানুষের দৃষ্টিকে কাজে লাগাবার চেষ্টা করছি। কিন্তু সংস্কৃতির বিষয়ে নানা নিয়ে প্রকাশ্যে চাচার যুবকে 'নতুন বেরে কাজের কাজ'র যুবকের রক্তের উপর বেকারত্বের স্ফুটাবার পথ কংগ্রেসের নয়। কিন্তু যারা নাকি সেই সামাজিক বৈষম্য অমদানো করতে চায়, যারা নাকি যুব জগতের আমদান করতে চায় তাদের উপর যে শক্তি প্রয়োগ করা, সেই শক্তি কংগ্রেসের আছে সেটা যখন এর সঙ্গে না গান। আজকে মাত্রকে কর্মবিশৃঙ্খল করে দেওয়ার সব সুযোগগুলি ভোগ করবার জন্য তারা যে শুভমুহুর্ত দিয়ে দেয় তারা সেই সুভমুহুর্ত দেশকে উন্নতি করতে পাবেনি আজকে যারা কর্তৃপক্ষ নিষ্ঠুরতার কংগ্রেসবাদী মনুষ্য চোখে পড়ে। আজকে তারা চোখে পায়নি তারা ঠিক, না আজকে তারা দেশের দৈনিক বৈষম্য চোখে পায় না নাকি কাজ না করে, কাজের দর দিয়ে জীবনের সমস্ত সুযোগগুলি গ্রহণ করেছে তারা ঠিক। আজকে হৃদয় কঠোর হবে। একটা বিন্যাস্ত এসেছে, 'বোনটা সঁজা' আমরা দেশকে ভালবাসি, আমরা দেশের জন্য করছি। করে যা যা না ফাঁকি দিয়ে মাসের শেষে আর্মি টাক গুলি গুলে নেন। আজকে সেই বিন্যাস্টটিকে গ্রহণ দিয়ে যারা নাকি আজকে দেশের সমস্ত উন্নতিমূলক কাজগুলি বন্ধ করতে চায় তাদের যুগে সাজে না বলা। এটা ধনের বাজেট গবেষণার বাজেট নয়। খুনের উপর যাদের নাকি নৈতিক আজকে দাঁড়িয়ে আছে তাদের নৈতিক ধর্মের আদর্শ গর বহু কিছু। হিপরা রাজ্যে খুন করে মানুষের রক্তে দেশের রাজ্য বিনষ্ট করে ছিল যারা তাদের কাছে কি ধনী গর্ভাবের কোন বিভেদ ছিল। সত্তরাত্ত্বিক যুগের চক্কা কথা দিয়ে আজকে জনসাধারণকে বিন্যাস্ত করার দিন চল গেছে। আজকে বাস্তবে আসতে হবে। আজকে বাস্তব দিয়ে গঠন করতে হবে, এই যে বিরোধ দল নেতা তিনি এই অর্থনীতি কথা পাবে শব্দলেন আমার জানা নেই। যে অর্থনীতি বলে যে আমদান করতে পাবে না 'জ'ন, যে অর্থনীতিতে রপ্তানো করতে পাবে না দেশের জিনিষ মলে, সেই অর্থনীতি তিনি শব্দলেন বোঝায়। তিনি বলেছেন আমার দেশের লোক খেতে পারেনা কিন্তু আমার সরকার রপ্তানো করে দেশের জিনিষগুলি কিন্তু আমি বলতে চাই যে যখন নাকি সারা দুনিয়ার সংগে এক পায়ে হাটে চায়, সারা দুনিয়ার পাশাপাশি চলতে চায় তখন সারা দেশের যে রপ্তানো নীতি আছে তা রপ্তানো করতে হবে এবং হুঁশ বদ্ধ যে শিড়িয়ে ছিলাম আমরা সে হুঁশ বদ্ধের অধিক পরিশ্রম করে আজকে তাদের সংগে এটে পারতে হবে। আজকে আমাদের ভিতরের যে সৃষ্টি সেই সৃষ্টিকে ধ্বংস করে তারা মানুষকে দুখাতে চায় যে তোমাদের জন্য জিনিষ তৈরি না করে সরকার আজকে বিদেশে রপ্তানো করছে এবং

মাতৃশব্দকে বাঁচাবার যে সৃষ্টি, কলকারণনা সৃষ্টি প্রত্যেকটিতে পদে পদে বাধা দিয়ে তারা জন-সাধারণকে বুঝাতে চেষ্টা করছে, এই সরকার কিছু করছেন না। কিন্তু তাদের সেই দিন ফুটিয়ে এসেছে। আজকে জাতি তাদের কবর তায়াই বচনা করবে। আজকে আমরা জানি কিভাবে তাদের মোকাবিলা করতে হয়। ভারতবর্ষের জনসাধারণের ধৈর্যের সীমা আছে, আমাদের ধৈর্যের সীমা আছে। তারা যেমন সাংস্কৃতিক বিপ্লব করে যুবকদের রংয়ের উপর নাচতে জানে আমরাও তেমন জানি যে যারা দেশের বিরোধিতা করে দেশের শত্রু তাদের রক্তের উপর নাচতে জানি। সেই পরীক্ষাও যারা দিয়েছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে কর্মচারীদের জন্য আমরা কিছু করছি নি, তাদের ক'ই কেটে কাটা আসে। আমরা দুই বছরে আনোন্মালি যন্ত্রগুলি আছে মনগুলি হার করেছি। আর বোপ হয় ৩৪টি আনোন্মালি বাকী আছে। আর কর্মচারীদের আর্থিক অভাব শুনে তাদের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য এনে দিতে পে কমিশন বসানো হয়েছে। নতুন করে রিপোর্ট পেশ করবার আগে প্রয়োজনের কথা বিবেচনা করে আমরা ইনটারিম রিলিফ দিয়েছি। আজকে কর্মচারীদের যত্ন নেয়া প্রয়োজন হয় আমরা করে যাচ্ছি। পে কমিশন যখন নাট্যনাল রিপোর্ট দিবে তখন আমরা পিচার বিবেচনা করে দেণব কতটুকু তাদের দেওয়া যায়। পে কমিশনের বিপোর্ট যদি আমরা এতদরকম কিছু দেখতে পাই যে আমাদের সরকারের কর্মচারীদের মেটে নি তবে সেটা বেকটিফিকেশন করার ক্ষমতা আমাদের কেনিনেন্টের আছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা চাই বিরোধীরা আমাদের ফল ফলটির বিরোধিতা করুক। কিন্তু আমরা মাতৃশব্দে বাঁচনাতির বলি করে নিজের সার্বস্বিত্ব করে প্রশ্রয় দিতে পারব না। মাননীয় সদস্য অমরেন্দ্র শম্মা বলেছেন যিনি নিম্নল সদস্য, ব্যাংকেটি যদিও আছে সি, পি, এম সমগিত, তিনি আমাদের টারের উপর কটাক্ষ করেছেন। উনারা বলেছে চাই নিশুর প্রয়োজন গ কাজগুলি রূপায়নে উনারা যদি শ্রমী সৃষ্টি করেন আমাদেরও তত বেশী জনসংযোগ করে তাদের রূপটা জনসাধারণের সামনে তুলে পরতে হয়। টার করেছি শ্রমের সময়ে, বণার সময়ে, দান সংগ্রহ করার সময়ে। তাই আজকে আমাদের জনসংযোগ যদি বেড়ে যায় তাদের ভয়ের কারণ তৈরি হবে। কারণ আমাদের ঘরে বসিয়ে বেছে মাতৃশব্দে যত বিশ্রাস করতে পারে সেটা চেষ্টা করা করতে চায়। কিন্তু আজকে কেবিনেটে যারা আছেন তারা ঘরে বসে থাকতে রাজী নন। তারা জনসাধারণের কাছে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করে দিয়ে যারা চলে আসে, সেটা জনসাধারণকে বুঝিয়ে দিয়ে ঠিকভাবে পরিচালিত করার ক্ষমতা আমাদের আছে এবং আমরা সেইভাবে কাজ করে চলেছি। উনারা ভয় করার কোন কারণ নাই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেটা স্বত্তিবোধ করবেন না তিনি, যে অন্তরোধ আমি এখানে নাকি করছি। তবু আমাদের বর্তব্য আমরা করব সেটা জনসংযোগের মাধ্যমে, এই বাজেটের পূর্ণ সদ্ব্যবহার আমরা করব। এই বলে বিরোধীদের শাসার বক্তব্য-গুলি শুনে এবং বাজেটের সঠিক পথ অনুধাবন করে আমি সমস্ত সদস্যদের অন্তরোধ করব আজকে এই বাজেটকে সমর্থন করে যাতে নাকি আমরা এই বাজেটের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে পারি তার জন্য সহযোগীতা এবং সমর্থন যেন তারা করেন।

Mr. Speaker :— The House stands adjourned till 12-30 P M. of to-morrow, the 2nd April, 1974.

PAPERS LAID ON THE TABLE

Annexure—'A'

STARRED QUESTION NO. 365

By Shri Chandra Sekhar Dutta

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Food & Civil Supplies Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। বিলেনায়া মঞ্চমাত্রে ১৯৭৩ ইং সনে কতজন মুদি দোকানদারকে ফুডটাক লাইসেন্স দেওয়া হয়েছিল :

২। ঐ সনে ঐ মঞ্চমাত্রে কতজন মুদি দোকানদার ফুডটাক লাইসেন্সের ভাড়া আবেদন করিয়াছিল :

৩। মুদি দোকানদারগণকে প্রতি বৎসর কি ভাৱে এই লাইসেন্স কিস সরকারকে দিতে হয়।

উত্তর

১। ৫টি

২। ৭টি

৩। লাইসেন্স মঞ্জুরের ফিস পাঁচ টাকা মাত্র। পরবর্তী বৎসরসমূহ লাইসেন্স নবীকরণ ফিস দুই টাকা মাত্র।

STARRED QUESTION NO. 524

By Shri Chandra Sekhar Dutta

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। গত ২১-১১-৭৪ তং তারিখে বিলেনায়া তহিতে নলুয়াগামী কোন বাস দুর্ঘটনায় কতজন ব্যক্তি মারা গিয়াছে বলিয়া সরকার অবগত আছেন কি :

২। ঐ বাসে কতজন মোট যাত্রী ছিল এবং কতজন আততাইয়া ?

উত্তর

১। ঠাঁ মহালয়, বাস দুর্ঘটনায় গুরুতর আততাইয়া বিলেনায়া হাসপাতালে নেওয়ার পথে মারা যায়।

২। বাসটিতে প্রায় ৩০৩১ জন যাত্রী ছিল। প্রথম প্রলোত্তরে বর্ণিত মৃত ব্যক্তি ব্যতীত আরও পাঁচজন যাত্রীও আততাইয়া ছিল।

STARRED QUESTION NO. 589

By Shri Bulu Kuki

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। অঙ্গিনগর High School-এর Building Construction করার সরকারের কোন পরিকল্পনা বর্তমান আর্থিক বৎসরে আছে কি ; এবং—

২। না থাকিলে তার কারণ কি ?

উত্তর

১। বর্তমান আর্থিক বৎসরেই হইবে কিনা তাহা চূড়ান্তভাবে স্থির হয় নাই।

২। উক্ত কাজের সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য কিছু সময়ের প্রয়োজন।

STARRED QUESTION NO. 59J

By Shri Bulu Kuki

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। জম্মুই পাহাড়ে লুসাই এলাকায় সরকার পরিচালিত High Senior/Junior Basic School গুলিতে কি কি ভাষায় ভাষা ছাত্রদের লেখাপড়া শিক্ষা দেওয়া হয় ;

২। যে ভাষার মাধ্যমে এই এলাকায় শিক্ষা দেওয়া হয় সেই ভাষা শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারের স্বীকৃত ভাষা কিনা, এবং

৩। অত্রাত স্থলে প্রযোজনীয় অনুযায়ী তথ্য চা'লু করা হবে কি ?

উত্তর

১। জম্মুই পাহাড় এলাকায় কোন সিনিয়র বা সেকুলার স্কুল নাই। সেখানেকার জুনিয়র বেসিক স্কুলগুলিতে ১ম হাতে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত লুসাই ভাষার মাধ্যমে এবং জুনিয়র হাই স্কুলগুলিতে ১ম হাতে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত লুসাই ভাষা এবং ২য় হাতে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দান করা হয়। জম্মুই হাই স্কুল সকল শ্রেণীতেই লুসাই ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা আছে।

২। হ্যাঁ।

৩। অত্রাত স্থলের ক্ষেত্রে যে ভাষায় শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন সে ভাষায় প্রয়োজনের পাঠ্যপুস্তক পাওয়ার উপরে ঠিক নিতর নির্ধারিত আছে।

STARRED QUESTION NO. 740

By Shri Naresh Ch Roy

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা সরকারের শিক্ষা বিভাগ হাতে এমন কোন নির্দেশ আছে কি যদি কোন হেলে একই শ্রেণীতে ক্রমান্বয়ে ২ (দুই) বা ৩ অঙ্কিত কার্য হয়, তবে তাহাকে ঐ স্কুলে ঐ শ্রেণীতে আর পড়াশুনার সুযোগ দেওয়া হইবে না।

২। সত্য হইয়া থাকিলে, ইহার কারণ ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। স্কুলসমূহে শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য।

STARRED QUESTION NO. 744

By Shri Amarendra Sarma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

প্রশ্ন

- ১) ধর্ম্মনগরের কাকুনপুৰ অঞ্চলের দামহড়া, লালজুৰি, দশদা, আনন্দবাজার প্রভৃতি অঞ্চল “ডিফিকাল্টি এরিয়া” হওয়া সত্ত্বেও এসব স্থানে বহু বৃন্দা নিম্ন বৃন্দাদি বিদ্যালয়ের শিক্ষকের ‘ডিফিকাল্টি এরিয়া এলাউজ’ পাচ্ছেন না বলে কোন সংবাদ সরকারের জানা আছে কি?
- ২) জানা থাকলে কোন কোন বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের এই এলাউজ দেওয়া হয়নি এবং কেন?

উত্তর

- ১) হ্যাঁ।
- ২) ১) দামহড়া, নিম্ন বৃন্দাদি বিদ্যালয়, আনন্দবাজার
() বিদ্যাপুর, বৃন্দা, নিম্ন বৃন্দাদি বিদ্যালয়, দামহড়া
(২) স্কুল পাড়া, নিম্ন বৃন্দাদি বিদ্যালয়, আনন্দবাজার
(৪) কুঁকিলা আর এস পি, নিম্ন বৃন্দাদি বিদ্যালয়, দামহড়া
(৫) বগিচাদা, স, পি, নিম্ন বৃন্দাদি বিদ্যালয়, আনন্দবাজার
এসব বিদ্যালয় প্রকৃতপক্ষে ‘ডিফিকাল্টি এরিয়া’ পড়ে তাই সবেমাত্র প্রকৃত ক্রমে অবগত হওয়ায় এসব বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ‘ডিফিকাল্টি এরিয়া এলাউজ’ দেওয়ার জন্য সরকারী আদেশ শিক্ষা বিভাগের ১৮/৩/৭৪৪৫ তারিখের এবং ১১(৩৭)-৪-৭০ নং ‘চিঠিতে’ দেওয়া হয়েছে।

STARRED QUESTION NO 748

By Shri Amarendra Sarma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

প্রশ্ন

- ১) ধর্ম্মনগরের চম্পুপুৰ উচ্চ বৃন্দাদি, কুমপুৰ উচ্চ বৃন্দাদি এবং কালাহড়া উচ্চ বৃন্দাদি বিদ্যালয়গুলিকে ছাত্রছাত্রীদের বিদ্যালয়ের ভর্তি সমস্যা ছয় কারবার জন্য উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় হিসাবে উন্নীত করার কোন প্রয়োজনীয়তা সরকার অঙ্গত্ব করেন কিনা?
- ২) যদিও থাকিলে, তবে তাটা কার্যকরী হতেবে?

উত্তর

- ১) চম্পুপুৰ ও কুমপুৰ অঞ্চল দুইটি ধর্ম্মনগর শহর বিদ্যালয়গুলির সুযোগ পায়। কালাহড়া অঞ্চলের কাছাকাছি কোন উচ্চ বিদ্যালয় না থাকায় ও এই অঞ্চলের জন সংখ্যা ১০,০০০ এর কাছাকাছি হওয়ায় একমাত্র কালাহড়া জুনিয়ার হাই স্কুলের উন্নীত করণের প্রস্তাব বর্তমানে বিবেচনাধীন আছে।
- ২) ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিস্ফুটনে এই প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 774

By Shri Sudhanya Deb Barma, M.L.A.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state—

প্রশ্ন

- ১) গত ২৮শে জানুয়ারী, ১৯৭৪ ইং টাকারজন্মায় (সদর দক্ষিণ) হানীয় পুলিশ ঋজু বে-আইনী ভাবে বহনকারী টাটা T. R. L. ২৩৯ ট্রাক আটক কৰিয়াছিল বলিয়া কোন সংবাদ ত্ৰিপুরা সরকার পাইয়াছেন কিনা ?

উত্তৰ

- ১) না মহাশয়।

STARRED QUESTION NO. 893

By Shri Purna Mohan Tripura

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

প্রশ্ন

- ১) কৈলাশহর বিভাগের কতটি স্কুলে উপজাতি ভাষায় প্রাথমিক স্তরে পড়াশুনা করার সুযোগ আছে ; এবং
২) বিগত শিক্ষা বছরে কতজন উপজাতি ছাত্রছাত্রী তাহাদের মাতৃভাষায় পরীক্ষা দিচ্ছে এবং পাশ করিয়াছে ?

উত্তর

- ১) }
২) } তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে

PAPERS LAID ON THE TABLE

Annexure—'B'

UNSTARRED QUESTION NO. 304,

By Shri Bulu Kuki

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Appointment & Services Department be pleased to state—

প্রশ্ন

- ১) ১৯৭২ এবং ১৯৭৩ এ (১-ই ডিসেম্বর পর্যন্ত) ত্ৰিপুরা সরকারের কোন ডিপার্টমেন্টে মোট কতজন নতুন লোক নিয়োগ করা হয়েছে তার হিসেব ;
২) ইহাদের মধ্যে এ্যাম্প্লয়মেন্ট একচেঞ্জ মাধ্যমে নিযুক্ত হয়েছেন কতজন ?

উত্তর

- ১) ১৯৭২ সালে মোট ১৮১১ জন এবং ১৯৭৩ সালে (১০ই ডিসেম্বর পর্যন্ত) মোট ২৪৫৩ জন নতুন লোক নিয়োগ করা হইয়াছে। বিভাগ ভিত্তিক হিসাব সন্ধ্যায় তালিকায় দেওয়া হইল।
- ২) ইহাদের মধ্যে মোট ২৭৮১ জন এ্যামপ্লয়মেন্টে একচেঁজা এর মাধ্যমে নিযুক্ত হইয়াছে।

**STATEMENT SHOWING THE PARTICULARS OF FRESH APPOINTMENTS
MADE DURING 1972 AND 1973 (UPTO 10-12-73)—DEPARTMENT-WISE :**

| Sl. No. | Name of Departments/
Offices | No. of fresh appointment made during | | | How many of
them appointed
through Em-
ployment
Exchange |
|---------|--|--------------------------------------|----------------------|-------|--|
| | | 1972 | 1973 (upto 10-12-73) | Total | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Governor's Secretariat | 11 | 7 | 18 | 2 |
| 2. | Chief Minister's Secretariat | — | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Tripura Public Service
Commission | — | 14 | 14 | 14 |
| 4. | Tripura Pay Commission | — | 8 | 8 | 8 |
| 5. | Apptt. & Services Deptt. | 2 | 5 | 7 | — |
| 6. | Education Department | 1059 | 782 | 1841 | 1385 |
| 7. | Secretariat Admn. Deptt. | 27 | 11 | 38 | 10 |
| 8. | Public Relations & Tourism | 19 | 28 | 47 | 18 |
| 9. | Inspector General of Police | 223 | 230 | 453 | 393 |
| 10. | Health & Family Planning | 102 | 314 | 416 | 180 |
| 11. | Law Department | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 12. | Agriculture Dep.t. | 54 | 115 | 169 | 10 |
| 13. | Employment Services &
Manpower Planning Deptt. | 6 | 4 | 10 | 6 |
| 14. | District Registrar, South
Tripura | — | 1 | 1 | 1 |
| 15. | Animal Husbandry Deptt. | 31 | 63 | 94 | 88 |
| 16. | Tribal Welfare & Welfare
for Sch. Castes Deptt. | 15 | 16 | 31 | 15 |
| 17. | Labour Department | 12 | 5 | 17 | 15 |
| 18. | Directorate of Fire Services | — | 46 | 46 | 39 |
| 19. | Food & Civil Supplies
Deptt. | 20 | 41 | 61 | 7 |
| 20. | Panchayat Raj Deptt. | 35 | 6 | 41 | 11 |
| 21. | Printing & Stationery Deptt. | 5 | 12 | 17 | 11 |
| 22. | Settlement & Land Records | 2 | 2 | 4 | — |
| 23. | Conservator of Forests | 17 | 230 | 247 | 228 |
| 24. | Asstt. Transport Commi-
ssioner | — | 3 | 3 | 3 |
| 25. | Prisons Directorate | 9 | 15 | 24 | 20 |
| 26. | District & Sessions Judge | 6 | 31 | 37 | 37 |

| | | | | |
|---|-----|-------------|-------------|----------------|
| 27. Registrar, Co-operative Societies | 4 | 25 | 29 | 25 |
| 28. L. S. G. Deptt. | 1 | — | 1 | 1 |
| 29. Industries Department | 124 | 96 | 220 | 98 |
| 30. Public Works Department | 65 | 173 | 238 | 113 |
| 31. Election Department | — | 9 | 9 | 9 |
| 32. Directorate of Pilot Research Project in Growth Centres | — | 2 | 2 | 2 |
| 33. D. M. & Collector, West Tripura | 3 | 43 | 46 | 11 |
| 34. D. M. & Collector, North Tripura | 18 | 69 | 87 | 6 |
| 35. D. M. & Collector, South Tripura | 21 | 42 | 63 | 11 |
| 36. Enforcement & Anti-corruption Organisation | — | 2 | 2 | — |
| TOTAL : 1892 | | 2453 | 4345 | 2781 ** |

** The figure in Column 6 includes the appointments made through the Special Selection Committee.

UNSTARRED QUESTION NO. 723

By Shri Bulu Kuki

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

প্রশ্ন

- ১। ১৯৭০ থেকে ১৯৭৩ এর মধ্যে কোথায় কোথায় নতুন হাই বা হায়ার সেকেন্ডারী স্কুল খোলা হয়েছে ?
- ২। ঐ সকল স্কুলে প্রয়োজন মত শিক্ষক, গৃহ, ছাত্রাবাস, শিল্প ও খেলার জিনিষপত্র আছে কিনা ;
- ৩। যদি না থাকে, উহা কবে দেওয়া হবে ?

উত্তর

- ১। প্রস্তোত সময়ের জিপুয়ায় কোন হায়ার সেকেন্ডারী স্কুল খোলা হয় নাই। মাধ্যমিক স্তরের স্কুলকে পরবর্তী স্তরে উন্নীতকরণের মাধ্যমে ঐ সময়ে ২২টি সরকারী এবং ২টি বেসরকারী উচ্চ মাধ্যমিক বিভাগ খোলা হইয়াছে। সংশ্লিষ্ট স্কুলগুলির তালিকা সংগে দেওয়া হইল।
- ২। স্কুলসমূহের প্রয়োজনানুসারে এবং বাজেটে অর্থ বরাদ্দের পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট স্কুলের এই সকল জিনিষের অভাব মিটাইবার জন্য পর্যায়ক্রমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইতেছে।
- ৩। এই বিষয়ে কোন সময়সীমা দেওয়া এখনই সম্ভব নয়।

UNSTARRED QUESTION NO. 408

By Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

- ১। গত দুই বছরে পঞ্চায়েত গাঁওসভা এলাকাগুলিতে বণ্টিত খাদ্যশস্যের পরিমাণ কি (বৎসর ভিত্তিক) ?
- ২। কোন পঞ্চায়েত গাঁওসভা এলাকায় কয়টি ফেয়ার প্রাইস শপ খোলা হয়েছিল এবং কোন্ কোন্ গাঁওসভাতে আদৌ খোলা হয় নাই ?
- ৩। কি কি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য ফেয়ার প্রাইস শপের মাধ্যমে বণ্টিত হয়েছে এবং সেই সকল নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসমূহের দর কত ?

উত্তর

- ১। ১৯৭২ এবং ১৯৭৩ ইং সনের গাঁওসভা এলাকাগুলিতে বণ্টিত খাদ্যশস্যের পরিমাণ নিম্নে দেওয়া গেল :—

বছর

বণ্টিত খাদ্যশস্যের পরিমাণ (কোর্ডিতে)

| | চাউল | ধান | গম | আটা |
|-------|-------------|----------|-----------|-----------|
| ১৯৭২— | ১,১১,৩৯,৩০৮ | ২,২৩,০২০ | ৭,৭২,১৫৩ | ১২,২৫৪১০ |
| ১৯৭৩— | ২,০৮,১০,০৫০ | — | ২৬,৩১,৫৮২ | ৮৩,৭৪,৩১৩ |

- ২। পঞ্চায়েত গাঁওসভা ভিত্তিক ফেয়ার প্রাইস শপের একটি তালিকা 'ক' ক্রোড়পত্রে দেওয়া গেল।

| Name of the Sub Division. | Name of Gaon Sabha | No. of fair price Shops opened |
|---------------------------|---------------------|--------------------------------|
| SADAR | Jogendranagar | 3 |
| | Krishnakishorenagar | 2 |
| | Ratanpur | 2 |
| | Purathalrajnagar | 1 |
| | Pratapgarh | 2 |
| | Dukli | 2 |
| | Ishanchandranagar | 1 |
| | Bishalgarh | 4 |
| | Bikramnagar | 1 |
| | Barjala | 3 |
| | Channakanchan | 1 |

| 1 | 2 | 3 |
|-------|-------------------|----|
| SADAR | Takurjala | 2 |
| | Madhuban | 2 |
| | Rangapanisa | 1 |
| | Kamalasagar | 2 |
| | Jampaijala | 2' |
| | Laxmibil | 1 |
| | Bishramganj | 1 |
| | N, C. Nagar | 1 |
| | Ujanpathalia | 1 |
| | Anandanagar | 2 |
| | Bandabpur | 1 |
| | Pravapur | 2 |
| | Badarghat | 2 |
| | Champamura | 1 |
| | Madhayaghaniamara | 1 |
| | Padmanagar | 1 |
| | Kunaban | 1 |
| | Ramnagar | 1 |
| | Amarendranagar | 1 |
| | Pathaliabari | 1 |
| | Southcharilam | 1 |
| | Srinagar | 1 |
| | Brajapur | 2 |
| | Gopinagar | 1 |
| | Gokulnagar | 1 |
| | North Charilam | 1 |
| | Durganagar | 1 |
| | Ghaniamora | 1 |
| | Arundhatinagar | 2 |
| | South Badarghat | 2 |
| | Samberbazar | 1 |
| | Pekuarjala | 1 |
| | Purbasimna | 1 |

| 1 | 2 | 3 |
|-------|---------------------|---|
| SADAR | Gandhigram | 2 |
| | Bamutia | 2 |
| | Kalkalia | 1 |
| | Budhjungnagar | 1 |
| | Kalacherra | 1 |
| | Kamukcherra | 1 |
| | Batkathal | 1 |
| | Megliban | 1 |
| | Sabalsing | 1 |
| | Laksmimura | 1 |
| | Uttar Debendranagar | 2 |
| | Taranagar | 2 |
| | Debendranagar | 1 |
| | Poschim Somna | 2 |
| | Sachubazar | 1 |
| | Fatikcherra | 2 |
| SADAR | Takakari | 1 |
| | Mohanpur | 3 |
| | Uttadashgaria | 1 |
| | Indranagar | 2 |
| | Lankamura | 1 |
| | Singarbil | 2 |
| | West Bhubanban | 1 |
| | Narsinggarh | 1 |
| | Kunjaban | 1 |
| | Mandhainagar | 1 |
| | Binakuprapara | 1 |
| | Champaknagar | 1 |
| | Mashlishpur | 2 |
| | Bhrighudasbari | 1 |
| | Bankimnagar | 1 |
| | Purbabarjala | 1 |

| 1 | 2 | 3 |
|-------|---------------------|---|
| SADAR | Sibnagar | 1 |
| | Devinagar | - |
| | Purbanoagaon | 2 |
| | Meghlipara/Tulakona | 1 |
| | Ashigarh | 1 |
| | Haricharanpara | 1 |
| | Khashnoagoan | 1 |
| | Radhakishornagar | 1 |
| | Gurupadacoloy | 1 |
| | Janmejoynagar | 3 |
| | Radhakishorepur | 1 |
| | Noabadi | 1 |
| | Purba Debendranagar | 1 |
| | Patnipara | |
| | Ramchandranagar | 1 |
| | Joynagar | 1 |
| | Bhridhayanagar | 1 |
| | Khayerpur. | 1 |
| | Uttar Champamura | 1 |
| | Belbari | 1 |
| | West Barjala | 1 |
| | Noagoan | |
| | Balurbandh | } Now drawing ration
from Hezamara F. P.
Shop under Kamuk,
cherra Gaonsabha. |
| | Surendranagar | |
| | Baikunthyapur | |
| | Southdasgharia | |
| | Dumakaridak | } Now drwaing ration
from Battala F. P.
Shop under Tamu-
kuri Gaonsabha. |
| | Meglipara | |
| | Kathirambari | } Now drawing ration
from Tolakona and
Mandhainagar F. P.
shop. |
| | Radhapur | |
| | Wakinagar | } Now drawing ration
from Janmejoynagar
and Patni. |
| | | |

| 1 | 2 | 3 |
|--------------------|-----------------|----------|
| KAILASHAHAR | Bilaspur | 1 |
| | Gournagar | 1 |
| | Kaulikua | 1 |
| | Shamrulper | 1 |
| | Srirampur | 1 |
| | Chantail | 1 |
| | Fultali | 1 |
| | Jaruiltala | 1 |
| | Goldharpur | 1 |
| | Ichabpur | 1 |
| | Laxmipur | 1 |
| | Tillagau | 1 |
| | Rangauti | 1 |
| | Srinathpur | 1 |
| | Irani | 1 |
| | Uttarlingthorai | 1 |
| | Purba Chowmanu | 1 |
| | Pachim Chowmanu | 1 |
| | Gobindabari | 1 |
| | Manikpur | 1 |
| | Sonaimuri | 1 |
| | Radhanagar | 1 |
| | Gakulnagar | 1 |
| | Krishnanagar | 1 |
| | Rajkandi | 1 |
| | Fatikroy | 1 |
| | Kumarghat | 1 |
| | Pabiacherra | 1 |
| | Kanchanbari | 1 |
| | Mashauli | 1 |
| | Dudpur | 1 |
| | Kathalcherra | 1 |
| | East Ratacherra | 1 |
| | West Ratacherra | 1 |
| | Manu | 1 |
| | Chailengta | 1 |
| | Tarabaneherra | 1 |
| | Lonchanda Bara | 1 |

| 1 | 2 | 3 |
|---------|-------------------------|---|
| | Durgacherra | |
| | Lalcherra | |
| | East/West Mash | } |
| | East/West Karamcherra | 1 |
| | North/South Dhumacherra | } |
| | Longthorai | 1 |
| | Mainama | |
| | Kanchancherra | 1 |
| | Betcherra | 1 |
| | | 1 |
| UDAIPUR | Gakulpur | 1 |
| | Jamjuri | 1 |
| | Bagma | 1 |
| | Khupilong | 1 |
| | Kakraban | 1 |
| | Amtali | 1 |
| | Gorji | 1 |
| | Mirja | 1 |
| | Mog Puskarani | 1 |
| | Tainani | 1 |
| | Shalgarha | 1 |
| | Photamati | 1 |
| | Khilpara | 1 |
| | Dhuptali | 1 |
| | Tulamura | 1 |
| | Moharani | 1 |
| | Chandrapur | 2 |
| | Fulkumari | 1 |
| | Pitra | 1 |
| | Killa | 1 |
| | Thalakung | 1 |
| | Rani | 1 |

| 1 | 2 | 3 |
|---------|---------------------|---------------------|
| | South Miharani | } Yet to be opened. |
| | Silghati | |
| | South Barmura | |
| | West Brajendranagar | |
| | Palatana | |
| BFLONIA | Ishanchandranagar | 1 |
| | Sarasima | 1 |
| | Sonaichari | 1 |
| | Motai | 1 |
| | Hrishyamukh | 1 |
| | Krishnanagar | 2 |
| | Barpathari | 1 |
| | Rajnagar | 2 |
| | Rangamura | 1 |
| | Srirampur | 2 |
| | Kamalpur | 1 |
| | Kalabaria | 1 |
| | Paikhola | 1 |
| | West Bagafa | 1 |
| | Jolaibari | 2 |
| | Birchandranagar | 2 |
| | Patichari | 1 |
| | Muharipur | 1 |
| | Debdaru | 1 |
| | Kalashi | 1 |
| | Lowgong | 1 |
| | East Charakbari | 1 |
| | West Charakbari | 1 |
| | Birchandrapur | 1 |
| | Madhya Pilak | 1 |
| | Kathaliacherra | 1 |
| | Ratanpur | 1 |
| | Pipiriakhola | 1 |
| | Gareong | 1 |

| 1 | 2 | 3 |
|--------------|--------------------------|---|
| SABROOM | Manubazar. | 1 |
| | Ghorakapa. | |
| | Silachari. | |
| | Doulbari | 2 |
| | Ludhua | |
| | Brajendranagar (partly) | 1 |
| | Gardang. | |
| | Uttar Taichama. | 1 |
| | Buratali, | |
| | South Kalanmanla. | 1 |
| | Fulchhari. | |
| | Chailtachari. | 1 |
| | Harina. | 1 |
| | Guachand | |
| | Sonaichari. | 1 |
| | Manu-bankul | |
| | Chalita-bankul | 1 |
| | East/West Jalefa. | 1 |
| | Sreenagar. | 1 |
| | Krishnanagar. | |
| | Baisnabpur. 1 | |
| | Rajdharpur | 1 |
| | Purba Sabroom. | |
| | Baisnabpur (partly) | 1 |
| | Madhabnagar | 1 |
| | Amlighat. | 1 |
| | Chailtacharia (Partly) | |
| | Brajendranagar. (partly) | 1 |
| | Sinehukpathar. | 1 |
| | Magurcherra. | |
| DHARMANAGAR. | Hurua. | 2 |
| | Anandabazar. | 1 |
| | Padmabil. | 1 |
| | Taichama. | 1 |
| | Seimlong. | 1 |
| | Phuldugsai. | 1 |
| | Dasda. | 2 |
| | Satnala. | 1 |

| 1 | 2 | 3 |
|-----------|-------------------|---|
| | Ramnagar | 1 |
| | Tilthai. | 2 |
| | Kanchanpur. | 1 |
| | Flangsag. | 1 |
| | Chorabari. | 1 |
| | Bagbasa | 1 |
| | Rowa. | 1 |
| | Bilthai. | 1 |
| | Dhupirband. | 1 |
| | Baruakundi. | 1 |
| | Antilla. | 1 |
| | Dewanpassa | 1 |
| | Ichai Nutanbazar. | 1 |
| | Kahkapur. | 1 |
| | Brajendranagar. | 1 |
| | Ragna. | 1 |
| | Dhanicherra. | 1 |
| | Bhagapur. | 1 |
| | Paticherra | 1 |
| | Setudwar. | 1 |
| SONAMURA. | N C Nagar. | |
| | Kulubari. | |
| | Aralia. | |
| | Khedabari. | |
| | Matinagar. | |
| | Sovapur. | |
| | Bejumara. | |
| | Dhanpur. | |
| | Nidaya. | |
| | Birendranagar. | |
| | Anandanagar. | |
| | Kalamcherra. | |
| | Boxanagar. | |
| | Kalshimura. | |
| | Choumuhani. | |
| | Jumerdhapa. | |

Covered by 23 F.
P. Shops.

| 1 | 2 | 3 |
|-----------|----------------------|---|
| SONAMURA | Melaghar. | |
| | Grantali. | |
| | Telkajla. | |
| | Bagarbasa. | |
| | East Nalchar. | |
| | West Nalchar. | |
| | Maheshpur. | |
| | Kathalia. | |
| | Birampur. | |
| | Paharpur. | |
| | Chandul, | |
| | Rujijala. | |
| | Chandigarh, | |
| | Durjavnarayan. | |
| | Bordwal. | |
| | Khashhoumuhani. | |
| | Taksapara. | |
| KAMALPUR. | Noagoan | 1 |
| | Halhuli. (partly) | |
| | Mohanpur. | 1 |
| | Kalachherri. | 1 |
| | Chotosurama. | 1 |
| | Bilashcharra. | 1 |
| | Bamacharra, | 1 |
| | Lambocharra (partly) | |
| | Duraicherra. | 1 |
| | Manikbhandar. | 1 |
| | Nag Bagnshi, | |
| | Lambocherra (partly) | 1 |
| | Halahali (partly). | 1 |
| | Apareskar. | |
| | Debicherra. | 1 |
| KAMAPUR. | Avanga | |
| | Baralutma. | 1 |
| | Salema. | 1 |
| | Maharani | |
| | Mcchuria. | 1 |
| | Kachucherra. | 1 |

| 1 | 2 | 3 |
|----------|--------------------|---|
| AMARPUR. | West Dalucherra. | 1 |
| | Nalicherra. | 1 |
| | Kulai. | 1 |
| | Kanchanpur. | 2 |
| | Kamalacherra. | 1 |
| | Kathalbari. | 1 |
| | Harincherra. | 1 |
| | Chankup. | 1 |
| | Rangamati | 1 |
| | Malbassa. | 1 |
| | Dhuma. | 1 |
| | Laria. | 1 |
| | Lebacharra. | 1 |
| | Karbook. | 1 |
| | Jalaya. | 1 |
| | Bampur | 1 |
| | Sonacherra. | 1 |
| | Ompi | 1 |
| | Changong. | 1 |
| | Taidu. | 1 |
| | Jam-bukcherra. | 1 |
| | Birganj. | 1 |
| | Natunbazar | 1 |
| | Uttar Chellagong. | 1 |
| | Taislong. | 1 |
| | R. P. C. Colony. | 1 |
| | Gandacharra | 1 |
| | Laxmipur. | 1 |
| | Bolongbassa | 1 |
| | Ramnagar | 1 |
| | Taichakma | 1 |
| | Kamalakhali | 1 |
| | Ratannagar. | 1 |
| | Mukcharri | 1 |
| | Purba Potacharra | 1 |
| | Paschim Potacharra | 1 |
| | Purba Raima | 1 |
| | Purbasingh bari | 1 |
| | Dalapatipara. | 1 |
| | J. B. Para. | 1 |
| | Bhagirathpara. | 1 |

| 1 | 2 | 3 |
|----------------|-----------------------|----|
| KHOWAI. | South Ramchandraghat. | 1 |
| | Shikaribari | } |
| | Purba Champacherra | |
| | Pachim Champacherra. | |
| | Uttar Padmabil | } |
| | West Singhicherra | |
| | East Singhicherra. | |
| | Chebri. | |
| | Assarambari | } |
| | Paschim Karangicherra | |
| | Belcharra. | 1 |
| | Sunatala. | 1 |
| | South Padmabil. | 1 |
| | North Ramchandraghat. | 1 |
| | East Ramchandraghat. | 1 |
| | Ratanpur. | 1 |
| | Bogabil. | |
| | Purba Rajnagar | } |
| | Paschim Rajnagar | |
| | Gayamanibari. | 1 |
| | Badlabari. | 1 |
| | Ganki. | 2 |
| | Paharmura | } |
| | Gournagar. | |
| | Purba Laksmicherra | } |
| | Paschim Lakshmicherra | |
| | Purba Bachaibari | } |
| | Paschim Bachibari | |
| | Darikapur. | 1 |
| | Kunjaban. | 1 |
| | Ghilatali. | 2 |
| | Madhya Kalyanpur. | |
| | Ramdayalbari. | 1. |
| | North Maharanipur. | } |
| | Tuichingram. | |
| | South Maharanipur. | 1 |
| | Uttar Pulinpur. | 1 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|-------------------|----|
| | Moharcherra. | 2 |
| | Sardu Karkari | 2 |
| | South Pulinpur. | 1 |
| | Teliamura. | 5 |
| | Laksmipur. | 2 |
| | Krishnapur. | 2 |
| | Atharamura. | 10 |
| | Radharambari. | 1 |
| | Karnamanipur. | 2 |
| | Ganganagar. | 1 |
| | Sidhapara. | 2 |
| | North Gokulnagar. | 2 |
| | Manacherra, | 2 |
| | Karmapara. | 2 |
| | Durgapur. | 1 |
| | Kamalnagar. | 1 |
| | Tetaiya. | 1 |

৩) নিম্নলিখিত নিতাপ্রয়োজনীয় পণ্য ফেয়ার প্রাইস শপের মাধ্যমে বণ্টন করা
হইয়াছে।

- ১) চাউল
- ২) ধান
- ৩) গম
- ৪) আটা
- ৫) চিনি
- ৬) পরিহার তৈল
- ৭) ডাল

বিক্রয় মূল্য সময় সময় পরিবর্তিত হয়। বিশদ বিবরণ 'খ' ক্রোড পত্রে দেওয়া
গেল।

ANNEXURE—B.

STATEMENT SHOWING THE RETAIL ISSUE PRICE OF VARIOUS ESSENTIAL COMMODITIES RELEASED FROM THE GOVT. STOCK THROUGH F. P. SHOPS DURING 1972 AND 1973.

- (1) Rice (Medium) :— Rs. 1.26 per kg. upto 31. 10. 73 and
Rs. 1.50 per kg. from 1. 11. 73 to 31. 12. 73.
- (2) Wheat ;— Rs. 0.89 per kg. upto 31. 10. 73 and
Rs. 1.05 per kg. from 1. 11. 73 to 31. 12. 73.
- (3) Atta :— Rs. 0.95 per kg. upto 31. 10. 73 and
Rs. 1.14 per kg. from 1. 11. 73 to 31. 12. 73.

- (4) Paddy (Local) :— Rs. 0.70 per kg. upto 31. 10. 73 and
Rs. 0.86 per kg. Aush and Rs. 0.28 per kg.
for Aman from 1. 11. 73 to 31. 12. 73
- (5) Salt :— Rs 0.37 per kg. from 1. 1. 72 to 17. 8. 72.
Rs. 0.29 per kg. from 18. 3. 72 to 10. 4. 72.
Rs. 0.37 per kg. from 11. 4. 72 to 29. 5. 72.
Rs. 0.35 per kg. from 30. 5. 72 to 13. 6. 73.
Rs. 0.34 per kg. from 14. 6. 72 to 28. 9. 72.
Rs. 0.36 per kg. from 29. 9. 72 to 14. 3. 73 and
Rs. 0.31 per kg. from 15. 3. 73 to 31. 12. 73.
- (6) M. Oil :— Rs. 5.55 per kg. from 1. 1. 72 to 17. 3. 72,
Rs. 5.90 per kg. from 18. 3. 72 to 21. 5. 72,
Rs. 5.65 per kg. from 30. 5. 72 to 13. 6. 72,
Rs. 5.95 per kg. from 14. 6. 72 to 28. 9. 72,
Rs. 6.15 per kg. from 29. 9. 72 to 14. 3. 73 and
Rs. 6.45 per kg. from 15. 3. 73 to 31. 12. 73.
- (7) Masurdal :— Rs. 2.33 per kg. from 1. 1. 72 to 17. 3. 72,
Rs. 2.24 per kg. from 18. 3. 72 to 10. 4. 73,
Rs. 1.85 per kg. from 11. 4. 72 to 29. 5. 72,
Rs. 1.70 per kg. from 30. 5. 72 to 13. 6. 72,
Rs. 1.90 per kg. from 14. 6. 72 to 29. 8. 72,
Rs. 2.03 per kg. from 29. 9. 72 to 14. 3. 73 and
Rs. 1.89 per kg. from 15. 3. 73 to 31. 12. 73.
- (8) Moogdal :— Rs. 2.35 per kg. from 1. 1. 72 to 10. 4. 72.

UNSTARRED QUESTION NO. 487

By Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Food & Civil Supplies Department be pleased to state :—

QUESTIONS

- ১। গত এক বছরে কোন ব্রকে কত পরিমাণ সূতা ও কাপড় তাঁতী ও গরীবদের মধ্যে বিনামূল্যে ও অল্পমূল্যে সরবরাহ করা হইয়াছে, তার পৃথক পৃথক হিসাব।
- ২। যদি কোন ব্রকে উহা বন্টন না হয়ে থাকে তার কারণ।

ANSWERS

- ১। বিনামূল্যে বা অল্পমূল্যে কাপড় ও সূতার বন্টনের বিশদ বিবরণ নিয়ে দেওয়া গেল :—

| ব্রকের নাম | সূতা সরবরাহের পরিমাণ | | কাপড় সরবরাহের পরিমাণ | |
|-----------------|----------------------|------------|-----------------------|------------|
| | বিনামূল্যে | অল্পমূল্যে | বিনামূল্যে | অল্পমূল্যে |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) |
| ১। খোয়াই | ১৪০ গাইট | — | — | — |
| ২। তেলিয়ারুড়া | ১৪০ গাইট | — | — | — |

| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ |
|---------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------|---|
| ৩। বিশালগড় | — | ২৬০ গাইট | ২২০টি সার্ট ও ব্লক | — |
| ৪। মোহনপুর | — | ২৬০ গাইট | — | — |
| ৫। জিয়ানীয়া | — | ২৬০ গাইট | — | — |
| ৬। খেলাগড় | ১৪০ গাইট | — | { ৬৬০ খানা ব্লক
৪০০ ,, খুতি | — |
| ৭। অম্বরপুর | ৬৮ গাইট | — | — | — |
| ৮। সাতচাঁদ | তিন হাজার একশত ২,১২১'৫০ | — | এক হাজার টাকা | — |
| | টাকা মূল্যের | টাকা মূল্যের | মূল্যের | |
| ৯। কৈলাসহর | — | ৫৪০ কেজি পরিমাণ | — | ১৫ জোড়া +
খুতি ও শাড়ী
এবং ৪২০
মিটার লংক্লথ |
| ১০। সালেখা | — | ৫৪০ কেজি পরিমাণ | — | ১৫০ জোড়া
খুতি ও শাড়ী |
| ১১। পানিসাগর | — | ১৪২ কেজি পরিমাণ | — | — |

২। সূতা ও কাপড় সরবরাহের পরিবর্তে অথবা উহার অতিরিক্ত কৈলাসহর সমষ্টি উন্নয়ন ব্লক, কাকনপুর উপজাতি উন্নয়ন ব্লক এবং ছা'মহু উপজাতি উন্নয়ন ব্লকের কিছু সংখ্যক মহিলা সমিতিতে আর্থিক অনুদান মঞ্জুর হইয়াছিল। উন্নয়নগর উপজাতি উন্নয়ন ব্লক, উদয়পুর ব্লক, বাণনগর ব্লক ও বগাফা ব্লকে বিনামূল্যে অথবা স্বল্পমূল্যে কোন কাপড় ও সূতা বন্টন করা হয় নাই, কারণ সে ধরনের কোন প্রকল্প গত বছরে উক্ত ব্লকগুলিতে ছিল না।

UNSTARRED QUESTION No. 489

By Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Food & Civil Supplies Department be pleased to state :—

QUESTIONS

- ১। ১৯৭৪-৭৫ সনে ত্রিপুরার মোট কত খাতের প্রয়োজন ?
- ২। ১৯৭৪-৭৫ সনে ত্রিপুরার বাস্তব আয়দানী করিতে হইবে কি? যদি হয় তাহার পরিমাণ কত, চাউল ও গমের হিসাবে।
- ৩। ঐ পরিমাণ বাস্তব আয়দানীর জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট প্রস্তাব পাঠান হইয়াছে কি?

ANSWERS

- ১। আনুমানিক ২,৫৫,০০০ মেট্রিক টন কেবলমাত্র মনুষ্য খাতের প্রয়োজন।
- ২। হ্যাঁ, আনুমানিক ১২,০০০ মেট্রিক টন চাউল এবং ১০,০০০ মেট্রিক টন গম।
- ৩। হ্যাঁ।

UNSTARRED QUESTION NO. 642

By Mr Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Food & Civil Supplies Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

- ১) ১৯৭৩-৭৪ সালে সরকার কর্তৃক খরিদ করা মজুত আউস ও আমন ধান ভান্ডানোর জন্য কোন ব্যবস্থা হয়েছে কিনা ?
- ২) হায়ে থাকলে কোন চালের কল্লে কত পরিমাণ ধান কি ভিত্তিতে দেওয়া হয়েছে। এবং
- ৩) কোন চালের কল কত পরিমাণ ধানের পরিবর্তে কত পরিমাণ চাল সরকারের মজুতে ফেরৎ দিরাছে ?
- ৪) বর্তমান সময় পর্য্যন্ত কোন কোন চালের কলের মালিককে কত টাকা কমিশন বা ধান ভান্ডানোর মজুরী বাবদ দেওয়া হইয়াছে ?

উত্তর

- ১) হ্যাঁ।
- ২) টেওয়ার এবং এতিটি মিলের ধান ভান্ডানোর কমতা 'অনুযায়ী ভান্ডানোর জন্য ধান দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন মিলকে কি পরিমাণ ধান ভান্ডানোর জন্য দেওয়া হইয়াছে তার হিসাব সঙ্গীর টেটমেন্টের ৪নং কলামে দেখানো হইয়াছে।
- ৩) যে পরিমাণ চাউল বিভিন্ন মিল হইতে কেন্দ্র পাওয়া গিয়াছে তাহার হিসাব সঙ্গীর টেটমেন্টের ৫ম কলামে দেখানো হইয়াছে।
- ৪) যে পরিমাণ টাকা ধান ভান্ডানোর খরচ বাবদ বিভিন্ন মিল মালিককে এ পর্য্যন্ত তাহা-মিল অনুযায়ী দেওয়া হইয়াছে তাহার হিসাব সঙ্গীর টেটমেন্টের ৬নং কলামে দেখান হইয়াছে।

| ক্রমিক
নং | সহকৃষাৰ
নাম | যে সকল মিলকে ধান
ভান্ধানোৱা কৰ্ত্ত দেওৱা
দেওৱা হইয়াছে
ভাহাদেৱ নাম | যে পরিমাণ ধান
দেওৱা হইয়াছে | যে পরিমাণ চাউল
কেৱং পাওৱা গৈছে | ভান্ধানোৱা খৰচ বাবত
কত টাকা দেওৱা
হয়েছে |
|--------------|----------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
| ১। | সমূহ | ১) বাণীৰবাজাৰ সন্মার্গ সাধক
সমবায় সন্থি গিনিটেড
বাণীৰবাজাৰ। | ০,৭৫,৬২১ কেজি | ২,৪১,৭৮১ কেজি | ৮,৭৭ টাকা ১৭ প: |
| | | ২) পদ্মাত্ৰাসাদ ৱাইস এণ্ড অৱেল
মিলস দেবীনগৰ, বাণীৰবাজাৰ। | ৫৫,৮০০ কেজি | ৩৬,৮০৮ কেজি | এখনো বিল দাখিল কৰে নাই। |
| | | ৩) তাৰক ৱাইস মিল নলপাড়া,
বাণীৰবাজাৰ। | ৫৪,১০০ কেজি | ৩৬,২৩৪ কেজি | ঐ |
| | | ৪) শ্রীনগৰ চন্দ্ৰ নন্ড, বাণীৰগাঁও,
বাণীৰবাজাৰ। | ৪৮,০০০ কেজি | ৩১,৬৮০ কেজি | ঐ |
| | | ৫) শ্রীজ্ঞান ৱাইস মিল, নলপাড়া,
বাণীৰবাজাৰ। | ৩২,১০০ কেজি | ২১,১৮৬ কেজি | ঐ |
| | | ৬) শ্রীকৃষ্ণ ৱাইস মিল, দেবীনগৰ,
বাণীৰবাজাৰ। | ৬৫,৮০০ কেজি | ৪১,৭৬৮ কেজি | ঐ |
| | | ৭) শ্রীপৰ্ণাৰাধ ৱাইস মিল, দেবীনগৰ,
বাণীৰবাজাৰ। | ২৫,০২৫ কেজি | ১৬,৭১৪.৫০০ কেজি | ঐ |
| | | ৮) মহাদেব ৱাইস মিল, দেবীনগৰ, | | | |

| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
|-----------|---|--|-------------|-------------|---|
| | | রাজীববাজার। | ১১,৮১০ কেজি | ১৩,১২৫ কেজি | ঐ |
| | | ৯) ভোলানাথ বাইস মিল,
দেবীনগর, রাজীববাজার। | ৩৩,২০০ কেজি | ২২,৩৭৫ কেজি | ঐ |
| | | ১০) জনকল্যাণ বাইস মিল,
দেবীনগর, রাজীববাজার। | ২৪,২৫০ কেজি | ১৬,৪৬৭ কেজি | ঐ |
| | | ১১) বোম্বে চক্কর সাহা, দেবীনগর,
রাজীববাজার। | ১২,৩০০ কেজি | ৪৭,১১২ কেজি | ঐ |
| | | ১২) সুপল বাইস মিল, আগাখপাড়া,
রাজীববাজার। | ৪৮,২২৫ কেজি | ৫২,২২০ কেজি | ঐ |
| | | ১৩) নয়নরঞ্জন বাইস মিল, নলগড়িয়া,
রাজীববাজার। | ২৩,৪০০ কেজি | ১৫,৪৪৪ কেজি | ঐ |
| | | ১৪) শঙ্কর বাইস মিল, মোহনপুর,
রাজীববাজার। | ২২,২০০ কেজি | ১৪,৬৫২ কেজি | ঐ |
| | | ১৫) রাজীববাজার কো-অপারেটিভ
ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড। | ২৫,৩৫০ কেজি | ১৬,৭৭১ কেজি | ঐ |
| | | ১৬) লক্ষ্মীনারায়ণ বাইস এণ্ড আর্টি
মিল, মোহনপুর। | ৪০,৮০০ কেজি | ২৬,২২৮ কেজি | ঐ |
| | | ১৭) গজেন্দ্রী বাইস মিল, নলগড়িয়া,
রাজীববাজার। | ৩৮,৭০০ কেজি | ২৫,৫১২ কেজি | ঐ |
| ২। কলকাতা | | ১) কে, আর, দত্ত | ১৭,০০০ কেজি | ২১,০০০ কেজি | ঐ |
| | | ২) মোহনলাল গোস্বামী | ৩২,০০০ কেজি | ১৬,০০০ কেজি | ঐ |
| | | ৩) কনক রঞ্জন খোব | ২২,৬২২ কেজি | ৮,৬০৮ কেজি | ঐ |
| | | ৪) এম, চক্রবর্তী | ২,০০০ কেজি | ১০,০০০ কেজি | ঐ |

| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
|-----|-----------|---|---------------|-------------------|-------------------------|
| ৩। | সোনামুড়া | — | — | — | — |
| ৪। | বিলোনিয়া | — | — | — | — |
| ৫। | উদয়পুর | ১) ত্রিপুরা রাইস এণ্ড অয়েল
মিলস, উদয়পুর। | ২৫,০০০ কেজি | ১৫,০০০ কেজি | ১,২০,০০০ টাকা |
| ৬। | অমরপুর | — | — | — | — |
| ৭। | কৈলাসগর | — | — | — | — |
| ৮। | সাক্রম | — | — | — | — |
| ৯। | খোয়াই | ১) সীসাধন চন্দ্র বোম, মিল মাসিক
ডেলিভারি। | ২,২১,৩৬৯ কেজি | ১,৪১,৬০৩.৫০০ কেজি | এখনো বিল দাখিল করে নাই। |
| | | ২) সীতেশ্বরী ক্যাভিরা,
ডেলিভারি। | ৪১,৩১২ কেজি | ২২,১৬৫.৫০০ কেজি | ঐ |
| ১০। | ধর্মপুত্র | ১) প্রাণেশ রাইস মিল | ২,০০০ কেজি | ১,২৪০ কেজি | ঐ |
| | | ২) ধর্মপুত্র রাইস এণ্ড অয়েল
মিলস। | ৪,০০০ কেজি | ২,৪৮০ কেজি | ঐ |
| | | ৩) সুনীল রাইস এণ্ড অয়েল মিলস। | ৪৪,০০০ কেজি | ২৮,১৬০ কেজি | ঐ |
| | | ৪) কামিনী রাইস এণ্ড অয়েল মিলস। | ২,০০০ কেজি | ১,২৪০ কেজি | ঐ |
| | | ৫) লক্ষ্মীনারায়ণ রাইস মিলস। | ২,০০০ কেজি | ১,২৪০ কেজি | ঐ |

UNSTARRED QUESTION NO. 650

By Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

- ১। মেলাঘর হাইয়ার সেকেন্ডারী স্কুলের গত তিন বছরে কয়দিন ক্র্যাফ্ট ক্লাস নেওয়া হয়েছে?
- ২। ইহা কি সত্য যে কোন ক্র্যাফ্ট ক্লাস ছাড়াই নিয়মিত বৎসরে শেষে পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে এবং ক্র্যাফ্ট টিচারকে ক্র্যাফ্ট ক্লাস এর পরিবর্তে উচ্চ শ্রেণীগুলিতে পড়ানোর জন্য নিযুক্ত করে রাখা হয়েছে; এবং
- ৩। যদি সত্য হয়, তবে ক্র্যাফ্ট টিচারকে কোন ক্র্যাফ্ট ক্লাসে পড়ানোর দায়িত্ব না দিয়ে তার শিক্ষাগত যোগ্যতার উর্ধ্বে দায়িত্ব অর্জনের কারণ কি?

উত্তর

- ১। প্রশ্ন দুইশত পিরিয়ড নেওয়া হইয়াছে।
- ২। মেলাঘর উচ্চতর মাধ্যমিক বিভাগে বীতিমত ক্র্যাফ্ট ক্লাস নেওয়া হয় এবং সংশ্লিষ্ট ক্র্যাফ্ট শিক্ষক সজ্জায়জনক ভাবেই তাহার দায়িত্ব পালন করিতেছেন। তবে সংশ্লিষ্ট ক্র্যাফ্ট শিক্ষক একজন স্নাতক হওয়ায় তাহাকে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন শ্রেণীতে অত্যন্ত বিষয়েও ক্লাস নিতে দেওয়া হইতেছে।
- ৩। ২নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন উঠে না।

UNSTARRED QUESTION NO. 653

By Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Home Department be pleased to state—

প্রশ্ন

- ১। (ক) ইহা কি সত্য যে গত ১৭ই নভেম্বর ১৯৭০ইং মেলাঘর হাইয়ার সেকেন্ডারী স্কুলের শিক্ষক শ্রীযুগল সেনগুপ্তকে পরীক্ষা নকল নিষেধ করার কালে কতিপয় সমাজ বিরোধী লাঠি ও ছুরি হাতে আক্রমণ করেছিল;
- (খ) ১৮ই নভেম্বর ১৯৭০ রাতে ঐ স্কুলের অপর শিক্ষক শ্রীগুণেন্দ্র হোমরায় এবং শ্রী সেনগুপ্তের বাস ভবনেও সমাজ বিরোধীরা আক্রমণ করেছিল;
- (গ) ১৯শে নভেম্বর ১৯৭০ এ স্কুলের পরীক্ষা চলাকালীন ইনভিজিলেটরদের ভীতি প্রদর্শন করে শাসানো হয়;
- (ঘ) ৩১শে জানুয়ারী ১৯৭১এ স্কুল ভবনে এ স্কুলের শিক্ষক শ্রীকমজিত বজ্রবাহকে অপমান করা হয় এবং প্রাণ নাশের ভীতি প্রদর্শন করা হয়;
- (ঙ) উল্লেখিত শিক্ষকগণ পুলিশ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নির্দিষ্ট সমাজ বিরোধীদের নাম উল্লেখ করে খামার একাধার দেয়।

- ২। যদি এই সকল ঘটনা সত্য হয় তবে উল্লিখিত সমাজ বিবোধী ব্যক্তিদের বিৰুদ্ধে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং সকল ঘটনা তদন্ত করা হয়েছে কি না তদন্ত হয়ে থাকলে তার রিপোর্ট ?

উত্তর

- ১) (ক) এইরূপ কোন অভিযোগ কেহই সরকার সমীপে পেশ করেন নাই।
 (খ) এইরূপ কোন অভিযোগ সরকার পান নাই।
 (গ) না।
 (ঘ) না।
 (ঙ) না।
 ২) প্রশ্ন উঠে না।

UNSTARRED QUESTION No. 654.

By Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Food & Civil Supplies Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

- ১) ইহা কি সত্য যে গত ১১ই ফেব্রুয়ারি রাতে সোনারুড়া মহকুমার বগাবাসা গ্রামের আবদুল হামিদ তালুকদারের বাড়ীতে ষাণ্ট দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত জনৈক কর্মচারী পুলিশ বাহিনীসহ তল্লাশী চালিয়ে শতাধিক মণ ধান আটক করে। পরদিন মাত্র ৫০ মণ ধান সরকারী সংগ্রহে জমা দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়,
 ২) ২৫০ মণ ধান জমা দেওয়ার নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও কি ভিত্তিতে ঐ আটক করা ধান ছেড়ে দেওয়া হয়েছে ?

উত্তর

- ১) ইহা সত্য নহে।
 ২) প্রশ্ন উঠে না। এইরূপ কোন নির্দেশ ছিল না।

UNSTARRED QUESTION NO. 553

By Shri Radharaman Deb Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

প্রশ্ন

- ১) বর্তমান আর্থিক বছরে বড় কাটাণ উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়টিকে হাই স্কুলে উন্নীত করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

উত্তর

- ১) না।

UNSTARRED QUESTION NO. 805

By Shri Radharaman Deb Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

- ১। মোহনপুর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রাবাস না থাকার কারণ কি -

উত্তর

- ১। বাজেটে অর্থ সংস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে স্কুল সমূহে ছাত্রাবাস নিম্নোক্ত বিষয়টি পর্যায়ক্রমে বিবেচনা করা হয়। মোহনপুর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে একটি ছাত্রাবাস নিম্নোক্ত জনা যথাসময়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

UNSTARRED QUESTION NO. 806

By Shri Radharaman Debnath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

- ১) মোহনপুরের উচ্চ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের কোন পরিকল্পনা আছে কি ?
- ২) থাকিলে, কখন কার্যকর করা হবে -

উত্তর

- ১) বর্তমানে নাই।
- ২) প্রশ্ন উঠেনা।

UNSTARRED QUESTION NO. 631

By Shri Chandra Sekhar Dutta

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Food & Civil Suppliers Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

- ১। ১৯৭৩ইং—১৯৭৪ইংসনের মার্চ মাসের পূর্বে বিলোনীয়া মহকুমা কত বাগুল টন বিলি করা হইয়াছে ?

উত্তর

- ১। ৩৭০ বাগুল।

UNSTARRED QUESTION NO. 859

By Shri Ajoy Biswas

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Finance Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

- ১) ১৯৭৩ সনের ১লা জানুয়ারী থেকে ১৯৭৪ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত কতজন মন্ত্রী এবং কতজন সচিব পর্যায়ের অফিসার দিল্লী ও কলিকাতা গেছেন তার পৃথক পৃথক হিসাব ?

২) এই সফরে মন্ত্রী ও সচিব পর্ষায়ের অফিসারদের জন্ম কত টাকা ব্যয় হয়েছে তার পৃথক পৃথক হিসাব।

| উত্তর | | |
|-------------------------------------|--------------|---------------|
| নং প্রশ্নের উত্তর | দিল্লী ভ্রমণ | কলিকাতা ভ্রমণ |
| ১) শ্রী এস. সেনগুপ্ত, মুখ্যমন্ত্রী। | ১৯ | ৬ |
| ২) „ এম. নাথ, মন্ত্রী | ৭ | ০ |
| ৩) „ এড্‌চ. সি. চৌধুরী, মন্ত্রী | ২ | — |
| ৪) „ কে. দাস, মন্ত্রী | ১ | ১ |
| ৫) „ ডি. কে. চৌধুরী, মন্ত্রী | ১ | ৭ |
| ৬) „ এস. সি. সোম, উপমন্ত্রী | ১ | ০ |
| ৭) „ এম. আলী, উপমন্ত্রী | ০ | — |
| ৮) শ্রীমতী বি. চক্রবর্তী, উপমন্ত্রী | ২ | ৭ |
| ৯) শ্রী ডি. পি. সিংঘল, মুখ্য সচিব | ১৩ | ১ |
| ১০) „ এ. সিন্‌হা, উন্নয়ন সচিব | ৪ | ৪ |
| ১১) „ কে. ডি. মেনন, সচিব | ৭ | ০ |
| ১২) „ ডি. এন. বড়ুয়া, সচিব | ৪ | ৪ |
| ১৩) „ এস. কে. ঘটক, সচিব | ২ | ৪ |
| ১৪) „ এস. চক্রবর্তী, সচিব | ২ | ৭ |
| নং প্রশ্নের উত্তর | | হিসাব |

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| ১) শ্রী এস. সেনগুপ্ত, মুখ্যমন্ত্রী | মং ২,২৭৮৫ পঃ |
| ২) „ এম. নাথ, মন্ত্রী | মং ৪,৫৭৪.৫৫ „ |
| ৩) „ এড্‌চ. সি. চৌধুরী, মন্ত্রী | মং ২,৪৫২.১০ „ |
| ৪) „ কে. দাস, মন্ত্রী | মং ১,৫০০.৩৫ „ |
| ৫) „ ডি. কে. চৌধুরী, মন্ত্রী | মং ৩,৬৭৬.০০ „ |
| ৬) „ এস. সি. সোম, উপ-মন্ত্রী | মং ১,৭৩৫.০০ „ |
| ৭) „ এম. আলী, উপ-মন্ত্রী | মং ৩,৫০০.০০ „ |
| ৮) শ্রীমতী বি. চক্রবর্তী, উপ-মন্ত্রী | মং ৪,২৮১.৩০ „ |
| ৯) শ্রী ডি. পি. সিংঘল, মুখ্য সচিব | মং ১৫,১০৩.৪০ „ |
| ১০) „ এ. সিন্‌হা, উন্নয়ন সচিব | মং ৭,৩২০.০০ „ |
| ১১) „ কে. ডি. মেনন, সচিব | মং ৩,২০১.০১ „ |
| ১২) „ ডি. এন. বড়ুয়া, সচিব | মং ৫,৮৬৮.৪০ „ |
| ১৩) „ এস. কে. ঘটক, সচিব | মং ৩,৬২২.২৫ „ |
| ১৪) „ এস. চক্রবর্তী, সচিব | মং ৪,৫৫৪.২০ „ |

UNSTARRED QUESTION No. 898

By Purna Mohan Tripura

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

- ১) কৈলাসৰ বিভাগেৰ মানিকগঞ্জৰ ও ভাই-বোনছড়া জুনিয়ৰ প্ৰাথমিক স্কুলেৰ ঘৰ নাই টহা
সৰকাৰেৰ জ্ঞান আছে কি ;
- ২) জ্ঞান থাকিলে কৰে পৰ্যাপ্ত স্কুলঘৰ নিৰ্মাণ কৰা চঠিবে ?

উত্তৰ

- ১) স্কুলগুলিৰ নিৰ্জন ঘৰ আছে, তৰে সেগুলিৰ সংস্কাৰ প্ৰয়োজন।
- ২) বৰ্তমান (৭৪-৭৫) আৰ্থিক বৎসৰে স্কুলগুলিৰ প্ৰয়োজনৰ সংস্কাৰেৰ বাবস্থা নেওচা
চঠিবে।

— — —

**PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE
ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS
OF THE CONSTITUTION OF INDIA.**

2nd April, 1974.

The House met in the Assembly Chamber, Agartala at 12-30 P.M. on Tuesday, the 2nd April, 1974.

PRESENT

Shri Manindra Lal Bhowmik, Speaker in the Chair, the Chief Ministers, 4 Ministers, Deputy Speaker, 2 Deputy Ministers and 48 members.

শ্রীমূপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি দেখতে পাচ্ছি ট্রেজারী ব্যাঙ্কের পেছন থেকে অফিসাররা দাঁড়াচ্ছেন। এইটা আমি আগেও বলেছি, এই হাউসে যে তাদের দাঁড়ানোটা ঠিক হচ্ছে না।

মিঃ স্পীকার :—The Officers should not stand while Speaker will make entrance in the House.

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য যা বলছেন যদি তারা দাঁড়িয়ে যায় তাহলে তো কিছু করা যায় না।

মিঃ স্পীকার :—এই সম্বন্ধে আমি আমার রোলিং দিয়েছি।

মিঃ স্পীকার :—To-day in the List of Business are the following questions to be answered by the Ministers concerned. Short Notice question asked by Shri Samar Choudhury.

Shri Samar Choudhury :—Question No. 1070.

শ্রীমনোজ্ঞান নাথ :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েন্টন নাথার ১০৭০।

প্রশ্ন

উত্তর

- | | |
|--|--|
| <p>১) ইহা কি সত্য যে কিছুদিন পূর্বে আগরতলার ৭১ নং টিলার দক্ষিণে কয়েকটি কোয়ার্টার হঠাৎ হরিজনদের উচ্ছেদ করা হইয়াছে।</p> | <p>১) উচ্ছেদ করা হয় নাই। তাহাদের অতঃ কোয়ার্টার দেওয়া হইয়াছে।</p> |
| <p>২) যদি সত্য হইয়া থাকে তবে তাহার কারণ একং উচ্ছেদ প্রাপ্ত হরিজনদের ব্যবস্থানের কি ব্যবস্থা করা হইয়াছে?</p> | <p>২) জেনারেল নাসিং শিক্ষার্থীদের হোস্টেল না হওয়া পর্যন্ত তাহাদের বাসস্থানের সাময়িক ব্যবস্থা করার প্রয়োজনে ইহা করিতে হয়। হরিজনদের বিকল্প বাসান দেওয়া হইয়াছে।</p> |

শ্রীমতী চৌধুরী :— সাপ্লিমেন্টারী স্তর, মাননীয় মন্ত্রীশায় জানাবেন কি যে এই হরিজন পরিবার কত এবং কয়টা পরিবার ছিল এবং কোন কোয়ার্টারে তাদেরকে দেওয়া হয়েছে ?

শ্রীমদেবপ্রসাদ নাথ :— স্তর, ১০টি পরিবার ছিল এবং নিকটেই সিহিলা কোয়ার্টারে দেওয়া হয়েছে ?

শ্রীমদেবপ্রসাদ চক্রবর্তী :— সাপ্লিমেন্টারী স্তর, মাননীয় মন্ত্রীশায় জানাবেন কি যে জি, বি, হসপিটালের হরিজনদের জন্য আলাদা কোয়ার্টারস তৈরি হয়েছিল কি না ?

শ্রীমদেবপ্রসাদ নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তারা টাইপ ওয়ান কোয়ার্টারে ছিল এবং টাইপ ওয়ান কোয়ার্টারেই তাদেরকে দেওয়া হয়েছে, জি, 'ব,বই কোয়ার্টার গুলিতে দেওয়া হয়েছে ?

শ্রীমদেবপ্রসাদ চক্রবর্তী :— সাপ্লিমেন্টারী স্তর, মাননীয় মন্ত্রীশায় জানাবেন কি যে, জি, বিয় এই কোয়ার্টারটার একটা বড় অংশ ও, এন, জি, সিকে ভাড়া দেওয়া হয়েছে কি না ?

শ্রীমদেবপ্রসাদ নাথ :— জি, বিয় কোন কোয়ার্টার ও, এন, জি, সি, নিয়েছে কি না আমার জানা নেই। এই অর্থ এখন আমার কাছে নেই।

শ্রীমদেবপ্রসাদ চক্রবর্তী :— সাপ্লিমেন্টারী স্তর, মাননীয় মন্ত্রীশায় জানাবেন কি এই হাউস-কে যে হরিজনদের জন্য যে সমস্ত কোয়ার্টার তৈরি হয়েছিল সেই কোয়ার্টারগুলি ও, এন, জি, সি, ভাড়া নিয়ে এখন পর্যন্ত এক পয়সা ভাড়া দেয় নি।

শ্রীমদেবপ্রসাদ নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ও, এন, 'জি, 'সি, কোন কোয়ার্টার নিয়েছে আমি বলেছি যে সেই তথ্য এখন নেই, নাস'দের হোটেল করার জন্য যে কোয়ার্টারের দরকার হয়েছিল সেই জন্য তাদেরকে এই কোয়ার্টারগুলি থেকে সিস্ট করে অন্য কোয়ার্টারে দেওয়া হয়েছে।

শ্রীমদেবপ্রসাদ চক্রবর্তী :— সাপ্লিমেন্টারী স্তর, মাননীয় মন্ত্রীশায় এইটা অবগত আছেন কি না যে হরিজনদের এই কোয়ার্টারগুলি এই গুলি হরিজনদের উপযুক্ত নয় বলে তারা যে সমস্ত একটু জায়গা ইত্যাদি চায় সেইজন্য এই হরিজনদেরকে এই কোয়ার্টারের মধ্যে রাখা হচ্ছে না। সেইটা ও, এন, জি, সি, দখল করেছে ?

শ্রীমদেবপ্রসাদ নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, অ-মি আগেই বলেছি যে তারা টাইপ ওয়ান কোয়ার্টারে ছিল এবং টাইপ ওয়ান কোয়ার্টারেই তাদেরকে দেওয়া হয়েছে।

শ্রীমদেবপ্রসাদ চৌধুরী :— মাননীয় মন্ত্রীশায় কোন কোয়ার্টারে তাদেরকে রাখা হয়েছে সেইটা পরিষ্কার বলেন নি। কোন কোয়ার্টারে রাখা হয়েছে তাদেরকে, আমি যতটুকু জানি এদের কোয়ার্টারের কোন ব্যবস্থা করা হয় নি এবং তারা কোন কোন কোয়ার্টারের ব্যবস্থায় তাদেরকে থাকতে হচ্ছে ?

শ্রীমদেবপ্রসাদ নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার কাছে যতটুকু তথ্য আছে তারা টাইপ ওয়ান কোয়ার্টারে ছিল এবং টাইপ ওয়ান কোয়ার্টারেই তাদেরকে দেওয়া হয়েছে। এই কোয়ার্টার থেকে এক ফার্ম বা তার চেয়ে একটু-দূরে হবে।

QUESTIONS & ANSWERS

শি: স্পীকাল :—শ্রীসমর চৌধুরী ।

শ্রীসমর চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকার শ্রাব. কোয়েস্টন নম্বর ৮৪৭ ।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— মাননীয় স্পীকার শ্রাব, কোয়েস্টান নং ৮৪৭ ।

প্রশ্ন

১) নতুন কর্মচারী নিয়োগের উপর বিধি নিষেধ আরোপ করে কেন্দ্রীয় সরকার কি ১৯৭০-৭১ সালে রাজ্য সরকারকে কোন নির্দেশ দিয়েছেন ?

২) যদি নির্দেশ দিয়ে থাকেন তবে তার সারমর্ম কি ?

উত্তর

১) কেন্দ্রীয় সরকার এইরূপ কোন নির্দেশ দেন নাই।

২) প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীসমর চৌধুরী :— সার্জিমেন্টারী স্যার, যদি এই রকম কোন নির্দেশ না দিয়ে থাকে তাহলে ত্রিপুরার যে সমস্ত কর্মচারী ইতিমধ্যে ছাঁটাই হয়ে আছে তাদেরকে পুনঃনিয়োগ করতে বাধা কোথায় ? কেন তাদেরকে করা হচ্ছে না ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কর্মচারী ছাঁটাই হয় যখন না কি কোন চেস্পোরার ডিপার্টমেন্টে যদি তাদের কাজ না থাকে এবং তাদের সেই কাজ খুঁিয়ে গেলে এবং তখন কোন পোষ্ট হলে পরে তাদেরকে তখন আবজ্ঞা করা হয়।

শ্রীসমর চৌধুরী — সার্জিমেন্টারী স্যার, যে সমস্ত ডিপার্টমেন্টের পোষ্টগুলি খালি পরে রয়েছে। কর্মচারী ছাঁটাই করা হয়েছে সেই সমস্ত পোষ্টগুলি কেন এখনও পূরণ করা হচ্ছে না ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, টেম্পোরারী ডিপার্টমেন্টে তাদের কাজ যখন খুঁিয়ে যায় সেটাকে ছাঁটাই করা বলা হয়।

শ্রীমৃণাল চক্রবর্তী :— সার্জিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রীরশায় স্বীকার করবেন কি যে প্রত্যেক দপ্তরেই পোষ্ট ভেঞ্চেট আছে এমন কি ক্লাশ ফোরের পোষ্ট পর্যন্ত ভেঞ্চেট আছে যেমন ক্রেশ প্রোগ্রামের চাকুরী আজ থেকে শেষ হয়ে গেল এই ধরনের যারা নাকি টেম্পো-রারীল আপয়েন্টেড হয়েছিলেন বিভিন্ন কাজে টেম্পোরারী পোষ্টের মধ্যে তাদের একটিও কি কাজ ভেঞ্চেট পোষ্টগুলিতে দেওয়া হচ্ছে না, কেন তাদেরকে নেওয়া হচ্ছে না ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, ক্রেশ প্রোগ্রামে যারা না কি ছিল তাদেরকে ট্রেনিং দেওয়া হয়েছিল। তাদের ট্রেনিং শেষ হয়ে গেছে ৩১ মার্চ এবং তাদের ট্রেনিং কি রকমভাবে হয়েছে আমরা সেইটা খোঁজ নিয়ে আমাদের যে সমস্ত পোষ্ট আছে এই-গুলিতে তাদেরকে আনবার বন্দোবস্ত সরকার করছেন।

শ্রীমুহম্মদ দাস :— সার্জিমেন্টারী স্যার, তাদের ট্রেনিং নেওয়া হয়েছে তারা ট্রেনিংএ উত্তীর্ণ হলো।ক হলো না এই সার্টিফিকেট কে ইহ্য করবেন ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে যেখানে কাজ করেছেন সেখানকার রেসপেকটিভ অফিসার তাদের আওতায় কাজ করেছেন উনারা সেইটা দেখবেন যে উনারা কিরকম ভাবে কাজ করেছেন।

ঐকালীপদ ব্যানার্জী :—কেশ প্রোগ্রাম কত দিনের ট্রেনিং নেওয়া হয়? ক্র্যাশ প্রোগ্রাম থেকে যারা ছাটাই হয়ে গেল তারা কত দিনের ট্রেনিং দিয়েছে?

শ্রী দেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকার সাহেব, এই যে প্রশ্নটা করা হয়েছে এই প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে আমি বলতে পারি যে এইটা বোধ হয় আলাদা প্রশ্ন করলে ভাল হয়।

মিঃ স্পীকার :—নো, ইট ইজ কোয়াইট রিলেভেন্ট।

শ্রী দেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—ইট রিলেভেন্ট? কারণ আমার প্রশ্ন ছিল মৃতন কর্মচারী নিয়োগের উপর বিধি নিষেধ আরোপ করে কেন্দ্রীয় সরকার কি ১৯৭৩-৭৪ সালে রাজ্য সরকারকে কোন নির্দেশ দিয়েছেন?

ঐকালীপদ ব্যানার্জী :—মাননীয় মন্ত্রী, নিজেকে বললেন যে ক্র্যাশ প্রোগ্রামে যারা ছাটাই হলো তারাও ট্রেনিং দিয়েছে। আমি জিজ্ঞাসা করতে চাইছি ক্র্যাশ প্রোগ্রাম আসলে উনি ব্যাপারটা গুলিয়ে ফেলেছেন, আসলে ট্রেনিংটা ক্র্যাশ প্রোগ্রামের ট্রেনিং নয়।

শ্রী দেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকার সাহেব, ক্র্যাশ প্রোগ্রাম হলো এইটা সেক্ট্রাল স্কীম। সেক্ট্রাল স্কীম অনুসারে তাদের ষত দিন নাকি ট্রেনিং দেওয়া প্রয়োজন ততদিনই ওরা ট্রেনিং দিয়েছেন।

ঐকালীপদ ব্যানার্জী :—কতদিনের ট্রেনিং?

শ্রী দেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—৬ মাসের।

ঐকাল পদ ব্যানার্জী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মন্ত্রী ৬ল তথ্য পরিবেশন করছেন।

ত্রিনুপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তিন চার বছর সেখানে কোয়ালি-ফায়েড লোক কাজ করছেন, মাননীয় মন্ত্রী এটা ভাল তথ্য দিয়েছেন।

শ্রীমথগঙ্গা সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ট্রেনিং প্রোগ্রামের সংগে ক্র্যাশ প্রোগ্রামের প্রশ্নটা যে রকম ভাবে এসেছে, সবটা জগা-ধিচুরীর ব্যাপার হয়ে গেছে। প্রশ্নটার মধ্যে যা ছিল, তার মধ্যে ছিল যে যারা কর্মচ্যুত হয়েছে বা যাদের কাজ নেই, তাদের কি করে পুনর্নিয়োগ করা যায় সেই সম্পর্কে। কাজেই ক্র্যাশ প্রোগ্রামের ব্যাপারে—এটা সেক্ট্রাল স্পলারড্ স্কীম যেহেতু এবং সেক্ট্রাল স্কীম যেহেতু এবং সেক্ট্রাল স্কীম যতদিন পর্যন্ত ছিল, ততদিন পর্যন্ত তাদের চাকুরী ছিল। ৩১শে মার্চ সেক্ট্রাল স্কীমটা উঠিয়ে দিয়েছে। যেহেতু ষ্টেট গভর্নমেন্টের কর্মচারী আমাদের এখানে রয়েছে, সেইজন্য তিনি বলতে গিয়ে বলছেন যে বিশেষ কাজের জন্য লেবার ফোর্স ক্রিয়েট করতে পারেন কিনা? এই স্কীমটা একটা প্রসেস ছিল, যেহেতু সেক্ট্রাল স্কীমটা কন্টিনিউড হচ্ছে না হচ্ছে না, সেই স্কীমটা এখানে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, যারা কর্মচ্যুত হলেন, তাদের কি করে অন্য অন্যভাবে ব্যবস্থা করা যায়, সেই সম্পর্কে সরকার বিবেচনা করছেন।

শ্রীমথ চৌধুরী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, আমাদের যে বিভিন্ন স্থানগত শিল্পের পোষ্ট ভেক্ট পড়ে আছে, সেইগুলি কেন পূরণ করা হচ্ছে না?

মিঃ স্পীকার :—এই প্রশ্নের সঙ্গে এটা আসে না।

শ্রীমূপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, ভেকের্ট পোষ্ট বেগুলি আছে, সেইগুলি ছিল আপ করার ব্যাপারে সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট কোন রেস্ট্রিকশান ইমপোজ করেছেন কি না, সেটা পি, ডব্লু, ডি-ই ইউক, স্কুলেই ইউক ? সেই সম্পর্কে কোন আপত্তি সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট থেকে আছে কি না ?

শ্রীমুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই ধরনের রেস্ট্রিকশান আপাততঃ নেই। নতুন এ্যাপয়েন্টমেন্টের ব্যাপারে রেস্ট্রিকশান যাতে নতুন এ্যাপয়েন্টমেন্ট ইমিডিয়ারেট না করা হয়। নতুন পদ বিশেষ পামিশান ছাড়া করা যায় না, যেটা একেবারে না করলে নয়, সেইরকম ক্ষেত্রে সেটা করা যেতে পারে।

শ্রীমূপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তাঁর জবাবে বলছেন যে যে রেস্ট্রিকশান নতুন নিয়োগের ব্যাপারে আছে, আর এর আগে মাননীয় অর্থমন্ত্রী বলেছেন যে রেস্ট্রিকশান নেই। কোন্টা সত্য ? মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য সত্য, না অর্থমন্ত্রীর বক্তব্য সত্য ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রশ্নটা ছিল যে কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৭৩-৭৪ সালে রাজ্য সরকারকে কোন নির্দেশ দিয়েছেন কি না ? আমি বলেছি নির্দেশ দেয়নি।

শ্রীমূপেন্দ্র চক্রবর্তী :— তাহলে কোন্ ভিত্তিতে মুখ্যমন্ত্রী বলছেন যে আমাদের এ্যাপয়েন্টমেন্ট ব্যাপারে দেখতে হবে, সে ক্ষেত্রে না দিলে নয়, সেই ক্ষেত্রে এ্যাপয়েন্টমেন্ট দিতে হবে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে ইকনমিক ডুইভ চলছে কান্ট্রীওয়াইজ, সেই পরিপ্রেক্ষিতে নতুন এ্যাপয়েন্টমেন্ট দিতে গেলে অনেক বিবেচনা করে দিতে হয়।

শ্রীমূপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, কোন্ কোন্ দপ্তর সম্পর্কে এই যে রেস্ট্রিকশান, তার কথা বলা হয়েছে।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোন নির্দিষ্ট ডিপার্টমেন্ট সম্পর্কে নয়, ইন জেনারেল সেটা বলা হয়েছে।

শ্রীমূপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় প্রতিশ্রুতি দেবেন কি যে নতুন এ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়ার ক্ষেত্রে বাবা ক্রাশ প্রগ্রামে বা অন্যান্য প্রগ্রামে যাদের চাকুরী টার্মিনেট হয়েছে, তাদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিবেচনা করা হবে।

মি: স্পীকার :— এসময় চৌধুরী এণ্ড শ্রীঅনিল সরকার (বেকেটেড)।

শ্রীঅনিল সরকার :— কোয়েন্টান নাথার ৮৪১ তার।

শ্রীমোরান নাথ :— কোয়েন্টান নাথার ৮৪১ তার।

প্রশ্ন

উত্তর

১) ইহা কি সত্য যে গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬৪ সালে
খাণ্ডে বিবক্রিয়ার ফলে অশ্রু হইয়াছে একদল শিক্ষার্থী
নাস'জি, বি, হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন ?

হ্যাঁ।

২) উক্ত ঘটনার কোন তদন্ত হয়েছে কি না এবং খাণ্ডে
ভেজালকারীদের বিরুদ্ধে কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন
করা হয়েছে ?

তদন্ত করিয়া জানা
গিয়াছে যে ভেজাল
খাণ্ডের জন্য এই দুর্ঘটনা
হয় নাই, কাজেই
ভেজালকারীদের বিরুদ্ধে
ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রশ্ন
উঠে না।

শ্রীঅনিল সরকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে খাণ্ড বিবক্রিয়ার জন্য, এই ঘটনা ঘটেছিল। আবার এখানে বলেছেন যে খাণ্ডে ভেজাল নয়, বিবক্রিয়া, বিবক্রিয়া কিসের ?

শ্রীমোহনলাল নাথ :— ১৭/২/৬৪ তারিখে নাসদের কোঠেলে খাণ্ড বিবক্রিয়ার ফলে মোট ১৯ জন অশ্রু হইয়াছিল। ইহাদের ১১ জনকে (তন্মধ্যে একজন পাচক) ১৭/২/৬৪ এবং ১৮/২/৬৪ তারিখের বিভিন্ন সময়ে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। হাসপাতালে যাহাদের ভর্তি করা হয়, তাহাদের ৭ জনকে দুই দিন পর, ১২ জনকে তিনদিন পর এবং ২ জনকে ৪ দিন পর ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

প্রকাশ থাকে যে ঐ দিন দুপুর বেলা দেড়টায় কোঠেলের মেয়েরা ডাল, আলু বেগুন ও সিমেন্টরকারী সহ ভাত খাইয়াছিল। বোগের উপসর্গ দেখা দেয় রাত্রি প্রায় ১০টার সময়। ঐ সময় আহাৰ্য বস্তুর কিছুই অবশিষ্ট ছিলনা, তাই এগুলি পরীক্ষা করা সম্ভব হয় নাই।

খাণ্ডে বিবক্রিয়ার কারণ অনুসন্ধান করা হইয়াছে এবং রান্নার জন্য ব্যবহৃত দ্রব্যগুলিতে ভেজালের কোন প্রমাণ পরীক্ষায় পাওয়া যায় নাই। সন্দেহ করা হইতেছে যে রান্নার পরে কোন বিষাক্ত কচু মিশ্রিত হওয়ার ফলে এই দুর্ঘটনা ঘটয়া থাকিতে পারে। পরীক্ষার্থী নাসেরা ১৯০১ সালের মে মাস হইতে মাসে ৭৫ টাকা করিয়া টু ইপেণ্ড পায় এবং নিজেরা নিজেরাই মেরচালায়।

শ্রীঅনিল সরকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানানবেন কি, একটা ক্রিয়া যে খাওয়ার পরে হয়েছিল, সেটা কিসের থেকে হয়েছিল? আপনি বলেছেন যে খাণ্ড ভেজাল পাওয়া যায়নি, কাজেই আমি জানতে চাই যে কি পাওয়া গেছে? বোগটা কি?

শ্রীমোহনলাল নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় খাণ্ড খাওয়ার পর তাদের ভাত, তরকারী যা গিলে সমস্তটা শেষ হয়ে গিয়াছিল। যে সমস্ত তরকারী যেমন সিম, ডাল, তেল ইত্যাদি ছিল, সেই সমস্ত টেট করা হয়েছে, লবন টেট করা হয়েছে, তার মধ্যে কোন ভেজাল প্রমাণিত হয় নাই। সন্দেহ হচ্ছে পাকের পর কোন জিনিষ বাইরের কোন বিষাক্ত জিনিষ এই খাণ্ডের মধ্যে মিশ্রিত হয়েছে।

শ্রীবি, দাস :— সীম, বেগুন ইত্যাদি দিয়ে যে ভবকারী তৈরী করা হয়েছিল, খেলেন দুপুর বেলা। অসুস্থ হলেন রাত্রি ১০টায়। পরীক্ষা হল, কোন ভেজাল পান নি। কিন্তু ঘটনা একটা হয়েছিল সত্যি কথা। সেই ঘটনা কেন হল সেটা তদন্ত করে দেখা হয়েছিল কি?

শ্রীমনোজ্ঞান নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি পূর্বেই বলেছি যে যে সমস্ত জিনিষ পরীক্ষা হয়েছিল তার মধ্যে কোন ভেজাল হয় নাই। তারা সন্দেহ করে বাহিরের কোন পাকের জিনিষ নেয়ে এটা করেছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি এটা বলতে চান যে বাহিরের কোন ফলিডল ইত্যাদি বিষাক্ত জিনিষ মিশ্রিত হয়েছে? খাণ্ড বেখানে রাখা হয় সেখানে কি এইরকম কোন জিনিষ পাওয়া গেছে যেটা বিষাক্ত?

শ্রী মনোজ্ঞান নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এইরকম কোন জিনিষ পাওয়া যায় নি। আমি আগেই বলেছি ভেজাল পাওয়া যায় নাই। অনুমান করা হচ্ছে যে পাকের পর কোন বিষাক্ত জিনিষ এখানে মিশেছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, সেই এলাকার সমস্ত জিনিষ দেখে কি এমন কিছু পেয়েছেন যে জিনিষটা রাত্রি ১০টার পর মশান সম্ভাবনা। এমন কোন পোকের ঔষধ পাওয়া গিয়াছে কি যা থেকে এই রকম হয়েছে, এমন কি কোন প্রমাণ আছে?

শ্রীমনোজ্ঞান নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যদি একটা টিকটিকি পাকের মধ্যে পড়ে তাহলেও এটা হতে পারে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— ডাক্তার মহোদয় কি এই বিষয়ে নিঃসন্দেহ যে টিকটিকি পড়লে বিষাক্ত হয়?

শ্রীমনোজ্ঞান নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এইরকম কোন কথা নয় যে টিকটিকি পড়লে বিষাক্ত হবে। আমি বলেছি কোন বিষাক্ত জিনিষ হয়ত মিশেছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— তাহলে কেন আমি এই সিদ্ধান্তে পৌছতে পারব না যে খাণ্ডের থেকেই এটা বিষাক্ত হয়েছে এবং এই খাণ্ড কি আমাদের পাবলিক এনালিটের কাছে পাঠানো হয়েছিল তার রিপোর্ট পেশ করা হবে কি?

শ্রীমনোজ্ঞান নাথ :— আমি বলছি ডাল, ভেল, লবন ইত্যাদি পরীক্ষা করা হয়েছে।

শ্রীতড়িত মোহন দাসগুপ্ত :— যে সমস্ত রোগীরা ছিল তাদের ঠিকাক ওয়াশ করে কিংবা ভেদ বাম ইত্যাদি পরীক্ষা করা হয়েছে কিনা এবং পরীক্ষা করে তার মধ্যে কোন কিছু বিষাক্ত পেয়েছেন কিনা?

শ্রীমনোজ্ঞান নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তাদের পায়েখানা পরীক্ষা করা হয়েছে এবং তার মধ্যে কোন বিষাক্ত কিছু পাওয়া যায় নাই।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— তাহলে কি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে চান যে বিবক্ষিয়া হয় নি।

শ্রীমোনোরঞ্জন নাথ :— আমি বলেছি যে পায়খানা পরীক্ষা করে ডেজাল ধরা পড়ে নি।

শ্রীমুপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে বোগীরী বমি করেছেন কিনা এবং সেই বমিটা পরীক্ষা হয়েছে কিনা ?

শ্রীমোনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পায়খানা পরীক্ষা করা হয়েছিল, সেই তথ্য আমার কাছে আছে।

শ্রী বি. দাস :— তেল, ডাল, লবন, চাল ইত্যাদি আলাদা আলাদাভাবে পরীক্ষা করা হয়েছে, যা বামা করা হয়েছিল সেটা পরীক্ষা করা হয়েছিল কিনা ?

শ্রী সুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সম্পর্কে এটুকু বলা যেতে পারে যে যতটা গভীরভাবে এটা তদন্ত করা দরকার ছিল ঠিক সেইভাবে তদন্ত করা হয় নি। (শেষ শেষে শ্রীমুপেন্দ্র নাথ) মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি হাউসকে মিসলীড করতে চাই না। যে কথাটা বলা হচ্ছে, যেটা খেয়েছে, তেল ডাল সাধারণভাবে এটা পরীক্ষা হয়ে থাকে। বিশেষভাবে যেটা করা উচিত ছিল বলে পরীক্ষা করা ইত্যাদি হয় নি এটা সম্পর্কে হাউসকে আমি মিসলীড করতে চাই না, এই সম্পর্কে স্বীকৃতি আমি দিচ্ছি।

ডঃ সীতাকান্ত :— শ্রীঅজিতরঞ্জন ঘোষ।

শ্রীঅজিতরঞ্জন ঘোষ :— কোয়েশ্চন নাম্বার ৮৭০।

শ্রীমোনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোয়েশ্চন নাম্বার ৮৭০।

প্রশ্ন

উত্তর

১) মির্জা ভানুপাথর (বাগী) শামুকহড়া তারপাখুম, কুলামুড়া এবং ধুপতলী অঞ্চলের জনসাধারণের চিকিৎসার সুবিধার্থে একটা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

১) একুনি নাই।

২) যদি থাকে, তবে তাহা কবে নাগাদ কার্যকরী হবে?

২) প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীঅজিত রঞ্জন ঘোষ :— পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ভিতরে ঐ অঞ্চলে কোন প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র কিংবা ডিস্পেনসারী খোলার কথা আছে কি ?

শ্রীমোনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার বখন অন্তর্গত জায়গায় প্রাইমারী হেলথ সেন্টারের কথা বিবেচনা করা হবে তখন সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা ঐসব অঞ্চলের কথাও বিবেচনা করব।

শ্রীমুপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এই এলাকাটা একটা উপ-জাতি অধ্যুষিত এলাকা কিনা এবং এই এলাকাটা থেকে কাকড়াবন হাসপাতালটা করা যাইল ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কাকড়াবন থেকে ই এলাকা ৪/৫ মাইল দূর হবে।

শ্রীমুপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় অবগত আছেন কি যে কাকড়াবন এবং ই এলাকার মধ্যে একটা সমুদ্র আছে যাকে বলা হয় ডিডি ডালা এবং সেখানে কোন রাস্তা ঘাট নাই।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, হিমুরা রাস্তার মধ্যে কোন সমুদ্র নাই।

শ্রীঅনিল সন্নাকার :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ই এলাকায় বর্ষার সময়ে যখন বলা হয়, তখন দেখা যায় যে সেই এলাকাটা ৫/৭/১০ 'দন ধরে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে, তখন যদি কেউ অল্পই হয়ে পড়ে, তাহলে সেটা রোগীকে মারা সপক্ষে এনে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে কিনা জানাবেন কি ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছি যে আগামীতে অর্থাৎ পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় অত্যাধিক জায়গায় ডিস্পেনসারীগুলি যখন করা হবে, তখন এই জায়গাটার কথাও আমরা বিবেচনা করে দেখব।

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :— পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় মোট কয়টি প্রাইমারী হেলথ সেন্টার বা ডিস্পেনসারী হবে, সে সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী আমাদের কিছু আভাস দিবেন কি ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছি যে আমাদের ফিল্ডহুসে মোট ৩২টি সাব-সেন্টার খোলা হবে পরিকল্পনা আছে।

শ্রীমুপেন্দ্র চক্রবর্তী :— সাব-সেন্টার বলতে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বোঝেন আমাদের ? জানাবেন কি ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের এক একটা প্রাইমারী হেলথ সেন্টারের আওতে কতগুলি সাব-সেন্টার থাকে।

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় সেটা সাবসেন্টার বুলিতে কি কোন ডাক্তার থাকবেন না নার্স দিয়ে চালানো হবে জানাবেন কি ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, নার্স দিয়ে কোন ডিস্পেনসারী বা সাব-সেন্টার চলতে পারে না।

শ্রীঅনিল সন্নাকার :— তাহলে কিসের দ্বারা সেটা সব সাব-সেন্টারগুলি চলবে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যখন সাব-সেন্টারগুলি করা হবে, তখন নিশ্চয় রোগীর রোগ চিকিৎসা করার জন্য ঔষধ থেকে আরম্ভ করে যে সমস্ত জিনিষের প্রয়োজন হয়, সেগুলি থাকিবে।

ডাঃ বিনোদ বিহারী দাস :— টার্ড কোয়েন্টান নাথার ১৭১।

ঐহরিচরণ চেধুরী :— টার্ড কোয়েন্টান নাথার—১৪১ স্ত্রা।

পদ্ম

- ১) ত্রিপুরা রাজ্যে তপশিলীভুক্ত জাতির হাণ্ডিকা পদ্ধতির ভিত্তি কি ?
- ২) মোট কতগুলি জাতি তপশিলী তালিকাভুক্ত করিয়েছে ?
- ৩) তালিকাভুক্ত সবগুলি জাতিই লোকটি নিপুণরায় বসবাস করেন কি ?

উত্তর

- ১) অতীত রাজ্যের ৩য় 'নুপুগা' ও রাষ্ট্রপতি/রাজ্যপালের সংগে পরামর্শক্রমে গেজেট বিজ্ঞপ্তিতে তপশিলীভুক্ত জাতিবিশিষ্ট তালিকা তালিকা নির্দিষ্ট করেন।
- ২) সমগ্র মোট ৩০টি জাতি ত্রিপুরা রাজ্যে তপশিলী জাতি সম্প্রদায়ভুক্ত করে রাখা হয়।
- ৩) না, উপকৃত তালিকাভুক্ত জাতির মধ্যে বিগত ১৯৭১ সালের আদম শুমারি অনুসারে বর্তমানে মোট ৩০টি তপশিলী জাতি ত্রিপুরা রাজ্যে বসবাস করিতেছেন।

ডাঃ বিনোদ বিহারী দাস :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন, যে ৩০টি জাতিই তপশিলী জাতির তালিকাভুক্ত করা হয়েছে, তার মধ্যে ৩০টি জাতি আমাদের ত্রিপুরাতে বসবাস করেন আর বাকী ৭টি জাতি ত্রিপুরাতে বসবাস করেন না। এখন এই ৭টি জাতি কোথা নিপুণরায় বসবাস করেন না, জানা যাবে মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

ঐহরিচরণ চেধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে ৩০টি জাতি এখানে বসবাস করে আমি তাদের নাম বলব—(১) বাগ্‌দী, (২) ভূতগালি

ডাঃ বিনোদ বিহারী দাস :—স্বাঃ, যাবা এখানে বসবাস করেন না, আমরা শুধু তাদের নামটাই চাই।

ঐহরিচরণ চেধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোন্ কোন্ জাতি বাস করছে আর কোন্ কোন্ জাতি বাস করছে না, তার আলোচনা কোন হিসাব আমার কাছে এখন নেই।

শ্রীমতী চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এটা অবগত আছেন কি যে যে হিন্দুস্থানী সিন্ধি বাবা এখানে আছে তারা অন্যান্য রাজ্য থেকে এসেছে এবং তাদের মধ্যে বড় জাতি আছে যারা সেখানে 'সিডিউল্ড কাস্ট' অর্থাৎ আমাদের এই রাজ্যে তারা 'সিডিউল্ড কাস্ট' বলে স্বীকৃত নন।

ঐহরিচরণ চেধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা বস্তুতঃ আমাদের জানা নেই।

শ্রীমতী চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যদি এতটুকু লিখে দেওয়া হয় যে তারা অন্যান্য রাজ্যে 'সিডিউল্ড কাস্ট' অর্থাৎ এখানে 'সিডিউল্ড কাস্ট' বলে স্বীকৃত হন নি, বিশেষ করে চা বাগানের শ্রমিক হিন্দুস্থানী বাবা আছে, তাদের মধ্যে, তাদেরকে এই 'সিডিউল্ড কাস্টের' তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার জন্য চেষ্টা করবেন কি ?

ঐহরিচরণ চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সব ভা'ত যদি এখানে থেকে থাকে, তাহলে নিশ্চয়ই সেটা বিবেচনা করা হবে।

শ্রীমূল চন্দ্র দত্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, 'ত্রপু'রায় বসবাসকারী শ্রমিকের অথবা বাণিকের সম্প্রদায় যারা আমাদের পার্শ্ববর্তী রাজ্যে তপশিলী বলে স্বীকৃত তাদেরকে এখন পর্যায়ক্রমে রাজ্যে তপশিলী জাতিভুক্ত করা হল না, কেন জানাবেন কি?

ঐহরিচরণ চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পার্শ্ববর্তী রাজ্যে এই রকম আছে কিনা, আমার কাছে সেই রকম কোন তথ্য নাই। তবে আমাদের এখানে নাই।

শ্রীশঙ্কর চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, 'ক'এর শ্রমিকের কমিউনিটি থেকে তপশিলী জাতির লিষ্টটাকে বিভাজিত করে তাদেরকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য কোন বিশেষজ্ঞ-টেশন তাদের কমিটি থেকে সরকারের কাছে দেওয়া হয়েছে কি না?

ঐহরিচরণ চৌধুরী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা আমার জানা নাই।

শ্রীবাল্লভ নিকার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, যে ৩৭টি জাতির নাম দিলেন তারা কবে তপশিলী জাতির তালিকাভুক্ত হয়েছিল জানাবেন কি?

ঐহরিচরণ চৌধুরী :— ১৯১১-১৬ ইং সনে তারা তপশিলী জাতিভুক্ত হয়েছে।

শ্রীমূল চন্দ্র দত্ত :—শ্রমিকের অথবা বাণিকের সম্প্রদায় আমাদের পার্শ্ববর্তী রাজ্যে তপশিলীভুক্ত আছে, অথচ আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে নাই এবং আমি জানি যে এই সম্প্রদায় বিভিন্ন সময়ে তাদেরকে তপশিলীভুক্ত করার জন্য সরকারের কাছে আবেদন করে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কাজেই পার্শ্ববর্তী রাজ্যে যদি থেকে থাকে, তাহলে আমাদের এখানেও তাদেরকে ইনক্লুশন করার ব্যবস্থা করবেন কি না, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আমাদেরকে জানাবেন কি?

ঐহরিচরণ চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই রকম যদি থেকে থাকে, তাহলে নিশ্চয়ই সেটা বিবেচনা করা হবে।

শ্রীবিনয় ভূষণ ব্যানার্জী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই কাউন্সে শ্রমিকের সম্প্রদায়কে তপশিলীভুক্ত জাতি করা হবে বল অনেকবার বলা হয়েছে এবং এই সম্প্রদায়ের থেকে বাণিকের মতো পরিষদ বা সরকারের কাছে দাবী রাখা হয়েছে আর তাই আমরা বিভিন্ন সময়ে প্রশ্ন করেছি এবং উত্তরে বলা হয়েছে যে তাদের কথা বিবেচনা করা হবে এবং আজকেও আবার বলা হচ্ছে যে বিবেচনা করা হবে। কাজেই আমি জানতে চাই তাদের কত শীঘ্র তপশিলী জাতি হিসাবে তালিকাভুক্ত করা হবে?

শ্রীসুখমল্ল সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা সম্পর্কে গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়ার দৃষ্টি সাক্ষরণ করা হয়েছে এবং এখান থেকে ক্রিয়ায়েন্স এলে গরু সেই ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

Shri Bajuban Riyan :—মাননীয় মহাশয় জানাবেন কি ১৯৬৭ সাল থেকে :১-
সাল-এর মধ্যে এছ ৩৭টি জাতির লিঙ্গ সংশোধন করার ক্ষমতা ত্রিপুরা সরকার কেন্দ্রীয় সরকার
কর্তৃক সংশোধিত লিঙ্গ দাখিল করেছেন কি না ?

শ্রীহৃদয় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এহ সম্পর্কে আগেই বলা হয়েছে (ইন্টারপ্যান)

শ্রীবাছান স্মিতা :—আমার প্রশ্ন হচ্ছে সংশোধিত লিট কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে স্থপারিশ করা হয়েছে কি না ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এহ সম্পর্কে যেহেতু আমার সামনে কাগজ পত্র নাই—আমি যতদূর স্মরণ করতে পারি ১৯৬৭ সালেই পার্থান হয়েছিল এবং সেটা পার্লামেন্টে আন করার অপেক্ষায় ছিল। তখন ইন্ডিয়ান টেরিটরি ছিল বলে পার্লামেন্টের আর্টনের অপেক্ষায় ছিল। কাগজপত্র আমি র সামনে নাহ আমি যুব ডেফার্মেন্টে বলতে পারছি না। তবে আমি এহ কথা বলতে পারি ১৯৬৭ সালেই পার্থান হয়েছিল। এখন পর্যন্ত পার্লামেন্ট থেকে কোন আর্টন হয় নাহ। তারপরে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। এখন ট্রেট হয়েছে এখন ৩৩ ভাড়া ভাড়া হয়ে যেতে পারে।

শ্রীমৎসুদন দাস : মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, আমরা জনপ্রতিনিধি, কারা সিডিউল্ড কাস্ট, কারা সিডিউল্ড কাস্ট নয় সেই সব সার্টিফিকেট আমাদের হস্ত্য করতে হ। আমি মাননীয় মন্ত্রীকে জানাতে চাচ্ছি যে ৩৭টা জাতি তার মধ্যে করা কারা সিডিউল্ড কাস্ট তাদের নামের একটা লিট প্রত্যেক জনপ্রতিনিধির নিকট দেওয়া যায় কি না ?

মিঃ স্পীকার :—দিস ডিকোমেন্ট ইজ এক্সেসিবল, ইউ।

শ্রীঅনিল সন্নাকার : মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় আপনার কাছে কিছুকণ আগে বিয়েরী দলের নেতা বলেছিলেন যে পাশ্চাত্য রাষ্ট্রের মধ্যে যারা ওপারিশীক্স অথচ হিন্দুরা ওপারিশীক্স নয় তাদের ওপারিশ হিসাবে গণ্য করা হবে কিনা সেই সম্পর্কে আপনি বিবেচনার কথা বলেছিলেন। আমি সেই প্রসঙ্গে আমি ৩০টা হিন্দুজাতী ওতির নাম পড়ছি তারা হিন্দুরা আছে এই সম্পর্কে তাদের ওপারিশীক্স করবেন কি না ? আমি নামগুলি পড়ছি (১) কুম্বী (২) ভূমিক (৩) হুজুর (৪) বিন্দ (৫) ভাটওয়া (৬) হুজা, (৭) দশালী (৮) দেশাদ (৯) নুরগাহ (১০) বড়াহক (১১) কোচাই (১২) গোয়ালী (১৩) লোখা (১৪) লোয়ার (১৫) বেদিন (১৬) নাহকো (১৭) নায়ক (১৮) হুদীয়া (১৯) পাইক (২০) তেলোগা (২১) গাজ (২২) মাতোয়াল (২৩) পাশি (২৪) তুতী (২৫) বুনাঙ্গী (২৬) কর্মকার (২৭) নাগাচী (২৮) বাউড়া (কোদালদাস, বাল্মিকী দাস, (২৯) বিন (৩০) বেদিয়া—তাদের হিন্দুরা ওপারিশ হিসাবে গণ্য করবেন কিনা এই আধিক বহর থেকে ?

শ্রীমৎসু ৮৬নর্তী :—এর সব সমস্ত স্থযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত এরা এই প্রায় ৫০ বছর যাবত আছে।

শ্রীহৃদয় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় অত্যান্ত টেটে যে বেনিফিট আছে সেটা এহ টেটেও যাতে পেতে পারে সেজন্য সরকার বিবেচনা করবেন।

শ্রীঅনিল সর্দকার :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এই কাউন্সেল মধ্যে উপস্থিত হয়েছে—মন্ত্রবর্ষণ, মন্ত্রকর এবং অন্যান্য অনুরণ সঙ্গীতাদয় দীর্ঘকাল যাবত তপশিল সঠিক সম্পর্কে তারা রিপ্রেজেন্টেটশান দিয়েছে। এবং বলতে হয় অনেক সময় ইলেকশানে দাঁড়ানোর জগৎ জাল সাটফিকিট দিয়ে তপশিলী হিসাবে চালানোর ঘটনা গ্রহণযোগ্য আছে। কাজেই তারা যে সব রিপ্রেজেন্টেশান দিয়েছে তাবলম্বে তাদের তপশিল দৃষ্ট বরাবর জন্য এত আর্থিক ব্যয়ের চেষ্টা করা হবে কিনা। এবং ১০ বছর যাবত তপশিল দৃষ্ট করান জন্য স্বপ্ন দেখান হবে আসছে।

ভিত্তি মোহন দাশগুপ্ত :—যেহেতু এই বিষয়ে অনেক জটিল মাদ প্লেগিয়েটেড সেজনা এত ব্যাপারটা ভাঙা ভাঙে করার জন্য ত্রুটি সর্বত্র থেকে এম, এল, এ, দেব নিয়ে একটা কমিটি করে এত সমস্তার সমাপনের চেষ্টা করা হবে এত একমুখী এন্ডোবন্স মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় দিতে পারেন কিনা?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা যখন গভর্নমেন্ট অব ত্রিপুরা কাছ দিয়েছে সেটা সম্পর্কে আস্ততঃ কোন কমিটি করার প্রয়োজন হবে না এটা যখন ভাঙা ভাঙি করা হয় সূচনা তর্কিত দেওয়া সরকার সারা অমর্য্য করবে।

শ্রীতরুণ মোহন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, মন্ত্রবর্ষণ, মন্ত্রকর তাদের নামগুলি ইনক্লুড করার জন্য গভর্নমেন্ট অব ত্রিপুরার কাছে অলরোড প্রপোজাল গিয়েছে এটিটা কি দ্বন্দ্ব আমার এই কথার ধরা? অর্থাৎ মন্ত্রকর, মন্ত্রবর্ষণ এবং অন্যান্য এর কাছে অলরোড রিপ্রেজেন্টেশান দিয়েছে তাদের ১০ ইনক্লুড করার জন্য গভর্নমেন্ট অব ত্রিপুরার কাছে অলরোড রিকমেন্ডেশান গিয়েছে।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এত সমস্ত আগেরই বলেছি আমার সামনে কাগজ পত্র না থাকার জন্য কে নুবে নু লিষ্ট পাসিন করতে বলতে পারছি না। যদি বাদ পরে থাকে তাহলে তাদের ইনক্লুড করে তখন প্রপোজাল দেওয়া হবে।

শ্রীভিত্তি মোহন দাশগুপ্ত :—এই যে নামগুলি আছে সেগুলি অন্যত্র বলছে ইনক্লুড করে তার সবক'রের কাছে প্রপোজাল দেওয়া হবে এই কি, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলতে চান? এবং যদি এগুলি সরকার নিজেই করতে পারেন তাহলে ত্রিপুরা সরকার অবলম্বে করবেন কিনা? যদি তাবত সরকারের কাছে পাঠানোর প্রয়োজন না পড়ে যদি ত্রিপুরা সরকার ইনক্লুড করার ক্ষমতা থাকে তাহলে ত্রিপুরা সরকার অবলম্বে করবেন কিনা?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা কনসিটিউশনাল প্রতিশানের কথা। আমি আগেই বলেছি প্রসিডেন্টের কাছে যেতেই হচ্ছে লিষ্ট করার জগৎ। কাজেই সেখানে পাঠাতে হবে।

শ্রীঅনিল সর্দকার :—মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ের কথা বলেছেন সেটা পুরানো কথা। মাননীয় ভিত্তি দাশগুপ্ত মহাশয় যে সার্কুলারের কথা বোঝার করলেন যেটা প্রস্তুত হয়েছিল কাউন্সেল সেটা পরবর্তী কালের কথা। সেই সার্কুলারে আছে পার্শ্ববর্তী কোন রাজ্য কোন জাতিকে তপশিল দৃষ্ট করে যে সব সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয় তাহলে পার্শ্ববর্তী রাজ্য নিজেরাই

পারে এবং সেই এক্সপ্লোজিভ চার্জি ম্যাননীয় মধ্যমস্তর কাছ । এবং স্ফাকার মুহোদয়, যদি নিম্ন কক্ষতা মধ্যমস্তর বা ত্রিপুরা সরকার কর্তৃক পারেন তাহলে তাঁরা করবেন কি না ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রত্যেকটা স্টেটের জন্য আলগা আলগা লিষ্ট আছে । সেইটা প্রেসিডেন্টেব, অন্তত কনষ্টিটিউশনাল প্রতিশ্রুতি যা আছে সেটায় দ্বারা যা বুঝা যায় এটিটা সাকুলারের দ্বারা এই প্রতিশ্রুতির কোন তেরনের হয় বলে আমি জানি না । সেই জন্য আমি বলছি যে প্রত্যেকটা স্টেটের জন্য প্রেসিডেন্টকে অথবা নিম্ন লিষ্ট এটিটা হয়ে থাকে । কাজেই আমাদের এত বাজেটের জন্য নতুন কোন লিষ্ট যদি করতে হয়, এক্সপ্লোজিভ করতে হয় তাহলে সেই লিষ্ট ইনক্লোডেড হবে বাঃ দি প্রেসিডেন্ট ।

শ্রীতড়িতমোহন দাশগুপ্ত :— স্যার, আমি বলছিলাম যে আপনারা এই ব্যাপারটা একজামান করে দেখাবেন কি না ? আপনারা দেখে এক্ষণে ভাবত সরকার কোন চিঠিতে দিয়েছেন কিনা এবং যদি দিয়ে থাকে তাহলে সেটা হবে কি না ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি পারবার বলছি এত কথা যে কনষ্টিটিউশনাল প্রতিশ্রুতি যেটা রয়েছে সেটা আমরা তাতে দণ্ডার প্রশ্ন উঠে না । কনষ্টিটিউশনাল প্রতিশ্রুতি যেখানে পরিকল্পনা মেনশন করা হয়েছে যে প্রেসিডেন্ট ছাড়া এই লিষ্ট প্রাপ্ত করতে পারে না সেখানে আমরা কোন অবস্থাতেই অগ্রসর করতে পারেনা না ।

শ্রীতড়িতমোহন দাশগুপ্ত :— স্যার, আমি বলছি যে প্রেসিডেন্ট হয়ে অলরেডি গিভেন । ইজ কনসেন্ট ইন রফার্টে অব এ পারটিকুলার স্টেট । এবং আর একটা স্টেট আছে বাংলাদেশ, প্রেসিডেন্ট অলরেডি দিয়েছেন বলেও শ্রীবাংলাদেশ যন্ত্রপাতি বাজা যদি এটা সুযোগ নিয়ে অন্তর্ভুক্ত করে কিছু দিতে পারবে সেটা অ্যাকসপেন্ডেবল আছে তার বিনিফিটটা দেখেন কিনা ? সেইটা ভালো জিজ্ঞাসা । গভর্নমেন্ট অব ঢাকা এত ক'র বিনিফিটটা প্রত্যেক স্টেটের কাছে দিয়েছেন সেটা দেখেন কিনা । সেটা ভালো প্রশ্ন ।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এত রকম যদি ঢালাও হয় প্রেসিডেন্ট দিয়ে থাকেন আমরা সেটা জানা নই । তবে আমি দেখাবো ।

শ্রীমৃণাল চক্রবর্তী :— সাপিমেন্টারি স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানবেন কি যে মাননীয় সদস্য তড়িতমোহন দাশগুপ্ত যে ডাইরেকটিভের কথা বলেছেন সেই ডাইরেকটিভ সেই সরকারের পক্ষেই আছে কিনা ? এটিটা সেট ডাইরেকটিভে এমন কথা আছে কিনা যে যদি কোন রাজ্য বিকগনিশন দেওয়া হয়ে থাকে এই রাজ্য থেকে বিকগনিশন দেওয়া যেতে পারে এই রকম কোন ডাইরেকটিভ আমাদের রাজ্য সরকারের পক্ষেই আছে কিনা ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সম্পর্কে আমি দেখতে পারি যে আমাদের কাছে আছে কিনা আমি দেখে বলতে পারি । তবে কনষ্টিটিউশনাল প্রতিশ্রুতি যা আছে তাতে প্রেসিডেন্টকে, এখন আমরা করে দিলেই যে এটিটা প্রেসিডেন্টের আওতাভুক্ত হয়ে গেল কিনা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না ।

শ্রীমল্লীল দত্ত :— স্ত্রাব, এইটা অত্যন্ত পবিত্র আশংক যে পার্শ্ববর্তী রাজ্যে যে লিটু ১৯৭৪ে আমি আসামের কথা বলেছি, মিজোরামের কথা বলেছি এই সব রাজ্যে প্রেসিডেন্টের আওতা-ভেদে নওয়া হয়েচে। কাজেই প্রেসিডেন্টের আওতাভেদে যদি এই জায়গায়, প্রেসিডেন্টের আওতাভেদে এই সব রাজ্যে পেয়েচে এবং সেটাকে এই রাজ্যে কার্যকরী করা সেই বখাটাই আমরা চিন্তা করছি, আমি লিটু দেখেছি। আসাম, মিজোরাম এইসব ইট ত্রা বা সিডিউল কাটের ভুক্ত। এইটা একটা অ্যাক্টেশন করা বা এড রকম যে সব সম্প্রদায়ের কথা বলা হলো জালাল নট ইত্যাদি তাদেরকে এই রাজ্যে সেই সুযোগ সুবিধা দেওয়া। এটাই জনা আমরা যে সাকুলারের কথা উল্লেখ করছি সেই সাকুলার আছে এবং মাননীয় মন্ত্রী মতোদয় যদি একটা কষ্ট করে দেখেন নাহলে সেই সাকুলার পাওয়া যাবে।

শ্রীমদয় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মতোদয়, আমি আগেই বলেছি যে যদি এই রকম কোন সাকুলার থাকে তাহলে আমি একটা দেখবো।

শ্রী মুপেন্দ্র চক্রবর্তী : সার্টিফিকেট স্ত্রাব, মাননীয় মন্ত্রী মশায় এইটা পরীক্ষা করে দেখবেন কি না যে যদি এখানে একটা ডাইরেকটিভ কেন্দ্রীয় সরকার দিয়ে থাকেন 'নশনাল কনসিটিউশনাল প্রভিশন'কে অ্যাকসপন করে দিয়েছে, এমন একটা নির্দেশ নিশ্চয়ই দেন নি যেটা জন ভায়লেশন টু দি প্রভিশন অব দি কনসিটিউশন। কাজেই কেন্দ্রীয় সরকার যদি এই রকম নির্দেশ দিয়ে থাকেন যে পার্শ্ববর্তী রাজ্যে যেটা স্বীকৃত সিডিউলড কাস্ট সেটাই এই রাজ্যেও তাদেরকে সেই সুযোগ সুবিধা দেওয়া যাক তাহলে মনে করতে হবে যে উদ্দেশ্য দি কনসিটিউশনাল ফ্রেন্ড ওয়ার্ক এই ডাইরেকটিভ দেওয়া হয়েছে এবং সেই ডাইরেকটিভ থাকা মানবেন কি না ?

শ্রীমদয় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মতোদয়, আমি আগেই বলেছি যে আমি যদি দেখি যে এই রকমভাবে কনসিটিউশনাল সেই অধিকার আমাদের দেওয়া হয়েছে এর মধ্যে কোন এক অসুবিধা নেই তাহলে করতে গেছে তবু আপত্তি হবে না।

শ্রী অজয় বিশ্বাস :— সার্টিফিকেট স্ত্রাব, মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে মন্ত্র বর্ণন আমাদের এখানে সিডিউল কাস্টের লিটে থাকা হয় না। তা যদি থাকা না হয় তাহলে তেলিয়ামুডাতে দাঁড়িয়েছেন বরফ মন্ত্রবর্ণন তিনি সিডিউলড কাস্ট হিসাবে দাঁড়িয়েছিলেন ? এইভাবে মন্ত্রবর্ণন সিডিউলড কাস্ট হিসাবে দাঁড়ালেন কি ভাবে ?

মিঃ শীকার :— অনাব্যবহাল মেম্বার, ইজ ইট রিলেভেন্ট টু দিস কোয়েশ্চন ? আট বিক ষাট ইজ নট রিলেভেন্ট টু দিস কোয়েশ্চন।

শ্রীমদয় সেনগুপ্ত :— সার্টিফিকেট স্ত্রাব, কথা কারা সিডিউল কাস্ট এটার পবিত্র চিত্র ত্রিপুরা সরকারের কাছে নাই এই জগৎ লোক গণনায সিডিউল কাস্টের সংখ্যা খুব কম দেখানো হয়, এটা মাননীয় মন্ত্রী মশায় হাকার করবেন কি না ?

মিঃ শীকার :— অনাব্যবহাল মেম্বার আপনি যে প্রশ্ন করেছেন এইটা হবে কোয়েশ্চন অব ফ্যাক্ট। আট বিক ইট কেন নট বি এ সার্টিফিকেট কোয়েশ্চন। **শ্রী কালীপদ ব্যানার্জী :**

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশান নম্বর ১৬২।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোয়েশান নং ১৬২।

প্রশ্ন

ক) সাবরুম মক্ফুমার বৈশ্ববন্দ্যে একটি চিকিৎসালয় খোলার বিষয়ে সরকার কোন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কিনা ?

খ) ক-এর উত্তর হ্যাঁ হইলে কবে পর্য্যন্ত খোলা হইবে ?

গ) ‘ক’ এর উত্তর না হইলে কারণ কি ?

উত্তর

ক) না।

খ) পশ্চ উঠে না।

গ) সীমিত সম্পদের পৰিপ্ৰেক্ষিতে সম্ভব হয় না।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— স্যার, আমি তো কিছু বুঝলাম না। উনি বলেছেন যে না, প্রশ্ন উঠে না, আর তারপর বলছেন যে সীমিত টাকা পয়সা নাই সেই জন্য। এহুটা একটা উত্তর হলো? আমি জিজ্ঞাসা করেছি যে ওখানে ডাক্তারখানা খোলা হবে কিনা? উনি বলবেন হ্যাঁ বা না এবং একটা বারও দেখাবেন যে কি কারণে সেখানে খোলা হবে না। যদি টাকা না থাকে তবে সেখানে সরকার খোলার চিন্তা করবেন কি না ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা এহুটা ফিফ্ থ প্রেলে দেখবো।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— ফিফ্ থানে কত জায়গায় হবে, কত জায়গায় ডাক্তারখানা ফিফ্ থ প্রানে হবে? এটা ডাক্তারখানা কোন জায়গায় হবে? এবং মাননীয় মন্ত্রী মশায় স্বীকার করবেন কি না যে এহুটা একটা ট্রাইবেল অধ্যুষিত জায়গা এবং তার আশেপাশে কোন ডাক্তারখানা নেই?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সাবরুম হাসপিটাল থেকে বৈশ্ববন্দ্য প্রায় ৭/৮ কিলোমিটার।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি জানতে চাইছি, এখানে কোন ডাক্তারখানা নেই। এহুটা একটা ট্রাইবেল অধ্যুষিত এলাকা; তার কাছাকাছি কোন ডাক্তারখানা নেই। সেই পরিস্থিতিতে এখানে একটা ডাক্তারখানা হওয়া উচিত সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় স্বীকার করেন কি না ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— এটা পরবর্তী সময়ে চিন্তা করে দেখা হবে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এটা চিন্তার কথা নয়। মাননীয় মন্ত্রী তার উত্তরে হ্যাঁ বা না বলুন।

শ্রীমনোৱঞ্জন নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বৈষ্ণবপুৰ তহশিলে ৩৫৩০ লোকের বাস। সধাৰণতঃ প্ৰতি ১০ ভাৰ্জাৰ পপুলেশ্যনে একটা ডিসপেনসাৰী দেওয়া হয়। এটা তহছে নিহয়।

শ্রীনৃপেন্দ্ৰ চক্ৰবৰ্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, অবগত আছেন কি যে সমগ্র পূৰ্ব সাবৰূমে কোন ডাক্তাৰখানা নেই?

শ্রীমনোৱঞ্জন নাথ :— পঞ্চম পৰ্য্যায়িক পবিকল্পনায় অনাভ জাৰ্জাৰ সংগে এই জাৰ্জাৰ কথাও বিবেচনা করা হবে।

Mr. Speaker :— The question hour is over. The Ministers may lay on the Table of the House the replies to the Unstarred Questions and also the Starred Questions which were not answered orally.

অন্যাবাবল মেম্বাৰস', গতকাল মাননীয় ডিপুটি স্পীকাৰ মহাশয় যখন প্ৰিসাইডিং অফিসাৰ হিসাবে কাজ কৰিছিলেন, তখন সেক্ৰেটাৰীৰ পজিশ্যন এবং কনভেনশ্যন সম্পৰ্কে প্ৰশ্ন উঠেছিল। প্ৰশ্ন কৰেছিলেন বিৰোধী দলেৰ নেতা মাননীয় শ্রীনৃপেন্দ্ৰ চক্ৰবৰ্তী মহাশয় এবং বিৰোধী দলেৰ মাননীয় সদস্য শ্রীঅনিল সরকার মহাশয়। এই বিষয়ে আমাৰ মনে তহছে ৰিগাৰ্ডিং ফাংশ্যন এণ্ড পজিশ্যন অব দি সেক্ৰেটাৰী আমাদেৰ ধাৰণা কিছুটা অস্পষ্ট, সেই জন্তুই মাননীয় সদস্যেৰ কাছে সেক্ৰেটাৰীৰ পজিশ্যন এবং ফাংশ্যন সম্পৰ্কে আভুকে আমি ক্লিং দিতে চাই। সেক্ৰেটাৰীৰ যে পজিশ্যন, সেটা একটা আনডউজ্যাল পজিশ্যন। হিজ পজিশ্যন ইজ এ ভেৰী ইম্পৰ্টাণ্ট পজিশ্যন। পাৰ্লামেন্টাৰী প্লেবটিংসে আছে—"The Secretary is the adviser to the Speaker in the matter of exercise of all the powers and functions that belong to the Speaker and to the House through the Speaker. This is very responsible and respectable position. কাজেই এই সম্পৰ্কে আমি মাননীয় সদস্যেৰ কাছে আমাৰ ক্লিং উপস্থিত কৰিছি

Recently I have noticed a tendency of some of the Members questioning the functions and authority of the Secretary of the Assembly. Here, I would like to give in brief the position and the function of the Secretary of Assemblies. Secretary is responsible for the efficient and proper working of the House. He acts under the authority and in the name of the Speaker. Secretary is the person who can advice the Speaker regarding interpretation of rules and also precedents and previous ruling of parliamentary authorities etc. His functions are broadly classified in two categories.

Parliamentary and Administrative. In functioning in Parliamentary character Secretary occupies a seat below the dias of the Speaker in the Chamber of the House in order to be constantly available for consultations. During discussion in the House now facts emerges and now information comes forth. In the light of such circumstances it is the duty of the Secretary to immediately advice the Presiding Officer regarding what rules would be attracted so that Speaker may give prompt ruling.

Beside this Secretary's advice is available to all Members who seeks any clarification and interpretation of rules of Procedure and Parliamentary Convention etc. He, however, never volunteers advice unless sought for. Secretary's Parliamentary duties are laid down in the rules but many others are performed by practice and convention. He is also responsible for arrangement of Government Business in such order as the Speaker may determine and preparation of List of Business etc. In his capacity as Secretary of House he enjoys certain privileges. If anybody obstructs him in execution of his duties, it amounts to contempt of the House.

Lastly, Members may please take note that the Secretary is answerable only to the Speaker and his actions cannot be discussed either inside or outside the House.

In view of above position, I expect the members to allow us to follow the above Parliamentary practice.

মিঃ স্পীকার :—আবেদনটা কথা বলার ছিল, সেটা বলতে ভুলে গিয়েছিলাম। যে স্পীকার যখন কথা বলেন তাউসে বা কলিং দেন, তখন স্পীকারের মাইক ছাড়া অন্যদের মাইক অফ থাকে। গাট ইজ ইনসট্রাকশান গিভেন টু দি অপারেটরস। মাননীয় সদস্য শ্রীসরকার বলেছিলেন যে আমরা যখন কথা বলি তখন আমাদের মাইক অফ করে দেওয়া হয়। হোয়েন দি স্পীকার স্পীকস অব গিভস ডিজ কলিং এট গাট টাইম অ দাওস মাইকস ফেপট অফ। তার উদ্দেশ্য হচ্ছে, স্পীকার অড বিচার্ড টেন সাইলেন্স।

শ্রীঅনিল সঙ্গর :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সমর বাবু যখন কথা বলছিলেন, তখন মাইক চলছিল। কিছুক্ষণ পর সেক্রেটারী ইদিকে গেলেন এবং মাইকটা বন্ধ হয়ে গেল। সেজন্য আমি বলেছিলাম।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আমি বিষয়টা বুঝছি। সেক্রেটারীর পজিশন এবং ফাংশান সম্পর্কে বলেছি এবং আমরা যে সমস্ত প্রেক্ষিটস অবজার্ড করছি সেটা বলেছি। আশা করি আমার বক্তব্য আপনারা বুঝেছেন।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আপনার কলিং আমি যতটুকু শুনেছি তার মধ্যে এক ভয়গায় আছে যদি এন্ডভাইস সীক না করা হয়, তাহলে তিনি তা করতে পারেন না।

মিঃ স্পীকার :—দিস ইজ ইন কেস অব মেম্বারস। হি ক্যান এসিট দি স্পীকর অন হিজ ওন।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—স্যার, আপনার কলি টা শুনেছি। সেই সম্পর্কে কোন প্রশ্ন তুলতে চাই না। কলি এর এক ভয়গায় বলেছেন আমি যদি ঠিক শুনে থাকি যে হি উইল অ্যাডভাইস ইক আন্ড ফর।

মিঃ স্পীকার :—মেম্বারসদের ক্ষেত্রে। কিস্ট ইন কেস অব স্পীকার হী ক্যান অ্যাডভাইস এনি টাইম। সেটা আছে আমি পার্লামেন্টারী প্র্যাকটিসে দেখেছি।

Mr. Speaker :— I have received a Calling Attention from Shri Samar Choudhury, M. L. A. on the subject—“গত ২০-৩১ ইং তারিখে সোনাভূড়া মতকুমার উত্তর নবদ্বীপ চন্দ্র নগরের জনৈক খলিল মিঞার অনাধারে মৃত্যু সম্পর্কে”।

I have given consent to the motion of Shri Choudhury to-day. I would now request the Hon'ble Minister-in-charge of the Department to make a statement today if possible. Otherwise, he will kindly give me a date on which this Calling Attention notice will be shown on the Order paper for a statement.

শ্রী স. পদ্ম সেনগুপ্ত :— মনোনীত অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগামী ৪ তারিখে উত্তর দেব।

Mr. Speaker :— Hon'ble Minister-in-charge will make a statement on the 4th of April, 1974.

ক্রীড়াধার্মন দেবনাথ : আমরা একটা শট নোটিশ হিসাবশন ছিল।

মিঃ স্পীকার :— আপনাদের গুট, আমার বিবেচনায়ীন আছে।

Mr. Speaker :— Today, for discussion of the Demands for grants total 220 minutes have been allotted. Of these 120 minutes for Ruling Party and 90 minutes for the Opposition. Of course I shall request the Ministers concerned to move all the demands for grants at a time and the cut motions of these members who are present in the House will be taken as moved,

Now, I would request the Hon'ble Ministers to move the Demands standing on their names

Shri Sukhamoy Sengupta :— Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Governor I beg to move that a sum not exceeding Rs. 11.69,000/- exclusive charged expenditure of Rs. 46,000 - (inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the appropriation (Votes on Account) Bill 1974), be granted to defray the charges which will cum in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1975 in respect of Demand No. 1, Major Head 211—Parliament/State/Union Territory Legislature.

Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 10,45,000/- exclusive charged expenditure of Rs. 4,45,000/- (inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Votes on Account) Bill, 1974), be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1975 in respect of Demand No. 2, Major Head 213—Council of Ministers.

Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Governor I beg to move that a sum not exceeding Rs. 52,02,000/- (inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Votes on Account) Bill, 1974), be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1975 in respect of Demand No. 4, Major Head 220—Collection of Taxes on Income & Expenditure, 229—Land Revenue & 230—Stamps & Registration.

Mr. Speaker Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 6, 2,000/- (inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Votes on Account) Bill 1974), be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1975 in respect of Demand No. 5, Major Head—239—State Excise & 245—Other Taxes & Duties on Commodities & Services.

Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Governor I beg to move that a sum not exceeding Rs. 2,55,000/- (inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Votes on account) Bill, 1974) be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1975 in respect of Demand No. 6. Major Head—241—Taxes on Vehicles & 344 Other Transport & Communication (contribution to Postal Department).

Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Governor I beg to move that a sum not exceeding Rs. 36,68,000/- (inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Votes on Account) Bill, 1974), be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1975 in respect of Demand No. 9, Major Head 252—Secretariat General Services, 265—Other Administrative Services (Vigilance), 265—Other Administrative Services (Guest House) & 295—Other Social & Community Services (Celebration of Republic Day).

Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that sum not exceeding Rs. 47,55,000/- (inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Votes on Account) Bill-1974), be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1975 in respect of Demand No. 10, Major Head 253—District Administration.

Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Governor I beg to move that a sum not exceeding Rs. 6,43,000/- (inclusive of the sums specified on column 3 of the schedule to the Appropriation (Votes on Account) Bill, 1974) be granted to defray the charges which will come in course of payment

during the year ending on the 31st day of March, 1975 in respect of Demand No. 22, Major Head 283—Housing (House, sites minimum needs programme), 288—Social Security & Welfare (Re-settlement of landless Agricultural labourers), 288—Social Security & Welfare (District Soldiers. Sailors & Airmen's Board), 288—Social Security & Welfare (Settlement of Ex-Service men in Boarder areas) & 304—Other General Economic Services (Improvement of Important Markets).

Mr, Speaker Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 24,17,000/- (inclusive of the sums specified in column 3 of Schedule to the Appropriation (Votes on Account) Bill, 1974), be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on 31st day of March, 1975 in respect of Demand No. 24—Major Head 288—Social Security & Welfare (Civil Supplies & 309 Food and Nutrition.

Mr. Speaker :— Now cut motions are taken as moved. Hon'ble member may start their discussion.

শ্রীপুঞ্জ চক্রবর্তী :— শ্রাব, এখানে যতগুলি ডিমাপ্ত যুক্ত করা হয়েছে এবং সেগুলির মধ্যে যেসব কটি মোশান আছে, তাতে দেখছি যে প্রায় দিনের প্রায়ম এখানে দেওয়া হয়েছে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, যতটা করা যায়, সেটা তো হটুক। আর যেসব মেম্বারদের কটিমোশান এবং যারা কাউন্সে উপস্থিত আছে তাদের কটিমোশানগুলি যুক্ত হয়েছে বলে আমরা ধরে নিতে পারি। কাজেই এখন আমাদের আলোচনা চলতে পারে।

শ্রীঅনিল সরকার :— মাননীয় স্পীকার শ্রাব, আমার কটিমোশানটা হচ্ছে মুখ্য মন্ত্রীর প্রশ্ন ভাষার অপর সম্পর্কে। এটা ডিমাপ্ত নম্বার ট, আর মজর নং হল—১৩—কাউন্সিল অব মিনিষ্টারস। প্রশ্ন হল: আমি বলতে চাই যে ত্রিপুরার আর্থিক অসঙ্গতির কথা মন্ত্রীরা সব সময়ে বলে থাকেন এবং মুখ্য মন্ত্রীও এক জনসভায় বলেছেন যে আমি যত ঘন ঘন দিল্লী যায় কেন, কারণ আমি তো ভিক্ষারী কাজেই ভিক্ষা করবার জগ তিনি দিল্লীতে যান। কিন্তু তাঁর প্রশ্ন করার জগ দেখা যাচ্ছে এখানে ১৮ হাজার টাকা। আমাদের গরীব দেশের গরীব মুখ্যমন্ত্রী তিনি ভিক্ষা করবার জগ দিল্লীতে যান এবং গত ১৪ মাসে ১৪ বার গিয়েছেন আর তাঁর জম্ম ২০ হাজার টাকা খরচ হয়ে গিয়েছে। এছাড়া ত্রিপুরাতেও কত আছে এবং বিভিন্ন জায়গাতে গিয়ে দেখা যায় যে মুখ্যমন্ত্রীর জম্ম বা এই ধরনের অন্যান্য মন্ত্রীরাও ব্যতীত করেন, সেখানে প্রজাবর্গদের থেকে টাকা তুলে খাসী মাহ এমন কি বাংলাদেশ থেকেও আনতে হয়। এর উপর সরকারী খরচটা তো আছেই। কাজেই এটা হল ভারতীয় সমাজতন্ত্রের যে সমস্ত কমান্ডার আছে তাদেরকে নিয়ে এটা হল একটা অপচয় বা অপব্যয়। এবং আমরা লক্ষ্য করছি যে এই বছরটা হচ্ছে একটা ড্রাই ইয়ার, গ্র্যান্ডয়েক্টেবলের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে এখানে ছুতন করে গ্র্যান্ডয়েক্টেবল দেওয়া হচ্ছে না, যেহেতু ড্রাই ইয়ার, ইকনোমি কাট করা হচ্ছে। পক্ষম পক্ষ বিনীতি পরিকল্পনা সম্পর্কিত এতটা হাস্যকর হল, কিন্তু সম্মানেও দেখা যায়

যে বিবেচনা করা হবে। আসলে অর্থ নীতিগতভাবে কাট হয়ে গিয়েছে। তবু এদের ভ্রমণ করতে হবে, এবং এটা হচ্ছে একটা বিলাস। আমরা যেমন আগে—গত বাজেট সেসোনে দেখেছি যে মন্ত্রীদের জন্য বাবিস কেন হচ্ছে, পা-পোস কেনা হচ্ছে, পর্কা কেনা হচ্ছে, বাড়ী সাজানো হচ্ছে এবং তাদের জন্য প্রজেক্টর আনা হচ্ছে ইত্যাদি ইত্যাদি। কারণ তারা সব গরিবী হঠানোর যুগে সমাক্তত্বের মন্ত্রী। এবং পরে শুনিছি ত্রিপুরার উন্নয়নের জন্য তাদের কলকাতাতে বাড়ী লাগে, দিল্লীতে বাড়ী লাগে, আশার একটা বাড়ীতে চয না, দুইটা বাড়ী লাগে। আর সেজন্য এক আধ লক্ষ টাকা নয়, লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করতে হচ্ছে। এরপরে ওদের যে ভ্রমণ ভাতা এবং যতবার তিনি দিল্লীতে যান, ততবার দমদমে গিয়ে একটা করে বক্তৃতা দিয়ে যান এবং সেখানে গিয়ে বলে যান যে ত্রিপুরাতে চাউলের কে, জি, ১০ পরিসা, ত্রিপুরার জন্য আর সবার তেল আনাতে হবে না, ত্রিপুরাতে সমস্ত বকমের উন্নতি হচ্ছে, ত্রিপুরাতে পাট কল হচ্ছে। অর্থাৎ এমন সব কথাবার্তা সেগুলি ত্রিপুরার জনজীবনে কোন সময়ে কার্যকরী হবে না, সেগুলিই তিনি বলাব জন্য সেখানে যেতে নেন ওয় ঐ গংগার পাড়ে যেখানে সিদ্ধার্থ রাজ্যের এলাকা ঐ দিল্লী পর্য্যন্ত। কাজেই ঐ ঐ পুণ্ড্রীয় যত বোগাস বাণীতে শুনে থাকি, আনন্দবাজার—বাজারী সংবাদপত্রেগুলিতে পাড়ে থাকি, সেগুলি নাকি দমদমে এসে রিলিজ হয় যে ত্রিপুরার জন্য পাটের কলেব পার্মিশান এসে গিয়েছে। কিন্তু এখন দেখছি ঐগুলির কিছুই হচ্ছে না। কাজেই মুখ্যমন্ত্রীর জন্য ঐ যে কাজেট ১৮ হাজার টাকা ভ্রমণ ভাতা, এতে তার কুলাবে না। এবং এখন যে অবস্থা প্রতি মাসে দুই তিনবার ভেতে হবে, কারণ কোম্পল এত বেড়ে গিয়েছে যে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীকে পর্য্যন্ত তাঁর বিনা মেঘে বজ্রাধাতের মত এখানে ছুটে আসতে হয়েছে। কাজেই অবশ্যই আফিসের খবর বড় খার, তাই বলছিলাম যে টাকার বাজেট করা হচ্ছে তাও কুলাবে না। গত বাবের বাজেটেও নিশ্চয় এক টাকা ছিল না, তার চাইতে অনেক বেশী টাকা লেগেছে। সংকট দিন দিন বাড়ছে। গোটা দশতবর্ষের মধ্যে আমরা যেটা লক্ষ্য করছি সব জায়গাতেই সংকট, মন্ত্রাসভাগুলি একর পর এক ভাঙছে, মাননীয় মন্ত্রীদের দোঁড়কাপ চলছে এবং আমাদের মুখ্যমন্ত্রী গত এক বছরে যা করলেন, তাতে দেখা যাচ্ছে তিনি একজন ফ্রাইং চীফ মিনিষ্টার এবং তার যে টকিং বন্ধ যেটা আমরা শুনেছি সেই টকিং বন্ধটাকে বিভিন্ন জায়গাতে সফট করে মাত্রের কাছাকাছি গিয়ে অনানোদ অন্ত এই বরাদ্দ। কাজেই এটা হচ্ছে অপচয় এবং আমাদের গরিবী হঠানোর যুগে যে সমস্ত গরিবী হঠানোর মন্ত্রীরা আছেন তাদের তেল, গাড়ী বাড়ী সবকিছু দেওয়ার পরেও এই যে ভ্রমণ ভাতা, এটা আমাদের উপর একটা ওভার ট্যাক্সেশান চাডা আর কিছু নয়, সেজন্য আমি এটার প্রতিবাদ করি।

শ্রীমতী চৌধুরী :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি ডিমাণ্ড নাখার ফোরে আমরা কাট মোশান সুত্ব করেছি সেটা হচ্ছে—সমীক বকেয়া খাজনা মকুব ও সাড়ে সাত কাশি পর্য্যন্ত জমির রাজস্ব রহিত সম্পর্কে ব্যবস্থা না থাকায়। মাননীয় ডিপুটি স্পীকার স্যার, ১৯৬০ সালের ভূমি আইনের ২১ ধারায় আছে খরা, বন্যা, অতি রষ্টি অথবা দৈব দুর্ঘটনার জন্য যদি কৃষকের কসল হানি হয়, তাহলে পর তাদের সম্পূর্ণ খাজনা মাফ দেওয়া হবে। আমরা রাজ্যপালের

ভাষণ পেরেছি এখানে। আমাদের মন্ত্রীদের ভাষণও শুনেছি। অর্থ মন্ত্রী নিজের বাজেট ভাষণে তিনি বলেছেন ত্রিপুরাতে প্রচণ্ড খরা দৈবহুবিপাক, সাংঘাতিক অবস্থা। ইদানিং কালে আমাদের প্রধান মন্ত্রী এসেছিলেন ত্রিপুরাতে। তিনিও তার বক্তৃতায় সেই কথাটি টানলেন সারা ত্রিপুরার অবস্থা খুব করুন। দৈবহুবিপাক, সাংঘাতিক অবস্থা। কিন্তু এই বাজেটে দেখা যাচ্ছে খাজনা আদায় করার পুরোপুরি সাফায়া বাতিনী তৈরী করা হয়েছে। এবং খাজনা আদায় করার জন্য নোটিশও ছাড়া হয়ে গিয়েছে ইতিমধ্যে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার শ্রী, খাজনার নোটিশের তাগিদ এই সব ছাড়ুচেই গ্রামে গ্রামে কোথায় থরায় মৃত্যু অসহায় অবস্থা— আর এইবার অবস্থা কি বাম্পার দাপ ? ৩০ ভাগ ৪০ ভাগ ফসল নষ্ট হয়ে গেল। সেচের জলের ব্যবস্থা নেই কোথাও বৈশী জল ভরে আছে কোথাও জলের অভাব। নানা ভাবে ৩০ ভাগ ৪ ভাগ ফসল নষ্ট হল কোথায় সেই বাম্পার রূপের অবস্থা ? এইরূপ ভাবে সরকার প্রকিউরমেন্টের দান কালেকশান শুরু করেন। দানবীয় বৃত্তি নিয়ে—২ একর ৫ একরের উপর ক'জনের জমি আছে ? শতকরা ৭০ জনের বেশী লোকেরই ২ একরের নিচে জমি। এটি হচ্ছে অবস্থা। তাদের কাছ থেকে জোর জুলুম করে বে আইনী ভাবে তাদের কাছ থেকে দান প্রকিউর করে আনা হল চাল প্রকিউর করে আনা হল। জোর জুলুম করে বে-আইনী ভাবে সমস্ত দান চাল প্রকিউর করার জন্য গ্রামে গ্রামে পুলিশ লাগালেন সি, আর, পি, লাগালেন বি, এম, পি, লাগালেন তাহ উপর সরকারী কর্মকর্তারাও আছেন। তাদের গুণ্ডা বাহিনী জুরে দেওয়া চল। তারপরও এখন দেখা যাচ্ছে খাজনা আদায়ের জন্য প্রবল চাপ চলছে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, ১৯৬০ সালে এত ত্রিপুরা বিধান সভায় সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছিল। এই মঞ্জুরা এই বিধান সভার অবমাননা করছেন। বিধান সভায় সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছিল সাড়ে সাত কাণি পর্যন্ত জমি যাদের তাদের খাজনা দিতে হবে না, খাজনা রহিত হবে। ১৯৬৯ সাল থেকে আজকে ১৯৭৪ সাল এত বছর পার হয়ে গেল এখন পর্যন্ত সেটা সাড়ে সাত কাণি পর্যন্ত জমির খাজনা রহিত করা হয়নি। এটি সরকার করে নাই। এবং আরও বেশী খাজনা বাড়িয়েছে এই সময়ের ভিতর। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার শ্রী, আমরা সারা ভারতবর্ষে বিভিন্ন জায়গাগুলিতে কোন রাজ্যে আছে যে সাড়ে সাত কাণি পর্যন্ত জমির খাজনা নেয় ? পশ্চিমবঙ্গে নেই বিভিন্ন জায়গায় সারা ভারতবর্ষের কোথায় ? সাড়ে সাত কাণি পর্যন্ত জমির খাজনা আদায় করা হয় না রহিত হয়ে গিয়েছে। কিন্তু আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে ঐ সমাজতন্ত্রের রত্নরা ইন্দিরাজীর নাম করে সাত বাঁধ প্রণাম করেন সেইসব রত্নরা ইন্দিরাজীর নাম নিয়ে নিয়ে প্রগতিপন্থী, সমস্ত কৃষককে গরীব কৃষককে সর্বনাশের পথে ঠেলে দেওয়ার ভাড়া সাড়ে সাত কাণি পর্যন্ত জমির উপর খাজনা বহাল রাখা হয়েছে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার শ্রী, জমির খাজনা কিসের উপর হয় ? প্রকিউর অব এগ্রিকালচার, তার পেকেট সিদ্ধান্ত হতে পারে। সাড়ে সাত কাণি জমি কেন এই ত্রিপুরা রাজ্যে ১০ কাণি ১৫ কাণি মালিক যারা তাদের কতটুকু আয়। বছরে তাদের ৬ মাস তাদের বেশন কার্ড করে চলতে হয়। যাদের ৪ কাণি ৫ কাণি ৭ কাণি জমি আছে তাদের বছরের মধ্যে ৮ মাস বেশন কার্ডের চাল কিনে চালাতে হয়। বেশন কার্ড করে চাল কিনার ক্ষমতা নেই। গ্রামের

কৃষি মজুরের কাজ করতে হয় ৪ কাণি ৫ কাণি জমি যাদের। তাদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করা হচ্ছে। এখনও সাড়ে সাত বাণি পর্যন্ত জমির খাজনা মূল্য করা হয়নি। আইনের ২৫ ধারা অনুসারে আছে এগ্রিকালচারের প্রসিডার উপর খাজনা নির্ধারণের সিদ্ধান্ত হবে। ১০ বছর আগে ত্রিপুরা রাজ্যে খাজনা কিভাবে সিদ্ধান্ত করা হয়েছিল? ১০ বছর পাবে কয়েকটি গিয়েছে, কিসের ভিত্তিতে খাজনার হার 'স্বাস্থ্য' হয়েছিল। খাজনা'ও তবু সিদ্ধান্ত হয়েছিল কিসের ভিত্তিতে? বসন্তে পলেন উবা কোন ভিত্তিতে? কোন ভিত্তিতে? খেয়াল পূর্ণী'ও চারীদের সমস্ত কৃষকদের সমন্বয় করানো ব্যস্ততা করেছিলেন। আদ্যকও চালিয়ে যাচ্ছেন তারা। সার্ভে করা হয় না, সার্ভে করে সমস্ত খাজনা নির্ধারণের প্রস্তুতি আছে। আইনে আছে, উবা সেই খাজনা মানে না। আইনকে বেপরোয়া ভাবে জোর জবরদস্তি করে তত্তা করে ফেলে দেব খেয়াল পূর্ণী মত অ-কৃষক, যাদের সংগে জমির সম্পর্ক শুধু ভোগ করা শুধু হয়ে নেওয়া, জমি থেকে উদের দার্থ রক্ষার অব্যবস্থা করা হচ্ছে এত অবস্থা চলছে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার শ্রী, সারা নিপুণায় সরকারী হিসাব নং ১২ জন এগ্রিকালচারেল ইনকাম ট্যাক্স দেয়। সারা নিপুণায় ১২ নং উবা গৌরব পুষেছে যাদের কাছ থেকে এগ্রিকালচারেল ইনকাম ট্যাক্স নেয়। এই সভাতে মাননীয় বৈধ ন সভার সদস্য, জাব কত একর জমি আছে? কত ইনকাম ট্যাক্স দিয়েছেন বসন্তে পলেন? আমাদের দেওয়ান সাহেব, তার কত জমি? তার নিজের নামে তার ছেলের নামে? এগ্রিকালচারেল প্রডিউস, তিনি একজন এম, এল, এ. সত মায় নিচ্ছেন তার উপর বেনামিতে কত একর জমি দখল করেছেন। এক পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতার উপর ইনকাম ট্যাক্স দিয়েছে তিনি? নিপুণা বাজার বিভিন্ন জায়গায় জায়গায় আমাদের বিভিন্ন কংগ্রেসী এম, এল, এ. যারা জমি বেনামিতে করে জা' জবরদস্তি করে বিভিন্ন জায়গায় বসে আছেন তারা দেন গার্ডিটের উপর ইনকাম ট্যাক্স? তা করছেন না উবা, অ-কৃষকদের তারা পলেন না সারা সমস্ত জমি দখল করে বসে আছে তাদের পলেন না। টি গার্ডেনের কত বকেয়া পরে আছে লাক্ষা লাগ টাকা। টি গার্ডেন সমস্ত বে-আত্মা ভাবে সমস্ত জমি দখল করে বসে আছে, সার্ভে স্টেটলেমেন্ট থেকে বছরের পর বছর করে গিয়েছে স্টেট জমিতে কত দেওয়া হয় না। তাদের খাজনা নির্ধারণ হয় না। এক কোটি টাকার মত বকেয়া এটা বাগানের। আর, আমরা এই খাজনা আদায়ের ব্যাপারে কি দেখছি—খাজনা আর বাজনা সব সমান। খাজনা আদায় করা হবে কত? ৫১ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা। আর তার জগৎ খবৎ কত? তার বাজনা কত? ৫১ লক্ষ ৩৪ হাজার টাকা। কিসের জগৎ কি প্রয়োজন? এই খাজনা কেন মুক্ত করা হচ্ছে না? আর, কৃষি অর্থ থেকে কেটে কেটে খাজনা আদায় করা হচ্ছে দাদনের টাকা থেকে। ১০ টাকা মাত্র দাদন দিচ্ছে। ১০ টাকাও ধারে পায় না এমন অবস্থা খরার সময়। বাবা মা' গিয়েছে তার ছেলের নামে নোটিশ দিয়ে দাদনের টাকা থেকে আদায় করা হচ্ছে। তাদের জোব করে জবরদস্তি করে আটকে পর্যাঙ্ক রেখে দেওয়া হয়। আর, খাজনা আদায়ের জগৎ একজন এস, ডি, সি, কমলপুরের এস, ডি, সি, তেলিয়ায়ড়ার এস. ডি, সি. একজন কৃষককে আটকে রেখে দিলেন। সব পুলিশ সব দারোগা হয়েছেন। এই হচ্ছে অবস্থা। আর, পাটের দাম কৃষকেরা পেল না, ধানের দাম পেল না, ধান উবা প্রকটের করেছেন। চল ১৬ টাকা ১৭ টাকা, দামে

বিক্রী করতে তল, সমস্ত মহাজনরা ১০ টাকা ১২ টাকা ধার উদের কাছ থেকে জমি থেকে তুলে নিয়ে গেল। তাদের সঙ্গে পুলিশ পর্যাস্ত গেল। যোগেশ সাহা, আপনাবা বিশালগড়ের, পর পাইকায় সমস্ত বেড়িয়েছে একটার পর একটা ঘটনা, সেখানে মহাজন যোগেশ সাহা, তিনি তার সংগে পুলিশ নিলেন, সি, এস, এফ, নিলেন, নিয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুর ফেরা করে দাদনের সমস্ত মান আদায় করে আনলেন আর সেই সময়ে তিনি তুল দিচ্ছেন সরকারের গোড়াউনে, সরকারী দরে। লাভ করেছেন, মুনাফা করেছেন আর ঐ কৃষকদের উপর ঐ হুটকাণি, পাঁচ কাণি, মাত ক'ন ক'মির মালিক ঐ কৃষকদের উপর ঐ সরকারী পাজনা আদায়ের জন্য সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেছেন, সি, অ, র, পি, পাঠাচ্ছেন বি, এস, এফ, পাঠাচ্ছেন। আর, রেশন কার্ড দেওয়া হয় না। বণন কার্ড, সাপ্লাই প্রপুবা রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় রেশন পর্যাস্ত ওয়া কিনতে পারেন না ঐ যাদের কাছ থেকে ওরা খাজনা আদায়ের চেষ্টা করছেন। উপজাতি সমস্ত জুমিয়া, গর চুক্তি, আর, গর চুক্তি পাজনা দিয়ে যাদেরকে থাকতে হয় তাদের কাছ থেকে তারা পাজনা আদায় করতে অস্বীকার করে। লোকের জুমিয়া পুনরাসন হয় না। বছরের পর বছর তারা সরকারের কাছে দরখাস্ত করে বসে আছে তাদের পুনরাসন হয় না, তাদেরকে কোন জমি দেওয়া হয় না। এখান থেকে সেখান থেকে ঘুরাফেরা করে তাদেরকে জুম করতে হয়। আবার সেই জুম করতেও তাদেরকে বাধা দেওয়া হয়। তাদের কাছ থেকে জোর করে পাজনা আদায় করা হচ্ছে। এতে হচ্ছে অবস্থা। আর, গ্রামে গ্রামে এতে যে অবস্থা এতে অবস্থায় আমি আমার একটা কাটমোশন এনেছি, আমি দাবী করছি যে কেন্দ্রীয় পাজনা মাপ ঐ সাড়ে সাত কাণি পর্যাস্ত জমির রাজস্ব রহিত করা হোক ঐ দাবী রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডঃ শ্যামলাল :— শ্রীমতিবাম দেববর্মা। আপনাবা ক'ন অ'রেকটা কাটমোশন আছেন? যদি থাকে তাহলে এক সংগে সবটা বলুন।

শ্রীমতী চৌধুরী :— আর, আমার আর একটা কাটমোশন হচ্ছে 'ডিম্বাণ্ড ন' ২০০' - সি কৃষি মন্ত্রণালয়ের পুনরাসনের ব্যর্থতা সম্পর্কে। আর, ভূমিহানের যে পুনরাসনের প্রসঙ্গ—সেই প্রশ্ন আজকে পর্যাস্ত সরকার কোন নীতি ঠিক করতে পারলেন না। আমরা গত কয়েক বছর ধরেই দেখছি যে সারা নিপুৰাতে রাজ্যের রাজ্যের ভূমিহান গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে আছে, বিভিন্ন জায়গায় পাসের জায়গা দখল করে আছে, বিভিন্ন জায়গায় তারা সেই সমস্ত আবাদ করেছে। ত্রিপুরা রাজ্যে যদি কোন ভূমিহানকে পুনরাসন দিতে হয়, কংগ্রেসন বড় বড় ভোক্তাদার আছে, যাদের নিলিং এরা বাটরে বাড়তি প্রচুর জমি পাওয়া যাবে। তাতে ভূমিহানের পুনরাসন হয়ে যাবে। ত্রিপুরা রাজ্যে যারা জমিতে বসে আছেন, পাসের জায়গাগুলিতে বসে আছেন আমরা লক্ষ্য করছি আর, একটাতেও কাটিকে বসানো হচ্ছে না। তাদেরকে কোন সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না, তাদের কোন অ্যালটমেনেটে নেই আজ পর্যাস্ত। এখন এক নতুন বাটন তুলেছেন গৃহত্বীনের পুনরাসন বিভিন্ন মহকুমাতে গৃহত্বীনের নাকি হিসাব নেওয়া হয়েছে, সেই গৃহত্বীনের হিসাব নিয়ে সেই গৃহত্বীনের আমরা লক্ষ্য করছি যে গৃহত্বীনেরকে পুনরাসন দেবে তাতেই দেখছি যে রাজ্যের রাজ্যের গৃহত্বীনের বিভিন্ন আদায়েরকে দশজন, বিশজন, একশো জনের ওরা হিসাব শোনাও হচ্ছে। যাদের হিসাব শুনারো হচ্ছে এখন পর্যাস্ত অধিকাংশই দেখা যাচ্ছে যে

সেখানে কত একমের ভূমি, কত একমের কাঁকি ফককরি। ফককরি যাদের পেশা তারা তাদের কাজের মধ্যেও তাই করে। আমরা দেখেছি বড় বড় যারা নাকি জোতদার, বড় বড় যাদের অবস্থা বড় বড় বাড়ী খব নিয়ে যারা বসে আছে বিভিন্ন জোতের মালিক বিভিন্ন রাজারের আশে পাশে তারা বিভিন্ন কায়দায় এই সবসব জমিগুলি বেনামিতে নিজেদের হাতে নিয়েছে। এমন কি তাদের সংগে কংগ্রেসের বিভিন্ন কমা, নেতাও ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। স্থাব, এই ভূমিহীনদের ব্যাপারে সোনারুড়াতে আমরা দেখেছি, আমাৰ মতামতে, কদা তলি, কাঠালিয়া, মহেশপুর বিভিন্ন জায়গা থেকে সোনারুড়া এস, ডি, ও, অফিসে যেটা নাকি তদন্ত করে প্রায় ৩ হাজার স'ড়ে তিন হাজার কোথায় কোথায় বসে আছে তাদেরকে ভূমিহীন নাম রেকর্ড করে শুধু কালেকশন করলো, লিষ্ট করলো। সেই লিষ্ট পাঠিয়েছিল। কয়জন ভূমিহীনকে গের জায়গা-গুলিতে পুনরাসন দেওয়া হয়েছে? কয়জন ভূমিহীনকে সেখানে বসতে দেওয়া হয়েছে? মন্ত্রী জবাব দেবেন? ফরেস্ট থেকে জায়গা না দেব করা পর্যন্ত কারও পুনরাসনের ব্যবস্থা নেই। ওরা নানা রকম কান্দা কাতন করেছেন, প্রেসিং করেছেন, প্রেসিংটা কি? এবটা কমিটি করেছে সেই কমিটির কাছে প্রস্তাব যাবে সেই কামটি তারপর প্রাদেব প্রস্তাব সম্পর্কে বিবেচনা করবেন। সব বিবেচনা লস্টাব পব ফক্টা, দিনের পর দিন, বছরের পর বছর কেবল প্রতিশ্রুতি আর বিবেচনা স্তনতে স্তনতে মানুষ শেষ হয়ে গেছে। এভাবে একটু আগে আজকে আমি একটা কলি: এ্যাটেনশন উপস্থিত করেছি আজকের এই কাউন্সে—একটা লোক না খেয়ে মারা, গেল, কেন মারা গেল? তার জায়গা ছিল, সেই জায়গাটা সে হারিয়েছে, তার ঘর ছিল, ঘরও সে হারিয়েছে। তারপর কোন কাজ পায় না, সে ঘুরে ঘুরে সব খলিল ফিএল যে মারা গিয়েছে সে এসে প্রাদ, এস, ডি, ও, অফিসে জি, আরেব দরখাস্ত শেষ পর্যন্ত করেছে। সে যে খ'সের জমি সেই খ'সের জমি থেকে উচ্ছেদ হয়েছে, এফ উচ্ছেদ অবস্থা। বাহারপুর গ্রামে যে সমস্ত জমিগুলিতে বসে আছে, মরেছে জায়গা নয় খ'সের জায়গা, আজকে পর্যন্ত কোন তদন্ত নেই। জমিয়া সমস্ত এলাকায, কাকনপুর এলাকায, দন্দা এলাকায বিভিন্ন জায়গায় সমস্ত ভূমিহীনরা বসে আছে, জুমিয়ারা বসে আছে, উপজাতিরা বসে আছে, কোন জায়গায় কোন আর্গটমেন্ট নেই। সোনারুড়া মহকুমা থেকে ৮০ টা প্রপোজেল এসেছিল আমি নিজে শুনেছি এস, ডি, ও, অফিস থেকে। টাইবেল গুয়েল ফেয়ার ডিপার্টমেন্ট থেকে ইয়া করে বসে আছে। আজকে এক বছর দেড় বছর একটা প্রপোজেল ফেরত যায় না, একটা ভূমিহীনের সেখানে পুনরাসন হয় না। ১৯১৯ টাকা না কি তারা ব্যবস্থা করছেন। ১৯১০ টাকা তাদের পুনরাসন ব্যবস্থা কি ভিত্তিতে, ১৯১০ টাকাটা কি ভিত্তিতে ব্যবস্থা করা হচ্ছে, ওটা কোন ভিত্তিতে পুনরাসনের ব্যবস্থা হচ্ছে? কাজেই বিভিন্ন ফরেস্ট থেকে যে অবাদ যোগ্য জমিগুলি আছে যদি বের না করা যায়, আজকে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে যে সব সিলিং—এর উর্দ্ধে যে সমস্ত জায়গা বেনামিতে দখল করে রেখেছে এই সমস্ত জোতের অংশগুলি, এই সিলিং—এর উর্দ্ধের জমিগুলি যদি না বের করা যায়, সিলিং এর উর্দ্ধের জাম, আমরা সমস্ত হিসাব জানি। ১৯৭২ সালে এফ বিধান সভায় প্রস্তোত্তরের সময় মন্ত্রী জানিয়েছিলেন যে ১৩টা কেস দিয়েছিলেন আমি অগ সব বাদ দিচ্ছি, আমাদের তেরোটা কেস সম্পর্কে তারা নাম লিষ্ট করে এখানে হাজির করেছিলেন, হাজিউ উপস্থিত করেছিলেন যে এই তেরোটা কেস তাতে ২৬ কাণির উর্দ্ধে

আজকে তাঁকে পাত্তাই পাওয়া যায় না, তিনি আয়ে আয়ে ঘুরে তিনি নিজে মাড়বর ঠিক করেছেন কাঁকে দিয়ে করা যায়, আর সেত সমস্ত লাক আয় থেকে লুটপাট করে সমস্ত ধান চাল কালেকশান করে এনেছেন। সার, হুনছড়া, অমরপুর, ঠরনায়ায় সাহা, তাঁকে ডিলারশিপ দেওয়া হল, তান সেখানে ধান চাল সংগ্রহ করবেন। সেখানে ভানুজয় রিয়ান, হামলা হাং রিয়ান, কপজয় রিয়ান, রামজয় রিয়ান, বাবু চান রিয়ান, তাদের এক দানা ধান নেত, কিন্তু ৪০ ক, জি, মণ হিসেবে তাদের সমস্ত ধান কালেকশান করে নিয়ে আসা হল, তার করে তাদের কাচ থেকে নিয়ে আসা হল। যামিনা কারদারী, মণিকপুর, কৈলাশপুর, তাঁকে সেখানকার ডিলারের দায়িত্ব দেওয়া হল, তিনি সেখান থেকে শেষে সমস্ত ধান নিয়ে আসলেন, আর সেখানে আজকে তিন টাকা কে, জি, চাউল, সেখানকার মাঠস না গেয়ে মরে। স্তার, অমরপুরে তিন টাকা, মড়ে তিন টাকা কে, জি, চাউল হয়ে গেছে, সেখানে মাঠস না গেয়ে মরছে মতেঙ্গ সাহা, কৈলাশ বাভার, তাঁকে ডিলার করা হল। তিনি সেখানকার সবচেয়ে বড় মাঠজন, তিনি সেখানে থেকে ছয় সাত টাকা দরে ধান কিনে এনেছেন এবং সরকারের কাছে সরকারী দরে বিক্রী করেছেন, এই হচ্ছে ধান প্রকিউরমেন্টের নমুনা। মনোরঞ্জন সাহা, তিনি আরেকজন ডালায়, কাঠের ডালায় তিনি ওজন করেন, একটা ডালায়ও কি কোথাও কাটা কামান বসিয়েছেন এবং নির্দিষ্ট ওজনে ধান চাল সংগ্রহ করেছেন? আয়ে আয়ে লুটপাটের সমিতি বসিয়েছেন, কংগ্রেসকে তাঁরা লুটপাটের সমিতিতে পরিণত করেছেন এরা। স্তার মনুপুরে নরেন্দ্র দাস, মনু হুং কাণি জমি, তার থেকে এক কুইন্টাল ধান আদায় করা হয়েছে। নেহালচন্দ্রনগবে চন্দ্রলক্ষ্মী তাঁর মাত্র আড়াই কাণি জমি, তার থেকে এক কুইন্টাল ধান আদায় করা হয়েছে। তাঁকে বলা হয়েছে তুমি যদি ধান না দাও, তাহলে তোমাকে এখান থেকে উচ্ছেদ করা হবে। স্তার, বড় জোতদরের কাছ থেকে কান ধান সংগ্রহ নেত। যারা কোমরা-চামরা, আমাদের এই হাউসের মধ্যে আছে হংসধ্বজ বাবু, মাহমুদাও তাঁর নিজের নামে জমি, এবং তাঁর পুত্রের নামে পেচাবথলে জমি, সমস্ত কালেকশান বেনামিতে হচ্ছে, তিনি বলবেন কি তাঁর কত একর জমি এবং তাঁর থেকে কত ধান নিয়েছেন বলুনতো। মাননীয় মন্ত্রী উপস্থিত আছেন, বলুনতো কত ধান নিয়েছেন? মুখামম্মী বলুনতো কয়জন বড় জোতদারের কাছ থেকে ধান সংগ্রহ করেছেন, আপনাদের দলের সদস্যরা কত ধান চাল দিয়েছেন? কক্কনপুর, রজনী বিত্তাবত, তার থেকে এক হটাক ধানও নেয়নি। কামিনা নাথ, তান মাত্র এক কুইন্টাল ধান দিয়েছেন। তার গোলায় ভিতর দুই শ', তিন শ' কুইন্টাল ধান, গ্রামবাসী দেখিয়ে দিয়েছে, কিন্তু তার কাচ থেকে মাত্র এক কুইন্টাল ধান কালেকশান করা হয়েছে। যোগেশ সাহা, যার কথা আমি আগেও অল্প এসংগে বলেছিলাম, যার পাঁচ হোণ জমি, সে কত ধান দিয়েছে বলতে পারেন? পুরাথলে গোপালচন্দ্র, মোহনপুরে গৌবিন্দ মজুমদার, অমিয় দেব, কয় হটাক ধান তাঁরা দিয়েছেন? বয়ং এসব মজুমদাররা বাজার থেকে কিনে আরও মজুত করেছেন, এবং চোবাকারবারী আরও বয়েছেন, সেখানে তিন টাকা, সাড়ে তিন টাকা চাউলের কো, জি, উঠে গেছে। স্তার, প্রকিউরমেন্টের নমুনা কি দেখুন। খোয়াই সাত শতেরও বেশী ল্যাণ্ডলেস, সরকারী হিসেবে,

আর সবচেয়ে বেশী গরীব অঞ্চল সেটা, সেখানে থেকে চাইয়েই প্রকিউর করা হয়েছে। ৪০ পারসেন্ট সেখানে ল্যাণ্ডলেস, এবং অল্প কয়েকজনের চাইতে একরের বেশী জমি নাই, খুব কম লোকের কাছেই জমি আছে। সেখানে থেকে চাইয়েই কালেকশান, চাইয়েই প্রকিউরমেন্ট। অমরপুর ট্রাংবেল এরাযা, উপজাতি অধ্যুষিত এলাকা, যারা জমি চাষ করতে জানেনা, জমি করা দিকে এখনও প্রবণতা, জমি থেকে চাষে আনার জ্ঞান সরকারকে পরিকল্পনা নিতে হয়, যখনকার ফাউন্ড পারসেন্ট পপুলেশান ট্রাংবেল, সেখানে চাইয়েই প্রকিউরমেন্ট। ধন্যনগরে? মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আর 'ভার সাবভেটরি কোথায়? মগরা ধন্যনগর থেকে কয় ছটাক শান কালেকশান করেছেন? ধন্যনগরে বড় বড় জোহাদার, মস্তাদের বন্ধু বান্ধি, শুধু তাই নয় কালেকশানের সময়ে টাকা ভীরা যোগান। তাদের জাবে সমস্ত গ্রামে নিচনে জম্মা হয়ে এসেছেন, কাজেই তাদের কাছে সারের প্রভাব। আর যত জুলুম, ততই গরীবদের উপর। সার, আমি বিলোনীয়া মতুম্মা শাসকের একটা সাকুলারী গড়ছি। জরুরী নির্জাপ্ত। জীবনচন্দ্র চক্রবর্তী ১৬/১/৭৪ ইং তারিখে মতুম্মা শাসক তিনি একটি জরুরী বিজ্ঞপ্তি ঘোষণা করেছিলেন। 'এভাবে সারসংস্থারণের বিশেষ অবগতির জ্ঞান জানান যাতেই যে ক্রিপ্ত সারকারের ১৯৬৬ সালের (১০) শাসক কেনার আদেশের সাত ধারা মাতাবে প্রত্যেক শাসক বাবসায়া, সাধারণ হুজা, চাল কলেব মালিক, উৎপাদকরা, জাহাজ মাংসের ২৮ তারিখের মধ্যে অন্তর্গত নিজ নিজ উপজাতিতে গাভরসা মজুরের সম্মুখে, পারমাণবিক নির্মিত নগরে বিলোনীয়া মতুম্মা অফিসের পাশ ও জনসংগরণ বিভাগে দাখিল করিতে চাইবে। অন্য বিনা মূল্যে প্রত্যেক অফিস কাছারাও ও খাদ্য বিভাগের অফিসে পাওয়া যাইবে। এই আদেশ অনুযায়ী প্রত্যেক খাদ্য শাসক বাবসার্যে সমসাকুল্যে ১ কুন্টনটল, প্রত্যেক উৎপাদক সমসাকুল্যে ৪ কুন্টনটল, প্রত্যেক সাধারণ হুজা আড়াই কুন্টনটল এবং প্রত্যেক চাল কলেব মালিক ১৫ কুন্টনটল খাদ্য শাসক রাখেতে পারিবেন। উপরোক্ত পরিমাণের অতিরিক্ত খাদ্য শস্য মতুম্মা শাসকের আদেশ ভিন্ন হস্তান্তর করিতে পারিবেন। এই আদেশ অমাত্র কারলে আইনত: দণ্ডনীয় হইবেন।' এইতো সার সাকুলারী। তারপর নলচুড়, বগাপাণ্ডা, যমেন তালুকদার, তার বাড়ীতে পুলিশ গেল, সাত নং, সাড়ে সাত নং ২৭ ধান আটক করা হল, কিন্তু তালুকদার সাহেব কৃষি উপমন্ত্রীর মনচুর আলি সাহেব এর আশ্রয় হন, তিনি গিয়ে সেটার ব্যবস্থা করলেন। এক ছটাক ধানও আদায় হল না। এস, ডি, ও, চিমাংগ চৌধুরা, পদ্মজী, এইভাবেই পদ্মজী, তিনি গিয়ে তাড়াতাড়ি সেখানে সমস্ত ধান ভেঙে দিলেন। কোন পান কালেকশান করা গেল না। সেই গ্রামে দুই তিন কানি জমির যারা মালিক, তাদের প্রত্যেকের কাছ থেকে ১০ মণ, পান জোর জবরদস্তি করে আদায় করা হয়েছে, এমনকি কাউকে বাজার থেকে পান কিনে দিতে চাচ্ছে, এই চোখে তাদের চাখি। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মি: ডেপুটি স্পীকার :— The House stands adjourned till 3 P. M.

(আফটার রিসেস)

মি: ডেপুটি স্পীকার :— শ্রীতর্কিত মোহন দাশগুপ্ত।

অিতড়িত মোহন দাশ :— মাননীয় উপাধক্ষ মতৌদয়, এত্থানে যে ডিমাণ্ডগুলি এসেছে তাকে সমর্থন জনিয়ে আমি কয়েকটা বিষয়ের প্রতি মাননীয় মন্ত্রী মতৌদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করব। সেটা হচ্ছে সে টেলিমেট অব ল্যাণ্ডসের এগ্রিকালচারিস্টস। আমি যে কনসিটিউয়েন্স থেকে এসেছি মাননীয় উপাধক্ষ মতৌদয়, আনন্দনগর কনসিটিউয়েন্স, সেখানে শ্রীনগরে গাবর্দি অঞ্চলে, জাকল বাটাট অঞ্চলে বাস'ল। আদিবাস' অ-আদিবাসী যা'রা কিছু কিছু খাসের জমিতে বসে আছে তাদের সম্পর্কে এলছি। কিছুদিন আগে সার্ভে করার জন্য কিছু লোক গিয়েছিল প্রায় বছর গা'ক আগে। কিন্তু এখন পর্যন্ত সেটেলমেট হল কি না হল এখন পর্যন্ত তারা জানতে পারেন নি। কয়েকটি তাদের এ' কাছটা 'ভাড়াভাডি' হওয়া উচিত বলে মাননীয় মন্ত্রী মতৌদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ কর'। কারণ তারা বহুদিন ধরে বসে আছে। সেটেলমেট না হওয়া'ব কথা সরকারের কাছ থেকে সা'চা' পাচ্ছে না এবং যা'রা সেটেলমেট নিয়ে বসে আছে তাদের টিলা ভূমিই বেশী, ধান জমি বেশী না'। এতগুলির সেটেলমেট যাতে 'ভাড়াভাডি' হয় সেজন্য মাননীয় মন্ত্রী মতৌদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এছাড়া যে সমস্ত উ'বাস' আছে, এখন পর্যন্ত উ'বাস'দের সেটেলমেটের কার্গড'ল ভ' ডা' ডি করে দেওয়া হয় নি। ১০/১৫ বছর যা'ত যা'রা আছে তাদের সেটেলমেট তৈরি' কিনা সেটাও তারা জানতে পারছেন না 'ভাড়াভাডি' অফিস থেকে। কার্গড অংশের জন্য, সা'চা'স'ব জন্য তারা কোন কার্গড দেখাতে পারছেন না। কয়েকটি এ' দিকে মাননীয় মন্ত্রী মতৌদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যাতে 'ভাড়াভাডি' হয় দকে এ' সমস্ত একর্ডস আছে সেগুলি 'মন' 'ভাড়াভাডি' যায় এবং সে সমস্ত অঞ্চলের খাজনা দেওয়ার ক' অনেক লোক উ'গ্র' এ' আছে। কিন্তু যেহেতু এ' জিনিসটা হয় 'ন' সেহেতু সেট অধিকারকে তারা পরিপূর্ণ পাচ্ছে না। সেটা যাতে হয় সেইদিকে আমি ক'রি মাননীয় মন্ত্রী মতৌদয় দৃষ্টি দিবেন।

আর একটা কথাপাশানের দিকে আমি মাননীয় মন্ত্রীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সেটা হচ্ছে ফেয়ার প্রাইস ল'প যে সরবরাহ চল'। স'হ সম্পর্কে এবং বিক্রেতা গা'ম্বা'লে এবং শ'ব'া'লেও ব'হ অভিযোগ' বয়ে গেছে। ব'হ ফের দেখা যায় গ্রামের লোক'রা অভিযোগ করে যে চিনি ইত্যাদি জিনিস বেশন দোকান থেকে পাওয়া যায় না এবং এ' মতো একটা বিব'টি পা'চক্র কাজ করছে প'ন প'ত্রিকা দেখা যায় 'ইন'স্ট্র' যা'রা আ'ত এ'দে'ব একটা বা'ধা দাব' সেট সমস্ত বেশন দোকানের মধ্যে মৌরসে পা'ত' হয়ে গ'য়। কার্গড ৫০ টাকা, কে গা'ও ১০ টাকা বা'ধা আছে এবং ম'সে যদি এ'ট'ক' মান' তা' ত'ল' তা'ব সা'টি ফ'কেট' হয়। করবেন না। এ'ই যে একটা চক্র, এটা জ'নেও তা'বা দিচ্ছেন এবং যেহেতু তা'রা ম'নে করেন যে যেহেতু আমাদের এইভ'ম' ক'ক' ক'ব' তা' হ'ত'রা' কিছু হ'ক' মার্কেট না কর'ল উপরি দেওয়ার সংস্থান তারা করতে পারছেন না। কার্গডই শ'হরের কা'ডা'ক'ছি অঞ্চলে যদি এ'ই ধরনের কাজ চলে তা'লে সেটা সমাজ জীবনের পক্ষে এবং আমাদের সবব'র'কেও পক্ষে একটা অত্যন্ত মারাত্মক জিনিস এবং ভ'লিলেলে'ব এটা দেখা উচিত এবং এটাকে কিভাবে করা যায় এবং সেটার প্রতিকা'ব করা উচিত। আমরা যখন লোকের কাছে যা'ই তা'রা'ও এ'ই ধরনের অভিযোগ করে। নি'ত'প্রয়োজন' য' দ'বা নিয়ে এ'ই যে দোকানগুলিতে একটা 'বে-আইনী' কার্গডলাপের অভিযোগ চলছে সেটাকে কিভাবে ভ'তলে'স 'ডিপাট'মেট ব'ক' করতে পারে এবং এ'ই দুর্নীতিকে যা'রা প্রশ'য় দিচ্ছেন সেটা পরীক্ষা করে কিভাবে কার্গুপি হচ্ছে সেটা ধরা উচিত এবং মাসের শেষে বেতনে'ব' অতিরিক্ত এ'ই যে একটা ব'লো'ব'ন্ত করেছেন সেটা আমার ধারণা, অভিযোগটা স'ত্য এবং উ'ভয় পক্ষই ক'ব'ত বলে থাকে অনেক লোকের সামনে। 'সু'ত'রা'ং' এ'ই দিকে মন্ত্রী মতৌদয়ের দৃষ্টি দিবেন যাতে এটাকে রুট আউট করা যায়।

এছাড়া এবারকার বাজেটে হাউসিং একটা স্কীম রয়েছে। তাতে ১ লক্ষ টাকা ধরা হয়েছে তিনটুকু ডিপার্টমেন্টের জন্য। এটা ঠিক উদ্দেশ্যটা কি আমি বুঝে উঠতে পারি না।

এই ভিনিষটা একমুগ্ধ হয় নি। এটা যদি গ্রামাঞ্চলে গৃহতীনদের জন্য পরিকল্পনা হয় তাহলে আমি কয়েকটা সাজেসান রাখব। আমরা দেখছি সিডিউলড টাইম এবং সিডিউলড কাঙ্কের জন্য ১০০ টাকা খ্রাট দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু এটা নিয়ে দেখা যায় যে তারা কিছুই করতে পারে না। সরকার তাদের টিনও দিতে পারেন না, কারণ সরকারের কাছে টিন নাই। কাজেই এখানেও একটা চক্র ঘুটি হয়েছে যে এক ধরনের লোক ঘুরে ফিরে টাকাকুলি নিয়ে যায়। কাজেই গ্রামাঞ্চলে এই ধরনের চাটামিং—এক সমস্যার সমাধান যেটা সেরা হচ্ছে না। যদি কেউ গ্রামাঞ্চলে যান তাহলে তারা একটা নির্দেশ দেখতে পাবেন কিনা দেখে হচ্ছে যে এটা খবরের চাটামিং প্লান নিয়ে তারা কিছু করতে পেরেছে। এবং কয়েক বছরের যদি একটা সমীক্ষা করা হয়, তাহলে দেখা যাবে যে একজন লোকও এটা অথের দ্বারা খাবারের উন্নতি করছে, তারা একটা নির্দেশ দেখাতে পারবেন না। কাজেই এই ভিনিষটাকে সরকারের নতুন ভাষা উচিত। কারণ এটা দিয়ে যাতে পরিকল্পনার একটা উদ্দেশ্য পরিপূর্ণ করা হয়। আজকে আগরতলাতে আমরা কি দেখছি? দেশের দর কোণায় গিয়ে পৌঁছেছে আগরতলাতে ১০০ মিলি দেশের দান ৪০ টাকা হয়েছে। কেউ যদি এটা স্থায়ী করে দরবে, দালান করতে চলে, তার জন্য আকাশ ছোয়া খরচ পড়বে। কাজেই চাটামিংএর জন্য যেখানে রাখা হয়েছে মাত্র ১০০ লক্ষ টাকা, এটাকে যদি পরিপূর্ণভাবে ব্যবহার করতে হয়, তাহলে সরকারের একটা নির্দিষ্ট পরিকল্পনা করা উচিত। যাক ধরনের নতুন পর করা যাবে সম্ভাব্য অথবা টিকসই হয়। আমরা জানি যে বাইরে থেকে টিন বয়েসে সঠিক টিন পাওয়া যায় না। কারণ আমরা দেখছি যে অনেক সময়ে সরকারের প্রয়োজনেও সেটা পাওয়া যাচ্ছে না এবং তার মলাও অত্যন্ত বেশী হয়ে গিয়েছে। কাজেই এখানে আমাদের যে ভিনিষটা আছে, তা দিয়ে অথবা পাশকে আরও স্থায়ী করা যায় কিনা বা ছনের যে দর হয়েছে, তার পরিবর্তে আমাদের দাড়ি আছে, সেটা দাড়ির উপর অঙ্ককাল দেখা যাচ্ছে এক ধরনের চট দিয়ে, অথবা এটা যে একটা ইংরেজী নাম আছে, আমি এখন বলে গিয়েছি, তাই বলতে পারছি না, যে কোন দালানের উপর চাপ দিয়ে সেটা করা হয়। কাজেই আমাদের এখানে এই ধরনের কোন উপায় করা যায় কিনা যেখানে দাড়ির উপর পিঁজ লাগিয়ে সেটাকে স্থায়ী করা যায় কিনা এবং সেটা করে ঘরকে রক্ষা করা যায় কিনা, এইরকম কোন পরীক্ষা নিরীক্ষা যদি করা যায়, তাহলে আমাদের টিনের যে প্রয়োজন আছে, সেটাকে বাদ দেওয়া যাবে। এবং আমাদের দেশের অজ্ঞান জায়গাতে তারা নতুন ভাবে কিছু করার চেষ্টা করছে এবং আমাদের এখানেও যদি সেই রকম ধরনের চেষ্টা করা হয়, তাহলে আমাদের ছনের উপর যে চাপ, সেটা অনেক পরিমাণ কমে যাবে। কারণ ছনের দাম অত্যন্ত বেশী। কাজেই এই ধরনের নতুন কি পরিকল্পনা নিয়ে আমাদের পি, ডবলিউ. ডি. পরীক্ষামূলকভাবে যদি কিছু পর তৈরী করতে পারে, যে ভিনিষ দিয়ে সেই ঘরকে আর একটা স্থায়ী ভাবে করা যায় অর্থাৎ এক বছর করলে যেমন ১০১২ বছর চলে যায়, সেটা ঘরের মধ্যে এই সময়ের মধ্যে আর হাত দিতে হবে না, অর্থাৎ সেটা যেন একটা সেমি পার্মানেন্ট ঘর হয়। সেটা যদি ঘড়ির ঘরও হয়, তার কিছু একটা স্পেশিফিকেশন করে, কি ধরনের মাটি ব্যবহার করা যাবে অথবা ঘরকে কি ভাবে স্থায়ী করা যাবে। সেই রকম

একটা কিছু করতে হবে। পশ্চিম বঙ্গের কোন কোন অঞ্চলে দশা যায় যে তারা মাটির কোটা করে দিয়ে তার পায়ে আলকাঁড় লাগিয়ে দশ এবং তাতে দেয়া যায় যে সেই মাটির সবগুলি অনেক জায়গাতে স্থায়ী হয়। তা'রা সেখানে মাটির দাব করে বলে মাটি 'দশে লেপ দিয়ে দিচ্ছেন আর ফলে শক্তির দিকট অতি শক্তিতে ভেঙ্গে যায় না এবং সেটা একটা স্থায়ীকরণ নেয়। কাজেই সবকাব যখন নাচন হাউসিং স্কিম করছেন তা'রা জ্ঞান করেন কিছু উপায় উদ্ভাবন করা যায় কি না, সেটা সবকাব দেখেন, তা'র মূল যে পরিমাণ টাকা পাওয়া যায়, তা দিয়ে অধিক সংখ্যক লোককে সাহায্য করা যাবে নাকি আমার মনে হয় না। তা'র পূর্ব আর একটা দক্ষিণে যে বর্ডার অঞ্চল আশা সোলডায়মানাদর সমস্ত জন একটা ছাট্ট স্কিম আছে আর ফল সেখানে সুপারভাইজর বাণী করেছে এবং সেটা বছর বছর আমদান করেছে। কিন্তু আজও কিছু ধরনের লোভের দেখাও দেখেনা হয়েছে যা তা'র জন্য কোন অর্থ বরাদ্দ হয়েছে কি না, সেটা আমি এখন দেখতে পাচ্ছি না। তবে আমার মনে হয় পরিকল্পনা যদি একটা থাকে, তাহলে অতি তাড়াতাড়ি সেটাও কম দিশ শেষ করা উচিত। এই কার্যকরী বিষয়ের উপর মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ হবে এবং ব ডিমান্ডগুলি রেখেছেন তা'দেরকে সমর্থন করে আমার বক্তৃতা এখানে শেষ করছি।

শ্রীঃ পদ্ম চক্রবর্তী : -মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি একটা কথা মেনে নিচ্ছি এটা সঙ্গতিবোধ দর্শিত দমনের ব্যর্থতা সম্পর্কে। এটা বড় চুক্তির দিন। যে এটা হাউস অনেকবার চেষ্টা করেছে আশা বক্তৃতা এখানে কোন সুযোগই পেলো। না কন্সটিটিউশনাল এনেক্সা, সেক্ষেত্র গোপাল এনেক্সা কিস্তি আয়াকে বক্তৃতা পাঠ্য কোন সুযোগই দেওয়া হয়নি। কাজেই সামগ্রিক ভাবে এখনকার দর্শিত চর্চা এটা একটা সময়ের মধ্যে ফল দ্বারা সঞ্চার হয়। মন্ত্রীদের দর্শিত এবং তাদের উপর তলার অফিসারদের দর্শিত। এটা আশা করা যাচ্ছে কোন গাণিত্যিক দৃষ্টে, এমন কি যেখানে সামান্যতম পালামেটোরী গণতন্ত্র আছে, সেখানে মন্ত্রী বা নিজেদের এটা সেটস সেটা ডিকলার করবে, আর অফিসার যারা তারা তাদের এ্যাসেস্টস ডিকলার করেন এবং সেট এক বছরের জন্য নয় প্রতি বছরের জন্য সেট ডিকলার করতে হবে। আমরা জানি না, তারা বলেছেন যে কিছু অফিসার দেন, আর কিছু অফিসার দেন না। আমরা মন্ত্রীদের বিশেষ করে মুখ্য মন্ত্রী বিভিন্ন ধরনের এ্যাসেস্টস সেট সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন আমরা এটা বিধান সভায় তুলেছি, যখন বরেন সিনেমা তেলের লাইসেন্স দেওয়া, অথবা ফাওয়ার মিল-এর লাইসেন্স দেওয়া, অথবা পাম্পিং সেট কয়লা বিগ ক্রয় অথবা দিল্লী কলকাতার বাড়ী কেনা অথবা লাগু বিল যেটা আমরা সম্মুখে এটা হাউসের সামনে উপস্থিত করেছিলাম এগুলির মধ্যে আমি এখন যাচ্ছি। আমি নতুন দুটো একটা ক্ষেত্রে যেখানে দর্শিত রয়েছে, সেগুলির কথা এখানে উল্লেখ করছি, পি, ডবল ইউ, ড. সম্পর্কে এটা মন্ত্রী সভা যখন গদাতে আসে, তখনকার সময়কার একটা দর্শিত তল কাকনগর মনপই বাস্তব একটা কন্সট্রাক্ট দেওয়া হয়, সেখানকার মাটি কটা বা অগাধ কাঁসেব জল, এর মধ্যে পাথর থাকবে, রাষ্ট্র হবে তা'রপর বাস্তব তৈরী হবে, তা'র জন্য বরাদ্দ হিসাব দক্ষ টাকা। এই বরাদ্দ টাকা এখন ডকুমেন্টের প্রণয়নকার যিনি উচ্চপদস্থ কর্মচারী তার দৃষ্টি আকর্ষণ হবে হল যে সেখানে যে সমস্ত কাজ করার কথা ছিল, সেই সমস্ত কাজ এখনও হয়নি, তা'রপর একটা তদন্ত কমিটি সেখানে গঠিত হল ১৯৭০ সালে এবং

বলব যে এটা হচ্ছে একটা দুর্নীতির আড়াল। খানায় পরিণত হয়েছে। ১৯৬৪-৬৫ সাল থেকে এটা খাজ দপ্তর-এর কোন হিসাব নেই, কেউ জানে না যে খাজ দপ্তরে কত খাজ জমা হচ্ছে, কত খরচ হচ্ছে। খাজ দপ্তরের কোন কোন গোড়াউনে কি খাজ আছে কোন হিসাব আজ পর্যন্ত হয়েছে? কোন হিসাব কোন প্রোফর্ম্যা একাউন্ট আজ পর্যন্ত হয়নি। যখনই প্রোফর্ম্যা একাউন্ট তৈরী করার কথা বলা হয় তখনই বলা হয় যে আমাদের কর্মচারী নষ্ট আমাদের কোন হিসাব জানা লোক নাই, আমরা প্রোফর্ম্যা একাউন্ট তৈরী করতে পারব না। ১৯৬৪-৬৫ সাল থেকে কোটি কোটি টাকা খাজ আমদানী করা হয়েছে। একমাত্র গত বছরের আগের বছর যখন ৫০ হাজার টন খাজ আমদানী করা হয়েছে সেই খাজ কতটুকু জমা হল কতটুকু খরচ হল সেই খাজ আনতে কত খরচ পড়ল, কি দর আমরা সেলব? লাভ হল, লোকসান হচ্ছে সেই হিসাবও আমাদের নেই। ওরা বলতে পারছে না। মাননীয় স্পীকার স্যার, তেমন বিদ্যুতের একটা ব্যাপার। বিদ্যুৎ দপ্তরে কোন হিসাব আছে? কোন হিসাব নেই। যে ডিজেল আসছে সেই ডিজেল রাস্তাতেই সমুদ্র পার হয়ে যাচ্ছে। যে সমস্ত কন্ট্রোল দেওয়া হয়েছে কোর্টের জরাজীর্ণ সমস্ত কন্ট্রোল্টার অবলম্বন রেখেই নিয়েছে। এবং যে বিদ্যুত আমরা আজকে বিক্রী করছি ৫০ পয়সায়, সেই বিদ্যুত হয়ত দেখা সাবে ৬০ পয়সা ৭০ পয়সা ৮০ পয়সা আমাদের গবচ পরছে! কেউ বলতে পারবে যে কত আমরা লোকসান দিচ্ছি? কেউ বলতে পারবে না। কারণ কোন প্রোফর্ম্যা একাউন্ট ওই বিদ্যুৎ দপ্তরে রাখা হয় না। এইগুলি হচ্ছে সেন্সিটিভ সাধারণতঃ বা আমাদের দুর্নীতির চক্র বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের মধ্যে রয়েছে তার ভূত একটা ট্রাক্ট দিলাম। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি একটা বিস্তারিত করব টি, আর, টি, সি, সিস্টেম। কারণ আমি দেখলাম আমার একটা ব'ট মেশিন বাতিল করা হয়েছে। কেন করা হয়েছে তাও আমানে বলা হয়নি। আমি টি, আর, টি, সি, এর উপর একটা ক্যাশ মেশিন দিয়েছিলাম, আমার আশা ছিল টি, আর, টি, সি,র বিভিন্ন দিক নিয়ে আমি আলোচনা করতে পারব। কিন্তু মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি দেখছি টি, আর, টি, সি,র বাজেটে সেটা অন্তর্ভুক্ত। টি, আর, টি, সি,—গত দুই বছরে কত টাকা তার মেসার্সের খরচ? মেসার্সের জরাজীর্ণ খরচ হয়েছে ১৫ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। নতুন ট্রাক নতুন বাস ১৫ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা হচ্ছে মেসার্সের খরচ! দুই বছর হয়েছে কিন্তু বাস এসেছে এক বছর। এর আগে শুধু ট্রাক এবং সেই ট্রাক এবং বাসের খরচ হচ্ছে মেসার্সের জরাজীর্ণ সাড়ে চৌদ্দ লাখ টাকা। মাননীয় স্পীকার স্যার, কিভাবে সেন্সিটিভ যায় তার কিছু তথ্য এখানে পরিবেশন করতে চাই। আমাদের ট্রাক এবং বাসের টায়ার, সেন্সিটিভ চলে যাচ্ছে, আগরতলা টায়ারসে। এবং তার মাধ্যমে সমস্ত ভাড়া পাটছে। আমি ট্রাকের নাম্বার দিচ্ছি যে কত 'ট্রাক' এভাবে ভাড়া খাটছে। ফায়ার স্টোন CI 4S 17226, Fire Stone CI 4S 34041, Fire Stone CI 4S 18589—এই তিনটি আমাদের কাছে হিসাব আছে। সেই সমস্ত টায়ারস' গেলে আর ফেরত আসে না। এবং সেই টায়ারস' শুধু 'সেন্সিটিভ ট্রাক' থেকেই যায় না—ইট ইজ এক্সপেনসিভ যে সেন্সিটিভ ট্রাক থেকেই এইগুলি বাবে। তা নয় আর একটা সিটি স্টোপ করা হয়েছে। এবং সেই সিটি স্টোপ থেকেই সেন্সিটিভ পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। যেখানে পাঠান হচ্ছে সেখানে নিয়ম হচ্ছে যে ২০টার বেশী এক সংগে পাঠান যাবে না। যেমন খুশী বত খুশী পাঠান

সবাই থাকেন না। কিন্তু তাহলেও মন্তব্যঃ তিনি যত্ন আপত্তি করেছিলেন এবং ২৪ ডায়ারীর নোটিশে তাকে এখান থেকে বদলি করা হয়েছে। এবং তিনি সেট ননমাল্লা স্পীকার ব্যক্তি এবং আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর সৈন্যত্ব ভ্রমলোককে সপাণে বসানো হয়েছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, এত ধরনের সৈন্যত্ব অফিসার আরও আছেন যাদের বিরুদ্ধে আপত্তি করা পশনের কেজ উইন্ড্রু করা হয়েছে এবং তারা এখন আত্মর সেক্রেটারী হয়ে এসে আছেন। আমি একটা নামের কথা বলবো, এখান আমি অনেকদিন বলেছি সেফট কল্লে মিঃ এস, বানার্জী। আমি এতদূর উদযাপন নিয়ে দেখলাম তিনি বেনামীতে জমি রেখেছেন সপাণে এবং সেট জমি জুমিয়ারদে জমি, সাপু জমিওয়া, নাপুপাজুম তাদের সেট জুমিয়ার পুনঃসংগঠন জমি সেফটল সমস্ত কিছু বেখেছেন এবং তাদেরকে উচ্ছিন্ন করার চেষ্টা চলছে। মিঃ ডি, সি, নাপু, সমগ্র খোয়াট্ট-এর হুন্সীতির ন্যায়ক ছিলেন তিনি। সেটেলমেন্ট দপ্তরের মধ্যে যার হুন্সীতির দলি হতে হয়েছে এত লক্ষ্য নারায়ণপুরের উদ্বাস্তদেরকে। তিনি সমস্ত পাঠ্য জুমিয়ারদের জমিকে বাতর্গাতি এটি বাতর্গাতি উদ্বাস্তদের নামে লিখে দিবে বাতর্গালা এম পাঠ্যদের মধ্যে নে সংঘর্ষের সৃষ্টি করেছিলেন অজকেও সেট সংগঠন চলছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানকার এই বিধানসভার একটি কমিটি রায় দিয়েছিল লক্ষ্য নারায়ণপুরের জমি সম্পর্কে কিন্তু মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সেট রায়কে, যখন এতটা কাঁচা করা হতে যাচ্ছিল এস. ডি ও, যখন ন ক পুর্ন ড স ড করেছিলেন তখন তিনি নেট দলি বন্ধ করে দিলেন। আমি জজাসা করছিলাম সপাণকাব অফিসারকে, কেন বন্ধ হলো এবং তিনি বলেন আমাদের আর ফন্ডটা নাহ। আমরা আর সেই বিধানসভার ব্যয়কে কার্যকরী করলাম না। কারণ টিপন থেকে নিম্নোদত্তা হলো যা সংগ্রহে কার্যকরী কর যেন না। কারণ এত সমস্ত অফিসার যাদের জমি নাকি দবক বা টিল যারা বাংলাদেশের সংগ্রামে তে যাবা লক্ষ লক্ষ টাকা লুট করে, যাবা চুরি করে বেছে গিয়েছেন, যাবা তাড়াতাড়ি জুমি-তীন জুমিয়ার সমস্ত ক.বেছেন যাদের হুন্সীতাল ভগু উচি-ছিল তেও আজকে সবচেয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সৈন্যত্ব অফিসার। তাদের বিরুদ্ধে সি, বি, আত্মর কেজ উইন্ড্রু করার জন্ত এখানকার সরকার বন্ধুযেষ্ঠ করেছেন। আমরা বিশেষটি পেয়েছি। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা দেখেছি যে রিপোর্টের মধ্যে এখানে যে অবদান সভার কাছে যে তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে তাতে দেখছি যে ১৯৭২ এবং ৭৩ সালে অন্ততঃ পক্ষে ১১ জন অফিসার আছেন যাদের বিরুদ্ধে এত করা পশনের কেজ রয়েছে এবং সব শুক বদলি করা যায় তাহলে পরে ৬ নম্বর দেশী কেজ হবে। কিন্তু একটা কেজ তারা দেখাচ্ছে না যে তারা অগ্রসর হচ্ছে, শেষ হচ্ছে। কারণ আমরা কেজ দিচ্ছি, ওরা কেজ নিচ্ছেন এবং নিয়ে সেফটলিকে হোষ্টটি ওয়াশ করতে চাচ্ছেন, প্রসিড করছেন না এবং তাব ফলে আজকে সমস্ত তত্ত্বের মরা পর্যাপ্ত থেকে সূত্র করে সমস্ত পর্যায়েষেই এটি হুন্সীতি দেখা যাচ্ছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি মন্ত্রী পয়সায়েব হুন্সীত বলাব সুযোগ পেলাম না তবে এখানে আমি একটা তথ্য দিতে চাই যে তথ্যগত অনাহা প্রস্তাবের সময়তে কনডাক্টরি হয়েছিল সেট তথ্য হচ্ছে যে ধর্মগরের যিনি মন্ত্রী তার পুত্র জুমিহীন তিনি আবিভেবিট সব করে, এস, ডি, ও অফিসে তিনি আবিভেবিট করে তিনি বলেছেন যে আমার পরিবারে অনেক পাওয়ার লোক, আমি একজন জুমিহীন এবং আমাকে কিছু খাস জমি দেওয়া হোক এয়া হুই দ্রোণের মত। তিনি দরপাশ করেন। এটি হাউসের সামনে এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী অগ্নীকার

করেছিলেন আমি এই কথা সেখানকার এস, ডি, ওর সার্টিফাইড কপি আমি দিয়েছি এবং সেই সার্টিফাইড কপিতে কি আছে? সেই সার্টিফাইড কপিতে আছে যে ততকালীন যিনি সেখানকার এস, ডি, ও, এবং মুখ্যমন্ত্রীর সেই বনমালীপুরের লোক, সেইসঙ্গে লোক এবং যার ভাইকে রাজ্যসভায় পাঠাতে তিনি ব্যর্থ হয়েছেন সেই মিঃ নন্দা ছিলেন এস, ডি, ও, তদন্ত করে দেখলেন যে মন্ত্রীর পূর্ন হলেন একজন ভূমিহীন এবং ভিক্ষুণ্য স্ত্রী জমি ব্যবস্থা করে দিতে হবে। একটা নোটিশ আর্মি পরপর 'দখিযোহ হারি' দেখিয়ে পরপর তাগিদ দেওয়া হচ্ছে যে সেই জমি বিলিভ করা হচ্ছে না 'কন' বনদপ্তরও যদি জমি থাকে সেই বন থেকে বিলিভ করে সেই জমি দিয়ে দেবে, নান্দ য এখানকার মন্ত্রী শ্রীমদেবরঞ্জন নাথের ছেলে। ভূমিহীনকে ত্রুপ জমি না তিনি তখন ডিপুটি সেক্রেটারী তার ছেলেকে জমি দিতে হবে এবং তার জন্ম এস, ডি, ও, কি রকম তদন্ত করেছেন এ এস, ডি, ওর 'ক' রকম শাস্তি ওয়া উচিত ছিল আজকে সেই কাগজ পত্র নত? অর্থাৎ গাংকে আশ্রয় সেক্রেটারী কৃষ্ণা হয়েছে এই ভাল কাজটুকু করা হয়েছে। এত রকমভাবে তদন্ত করে ছা, একজন মন্ত্রী পুনরু জমিহীন করা হয়েছে তাকে আশ্রয় সেক্রেটারী করে হয়েছে। তার ভাতকে রাজ্যসভায় পাঠানো দরকার, উপযুক্ত কথা। নান্দ য সাক্ষ্য প্রদান, স্বাক্ষর প্রদান এতকথা বলেছিলেন এ আমার ভুলে, কাথাও মের্ডকেল কলেজে যারা, সেই কথা আমি দিয়েছি, এখনও দিচ্ছি। তার ভুলে সেক্রেটারী ডিভিশনে পাশ করেছে তার নাম হচ্ছে দিল প নাথ, সে করিয়াগাতে 'ম' ডেপুটি কলেজে পড়ছে, অধ্যাপক করতে পারবেন? তার অনেক ভুলে সিনিয়রী কন্সপেক্টরের ট্রেনিং যাচ্ছে, আজকে নেতারের কোন অভাব নেই।

একটা বেকার ছেলেকে 'স' ন্য ব 'দুনি' দলে কাজ হয় 'ম' ন্য 'স' পাকাব প্রদান, এভাবে মন্ত্রী পদে দুই 'ক' লি 'ক' ক'র জন্ম আমাদের 'স' ন্য 'স' মোশান আনতে দেওয়া হয় না, অমদেব নো 'ক' নফিডেস 'ম' শানে আলোচনার সুযোগ দেওয়া হবে না, আজকেও লালগতি জালা হয়ে গেছে অলরেডি। কারণ দুই 'ক'তির কথা এক ঘণ্টা, দুই ঘণ্টা আলোচনার বিষয় নয়, এত কথা রয়েছে। মাননীয় 'স' পাকাব, প্রদান, প্রদানযেমেট ফেরেতে কি দুই 'ক'তি চলেছে? গরীব ছেলেরা—তারা গ্র্যাপয়েন্টমেন্ট পায় না। গত ১/৩/৭৪ তারিখে একটা জেলের সাধারণ ওয়ার্ডেন—এর পদে সাধারণতঃ এই পদে প্রাক্তন সৈনিকদের থেকে নেওয়া উচিত। কিন্তু সেখানে মনস্তর জালা সাতের দিলেন তিন জনের নান্দ, তাদের নিতে হবে, মনোরঞ্জন বাবু দিলেন তিনজন, এবং অজ্ঞানদের মধ্যে আছেন চারজন, এম, এল, এ, সাতেরও আছেন এর ভেতর। মোট ১৮ জন নেওয়া হবে। সেখানে একটা সিলেকশন কমিটি আছে। সিলেকশন কমিটির মন মত নিতে পারেনা। কমিটির ডিসিশন হেল্ড আপ করে রাখা হয়। কারণ মন্ত্রীদের লোক আগে নিতে হবে। যারা ১৯৬৪ সালে পাশ করে বসে আছে, যারা ১৯৬৫ সালে পাশ করে বসে আছে, তাদের চাকুরী হবে না, যারা প্রাক্তন সৈনিক তাদের চাকুরী হবে না, ট্রাইবেল এবং সিভিল কাষ্ট, তাদের নির্দিষ্ট সংখ্যা হিসেবে চাকুরী হবে না, মন্ত্রীদের পেট্রা লোকদের চাকুরী হবে। মন্ত্রীরা চিঠি দেবেন, আমাদের তিন জন চারজন করে চাকুরী দিতে হবে এবং এম, এল, সাতেরদেরও এর মধ্যে আছে। এখানকার শ্রীমন্ত যিনি

অস্বাস্থ্য এলাকা। থেকে ইলেকটেড, তাঁর বাড়িতে কতজন চাকুরী করছেন? কংগ্রেস ইলেকশান মেনিফেস্টোতে কি লেখা আছে? সেখানে লেখা আছে, যার বাড়িতে একজন লোকের চাকুরী হবে। অল্প লোকের চাকুরী দেওয়া হবে না। তাঁর বাড়িতে কতজন চাকুরী করে? তাঁর দাদার চাকুরী হল কি করে, তাঁর বাড়ির মেয়েদের চাকুরী হল কি করে? ভাইয়ের চাকুরী হল কি করে? দুর্নীতি এখানে। সমস্ত পূর্ববাহ্যের লোকদের চাকুরী দিয়ে, তারপর মাঠে গিয়ে বক্তৃতা দেওয়া হচ্ছে। বাকারদের চাকুরী দেওয়া হচ্ছে। আমি এটা পরীক্ষার করতে চাই। আমি এটা নীতি মনিরা। মনিরা একত্রে ওঁরা দুর্নীতি করার জন্য এটা করেছেন। আমি বলছিলাম আগে যখন পালকাবড়ে, তাদের আগে চাকুরী দেওয়া হবে। এই নীতি মেনে চললে তাঁদের একটা অন্তর্বিষয় হবে। আমি বলছিলাম যে এম্প্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে চাকুরী দিতে হবে। যেকর্ড পাতবে। ১৯৫৫ সাল শেষ করে তারপর ১৯৬৬ সাল, ১৯৬৬ সাল শেষ হবে ১৯৬৭, বড়লোক 'ক' গরীব বড় প্রদ্র নয়, বড় প্রদ্র হচ্ছে কে কতদিন পাল করে বসে আছে। এটা যদি করে হত তাহলে বেশীর ভাগ গরীব লোকেরই উপকার হত, কারণ বড়লোক খুব বেশী বেকার নেই। নীতি বজ্জিত, চাকুরীর ক্ষেত্রে নিজেদের দুর্নীতিকে সম্প্রসারিত করার জন্য উপর তুল থেকে নাচে এভাবে চাকুরী দেওয়া হচ্ছে। এই সমস্ত কাণ্ড ব্যবস্থান নিজেরা করেছেন। মাননীয় স্পীকার, শ্রী, আমি আমার বক্তৃতা এখানে শেষ করে দিচ্ছি। শাস্ত্রম কমিটি বলে একটা কমিটি পণ্ডিত নৈরুৎ বসিবেছিলেন এবং সেই কমিটির রিপোর্টে বনট্রাক্টর ক্ষেত্রে 'ক' ভাবে দুর্নীতি হয়, কিভাবে স্টেট নিষাধিত হয়, কিভাবে চাকুরী হয়? কিভাবে একটা বনট্রাক্টর 'বাজু পায়' সমস্ত কিছু আছে, কিন্তু একটা 'কি ফলো' ওয়া হয়, এখানকার গভর্ণমেন্ট কি ভালো করেছে? উপরতল র করাপশান অডিট-এ করাপশান সম্পর্কেও সেখানে দেওয়া আছে। আজকে শাস্ত্রম কমিটির রিপোর্ট দেবের কথা উনাদের যে বক্তৃতা, সেখানে কোন ভাবনা যখন পল্লীকে একলা রাখেননি রাখেননি এইজন্যে, মন্ত্রী পর্যায় থেকে শুরু করে অফিসার পর্যায় এবং হিকাদারী, পাটেল, মেলটারস। এটা সমস্ত জায়গাতে 'কাটি কোটি টাকা লুট হচ্ছে এটা' সেই লুটের মন্ত্রীদের সমর্থন নিয়ে, মন্ত্রীদের কনসেন্ট নিয়ে, মন্ত্রীদের নিজেদের লাল বক্ষা করে এটা লুট করছে। এটা প্রতি 'কাটি'মাংশের মাধ্যমে দুটি আকর্ষণ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :- -শ্রীঅভিরাম দেববর্মা।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :- মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, ডিমাণ্ড ৪, এখানে আমার একটা কাটি মেশান আছে। সেটা হচ্ছে 'জবীপ ব্যবস্থার দুর্নীতিতে কৃষকদের হয়রানী ও উচ্ছেদ সম্পর্কে'।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা দেখছি যে আজকে এটা জবীপ ব্যবস্থার ভিত্তি দিয়ে কিভাবে দুর্নীতিগুলি হচ্ছে এবং সাধারণ কৃষক, সাধারণ মানুষ, তাদের কিভাবে হয়রানীগুলি করা হচ্ছে। আমরা জানি এই বিধানসভায় প্রদত্ত রিপোর্ট অগ্রযাত্রী প্রায় ৫০ হাজার-এর মত মানুষ ভূমিহীন, দীর্ঘদিন পর্যন্ত তারা খাস জমি দখল করে আছে। চাষাবাদ করে আছে অথচ তাদের নামে কোন বকম বন্দোবস্ত দেওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে না। এই সরকারের

যদি এটিকে দৃষ্টি থাকত, যারা ভূমিহীন, যারা গরব, যারা সেই সমস্ত জমিতে দীর্ঘদিন চাষবাদ করে দগল করে আছে, তাদেরকে জমিদেওয়ার, জমিতে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্য থাকত, তাহলে পূর্বে এই ৫০ হাজার মাত্র আজ পর্যন্ত এভাবে বনে থাকতে পারেনা। অথচ সরকার এবং মন্ত্রী মতেদয়দের কথা শুনে মনে হয়, তাঁরা গরীব কৃষক, ভূমিহীন কৃষকদের জন্য তাদের পরাগ যায়, কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ উল্টা। ঠিক এও সংগে যদি আমরা দেখি উরাস কলোনিয়াল যে রয়েছে, সেই কালানুগতের অন্য কি, আজও তাদের জমিতে পুনরাসন দেওয়া গেলনা, তাই জমির মালিক হতে পারলনা। তাদের জমি থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। আমরা দেখছি সেই ভাবান কলোনি কল্যাণের, সেখানে উপজাতি কলোনির জমিমাঝে আজও জমির বন্ধে বন্ধ পায়নি। সেখানে প্রায় উঠেছে যে সেই রিকার্ড এলাকার মধ্যে পড়েছে। রিকার্ড থেকে বহুদিন পর্যন্ত মুক্ত না করা যাবে ততদিন পর্যন্ত তারান কলোনির উপজাতি পুনরাসন প্রাপ্তদের জমির মালিক করে দেওয়ার সুবিধা নাহ। এ.য.জ.প. বিভাগ সেটা কিভাবে বাস্তব করেছে? আজকে যেখানে প্রায় তেড়ে উপজাতির জমি আটকা তা একটি হস্তান্তরিত হতে পারবে না এবং তথ্য থাকলে সেটা অবৈধ কিন্তু এই জরীপ বিভাগ হস্তান্তর কিভাবে তেড়ে সেটা গৌজ গরব নিয়েছে না। যার মতাজন তারা কৃষকদের জমি কলোনির হস্তান্তর করে, তাদের জমি থেকে কিভাবে তেড়ে কলোনির চেয়ে কলোনি এই সমস্ত ক্ষেত্রেও জবাব বিভাগ করে কলোনি। কলোনির কলোনিয়াল হস্তান্তর কলোনি পবিত্র আছে। তাদের ১০ লাখ জমি সেটেলমেন্টে আছে। কলোনি তাদের কলোনি। অথচ কোথাও কলোনির নাটক, কোথাও নোটালি হচ্ছে, অথচ জমি তাদের হাতে থেকে চলে গেছে। ১০ লাখ জমির মধ্যে বণার ভাগ জমি মতাজনদের হাতে চলে গেল। সেই ক্ষেত্রেও সেটেলমেন্ট বিভাগ কোন বাস্তব গ্রহণ করেনি। পাটোয়া, যমুন্ডা যে ঘটনা যেখানেকার মাত্র চট্টা করেছিল। সেখানেও বাস জমি ভাগ দগল করতে এবং সেখানেকার জমি বন্দোবস্ত করার জন্য অনেক চেষ্টা করেছিল কিন্তু সরকারের দোলে তাই বেলোন যা কলোনির মতজন উকিলেরা জমি বন্দোবস্ত নিয়ে নিয়েছে এবং সেখানেকার প্রকৃত যারা কৃষক তাদের সেই এলাকা থেকে উচ্ছেদ করার চেষ্টা চলছে। আমরা দেখছি কয়েক বছর আগে পাটোয়ার উপজাতি ভূমিহীনদের যে জমি দখল করে আছে সেটা উকিলেরা বন্দোবস্ত নেওয়ার চেষ্টা করেছিল। আমরা আজও দেখি সেখানে পুলিশ কম্পানি, সি, আর, পি, কম্পানি বসে সেখানেকার যারা সত্যিকারের দাবাদার, যারা দীর্ঘদিন পর্যন্ত জমি চাষবাদ করতিল তাদের মাঝে মোকদ্দমায় জড়িয়ে দিয়ে তাদের হুমকি দিয়ে। আর আমরা দেখছি বেলোনীয়ার পশ্চিম পাটোয়ার খাস জমিগুলি সেখানেকার বড় মতাজন জোতদার তারা সেই জমি দখল বন্দোবস্ত নেওয়া চেষ্টা চালিয়েছে। যমুন্ডার ঘটনাও আমরা দেখছি সেখানেকার উপজাতি পরিবার দীর্ঘদিন পর্যন্ত খাস জমিতে বসবাস করেছিল এবং চাষবাদ করেছিল। কিন্তু এই কংগ্রেস সরকারের কলোনির যারা মতাজন করে ব্যবসায়ী তারা সেই জমিতে আদিপত্য বিস্তারের জন্য চেষ্টা চালায়। কিন্তু এই জরীপ বিভাগ এই সমস্ত মতাজনের পক্ষে না গিয়ে তাদের উচ্ছেদ করে জোতদারদের জমি দেওয়ার চেষ্টা নিয়ে লিখে আছে এবং

সাধারণ মানুষকে উজ্জ্বল করার চেষ্টা করছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা আরও দেখি কিভাবে মানুষকে হয়রানি করতে পারে। সুসংগঠিত বিখ্যাত বাবুর নাম মুহু শম্মুরাম বিখ্যাত, বাঙালী দক্ষিণেশ্বরী। এই মহিলা ১০ কণি জমির বন্দোবস্তের জন্য পঁচাত্তর বছর করার জন্য দরবার করলেন এবং অমৃত চক্রবর্তী নামে একজন মুন্সীকে দিতে হয়েছিল ৩০০ টাকা, উদয়পুরে ৭৫ চক্রবর্তীকে দিতে হয়েছিল ৩০০ টাকা, আগরতলায় ১০০ টাকা দিতে হয়েছিল। কিন্তু এত করার পরেও ৬০মতিলা খাজনা পঁচাত্তর বছর করতে পারেন না। সাধারণ মানুষকে কিভাবে এত জরাজীর্ণ নিভাং হয়রানি করতে এবং সাধারণ মানুষের পকেট কটে তাদের কিভাবে জমির অধিকার থেকে বঞ্চিত করবার চেষ্টা করে। এত সময়কালীন দিনেই পয়সা করে যে এত সরকার সাধারণ কৃষককে কোথাও জমির মালিক হতে দেবে না। যদিও জমি আছে, উকিল মুক্তার এবং বসাবা, তাদের পকেট খাওয়া শুরু করে। আমরা দেখছি মাননীয় মুহু মহোদয়গণ। কিন্তু ১৯৭৩-৭৪ সালে জমি বন্দোবস্ত দো। কিন্তু একজন কৃষক দীর্ঘকাল জমি দেখে করে রাখেন পঁচাত্তর বছর বন্দোবস্ত চায় সে এটা পাবে না। যখনই বাঙালী শর্মার ১০,০০০ লোকের উজ্জ্বল করে। এত সময়কাল করেছিলেন এবং সবসময় ৬০০ পরিবার ক্ষোভের মালিক হয়ে দাঁড়। ১০ বছর পর্যন্ত থেকে আসছেন তাদের এই সমস্ত প্রলোভন ভোগ দেখে করে তাদের জমির অধিকার করে না। এম এতে সমস্ত ব্যবস্থা বাইরে শর্মার আমরা দেখছি কত কষ্টের। কয়েকটি মাননীয় স্পিকার মহোদয়, এত যত্ন নভার নষ্ট। সত্যিই দেখা উচিত যে কিভাবে তারা সাধারণ মানুষের জন্য এটা করে। অকৃত্রিম মতামতের দাবী দেখে। কাজেই মাননীয় অনাক মহোদয় আমরা এত কাটমোশানের মধ্যকারে আমরা শুধিবার দিতে পারি যে তাদের এই সমস্ত ব্যবস্থা জেড ৭৩ তে না করে তারা ভবিষ্যতের জন্য ত্রিপুরা গাজো প্রায়গত হবে। এই কথা বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— শ্রীজ্ঞানেশ্বর দত্ত।

শ্রীজ্ঞানেশ্বর দত্ত :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে হাউসে যে সব ডিম্যাণ্ড এসেছে তাদের আমি সমর্থন করি এবং যে সব কাটমোশান এসেছে তার আমি বিরোধীতা করি। মাননীয় সদস্য সবার বাবু কাটমোশান এনেছেন বকেয়া খাজনা সম্পর্কে এবং তার দীর্ঘ ভাষণে তিনি খাজনা মকুবের উপর জোর দিয়েছেন। কিন্তু তিনি সরকারের কাছে এমন কোন সাজেশান রাখেননি যাতে কৃষির উৎপাদন বাড়ে এবং কৃষকের আর্থিক সাহায্য হয়। তিনি বলেছেন অত্যন্ত গাজো ৬৭ কাণি ভূমি পর্যাপ্ত খাজনা মকুব আছে। কিন্তু তিনি একবারও উল্লেখ করেননি যে ত্রিপুরাতে ২১৩ বার খাজনা মকুব করা হয়েছে এবং আমরা দেখছি ছড়া নালা ইত্যাদি বাদ দিয়ে ফসল যাতে হ্রাস পায় সেটিকে লক্ষ্য রেখেই খাজনা ধার্য করা হয়েছে। কাজেই এই কাটমোশান উদ্দেশ্য প্রণোদিত। মাননীয় সদস্য নুপেন দা একজন গুড পার্সোনেটিবিয়ান। আমি উনাকে প্রভা করি। কিন্তু আমি লক্ষ্য করেছি সরকারী কর্মচারীদের কথা স্পেসিফিক ভাবে আনলেন। হয়ত আনা যায়। কারণ যে সমস্ত কামচারীর বিধান সভায় বলায় অধিকার নাই তাদের বিরুদ্ধে এভাবে এনে তাদের বেকায়দায় ফেলা যায়। এটা চলবে এমন একটা বাসকে পাঁচাতে বেগে লাঠি দিয়ে গুলো দেওয়া এবং গুলো খেয়ে বাসের গর্জন

যাবত দখল করে আছে, অথচ তাদেরকে ভূমির এ্যালটমেন্ট দেওয়া হচ্ছে না। তাই আমি এই সরকারকে অনুরোধ করব যে এত দ্রুত দিয়ে যেন বিশেষভাবে নজর দেন। শেষের দিক দিয়ে আমি আর বেশী বক্তব্য বাড়ান না। তবে রূপেন দাদার কাছে আমার এই চেলেন্স, আমি আশা করি, তিনি আমার এই চেলেন্সের মোকাবিলা করবেন আর যে ডিমান্ডগুলি এখানে রাখা হয়েছে, সেগুলিকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :- মাননীয় ডিপুটি স্পীকার শ্রী, আমি একটা কাট মোশান এনেছি, আমার কাট মোশানটা হচ্ছে—সরকারী কর্মচারীদের কেন্দ্রীয় হারে হি, এ এবং পশ্চিমবঙ্গের ১৯৬০—এর পরে গ্রাণ্ডার কর্মচারীদের বেতন হার পুনর্বিন্যাস না করা সম্পর্কে। এটা কর্মচারীদের দেওয়া হচ্ছে না। পশ্চিম বঙ্গে ১৯৭০ সন থেকে যে একটা ভুতন বেতন হার চালু হয়েছে, এটা সম্পর্কে এই সরকারের সঙ্গে নিউক্লিয়ার থাকা সত্ত্বেও বা সরকারী সিদ্ধান্ত থাকা সত্ত্বেও দেওয়া হচ্ছে না। এবং মন্ত্রীরা কয়েক উত্তর দেন যে কেন পশ্চিম বঙ্গে তাত আমাদের জিজ্ঞাসা তাদের কাছে যে কেন পশ্চিম বঙ্গের এত দাবীটা আমাদের করতে হচ্ছে। কারণ অতীতের দিকে যদি আমরা ফিরে যাই। তখন আমরা দেখব যে তার উত্তর তাৎক্ষণিক দিয়ে রেখেছেন। তখন তারা একটা অপশান দিয়েছিলেন এবং অপশানে তারা স্পষ্ট বলে দিয়েছেন এবং সত্য দেওয়া হয়েছিল ৮-১-৭০ হই তারপরে এবং পশ্চিম বঙ্গে এত বেতন হার চালু হয়েছে ১-৪-৭০ হই তারপরে থেকে অর্থাৎ এত বেতন হার পশ্চিম বঙ্গে চালু হওয়ার পর এত সরকার এই অপশানটা দিয়েছিল। আর এত অপশানের এক জায়গাতে বলা হয়েছে যে—*Tripura employees continuing to be on West Bengal pattern of pay and allowances till the results of the Third Pay Commission*—এই কথা, এখানে কোন রকম যাবপাট নাই যে ১৯৬০ বেতন কমিশনের বিকমেন্ডেশান পাওয়া অবধি পশ্চিম বঙ্গের বেতন হার চালু করা হবে এবং সেই বেতন হার ট্রিপুра সরকারী কর্মচারীদেরকেও দেওয়া হবে। এত অপশান দেওয়ার পর চাক সেক্রেটারী একটা সাকুলার দিলেন, সেই সাকুলারে কি বলা হয়েছে? চাক সেক্রেটারী আই, পি, গুপ্ত সাহেব লার দিয়েছেন তার নম্বার হচ্ছে F.5(2)-Fin (9)/70 dated 8-9-70. Now that it has been decided that the employees of this Government would continue on their existing pattern that is, pattern of linked State of West Bengal in the matter of scales of pay and allowances till the recommendations of the Third Pay Commission. এত সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং চাক সেক্রেটারী সাকুলার দিয়েছেন, এর পরেও কন পাব না? এই উত্তর নিম্ন আমায় কাছে নয়, ট্রিকারী বেকে মন্ত্রীরা যারা আইন, তাৎক্ষণিক উত্তর খোঁজা দিতে রেখেছেন। অথচ এত সাকুলার দেওয়ার পরও সন ১৯৭০ হই তারপরে থেকে কর্মচারীদের বেতন হার দেওয়া হচ্ছে না। এই বেতন হার না দেওয়ার কারণে ফলটা কি ভোগ করতে হচ্ছে সরকারী কর্মচারীদের না এই ফল ভোগতে হচ্ছে যে উনারা বলেন পূর্ণ বাজ্যে আমরা পূর্ণাঙ্গ করছি, মুক্তন রাজ্যে আমরা ভুতনভাবে করব। আমার জিজ্ঞাসা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বাবু কাছে যে তিনি যে রাজ্য পেয়েছেন, যে পূর্ণ রাজ্য আমরা পেয়েছি ১৯৭০ সালের ফাল্গুনার মাস থেকে এবং তার রাজত্বও শুরু হয়েছে ১৯৭০ সাল থেকে। কাজেই আগের সিদ্ধান্ত তিনি খারিজ করতে

পারেন না, সেই অধিকার তাঁর নাহি। কিন্তু এটি রাজ্যে সব কিছু হয়। এটি কর্মচারীদের, এই শ্রমিকদের বঞ্চিত করবার জ্ঞান গায়েব জোরে সব কিছু করা যায় এবং এটাও সেই গায়ের জোরেই করা হচ্ছে। পে কমিশন বসানো হয়েছে। এখানে অর্থটা কি দাড়াচ্ছে? পে কমিশন বসানোর মানে হল আগের বকেয়া আগের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যদি না দেওয়া হয় কম-চারীদের, তাহলে সেই পে কমিশন বসানো পে ট্রাকচারের উপর তার রায় দেবে। অর্থাৎ এখন যে পে ট্রাকচার এম্প্লয়ার কমচার দেবে এবং এম্প্লয়ার শ্রমিকদের তার উপরই পে কমিশনকে রাখা হয়েছে। তাই আমি খুব স্পেসিফিকলি বলতে চাই। ১৫-১০০ টাকার একটি চায়ার স্কেল কাটা হবে তার উপর সহ রায় দিতে হবে। কিন্তু এটা পূর্ণা হয়ে গেছে। এটি সিন্ডিকেট অনুযায়ী এ অপশন অনুযায়ী এ স্কেলার অনুযায়ী যে ১-৪-১৯৭০ সাল থেকে ১০-১৫ টাকার পে স্কেল এটা পাঠন হয়ে গিয়েছে। যদি এ পে বাসনো না দেওয়া হত তাহলে তা ২৩-১৫০ টাকার পে স্কেল পড়ত। এর অর্থ কি হচ্ছে যেটা তাদের আত্মনত প্রাপ্য সিদ্ধান্ত ২০ সিন্ডিকেট অনুযায়ী না। দশে সিন্ডিকেট ২৫ কাজার কমচারীর জন্য থেকে একটা পে ট্রাকচার উপ করা হয়েছে তাদের জবন থেকে। তাদের ভাবনো সেই ক্ষতি সংশোধন করতে পারেন না। এইভাবে সিন্ডিকেট ২০ কাজার কমচারীর জন্য ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়েছে। এবং তার ট্রেজারি কি? ১৯৭০ সালে একজন মিস্ট্র প্রণব নাটের তলার যে কর্মচারী সে দুই থেকে আড়াই কাজার চাকরি আরম্ভ পাচ্ছে না তাই এত ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। মাস এক মাস প্রণব কমচারী প্রণব ডি, এ, পাচ্ছে না। সেই প্রণব ডি, এ, যদি না দেওয়া হয় তাহলে সে মাসে ১০ টাকা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। উনার প্রণব করে তার প্রণব ডি, এ, সে। কি ব্যাপার? এই প্রণব অম্বাও তাদের কড়ে করছে যে উত্তর এদেশে যান কেন্দ্রীয় ডি, এ, দেওয়া হচ্ছে রাজস্থানে যা কেন্দ্রীয় ডি, এ, দেওয়া হচ্ছে, পাঞ্জাব যান প্রণব ডি, এ, দেওয়া হচ্ছে। যেকোনও এই সব ইন্সটিটিউটে ডিয়ানেস কর্মোলা নাহি এই জ্ঞান কেন্দ্রে বাটার সংগে সংগে ডিয়ানেস এলাউন্স দেওয়া হয়। এবং এটা সিদ্ধান্ত। সেট ইন্সটিটিউট কেন্দ্রীয় করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত অনেক পরে নিয়েছে। আমাদের এখানে ডিয়ানেস দেওয়া হত অর্থময় বদল রাজ্যের আগে। ইন্টারিম রিলিফ দেওয়া হয়েছে। আমি জিজ্ঞাসা করছি এ ইন্টারিম রিলিফ দেওয়ার আগে এই কর্মচারীরা তাদের ডি, এ, কোন করে পেয়েছে? করায় করে কেন্দ্রে হত সংগে সংগে পেয়েছে। এটা একসেপটেড প্রিন্সিপল, এটা একসেপটেড নীতি। সেজন্যে তি থেকে তারা সবে তার তার রেজালট হচ্ছে একজন ৭র্থ প্রণব কর্মচারী—কেন্দ্রে ৪০১ ডিয়ানেস এলাউন্স বাড়ান পরে—এ সিদ্ধান্ত যদি এখনও পাঠনা থাকত তাহলে ৬০ টাকা তাদের পাঠন হয়ে গিয়েছে। এত ভাবে বঞ্চিত করা হচ্ছে। এই ভাবে বঞ্চিত করে এই কর্মচারীদের তাদের বাকি থেকে এটা পে ট্রাকচার বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় ডিয়ানেস এলাউন্স বাদ দেওয়া হচ্ছে। আমি অপশন, সাকুলার দিয়ে তাদের স্পষ্ট আমি এক কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই যে এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যে সিদ্ধান্ত আপনারা নিয়েছেন সেই সিদ্ধান্ত কার্যকরী আপনারা কেন করছেন না? আমরা দেখছি এম্প্লয়ার কর্মচারীরা কি পেয়েছে। আজকে একজন এল, আই, সিন্ডিকেট কর্মচারী ২৮৭ টাকা পাচ্ছে একজন রিকার্ড ব্যাকের কর্মচারী,

৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী ৩১৪ টাকা পাচ্ছে। সেখানে বাব্বের কমচারীরা ৩০০ টাকার উপর পাচ্ছে বেসরকারী প্রমিক সংস্থার একজন ২৮ টাকার উপর পাচ্ছে। সেখানে অগ্রাঙ্ক প্রমিক যারা আছে তারা ৫৩০টিতে ৩২০ টাকা তারা পাচ্ছে এবং এই যে ট্রাকচার সেই ট্রাকচার থেকে বঞ্চিত হওয়ার পূর্ব একজন ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী এখন ১৭০ টাকা থেকে ১৬০ টাকা পাচ্ছে। পার্থক্য কোথায়? দেড় ২ টাকা থেকে পৌ.ন দুইশ টাকার মত পার্থক্য হয় যাচ্ছে। এই বাজার থেকেতো একতর দামে কিনতে হয়। বাজারে যাঁ য়ে এল, আর, সির কমচারীদের জুট আলাদা বাজার নেই। শুধরং অজুতে দেখা যাচ্ছে যেতায় প্রাপ্য ৪৩০০ মস্বেও, সিদ্ধান্ত থাকা সত্ত্বেও সাকুলার থাক সবেও এটা দেওয়া হচ্ছে না। এত মন্তব্য সভা আসার পর তাদের একটাই কাজ হয়েছিল এই প্রমিক কমচারীদের বাক্যত কবব, ৭ প্রমিক কমচারীদের শুধরং কাদদায়, আমি স্থলময় নগরকে বলেছি যে পে কমিশনাল বসিয়ে শুধরং সিদ্ধান্ত নিতে হবে না, তখন .প তারা পেতে চায় না। অগেব য সিদ্ধান্ত দেটি করে নেবেন না, সেটাকে কাটবেন না সেটুকুই দিন। সভাও কেটে নেওয়া হচ্ছে এবং সেই অবস্থায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং কাজার কাজার টাকা ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়েছে। এব পাশাপাশি আর কি কথা হচ্ছে গত ২২ মাস ধরে? এই মন্তব্য সভার মুখ্য মন্ত্র থেকে আরম্ভ করে ডেপুটি এডুকেশন মিনিষ্টার আজকে চারপের মত সারা ৭০০০ বাব্বের বেড়িয়েছেন। এক জুট? এই কমচারীদের জুট দরদে এই তাদের বেতন তাতা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, দবা মূল্যের জন্য তারা পেতে উঠেছে না সেজন্য না এই কমচারীদের একটা ভাজন ধরানোর জন্য, এই কমচারীদের তাদের যে অধিকার তাকে থান ধরার জন্য তাকে কাটেল করার জন্য। মন্তব্য সভা সভা আজকে কমচারীদের প্রক্য 'বরোধী কাজে নিযুক্ত হয়েছিলেন, মন্তব্য প্রশাসনকে নিয়ে গ করা হয়েছিল।' আমরা দেখেছি এ, টি টি, একে কোলে আশ্রয় দেওয়া হয়েছিল মাননীয় মন্ত্রী মিঃ সোমের কোলে। আজকে সেখানে দুই ভাগ হয়েছে। আর সেখানে একজন সেক্রেটারি পাঁচ তিনি বলছিলেন তার গার্ডী ব্যবহার করা হয়। আর এক সেক্রেটারি পাত্র বলেছেন—তার কথা না শুনে ট্রাকচার করা হয় তার ইউনিয়ন না করলে আজকে—তার সেক্রেটারি লাবের কথায় কি ভাবে এই প্রশাসনকে ব্যবহার করা হচ্ছে আমি ভাব কটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ এখানে রাখতে চাই। আজকে যে সব ট্রাক করা হয়েছে, মফঃসলে মন্ত্রীরা ট্রাক বরোছেন—সবগুলি ট্রাক কোন সাধারণ মানুষের জুট নয়, কৃষক শ্রমিকের সার্গেব জন্য নয়। প্রত্যেকটি ট্রাকের নগ্নভাবে প্রশাসনকে ব্যবহার করে প্রমিক কর্মচারীর আন্দোলনকে দমন করার জন্য প্রক্য বিবোধী কাজ করার জন্য করা হয়েছে। ৮-৫-১৯৭৩ সাল—আগরতলা সত্ত্ব থেকে সাক্ষ্য এ একটা টেলিগ্রাম প হান হয়েছে—মিঃ সোম, ডেপুটি মিনিষ্টার তার টেলিগ্রাম—“Visit Manubazar and attend Annual Conference of A.T.T.A to be arranged by Santi Acharjee, Secretary, A. T. I. A. Manubazar. Kindly inform all concerned including Nakul Dutta and Santi Acharjee, এখানে বলা হয়েছে এই Conference to be arranged by Santi Acharjee, এই Conference arrange করতে বলা হয়েছে ডুমি একটা পাল্টা সংগঠন করা। শিক্ষকদের পাল্টা লোক নিয়ে একটা সংগঠন করা। আমি সেখানে গাভসরী করতে যাব। আমি সেখানে শিক্ষক আন্দোলন ভাঙতে যাব এবং সেখানে এস. ডি. ও কপি দিয়েছেন। তাব নগর হচ্ছে ২০-২৫/এস, ডি, ও/এস, ডি, এম/এফ, এল/৭৩ ডেটেড ৭-৮-১৯৭৩। কপি দেওয়া

মিঃ সীকার :- অনাবেষ্য গিনিট্রাব দ্বিগনোৎপন্ন নথ।

[illegible]

কলেজে পড়ে না। জেনারেল কলেজেও প্রি-মেডিকেল পড়ানো যায়, জেনারেল কলেজে যে কোন ছেলে পড়তে পারে। মাননীয় বিরোধী দলের নেতার সেই কথা জানা থাকা দরকার যে মেডিকেল কলেজ ছাড়াও পাজাব, হরিয়ানা, ইন্ডুর মধ্য প্রদেশের বিভিন্ন কলেজে আছে যেখানে জেনারেল কলেজে প্রিমেডিকেল পড়ানো যায়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তিনি আর একটা কথা বলেছেন যে আমার ছেলে 'সিনিটোর' ইন্সপেক্টরের ট্রেনিং এ গেছে। আমি গত নো-কনফিডেন্স মোশনে আলোচনা করেছি আমি বলেছি যে আমার ছেলে মেরিট অনুযায়ী গিয়েছে। আমরা ৫টা মার্চ পয়েন্টিলি আমরা দশজন ছেলেকে সিলেক্ট করি তন্মধ্যে ২টি ছেলে যায়, এর মধ্যে আমার একটা ছেলে গেছে এবং আর একটা গেছে, আমরা কোন ছেলেকে পাঠাতে পারি না, এটা ভেক্টর রং গেলো। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যদি কোন ছেলে না যায়, যদি আমার ছেলের মেরিট থাকে তাহলে কি আপত্তি থাকতে পারে আমি বুঝতে পারছি না। মাননীয় মন্ত্রী ছেলে, কংগ্রেস এম. এন. এনের ছেলে হলেই যে তার ফাণ্ডামেন্টাল রাইট চলে যায় এটা কথা বলতে পারা যায় না। আর্টিকেল ১৬ কি বলেছে, বলেছে যে there shall be equity of opportunity of all citizens in the matters relating to employment appointment in any office under the State সুতরাং মিনিষ্টারের ছেলে ছেলে, এম. এল, এর ছেলে ছেলে, স. চাকুরী পেতে পারে মেডিকেল কলেজে পড়তে কোন আপত্তি নেই কনস্টিটিউশনাল রাইট অনুযায়ী। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি মিনিষ্টার চ্যেংজি বলে আমার এলাকার লোকের চাকুরী হবে না, আমার স্বাস্থ্যসংরক্ষণ চাকুরী পাবে না, এমন কোন কথা তেঁতে পাবে না। তার যদি মেরিট থাকে, তার যদি রিক্রুইজিট ক্যালালিফিকেশন থাকে তাহলে কোন আপত্তি থাকতে পাবে না, ফাণ্ডামেন্টাল রাইট তার কাটেল তেঁতে পাবে না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে তিনটি চার্জ তিনি এনেছেন আমি আশা করছি আমি তাড়াতাড়ি সেটা কনভিনস করতে পেরেছি। কাজেই আমি মূল ডিমাম্বকে সাপোর্ট করে এবং বিরোধী পক্ষের কটি মালিশের বিরোধিতা হবে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— প্রীতমবর শর্মা।

প্রীতমবর শর্মা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার কটি মোশন একটা আমি এনেছিলাম উত্তর ও দক্ষিণ হ্রদ্রপুত্রের জেলা দপ্তরের স্থান নিম্নাচনেণ বার্থতার জনগণের দুর্ভোগ। জেলা হ্রদ্রপুত্রের তেড কোয়াটার কোথায় হবে তা সেটেল করেছেন বলে তো এটা ম্যাসজা বলবেন যে কুমারঘাট এবং উদয়পুর উত্তর এবং দক্ষিণ জেলা দপ্তরের স্থান নির্ধাচিত হয়েছে। কিন্তু আসল কথা যেটা, তিনটি জেলা টোট হলে ১৯৬৯-৭০ সালে। আজকে ৭৪ সাল আজকে পর্যন্ত চিত্রটা আমরা কি দেখছি এবং সেটা চিত্রটা কেন হলো। উত্তর হ্রদ্রপুত্রের অবস্থা আমরা কি দেখছি একদিকে কুমারঘাট অপরদিকে কৈলাসপুর জেলা দপ্তরকে ভাগ করে এই দুই জায়গায় রাখা হলো কিছুটা কুমারঘাটে কিছুটা কৈলাসপুরে এবং কিছুটা আগরতলায়। আমরা দেখলাম যে লাগু বেকর্ডের ব্যাপারে কুমারঘাটে যেতে হবে কোন কোন ব্যাপারে যেতে হবে কৈলাসপুরে। তাহলে কুমারঘাটের লোক যদি ডিসট্রিক্ট মেজিস্ট্রেট তার দপ্তর পেতে হয় তাহলে যেতে হবে কৈলাসপুরে।

এইরকম একটা অবস্থা উত্তর ত্রিপুরা জেলায় আমরা দেখছি। কিছু কাজ করা হবে কুমারঘাটে, কিছু করা হবে কৈলাশতরে, নানা জায়গায় করতে হচ্ছে এবং স্থান নির্বাচনে আমি ষড়টুকু জানি বছর ধরনের ইটাবেট এবং নিজেদের মধ্যকার নানা প্রশ্ন এবং সমস্যার জন্য সঠিকভাবে স্থান পরীক্ষা ঘোষণা করতে পারেননি কোথায় হবে, কৈলাশতর না কুমারঘাট, কারণ এটাতে স্বার্থের প্রশ্ন জড়িত ছিল এবং ছিল বলেই আমরা দেখলাম এখানে একটা বিলম্বের অবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল। এটা শুধু উত্তর ত্রিপুরা জেলা সম্পর্কে নয়, দক্ষিণ জেলা সম্পর্কে আমরা ঠিক জাতি দেখি। কখনও শান্তিরবাহকের নাম শোনা গেছে কখনও উদয়পুরের নাম, এই অবস্থা আমরা দেখছি। কিছুটা কাজ আগরতলায় হচ্ছে, কিছুটা উদয়পুরে হচ্ছে, উদয়পুরের মানুষকে অনেক কাজ আগরতলায় এসে করতে হয়। আজকে আমরা দেখছি এই যে ত্রিপুরাকে তিনটি জেলায় ভাগ করা হয়েছে, এই জেলাগুলিতে সব কাজ হচ্ছে না, বিভিন্ন কাজের জন্য আগরতলায় আসতে হচ্ছে, এবং তার জন্য দুর্ভোগ পোতাতে হচ্ছে জনসাধারণকে এবং আজকে যদি একটা সোসাইটির রেজিস্ট্রেশন করতে হয়, দশদার কোন সোসাইটি যদি রেজিস্ট্রেশন করতে হয়, তাহলে কুমারঘাট, বা কৈলাশতরে হবে না, তার জন্য তাকে আগরতলা আসতে হবে। আর, চিন্তা করুন, একটা মতিলা সমিতি যদি হয়, তাহলে ওদের আগরতলা আসতে হবে, তাব ওনা কতটা খুব তাদের দিতে হয়, কারণ সঙ্গী সাথী নিয়ে তাদের আসতে হবে বৈজ্ঞানিক করার জন্য, বিভিন্ন ধরনের দুর্ভোগ তাদের এই জন্য পোতাতে হয়। জেলা দপ্তর স্থাপনের স্থান নির্বাচন সঠিকভাবে হয়নি বলেই এইভাবে জনগণের দুর্ভোগ পোতাতে হচ্ছে। মরী মতাহাযবা বলেন প্রত্যেক কথায় চিন্তা করে দেখব, বিবেচনা করে দেখব, সেটা চিন্তা এবং বিবেচনার স্বরূপটা যে কি সেটা কেউ বলতে পারেনা। তাঁদের এই চিন্তা এবং বিবেচনা করে হবে আমরা জানিনা। আর, অত্যান্য ব্যাপারে আমরা দেখছি যে কাটমোশান যেগুলি এসেছে বিভিন্ন ডিম্যাণ্ডের উপর, সেই কাটমোশানগুলি সমর্থন করে আমি বলছি যে থানা আদায়ের ব্যাপারে বিভিন্ন স্থানে যে জুলুম করা হচ্ছে। তারা নিজেদের গণতান্ত্রিক সরকার বলে বলে থাকেন অথচ গণতান্ত্রিক সরকারের একটা ঘণ্টা কাজ। পুলিশ লেলিয়ে দিয়ে বকেয়া খাজনা আদায়ের নামে গ্রামে গ্রামে অত্যাচার করা হচ্ছে। তহশীলদারকে দিয়ে বাড়ি বাড়ি ঘেঁষে চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে। আমি ধর্মগণের, বিভিন্ন কেস জানি যেখানে এইভাবে মানুষের উপর চাপ দেওয়া হয়েছে এবং মানুষকে বলা হয়েছে তোমাদের উচ্ছেদ করা হবে। মুম্বাইনদের পুনর্বাসন দেওয়া হচ্ছে না, ভূমিহীনদের পুনর্বাসন দেওয়ার প্রচেষ্টা নেই। একটা নমুনা আমি এখানে দেখাতে চাই যে সিডাল ফাস্ট কয়েকজনকে পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য বরুয়াকান্দি একটা জায়গা তাদের দেখান হয়, এবং এরপর দেখা গেল সেটা জায়গা তারা পাচ্ছে না। জমি জরিপ করে কে কতটুকু জমি পাবে সেটা সেটেলমেন্ট দপ্তর থেকে ফাইনালী বলা হল না, দিনের পর দিন তাদেরকে ঘুরান হল এবং আজকে পর্যন্ত তারা পায়নি সেটা জায়গা। পেকুজলার কি অবস্থা? সেখানে আমরা দেখলাম ভূমিহীনদের পুনর্বাসন দেওয়া নিয়ে নানাধরনের প্রকলন হল, কিন্তু সত্যিকার পুনর্বাসন হয়নি। সেখানে তাদের চিন্তা এবং বিবেচনার ধারাটা যে কি তা সহজেই অসম্ভব করতে পারি এবং জেলা দপ্তর সম্পর্কেও এই কথাটা সম্পূর্ণরূপে ঠাটে।

মাননীয় স্পীকার, আর, আমরা প্রাক্তন সৈনিকদের পুনর্বাসনের ব্যাপারে ডি. এস. এ বোর্ড অব ইন্ডিয়ান মারফত যোগাযোগ করেছি, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীও ধর্মগণের গিয়েছেন এবং

তিনি যখন ধর্মনগরে গিয়েছিলেন তখন এস, ডি, ও'র সঙ্গে আলাপ হয়েছে, তাদের এ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে আলাপ হয়েছে এবং প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছিলেন যে তাদের পুনরাসন দেওয়া হবে। কিন্তু তাদের পুনরাসন দেওয়া হয়নি। তাদের অবস্থা কলিং পাটির কোন কোন সদস্যও জানেন, কারণ প্রাক্তন সৈনিকদের এ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি হচ্ছেন একজন কলিং পাটির সদস্য এবং তারা কাকুলত্ব ছাড়া যে পুনরাসন চায়েছিল, কিভাবে তারা বক্তিত করা হয়েছে এবং তাদের বিরুদ্ধে অপচেষ্টা চালান হয়েছে। কেবল প্রাক্তন সৈনিকদের ব্যাপারে বা ভূমিহীনদের ব্যাপারেই নয়, বিভিন্ন ব্যাপারে তারা এইসব কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। যারা বহু বছর ধরে ভূমিতে বসে আছে, যারা শুকনা মাছের ব্যবসা করে এমন সব দুসলমানকে সরিয়ে দেওয়া অপচেষ্টা তারা করেছে। মাঝে মাঝে পুলিশ গিয়ে তাদের ঘর ভেঙে দেয়, তারা ভাঙা ঘর যখন বেগাত করতে যায় তখন তাদের বাধা দেওয়া হয়। আজকে ১৫/১০ বছর ধরে ধর্মনগরে এসব করা হচ্ছে অথচ তাদের উচ্ছেদ করার জন্য মিথ্যা মামলায় জড়ান হচ্ছে। এটা শুধু ধর্মনগরে নয়, হুপুয়ার অন্যান্য স্থানেও আমরা এটা দেখছি। স্ত্রীরাম আমরা সহজেই অত্যাচার করতে পারি এবং সহজেই জনগণের মনে এই বিশ্বাস আসে যে এই সরকার সার্বজনীন মঙ্গলের জন্য, দেশের মঙ্গলের জন্য এমন কিছু দিতে পারছেন বা এমন কিছু পবিকরণ নিয়ে আসতে না যা সহজভাবে, স্বাভাবিকভাবে গরব মন্ত্রের উপকারে লাগতে পারে। মাননীয় স্পীকার, স্ত্রীরাম, আমি বিভিন্ন ডিমামন্ত্রের উপর যে কন্ট্রোলিং গুলি এসেছে, সেসব কন্ট্রোলিং গুলি মর্শন করছি, মর্শন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— অনাগ্রবল মঞ্চের জীয়াসুদন দাশ।

শ্রীমতী সুদন দাশ :— মাননীয় স্পীকার, স্ত্রীরাম, আজকে বিভিন্ন ডিমামন্ত্রের উপর বিরোধী পক্ষ থেকে যে কন্ট্রোলিং এসেছে আমি সেগুলির বিরোধিতা করছি এবং কন্ট্রোলিংয়ের উপর বক্তব্য রাখতে যেখানে বিরোধী পক্ষের কয়েকজন সদস্য যে ধরনের বক্তব্য রেখেছেন, তারা কয়েকটা যে ১০ মিনিট অপ্রাসঙ্গিক বক্তব্য রেখেছেন, আমি সেটা তুলে ধরতে চেষ্টা করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য ১০ মিনিট সময় পাবেন।

শ্রীমতী সুদন দাশ :— কারণ তারা প্রথমে বলেছেন যে যন্ত্রা এবং উপরতলার যে অফিসার তাদের যে হুর্নীতি, সেটা হুর্নীতির বর্ণনায় তারা এইভাবে চটফট করছেন, মনে হচ্ছে সেটসব হুর্নীতি তারা এক্ষণেই বন্ধ করে ফেলবেন। কিন্তু মাননীয় নৃপেনবাবু নীচের তলায় যে কিছু কিছু হুর্নীতি আছে, সেটাতে তাত দিতে ভয় পাচ্ছেন। তার কারণ অজ্ঞবাবু, যদিও নিজের রূপ ধারণ করে এখানে নির্দলীয় হিসেবে এসেছেন, মাঝে মাঝে নৃপেনবাবুর রূপ ধারণ করে থাকেন, কাজেই নীচের তলায় যদি তাত দেওয়া হয়, তাহলে কো-অর্ডিনেশনে নেতারা গৌস কওয়ার সম্ভাবনা আছে, সেইজন্য নীচের তলায় তাত দিতে উনারা ভয় পান। কিন্তু নীচের তলায়ও হুর্নীতি চলছে আপনারা এডুকেশন ডিপার্টমেন্টে দেখুন, সেখানে দেখবেন মেডিক্যাল রি-ইন্সপেক্টর বিল, ৪০ টাকা যদি দেন, তাহলে সেটা পাশ করিয়ে দেয়। আপনি

যান ট্রাষ্টবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টে—যারা এক বছর আগে বা দুই বছর আগে হাউস লোন পেয়েছে, তারা পরের বছরও পাবে যদিও তিনি জন-কল্যাণকে অর্ধেক দেবেন প্রতিশ্রুতি দেন, তাকলে সেটা পেতে বাধ্যবদ্ধ নাও। কিন্তু এটা সমস্ত কথা বুপেনবাবু হয়তো আত্মকে বলতেন, কিন্তু পাছে অজয়বাবু মনকুর হন, সেও ভয়ে তিনি আত্মকে বলতে সাহস পাননি। শুধু ভাট নয়, তিনি স্বাস্থ্যময়। এবং ৩০ মনকুর দেওয়ায় কত জমি দখল করে আছেন তার একটা দৃষ্টান্ত এখানে তুলে ধরেছেন, যদিও সেটা দৃষ্টান্ত মোটেই ধোঁবে ঢেকেণি, কিন্তু উনি এটা চিত্রা করলেন না যে চোর যখন চুরি করতে যায়, সে তার নিজের দরজা নিজে খুলে যায়, মস্ত কেউ যদি চুরি করতে আসে, তাকলে সে দরজা খুলতে আসবে না। উনি অপরের জমির কথা যখন বলতে গেলেন তখন চিত্রা করলেন না উনার যে জমি খমা আছে, উনার যে স্বাস্থ্যায় স্বজনের জমিজমা আছে ১০ গুণ জমির দাম প্রায় এক লক্ষ টাকা, আগের ৫০ কান বা ১০০ কান জমির দামও এক লক্ষ টাকা হয় না। উনার বড় ভাই ভাটবের বোঁ সাধনা চক্রবর্তীর নামে সহরের উপর ২ গুণ জমি সেখানে আছে, সেটা ২ গুণ জমি মাপ দিয়ে দেখবেন সেখানে দুই গুণ জমি বেশী আছে, যে জমির দর প্রায় ১ হাজার থেকে ১০ হাজার টাকাও হতে পারে।

কিন্তু এই ১০,০০০ টাকা'র জমি দখল করে রাখলেন, জামি উনাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই যে উনি কি ভূমিহীন হিসাবে সেটা জমি নিয়েছিলেন না তিনি তৎক্ষণাতভাবে সেটা দুই কড়া জমি ছেড়ে দিয়ে পরের অভিরিক্ত জমিতে হাত দেওয়ার চেষ্টা করবেন? কিন্তু কই উনি তো নিজের কথা কিছুই বলেন নি। শুধু ভাট নয়, কো-অর্ডিনেশনের নেতা শ্রমিক কর্মচারীর জন্ত যেভাবে কারাওটা করলেন আমায় মনে হয় সেটা কারওটা'র ফলে সমস্ত হাউস ভেঙ্গে যাওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে। আমি উনাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই যে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী সিকার্য শংকর রাও যখন নাগরিকশ্রম হাজার বেতন নেওয়ার জটিলতার শিকারদের বলেছিলেন তখন কো-অর্ডিনেশন কমিটি থেকে বললেন যে এই বেতন আমরা নেব না। আমরা পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হলে আমরা সে বেতন নেব। কিন্তু উনি জানেন না এতে শিক্ষকদের কি ক্ষতি করলেন। এই চাের যদি কেন্দ্রীয় বেতন নেওয়া হত তাহলে শিক্ষকেরা আরও বেশী বেতন পেতেন। তিনি জানেন যে শিক্ষকদের মধ্যে এ. টি, টি, এ, সমর্থনের সংখ্যা ই অনেক বেশী। তার জগৎ এ. টি, টি, এ, এর মিলে বাবুর নাম শুনেই তিনি অনেকটা আত্মকে উঠেন। তিনি নিজেকে চিত্রা করলেন না যে আমি নিজেকে কামচারী, কিন্তু কর্মচারীদের স্বার্থে তিনি সেটা কেন্দ্রীয় বেতন হার নিতে দেন নি। আবার কর্মচারীদের জগৎ দরদে তিনি গদগদ করেছেন। তিনি আর একটা জিনিস তুলে যাচ্ছেন যে ত্রিপুরা যেদিন থেকে টেটহুড হয়েছে সেদিন থেকে ত্রিপুরার বাবতীয় ব্যাপারে ত্রিপুরা সরকারের সব কিছু করার ক্ষমতা রয়ে গেছে। টেটহুডের এক বছর, দুই বছর আগে ক'সাকুলার ছিল সেটাও তিনি বলেছেন। বলেছেন এটা কথা যে আনোমেলি দিতে হবে। কিন্তু ত্রিপুরা সরকার যে নিজস্ব পেন কমিশান বসিয়েছেন, ত্রিপুরা সরকার যে শ্রমিক কর্মচারীর বেতন পুনর্বিবাসের ব্যবস্থা করেছে এটা তিনি মানবেন না। তিনি বলবেন যে পশ্চিম বঙ্গের হারে বেতন দাও। অর্থাৎ নিজের মাপকে

বাপ ডাকবে না, অণের বাপকে বাপ ডাককে। কিন্তু সেটা আমরা বতে দিতে পারি না। কারণ আমরা জানি যে ত্রিপুরা নিজস্ব একটা বৈশিষ্ট্য আছে। ত্রিপুরা সরকার ত্রিপুরার কর্মচারীদের জন্য নিজস্ব চিন্তা করবে। তাতে ত্রিপুরার প্রাথমিক কর্মচারীদের বেতনের কার বেড়েও যেতে পারে। এখন লাল বাঁত জলে গেছে, আমার সময়ও শেষ হয়ে এসেছে। কাজেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করবার আগে বরোধী পক্ষ থেকে যে সমস্ত কাটমোশান এসেছে এই উল্লিখ আমি বিবোধিতা করছি এবং ডিমাপ্তকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রী: স্পীকার :—জ্ঞানেন্দ্রন দেব।

শ্রী: স্পীকার :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ডিমাপ্ত নাথার ২২ এর উপর আমার কাটমোশান হচ্ছে প্রাক্তন সৈনিকদের পুনর্বাসন এর ব্যর্থতা সম্পর্কে। এই কংগ্রেস সরকার প্রাক্তন সৈনিকদের জীবন জীবিকা নিয়ে খেলা শুরু করেছেন। প্রাক্তন সৈনিকদের পুনর্বাসন হওয়ার নামে প্রচলন করা হচ্ছে। কারণ আমরা দেখছি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের একটা সার্কুলারে উল্লেখ আছে যে প্রাক্তন সৈনিকদের পুনর্বাসন, চাকরি, ছেলেমেয়েদের পড়াশুনা, চিকিৎসা এবং তাদের বাটার জন্য নকল রকম অগ্রাধিকার দেওয়ার সুপারিশ করা হয়েছে। কিন্তু এই যে সার্কুলার, আজকে ডিষ্ট্রিক্ট সোলজাস, সেলাম অ্যান্ড এয়ারম্যান বোর্ড ত্রিপুরায় আদৌ কার্যকর করছেন না কিংবা যার প্রাক্তন সৈনিক তাদেরকেও ব্যবধান করা হচ্ছে। আমরা দেখেছি যে এই বোর্ডে ৩০ টাকা, ৩০ টাকা জমা দিতে হয় এবং এতে ৩০ টাকা জমা দিয়ে তারা কি পেয়েছে? আমরা দেখেছি স্ত্রীর, গ্রামের দক্ষণ প্রাক্তন সৈনিকদের যে সাহায্য দেওয়া হয়েছে সেটা হচ্ছে একটা গুস্তা আর লুপ বা কোথায় জামা, কোথায় কবল ও ইত্যাদি দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু আদৌ তাদের সন্তান পুনর্বাসন করেছো কিনা, তারা কি পেয়েছে এই সম্পর্কে যদি আমরা একটা বিচার বিবেচনা করে দেখা থাকলে আমরা দেখছি যে তাদেরকে কংগ্রেসের জনসভায় লোক টানব, বক্তা তাদের বাবতার করা হচ্ছে নানারকম প্রলোভন দেখিয়ে। আমরা যদি আর একটু দোখ খোঁয়াই এবং আশারাম বাড়ীতে যে সমস্ত ছাত্রকে প্রাক্তন সৈনিকদের পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে সেখানে আমরা দেখেছি যে একটা প্রাক্তন সৈনিকও নাই যারা নাকি টাকা পেয়েছে বা যারা সেখানে লাভারগিরি করে তারা টাকা আয়সাং করেছে। তারপর আমরা দেখেছি ধর্মগুরুর হাফলং হাউতে। সেখানে একস্মার্তিস ম্যান অ্যাসোসিয়েশন একটা আছে। যিনি তার সভাপতি তর্জন আমাদের এই হাউসেরই মাননীয় সদস্য আবহুল ওয়াজিদ এবং প্রারম্ভারমণ নাথ। এই একস্মার্তিস ম্যান অ্যাসোসিয়েশন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে অনেক আলোচনা করেছে এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ওদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং এস, ডি, ও সার্কুলারের সঙ্গে আলোচনা করে রেজিনিউ ইনস্পেক্টরকে তদন্ত করবার কথা বলেছেন। সেখানে তদন্ত করবার পরে আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তাদের পশ্চিম হাফলং হাউতে পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য চক্রান্ত চলছে এবং সেখানে আদিবাসী উপজাতিদের দখলীয় ভূমিতে পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য ব্যবস্থা হচ্ছে এবং সেটা হচ্ছে গোচারণ ভূমি। আর একটা হচ্ছে খেদাছড়া। মিজো সামন্ত এলাকা। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে সেখানে হাফলং হাউতে হাজার হাজার বাঙালাদের উপজাতি ছিল সেখানে তাদের পুনর্বাসন না দিয়ে উপজাতিদের দখলীয় ভূমিতে

এবং যেটা গোচারণডুমি সেখানে লুনগাসন দেওয়ার জন্ত ব্যবস্থা করছেন। সুতরাং আমরা যদি সেক্ট্রাল গভর্নমেন্টের সার্কুলারের মধ্যে দেখি অগ্রাধিকার তাদের দেওয়ার কথা বলেছে তাহলে দেরি সার্কুলারটাকে তারা আদৌ কার্যকরী করছেন না। একটা ঘটনা উল্লেখ করতে হয়। ৬, ৩, ৭৩তম তারিখে সেটাক্স জেলে ১৩টা জেল ওয়ার্ডারের ডাকান্ট পোষ্টের জন্য যে ইন্টার-ভিউ নেওয়া হয়েছিল সেখানে মন্ত্রীদেব কোটা, এম, এল, এ, দেব কোটা সেখানে ছিল। আমরা দেখেছি ডেপুটি মিনিস্টার মনসুর আল্লাহ তিনটা কোটা, স্বাস্থ্যমন্ত্রী মনোরঞ্জন নাথের তিনটা কোটা, ফাঁকীগোপাল দেববর্মার তিনটা কোটা, আর ব্রহ্মনিক এম, এল, এম একটা কোটা। এইভাবে যদি ভাগ ভাগ করে নেওয়া হয়, তাহলে যাবা একসু সোলভাস আছে তারা সেই সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। এত তো চলছে। কিন্তু কংগ্রেস জনসাধারণকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে প্রতিশ্রুতি জনসাধারণের সামনে রাখবে, তা আমরা কংগ্রেসের গত ২৬ বছরের শোষণের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি। গত ২৮শে মার্চ, এই হাউসে মাননীয় যুগ্মমন্ত্রী গ্রাক্স সার্ভিসম্যানদের সম্পর্কে কলিং পার্টির মাননীয় সদস্য যে প্রশ্নটা করেছিলেন, তার উপর সার্ভিসমেন্টারী করতে গিয়ে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, যে গোলাঘাটি এং চন্ডিলামে কাকে কাকে পুনর্বাসন দিয়েছেন এবং সেটা কোথায়? তিনি তার কোন উত্তরই দিতে পারেননি। তাহলে পর দোষী হচ্ছে কি রকম কারুপি এই ডিফ্লিক্ট 'সোলভাস' বোর্ডের মাধ্যমে করা হচ্ছে। মাননীয় ডিপুটি স্পীকার স্যার, আমি এখানে যে কাট মোশানটা এনেছি, তাকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীযুক্ত দেববর্মা :— মাননীয় ডিপুটি স্পীকার স্যার, আমার কাট মোশানটা হল—সস্তা দরে রেশন সপের মাধ্যমে খাদ্য ও নান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহের ব্যবস্থা না থাকা সম্পর্কে। মাননীয় ডিপুটি স্পীকার স্যার, আমাদের এই ত্রিপুরা সরকার তথা মন্ত্রী মণ্ডলা জোর গলায় প্রচার করে থাকেন যে ত্রিপুরাতে এবার খাদ্য যথেষ্ট পরিমাণে রয়েছে এবং খাদ্য সংগ্রহ ব্যাপারে উনারা উনারদের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করেছেন। কিন্তু মাননীয় ডিপুটি স্পীকার স্যার, বাস্তব অবস্থাটা কি? খাদ্যের ব্যাপারে আজকের ত্রিপুরার বাস্তব অবস্থাটা কি এবং যদি বিভিন্ন কার্যগার চিত্র আমরা দেখি, তাহলে দেখব যে কোথায় কি দরে চাউল বিক্রি হচ্ছে এবং ত্রিপুরার খাদ্যবাহুর কি ভয়াবহ রূপ। আমরা দেখেছি যে সমগ্র উত্তর ত্রিপুরাতে চাউলের দর কে, জি, প্রতি ২ থেকে ৩ টাকা ব্য উঠে গিয়েছে, বিশেষ করে ছা-মুন্ডুতে এখনই ৩ টাকা কে, জি হয়ে গেছে। আর সমগ্র অমরপুরে ৩ থেকে সাড়ে তিন টাকা পর্যন্ত চাউলের কে, জি হয়েছে, অথচ সেখানকার ট্রাইবেলদের কাছ থেকে সস্তা দরে ধান সংগ্রহ করা হয়েছে। আমি এখানে কয়েকটা দৃষ্টান্ত দেব যে কিভাবে জোর করে, অস্বাভাবিক ভাবে কম দরে তাদেরকে ঠকিয়ে এই ধান চাউল নিয়ে আসা হয়েছে। আমি এটাকে ধান সংগ্রহ করা হয়েছে বলে বলতে পারি না, আমি বলব যে এটা একটা লুণ্ঠ করা হয়েছে। আমি নিজে গিয়েছি রাইমা শ্রম্মাতে, সেখানে বাদেব উপর ধান সংগ্রহ করার ভার দেওয়া হয়েছিল, তারা সেখানে না গিয়ে দালাল লাগিয়ে সেই দালাল কারা, না সরকারী কর্মচারী—গ্রাম সেবক থেকে স্থলের টিচারদের পর্যন্ত সেখানে নিয়োগ করা হয়েছে এবং এই ধান সংগ্রহ করার আগে থেকে সেখানে যে

পুলিশ, সি, আর, পি এবং বি. এম. পি ছিল তাদের মারফতে বেশ এলাকাতে একটা ভীতের সঞ্চার করা হয়েছে যে যদি তোমরা মান না দাও গুললে জোর করে নিয়ে নেওয়া হবে। কাজেই শেখনকার মজুদ পক্ষ হয়ে তাদের মান বক্রি করে যা কিছু পায়, তা নিয়েই এখন থেকে চলে যাবে। কারণ এই দিন দিয়ে আমরা দেখা যাচ্ছে যার ভাঙ্গা হচ্ছে। কাজেই তাদের থেকে এমনভাবে আদায় করা হয়েছে যে তারা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে উঠেছিল। এবং তারা সেটামান বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছিল সেটা আবার কিভাবে রক্ষা হয়েছে? না ৪০ কে, ডিতে এক মণ না হয়ে ৪৪ কে, ডিতে এক মণ ধরে প্রতি মণ মান ০.৪/১০ টাকায় বিক্রি করতে বাধ্য করা হয়েছে। এভাবে সরকার ০.৩৯৩ মণ মান স্থান থেকে প্রকিউরমেন্ট করে নিয়ে এসেছে। অথচ আজকে সেখানে চাউলের ০.৬, ৩ টানা দিয়ে তাদের থেকে হচ্ছে। এই রকম একটা অবস্থা আজকে চার মাস চলেছে। সমগ্র গ্রামপুরাতে রক্ত রেশন কার্ড ইস্যু করা হয়েছে, যেহেতু ১ লক্ষ হবে। কিন্তু খাত নিয়ে দেখলে দেখা যাবে যে এক লক্ষের বেশী লোক রেশন পায় না। এত রেশন কার্ডের ব্যাপারে আমরা দেখছি যে এই রকম একটা অবস্থা চলছে, অথচ নতুন রেশন কার্ড বিলি করা হচ্ছে না। আর এই রেশন কার্ড দেওয়ার মধ্যে দিয়েও একটা হুঁশিয়ার সৃষ্টি করা হয়, তার কয়েকটা দৃষ্টান্ত আমি এখানে দিতে চাই। যেমন গতবারে ভূয়া রেশন কার্ড চেক করার জগৎ লোক পাঠানো হয়, তখনকার একটা ঘটনার কথা আমি এখানে বলছি। বিশালগড়ে একটা পঞ্চায়েত আছে, সেখানে ভূয়া রেশন কার্ড চেক করার জন্য যারা গিয়েছিলেন তাদেরকে নতুন কার্ড ইস্যু করার ক্ষমতা দেওয়া হয়নি। তাদের যে ক্ষমতা দেওয়া হচ্ছে সেটা হচ্ছে ভূয়া রেশন কার্ড কাগজ আছে কিনা, সেটা দেখার জগৎ। কিন্তু তারা এই পঞ্চায়েতে গিয়ে দেখলেন যে মাত্র দুইটি রেশন কার্ড পাওয়া গিয়েছে। তারা অবাক হয়ে গেলেন এবং বললেন এটুকু ব্যাপার? কিন্তু স্থানকার লোকেরা যখন চাপ দিলেন আপনারা তো এসেছেন রেশন কার্ড চেক করতে, আমাদের তো অনেকেই রেশন কার্ড নাই, আপনাদের দেখতে পেলেন কাজেই আমাদেরকে নতুন কার্ড ইস্যু করে দিয়ে যান। কিন্তু তারা নতুন কার্ড ইস্যু করবে কি করে, তাদের যে সেই ক্ষমতাটাই দেওয়া হয়নি। তারা বললো আমরা শুধু তদন্ত করতে এসেছি কোথাও কোন ভূয়া রেশন কার্ড আছে কিনা তা খুঁজে বের করতে, নতুন রেশন কার্ড দেওয়ার ক্ষমতা আমাদেরকে দেওয়া হয়নি। মাননীয় ডেনুটি স্পিকার স্যার, এখানে এলাকার কথা বললাম, এটা হচ্ছে একটা ডিষ্ট্রিক্ট এলাকা—ময়মনসিংগ, এখানে বোন রেশন সপ্লান্ট। অথচ এই এলাকার লোকদের যে রেশন দেওয়া হয় বিশ্রামগঞ্জের কাছে হুটুলি নামে একটা জায়গা আছে, সেখানে। এই এলাকার লোকদের রেশন তেলার জন্য ৩ মাসের মত হেটে যেতে হয়। অর্থাৎ সারা দিন কাজ করে করার পর তাদের রেশনের চাউল আনার জন্য সেখানে যেতে হবে। কিন্তু এই যে রেশন সপ্লান্ট সেখানে রাখা হয়েছে, তার কারণটা কি? না সেখানে রাপলে পরে ত্রেক করার সুবিধা হয়। সেই রেশন সপ্লের চিনি বালুন, চাউল বালুন, আটা বালুন বা অন্য বা কিছুই বালুন, সেখান থেকে পাচার হয়ে যাচ্ছে। কাজেই মাননীয় ডেনুটি স্পিকার স্যার, এখানে গম সম্পর্কে এখন একটা প্রশ্ন উঠেছিল, তখন আমাদের

মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় বলেছিলেন যে আমরা পচা গম মানুষকে খেতে দেই না, কারণ বেশন সপ্তাহলিভে তারা সব সময়ে টাটকা গম সরবরাহ করে থাকেন। জাই অ'মি এখানে একটা মাত্র দৃষ্টান্ত তুলে ধরতে চাই যে সরকার কি সস্তা মানুষকে টাটকা গম খাওয়ান না পচা গম খাওয়ান। সেটা হচ্ছে প্রায় দেড় বছর আগে এক, সি, আই এরায়পোর্টের এবং এবং ১৩নং ভেজারে গুদাম করে বেশ কিছু পরিমাণ গম রেখেছিল এবং সেগুলি যখন গরী পড়ল তখন দেখা গেল যে সেগুলিকে পোকায় খেয়ে ফেলেছে। কাজেই বাস্তবাস্থি সেগুলিকে পাঠিয়ে দেওয়া হল কোথায়, না পাঠিয়ে দেওয়া হল শিলচরের ইউনিয়ন ফ্রাওয়ার মিলে। তারপর যখন আমরা এখানে প্রশ্ন তুললাম—গম নাট আটকাই এবং তেলিও জী প্রিপারাতে আসছেন কাজেই রাতারাতি গম দিতে হবে। কাজেই উনার করলেন কি সেন্টারকে অন্তরোধ করে দেখা লেগে করে এই পচা গমই আনা হল। এবং এই পচা গমই খাওয়ান হয়েছিল। আর উত্তর দেওয়াব সময় বলছে যে না আমরা টাটকা গমই খাওয়াচ্ছি। মাননীয় স্পীকার শ্রীর, পচা গম খাওয়ান এটা নতুন নয়, উনারা নাথ্য কবেছেন, এই প্রিপারার মাত্রগকে খাওয়াতে বাধ্য করেছেন। তার দৃষ্টান্ত অ'মি এখানে তুলে ধরতে চাই। জ'মিনা এটা কোন উদাহরণ হবে কিনা, এটা একটা কনফিডেনশিয়াল সার্কুলার। নম্বর হল No.F.6(20)-DF/II dated 27.10.1973--confidential circular. দেওয়া হল কার ক'ড? না, অকনফিডেন্সিয়াল কতগুলি মিল আছে। আমরা নাম বলছি মাননীয় স্পীকার সাহেব, ভাবতী মিল, টার মিল—তার মালিক শ্রুতমার সাহা, নাইস এটা মিল—তারদের কাছে সাভ করা হল গোপনে। এই সমস্ত পচা গম ভাংগা হয় এবং গোপনে বিক্রি করে দেওয়া হয়। এবং তে পচা গম খাওয়ানো বাধ্য করলেন প্রিপারার মানুষকে

মি: স্পীকার :— অনারবল মেম্বার উইট টাইম টেক ওভার ..

শ্রীমুখ্য দেববর্মা :— অ'মি'কে আর ১ মিনিট সময় দিন ...

মি: স্পীকার :— ৫ মিনিটের মধ্যে শেষ করুন .

শ্রীমুখ্য দেববর্মা :— ৫ মিনিটে ২ প'লা শেষ করতে চেষ্টা করছি। 'চ'নের ব্যাপারে—চিনি সম্পর্কে বলা হচ্ছে। সেটা অ'রও চমৎকার ব্যাপার। যখন বলে থাকেন যে 'চ'নি কোন সময় কম আসে কোন সময় বেশী আসে এবং সরবরাহের প্রাথমিক খেটে। কিন্তু আমরা জানি যে চিনি জিপ্সোর যা প্রাপ্য ৩ টিক সমান ভাবেই আসছে এই কথা আমরা এখানে পেয়েছি অথচ বলা হয় কোন সময় কম আসে কোন সময় বেশী আসে সেজন্য সরবরাহের তারতম্য ঘটে। কিন্তু গ্রাম দেশে চিনি—চিনি তারা চাখেই দেখতে পান না। ডিলাররা সেই সমস্ত চিনি টাউনেই বিক্রি করে চলে যায়। তারপর কয়েক কে, জি, নিয়ে যায় যাদের ভাগ্য ভাল তারা ই পার, অল্প কেউ পার না। তার একটা দৃষ্টান্ত আমি এখানে দিচ্ছি স্যার নবীন হুড়া কলোনির ডিলার সুনীল চৌধুরী তিনি গত প্রায় ১৫ মাসে চিনি নিয়েছেন ৪০০ কে, জি, জাহ্নঘারীতে ৫০০ কে, জি, ফেব্রুয়ারীতে ১০০০ কে, জি, এবং তিনি বিলি করেছেন পৌষ সংক্রান্তির সময় মাত্র ১৫ কে, জি, বিলি করেছেন। অবশ্যিকি চিনি কোথায় গেল? এই ধর্মনগর টাউনেই বিক্রি হয়ে যায়। সেখানে কাডের সংখ্যা হল ১১৬, জনসংখ্যা হল ১,১৭৮ জন এবং সপ্তাহে পাওনা ৫০ কে, জি, এবং পৌষ সংক্রান্তির সময় ১৫ কে, জি, চিনি আনল তার মধ্য থেকে যারা নিজেরদের লোক ভার্য্য পেল আর কেউ চিনির নাম গন্ধও পায়নি। জগবল্লুপাড়া, অমরপুরের একটি বাজার গত জাহ্নঘারীতে—আমি একটি লিষ্ট দিচ্ছি সেখানে ক'টি এসেনশিয়াল কমডিটিজের দর কি। কেরাসিন দুই টাকা লিটার, সরিষার তৈল ১৬ টাকা লিটার, নারিকেল তৈল ৩০ টাকা, চিনি ৭ টাকা, ডামাক ১২ টাকা, সুপারী ১২ টাকা, লবণ ১ টাকা। এখন অবশ্য ৩ টাকা। জাহ্নঘারীতে এক টাকাই ছিল এখন ৩ টাকা। কেন ঘটে

এটা ঘটবেই তাদের বোধ করবার ক্ষমতা এই মন্থী সভাব নেই। কারণ রূপক মার্কেটিং‌র খাৰা, খাৰা মহাজন আছেন তাদের সুনামটা করিয়ে দেওয়ার জরুৰী তাৰা সব সময় প্রস্তুত। কাজেই রূপকে চিনি বাবে তাতে অবাক হওয়ার কিছুই নাই স্যার। যখন আমরা দেখি কোন জিনিষ বাজার থেকে উঠাও হয়ে গিয়েছে তখন কিন্তু বেশী দাম যদি দেওয়া যায় তাহলে সব জিনিষই পওয়া যায়। অথচ বাজারে কিন্তু জিনিষ নেই। জিনিষের অভাব আছে যদি বেশী দাম দেওয়া না যায়। মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে বেশন সপের যে অবস্থা করা হয়েছে সেটা আরও মারাত্মক। কৃষকেরা আশা করেছিল আমরা বেশন থেকে চাল পাব—তাণা ধান দিয়েছে অনেকেই কাছ থেকে জোর করেও ধান আনা হয়েছে। আজকে তাদের কাছে কি পাঠান তাদের কাছে ধান পাঠান হচ্ছে। গ্রাম দেশের কৃষকেরা সারা দিন মাঠে কাজ করে তারপর সন্ধ্যার সময় বেশন সপে গেল চাল আনার জন্য, গিয়ে শুনল চাল নয় ধান নিতে হবে। কয়েক কে, জি, ধান। তাৰা ধান নিয়ে কি করবে? ধান কি তাৰা পাক হবে বাবে? আর তাদের ধান সংগ্রহ করা হয়েছিল তখন তাদের কত দাম নেওয়া হয়েছিল এবং এখন যে বিক্রী করা হচ্ছে এখন কোন দরে? ৮ টাকা দরে কিনা হয়েছিল তারপর ক্যারিং খরচ সব মিলিয়ে ২২.২০ পয়সা। আর এখন বিক্রী করা হচ্ছে ১২.২০ পয়সা দর। অর্থাৎ ১০ টাকা সুনামা করা হচ্ছে। সবকার প্রতি মনে ১০ টাকা লাভ করছে। ব্যবসা চালাচ্ছেন আমাদের এত মন্থী সভা। শুধু ব্যবসায় নয় তাদের মারা হচ্ছে। সারা দিন কাজ করার পর ঘবে এসে যদি তাকে আবার গিয়ে বেশন সপ থেকে ধান আনতে হয়—তাও আবার কয়েক কে, জি, ধান। মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে হিমুরা মাহুয়ের সম্পর্ক কি বলব, 'কি বলল যে তাদের জাত টিক টিক বলা হবে আমি তা চিন্তা করে পাচ্ছি না। আজকে তাদের খাওয়া দিচ্ছি হিনিমিনি খেলা করা হচ্ছে, আজকে তাদের পচা গমও খাওয়ান হয়। হিমুরা মাহুয়ের প্রতি তাদের কি দরদ—বিশ্ব করে গ্রাম দেশে ঐ ট্রাঙ্কেল এলাকায়। মাননীয় স্পীকার স্যার, তাহার এই কাটি মে শনের উপর এই বলই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীশীল রজন সাহা :— মাননীয় স্পীকার স্যার, উনার বক্তব্যের বিরোধিতা করে আমি কিছু বক্তব্য রাখতে চাই...

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপন পরে বলবেন, আগে মাননীয় সদস্য কালিবার বলবেন।..

শ্রীকালোদ অ্যানার্জী :— না, বলুন না উনি, উনি উঠেছেন, উনি বলুন।

মিঃ স্পীকার :— আপন কি সেক্সফাইস করছেন...

শ্রীশীল রজন সাহা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে মাননীয় বিরোধী দলের সদস্য সূত্র বাবু যে কাটি মোশান এনেছেন সেই কাটি মে শানের বিরোধিতা করে আমি আনার বক্তব্য শুরু করছি। উনার বক্তব্যের মধ্যে আমরা যা পেয়েছি সেটি মোটামুটি ভাবে বলতে গেলে—আমরা ছোট বেলায় কলের গান দেখেছি এখন যাকে বলা হয় গ্রামোফোন এবং যাতে একটা রেকর্ডই বার বার বাজান হয়। আজকে আমি মাননীয় সদস্যদের বক্তব্য থেকে এই একই রেকর্ডের সুরই বার বার শুনেছি। যেমন দুর্নীতি, খাণ্ড সংগ্রহের ব্যাপারে লুণ্ঠবাজ, অসত্য ভাবে সংগ্রহ, রাইমাতে পুলিশ দিয়ে মাত্ৰ তাড়ান এই সব পুরান সুর রেকর্ডের মাধ্যমে বার বার শুনেছি। যেমন মাননীয় সদস্য সূত্র বাবু বলেছেন যে অমরপুরে চালের কে, জি, তিন টাকা থেকে সাড়ে তিন টাকা। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা অত্যন্ত অসত্য কথা, কারণ আমি কাল অমরপুরে গিয়ে কালই ব্যাক করেছি সেখানে চাল ১ টাকা ১০ পয়সা থেকে ২ টাকা অমরপুর প্রপারে। যতনবাড়ী—রতনবাজারে ২ টাকা সোয়া দুই টাকা। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না উনি ৩ টাকা সাড়ে তিন টাকা কি করে বললেন। এটা অত্যন্ত অসত্য কথা, এই অসত্য ভাষা তিনি এই হাউসে পেশ করেছেন এটা আমি চলেজ করে বলতে পারি।

মাননীয় ডিপুটি স্পীকার স্যার, উনার বাজকে আমরা কি দেখছি যখন সরকার আউশ ধান সংগ্রহ করছিল ওরা তখন পোষ্টারিং করেছিল আমি দেখেছি উদয়পুরে, যে সরকার ২৯-২০ পয়সা দর করেছে তার চেয়ে তিন টাকা কম দর চেয়েছিল পোষ্টারিং করে তারের পাটি থেকে, সেটটা ওঁরা অর্ধাকার করতে পারবেন না সরকার যখন ২৯-২০ পয়সা করেছে তখন তারা চাঁৎকার করেছে যে আজকে সরকার লুঠ করেছে, সরকার অগ্রাধিকারে খাদ্য সংগ্রহ করেছে। নুপেন্দ্রনাথ বলেছেন যে ৫০ পয়সা থেকে ৭০ পয়সা খোয়াইতে চাউল, সরকার কিনছেন না কেন? সরকারকে অভিযোগ করেছেন। আর যেই মার সরকার কিনতে লাগলেন অমনি বলেছেন যে জোর কবে কৃষকদের কাছ থেকে আনা হচ্ছে। এইটা কৃষকদের দরদের কথা। কৃষকদের বন্ধু যে ওরা। যখন সরকার কিনতে বাবে তখন নিবোধিতা করবে এই হলো তাদের নীতির কথা এইটা তাদের অভ্যাস। এই সমস্ত কথাব মধ্যে সার্ব্ব কিছু নেই। এইটা পরিষ্কার বুঝা যায় ওরা আজকে যখন যে কথা বললে পরে পাবলিককে ফ্রেপানো যায় সরকারের বিরুদ্ধে মত সৃষ্টি করা যায় সেই চেষ্টা তারা করেছে। কাজেই যখন সরকার খাদ্য সংগ্রহ করতে শুরু করলো তাঁরা গ্রামে গ্রামে তাদের ওয়ার্কাবরা বলে বেড়াতে লাগলো যে এই সরকার আমাদের ধান দিবে না। আমি চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারি যে তাদের বহু ওয়ার্কার বলেছে যে এই সরকারকে তোমরা ধান দেবে না এই ধান সরকার পশ্চিম বংগে পাঠিয়ে দেবে। এইভাবে তারা অপপ্রচার করে সরকারের কাজকে বাহত করেছে। শুধু তাই নয় কৃষকদের দ্বারা তারা আঘাত এনেছে। যখন কৃষকরা বাধ্য কম দামে মজুতদারের কাছ থেকে ধান বিক্রী করতে তখন সরকার স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে কৃষকদের বন্ধু হিসাবে বেশী ধান ক্রয় করেছে। তখন তারা দেখেছে যে তারা যে চাঁৎকার করেছিল যে সরকার ধান কিনতে সরকারের যে পলিসি, সরকারের যে নীতি তাতে জনসাধারণ সারা দিয়েছে এবং জনসাধারণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে খুশী মনে ধান দিচ্ছে তখন তারা দেখেছে যে এইভাবে তো পাটিকে বাঁচানো যাবে না এটা অপপ্রচার করে পাবলিককে ফ্রেপিখে তুলি যে ধান পশ্চিম বংগে নিয়ে যাবে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য অভিরামবাউনার বক্তৃতায় বলেছেন যে সরকার না কি আজকে সিভিল সাপ্লাই ডিপার্টমেন্টের সংগে ব্যবসা করেছে। কিন্তু ব্যবসা করেছেন, দশ টাকা মুনাফা করেছেন। অস্বাভাবিক বৃত্তে পারছি না যে একজন বিধানসভার সদস্য হিসাবে প্রাস মাইনাস করে তিনি কিভাবে দশ টাকা করে ফেললেন। এইটা ধান রাইম্যাতে কিনা হলো, গুগাছডাঙা কিনা হলো, বুলং-বাসাতে কিনা হলো, করবুকে কিনা হলো, ত্রিপুরার বিভিন্ন দুর্গম অঞ্চল থেকে কিনা হলো। যেখানে সরকারের গুদাম নাই, আসছে একবার কেবল করে আনা হচ্ছে সরকারী গুদামে, আবার সেখানে থেকে কেবল করে পৌঁছে দিচ্ছে এতে সরকারের যে খরচ সেখানে পাহাডার আছে, অন্যান্য কর্মচারী আছে তাদের বেতন আছে এই সমস্ত যদি আমরা হিসাব করি তাহলে তাতে সরকারের ব্যবসা করার কোন প্রশ্নই উঠে না। তাহলে ওরা কি করে যে একটা গোজামিল দিয়ে বললেন যে সরকার ব্যবসা করেছে। তা অত্যন্ত লজ্জাকর ব্যাপার। এইটা হতে পারে না। সরকার কোন ব্যবসার মনোবৃত্তি নিয়ে কৃষকদের কাছ থেকে ধান কিনে নি। যাতে জনসাধারণ এবং কৃষকের উপকার হয় সেই চিন্তা করেই আজকে সরকার খাদ্য সংগ্রহ

করছে এবং এইটার বিলি বটনের ব্যবস্থা করছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় স্বধন বাবু বলেছেন যে জোর করেছে, আমি বলতে পারি বিশালগড় ব্লক যতটা ধান সংগ্রহ হয়েছে তার মধ্যে বেশীর ভাগ ধান মাননীয় সদস্য স্বধনবাবুর তহশীল থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। উনি তো এমন একজনের নাম বলতে পারেন নাই যে অমুকের ঘর থেকে, অমুকের বাড়ী থেকে জোর করে ধান আনা হচ্ছে। তাহলে উনারা কিভাবে এই অসত্য সংবাদ পারবেশন করেন? তাই আমি অমরোধ করবো যে এইভাবে সস্তা নাম কিনা যায় পাবলিক যারা ধান দিয়েছে সেই সমস্ত কৃষকরা আজকে সরকারকে সহযোগিতা করেছে আপনাদের কথা তারা ভুলতে পাবে না। তার প্রমাণ হয়ে গেছে। আমরা যতটুকু ধান সংগ্রহ করার ব্যবস্থা করে ইলুম তার চেয়ে অনেক বেশী সংগ্রহ করেছি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আর কোন কোন সদস্য আজকে এইভাবে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেছেন যে না খেয়ে মানুষ মরে যাচ্ছে। চাউলেব দাম অত্যন্ত উর্দ্ধগতি। এইটা অত্যন্ত অসত্য খবর এমন কোন খবর আমরা পত্র পত্রিকায় বা কোন পাবলিক সোর্সে জানতে পারি নি যে কোথাও আজকে না খেয়ে, এম অবস্থায় যেখানে দেড় টাকা দুই টাকা ঘষন চাউল সেখানে না খেয়ে মারা যাচ্ছে। তাই আমি ওদেরকে অমরোধ করবো যে অন্ততঃ পক্ষে যোগতন্ত্রের নাম করে ভোট পেয়ে আজকে এই বিধান সভায় সদস্য হয়ে এসেছেন সেখানে সত্যিকারের তথ্য পরিবেশন করে এবং গণতন্ত্রকে মেনে উনাদের কার্যকলায় পরিচালনা করেন। এই কাট মোশনের বিরোধিতা করে এবং মাননীয় মন্ত্রী যে ডিমান্ড এখানে পেশ করেছেন তাকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মি: ডে: "পীকার :— শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে আজকের আলোচনার ডিমান্ডের উপরে কাট মোশন এনে যে সব আলোচনা হয়েছে তাতে দেখলাম বিরোধী পক্ষের নেতা সেই পূর্বনো অভিযোগগুলি এনেছেন। কয়েকজন সরকারী কর্মচারী যারা এখানে নেট বা যারা এখানে তাদের বক্তব্য রাখতে পারে না। তাদের সম্বন্ধে এইবারে আমরা এম, এল, এ হয়ে আসার পর থেকে ১৯৭২ সাল থেকে আরম্ভ করে ১৯৭২ এর বাজেট সেশন থেকে আরম্ভ করে এইটা তিনবার শুনেছি। তিনবার বাজেট সেশন বসেছে তিনবারই শুনেছি। তিনবার আমরা ঐ সচিবদানন্দ ব্যানার্জী, অমল ভট্টাচার্য্য ওদের কথা। এই জঙ্গ তাৎপবেক পদার্থ দেওয়া হবে কিনা সেইটা তো পূর্বের কথা। আমরা ওদেরকে চিনি, ওরা ত্রিপুরা রাজ্যের লোক, ওদের সম্বন্ধে যদি বার বার একটা কথা বলতে হয়, এই কয়জন অফিসারের সম্বন্ধে আমার বক্তব্য হলো ওরা যে সমস্ত অভিযোগ করেছে সেই অভিযোগগুলি আমি বলবো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে যে কেসগুলিকে তদন্ত করা হোক। তদন্ত করে যদি কোন সরকারী কর্মচারী দোষী সাব্যস্ত হয় তাদেবকে পোষ্ট থেকে বিটায়ার করে দেওয়া হোক। আমি এর আগেও বলেছি, আর যদি তা না হয় যে সব অভিযোগের কথা বলা হয়েছে সেইগুলি সত্য না হয় তাদের সম্বন্ধে এই অভিযোগ যেন বার বার উত্থাপিত না হয় সেই ব্যবস্থা করা উচিত। সেই অফিসারগুলির অবস্থা কি? যদি তার দোষী হয় তাহলে তাদেবকে হাড়িয়ে দিন। তাদেবকে দিয়ে কাজ করান কেন? আমি জানি না তারা দোষী কি না। নুপেজবাবু বলেছেন দোষী, আমার

ব্যক্তিগত কোন অভিজ্ঞতা নাই, নৃপেন্দ্রবাবু বার বার বলছেন উনারা দোষী। কাজেই মুখ্যমন্ত্রীর উচিত বা বিজিলেনসের উচিত তারা দোষী কি নির্দোষ তা বের করে দেওয়া। যদি তারা দোষী না হয় তাহলে গভর্নমেন্টের কাছ থেকে তাদেরকে প্রটেকশন দেওয়া উচিত। তা যদি না হয় তাহলে আমার মনে হয় সরকারী কর্মচারীদের মবিলিটি নষ্ট হয়ে যাবে। শুধু তারা নয় এদের সংগে আরও অফিসার আছেন এইটার কোন তদন্ত করবে না, কিছু বলবে না, নৃপেন্দ্রবাবু শুধু একতরফা বলে যাবেন তাতে অ্যাড মিনিষ্ট্রেশনের এফিসিয়েনসি কমে যাবে। আমি আগেও বলেছিলাম, আবার আমি মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি এই বিষয়ে আকর্ষণ করছি।

মি: স্পীকার :— অনাবেরবাল মেম্বার আই থিনক ইউ হেব ফিনিস্‌ড ইউর ডিস্‌কালন ? সাম আপ উওর ডিস্‌কালন। টাইম ইজ ভেরী শর্ট অ্যাট ইউর ডিসপোজেল।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— তাহলে আমাকে না ডাকাই উচিত ছিল।

মি: স্পীকার :— গাননীয় সদস্য আপনি তো সেক্রেটারীস করেছিলেন। আচ্ছা, আচ্ছা বলুন।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— আমি আর একটা কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। সেটা হচ্ছে প্রকিউরমেন্টের কথা। প্রকিউরমেন্ট সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে কোন কোন জায়গায় জুলুম করা হয়েছে। কিন্তু এটা কথা সত্য যে গভর্নমেন্ট যদি এইবার ধান না কিনতেন, নৃপেন্দ্রবাবু আমাকে বলেছিলেন যে থোয়াইতে না কি চাউল ৬০ পয়সা ৭০ পয়সা হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন যে সরকার ধান কিনছেন না কেন? এইবার সরকার কিনছেন এইবার যদি গভর্নমেন্ট না কিনতেন তাহলে নৃপেন্দ্রবাবু ঐ একই কথা বলতেন তা আরও খারাপ হতো। তাহলে গভর্নমেন্ট করবে কি? ভলেন্টারীলি তো প্রকিউরমেন্ট হয়েছে। জোর জবর দ্বারা প্রস্তুত আসেনা। উনারা যখন বাইরে বলেন, তখন কি বলতে চান আমি বুঝিনা, আবার এখানে এসে যখন বলেন তখনও কি বলতে চান আমি বুঝিনা। কিনতে হবে, প্রাইস সাপোর্ট দিতে হবে, এটা যদি সত্য হয়, তাহলে গভর্নমেন্ট কিনছেন, প্রকিউরমেন্ট করতে হবে। এখানে দোষটা কোথায়? এখানে বলা হচ্ছে লেভি করা হচ্ছে—লেভিতো করা হয়নি। আমি মুখ্যমন্ত্রীকে বলেছিলাম বাফার ষ্টক করা উচিত, লেভি করা উচিত, বারবার আমাদের বাইরে থেকে ধান চাল আনতে হয়, বাইরে থেকে ধান চাল আনতে আমাদের অর্থনীতির উপর আঘাত আসে সুতরাং গ্রুপেরা রাজ্যে এবার যখন ভাল ফসল হয়েছে, বাজারে অল্প কেউ যখন কিনছেন, গভর্নমেন্টের উচিত একটা লেভি সিস্টেমের মাধ্যমে ধান চাল কেনা। বাজারে যদি দুই কাণি ওয়ালা—আপনি যে কথা বলেছেন আমি মানি, কিন্তু সে যদি বাজারে ধান বিক্রী করতে আনে, গভর্নমেন্ট যদি কেনে, অল্প পাইকার না থাকে, তাহলে গভর্নমেন্ট কি দোষ করলেন? গভর্নমেন্ট তো তার বাড়ী থেকে জোর করে আনেনি (ভয়েস—জোর করে বাড়ী থেকে এনেছে)। আমি আপনাদের কথা বিশ্বাস করিনা, এটা হতে পারেনা, দুই কাণি জমি ওয়ালায় বাড়ী থেকে জোর করে আদায় করে এনেছে তা হতে পারেনা।

(গুগোল)

নেহাত বিরোধীতা করতে হবে সেইজন্ম বলছেন। উনারা প্রথমে বলেছেন যে গভর্ণমেন্টকে কিনতে হবে না কিনলে বাজার দর কমে যাবে। আবার যখন কিনছেন তখন বিরোধীতা করছেন। গভর্ণমেন্টকে দোষারূপ করতে হবে বলেই দোষারূপ করছেন। তা ছাড়া আর কিছু এর মধ্যে নেই। এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মি: স্পীকার :— নাউ আই উড রিকোয়েস্ট দি চীফ মিনিষ্টার টু গিভ্‌ রিপ্লাই টু দি ডিবেট।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মণ :— আমি কিছু বলব।

মি: স্পীকার :— সময় নেই। আনাকে বিরোধী দল নেতা বলেছিলেন যাদের কাট মোশন আছে তারা বলবেন।

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মণ :— আপনি পক্ষপাতিত্ব করছেন...

(গুণগোল)

Mr. Speaker :— Hon'ble Member I take exception of what you are going to say. Please take your seat.

শ্রীএস. এম. সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে যে কথট ডিমাণ্ড উপস্থাপিত করা হয়েছে, তার উপর কয়ট কাট মোশন এসেছে এবং কাটমোশনের উপর বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্যরা অনেক কথা বলেছেন, তার সবটার জবাব দেওয়া এত অল্প সময়ের মধ্যে সম্ভব হবে কি না আমি জানিনা, (শ্রীমুপেন্দ্র চক্রবর্তী—তার ওঁকে সময় দেওয়া হউক)। প্রথমে যটা বিশেষভাবে বলা সরকার সেটা হল, দুর্নীতি সম্পর্কিত প্রশ্ন। কারণ এই সম্পর্কে যেকোন আলোচনার মধ্যে এটা এতটা কথা কমন রয়েছে এবং য মাননীয় বিরোধী দলের নেতা এই সম্পর্কে বিশেষভাবে বলেছেন—এর মধ্যে অনেকগুলিই পুথানো অভিযোগ, যার জবাব আগেও দেওয়া হয়েছে, এখন দেওয়ার দাবকার আছে কি না আমি জানিনা। তার কারণ হল, এই যে ওঁরা জবাব চাননা, ওঁরা অভিযোগটা করে যেতে চান। দুর্নীতি সম্পর্কিত যেসব প্রশ্নের অবতারণা করেছেন, সেই সম্পর্কে আমি যতটুকু বলতে পারি, মনে আসে আমি বলতে চেষ্টা করব। (গুণগোল)।

মি: স্পীকার :— I draw the attention of the leader of the House.

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি শুনলাম কালকে যখন এখানে বাজেটের উপর বক্তৃতা হচ্ছিল, তারপর বাজেটের শেষ উত্তর দেওয়ার জন্ম আমাদের ফিনাল মিনিষ্টার যখন উত্তর দিচ্ছিলেন তখন বিরোধী পক্ষের সদস্যরা বেরিয়ে গিয়েছিলেন, অতএব উত্তর তাঁরা শুনতে চাননা। আমি জানি না আমার উত্তরটাও ওরা শুনবেন কি না এবং শুনলেও সেই অভিযোগ পুনরাবৃত্তি করবেন কি না।

প্রথম প্রশ্নের উত্তর হল এখানে একটা ভি'ক্লেক্স কমিশন আছে, সেখান থেকে আমাদের যেসব ইম্পেলইন আসে, সেসব কম্পলেটনগুলি পরীক্ষা করে দেখা হয়, তার মধ্যে বেশীরভাগ ক্ষেত্রে দেখা গেছে যারা অভিযোগ করে তারা বেনামিতে অভিযোগ করে। তারা বনামে

অভিযোগ করার সাহস পাননা, যেহেতু এইসব ঘটনাগুলি, যেগুলি আনা হয়, সেইগুলি অনেক-গুলিই ব্যক্তিগত ঝগড়া বা কাউকে অপদস্থ করার জন্য সেইসব অভিযোগ আনা হয়। ভিজিলেন্স ডিপার্টমেন্ট যেটা রয়েছে, সেখান থেকে বেনামিতে যেগুলি আসে, সেইগুলি পর্যন্ত হুঁতুটি দূর করার জন্য, হুঁতুটি দমন করার জন্য সরকার কত আগ্রহ, সেগুলি পঞ্চম প্রাতি খণ্ডটিতে দেখতে চেষ্টা করেন। যদি কোন জায়গায় সামান্য মাত্রা পাওয়া যায়, কে দিয়েছে না দিয়েছে সেটা প্রশ্ন নয়। সেখানে পরীক্ষা করে প্রাইমা ফেসো যদি এস্টাবলিশ্‌মেন্ট হয়, তাহলে তদন্ত করা হয়, এবং তদন্ত করে আমরা ডিপার্টমেন্টে পাঠিয়ে দেই—আমি কর্মচারীদের ব্যাপারে বলছি, কারণ এই বোর্ড কর্মচারীদের জন্য, ডিপার্টমেন্ট থেকে পানিশমেন্ট দিয়েছে, এমন বড় কেস আছে, নাপার চাইলে নাচারও আমি দিতে পারি, কতগুলি কেস হয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই ভিজিলেন্স ডিপার্টমেন্ট কতগুলি প্রশাসনে হুঁতুটি হয়েছে এমন কেস আছে। কারণ যেহেতু বিরোধী দলের সদস্যরা হুঁতুটি সম্পর্কে অভিযোগ করে থাকেন, যেহেতু তাঁরা রেসপনসিবল মান, তাঁদের কাছ থেকে কোন অভিযোগ এলে আমরা ধরে নেই যে এর ভিতর না কিছু কিছু সত্যতা রয়েছে, সেইজন্য এই ডিপার্টমেন্টকে আরও স্ট্রেন্‌গথ দান করা প্রয়োজন আছে। কারণ প্রত্যেক সেশনের এই হুঁতুটি সম্পর্কে কথা বলা হচ্ছে। এখন যতটা হুঁতুটি কথা বলা হচ্ছে, আমি বলতে পারি ত্রিপুরা বাঙ্গাল ফ্রেম, এখানে এই এ্যাসেম্বলীতে দাঁড়িয়ে যেভাবে আলোচনা করা হয়, ত্রিপুরা রাজ্যের মতস্বত্ব হুঁতুটি পরায়ণ নয়। তাঁদের এই চিংকার গভর্নমেন্টকে ডিস্‌কার্‌জ করার জন্য। কিন্তু আমি বলতে পারি যে মন্ত্রীর রাজ্যের ক্যাচারী হট্টক, বা অন্যত্র সদস্যরাই হট্টক তাদের ভিতর হুঁতুটি অনেক পরিমাণে কম, যতটা তাঁরা বাড়িয়ে, ফাঁপিয়ে বলেন, ততটা হুঁতুটি নেই, ফাঁপানো হচ্ছে তাঁদের আসল কথা। গেজেটেড অফিসার সম্পর্কে এখানে আকি কোয়েন্টানের আনসারে বলেছি কতটা কেস হয়েছে এবং কতটা কেস সি, এ, আই ওদম্ব হয়েছে এবং যেভাবে তদন্ত করে তাঁরা তাঁদের মতামত দিচ্ছেন, এবং আমাদের গভর্নমেন্টকে এ্যাড্‌ভাইস করছেন, আমরা সেইভাবে স্টেপ নেবার ব্যবস্থা করি। ব্যক্তিগত নাম করে যাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেই সম্পর্কে আমি এইটুকু বলতে পারি যে এর মধ্যে এ্যাকশনের সম্পর্কে এখনও তদন্ত চলছে। কাজেই আমি নাম বলছি না, তদন্ত চলছে, আর বাকী হুঁতু সম্পর্কে কোন অভিযোগ নাই। এটা সি, বি, আ, এ, এনকোয়ারি করে প্রমাণিত হয়েছে। কাজেই বার বার একই নাম যে কথা আমাদের মাননীয় সদস্য কালোগু বলেছেন একই নাম বার বার আসছে অর্থাত্‌ তাঁদের চিহ্নিত করে বাধা হয়েছে কতগুলি নোককে, যারা এফিসিয়েন্টলা কাজ করতে পারে তাদের মর্যাদাকে নষ্ট করে দেওয়ার জন্য। আর যদি হুঁতুটির কথা বলেন তাহলে গ্রোমেব দিকে যান কোথায় হুঁতুটি হচ্ছে সেটা তাৎ বলতে পারে। মাননীয় সদস্যরা সেই দিকে যান না তার কারণ ওদেরকে প্রটেকশন দিতে হবে। কারণ তাৎ দলেব লোক, যেহেতু তাদের নিয়ে রাজনীতি করতে হবে। যেখানে নীচের ওলাব লোক অপদস্থ হচ্ছে তাদের প্রটেকশন দিচ্ছেন। কিন্তু আমরা শুনেছি যে কথা কথা মাননীয় সদস্য অজয় বিশ্বাস বলেছেন কর্মচারী সম্পর্কে, আমি জানি যে কিভাবে টাকা আদায় করা হচ্ছে। তাৎ বাইরে থেকে টাকা আদায়

ককক। তাতে কেউ বাধা দিচ্ছে না। কিন্তু অফিসের মধ্যে এসে ঐ যেসব অফিসারের কথা বলছেন দুর্নীতিপরায়ণ ওদের সাহায্য নিয়ে ঐ টাকা আদায়ের ব্যবস্থা হচ্ছে বেতনের সংগে। তারা ওদের প্রটেকশন দিচ্ছেন। যারা যারা টাকা তোলে বা সাহায্য করবে তাদের নাম কোন দিন আসবে না। আমরা জানি এটা রাজনীতি কর্মচারী মহলকে কিভাবে বিকৃত করে তুলছে। আমরা জানি গ্রামের মানুষকে কিভাবে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে। টি, আর, টি, সি, এর ব্যাপারে বলা হয়েছে, এটা বলার বোধ হয় অপেক্ষা পাঠে না, তার কারণ টি, আর, টি, সি, সম্পর্কে টায়ার সম্পর্কে বেকথা বলা হয়েছে আমি বলতে পারি যে এটা সত্যি কথা নয়। আব রিট্রেডিং এর ব্যাপারে যে সমস্ত প্রশ্ন করা হয়েছে ১৫ ধরনের অভিযোগ আগে ছিল কিনা জানি না। মাননীয় বিরোধী পক্ষের নেতা জানা আছে যে আমরা যে এনকোয়ারার কথা বলেছি, এনকোয়ারী হচ্ছে সেটা কেনে তিনি অভিযোগ করেছেন কিনা জানি না। যেহেতু ক্রেডিট নিতে হবে যে আমরা বলার পরও তদন্ত হয়েছে সেজন্য সরকার বলতে বাধা হয়েছে। আমরা বলছি যে উনি বলার আগেই যখন কোন কম্পেন আসে তখন আমরা তদন্ত দিই এবং আমরা জানি যদি এর মতো কাউকে পাওয়া যায় আমরা কাউকে ক্ষমা করব না। এই সরকার দুর্নীতি দমনে বদ্ধ পরিকর এবং আমরা তা দমন করছি। কিন্তু সেখানে যদি দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেওয়া হয় কোন তরফ থেকে, যেসব অভিযোগ আমি এখানে শুনেছি মাননীয় বিরোধী পক্ষের নেতা এবং তাদের দলের ক'ত থেকে যে বনমালাপুত্র নাকি একটা আতঙ্কের জায়গা, ৩।১। সংগে মুখ মগ্ন থাকেন এবং বিরোধী দলের নেতাও থাকেন। কাজেই বনমালাপুত্র সম্পর্কে একটা আতঙ্ক থাকার কথাই এবং বিরোধী দলের নেতাও নেতা তিনি বলতে পারেন বনমালাপুত্র সম্পর্কে। তিনি হয়ত বনমালাপুত্রকে ভাল করে সাফায়ে চান। কারণ বনমালাপুত্রের উপর রাগটা ওবেশী। কিন্তু ঘরের মধ্যে যদি কিছু বিষ থাকে সেই বিষটা সঙ্গে সঙ্গে দূর করে দিতে হয়। এটা তো শুধু দূর থেকে দেখলে হয় না। নিজের দিকেও একটা গাঢ়ত হয় যে আমার ঘরের ভিতর কোন দুর্নীতি আছে কিনা, কিভাবে দুর্নীতি চলছে ঘরের ভিতর, পরিবারের ভিতর, সেটা আগে দেখুন। তারপর বনমালাপুত্র দেখুন এবং আমি জানি যে—(এ ভয়েস—গভর্ণমেন্টে আপনিনা) গভর্ণমেন্টে আপনিনাও নন। কিন্তু যেভাবে বলছেন মাননীয় সদস্যগণ মনে হচ্ছে যে ঘুন হচ্ছে না, দুর্নীতি দুর্নীতি করে চাংকার করছেন। এই জিনিসটা পড়ে না যে নিজের ঘরের ভিতরে যে দুর্নীতি রয়েছে সেই দিকে নজর পড়ে না। একটা দূর থেকে দখতে হয়। আমি তো অবাক হয়ে যাই বনমালাপুত্রের কথা উনি বলছেন যে ভীতিটা এখনও রয়েছে। আমি ভেবেছিলাম যে ত্রিপুরার, ভারতবর্ষের কথা বাদ দিয়ে উনি রাশিয়ার কথা বলবেন কিংবা চীনের কথা বলবেন। কারণ তাদের দৃষ্টি ইদিকে চলে যায়। ওরা ঘরের দিকে তাকাতে পারেন না। কাজেই বনমালাপুত্র যে উনি বাড়া সেটা ভুলে যান যখন আটক করার প্রশ্ন আসে। কাজেই এত নীচে নেমে আমি সেই অভিযোগগুলি করতে চাই না।

গাড়ীর নাশার গতকাল উনি দিয়েছেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা যেহেতু এইগুলি সম্পর্কে তদন্ত করছি সেই সময়ে সবটাই বেরিয়ে আসবে বলে আমার ধারণা। তবে তার মধ্যে

হয়ত একটু ভুল আছে একটি গাড়া সম্পর্কে। সেটি হল টি, আর, এল ১৪০১। সেটি একটি খুব বড় রকমের অ্যাক্সিডেন্ট করেছিল। তারজন্তু এর পেছনে অনেক টাকার পাটস লেগেছে। এই অ্যাক্সিডেন্ট করার ফলেই এই টাকা লেগেছে। এটা নোটও উল্লেখিত আছে। আর আর একটি বলেছেন যে ভিজিলেন্সের যিনি ডি, এস, পি, রয়েছেন চার্জে তার ভাই চাকুরী পেয়েছে টি, আর, টি, সি,তে এবং সেই চাকুরী দেওয়ার উদ্দেশ্যে হল ঘুষ দেওয়া। হ্যাঁ, তাহলে তো নৃপেনবাবু অনেক আগেই কেনা হয়ে যেতেন। কারণ তাঁর বাড়ীর এতোককেই চাকুরী দেওয়া হয়েছে। তাহলে কেনা হয়ে যেতেন। এখন যদি কারণ কোয়ালিটিতে কেউ চাকুরী পায় তাহলে সেখানে চাকুরী দেওয়া হবে না। আর ডি, পি, সি, করে চাকুরী দেওয়া যায় না, এই যদি অবস্থা হয়ে থাকে তাহলে নিজের দিকে তাকিয়ে দেখুন কোথায় কোন চাকুরী কিভাবে দেওয়া হয়েছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, তিনি যে প্রশ্নটা তুলেছেন সেই প্রশ্ন নিয়ে আমি আলোচনা করছি। আমি অন্য দিকে যেতে চাই না। আর মেনটেইনেন্স কষ্ট সম্পর্কে যেটা নৃপেনবাবু বলেছেন কত লক্ষ টাকার কি ব্যাপার। আমি ষটুকু জানি লাষ্ট টু ইয়ার্সে ৪.৫ লাখস্ টাকা খরচ হয়েছে মেনটেইনেন্সের ব্যাপারে।

শ্রীমতী চক্রবর্তী :—স্বাৰ, আমাৰ কাছে আছে একসপেণ্ডিচার ইনকাৰ্ড।

(ইনটারপশ্যন)

শ্রীমতী সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, একটা বক্তৃতাৰ মধ্যে যদি এই বক্তৃতাৰে গোলমাল করা হয়, এই বিধান সভা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে চলতে পারে এবং বিরোধী দলের নেতা হাঁব কথা যখন বলতে আরম্ভ করেছিলেন, তখন আমাদের তরফ থেকে বা আমাদের কলিং পাটিং তরফ থেকে কোন বাঁধা দেওয়া হয় না। আর আজকে তিনি বিরোধী দলের নেতা তিনি এতগা ন ইরিম্পনাসবাল হয়ে গেলেন, কলিং পাটিং নেতা কথা বলেছেন আর উনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ডিষ্টাৰ্ভ করছেন মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের সামনে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমি ভাবতে পারিনি যে বিরোধী দলের নেতা হচ্ছেন একটা গণতান্ত্রিক দলের নেতা এবং তিনি এই ধরনের একটা মনোভাব পোষণ করে এই এসেম্বলাতে আসবেন। এখানে আর, এন, চক্রবর্তীর সম্পর্কে বলা হয়েছে যে ১৫ দিনের মধ্যে তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হউক। তিনি কোথায় এই খবর পেলেন, আমি জানি সঙ্গে সঙ্গে সেই চক্রবর্তী, তাঁর ভাষায় নাকি উনি কুখ্যাত চক্রবর্তী, তাকে হঠিয়ে দেওয়া হল। একজন্ম দুই মাস লেগেছে আর, এন, চক্রবর্তীকে এখান থেকে সরে যেতে। এটা ১০ দিনের ব্যাপার নয়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা আগেও বলেছি এবং এই হাউসেও সামনে বলা হয়েছে যে টৌবগুলি সম্পর্কে আমরা স্পেশাল অডিটের এরঞ্জমেন্ট করছি। এতোকটা ডিপার্টমেন্টের আমরা স্পেশাল অডিট করার চেষ্টা করছি। কারণ আমরা দেখতে চাই ওরা যে অভিযোগ করেন সেই অভিযোগগুলির মধ্যে কতটা সত্যতা আছে, তার মধ্যে যদি কোন ফাঁকি বা গলদ পাওয়া যায় তাহলে নিজের তার যথোচিত শাস্তি দেওয়া হবে। আমরা যেখানে শুরু করেছি, এটা এত বছর ধরে এখানে হয় নি, এই প্রথম যেটা আমরা আরম্ভ করেছি দুই বছর আগে, হয় নি যে আমরা কাজ আরম্ভ করেছি, আমরা জানি যে এটাকে যদি কোন রকম ফাঁকি থাকে, আগের

যে ফাঁকগুলি রয়েছে যে পথে কোন রকম অগ্রবিদ্যা হতে পারে, জনসাধারণের ক্ষতি হতে পারে, জনসাধারণের ক্ষতি হতে পারে সেগুলি যাতে বন্ধ করে দেওয়া যায় তার দৃষ্টে আমরা এই চেষ্টা করছি। এবার পক্ষেব সদস্যব ও জানেন যে এই পরনের চণ্ডী চলছে এবং এটি মিনিট্রি আসার পর এ-ধরণে অব্যবস্থাপন করা হচ্ছে, যে পত ডিপার্টমেন্টের বস্ত্র স্টোরের স্পেশাল অডিট করার ব্যবস্থা হচ্ছে। আমি খাব বিশেষ ব্যক্তিগতভাবে ওয়া যত কথা বলছেন তার সবটার মধ্যে আমি বাচ্ছি না এবং আর একটা যেটা বোধ হয় বলাব দরকার আছে যেটা কামনপুবেব কথা বলেছেন—মনপুত্র-গাড়—এভাবে রিপোর্ট ও আন্যদেব কাছে আছে। কিন্তু এই রিপোর্ট মাননীয় বিবোধী পক্ষেব নেতা বদে সংগ্রহ করছেন, আমি জানি না। আমরা যখন তদন্ত শুরু করেছি, তখনই সিনিয়র পক্ষেব নেতা কারঞ্জ মাননীয় সদস্য নিশ্চয়ই অনেক খবর রাখেন এবং খবর রাখেন বলেই আজকে সত্বে মনপুত্র বোডেব কথা এখানে উঠেছে। যখন ইনকোয়েস্টী চলছে এবং ইনকোয়েস্টী করে সত্যকে অনায়াসে করতে চাইছি সেহু কথা জানার পর নতুনলি অভিযোগ যে, ৩৩ তিনি এই আদেশদলার সামনে বলতে পারেন, তাহা তিনি বলেছেন। আমি বলেছি যে এই সংসর্কে আমরা ইনকোয়েস্টী করছি এবং আমরা সি বি আইকে দিয়ে ইনকোয়েস্টী কবানোর কথা বলেছিলাম এবং সত্বে সম্পর্কে সি. বি. আইকে চিঠিও লেখা হয়েছে। কিন্তু সি. বি. আই সত্বে কবলে অস্বীকার করেছে এবং বলেছে যে মানবা এটা করতে পারব না, হোঁরা নিবেদ্য এটা হবে নাও। তারপর আমরা একটা কমিটি করেছি এবং সেহু কমিটি সমস্ত ঘটনাটা দেখে এবং ন্যাকি লক্ষ টাকার একটা ব্যাপার। এটা মাননীয় সদস্যও বলেছেন এবং এটা মনবেদ্য আনাদের কাছেও এসেছে এবং তদন্তেব যে প্রাথমিক রিপোর্ট সেটা আমরা দেখেছি। কার্জ এবং জানা সংগ্রহ এই অভিযোগগুলি এখানে হোলার মানেই চল যে একেবারে হুঁই হতে মন পবরদ হয়ে গিয়েছে, আব মন্থমব বাবুর হো সাক্ষাতিক অবস্থা এমন পরদের হুঁই হুঁই না আবহাওয়া সৃষ্টি করার জন্য। যখনই তদন্তের কাজ শুরু হয়, তখনই মন্থমব যে এটা সব অভিযোগগুলি সময়ে এনে এই মন্থমব পবরদ হুঁইতিপরাযণ বল ১২৪৫ করতে থাকেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তারপরে বেশী দোকান সম্পর্কে অভিযোগ হয়েছে। সেহু অভিযোগ আপনার কাছে আসার দরকার কর না, মাননীয় সদস্যদের কাছে আসার দরকার হবে না। ইতিমধ্যে আমরা যে কোন সাধারণ মাত্র যদি বেনামিতেও কমপ্লেন করে সেগুলির মধ্যেও মোটামুটি ভাবে প্রাইমা-ফেসী কেস আছে কিনা, সেটা আমরা দেখি। এবং তারই ভিত্তিতে ২/৪ জন কমচারীকে দাস্পেনশান করা হয়েছে ৩৩ ডিপার্টমেন্টের। তারপরেও যদি আমাকে শুনতে হয় যে সরকার হুঁইতিপরাযণ, গ্রাহলে আমি বলতে পারি, আমি এখানে দাঁড়িয়েই বলতে পার যে ফুড ডিপার্টমেন্টের মধ্যে যদি কোন হুঁইতি থাকে, তাহলে প্রত্যেকটা কেসের তদন্ত করা হবে। আমি জানি এই তদন্ত করলে পর মাননীয় বদেব, দলের সদস্যরাই বেশী উত্তেজিত হবেন। কারণ তার মধ্যে তাদের অনেক পড়ে যাবেন। ঐ যাদের নিয়ে কমিটি করা হয়েছে, ঐ যাদের নিয়ে সংগ্রামের হাতিয়ারগুলি তৈরি করা হয়েছে সেহু সংগ্রামের হাতিয়ারগুলির মধ্যে কি আছে এবং তখনই বুঝতে পারবেন যে এর ভিত্তি কি আছে। কাজেই আমি প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টের কথা বলতে

পারি, যে কোথায় কি আছে বা কোথায় কি ভাবে চলছে এবং কিভাবে মাননীয় সদস্যরা তাদের দলবাজী করছেন ঐ কর্মচারী মহলে, সেই কথা আমি বলতে পারি। আজকে অভিযোগ হচ্ছে যে আমরা ঐ দল ভাঙ্গার জন্য ডাইরেকটিভ নিয়েছেন। হ্যাঁ, ডাইরেকটিভ নিয়েছি, আমরা চাই যে এমন দল কর্মচারীদের দিয়ে হতে পারে না। যে দলের পক্ষে জনসাধারণ রায় দিগেছে, যারা আমাদেরকে এখানে পাঠিয়েছে, তাদের প্রতি আমাদের দায়িত্ব পালন করতে হয়। তাহলে যারা ঘরে বসে বসে ইম্প্রিমেন্টেশনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে বাঁধার সৃষ্টি করছে, সেই সব ইউনিয়ন কিংবা সেই সব দল থাকতে পারে না থাকা উচিত নয় এবং কোন গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সেটাকে থাকতে দেওয়া উচিত নয়। যারা ইম্প্রিমেন্টেশন করবে সেখানে যদি এমন কোন মনোভাবপন্ন লোক থাকে, তাহলে তারা সেই ইম্প্রিমেন্টে বাধা দেবে। আর প্রেনিং এর মধ্যে কোথাও ডিফেকটিভ আছে তা তার জন্য অ্যাসেম্বলী রয়েছে এবং এখানে এই সব কথা বলা যায়। কিন্তু আজকে যদি সেই মিসিনারীর মধ্যে কর্মচারীদের মধ্যে এমন মনোভাব হয় তাদের দাবী নিয়ে, তারা অভিযোগ করবে পারেন, তাদের সেই অধিকার আছে। কিন্তু সেটার অর্থ এই নয় যে তাদেরকে আমরা যে কাজে লাগাব বা তারা যে প্রেনিং করবে, সেই কাজের প্রতিটি স্তরে তাদের বাধা দিতে হবে। এভাবে যদি দলবাজী হয়, তাহলে সেই দল থাকার জন্য আমরা ডিফেকটিভ নেব। কারণ আমরা এখানে জনসাধারণের রায়ে এসেছি, কাজেই এই দল অথবা এই বরণের ইউনিয়ন আমরা থাকতে দিতে পারি না এবং গণতন্ত্রে সেটা বলে না। গণতন্ত্রের কথা হলো যারা প্রেনিং করছেন সেই সেই প্রেনিং অনুযায়ী তাদের ইম্প্রিমেন্টেশন করতে হবে। তারপরে তাদের যদি কোন অভিযোগ থাকে, সেজন্য সেই ইউনিয়ন করুক এবং করতে পারে যে আমাদের দাবী আছে, এটা তাদের অধিকার। কিন্তু তাদের এমন কোন অধিকার নাই যে জনসাধারণের রায়ে যে গভর্নমেন্ট হয়েছে সেই গভর্নমেন্টের পবিত্রতাকে ষড়যন্ত্র করে বানচাল করার। এবং এই রকম কোন অধিকার কর্মচারীদের থাকতে পারে না। তবে আজকে গণতন্ত্র আছে বলেই এটা সম্ভব। আমি জানি না, কোন দেশে আছে সেখানে গণতন্ত্র নাই, যেখানে ডিক্টেটরশীপ চলছে, সেখানে কোথাও কর্মচারীরা তাদের ইউনিয়ন করতে পারে? কোথাও প্রমিকেরা ইউনিয়ন করতে পারে? সেখানে সেই অধিকার থাকে না। সমালোচনা করবার অধিকার সেখানে নাই। (ইন্টারপলান) হ্যাঁ সেটার প্রমাণ, ভুরি ভুরি প্রমাণ আছে। তাদের জন্য কনসেনট্রেশন ক্যাম্প থাকে যারা সমালোচনা করে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পঞ্চায়েতের এই খাদ্যশস্ত্র সংগ্রহ সম্পর্কে অনেক সদস্যই বক্তব্য রেখেছেন। খাদ্যশস্ত্র সংগ্রহ সম্পর্কে আমি এই কথা বলতে পারি, আজকে খাদ্য সংগ্রহ যেটি হয়েছে এটা স্বেচ্ছায়লক সংগ্রহ। এখানে কোন জায়গায় আমি জানি না যে জোর কার কারও কাছ থেকে আদায় করা হয়েছে। এটা বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্যরাও স্বীকার করবেন যে আজকে যদি এই কৃষকদের কাছ থেকে ধান কিনা না হত তাহলে কৃষকেরা কার হাতে গিয়ে পড়ত? আপনাদের মহাজন, জোতদার, ওরা কি বলতে চান যে এই চাল যে ধান আজকে সরকারের হাতে এসেছে সেই ধান কি ঐ জোতদার মহাজনদের কাছে যেত না? ঐ সাধারণ কৃষকদের বাঁচাবার জন্য যে ব্যয়টা গ্রহণ করা হয়েছে—আর এটা ডিপার্টমেন্টের প্রশ্ন নয় এটা

পঞ্চায়েতের উপর সেই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল সংগ্রহ করার ব্যাপারে। পঞ্চায়েতের সহযোগিতা করার জন্য আমরা খুশী। আমরা আনন্দের সংগে বলতে পারি যে ত্রিপুরার মানুষ ত্রিপুরার পঞ্চায়েতগুলিকে যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল তারা সেই ভাবেই পালন করেছে এবং দেখায় যে ভাবে তারা লক্ষ্যমাত্রায় যা স্থির করা হয়েছিল—বহু জায়গার লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছে। যারা ছাড়িয়ে গিয়েছে তারা প্রমাণ করেছে যে জনসাধারণের দিক থেকে যে পলিসি আমরা নিয়েছি সেই পলিসিটিকে তারা একসেপ্ট করেছে। আজকে যতই চীৎকার করুক না কেন লেভি লেভি—মনেক বুলেন লেভি করার কথা। আজকে সাধা ভারতে লেভি আছে। অন্যান্য জায়গায় সব জায়গায় লেভি করা হয়।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—কেন জায়গায় নেই.....

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—লেভি করা হয় প্রকিউরমেন্টের মধ্যে লেভি করা হয়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখন তুলে দিতে পারে কিছু লেভি করা হয়। যে কণাটা মাননীয় সদস্য বলতে চাইছেন যে লেভি করার জগৎ—আমরা ত্রিপুরার অভিজ্ঞতা থেকে বলছি যে লেভি করেছে দেখা হয়েছে তাতে ধান সংগ্রহ হয় না এবং ত্রিপুরার রেকর্ড যেট লেভি করার পর লেভি সিস্টেমে ধান সংগ্রহ করে তাতে ১৭শ টনের উপর এ পর্যন্ত ত্রিপুরার রেকর্ড নাট। আজকে আমরা লেভি করি নাও লেভি সিস্টেমের মধ্য দিয়ে জুম্বাকী হওয়ার সম্ভাবনা ছিল যেখানে পুলিশ যেতে পারত যেখানে অত্যাচার হতে পারত সেই পথটাকে যখন আমরা বন্ধ করে পঞ্চায়েতের উপর এটি ধান সংগ্রহের বন্দোবস্ত করেছি বলেই আজকে দেখা যাচ্ছে যে ১৬ হাজার মণের উপর ধান সংগ্রহ হয়েছে। কাজেই আজকে আমরা জানি যে গ্রামের মানুষের কাছে আমরা কৃষ্ণ—তাদের সহযোগিতা করার ফলেই বোধ হয় গারভবর্ষের মধ্যে এটি ত্রিপুরায় একটা রেকর্ড রয়েছে যে জনসাধারণ কিতাবে এই গভর্ণমেন্টেব পলিসির সংগে সহযোগিতা করেছে। অণু দিকে তাদের.....

Mr. Speaker :—Hon'ble Chief Minister, I will request you kindly to sum up your discussion.....

Shri Sukhamoy Sen Gupta :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এত পর্যট ওরা তুলেছেন যে (ইন্টারপান)

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :—সময়ের ব্যাপারে প্রশ্ন আসে না। আজকে না হলে কাল উত্তর দেবেন?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আর ২ মিনিটের মধ্যে শেষ করছি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—লিডার অব দি হাউসকে সময় দেওয়া হউক

মিঃ স্পীকার :—সেল অব দি হাউস যদি তাই হয়ে থাকে তাহলে আমি ডেবার করছি (ইন্টারপান)

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আর একটা প্রশ্ন প্রাক্তন সৈনিকদের সম্পর্কে প্রশ্ন উঠেছে যে প্রাক্তন সৈনিকদের আজকে সীমান্ত এলাকা বলে অনেক সদস্য—গত

এক প্রশ্নের উত্তরের সময় বলেছিলেন যে সীমান্ত এলাকায় কেন তাদের পাঠান হচ্ছে। সীমান্ত এলাকায় মানুষ বাবে না? (উদ্ভাষণ)

শ্রীমূপেন্দ্র চক্রবর্তী :— কেউ বলেনি এই কথা.....

শ্রীস্বধর্ম সেনগুপ্ত :— আমি শুনেছি—সীমান্ত এলাকার কথা বলা হয়েছে। মাননীয় সদস্য দ্বারা তিনি ছিলেন না অজ্ঞাত ব্যক্তি ছিলেন। সীমান্ত এলাকায় কেন পাঠান হচ্ছে? সীমান্ত এলাকায় সাধারণ মানুষ যদি পাঠান যেতে পারে সেখানে রিহেবিলিটেশন দেওয়ার জন্য এক্স-সোলজারদের পাঠান যাবে না? যেখানে আমরা সাধারণ রিহেবিলিটেশন দিয়ে পাঠাতে পারব সেখানে এক্স-সোলজারদের পাঠাতে পারব না? যেখানে জায়গা ঠিক করে দিয়েছে সেখানে যাবে না ওবা? আমরা করংগিচড়ায় পরিকল্পনা নিয়েছিলাম ১১১ জনকে টাকা দেওয়া হয়েছিল কিন্তু সেই ১১১ জনের খবর আমি জানি তারা টাকা নিয়েও তারপর সেই জায়গায় যায়নি।... .

শ্রীমূপেন্দ্র চক্রবর্তী :— একজনও না.. .

শ্রীস্বধর্ম সেনগুপ্ত :— আমি বলছি তারা টাকা নিয়ে নিয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কাজেই প্রাক্তন সৈনিকদের প্রতি যারা দরদ প্রকাশ করছে আমি জানি না আমাদের গভর্নমেন্ট থেকে তাদের দরদ কতখানি বেশ। অথবা কুস্তোরাক্ত তারা চাউছেন আমি জানি না। আমরা যখন পেরেছি—যখন প্রাক্তন সৈনিকদের উপযুক্ত ছেলে থাকে তখন তাদের জন্ম চাকরীর ব্যবস্থা করেছি। বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ভাবে—ভেল কোম্পানীকে অনুরোধ করা হয়েছে। ভেল কোম্পানীতে প্রাক্তন সৈনিকদের ছেলেদের প্রফেশন দেওয়া হয়েছে। হাইপেও দেওয়া হচ্ছে প্রাক্তন সৈনিকদের ছেলেদের টাইপেও দেওয়া হচ্ছে। যেখানে জমি পাওয়া যায়—খাসের জমি তাদের দেওয়া হয়। আমরা প্রাক্তন সৈনিকদের কথা ভাবছি। এই সময় কাজ শুরু হয়েছে কাজ চলছে সেখানে এই ধরনের সমালোচনার কোন অর্থ হয় না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ভূমিহীনদের জমি দেওয়ার কথা উঠেছে। আগেও একটা প্রশ্নের উত্তরে এই হাউসে রাখা হয়েছিল সেই পুরান কথাগুলি যদি বার বার রিপিট করতে হয় তার উত্তর আজকেও আবার দিতে হয় তাহলে এই এতদিনের কাজকর্ম সমস্ত কিছু বানচাল করে সমস্ত কিছু একদিনের জন্যই রেখে দিতে হবে। যে এই সময় কোন প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হবে না এই উত্তর কাউন্সিলের দিনই দেওয়া হবে। তাহলে আমি উত্তর দিতে পারি। আমি চাই না মাননীয় সদস্য যারা এই প্রশ্ন তুলেছেন তাদের একটু ফিরে যেতে পারি যে কোয়েশান করা হয়েছে সেই কোয়েশানের আনসার দেখতে পাবেন কারণ এটা ওপেন। ভূমিহীনদের জন্য আগামী প্রায় আমাদের টাকা ধরা আছে আমরা ধীরে ধীরে তাদের ভূমি দিচ্ছি। তাদের জমি দেওয়ার জন্য তাদের স্বয়ং করার জন্য সেইভাবে আমরা ব্যবস্থা করছি। আমি মুগ্ধ যে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব করা উচিত ছিল সেটা আমরা পারি নাই। আরও দ্রুত যদি যেতে পারতাম তাহলে আরও ভাল হত। কিন্তু কাজ হচ্ছে না এই কথা যদি বলা হয় তাহলে তার সংগে আমি একমত হতে পারি না।

কারণ আজকে আমাদের হিসাব ৪৫ হাজার হোমলেস আছে তাদের মধ্যে ১২ হাজারকে দেওয়া হয়েছে। এটা প্রব্লেম উত্তরে দেওয়া আছে এটা আপনারা দেখবেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, উমা বলে যে আমরা ভূমিহীনদের জন্য কোন চিন্তা করি না আমরা ৩৭ মহাজনদের কথাই চিন্তা করি। এখানে অভিজ্ঞ এবং পান্টা অভিজ্ঞ মেম্বার আছেন তারা প্রশ্ন করেছেন এবং উত্তরও দিয়েছেন। বিভিন্ন দিক দিয়ে এই সম্পর্কে আলোচনাও করা হয়েছে। তবে আমি এইটুকু বলতে চাই যে জোতদার যদি কেউ থাকে মহাজন কেউ যদি থাকে তাহলে যারা শোষণ করে তাদের প্রত্যেকের নাম যদি কোন মেম্বারের জানা থাকে এবং সেটা কোটে প্রদান করার মত অবস্থা থাকে তাহলে তা দেবেন যদি কোন একশান না নেওয়া হয় তখন এসে এই কাউন্সিলের সামনে সমালোচনা করবেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এইখানেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :— Debate on the demand and cut motion is over. Now I am putting the Grant No. 1 to vote.

Now the question before the House that a sum not exceeding Rs. 11,69,000/- exclusive charged expenditure of Rs. 46,000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the appropriation (Votes on Account) Bill, 1974], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1975 in respect of Demand No. 1—Major Head 211—Parliament/State/Union Territory Legislature.

(It was put to voice vote and passed.)

I am putting the Cut Motion in respect of Demand No. 2 to vote. Now the question before the House that the Cut Motion raised by Shri Anil Sarkar that the Demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on মুখ্যমন্ত্রীর ভ্রমণ ভাতাৰ অপব্যয় সম্পর্কে।

(It was put to voice vote and lost.)

I am putting the Demand for Grant No. 2 to vote. Now the question before the House that a sum not exceeding Rs. 10,45,000/- exclusive charged expenditure of Rs. 4,45,000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Votes on Account) Bill, 1974], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1975 in respect of Demand No. 2—Major Head—213—Council of Ministers.

(It was put to voice vote and passed.)

I am putting the Cut Motions in respect of Demand No. 4 to vote. Now the question before the House that the Cut Motion raised by Shri Samar Choudhury that the Demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on —সমাক

বকেয়াধাৰণা মকুব ও সাড়ে সাত কাৰ্পি পৰ্য্যন্ত জমিৰ বাজৰ বহিত কৰা সম্পৰ্কে ব্যবস্থা না থাকি।

(It was put to voice vote and lost.)

I am putting the Cut Motion raised by Shri Abhiram Deb Barma to vote. Now the question before the House that the Cut Motion raised by Shri Abhiram Deb Barma that the Demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on—জৰিপ ব্যবস্থার তুলীতিতে কৃষকদের হয়রানী ও উচ্ছেদ।

(It was put to voice vote and lost) .

I am putting the Demand for Grant No. 4 to vote. Now the question before the House that a sum not exceeding Rs 52,02,000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Votes on Account) Bill, 1974], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1975 in respect of Demand No. 4—Major Head—220—Collection of Taxes on Income & Expenditure 229—Land Revenue & 230—Stamps & Registration.

It was put to voice and passed. (interruption)

Shri Nripendra Chakraborty :— ডিভিশন ডিমাণ্ড কৰছি (ইন্টারপাশান)

Mr. Speaker :— I am again putting the Demand for Grant No. 4 to vote. Now the question before the House that a sum not exceeding Rs 52,02,000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Votes on Account) Bill, 1974], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1975 in respect of Demand No. 4—Major Head—220—Collection of Taxes on Income & Expenditure—229—Land Revenue : 230—Stamps & Registration.

(It was put to voice vote and passed.)

The House stands adjourned till 12-30 P. M. of Wednesday the 3rd April, 1974. Rest of the business will be taken over.

PAPERS LAID ON THE TABLE

Annexure—“A”

STARRED QUESTION NO. 920

By Shri Bulu Kuki

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Planning Department be pleased to state—

প্রশ্ন

- ১) বর্তমান আর্থিক বৎসরে অমরপুর বিভাগে ম্যালেরিয়া রোগ নিবারণের জন্য ডি, ডি, টি দেওয়া হইয়াছিল কি ?
- ২) হইয়া থাকিলে কোথায় কোথায় দেওয়া হইয়াছে ?
- ৩) না হইলে ইহার কারণ ?

উত্তর

- ১) হ্যাঁ। ১৯৭৩-৭৪ আর্থিক বৎসরে অমরপুর মহকুমায় ডি, ডি, টি ছড়ানো হইয়াছে।
- ২) অম্পি, মুতনবাজার, রাইমা অঞ্চল ও গড়াইড়া অঞ্চলের কিয়দংশে ডি, ডি, টি ছড়ানো হইয়াছে।
- ৩) প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 934

By Shri Benode Behari Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Planning Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

- ১) সোনামুড়া মহকুমার তৈজিলিং এলাকায় একটি আউট-ডোর ডিসপেনসারী / প্রাইমারী হেলথ সেন্টার করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?
- ২) এ অঞ্চলে জনসাধারণ চিকিৎসার সুযোগ হইতে বঞ্চিত একথা সরকার অবগত আছেন কি ?
- ৩) কোন বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান এ অঞ্চলে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় খোলার জন্য আলাপ আলোচনা করিতেছেন একথা সরকার অবগত আছেন কি ?

উত্তর

- ১) এক্ষেত্রে নাই।
- ২) তাক্সাপাড়াতে একটি মুতন ডিসপেনসারী খোলা হইয়াছে। তৈজিলিং অঞ্চলের জনসাধারণ তাক্সাপাড়া ডিসপেনসারীতে চিকিৎসার সুযোগ গ্রহণ করিতে পারে।
- ৩) স্বাস্থ্য দপ্তরের জানা নাই।

STARRED QUESTION NO. 935

By Shri Benode Behari Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Planning Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

- ১) সোনামুড়া মহকুমার অন্তর্গত রুদিজলা গাঁও সভায় বর্তমান আর্থিক বৎসরের মধ্যে একটি আউট-ডোর ডিসপেনসারী করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?
- ২) বর্ষাকালে ঐ গাঁও সভার জনগণের মেলাঘর হাসপাতালে বাসিয়া চিকিৎসার সুযোগ পাওয়া সম্ভব হয় না একথা সরকার অবগত আছেন কি ?

উত্তর

- ১) না।
- ২) রুদিজলা গাঁও সভার জনসাধারণ মেলাঘর হাসপাতাল হইতে চিকিৎসার সুযোগ পায়।

STARRED QUESTION NO. 958

By Shri Kali Pada Benerjee

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

- ১) সাক্রম মহকুমায় বৈষ্ণবপুর তহশীলের রাজধরপুর গাঁও সভায় (মাগকুম) যে ৪৬টি আদিবাসী পরিবারকে জমি দেওয়া চাইয়াছে তাহাদের পুনর্বাসনের টাকা অদ্যাবধি না দেওয়ার কারণ কি ?

উত্তর

- ১) সাক্রম মহকুমায় রাজধরপুর গাঁও সভায় (মাগকুম) রাজধর মোড়ায় কোন জমিহীন আদিবাসী পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়ার উদ্দেশ্যে ভূমি বন্দোবস্ত দেওয়া হয় নাই। অতএব পুনর্বাসন প্রাপ্ত পরিবারকে আর্থিক অনুদান দেওয়ার প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 970

By Shri Jitendra Lal Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state—

প্রশ্ন

- ১) ইতিমধ্যে সত্য যে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় সাক্রম মহকুমার ঘোড়াকাপা তহশীলাধীন আমতলী ও কাপতলী (বেলছড়ি) এলাকায় কয়েক শত জুমিয়াকে পুনর্বাসন দেওয়ার মত খাস জমি আছে ?
- ২) যদি সত্য হয়ে থাকে তবে উক্ত এলাকায় জুমিয়াদের পুনর্বাসন দেওয়ার কি ব্যবস্থা সরকার করেছেন ?
- ৩) ব্যবস্থা করে থাকলে তা কবে পর্যন্ত কার্যকরী হবে ?

উত্তর

- ১) আমতলী ও কাপতলী এলাকায় কিছু খাস জমি আছে। তবে কয়েক শত জুমিয়া পরিবারের পুনর্বাসন দেওয়ার মত প্রচুর খাস জমি উক্ত এলাকায় নাই।
- ২) উপরোক্ত এলাকার খাসজমিতে ২৪টি পরিবারকে পুনর্বাসনের উদ্দেশ্যে ভূমি বন্দোবস্ত দেওয়ায় ক্ষত জরীপ কার্যাদি শেষ করিয়া বন্দোবস্তের প্রস্তাব দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা শাসকের কার্যালয়ে প্রেরিত হইয়াছে। এতদ্ সন্দর্ভে পুনর্বাসন পাওয়ার যোগ্য পরিবারের আর্থিক অনুদানের বিষয়ও তদন্তাধীন আছে।
- ৩) বন্দোবস্তের প্রস্তাব নিয়মাক্রমে জেলা সমন্বয় বিবেচনাধীন আছে। যোগ্য প্রার্থীদিগকে বসাসত্ত্ব সত্তর পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হইবে।

STARRED QUESTION NO. 986

By Shri Ajoy Biswas

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Finance Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

- ১) ১৪/৮/৭৪ইং তারিখের আদেশ বলে ত্রিপুরা সরকার কর্মচারীদের যে অন্তর্বর্তী ভাতা মঞ্জুর করেছেন তাগার তার কিসের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়েছে ?
- ২) এবং উপরোক্ত মন্ত্যেপোষ্ট অফিস টাইম ডিপোজিটে মোট কত টাকা জমা হবে ?

উত্তর

- ১) ত্রিপুরা পে কমিশনের সুপারিশক্রমে অতিরিক্ত অন্তর্বর্তী ভাতা মঞ্জুরীকৃত করা হয় যাহা ফাইনাল বিভাগের ১৪/২/৭৪ইং তারিখের মেমো নং এফ ১-এফ. এম/পি,এ/৭৩ইং এ দ্রষ্টব্য। “কমিশন” উত্তর রিপোর্টে যুক্তি প্রদর্শন পুরুক সুপারিশ করেছেন।
- ২) মোট কত টাকা জমা হবে এ সম্বন্ধে সঠিক প্রকৃতিভাস দেওয়া সম্ভব নয়।

STARRED QUESTION NO. 990

By Shri Ajoy Biswas

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Finance Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

- ১) “ত্রিপুরা পে কমিশন” কবে কার্যভার গ্রহণ করেছে, কবে পর্য্যন্ত রিপোর্ট প্রদান করা হবে বলে সরকার আশা করেন ?
- ২) ত্রিপুরা পে কমিশনের বিভিন্ন খাতে আজ পর্য্যন্ত কত টাকা ব্যয় হয়েছে ?

উত্তর

- ১) গত ১৪/৮/৭৩ইং তারিখ চুক্তিতে ত্রিপুরা পে কমিশন কার্যভার গ্রহণ করেছেন। সূত্রের সর্ভানুসায়ে কমিশনের কার্যভার গ্রহণ করার নয় মাসের মধ্যে রিপোর্ট দাখিল করার কথা।
- ২) ১৯৭৪ইং সনের ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ পর্য্যন্ত “পে কমিশনের” বিভিন্ন খাতে মোট টা: ৭৮,৬১০.১৫ প: খরচ হয়েছে।

Annexure—B

UNSTARRED QUESTION NO. 840

by—Shri Gunapada Jamatia

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ইটা কি সভা উদয়পুর মহকুমায় অন্তর্গত কিলা উত্তর ব্রজেননগর ভূমিহীন উপজাতি কলোনী সেবা সমবায় লিঃ এর ১২৯ জন উপজাতিতে মন্তুরীকৃত ১১১০ টাকা থেকে ১১০০... টাকা দেওয়া হইয়াছে ?

২) সভা চলে বাকী টাকা কবে পর্যন্ত দেওয়া হইবে ?

উত্তর

১) জ্যা। কিলা উত্তর ব্রজেননগর কলোনীর উপজাতি প্রতি পরিবারকে ১১০০... (এগারশত) টাকা যথাক্রমে প্রথম ও ২য় কিস্তিতে দেওয়া হইয়াছে।

২) বাকী টাকা যথা সম্ভব শীঘ্রই দেওয়া হইবে।

UNSTARRED QUESTION NO. 882

by Shri Niranjan Deb

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ইটা কি সভা উদয়পুর বিভাগের শামুকহাটে জুমিয়া পুনর্वासন দেওয়ার পরিকল্পনা ছিল ?

২) যদি সভা হয়ে থাকে ততলে কত পরিবারকে পুনর্वासন দেওয়ার পরিকল্পনা ছিল ?

উত্তর

১) জ্যা।

২) উপরোক্ত এলাকাতে মোট ৬২টি ভূমিহীন উপজাতি এবং জুমিয়া পরিবারকে পুনর্वासন দেওয়ার পরিকল্পনা আছে।

UNSTARRED QUESTION NO. 945

by Shri Binode Behari Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

ক) ১৯১০ সন হইতে অত পর্যন্ত হরিজন কল্যান উপদেষ্টা পরিষদের (Harijon Welfare Advisory Board) কতটি অধিবেশন (Meeting) হইয়াছে ?

খ) অধিবেশনের সুপারিশগুলি কি কি ?

গ) বর্তমান আর্থিক বৎসর পর্যন্ত ঐ সুপারিশগুলির কতটা কার্যকরী হইয়াছে ?

উত্তর

ক) ১৯৭০-৭১ সন হইতে অষ্ট পর্বন্ত ত্রিপুরা হরিজন কল্যান উপদেষ্টা পর্ষদের মোট ২টি (দুই) অধিবেশন হইয়াছে।

খ) এট পর্ষৎ নিম্নলিখিত সুপারিশ করিয়াছেন যথা—

১) তপশিলী জাতির শিক্ষাবিষয়ক প্রকল্পের সুষ্ঠু প্রচাৰের জন্য শিক্ষা অধিকর্তাকে অনুরোধ করা।

২) তপশিলী ছাত্রছাত্রীর আর্থিক সাহায্য বৃদ্ধি করা।

৩) তপশিলী ছাত্র ছাত্রীদের জন্য ছাত্রাবাসের জন্য মঞ্জুরী অর্থ যথাযথ বায় করা।

৪) প্রাক প্রবেশিকা ছাত্র ছাত্রীদের বস্তি বৃদ্ধি করিয়া ৪৫ টাকা হইতে ৬০ টাকা করা।

৫) সরকারী বেসরকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষিত কর্মকর্তাদের জন্য চাকুরী সংস্থান করা।

৬) আগরতলায় কামরত হরিজনদের কক্ষ তহিতে অবসর প্রাপ্ত করিলে নিজস্ব ভূমিতে গৃহনিৰ্মাণের ব্যবস্থা করা।

গ)

১) বিজ্ঞানায়ের প্রধান শিক্ষক ও বিদ্যালয় পরিদর্শক মাধ্যমে তপশিলী জাতি দ্বন্দ্ব ছাত্র ছাত্রীগণের শিক্ষা প্রকল্পের সাহায্য বিষয় বিস্তারিতভাবে প্রচার করা হইতেছে।

২) তপশিলী ছাত্র ছাত্রীদের আর্থিক সাহায্য বৃদ্ধির কথা সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

৩) বরাদ্দকৃত অর্থ ছাত্রাবাসের জন্য যথা সময়ে যথাযথভাবে বায় করার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে

৪) প্রাক প্রবেশিকা ছাত্রাবাসে অবস্থানরত তপশিলী ছাত্র ছাত্রীদের ছাত্রাবাস বস্তি বৃদ্ধি করার বিষয় সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

৫) কর্ম হইতে অবসর প্রাপ্ত মিউনিসিপ্যালিটির কর্মকর্তাদের নিজস্ব ভূমিতে গৃহ নিৰ্মাণের পত্রিকল্পনা সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

Printed by
The Superintendent, Tripura Government Press,
Agartala.
